G
183

G/183

9 | 183

জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ গ্রন্থাবলী—৩

ইতিহাস ও অভিব্যক্তি

Philosophy of History

with special reference to the Culture-Life of Ancient India.

State Museum,
LUCKNOW.

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

(জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব হেমচন্দ্র বসু মল্লিক
অধ্যাপকভাবে লিখিত)

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পক্ষ হইতে
অধ্যাপক শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
(যাদবপুর, ২৪ পরগণা, ১৯২৯)

মূল্য ~~৩~~ টাকা।
১২

Printed by
G. C. Bose at the Kohinoor Printing Works.
108, *Amherst Street, Calcutta,*

901

৭০১

উৎসর্গ

হে অসীম সুনীল নির্ম্মল!
বক্ষে তব জোছনার অমিয় সায়র,
মথিল কি তারাগুচ্ছ তৃষিত-পরাণী ?
গাঢ় বিশ্ব-মৌন-ব্যথা হইল মন্দর,
ছায়াপথ, চিরপ্রতীক্ষার, মথনের ফণী ?
তব মহাপ্রাণে বিশ্ব-সন্তানের লাগি
যত স্নেহ. যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত,
সেই স্নেহ, মথনের আলোড়নে জাগি,
সুধা, নিখিলের শুষ্কাধরে হইতে সঞ্চিত!
সুরভি শিশির অর্ঘ্য অরুণ-আরতি,
সজল প্রণতি নেত্রে ভাবের পূজারী,
সরলতা, স্বচ্ছতার প্রাণের মিনতি,
কোন্ অজানার অর্চ্চনায়, সাজায়ে তোমারি,
অসীমের বক্ষঃসুধা, নানা, ভাবে উপচারে,
নিঃশেধিয়া নিবেদন, ক'রে গেল, বিশ্বেশ্বরে ?
তুমি সুধা, সে অর্চ্চনা-সুরভির লেশ—
নৈবেদ্যের মধু-কণা, আরতির স্নিগ্ধ শিখা-শেষ—
নির্ম্মাল্য-পরাগ-রেণু, উলু-শঙ্খ-অনুরণনের বেণু—
শরীরিণী সঞ্চারিণী মঞ্জু-লোল-স্মিতা,
গেহে এসেছিলে কার মুগধা চকিতা!
দ্বারে তব, পথশ্রান্ত অতিথির উপোসী মুখেতে
দেবতার প্রসাদের স্পর্শ-স্পন্দটুকু দিতে!
হে কুমারি! গেছ তুমি, মণিকর্ণিকায়,
বিশ্বনাথ-অভিসারে, বহি, ভস্ম-শুভ্র সরণি সরল!

901

প্রস্তাবনা।

জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ আমাকে বই লেখার ভার দেন যে বিষয় লইয়া, তা হইতেছে এই ঃ—হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম ও দার্শনিক চিন্তার মূলে যে ভাবপদার্থ (Concapts) গুলি রহিয়াছে, প্রাচীনকাল হইতে সে সকলের অভিব্যক্তির ইতিহাস। ভাবপদার্থ—যেমন, সৃষ্টি, ব্রহ্ম, আত্মা, কর্ম্ম, পরলোক, দেবতা, মন্ত্র-তন্ত্র বা যজ্ঞ, শ্রুতি-স্মৃতি ইত্যাদি। বিষয়টা বড়। কয়েক খণ্ড গ্রন্থে আলোচনা করার ইচ্ছা হইয়াছিল। তার মধ্যে কয়েক খণ্ড লেখাও হইয়াছে। লিখিবার গোড়াতেই নিজেকে প্রশ্ন করি—আচ্ছা, অভিব্যক্তির ইতিহাস লিখিব ; কিন্তু, আসলে, ইতিহাসই বা কি, অভিব্যক্তিই বা কি ? এদেশে পুরাণ ইতিহাস বলিয়া যেটি চলিয়াছিল, তার সঙ্গে সত্যকার ইতিহাসের সম্বন্ধটাই বা কি ? পাশ্চাত্য দেশে ইতিহাস বলিয়া যেটি চলিতেছে, তার সঙ্গেই বা সম্বন্ধটা কি ? যেটা চলিয়াছিল বা চলিতেছে, নির্ব্বিচারে সেটাকে গ্রহণ করা উচিত হইবে কি ? না, তলাইয়া, প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহ্য-বিদ্যার পরীক্ষা করার অবসর আসিয়াছে ? ঐতিহ্যবিদ্যার স্বরূপ, অবকাশ (Scope), প্রমাণ প্রমেয় বিচার পদ্ধতি (Evidence and Method), লক্ষ্য—এ সকলই পরীক্ষা করা আবশ্যক কি না ? ভাবাভিব্যক্তির ইতিহাসে এরূপ পরীক্ষার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে কি না ? এক কথায়, ইংরাজীতে যাকে Philosopy of History বলে, তাই, আমার আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্কে, হিন্দুর সাধনা ও সভ্যতাকে উদাহরণরূপে লইয়া, আমি এই বইখানাতে আলোচনা করিয়াছি। বাংলা ভাষায় এভাবে চেষ্টা বোধ হয় এই নূতন। যে বিষয়ের আলোচনা আমায় পরে করিতে হইবে, তার বিস্তারিত আলোচনা এতে নেই ; দৃষ্টান্তক্ষেত্রে অল্প স্বল্প আছে। তবে, সে আলোচনার একটা পদ্ধতি (Method) ও কেন্দ্র (Standpoint) স্থির ক'রার চেষ্টা এতে করা হইয়াছে। কাজেই, এটা ভূমিকাগ্রন্থ।

ইতিহাস ও অভিব্যক্তি—এ দুটা কথাই আমি ব্যাপক করিয়া লইয়াছি। কাজেই, আলোচনা মানবীয় বিদ্যার অনেক অংশ স্পর্শ করিয়াছে। জড় বিদ্যা

প্রাণি বিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, অধ্যাত্মবিদ্যা, দর্শন এই সব, এবং আরও অনেক কথা, এর মধ্যে উঠিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিচারের মুখে, দৃষ্টান্তের প্রয়োজনে, উঠিয়াছে। এটা ভাবা অন্যায় হইবে যে, ঐ ঐ প্রসঙ্গে যা কিছু এখানে বলা হইয়াছে, সে সবই "প্রমাণিত" করার চেষ্টা হইয়াছে। সে চেষ্টা এ বইতে সম্ভবপর সব সময়ে হয় নাই। আমার জ্ঞান বিশ্বাস মত সত্য সিদ্ধান্তের একটা যুক্তিযুক্ত হদিশ দিতে আমি অনেক স্থলে চেষ্টা করিয়াছি। হদিশ মাত্র, সিদ্ধান্তাবগাহি প্রমাণ নয়। পক্ষান্তরে, যেটি যে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তাবগাহী (Conclusive) না হইয়াও তা হবার স্পর্দ্ধা করে, তাকে তার স্পর্দ্ধা একটুখানি খাটো করিতে বলিয়াছি। যিনি মনোযোগের সহিত পড়িবেন, তিনি আমার প্রয়াসের ফলাফল বিচার করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, এই ভূমিকাগ্রন্থে যেটি সিদ্ধান্তের হদিশ রূপে দিতে পারিয়াছি, পরবর্ত্তী গ্রন্থ গুলিতে তার কোনো কোনোটিকে যথাসম্ভব দৃঢ়ভূমিক করার আশা করিয়াছি। এই বই খানার যেটা মূল দার্শনিক ভিত্তি, তার বিচারের জন্য পাঠককে লেখকের ইংরাজি দর্শনের বই গুলি পড়িতে অনুরোধ করি।

বই খানা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জ্ঞানবিস্তার সমিতির পক্ষে কতক গুলি বক্তৃতা রূপে প্রদত্ত হইবে, এই ইচ্ছা লইয়া লিখিত হইয়াছিল। বক্তৃতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু সেই আকারেই বই খানার মূল প্রস্তাবটি সাজান রহিয়াছে। অবশ্য, পাদটীকাগুলি পরে দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ্যের উদ্দেশ্যে লিখিত বক্তৃতার ভাষা ও ভঙ্গী অনেকটা এতে পাঠক দেখিতে পাইবেন। হয়ত, তাতে আলোচনায় কতকটা প্রসাদগুণ ও সরলতা আসিয়া থাকে। কঠিন জিনিষের আলোচনায় সেটা উপেক্ষার বস্তু নয়। ও রকমের বক্তৃতায় লেখায় জমাট একটু কম হয় বটে, কিন্তু, প্রসাদগুণ ও সরসতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সে দোষ যতটা পারি সারিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছি। পরিচ্ছেদ ও পার্শ্বটীকা গুলিতে আলোচনার সূত্রটি গোছাইয়া দেবার যত্ন করিয়াছি।

পাদটীকা দিতে কার্পণ্য করি নাই। "নজির" আরও দেওয়া চলিত। বাহিয়া গুছিয়া দিয়াছি। বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি চিন্তার সঙ্গে তুলনা এ প্রবন্ধে অল্পই আছে। পরের বই গুলিতে একটু বেশী আছে। পাদটীকাতে অনেক দরকারি কথার দস্তুরমত আলোচনা আছে। ছোট লেখা বলিয়া পাঠক বাদ যেন না দেন। বাদ দিলে, মূল প্রস্তাব অনেকটা "অমূলক" হইয়া পড়িবে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

হিন্দু সাধনা ও সভ্যতার স্বরূপ ও বিকাশ সম্বন্ধে সাবেকিমতও অনেক বাহালি মত আলোচনার বৈঠকে একত্র করার যত্ন করিয়াছি। বোঝা পড়া শেষ পর্য্যন্ত না আগাইলেও, তার সূচনা হয়ত হইয়াছে। সাবেকি সংস্কার গুলি বৈঠকে মুখ খুলিবার অবসর পাইয়াছে। প্রচীন ও নবীনের এই বোঝা পড়া যে কতটা দরকার হইয়া পড়িয়াছে, তা আর, যাঁরা ভাবিয়া দেখেন, তাঁদের বলিয়া দিতে হইবে না। একটা নূতন প্রাণ লইয়া ও আশ্রয় করিয়া সত্যকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রেয়ঃ কে, অন্বেষণ করিতে হইবে। নানাস্থানী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—প্রুফ দেখা নিখুঁত করিতে পারি নাই। ইতি—

চাণ্ডুলি, বর্দ্ধমান।
৺ জগদ্ধাত্রী পূজা, ১৩৩৬।

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ—জিজ্ঞাসা ও চিকীর্ষার মূল ... ১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ইতিহাস ও ভূয়োদর্শন ... ২২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—ইতিহাসের শরীর ... ৪০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—ইতিহাসে ব্যাপকদৃষ্টি ও সঙ্কীর্ণদৃষ্টি ... ৬৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিক রীতি ... ৮৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—ইতিহাস ও পুরাণ ... ১৫০
সপ্তম পরিচ্ছেদ—ঐতিহাসিক আলোচনার স্তর ... ১৭৪
অষ্টম পরিচ্ছেদ—ইতিহাসের যন্ত্র ... ১৮৫
নবম পরিচ্ছেদ—ইতিহাসের মন্ত্র ... ২৫৫
দশম পরিচ্ছেদ—ইতিহাসের “আদিম” স্তর ... ২৭৫
একাদশ পরিচ্ছেদ—সভ্যতা বিচারের সূত্র ... ২৯৩
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—সভ্যতার নিদান ... ৩১৫
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—ইতিহাসের “রেখা” (Curve) ... ৩৩০
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—সভ্যতার পরিচয় ... ৩৬৬
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—জাতির “বাস্তু” ... ৩৭৯
ষোড়শ পরিচ্ছেদ—ইতিহাসে সতর্কতা ... ৩৮৬
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—ঐতিহাসিক বিচারে মূল সূত্র ... ৪০৫
অষ্টাদশ পরিচ্ছেয—সভ্যতার প্রাচীনতা ... ৪৩৫
উনবিংশ পরিচ্ছেদ—ইতিহাসে রহস্যবাদ ... ৪৬১
বিংশ পরিচ্ছেদ—ইতিহাসে ঐতিহ্যের প্রামাণ্য ... ৪৮২
একবিংশ পরিচ্ছেদ—ব্যাখ্যার স্তর ... ৫২১
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ—ব্যাখ্যার অতীন্দ্রিয় স্তর ... ৫৪৮
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—উপসংহার ... ৫৮৯

राजकीय संग्रहालय पुस्तकालय
विभाग G
पुस्तक क्रम संख्या 183
State Museum Library, Lucknow

ইতিহাস ও অভিব্যক্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জিজ্ঞাসা ও চিকীর্ষার মূল।

মানুষের মনে জিজ্ঞাসা কবে জাগিল, মানুষের প্রাণ কি একটা অব্যক্ত পিপাসায় বেদনাতুর কবে হইতে হইল—ইহার ইতিহাস মানুষ যত্ন করিয়া রাখে নাই। মানুষ কোন্ সুদূর অতীত যুগে ধরাপৃষ্ঠে দেখা দিয়াছে, তাহা লইয়া বৈজ্ঞানিকেরা এখনও বিচার বিতর্ক করিতে ছাড়েন নাই। পৃথিবীর বয়সে এমন এক দিন ছিল যখন মানুষ আদপে দেখা দেয় নাই—এই মোটা কথাটা নব্য পণ্ডিতেরা একরূপ মানিয়া লইলেও, ঠিক কোন্ যুগে, ঠিক কোন্ কোন্ ভূস্তর বিন্যাসের কালে, মানুষ আসরে নামিয়াছে, তাহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে এখনও যথেষ্ট মতানৈক্য। (১)

---

১ Sir John Lubbock (Lord Avebury) প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ মানবের ইতিহাসে প্রস্তর যুগটিকে প্রাচীন ও নবীন এই দুই ভাবে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এখন আবার অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে একটা অতিপ্রাচীন প্রস্তর যুগও ছিল। কেহ কেহ সে যুগের নামকরণ করিয়াছেন Eolithic Age ("প্রাগায়ুধ যুগ")। Eolithic Age অবশ্য এখনও তর্কের বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। Kentএ Mr. Benjamin Harrison যে সমস্ত "ইওলিথ্" সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, তা দেখিয়া কেহবা সেগুলিকে মানুষের হাতের তৈয়ারি, কেহবা "স্বাভাবিক" মনে করেন; যথা—Sir Joseph Prestwich and Sir John Evans. ইওলিথ্ সত্য সত্যই মানুষের তৈয়ারি হইলে, মানুষ কত পুরাতন হইয়া পড়ে, তা Prestwich প্রমুখ পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে Pleistocene Age ("অন্ত্যাধুনিক যুগে") of the Tertiary geological System পর্য্যন্ত, আবার কাহারও কাহারও মতে একেবারে Eocene Age ("প্রাগাধুনিক") পর্য্যন্ত মানুষের প্রথম আবির্ভাবের সূচনা দেখিতে যাইতে হয়। প্রথমোক্ত অনুমানে (প্রসিদ্ধ "The Ancient Hunters" এর লেখক Professor Sollas প্রভৃতির) মানুষের বয়স অন্যূন ছয় লক্ষ বৎসর; শেষোক্ত অনুমানে (Professor James Geikie প্রভৃতির) মানুষের জন্মতিথি আরও বহু পুরাতন হইয়া পড়ে। Sir Arthur Keith সাহেবের "The Antiquity of Man" গ্রন্থ এবং "The Peoples of All Nations" সংগ্রহ গ্রন্থে "The Dawn of National Life"নামক প্রথম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—বিশেষতঃ প্রবন্ধের যে চিত্রে তিনি ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাল পরিমাণের নক্সা আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। H. G. Wells সাহেবের "The Outlines of History" গ্রন্থও দ্রষ্টব্য। আদিম মানবের যে নিদর্শন যবদ্বীপে পাওয়া গিয়াছে (Pithacanthropos), যাহা

জিজ্ঞাসা ও চিকীর্ষা অনাদি

খোদ পৃথিবীর বয়স লর্ড কেল্‌ভিনের (১) সময়ে যে সব লক্ষণের ও হেতুবাদের সাহায্যে স্থির করা চলিতে পারিত, এখন অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার রেডিয়াম প্রভৃতির আবিষ্কারের পর, এবং অন্যান্য কারণে, আর কেবল, এমন কি মুখ্যতঃ, সেই সব লক্ষণের ও হেতুবাদের সাহয্যে গণিয়া গাঁথিয়া বাহির করার চেষ্টা নিরাপদ্ নহে। আদিম মানবের জন্মতিথি বাহির করার সমস্যাও এখন নিতান্ত কম জটিল নহে।

তবে মানুষ যবেই এখানে আসিয়া থাকুক্ না কেন (অন্য কোন জ্যোতিষ্ক হইতে সূক্ষ্ম বীজরূপে এখানে আমদানি হওয়াটাও বিচিত্র নহে; স্বয়ং লর্ড কেল্‌ভিন এবং হেলম্‌হোল্‌ৎস পৃথিবীতে প্রথম জীবাবির্ভাবের ব্যাখায় উল্কাপিণ্ডকে তলব করিয়াছিলেন,) (২) যে দিন সে আসিয়াছে, সেই দিন হইতেই তার আত্মা সংশয়

ইংলণ্ড সাসেক্সে পাওয়া গিয়াছে (Piltdown man) Eoanthropos—"Dawn man" নিয়ান্‌ডারথাল (Neanderthal man) এবং অপেক্ষাকৃত সভ্য ক্রো-ম্যাগনন্ (Cro-Magnon—Homo Sapiens—"wise man")—এদের ঠিকুজী এখনও পণ্ডিতেরা ঠিকভাবে গণিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করিয়াছি।

১ "The Age of the Earth" "Plutonic Energy" প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। সার উইলিয়াম টম্‌সন আগে পৃথিবীর উৎপত্তির জন্য ১০ কোটি বৎসর দিতে প্রস্তুত ছিলেন [প্রমাণের ভিত্তি—(১) পৃথিবীর ক্রমিকতাপ বিকিরণ—"Secular cooling"; (২) জোয়ার ভাটার সংঘর্ষে (Tidal friction) পৃথিবীর অক্ষাবর্ত্তনের গতিহ্রাস (retardation); (৩) সূর্য্যের তাপের বয়স]; কিন্তু পরে (Phil. Mag., Jan., 1899) তিনি ২ হইতে ৪ কোটির বেশী সময় দিতে রাজি হন নাই—বরং ২ এর দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী সমালোচকেরা অনেকে প্রমাণের ভিত্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া এ সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারেন নাই। Prof. George Darwin (Brit. Ass. Report, 1886, p. 517), Mr. R. S. Woodward, Prof. John Perry ইত্যাদি; এঁরা Physicist; এঁরা টম্‌সন এবং টেটের মঞ্জুরি পৃথিবীর বয়সটাকে খুবই কম মনে করিয়াছেন; "Physical evidence" এ পাকা সিদ্ধান্ত খাড়া করা বর্ত্তমানে চলে না, ইহা এঁরা দেখাইয়াছেন; ফল কথা, পৃথিবীর ঠিকুজী তৈয়ারি করার মত উপকরণ এখনও যথেষ্ট আমরা পাই নাই। শেষোক্ত অধ্যাপক লিখিতেছেন—"but if palæontologists have good reasons for demanding much greater times, I see nothing from the physicist's point of view which denies them four times the greatest of these estimates (*i.e.* 4,000 millions)"—Nature, vol li, p. 585 (18 April, 1895). Profs. Joly, Sollas প্রভৃতি আরও অনেকে বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন; Joly এর মতে (Goe. Mag, 1900, p. 220.) ৯০—১০০ মিলিয়ান; Sollas (১৯০০) "মধ্যপন্থা" ধরিয়াছেন। Geologist এবং Palæontologistরা অবশ্য তাঁদের স্তর বিন্যাস ও জীব বিবর্ত্তনের নিমিত্ত ১০।২০ কোটির চাইতে অনেক বেশী সময় চান। জ্যোতিষ্কপুঞ্জের উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তার পরিচয় Sir Norman Lockyer সাহেবের "Inorganic Evolution" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২ Lord Kelvin তাঁহার Address to the British Association at Edinburgh in 1871 তে তাঁর বক্তব্য কয়টির চুম্বক করিয়া দিয়াছেন:—"When two

জিজ্ঞাসায় "উন্মুখ" হইয়াছে, তার প্রাণ বেদনা পিপাসায় চঞ্চল হইয়াছে। মানুষ বাহ্য প্রকৃতির পানে যেদিন চক্ষু দুটি মেলিয়া চাহিয়াছে, সে দিনই তার প্রজ্ঞাচক্ষুও আস্তে আস্তে ফুটিয়া "দেখার পরপারে" একটা কিছু খুঁজিয়াছে—সেটাকে ম্যাক্সমুলার অসীম (Infinite) বলুন, অনিরুক্ত (Indefinite) (১) বলুন ইষ্টাপত্তি বই আপত্তির কারণ নাই। এই যে ভিতর হইতে খোঁজা (Seeking or quest), তারই নাম মনন। এই মনন করেন বলিয়া আদি মানব মনু (২), এবং তার অপত্যপরম্পরা মানব। এই মননের পরিণতি তত্ত্বের অন্বেষণে, ধ্যানে ও উপলব্ধিতে—এক কথায় দর্শনে। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বলিয়া কবে বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র রচিতে বসিলেন, অথবা "অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" বলিয়া কবে

---

great masses come into collision in space, it is certain that a large part of each is melted ; but it seems also quite certain that in many cases a large quantity of debris must be shot forth in all directions, much of which may have experienced no greater violence than individual pieces of rock experience in a land slip or in blasting by gunpowder. Hence and because we all confidently believe that there are at present, and have been from time immemorial, many worlds of life beside our own, we must regard it as probable in the highest degree that there are countless seed-bearing meteoric stones moving about in space. If at the present instant no life existed upon this earth,one such stone falling upon it might, by what we blindly call natural causes, lead to its becoming covered with Vegitation." Professor Scheifer (in his presidential address to the British Association, Dundee, 1912) এবং আরও কেহ কেহ লর্ড কেল্‌ভিনের উক্ত মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন ; তাঁরা বলিয়াছেন যে, অন্য জ্যোতিষ্ক হইতে পৃথিবীতে প্রাণের আমদানি হইয়া থাকিলেও তাহাতে প্রাণের প্রথম আবির্ভাবের সমস্যা মীমাংসিত হইয়া যায় না। অবশ্য উদ্ভিজ্জ বিদ্যাবিশারদ নাগিলি (Nägeli) এবং বর্ত্তমানে যাঁহারা"Colloidal Theory"তে আস্থাবান্, তাঁরা প্রাণের স্বাভাবিক উৎপত্তিবাদ পোষণ করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজিতে ইহাকে বলে—abiogenesis অথবা Spontaneous Generation. কিন্তু এই প্রসঙ্গে Richter এবং Arrhenius কেল্‌ভিনের মতের যে নব্য সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ যোগ্য। ইঁহাদের মতে একটা বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম প্রাণ সত্তা আছে। বিশ্বের কোন স্থানে অবস্থাপুঞ্জ অনুকূল হইলে, সেখানে সেই সূক্ষ্ম প্রাণ সত্তা ফুটিয়া উঠে অথবা স্থানান্তর হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাকে বলে "the theory of cosmozoa or panspermia", এ মতের বিস্তারিত আলোচনা আমরা স্থানান্তরে করিব। তবে এখানে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, হিন্দুর বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রে প্রাণ সত্তা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন (বিশ্বব্যাপী সোম, আদিত্য অথবা প্রাণরূপে), তার সঙ্গে শেষোক্ত পাশ্চাত্য মতের নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে।

১ Introduction to the study of Religion নামক গ্রন্থে।

২ আদি মানব প্রায় সকল প্রাচীন দেশেই "মনু" এই নামে আখ্যাত হইয়াছেন—Egypt, Manes or M'na ; Crete, Minos; Lydia, Manes ; Phrygia, Manis ; German, Mannus; and so on.

জৈমিনি কর্ম্মমীমাংসা তৈয়ারি করিলেন; "সূত্রযুগ" বুদ্ধাবির্ভাবের পর (১) কখন সুরু হইয়াছিল;—ইহা লইয়া ঐতিহাসিকেরা গবেষণার গহনে এখনও পথ খুঁজিতেছেন। কিন্তু ঠিক ব্রহ্মসূত্র বা পুর্ব্বমীমাংসাসূত্র যবেই নিবদ্ধ হইয়া থাকুক না কেন, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসা মানব মনের জাগরণ ও মানবপ্রাণের চিকীর্ষা হিসাবে সনাতন। "ব্রহ্ম" ও "ধর্ম্ম" এ নাম দুটি আগে ছিল কি না ছিল; ঋগ্বেদের "প্রাচীনস্তরে" ব্রহ্ম দেখা দিয়াছেন কি না, দিলেও সেখানে সে নামে আর কিছু বুঝাইত কি না (২) এ সকল অবান্তর কথা লইয়াও বিবাদ এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। অন্ন বলিয়া হউক, আর অদিতি বলিয়া হউক, অথবা দ্যৌঃ, বরুণ, প্রজাপতি বলিয়াই হউক, জিজ্ঞাসা বড় একটা কিছু, "গোপন" একটা কিছুর দিকে বরাবরই ধাবিত হইয়াছে।

বেদে বলিয়া কেন, প্রাচীন "প্রস্তর যুগের" আদি মানবের ভিতরেও এই

---

১ ম্যাকসমূলার এবং এ. এ, ম্যাক্‌ডোনাল্ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে ভারতীয় সভ্যতার "যুগ বিভাগ" এর পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। এ সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য আমরা স্থানান্তরে বলিব।

২ ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলটিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা "প্রাচীনস্তর" বলেন না, কিন্তু সে মণ্ডলে অনেক স্থানে ঔপনিষদব্রহ্ম স্পষ্টভাবেই 'ব্রহ্ম' নামে দেখা দিয়াছেন। যথা—"ব্রহ্মবনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। মনীষিণো মনসাবিব্রবীমি বো ব্রহ্মধ্যতিষ্ঠৎ ভুবনানি ধারয়ন্" ॥ ১০। ৮১ সূক্ত। "স্বীকৃত প্রাচীনস্তরেও" ব্রহ্মশব্দের এভাবের প্রয়োগ ঠিক না থাকিলেও, এ ভাবের কথা আছে। এ সম্বন্ধে প্রমাণ "ব্রহ্মতত্ত্বে "দ্রষ্টব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেদের মধ্য হইতে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগগুলি বাছিয়া এবং পরস্পর তুলনা করিয়া অর্থের বা ভাবের একটা অভিব্যক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য লেখক (Dr. Carpenter, "Comparative Religion," p. 156) বলিতেছেন :—"The association of prayer and magic is seen in the fact that the very term *brahma* has the double meaning of prayer and spell, something like the Greek *enchi* or the Hebrew "bless," which could imply a curse as well as a prayer. But in its higher sense it gave birth to the "Lord of Prayer," Brahmanaspati, a kind of house priest of the gods, a heavenly personification of the priesthood on earth, in whom resided the power of influencing events by prayer and incantation. Nay, just as the hymns came to be regarded as originally existing in the realm of the infinite and the undying (P. 12.), so prayer was said to have been born of yore in heaven. And thus the Lord of Prayer acquires a more lofty character as its generator and inspirer; he is even called the "Father of the gods"; and the very universe depends upon him, for he holds asunder the ends of the earth." পরে অবশ্য এই ব্রহ্ম শব্দে ভারতীয় আর্য্যেরা ঔপনিষদব্রহ্ম ("সচ্চিদানন্দ") বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাই হইল চল্‌তি বিলাতী মত।

জিজ্ঞাসার অনাদি সম্প্রদায় প্রবাহ।

রকমেরই জিজ্ঞাসা—ভাষা ও ভঙ্গী ও সীমা যাই হউক না কেন (১)। প্রাচীন ঋষিরা তত্ত্ববিদ্যার তাই "মৌলিক আবিষ্কার" করিতেন না। সবই সম্প্রদায়গত। মধুবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, পুরুষযজ্ঞ প্রভৃতি নিখিল তত্ত্ব-কথা কেহই একেবারে "প্রথম" শুনাইতেছেন না। পূর্ব্বাচার্য্যেরা আগে শুনাইয়া গিয়াছেন। মুণ্ডকোপণিষৎ যাহা বলিয়া আরম্ভ করিতেছেন, তাহাই হইল জিজ্ঞাসার ও জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির চিরন্তন রীতি—"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব, বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽথর্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্। স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥" ছান্দোগ্যে প্রসিদ্ধ মধুবিজ্ঞান প্রসঙ্গে ঠিক এই ভাবের কথাই রহিয়াছে :—"তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ [ইক্ষাকু প্রভৃতিভ্যঃ] তদ্ধৈতদুদ্দালকায়ারুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ (২)।" সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতি আমাদের সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে এই "বিজ্ঞান" হয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নয় "প্রাণায্যায় বান্তেবাসিনে" (উপযুক্ত শিষ্যকে)

১। আমরা পরে দেখিব যে, অধিকাংশ বর্ব্বর জাতির ভিতরে একটা বিশ্বব্যাপিনী অনির্ব্বচনীয়া মহাশক্তির জিজ্ঞাসা ও ধারণা, এ দুইই রহিয়াছে। পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে অধিকাংশ বর্ব্বরজাতি "মন" এই শব্দের দ্বারায় ঐ প্রকার মহাশক্তি বুঝিয়া থাকে, প্রাচীন সুমের জাতির "জী", ম্যাক্সিকোর জুনিদিগের "আহাই", উত্তর আমেরিকার আদিমবাসীদের "ওরেন্দ" "ওয়াকন্দ" প্রভৃতি শব্দ প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্ম পর্য্যায় ভুক্ত। প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষ গুহাগাত্রে অস্থিকলেবরে এবং অন্যত্র তার শিল্পের যে নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে (যথা পশ্চিম ইউরোপে ক্রোম্যাগনন্, আফ্রিকার বুশম্যান ইত্যাদি), তাতে তাহাকে একেবারে বর্ব্বর কিছুতেই মনে করা যায় না। আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

২। ৩ প্রপাঠক। ১১ খণ্ড। ৪; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, ১৮৬—১৯০ শ্লোক, বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশ, তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশ এবং চতুর্থ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ (মনু-মৎস্য সংবাদ); ইত্যাদি অনেক স্থলেই শাস্ত্র পরমেশ্বর হইতে জ্ঞান কর্ম্মধারা আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া, মনু, বেদব্যাস প্রভৃতি "অতি মানব"গণকে সেই সনাতন ধারার মন্বন্তর-যুগাদি বিশেষে "প্রবর্ত্তক" রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিদ্যার প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রেও প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। ঋগ্‌বেদ সংহিতা (৮।৫৮ ১৮)—"অনুপ্রত্নস্যৌকসঃ প্রিয়মেধাস এষাম্। পূর্ব্বা মনু প্রযতিং বৃক্তবর্হিষো হিতপ্রয়সঃ আশত"—এই ঋকে ইন্দ্রাদি দেবতাদের প্রত্ন বা পুরাণ ওকঃ (স্থান) ত রহিয়াছেই, অধিকন্তু "পূর্ব্বামনু প্রযতিং" এই বাক্যের দ্বারা তাঁদের সম্বন্ধে একটা পুরাণ পদ্ধতির ঐতিহ্য (Ancient Tradition) লক্ষিত হইয়াছে, মনে হয়; সেই পূর্ব্বা প্রযতি" অনুসরণ করিয়া "অনুশাশ্বত", কিনা "অনু প্রাপ্তাঃ"। ১০।৯০।৯—তস্মাদ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদ জায়ত",—এখানেও সেই আদিপুরুষের আদিযজ্ঞ হইতে ঋক, সাম, যজুঃ উৎপন্ন হইলেন পাইতেছি। ঐ (পুরুষ) সূক্তের শেষের ঋক্‌টি বেদবিদ্যা ও ধর্ম্মের ঈশ্বরমূলকত্ব, সুতরাং সনাতনত্ব, আরও খোলসা করিয়া বলিতেছেন :—"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত-

উপদেশ করিতে হইবে, অপর কাহাকেও নয় ("নান্যস্মৈ কস্মৈচন")—ধনপূর্ণা এই সসাগরা পৃথিবী দক্ষিণাস্বরূপে দিলেও নয়; কেননা "এতদেব ততোভূয় ইতি"—এই মধুবিজ্ঞান তার চেয়েও মূল্যবান্। এ অমূল্য নিধি হেলায় বিলাইবার বস্তু নয়। বৃহদারণ্যকেও (১) যে অপূর্ব্ব মধুবিদ্যা আছে, তাহাও পরম্পরাগত—"ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্‌ঙাথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ।" হিন্দুর দৃষ্টিতে যিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সেই শ্রীকৃষ্ণও গীতায় অর্জ্জুনকে "যোগ" উপদেশ করিতে বসিয়া উপক্রমণিকা করিলেন "বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেঽব্রবীৎ।" শুধু ভারতবর্ষে নয়, অন্য দেশেও প্রবীণ তত্ত্বদর্শীরা এই পারম্পর্য্য নিয়মটি জ্ঞাত ছিলেন; তাঁরা কখনই ভোলেন নাই যে, মানব মনের জিজ্ঞাসার নাম ও রূপ দেশে দেশে ও কালে কালে বদ্‌লাইয়া গেলেও, জিজ্ঞাসার মূলপ্রকৃতি ও ধারাটি অক্ষুণ্ণ ও অবিচ্ছিন্ন রহিয়া গিয়াছে। ছান্দোগ্যে (২) নারদ ও সনৎকুমার যে ভাবে, যে ভঙ্গীতে ব্রহ্মান্বেষণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগে কাণ্ট ও সোপেনহাওয়ার ঠিক সেই ভাবে, সেই ভঙ্গীতে তত্ত্বান্বেষণ করেন নাই বটে; কিন্তু তথাপি জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিৎসার মূল প্রকৃতি ও ধারাটি একই। মানবের অতি শৈশবেও এই জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসার অঙ্কুর অবশ্যই দেখা দিয়াছে। এনিমিজম্, টটোমিজম্,

---

দেবাস্তানি ধর্ম্মানি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানং সচন্ত। যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ"॥ এখানে "প্রথমাণি ধর্ম্মাণি আসন্", 'পূর্ব্বে সাধ্যাঃ'—এ দুটি বাক্যের ভিতরেও বিদ্যা ও ধর্ম্মের অনাদি ঐতিহ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দু'একটা নমুনা দিলাম মাত্র। সংহিতা, ব্রাহ্মণে, উপনিষদে এবং পুরাণাদিতে বিদ্যার ঐতিহ্যের মূল উৎস অনাদিকালের ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই। "ঋত" এই শব্দ বেদে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই শব্দঘটিত অপরাপর শব্দ (ঋতজ্ঞ, ঋতভুক্, ঋতাবৃধ্ ইত্যাদি)। ঋতের মুখ্য অর্থ পথ বা মার্গ; যথা, চৈনিক Tao = Path. মীমাংসকেরা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সংস্থাপনের জন্য যে সকল যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন, তার মধ্যে বিদ্যার অনাদিত্বও অন্যতম। সায়ণাচার্য্যের্ ঋগ্‌বেদ ভাষ্য-উপক্রমণিকাও দ্রষ্টব্য। প্রাচীন ব্যাবিলনে (বাবিরু জাতকের বাবিরু) সাগর গর্ভ হইতে Ea অভ্যুত্থিত হইয়া মানুষের মধ্যে বিদ্যা ও সভ্যতার বিস্তার করিলেন, দেখিতে পাই। প্রাচীন ঈজিপ্টের অধিবাসীরা ভুলে নাই যে তাদের ধর্ম্ম এবং সভ্যতা পূর্ব্বাঞ্চল ("দেবভূমি") হইতে আমদানি। প্রসিদ্ধ ঈজিপ্টতত্ত্ববিৎ Sir Flinders Petrie প্রমুখ পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে, সে "দেবভূমি" খুব সম্ভবতঃ Arabia Felix, আরবের দক্ষিণাংশ—যেটা Pun দের আবাস স্থল ছিল। এতে কিন্তু মিশ্র ("Mezrain"—Hebrew name for Egypt) বিদ্যা ও সভ্যতার মূল "লৌকিক" ও "পৌরুষেয়" প্রতিপন্ন হইল না। ঈজিপ্টের Osiris, Isis and Horus—এই ত্রিমূর্ত্তির বা রহস্যত্রয়ের ভিতর দিয়া বিদ্যা অনেক পরিমাণে বিকাশ লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক সাইসের "Religions of Ancient Egypt and Babylonia" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। গ্রীক্ প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতি এবং "অসভ্য" জাতিদের ভিতরেও বিদ্যার অনাদিত্ব ও লোকোত্তরহেতুকত্ব একরূপ "স্বতঃ সিদ্ধেরই" মত।

১। ২ অধ্যায় ৫ ব্রাহ্মণ।

২। সপ্তম প্রপাঠক।

স্যামানিজম্ প্রভৃতি "ছেঁদো কথা" দিয়া মানবসত্তার এই আদিম মহারহস্যটি ঢাকিবার চেষ্টায় কখনই আমরা সফল হইব না।

জিজ্ঞাসার পরিণতি যেমনধারা দর্শনে, আধ্যাত্মিক পিপাসার বিকাশ ও নিজেকে তৃপ্তি আনিয়া দেওয়ার প্রয়াস তেম্‌নিধারা ধর্ম্মবিশ্বাসে ও ধর্ম্মকর্ম্মে।

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ও ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা।

প্রাণ যেটার জন্য পিপাসিত, সেটা হইতেছে "মধু" বা মধুর; তার আকাঙ্ক্ষা যে দিকে লোলুপ, তার নাম হইতেছে "রস"। সকল ছোট ছোট, টুক্‌রা টুক্‌রা জিনিসের মাঝে সে এই মধু, এই রসকে খুঁজিতেছে, একটুখানি উপভোগও করিতেছে। ধর্ম্ম বা সাধনার লক্ষ্য—এই খোঁজাটিকে যথার্থ করিয়া দেওয়া এবং এই উপভোগটিকে নিবিড় ও পূর্ণ করিয়া দেওয়া। ধর্ম্ম তাই মানুষকে চিনাইয়া দিবে—মধুর মধু, সকলের মধু কে? (বৃহদারণ্যক যে ভাবে চিনাইয়া দিয়াছেন(১))। ধর্ম্ম মানুষকে উপভোগের জন্য উপনীত করিয়া দিবে সেই বস্তুটি যাহা "রসের রস"। চরম উপলব্ধিতে সেই মধুর মধু, রসের রস যাহা, তাহা ভূমা (ছান্দোগ্য যেমন দেখাইয়াছেন (২)); এবং সেটা বাহ্য, অনাত্মীয় কিছুই নয়; তাহা "প্রাণস্য প্রাণঃ" (৩)—প্রাণের প্রাণ। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর ব্রহ্মবাদিনী ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে এই পরমপ্রেমাস্পদ রসঘনস্বরূপ আত্মার কথাই শুনাইয়াছিলেন, কেননা, মৈত্রেয়ী যাহাদ্বারা অমৃত না হওয়া যায় এমন কিছু শুনিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কর্ম্মমীমাংসার যে "চোদনালক্ষণার্থো ধর্ম্মঃ" (৪), তাও এই রসেরই উপাসনা; কেননা, রস না পাইলে প্রেরণা আসে না, প্রবৃত্তি হয় না। এই রসান্বেষণ সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম—একরূপে বা অন্যরূপে ইহা বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। এই হিসাবে ধর্ম্মজিজ্ঞাসারও গোড়া নাই।

গোড়া যদি খুঁজিতে হয় ত' সৃষ্টির মূল কারণটির ভিতরেই খুঁজিতে হইবে। যেখান হইতে মানব, নিখিল প্রাণিজাত আসিয়াছে, সেইখানেই মানবের এই জিজ্ঞাসার আর এই পিপাসার মূল। ঐতরেয়োপনিষদে (৫) দেখিতে পাই—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা

১। দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম ব্রাহ্মণ।

২। সপ্তম প্রপাঠক, ২৩, ২৪ খণ্ড।

৩। বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১৮।

৪। মীমাংসা দর্শন, প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ, দ্বিতীয় সূত্র।

৫। ঐতরেয়োপনিষৎ, ১।১।১।

মূলের অনুসন্ধান।

ইতি।" "মিষৎ" কথাটার মানে শঙ্করাচার্য্য দিতেছেন—"নিমিষবদ্ব্যাপার বদিতরদ্ বা", আত্মা ছাড়া "ব্যাপারবৎ" অথবা আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তু ছিল না। তিনি "ঈক্ষত", অথবা তৈত্তিরীয় ছান্দোগ্য প্রভৃতির ভাষায় "ঐক্ষত"। পরমাত্মার এই "ঈক্ষা" সৃষ্টিরহস্যের গোড়ার কথা। "সৃষ্টিতত্ত্বে" ঈক্ষার স্বরূপটি আমরা ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। আত্মায় ঈক্ষা জাগিয়াছিল বলিয়াই সৃষ্টির অবয়বে—মানুষ প্রভৃতিতেও ঈক্ষার অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। গাছের ডালপালায় যে রস বহিয়া তাহাদিগকে সজীব ও সফল করিয়া রাখিয়াছে, সে রস সেখানে আসিতেছে কোথা হইতে? মূল হইতে; মূলে রস না থাকিলে ডালপালায়, পাতায় রস থাকে না। মূলে যে রস তাহা ঋষিরা ভূমা বলিয়া, আনন্দ বলিয়া জানিয়াছেন। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ (১) বলিতেছেন—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" পরব্রহ্মে এই রস বা আনন্দ নিরতিশয়ভাবে পূর্ণ ("আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ॥") (২)। এইজন্য, কেন সেই পূর্ণ, আপ্ত কাম সত্তা হইতে আদৌ সৃষ্টির চাঞ্চল্য জাগিল, তার কোনই কৈফিয়ৎ দেবার যো নাই। ব্রহ্মসূত্রে "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" (৩) বলিয়া সৃষ্টিরহস্য অথবা আদিম সিসৃক্ষার পদতলে ঋষিকে মাথা নোওয়াইতে হইয়াছে। রস বা আনন্দ যেখানে অপূর্ণ, সেইখানেই সকল ব্যবহার। মানবে ও অপরাপর জীবে তাই ব্যবহার আছে। আপ্তকাম হইলে আর ব্যবহার (অন্ততঃ পক্ষে প্রাকৃত ব্যবহার) থাকে না।

ঐতরেয় কথিত সৃষ্টিপ্রসঙ্গ এখানে আরও একটুখানি আমরা শুনিব। কেননা, মানবীয় জিজ্ঞাসাদির মূল তার মধ্যে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। পরমাত্মা গোড়াতে পুরুষরূপী এক "পিণ্ড" রচনা করিলেন। বিনা বিচারে এই "পিণ্ড" আপাততঃ গলাধঃকরণ করিয়া আমরা পরে কি হইল, তাহাই শুনিব। পরমাত্মাকে "ঈক্ষা" দ্বারা এই পিণ্ডের মূল উপাদানগুলি সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। তারপর এই "পিণ্ড" (Form out of the formless) (৪) সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে "তপস্যা" করিতে হইয়াছে।

সৃষ্টির ভিতরে মূল।

১। ভৃগুবল্লী, ৬।

২। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ৫ম অনুবাক।

৩। ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৩; বিষ্ণুপুরাণ (১।২।১৮)—"ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাং তস্য নিশাময়"; গরুড়পুরাণ, ১।৪।৫, ইত্যাদি।

৪। ঋগ্বেদ সংহিতা (১০।৮১।৪)—"কিংস্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।" "সৃষ্টিতত্ত্বে" এ সকল মন্ত্রের আলোচনা আমরা করিব।

"তং অভ্যতপৎ"—ইত্যাদি। এই যে "তপস্যা", ইহাও একটা গভীর, বিপুল জাগতিক রহস্য। পরে ইহাও বুঝিতে আমরা চেষ্টা করিব। (১) তপস্যার ফলে সেই আদিম পিণ্ড (Primordial Form) এর ভিতর প্রসুপ্ত চিচ্ছক্তি, প্রাণশক্তি ফুটিয়া উঠিল—বিচিত্ররূপে। ইংরাজিতে বলিতে গেলে—The form became instinct with the essence of DivineEnergy-Life-Consciousness.(২) শ্রুতির ভাষায়—ইহাই সৃষ্টির ভিতরে পরমাত্মার "অনুপ্রবেশ"। সাঙ্কেতিক ভাষায়, এই বিচিত্ররূপে চিচ্ছক্তি প্রাণশক্তির বিকাশ হইতেছে আদিত্যাদি দেবতাগণের আবির্ভাব। "ইত্যধিদৈবতম্" অথবা "ইত্যধ্যাত্মম্"—যে ভাবেই দেখা যাক্ না কেন। যে বিরাট পুরুষের "প্রাণপ্রতিষ্ঠা" আমরা করিতেছি, সে বিরাট পুরুষে "অধিদৈবত" ও "অধ্যাত্ম"—এ দুই-ই এক। আমাদের ব্যবহারে গণ্ডী আছে, সুতরাং ভিতর-বাহির আছে, কাজেই এখানে দেবতাদিগকে ভিতরে বাহিরে আলাদা করিয়া দেখার দস্তর আছে; যেমন, বাহিরে সূর্য্য বা আদিত্য, ভিতরে তিনিই চক্ষুরভিমানিনী দেবতা। (৩)

অশনায়া পিপাসার জাগরণ।

তারপর কি হইল? সেই বিচিত্রভাবে উদীয়মান দেবতাদের অধিকার বা এলেকা বিভিন্ন হওয়াতে, তাঁদের ব্যবহারের সম্ভাবনা হইল। স্রষ্টা যেন তাহাদিগকে এক মহান্ অর্ণবে ফেলিয়া দিয়াছিলেন—"মহত্যর্ণবে প্রাপতন্"। এই মহার্ণবের নাম ব্যবহার। শঙ্করাচার্য্য এই মহার্ণবের বর্ণনায় খাসা কবিত্ব দেখাইয়াছেন (৪)। আলাদা আলাদা হইলে তবে ব্যবহার হয়—অখণ্ডিত, অদ্বয়, নির্ব্বিশেষ সত্তায় ব্যবহার নাই। কিন্তু ব্যবহারের মূলে প্রেরণা বা প্রবৃত্তি চাই ত। সেই প্রবৃত্তি দেবার জন্য "তমশনায়া-পিপাসাভ্যামন্ববার্জ্জৎ"—ব্রহ্ম সেই বিরাট পুরুষের ভিতরে "ক্ষুধা-তৃষ্ণা" সংযুক্ত (অথবা "অনুগমিত") করিয়া দিলেন। তখন ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর হইয়া দেবতাদের "অন্ন" খাইবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইল। এ অন্ন অবশ্য শুধু ভাত ডাল শাক সব্‌জি নহে। অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়-

---

১। সৃষ্টিতত্ত্ব (১ম খণ্ড) "তপঃ"।

২। প্রাচীন গ্রীক চিন্তার ইতিহাসে, বর্ত্তমান এবং মধ্যযুগের ইউরোপীয় চিন্তার ইতিহাসে, এ ভাবের কথা অনেক রহিয়াছে। থাকারই কথা। নমুনা স্বরূপ—Aristotle, Metaphysics, XIIth Book (chps. VI—X)—God as Perfect *Energeia* এবং *Actus Purus* (Pure Action) কি ভাবে জগৎকে নির্ম্মাণ করেন তাহা দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গক্রমে এমত এবং অপরাপর সদৃশমত আমরা স্থানান্তরে আলোচনা করিয়াছি।

৩। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৩।১৩।১ ইত্যাদি এবং অপরাপর উপনিষদাদিতেও একথার প্রমাণ রহিয়াছে।

৪। ঐতরেয়োপনিষদ্ ভাষ্য, ১অ। ২ খণ্ড। ১।

গ্রাম রসলিপ্সায় যা কিছু সংগ্রহ করে, "আহার" করে, তাই অন্ন (১)। বলা বাহুল্য, এই আমাদের (দেবতারা আমাদের ভিতরেও রহিয়াছেন) স্বভাবনিষ্ঠ "অশনায়া" ও "পিপাসা", খাঁটিভাবে দেখিতে গেলে, আমাদের মানসিক ও শারীরিক সকল ব্যবহারের মূলে। আগে যাহাকে আমরা জিজ্ঞাসা ও পিপাসা বলিয়াছি, তারাও এই বৈদিক প্রাচীন অশনায়া ও পিপাসার অপত্য। জিজ্ঞাসাও এক প্রকারের অশনায়া(২); তার তৃপ্তির জন্যও "অন্ন" আবশ্যক।

অশনায়া পিপাসার বীজ কোন্ খানে ?

পরমাত্মা আমাদের ভিতরে এই অশনায়া ও পিপাসা দিলেন কেমন করিয়া? গাছ তার ডাল পালায় রস যোগায় যেমন করিয়া, ঠিক্ তেমন করিয়াই। অর্থাৎ এই অশনায়া ও পিপাসা তাঁর ভিতরে এক ভাবে না এক ভাবে ছিল বলিয়াই আমাদের ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রুতির "অন্ববার্জ্জৎ" পদটির উপসর্গ "অনু" লক্ষ্য করিবার মতন। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—"অনুগমিতবান্"। তাঁর পূর্ণ সত্তা হইতে অনুগমিত (induced) হইয়া আসিয়াছে। পূর্ণ সত্তায় অবশ্য আমাদের মত "ক্ষুধা-তৃষ্ণা" সম্ভবে না। আদৌ কোনওরূপ কামনা সেখানে থাকিতে পারে না বলিয়া আমাদের মনে হয়। সেখানে রস যে নিরতিশয়। ত্রুটি কোথায়, অভাব কোথায় যে পূরণের সাধ হইবে? তবুও ত দেখিতেছি সৃষ্টি চলিয়াছে—নিত্য নব নব বিকাশ, অভিব্যক্তি চলিতেছে। মূলে একটা রহস্য আছে বলিয়াই চলিয়াছে, চলিতেছে। সে রহস্যের নাম লীলা দিলেও হানি নাই, অথবা বৃহদারণ্যকের ভাষায় "তিনি যেন একলা ভয় পাইয়াছিলেন; একাকী তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, তাই নিজেকে দুই করিলেন" (৩),—এই রকম একটা বিবৃতি দিলেও দোষ নাই। ফলকথা যিনি পূর্ণ তাঁর "বেদনা" আমরা মোটে বুঝি না। তবে আমাদের ভিতরে যেটা রহিয়াছে, তার বীজ সেইখানে খুঁজিতে গিয়া আমরা ভাবি—"স ঐক্ষত" "সোঽকাময়ত", "নৈব স রেমে", "স তপোঽতপ্যত" ইত্যাদি। সত্য বটে, তাঁর তপস্যা মানুষের "উইটিপি" হইয়া যাবার মত তপস্যা নহে—"তস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" (৪)। কিন্তু তা বলিলেও, রহস্যের

১। "ব্রহ্মতত্ত্ব"—"অন্ন"। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ছয় প্রপাঠক, ৫ম, ষষ্ঠ, ৭ম ইত্যাদি খণ্ডে এবং অন্যত্র অন্নের রহস্য দ্রষ্টব্য।

২। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।২ ব্রাহ্মণ, অশনায়া = মৃত্যু বলিয়াছেন। জিজ্ঞাসাকে মৃত্যু বলা সঙ্গত নয় বটে, কিন্তু এটা ঠিক যে, জিজ্ঞাসাও "অন্নাদ"; জিজ্ঞাসারও নিয়ত "অন্নের" প্রয়োজন; এবং "অন্ন আহার" করিয়াই জিজ্ঞাসা নিজেকে তৃপ্তি দিতে চাহিতেছে।

৩। বৃহদারণ্যক, ১।৫।২—"সোঽবিভেৎ" ইত্যাদি।

৪। মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।১।৯।

কালো পরদাখানা একটুও ফাঁক হইল না। যে রহস্য বুঝিবার নয় (alogical, ununderstandable), তা বুঝিবার চেষ্টা করিতে যাওয়া বৃথা। তবু সৃষ্টির একটা কৈফিয়ৎ আমাদের নিজেদের কাছে দিতে ত হইবে, কেননা, সৃষ্টি একটা fact. তাই ভাবি, আমাদের মধ্যে যে জিজ্ঞাসা ও পিপাসা জাগিয়াছে, তার মূল বা বীজ রহিয়াছে পরম কারণের "ঈক্ষায়", "কামে" ও "তপস্যায়"। আদি মানব বা মনু তাই বিদ্বান্, তাই তপস্বী, তাই সিসৃক্ষু। তাঁর সন্তান সন্ততিতে, আবহমানকাল হইতে, তাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসার প্রবাহ, কখনও বা ফল্গু স্রোতের মতন গুপ্তভাবে, কখনও বা জাহ্নবী ধারার মতন বিচিত্র তরঙ্গায়িত ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। এ জিজ্ঞাসা ও পিপাসার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই। হইবে কিরূপে? এই বিশ্বরূপী মহাকূর্ম্ম নিজের বিপুল বিচিত্র অবয়ব যতক্ষণ না আবার নিজের ভিতরে টানিয়া লইতেছেন, ততদিন এ জিজ্ঞাসা, এ পিপাসার তৃপ্তি নাই, বিশ্রাম নাই, নিদ্রা নাই। এরা নিয়ত সজাগ, নিয়ত চঞ্চল, নিয়ত মুখর। অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে "ওয়ারামুঙ্গা" অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গলে "বুশম্যান" রূপে এই পুরুষ ইন্দ্রজাল ও "তুক্‌তাক্‌" লইয়া থাকুন, অথবা ব্যাসদেব ভরদ্বাজরূপে ভারতের ব্রহ্মাবর্ত্তে, নৈমিষারণ্যে ইনি বেদমন্ত্র "দর্শন" করিতে থাকুন, অথবা নিউটন্, ডারউইন্, আইন্‌ষ্টাইন্‌রূপে প্রকৃতির গুপ্ত প্রকোষ্ঠগুলি অনর্গল করিয়া দিতে থাকুন, ইহার আধ্যাত্মিক শাশ্বতী তনুটিকে আমাদের ভুলিলে চলিবে না।

মানবাত্মার "অশনায়া ও পিপাসা" বুঝিতে হইলে, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা যিনি, তাঁর ঈক্ষা, কামনা ও তপস্যা হইতেই আমাদের বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

বিম্ব ও প্রতিবিম্ব।

তিনি বিম্ব, মানব প্রতিবিম্ব। অথবা তিনি জ্যোতিঃ, মানব তাহা হইতে বিস্ফুলিঙ্গ। শ্রুতি অপূর্ব্ব ভাষায় এ তত্ত্ব আমাদের বারবার শুনাইয়াছেন। প্রতিবিম্ব জানিতে বুঝিতে হইলে, বিম্ব ছাড়া অবলম্বন নাই। অংশীর সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করিয়াও অংশকে বোঝা যায় না।

মানুষের চিন্তার ইতিহাস, ধর্ম্মবিশ্বাসের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া, প্রধানতঃ দুই কারণে আমাদের একেবারে গোড়ায় গিয়া সুরু করিতে হয় (১)। প্রথম

১। এ সম্বন্ধে একজন আধুনিক গ্রন্থকার যেখান হইতে আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের গোড়া দেখাইতেছেন, সেখানে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। "It embraces practically every continent, people, and tribe on the face of the globe. It begins in the last period of the great iceage, when men lived in this country in the company of the elephant, the rhinoceras, and the mammoth, and hunted

একেবারে গোড়ায় গিয়া সুরু করিতে হয় কেন? প্রথম কারণ।

কারণটি স্পষ্ট—মানুষের ভাব চিন্তা এবং ধর্ম্মবিশ্বাস-সাধনা যে কেন্দ্রের চারিধারে চিরদিন আবর্ত্তন করিয়াছে ও করিবে, সে কেন্দ্র সেই একেবারে গোড়াতেই রহিয়াছে। মানুষের ভাবনার "পদার্থ" সমূহের মধ্যে আত্মার চেয়ে বড় আর কিছু নাই; এবং মানুষের উপাসনার বস্তু সকলের ভিতর রস বা আনন্দের চেয়ে নিকট ও নিয়ত আর কিছু নাই। আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসার চরম পদার্থ; আর আত্মার যে নিজ রস বা আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিশ্বরূপে বিকাশ, সেই রসের উপলব্ধির অতিরিক্ত আর কোনও পুরুষার্থ নাই। বিশ্বের ইতিহাসে এই রস ক্রমশঃ অপচীয়মান না উপচীয়মান; অথবা চন্দ্রের কলার হ্রাসবৃদ্ধির মতন ইহার হ্রাসবৃদ্ধিরও ব্যাবর্ত্তন (cycle) আছে;—এ সকল বিচার আপাততঃ তুলিয়া কাজ নাই।

দ্বিতীয় কারণ।

দ্বিতীয় কারণটি তত স্পষ্ট নহে। কিন্তু সে কারণটি আভাষে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মানুষের চিন্তা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল প্রকৃতি ও ধারাটি ব্রহ্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হইবে। নতুবা সেটিকে আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব না। কেবল "তথ্য" সংগ্রহ করিয়া এবং নানাজাতির ও বিভিন্ন যুগের চিন্তা ও ধর্ম্মকর্ম্ম "তুলনা" করিয়া, সেই মূল প্রকৃতি ও আকৃতিটি আমরা ধরিতে না-ও পারি। ইংরাজি তর্কশাস্ত্রে যাহাকে Induction বলে, (১) কেবল মাত্র তাহারই সাহায্যে

---

their game through Germany, Belgium, and France. In dim recesses of the caves they painted the deer, the bison, the antelope and the wild bear, under conditions which imply some kind of mysterious or holy place. They buried their dead with care, and though we can ask them no questions, we may infer with much probability that they celebrated some kind of funeral meal, and deposited implements and ornaments in the grave for the use of the departed in the world beyond. In one case hundreds of shells were found buried with the skull of a little child" (Carpenter, Comparative Religion, pp. 19 20). অতএব আমরা পাইতেছি যে, আদিম মানবের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান আত্মার প্রেত্যভাব প্রভৃতি আত্মতত্ত্বগুলিকেই কেন্দ্রে রাখিয়া বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি কে বা কি—মরিলে কি হইব, কোথায় যাইব—এই দুর্জ্জেয় রহস্য চিন্তাই মানুষের প্রাচীন ও নবীন সকল রকম ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মকর্ম্মের মূলে রস যোগাইয়াছে।

১। আরোহ-প্রণালীক্রমে অপেক্ষাকৃত অব্যাপক সত্য হইতে ব্যাপক সত্যে যাওয়া; জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের কথায়—জ্ঞাততথ্য হইতে অজ্ঞাত ও নূতন তথ্যে যাওয়া;—যেমন, মানুষদের মরিতে দেখিতেছি, গরু ছাগলদের মরিতে দেখিতেছি, পাখীদের মরিতে দেখিতেছি—অতএব প্রাণিমাত্রেই একদিন মরিবে। ভূয়োদর্শন ঐ জাতীয় অনুমানের ভিত্তি। এই Induction এর আবার নূতন করিয়া দর কষিয়া দিতেছেন বর্ত্তমান Mathematical or Symbolic Logic.

ভূয়ো দর্শনের গণ্ডী।

তত্ত্বাবগাহী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারার সম্ভাবনা খুব কম। অবশ্য সে রীতির অনুসরণ করার খুবই গুরু প্রয়োজন আছে। কিন্তু, তত্ত্বের আসল চেহারাখানি দেখাইয়া দেওয়াকে যদি সে প্রয়োজনের সামিল মনে করিয়া আমরা বসি, তবে আমাদের বড়ই ভুল করা হইবে। কোনো Inductive Scienceই তত্ত্বের ভিতরকার কোঠায় (inner court এ) আমাদের লইয়া যাইতে পারে নাই। মানুষের চিন্তার ও ধর্ম্মবিশ্বাসের ঠিক সত্যকার চেহারাখানা কি, তার "রহস্য" কি, "তত্ত্ব" কি, প্রকৃতি কি – ইহা আমরা কস্মিন্‌কালেও নানান্ সাক্ষীর জবানবন্দীর তাড়া ঘাঁটিয়া—তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Comparative Philology), তুলনামূলক প্রত্নাখ্যায়িকা বিজ্ঞান (Comparative Mythology) প্রভৃতি "বিদ্যার" সাহায্যে ধরিতে পারিব না।

শুধু ইহাই নহে। তত্ত্বের দুইটী রূপ—অক্ষর ও ক্ষর (১); অচল ও চলিষ্ণু। ইংরাজীতে, একটি Static, অপরটি Dynamic. মনুষ্যের জিজ্ঞাসাটা আসলে

১। দার্শনিকেরা তত্ত্বের ক্ষররূপগুলির মধ্য হইতে অক্ষররূপ ধরিয়া ফেলিতে চিরদিনই সচেষ্ট রহিয়াছেন। কেহ কেহ ক্ষর রূপটিকে আভাস মনে করিয়া, অক্ষর রূপটিকেই সত্য মনে করিয়াছেন। প্রাচীন পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে দৃষ্টান্ত গ্রীক ইলিয়াটিকেরা এবং কতকটা প্লেটো স্বয়ং; ভারতবর্ষে দৃষ্টান্ত—বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ ও ক্ষণভঙ্গুরতাবাদ এবং গৌড়পাদাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ। আমরা দুই একটা নমুনা মাত্র দিলাম। ধর্ম্মবিশ্বাসের ইতিহাসেও অনেক সুধী তাহার ভিতরে—তার অশেষ বৈচিত্র্য এবং পরিণতির ভিতরে—একটা অক্ষর স্থায়ীরূপ ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এরও দু' একটা নমুনা দিচ্ছি। অক্সফোর্ডের জনৈক পণ্ডিত (Edward Herbert, 1583—1648) গ্রীক, রোমান, কার্থেজিনিয়ান, আরব, ফ্রিজিয়ান্, পার্শীয়ান, আসিরিয়ান্ প্রভৃতি প্রাচীন জাতির বিচিত্র ধর্ম্মমত বিশ্লেষণ করিয়া তাদের মধ্যে কয়েকটী অক্ষরতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন :—"(1) That there is one supreme God ; (2) that he ought to be worshipped ; (3) that virtue and piety are the chief parts of divine worship ; (4) that we ought to be sorry for our sins and repent of them ; (5) that divine goodness doth dispense rewards and punishments both in this life and after it. These truths had been implanted by the creator in the mind of man," সূত্র কয়টি প্রণিধান যোগ্য। আধুনিক যুগে গ্লাডষ্টোন দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বিশ্বমানবে একটা সত্যধর্ম্ম ভগবান্ আদিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন (Primeval revelation)। সেই সত্য মূলধর্ম্মের অক্ষররূপ তিনটি মহাতত্ত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে :—ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজিত ভগবান্, জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত ভগবানের অবতার, এবং দৈবীশক্তি এবং আসুরীশক্তির চিরন্তন সংঘর্ষ এবং আসুরীশক্তির পরাভব। একথা কয়টিও প্রণিধানযোগ্য। ভারতবর্ষে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে স্পষ্টতঃ সামান্য ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে ; ইহাও কথিত হইয়াছে যে, সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাৎ থাকেন, ত্রেতা প্রভৃতি অন্য যুগে ধর্ম্মের এক একপাদ হানি হইয়া থাকে (মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ৮১।৮২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এখানেও আমরা দেখিতেছি যে, ঋষিদের চিন্তায় ধর্ম্মের অশেষ বৈচিত্র্য এবং বৈকল্যের ভিতরেও একটা অক্ষর আদর্শমূর্ত্তি রহিয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে ধর্ম্মে বেদ প্রামাণ্য, স্মৃতি প্রামাণ্য, ম্লেচ্ছাপ্রসিদ্ধার্থ প্রামাণ্য ইত্যাদি অধিকরণের

কি বস্তু—এই হইল একটা কথা ; আর মানুষের জিজ্ঞাসা দেশে বিদেশে, যুগ যুগান্তরে, ইতিহাসের বিবিধস্তরে, কি মূল রীতিতে ও ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—এই হইল আর একটা কথা। জিজ্ঞাসার অক্ষর-রূপটি ও ক্ষর-রূপটি—মানবাত্মার নিগূঢ় অন্তঃপ্রকোষ্ঠে হিরণ্যগর্ভের (বিশ্ব মনের) শান্ত, সুস্থির, শাশ্বত ভাবটি, আবার, মানবের বিপুল জীবন-রঙ্গমঞ্চে তাঁর চঞ্চল, বিচিত্র, নটরাজমূর্ত্তিটি—এই দুইটি মূর্ত্তিই দেখিতে পাইলে, তবে আমাদের দেখা পূরা দেখা হইল। ছন্দঃ বিবিধ, বিচিত্র ; কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের সবগুলিকে একই সূত্রে "মণিগণাইব" গ্রথিত করিতে পারিল, তারই ছন্দের আকৃতি ও প্রকৃতি খাঁটিভাবে বোঝা হইয়াছে। গানে বহু রাগিণীকে এক রাগে অন্বিত এবং বহুরাগকে একই মূলতানে বা সুরে সম্বন্ধ যিনি করিতে পারেন, তিনিই গুণী। মানুষের জিজ্ঞাসা ও রস-পিপাসা ভাব-বৈচিত্র্য এবং ধর্ম্মকর্ম্ম-বৈভবের ভিতর দিয়া নানাদেশে নানা যুগে যেন ফাটিয়া শতধা উছলিয়া পড়িয়াছে। নানা রাগরাগিণীর ভিতর দিয়া একটা মূল তান যেমন ভাবে নিজেকে নিবেদন করিয়া দিতে চায়, তেমনি ভাবে। সে মূল তানটি ধরিবার "কাণ" আমাদের সকলকার নাই। কেবল বৈচিত্র্যের ইতিহাস আর ধর্ম্মকর্ম্মের সাজসরঞ্জাম, বিবিধ উপচার তন্ন তন্ন করিয়া, জিজ্ঞাসা ও বেদনার ক্ষররূপের আসল ভঙ্গীটিও ধরিতে পারা শক্ত। Induction এখানেও পরাস্ত। অক্ষরের বেলা, পরাস্ত ত বটেই।

তত্ত্বের দ্বিবিধ রূপ ক্ষর ও অক্ষর।

তত্ত্বের উপরকার "খোলস"টি, ফেলিয়া দিলে তার এই দুইটি রূপ ধরা পড়ে—ক্ষর ও অক্ষর। জিজ্ঞাসা ও বেদনার ক্ষর ও অক্ষর এই রূপদ্বয় অব্যবধানে নিকটে পাইতে গেলে, লোকায়ত "রাজপথ" ছাড়িয়া একটা নূতন পথে হাঁটিতে হয়। রাজপথ বহিয়া খোলসের সওদা বোঝাই গাড়ীগুলি চলিয়াছে। শাঁস ক্বচিৎ একটু আধটু ভুষিতে লাগিয়া রহিয়া গিয়াছে মাত্র। এখন, যে নূতন, অচেনা পথের কথা শুনিলাম, কোথায় আমরা তার সন্ধান পাইব? পথ একদিকে যেমন নূতন, অন্যদিকে তেমনি আবার পুরাতন—চিরনূতন ও চিরপুরাতন ; একদিকে যেমন অপরিচিত, অন্যদিকে তেমনি আবার আত্মীয়। ইতিহাসে দেখিতে পাই মানুষ ভাবনা-চিন্তা করিয়াছে নানা রকমে ; তার ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মকর্ম্মের বৈচিত্র্যও হইয়াছে অশেষ প্রকার। এই সব নানা

তত্ত্বের "শাঁস ও খোসা।"

ভিতর দিয়া ধর্ম্মের একটা অক্ষররূপ এবং তার একটা অব্যভিচারী প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য "ধর্ম্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

রকমের ভাবনা চিন্তা, ধর্ম্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিকে তুলনা করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে সন্দেহ নাই। দেখা উচিতও বটে। কিন্তু সে বিরাট তুলনা ও বিপুল বিশ্লেষণের আয়োজনের ভিতরে তত্ত্বের ঠিক আসল সত্য চেহারাগুলি ধরিতে হইলে পরীক্ষককে আত্মস্থ হইতে হয়—ভিতরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়, তাহারই গভীরস্তরে, মানবীয়সত্তা ভাবনা চিন্তার, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মকর্ম্মের কি মূল সত্য ধারা সৃষ্টি করিয়া বহাইয়া রাখিয়াছে। সেই গভীরস্তরে যাইয়া পৌছিতে না পারিলে, বহুর মধ্যে এককে আমরা হয়ত দেখিতেই পাইব না, নয়ত দেখিতে পাইলেও তার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিব না। এই কারণে ইতিহাসের মূল উৎস আবিস্কার করিতে আমাদের আপন সত্তার মধ্যেই গভীরভাবে খনন করিয়া যাইতে হয়। যে পরীক্ষক ধরিতে পারিলেন যে, সকল ধর্ম্মবিশ্বাসেরই মূল তত্ত্ব এই পাঁচটি অথবা তিনটি, অথবা এই দুইটি, তিনি আপনার ভিতরে গভীর ভাবে অন্বেষণ করিয়াই সেটা প্রথমে ধরিতে পারিলেন ; পরে নানা যুগের ও নানাদেশের নানা নজির ঘাঁটিয়া তিনি বাহির হইতে আত্মপ্রত্যয়ের একটা সাফাই সাক্ষ্য সংগ্রহ করিলেন মাত্র। প্রথমে তাঁর অন্তরাত্মাই বলিয়া দিল—ধর্ম্ম এই, সাধনা এই ; তারপর বাহির হইতে নানাযুগের ও নানাদেশের সাক্ষী হাজির হইয়া তাঁর সেই ভিতরকার রায়েই সায় দিয়া যাইল। মোটামুটি এই পথ ধরিয়াই পরীক্ষককে চলিতে হয় এবং হইয়াছে। এ পদ্ধতিটাকে a priori বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। এইজন্য ইতিহাসের পথ এবং তত্ত্বান্বেষণের পথ আসলে অভিন্ন পথ। বিশেষতঃ ইতিহাসের অক্ষর তত্ত্বগুলি সন্বন্ধে একথা খুবই সত্য।

পুরাণ পথ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি(১) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে এক দুর্জ্জেয় পথের কথা আমাদের শুনাইয়াছেন। এ পথের খবর পাওয়া আবশ্যক দেখিলাম। "অণুপন্থা বিততঃ পুরাণঃ"—এই পথ "অণু," অর্থাৎ, সূক্ষ্ম বা দুর্বিজ্ঞেয়; অথচ ইহা আবার বিস্তীর্ণ ও পুরাতন। কেহ কেহ বা এই আমাদের অচেনা পথটিকে শুক্ল, কিনা, সাদা বলিয়াছেন ; কেহবা ইহাকে নীল, কেহবা ইহাকে পিঙ্গল, কেহবা "হরিত", কেহবা লোহিত বলিয়া গিয়াছেন। রাজর্ষি জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে "উর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি"—ইহারও উর্দ্ধে, যে পথে মোক্ষলাভ হয়, সেই পথের কথা আমায় বলুন—এই বলিয়া মোক্ষপথের বার্ত্তা পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; অতএব তাঁহার প্রশ্নোত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য-কথিত অণু, বিতত, পুরাণ পথ অবশ্যই মোক্ষ পথ। "ধীর" ব্যক্তি-

---

১ বৃহদারণ্যক ৪।৪।৮

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

গণকেই এই পন্থা স্পর্শ করিয়া থাকে—অর্থাৎ, ধীরই এই পথে পদক্ষেপ করিবার অধিকারী। তিনি একদিকে যেমন অবিদ্যার উপাসনা করিবেন না, অন্যদিকে তেমনি "বিদ্যাতেও" রত হইবেন না। কারণ, এতদুভয়ই তাঁহাকে এই পুরাণ "অণু" পন্থা হইতে ভ্রষ্ট করিয়া "অন্ধংতমঃ" রূপ গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সে গহ্বর বিপুল, বিশাল; আমরা তাহাকে নিরানন্দপুরী বলিয়া ভাল করিয়াই জানি; শ্রুতি তাহাকে "অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ"—প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন "অনন্দা" নাম লোক বলিয়াছেন(২)। "অয়মস্মীতি" বলিয়া যে পুরুষ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সেই আত্মবিৎ, আপ্তকাম, বিগতজ্বর ব্যক্তিই এই পথের পারে এবং অন্তে গমন করিতে সমর্থ; তিনি "অস্মিন্ সংদেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ"—কিনা, এই অনেকানর্থসঙ্কুল বিশ্বমহাগহনে প্রবিষ্ট রহিয়াও,—"বিশ্বকৃৎ" "সর্ব্বস্য কর্ত্তা", "তস্যলোকঃ স উ লোক এব"—তাঁহার এই লোক, এবং তিনিই এই লোক।

"সবৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ"(১)—সেই আত্মা একাকী যেন ক্রীড়া করিতে সমর্থ হইলেন না (কেহই একাকী ক্রীড়া করিতে সমর্থ হন না). তাই যেন ক্রীড়াব্যপদেশে দ্বিতীয় বা দুই ইচ্ছা করিলেন। বিষ্ণুপুরাণের সেই—"ক্রীড়তো বালকস্যেব।" এ ইচ্ছার মূলে কোনওরূপ হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কোনওরূপ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান বা প্রয়োজনের মাপকাটিতে এই শাশ্বতী ইচ্ছাকে মাপিয়া, আমাদের পরিচিত, অথবা কল্পিত কোনওরূপ-হেতুবাদ বা যুক্তির পরিচ্ছদে এই ভাগবতী ইচ্ছাকে সাজাইয়া আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার আসরে হাজির করা চলে না। এ ইচ্ছা সত্য সত্যই অনির্ব্বাচ্য (inscrutable, un-understandable)। ঋষিরা অন্যত্র ইহাকে লীলা বলিয়াছেন। শ্রুতি "সোঽবিভেৎ"—তিনি যেন ভয় পাইয়াছিলেন; স বৈ নৈব রেমে"(২)—তিনি যেন ক্রীড়া করিতে পারিলেন না;—এইরূপ সাঙ্কেতিক ভাষায়, হেঁয়ালির ছন্দে, সৃষ্টির মূলীভূত ইচ্ছাটিকে আমাদের জানাইয়া দিতেছেন। সত্য সত্যই আত্মা ভয় পাইবেন কিসে—কেমন করিয়া?

আত্মা হইতে সৃষ্টি বা ইতিহাসের ধারা; ইতিহাসের মূল উৎসটি আলোচনা ও তর্কের বাহিরে (in the realm of the Alogical)

১। কঠোপনিষৎ, ১।৩; ঈশাবাস্যোপনিষৎ, ৩—"অসূর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ"।

২। বৃহদারণ্যক ১।৩।৩

শ্রুতি বজ্রনিনাদে বলিতেছেন—“সবা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ”(১)। এই আত্মা অজর, অমর, অমৃত ও অভয়। ব্রহ্মের স্বরূপই অভয়। যিনি এভাবে জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি অভয়কে প্রাপ্ত হন। সুতরাং আত্মায় ভয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই। ভয় যে সত্য সত্যই তাহাতে নাই, তাহা শ্রুতি স্বয়ং, তাঁহাতে ভয়ের “আরোপ” করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন—“স হায়মীক্ষাঞ্চক্রে যন্ননন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি, তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায়, কস্মাদ্ ব্যভেষ্যদ্ দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি;”—আমি ছাড়া যখন অপর কিছুই নাই, তখন ভয় পাইব কাহা হইতে? অপর কেহ থাকিলেই তবেত ভয়ের সম্ভাবনা হয়। তাঁহার সকল ভয় অপগত হইল। শুধু ভয় বলিয়া নয়; ক্রীড়া করিবার জন্যও সত্য সত্যই তাঁর নিজেকে আর কিছু বা অপর কিছু করার প্রয়োজন নাই। “এবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্পক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং তদ্ বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্”(২) এই পুরুষ, কিনা, জীব যখন প্রজ্ঞাত্মা, কিনা, পরমাত্মার আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া তাঁহার মধ্যেই “আত্মহারা” হইয়া যায়, .তখন, বাহিরে বা অন্তরে অপর কোন বোধই তাহার থাকে না। তখন কেবল পরমাত্মার স্বরূপেরই অনুভব হয়। এখানে আমরা যে “আত্মারামের” পরিচয় পাইলাম, তার আবার “রমণের” জন্য নিজেকে দুই করিবার, স্ত্রী-পুরুষ করিবার আবশ্যকতা কি? অতএব ব্রহ্মের সিসৃক্ষা আমাদের হেতুবাদের এলাকার বাহিরে। “তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌনামায়মিদংরূপ ইতি”(৩)—এই সমস্তই সূক্ষ্ম, বীজভাবে (in an undifferentiated condition) অবস্থিত ছিল।

মূলে অব্যাকৃত, নাম-রূপ-বিরহিত অবস্থা; সেই অব্যাকৃতের ব্যাকরণই ইতিহাস; মানব-মনেরও।

তিনি, ইহার এই নাম, ইহার এই রূপ, এভাবে নাম ও রূপের বিস্তারে, বিশ্বের অব্যাকৃত মহাবীজটিকে ব্যাকৃত করিলেন। বীজের মধ্যে বৃক্ষের নিখিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন ধারা সূক্ষ্ম ভাবে বিদ্যমান থাকে, সেই মহাবীজের গর্ভে এই জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য তেমনি ধারা সূক্ষ্ম ভাবে বর্ত্তমান ছিল। ইহাই জগতের

---

(১) বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২৫

(২) বৃহদারণ্যক, ৪।৩।২১

(৩) বৃহদারণ্যক, ১।৪।৭

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

অব্যাকৃত অবস্থা। এই অব্যাকৃত অবস্থাটি ঋষিদের ধ্যানদৃষ্টিতে কখনও বা "অদিতি" রূপে (ছেদহীন, অখণ্ডিত সত্তা), কখনও বা "অসৎ"রূপে, কখনও বা "মৃত্যু"রূপে, কখনও"আত্মা"রূপে ; কখনও বা "তমঃ"রূপে কখনও বা "রাত্রি"রূপে, অথবা "সমুদ্রোঽর্ণবঃ" "আপঃ"রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। (১)

বলা বাহুল্য, শুধু ভারতবর্ষে নয়, আরও অনেক প্রাচীনদেশে বিশ্বের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা বা কল্পনা অনেকটা এই ভাবেই করা হইত।

সনাতন তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা এবং বিশ্বমানবের মন।

প্রকৃত পক্ষে, জগতের কতকগুলি সনাতন তত্ত্ব-সম্বন্ধে ধারণা ভারতবর্ষের ঋষিদের জ্ঞানে খুব সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিলেও, তাদের অন্ততঃ একটা অস্পষ্ট আভাস অপরাপর অনেকদেশের জ্ঞানবৃদ্ধগণের বুদ্ধিতেও ফুটিয়াছে ; ইহা আমরা দেখিতে পাই। সনাতন তত্ত্ব সম্বন্ধে এই চিন্তা বা ধারণাগুলি যেন বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি। সকল দেশের এবং সকল যুগের সুধীবৃন্দ এই সম্পত্তির কিছু না কিছু ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন। এবং তত্ত্বজ্ঞ নরনারীদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত উচ্চপদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কোনও দেশ-বিশেষের বা কোনও যুগ-বিশেষের গণ্ডীর ভিতর পুরিয়া না রাখাই ভাল। বসিষ্ঠ, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য, অঙ্গিরাঃ অথবা বিশ্বামিত্র শুধু ভারতবর্ষেরই বিশিষ্ট সম্পদ্—একথা বলিলে ভারতবর্ষের গৌরব বাড়িবে না, তাঁদেরও মহিমা পূর্ণপ্রতিষ্ঠ হইবে না। আমাদের মাথার উপর গোটা দুই চার বড় বড় তারা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে দেখিয়া, আমাদের একথা ভুলিলে চলিবে না যে, আকাশ তার জ্যোতিষ্কের সম্পদ্ বিশ্বভুবনময় ছড়াইয়া রাখিতে কোনও রূপ পক্ষপাত করে নাই—আমাদের এই বিপুল, প্রাচীন দেবমন্দিরের স্নিগ্ধ চন্দ্রাতপতলে দীপমালা জ্বলিয়াছে বলিয়া এমন অন্ধ স্পর্দ্ধা মনে স্থান দিতে নাই, যে স্পর্দ্ধা অপরের গৃহে, মাঠে, উৎসবক্ষেত্রে, দেবায়তনে জোনাকির জলুসেরই তুচ্ছতা বই আর কিছু আমাদের দেখিতে দিবে না। কেবল গ্রীসের প্লেটো পীথাগোরাস বলিয়া নয়, প্রাচীন মিশর, সুমের, ব্যাবিলন, এসিরিয়া, ক্রীট্, ইরাণ, মহাচীন—এ সকল দেশেরই প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ পুরুষেরা তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং কোন না কোন ভাবে, কিছু না কিছু, তত্ত্বের সাক্ষাৎ পরিচয়ও পাইয়াছিলেন।

পূর্ণ বা গোটা তত্ত্ব হইতেছে ব্রহ্ম ; যিনি এইগোটা তত্ত্বটিকে বা অদিতিকে

---

(১) এ সকলের প্রমাণ (নজির) সৃষ্টিতত্ত্বে ও ব্রহ্মতত্ত্বে যথাস্থানে দেওয়া যাইবে।

জানেন, তিনি ব্রহ্মবিৎ। ব্রহ্মবিদের সংখ্যা হয়ত বেশী নয়; এবং এ কথাও হয়ত ঠিক যে, ব্রহ্মবিদের ভাস্বর নির্ম্মল রূপটি ভারতের বেদাদিতে যেমন ভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই, তেমন ভাবে অন্য কোন পুরাতন বিদ্যায় ("Ancient Wisdom"এ), তাহা ফুটিয়াছে এমন দেখিতে পাই না।

ভারতীয় বিদ্যার অনন্যসাধারণতা কিসে?

এই খানেই ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার অনন্যসাধারণতা, অতুল্য, অধৃষ্য, অপরাজেয় গৌরব। কিন্তু যে "ষোড়শ-কলঃ প্রজাপতিঃ"(১) ভারতবর্ষীয় উপনিষদে মাধবী পূর্ণিমায় প্রকটিত হইয়া রহিয়াছেন; "ধ্রুবৈবাস্য ষোড়শীকলাঃ"—যাহার ষোড়শ কলাটিকে নিত্যা বা ধ্রুবা বলিয়া এখানকার ঋষিরা জানিয়াছিলেন; তাঁহার অন্ততঃ দুই চারিটি কলা যে অন্য অনেক প্রাচীন দেশেও দেখা গিয়াছিল, একথা অস্বীকার করিতে গেলে এমন এক "সর্ব্বনেশে" কূপমণ্ডূকতার পরিচয় দেওয়া হইবে, যাহা হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। এই সর্ব্বনাশকে আজকাল আমরা "গোঁড়ামি" বলিয়া সময়ে সময়ে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিলে কৃতার্থম্মন্য হইতেছি। এ কথা ঠিক যে, ভারতবর্ষ "সর্ব্বেঽনন্তা"—এ সকল অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন—এই ভাবে সেই গোটা সত্যটিকে অপরিচ্ছিন্নরূপেই দেখিতে এবং দেখাইতে যত্ন করিয়াছেন। "স যো হৈতানন্তবত উপাস্তে অন্তবন্তং স লোকং জয়ত্যথ যো হৈতাননন্তানুপাস্তে অনন্তং স লোকং জয়তি"(২)—প্রাণ প্রভৃতি তত্ত্বকে যাঁরা খণ্ডিত ভাবে উপাসনা করেন, তাঁরা যে সকল লোক জয় করেন, সে সকল লোক "অন্তবন্ত"—বিনশ্বর, সুতরাং তুচ্ছ; কিন্তু অনন্ত, অপরিচ্ছিন্নভাবে লইলে, যে লোক জয় হয়, সে লোক অনন্ত, অবিনশ্বর, অমৃত। তিনি, কিনা আত্মা, নিখিলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট(৩) রহিয়া নিজেকে গোপন করিয়াছেন। এইজন্য বহুরমধ্যে তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্"(৪) সূত্রাত্মারূপে বিদ্যমান রহিলেও, আমরা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিনা। তিনিই সমস্ত হইলেও তাঁহাকে আমরা অসমস্ত বা "অকৃৎস্ন" ভাবে দেখি। "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায় তং ন পশ্যন্তি"– কোষের বা খাপের মধ্যে যেমন ক্ষুর ঢাকা থাকে, কাঠের মধ্যে আগুন যেমন লুকান থাকে, তেমনি জগতের মধ্যে তিনি ওতপ্রোত আছেন বটে, কিন্তু নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। পুরাণকারের কারণ-

---

(১) (২) বৃহ, উপ, ১।৫।১৪,১৫, ১৩

(৩) তৈ, উ, ২।৬—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"

(৪) ছা, উ, ৬.২।১

সলিলে ইনি বিষ্ণু (সর্ব্বব্যাপী) বটপত্রে ভাসিয়াছেন। বেদের সমুদ্রে ইনি দেবতারূপে সাঁতার কাটিয়াছেন। (১)

বিদ্যার ব্যাপকতা

অখিলের মধ্যে ওতপ্রোত অথচ প্রচ্ছন্নরূপটি ভারতের ঋষিরা যেভাবে দেখিতে ও দেখাইতে যেরূপ যত্ন করিয়াছেন, সেরূপ যত্ন অন্য কোনও প্রাচীন দেশে হইয়াছে কি না আমরা জানিনা। তবে ইনি অন্যত্র একেবারে অচেনা ছিলেন না। ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যার তুলনা নাই। তবে ভারতবর্ষের যজ্ঞবেদির চারিধারে যে পুণ্য হোমাগ্নি স্নিগ্ধ "ব্রহ্মবর্চ্চসং" বা ব্রহ্মজ্ঞানের আভাবিস্তার করিয়াছিল, সে হোমাগ্নির জ্যোতিঃ দেশান্তরেও পৌঁছিয়াছিল; গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর পুণ্যোদকরাশি যে দীপ্তিতে মণ্ডিত হইত, সে দীপ্তির দু একটি রেখা যে টাইগ্রিস্, ইউফ্রেটিস্, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং, এস্প্রো, আইরিস্ অথবা নীলনদের জলে পতিত ও প্রতিফলিত হয় নাই, এ কথা বলিবার সাহস আমাদের নাই। ভারতের তপোবনে যে বেদমন্ত্র উদাত্তধ্বনিত হইয়াছে, তাহার প্রতিধ্বনি ইরাণের জেন্দ-অবেস্তায়, অথবা সুমের আকাডের ধর্ম্মগ্রন্থে মোটেই শোনা যায় নাই, এরূপ মনে করিলে, আমাদের উৎকট আধ্যাত্মিক বধিরতারই প্রমাণ হাজির করা হইবে।

সৃষ্টির কথা এবং ইতিহাসের প্রকৃতি ও ধারা

এ সকল কথাই প্রামাণিক, এবং যজ্ঞ প্রভৃতি তত্ত্বের আলোচনা কালে উপযুক্ত প্রমাণ সমূহ উপনীত করার প্রয়োজন ও অবসর আমাদের হইবে। সৃষ্টির কথা ইতিহাসের প্রকৃতি ও ধারা বুঝিবার পক্ষে একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক। কেননা, সৃষ্টির রহস্যের অন্তরালেই মানবাত্মার "ক্রমবিকাশে"র ইতিহাসের মূল উৎসটি লুকান রহিয়াছে। সৃষ্টির আসল কথাটি না বুঝিলে সে ইতিহাসের আসল-রূপটি আমরা ধরিতে পারিব না। সে ইতিহাসের প্রকৃতি এবং সে ইতিহাসের ধারা সৃষ্টির মূল রহস্যের মধ্যেই আবিষ্কার করার চেষ্টা করিতে হইবে। কেন একথা বলিতেছি, তাহাও ক্রমশঃ বিশদ হইয়া আসিবে।

বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে আমরা সংক্ষেপে এই কয়টা কথা বলিতে চাহিয়াছি ঃ—(ক) মানুষ তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোন কালেই একেবারে জিজ্ঞাসা ও চিকীর্ষাবিহীন হইয়া দেখা দেয় নাই; (খ) দেশে দেশে এবং যুগে যুগে এ দুইয়ের আকৃতি ও প্রণালী বিভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু এদের মূল প্রকৃতি অভিন্ন রহিয়া গিয়াছে; (গ) ব্রহ্ম বা আত্মাকে অন্বেষণ এক না একভাবে এ দু'য়ের সেই মূল প্রকৃতি; (ঘ) অতএব

---

(১) "সৃষ্টিতত্ত্বে" ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের প্রাসঙ্গিক সূক্তটি সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

মানবীয় সত্তার সঙ্গে এই জিজ্ঞাসার এবং চিকীর্ষার অবিনাভাব সম্বন্ধ ; (ঙ) সুতরাং মানবীয় সত্তার ভিতরেই এদের মূল বাহির করার চেষ্টা করিতে হইবে ; (চ) কিন্তু, যেহেতু, মানবীয় সত্তা ব্রহ্মসত্তা ও বিশ্বসত্তা হইতে পৃথক্ নয়, পরন্তু সেই সত্তারই অভিব্যক্তি, সেইজন্য মানুষের জিজ্ঞাসার ও চিকীর্ষার ইতিহাসের মূলতত্ত্বগুলি বুঝিবার নিমিত্ত ব্রহ্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের ভিতরে প্রবেশ করার অপেক্ষা রহিয়াছে ; (ছ) ভিতরে ধ্যানলব্ধ সত্যগুলিকে বাহিরে ভূয়োদর্শনের সমীক্ষা, পরীক্ষাদ্বারা যাচাই করারও আবশ্যকতা রহিয়াছে—সেইটাই হইল পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক পদ্ধতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতিহাস ও ভুয়োদর্শন।

তথ্য সমষ্টির ন্যূনতা।

ইতিহাস, বিশেষতঃ মানবাত্মার অভিব্যক্তির ইতিহাসটিকে যাঁরা কেবলমাত্র ভুয়োদর্শনের ভিত্তির উপরেই স্থাপিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁরা যে শিথিল বালুকার উপরে তাঁদের ইমারতের ভিত্তি অনেকটা গড়িয়াছেন, একথা তাঁরাও যেমন ভুলিয়া যান, আমরাও তেমনি ভুলিয়া যাই। এ প্রসঙ্গে Lord Acton তাঁহার "Lectures on Modern History" নামক গ্রন্থে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন।—"The entire bulk of new matter which the last forty years have supplied amounts to many thousands of volumes. The honest student finds himself continually deserted, retarded, misled by the classics of historical literature, and has to hew his own way through multitudinous transactions, periodicals, and official publications, where it is difficult to sweep the horizon or to keep abreast." * * * * "By universal History I understand that which is distinct from the combined history of all countries, which is not a rope of sand, but a continuous development, and is not a burden on the memory, but an illumination of the soul. It moves in a succession to which the nations are subsidiary. Their story will be told, not for their own sake, but in reference and subordination to a higher series, according to the time and the degree in which they contribute to the common fortunes of mankind".(১) ইতিহাস শুধু Inductive Science নহে, এবং ইতিহাসকে কেবল সে ভাবে গড়িতে বা বুঝিতে চেষ্টা করিলে আমরা যে জিনিষটা গড়িয়া তুলিব তাহার দৃঢ়তা তাহার

1. Lectures on Modern History (1911) pp. 360—70.

বিশালতার অনুরূপ হইবে না; এবং তাহাকে লইয়া ব্যবহার করিতে যাইয়া আমরা বুদ্ধিকে "facts" বা ঘটনার গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরাইয়া যতখানি বিভ্রান্ত ও পরিশ্রান্ত করিয়া তুলিব, "Truth" বা সত্যের সুস্থির বেদিতে বসাইয়া ততখানি চরিতার্থ ও তৃপ্ত করিতে পারিব না।

এই প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস লেখক গিজো (Guizot) কতকগুলি সারগর্ভ কথা আমাদের শুনাইয়াছেন। আবশ্যক বোধে আমরা তাঁহার উক্তির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি(১):—"For some time past, there has been much talk of the necessity of limiting history to the narration of facts: nothing can be more just; but we must always bear in mind that there are far more facts to narrate, and that the facts themselves are far more various in their nature, than people are at first disposed to believe; there are material visible facts, such as wars, battles, the official acts of governments; there are moral facts, none the less real that they do not appear on the surface; there are individual facts which have denominations of their own; there are general facts, without any particular designation, to which it is impossible to assign any precise date, which it is impossible to bring within strict limits, but which are yet no less facts than the rest, historical facts, facts which we cannot exclude from history without mutilating history.

The very portion of history which we are accustomed to call its philosophy, the relation of events to each other, the connexion which unites them, their causes and their effects,—these are all facts, these are all history, just as much as the narratives of battles, and of other material and visible events. Facts of this class it is doubtless more difficult to disentangle and explain; we are more liable to error in giving an account of them, and it is no easy thing to give them life and animation, to exhibit them in clear and vivid colours, but this difficulty in no degree changes their nature; they are none the less an essential element of history.

Civilization is one of these facts; a general, hidden, complex fact; very difficult, I allow, to describe, to relate, but

---

1. History of Civilization Vol. 1, pp. 4-5.

which none the less for that, exists, which, none the less for that, has a right to be described and related. We may raise as to this fact a great number of questions; we may ask, it has been asked, whether it is a good or an evil? Some bitterly deplore it; others rejoice at it. We may ask, whether it is an universal fact, whether there is an universal civilization of the human species, a destiny of humanity, whether the nations have handed down from age to age, something which has never been lost, which must increase, form a larger and larger mass, and thus pass on to the end of time? For my own part, I am convinced that there is, in reality, a general destiny of humanity, a transmission of the aggregate of civilization; and, consequently, an universal history of civilization to be written. But without raising questions, so great, so difficult to solve, if we restrict oursrlves to a definite limit of time and space, if we confine ourselves to the history of a certain number of countries, of a certain people, it is evident that within these bounds, civilization is a fact which can be described, related—which is history. I will at once add, that this history is the greatest of all, that it includes all."

তথ্যের "বোঝা" ও তত্ত্বের "আলো"।

জনৈক বর্ত্তমান খ্যাতনামা দার্শনিক(১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এলাকা এবং ইতিহাসের এলাকা আলাদা করিয়া দেখার পক্ষে কয়েকটি গভীর যুক্তি আমাদের সামনে ধরিয়াছেন। সে যুক্তিগুলি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনে হয়; এবং তা যদি হয় তবে, প্রকৃতির এলেকায় যে প্রণালীর অনুসরণ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেই প্রণালীরই অনুসরণ করিয়া ইতিহাসের ক্ষেত্রে সুফল লাভ করার আশা আমরা করিতে পারি না। এক্ষেত্রে প্রণালীও কিছু স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আলোচনা করার অবসর পরে আসিবে। আগে লর্ড একটনের যে অভিমত আমরা তুলিয়া দিয়াছি, তাতে আমরা বুঝিতেছি, বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিক চারিধারের রাশীকৃত মালমসলার চাপে কতখানি নিজেকে পীড়িত এবং দিশেহারা মনে করিতেছেন। অথচ এটা নিশ্চিত যে, এই সব তথ্যের

---

(১) Hugo Munsterberg,

ক্রমশঃ বৰ্দ্ধমান বিন্ধ্যগিরি আমাদের স্মৃতির উপর একটা গুরুভারের মত চাপিয়া বসিয়া থাকিলে, ইতিহাসের আসল কাজ কিছুই হইবে না। তথ্যের সংস্পর্শে আমাদের ভিতরকার তত্ত্বদৃষ্টি উদ্ভাসিত হওয়া চাই—এই আন্তর আলোকটিকে লর্ড একটন সুন্দরভাবে বলিয়াছেন "not a burden on the memory, but an illuminaton of the soul"। বলা বাহুল্য, ভিতরের এই আলোকেই আমরা বিশ্বমানবের ইতিহাসের পূরা এবং সত্য চেহারাখানি দেখিবার আশা করিতে পারি।

ভারতবর্ষ, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধে "ইতিহাসের" পুঁথি এত লেখা হইয়াছে যে তাদের ভারে শুধু ব্রিটিশ মিউজিয়াম অথবা বড়লিয়াম লইব্রেরী নয়, সমগ্র ধরিত্রীই প্রপীড়িত হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সে ভারের নিম্নে আমাদের মস্তিষ্ক আজ অবসন্ন; এবং গবেষণার "বৈজ্ঞানিক প্রণালী" ("Scientific method") রূপ শিকলের মাহাত্ম্যে সে ভার আমাদের মস্তকে ও কণ্ঠে এমনভাবে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে যে, বিদ্যার বারিধিতে অথবা গোষ্পদে, আমরা হাবুডুবু খাইয়া ডুবিয়া মরিতেছি। সে সকল ইতিহাসের সাহায্যে ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের সভ্যতার ধা'ত যে কতটুকু বুঝিয়াছি বা বুঝিতেছি, সে বিষয়ে প্রশ্ন করার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

এ জাতীয় ইতিহাসের অবশ্য একটা প্রয়োজন আছে। খড়, কাঠ. মাটির যোগাড় করিয়া এ ইতিহাস মানবাত্মার স্বরূপের একটা কাঠামো তৈয়ার করার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু সে কাঠামোতে অঙ্গসৌষ্ঠব সংযোগ করিয়া তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার এক্তার সে ইতিহাসের নাই। এমন কি অনেক সময়ে ইতিহাস "শিব"গড়িতে বসিয়া "বানর"ও গড়িয়া বসিয়াছে দেখিতে পাই। পঞ্চতন্ত্রের গল্পে যেমন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার বিদ্যাটি শিখিয়াছিল একজনে, আর অস্থিসঞ্চয় প্রভৃতির কৌশল শিখিয়াছিল অপরে, এক্ষেত্রেও সেইরূপ। ইট বালি চুনের স্তূপ লইয়াই বাড়ী হয় না; শুধু প্রাচীন লিপি প্রভৃতির উদ্ধার করিয়া, উৎকীর্ণ ফলক ("tablets") অথবা তাম্রশাসন প্রভৃতির মিউজিয়াম সাজাইয়াই অতীতকে, সুদূরকে, পুরাতনকে, অপরিচিতকে বর্ত্তমান, সজীব, নিকট ও পরিচিত করিয়া লওয়া যায় না। ইতিহাসের প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য যে মহিমময়ী বিদুষীর আবাহান করিতে হইবে, তিনি মানবাত্মার অন্তঃপুরেই বাস করেন। তার নাম প্রজ্ঞা—Intuition. ইনিই বেদে "ব্রহ্মযোনি।"

বৈজ্ঞানিকের বৈঠকের মত ঐতিহাসিকের মজলিশেও Imagination বা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

কল্পনা কোনোমতে বসিবার একটু স্থান কিছুদিন হইল পাইয়া আসিতেছেন; কিন্তু Intuition বা "বোধি" এখনও অবগুণ্ঠনবতী হইয়া কোণেই দাঁড়াইয়া আছেন। কবে যে তাঁহাকে সমাদর করিয়া আনিয়া, তাঁহারই যোগ্য রত্ন বেদীতে তাঁহাকে আমরা বসাইব, তাহা এখনও আমরা জানি না। তবে, একথা ঠিক যে, তিনি আসিয়া আসনে বসিয়া মুখ তুলিয়া না চাহিলে, আমরা কেহই আমাদের দৃষ্টির কুণ্ঠা ও কার্পণ্য হইতে মুক্তি পাইব না। "অন্ধ চক্ষুষ্মান্" হইয়াই থাকিতে হইবে। জনষ্টুয়ার্ট মিল যেটাকে "Deductive Method" বলিয়াছিলেন—সেই প্রণালীর অনুসরণ ইতিহাসে করার আবশ্যকতা আছে। অধুনা বার্টাণ্ড রাসেল প্রমুখ অনেকে সে পদ্ধতির নূতন ঢালাই করিতেছেন। সে প্রণালী Induction এবং Deduction এর সম্মিলন। সে প্রণালীর অনুসরণ করিতে গেলে একদিকে যেমন কতকগুলি মূল তত্ত্বের বা সাধারণ সত্যের অনুধ্যান করার প্রয়োজন আছে, তেমনি অন্যদিকে সেই মূলতত্ত্বগুলির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ যে যথার্থ হইয়াছে তাহাও সাবধানে ভূয়োদর্শনের সঙ্গে মিলাইয়া লওয়ার আবশ্যকতা আছে(১)। আমরা মূলতত্ত্বগুলি (fundamental principles) ঠিক ধরিতে পারিয়াছি কিনা, এবং ধরিতে পারিলেও প্রস্তাবিত বিষয়ে তাদের ঠিক ঠিক প্রয়োগ করিতে পারিয়াছি কিনা,—ইহা আমাদিগকে পরীক্ষার কষ্টিপাথরে কষিয়া যাচাই করিয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ বাহিরের তথ্য দেখিয়াই তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে একটা ধারণা মনে জাগিয়া থাকে; কিন্তু সে ধারণা যথার্থ কিনা, সে পক্ষে প্রথমেই নিঃসংশয় হওয়া যায় না। পশ্চিম দেশের ডেকার্ট প্রভৃতি দার্শনিকেরা আমাদের ধারণাগুলিকে দুই থাকে সাজাইয়াছিলেন—কতকগুলি ধারণা মনেরই সহজাত স্বাভাবিক সম্পত্তি,(২) আর কতকগুলি আগন্তুক, বাহির হইতে দেখাশুনার

---

(১) Benajmin Kidd, "Principle of Western Civilisation" গ্রন্থে p. 42—"This movement is a good example of the great importance in modern scientific research of the discovery of principles as a cause of progress. Romanes has remarked that his own observation led him to the conclusion that in recent times progress in Biological Science had been not so much marked by the march of discovery per se as by the altered views of method which the march has involved. The tendency at one time had been to trust simply to the collection of facts. Now it was begining to be seen that it was the discovery of causes or principles to which the collection of facts led that was the ultimate object of scientific quest (Darwin and after Darwin, Vol. I. Intro.)"

2. A priori, innate.

ফলে সে ধারণাগুলি আমরা পাইয়া থাকি(১)। লক্, হিউম, প্রভৃতি অপরাপর অনেকে এই দুই রকমের ধারণা মানিতে রাজি হন নাই—তাঁদের মতে মনের সহজাত কোন ধারণাই নাই; সকল ধারণাই বাহির হইতে ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যে মনকে পাইতে হয়। সে যাহাই হউক, ডেকার্ট প্রভৃতির অভিমত মানিয়া লইলেও, আমাদের একথা বলা চলেনা যে, মনের কোন ধারণা যথার্থ হইতেই বাধ্য আছে। ঐ সকল পণ্ডিতেরা ধারণাগুলিকে কোনও বিশেষ বিশেষ লক্ষণের দ্বারা যথার্থ অথবা অযথার্থ নিরূপণ করিতে চাহিয়াছিলেন।(২)

প্রজ্ঞা বা বোধি।

মূল তত্ত্বগুলির অনুধ্যানের কারণটির নাম দিয়াছি প্রজ্ঞা(৩)—Intuition; অথবা নাম "বোধি" দিলে মন্দ হয় না। প্রস্তাবিত বিশেষ বিশেষ স্থলে তাদের প্রয়োগের নামও দেওয়া যাক্—অন্বীক্ষা—(যাহা হইতে ন্যায়শাস্ত্রকে অন্বীক্ষিকী আখ্যা দেওয়া হইত)। অন্বীক্ষার পর ভূয়োদর্শন ও বিশিষ্টদর্শনের সঙ্গে ফলটিকে মিলাইয়া দেখিতে হয়। তবে না আমাদের "মনগড়া" সিদ্ধান্ত "পাকা" সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইতে পারে। একটা শিষ্টসম্মত উদাহরণ লই। জ্যোতির্ব্বিদ্ যন্ত্র পাতিয়া গ্রহ বিশেষের গতি পথটি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। বেশ তাঁর হিসাব মত "সোজা" পথেই গ্রহটি পাক খাইতেছেন। হঠাৎ, স্থান বিশেষে দেখা গেল তিনি পথ ছাড়িয়া, একটু "পাশ কাটিয়া," বাঁকিয়া চুড়িয়া যাইলেন। অন্তরীক্ষচারীদের পথে কাহারও "কাঁটা" দেওয়ারত সম্ভাবনা নাই; তবে এমনটা হইল কেন? জ্যোতির্ব্বিদ্ যন্ত্রপাতি ফেলিয়া আঁকের খাতা লইয়া বসিয়া গেলেন। সৌরমণ্ডলের গ্রহ উপগ্রহ উপতারকা (asteriods) গুলি বাঁধা নিয়মে ছন্দ মাফিক্ নাচিয়া বেড়ান। কাহারও "বেতালে" পা ফেলিবার এক্তার নাই। তবে "ইউরেনাস্" এমন ধারা বেতালে

---

(১) A posteriori, adventitious. এ সম্পর্কে সক্ষিপ্ত সমালোচনা Bertrand Russell এর "Problems of Philosphy" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

(২) যেমন ধারণাগুলির বিশদতা, অব্যভিচারিত্ব, অসঙ্গতিহীনতা ইত্যাদি। কাণ্ট প্রমুখ পরবর্ত্তী দার্শনিকেরাও এ সব লক্ষণের কতক কতক বাহাল রাখিয়াছিলেন এবং প্রয়োগ করিয়াছিলেন। হার্ব্বার্ট স্পেনসারের "inconceivability of the opposite" রূপ ধারণার যাথার্থ্যের লক্ষণটিও উল্লেখযোগ্য। হিন্দুদর্শনে প্রমা ও অপ্রমার বিচার, স্বতঃ প্রামাণ্য ও পরতঃ প্রামাণ্য আলোচনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

(৩) ঐতরেয়োপনিষৎ, ৩।২।৩ "প্রজ্ঞানেত্রোলোকঃ"—প্রজ্ঞাচক্ষুঃ (শাঙ্কর ভাষ্য); কৌষীতকি উপ—প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি, প্রজ্ঞয়া চক্ষুঃ সমারুহ্য চক্ষুষা সর্ব্বাণি রূপান্যাপ্নোতি; কৌষীতকি (৩।৩)—"যো বৈ প্রাণং সা প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা স প্রাণঃ"; মাণ্ডূক্যকারিকা—১, বহিঃ প্রজ্ঞঃ, অন্তঃ প্রজ্ঞঃ, ঘনপ্রজ্ঞ; শ্বেতাশ্বতর উপ, ৪।১৮—"প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী"; ৫।২—"জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ"।

পা ফেলে কেন? নিশ্চয়ই কোন অজ্ঞাত জ্যোতিষ্ক অলক্ষিত ভাবে তাহাকে টানিয়া পথভ্রষ্ট করিয়া দিতেছে। এইখানে জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে এমন কতকগুলি মূলতত্ত্বের "ধ্যান" করিতে হয়, যে তত্ত্বগুলি জড়জগতে সর্ব্ববিধ বস্তুবিন্যাস (Configuration) এবং সকল প্রকার গতির (Motion) মূলে। নিউটন পূর্ব্বেই ধ্যানযোগে সে তত্ত্বগুলির সাক্ষাৎকার করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি Laws of Gravitation এবং Laws of Motion গুলির "ঋষি"। জড় বা ভূতে অভিমানিনী দেবতাই এই মন্ত্রগুলির দেবতা। দ্যাবা-পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষে যেখানে যে ভূত চলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে, সেখানেই এই মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আডাম্‌স এবং ফরাসীদেশে ল'ভেরিয়ার প্রায় এক সময়েই মন্ত্রগুলির পুনশ্চ ধ্যান ও বিনিয়োগ করিলেন। কতখানি দূরে, কোন্ দিকে কতবড় জোতিষ্ক থাকিলে ইউরেনাসের ওরূপ গতিভ্রংশ হইতে পারে, তাহা তাঁহারা মূলতত্ত্বগুলির সাহায্যে আঁক কষিয়া ঠিক করিয়া ফেলিলেন। আঁকের খাতায় অথবা অন্বীক্ষায় সুদূর-বিমানচারী "দস্যুটি" বামালশুদ্ধ ধরা পড়িয়া গেল। তার আকৃতি প্রকৃতির, এমন কি, গুপ্ত আড্ডাটিরও খোঁজ পাওয়া গেল। তখন আবার যন্ত্রপাতি লইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে বেগ পাইতে হইল না। শেষকালের এই "গ্রেপ্তারি" ব্যাপারের নাম সমীক্ষা (Observation)(১)।

সমীক্ষ ও পরীক্ষা।

কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল সমীক্ষায় কুলায় না; অথবা হয়ত সমীক্ষার সুবিধা নাই। সেখানে আমাদের ফরমাইস মত অবস্থাপুঞ্জ (assemblage of conditions or circumstances) যোগাযোগ করিয়া লইতে হয়। তাদৃশ অবস্থাপুঞ্জের ভিতর ঘটনাটি কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা অবহিত হইয়া দেখিতে হয়। ইহারই নাম পরীক্ষা—Experiment. বৈজ্ঞানিকের "জ্ঞানযজ্ঞের" মন্ত্রগুলি অনেক সময় অবশ্য অতীত ভূয়োদর্শনের ফলে লব্ধ—results of previous inductions. কিন্তু একথা অস্বীকার করার যো নাই যে বিজ্ঞানের যেগুলি আসল বা বীজমন্ত্র

---

(১) ডারউইন সাহেব ম্যাল্‌থসের "Population" সংক্রান্ত প্রবন্ধ পড়িয়া মনে "Struggle for Existence" এবং "Natural Selection এর একটা "মূল" ধারণা পাইয়াছিলেন; পরে প্রচুর ভূয়োদর্শনের ভিতর দিয়া তাঁহাকে সেই মূল ধারণাটিকে যাচাই ও "আকারিত" করিয়া লইতে হইয়াছিল।

(২) বাজসনেয় "মনসাহ্যের পশ্যতি মনসা শৃণোতি, হৃদয়েন হি রূপাণি বিজানাতি", শঙ্করাচার্য্যধৃত (ঐতরেয়োপনিষদ্ ভাষ্য, ৩।১।২)। Bertrand Russell তাঁর "Principles of Mathematics" "Analysis of Matter" প্রভৃতি গ্রন্থে বিজ্ঞানের মূল স্বীকৃত বিষয় (Postulates) এবং স্বতঃসিদ্ধ (Axioms)গুলির অতীন্দ্রিয় প্রামাণ্য সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন।

(fundamentals), সেগুলির সাক্ষাৎকার সমীক্ষা ও পরীক্ষার টুক্‌রা টুক্‌রা রশ্মিরেখাগুলির সংঘাতে ও সাহায্যে সব সময় হয় নাই ; যে গুলির সাক্ষাৎকার হইয়াছে এমন একটা দীপের আলোকের সাহায্যে, যে দীপ আমাদের বুদ্ধি-গুহাভ্যন্তরেই জলিয়া থাকে ; বেকন হইতে স্বরু করিয়া লক্, হিউম, মিল, কম্‌টে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক—ঘেঁষা পণ্ডিতেরা যে আলোককে "আলেয়া" বলিয়াই উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে কসুর করেন নাই ; কিন্তু এই "আলেয়ার" আলোক না পাইলে আমাদের বোঝাপড়ার জগৎ (understandable order) অন্ধতামিস্রে গিয়া প্রবিষ্ট হয়—শঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীনদের ভাষায়—"জগদান্ধ্যং প্রসজ্যেত"।

প্রকৃতই, শুধু বিজ্ঞানের "থিওরি" সৃষ্টি করিতে নয়, ইতিহাসের মর্ম্ম গ্রহণে ও ইতিহাসের ধারার প্রকৃত ভঙ্গীটি বুঝিতে, ঈক্ষা বা ইন্‌টুইসনের অপেক্ষা রহিয়াছে।

কাল, ইতিহাস ও পুরাণ।

অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মর্ম্মের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় যাঁরা স্থাপন করিয়াছেন, তত্ত্বকে সত্যভাবে যাঁরা জানিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রাচীনেরা ঋষি বলিয়া পূজা করিতেন—কেবল ভারতবর্ষে নয়, সকল দেশেই। সেই অন্তঃ প্রকৃতি ও বহিঃ প্রকৃতিকে কাল বা Time রূপে প্রত্যক্ষ করিলেই আমরা ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করিলাম(১)। বিশ্ব চলিতেছে—এইভাবে বিশ্বরূপ দর্শন হইলেই ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া গেল(২)। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া তাই বলিতেছেন—

---

(১) প্রশ্নোপনিষৎ—১। ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ "সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নে দক্ষিণং চোত্তরং চ। * * * মাসো বৈ প্রজাপতিস্তস্য * * * অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিস্তস্য…"। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রজাপতিকে বহু স্থানে "সংবৎসর" বলা হইয়াছে। ইহাও প্রজাপতির কালরূপত্বের অঙ্গীকার। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (২।২।৩) বলিতেছেন—"সংবৎসরো বৈ পঞ্চ হোতা। * * * সংবৎসর এবর্ত্তুষু প্রতিষ্ঠায়। সুবর্গ লোকমেতি" ভাষ্যকার সায়ণ এই প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—"সংবৎসরস্য সর্ব্বাত্মক-প্রজাপতিরূপত্বেন পঞ্চ হোতৃত্বং স্বর্গলোকরূপত্বং চ দ্রষ্টব্যম্"। উক্ত অনুবাকের শেষে রহিয়াছে—"দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবঃ। ত্রয় ইমে লোকাঃ। অসাবাদিত্য একবিংশঃ"। ইত্যাদি—এখানেও প্রজাপতিকে আমরা একবিংশতি পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। এস্থলে ইহাও স্মরণযোগ্য যে, ঋগ্‌বেদ অগ্নিরও একবিংশতি পদের কথা আমাদের শুনাইয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১ অ. ১ খ) বলিতেছেন—"সপ্তদশোবৈ প্রজাপতিঃ। দ্বাদশমাসাঃ পঞ্চর্ত্তবো হেমন্তশিশিরয়োঃ সমাসেন তাবাৎ সংবৎসরঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ" ইতি।

(২) Hugo Munsterberg, "The Eternal value" p, 148—"History deals with realities which stand in numberless relations of the temporal things, but which themselves are neither things nor temporal. All this involves that the historical realities cannot also be members of a causal chain." পুনশ্চ p. 146, "To be free in the sense of history means to belong to a sphere in which there exist no causes, because the question of causes of

"কালোঽস্মি"—আমি কাল। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শুম্ভ নিশুম্ভ বধের পর দেবতারা আদ্যাশক্তির স্তুতি-ব্যপদেশে তাই বলিতেছেন—"কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণাম প্রদায়িনি"। যাহা চলিতেছে তাহা জগৎ—এই জন্য জগৎই ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসকে "পুরাণ" বলা হইত—যদিও পুরাণ ও ইতিহাসের স্বতন্ত্র উল্লেখও আমরা দেখিতে পাই(১)। অন্য দেশেও পুরাণের অনুরূপ বা অনুকল্প কিছু ছিল। এই পুরাণকারেরা ঋষি। ঋষি বলিয়াই কবি, মেধাবী, ক্রান্তদর্শী(২)। "কবিঃ পুরাণঃ" স্বয়ং প্রজাপতি। তিনি যখন "তপসা মেধয়া"(৩) ভূতনিচয় ও প্রজাপুঞ্জ সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহাকে "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"(৪)—সৃষ্টির বা জগতের পূর্ব্ববৃত্ত বা পূর্ব্বেতিহাস "অনুবীক্ষণ" করিতে হয়; অর্থাৎ, প্রলয়ের পূর্ব্বে সৃষ্টি যেমন ধারা ছিল, নূতন সৃষ্টির সময়ে সেই ধারা বা সেই রূপটি ধ্যান করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ভারতীয় দৃষ্টিতে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের ধারাটি অনাদি(৫)। ঐকান্তিকভাবে প্রথম সৃষ্টি কোন দিনও হয় নাই। "সোঽকাময়ত ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়েতি"—প্রজাপতি কামনা করিলেন, পূর্ব্বকল্পে যেমনধারা সৃষ্টিরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলাম এবারও সেইরূপ করিব।

সেই আদিম, প্রথম যজ্ঞ(৭) হইতে কেবল যে ভূতবর্গ ও প্রজাবর্গ উৎপন্ন

---

the will would be meaningless there........In this realm of freedom, the historian now seeks the connexions of the real subjects and the system of connected wills which he finally affirms is the world of history."

(১) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৭।২।১ "বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী বাগ্ বা ঋগ্‌বেদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং"; পুনশ্চ ৭।১।২, এবং ৭।১।৪; আশ্বলায়ন সূত্র—"সূত্রকার-ভাষ্যকারমিতিহাস পুরাণ কারম্", ইত্যাদি বহুস্থলেই ইতিহাস ও পুরাণের আলোচনার উল্লেখ আছে।

(২) বায়ুপুরাণ, (৫।৪৪)—"ইষ্যত্বাদুচ্যতে যজ্ঞঃ কবিবিক্রান্ত দর্শনাৎ।"

(৩) ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, আরণ্যক ও উপনিষদাদিতে প্রজাপতির তপের কথা অসংখ্যবার কথিত হইয়াছে। যথা তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৬ "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বম সৃজত। বদিদং কিঞ্চ, তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ"। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ১।৫।১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

(৪) ঋঃ সঃ (১০।১৯০); ১০।৭২।১ "উত্তরে যুগে"; ১০।৭২।২—"দেবানাং পূর্ব্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত"। বিষ্ণুপুরাণ (১ম অংশ। ৫ম অধ্যায়। ৫৯ শ্লোক)—"তেষাং যানি কর্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে। তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ"॥

(৫) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, নারদপঞ্চরাত্র, দেবীভাগবত প্রভৃতিতে "সর্ব্বাদি" সৃষ্টির কথা আছে; কিন্তু তাহা প্রাকৃত প্রলয়ের পর সৃষ্টি অথবা সৃষ্টির মূল তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন।

(৬) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ,—১।২।৬।

(৭) ঋঃ সঃ (১০।৯০।৯) "তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত"॥ তৈ, ব্রা (২।১।৬)—প্রজাপতিরকাময়ত * * * *

হইল এমন নহে—ইহা তাঁহার কেবল মহান্ পুত্রেষ্ঠি যাগ নহে; নিখিল জ্ঞানধারা, অশেষ বিদ্যাও তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইল। শ্রুতি প্রসন্ন গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন—"স যথা আর্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্‌ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি"(১)। সকল বিদ্যা তাঁহা হইতে নিশ্বসিত হইয়াছিল—He breathed forth, কেমন চমৎকার ভাষা। "And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul"(২)। অতএব মানবের আত্মা ভগবানের নিশ্বসিত। এ সকলই রূপ ও নাম গোপন করিয়া অব্যাকৃতভাবে তাঁহাতেই ছিল। যে রূপ আর্দ্র ইন্ধনে অগ্নি সংযোগের পর তাহা হইতে, পূর্ব্বে অভিন্ন ভাবে অবস্থিত, ধূমরাশি ইতস্ততঃ উত্থিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ সিসৃক্ষা বা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা তাঁহারই ভিতর হইতে এ সকল পৃথক্ ভাবে আলোড়ন, মন্থন করিয়া বাহির করিয়াছে(৩)। তাঁহার "তপস্যা ও মেধা"ই সে অগ্নি। পুরাণকে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া আবার তাহাকে নূতন করিয়া নিজের ভিতর হইতে নিশ্বসিত করেন বলিয়া তিনিই পুরাণ কবি। করিশিশুর তুল্য এই বিচিত্র জগৎটাকে সেই শ্রীমন্ত সদাগরের "কমলে কামিনী"র মত ইনি একবার অবলীলাক্রমে গিলিতেছেন, আবার তাহাকে উগ্‌লাইয়া ফেলিতেছেন। কাল তাঁহার রূপ; ইতিহাস কালেরই সজীব, বাস্তব রূপ (Concrete reality of Time); (৪) সুতরাং ইতিহাস প্রজাপতিরই রূপ। এ রূপ টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও, পূর্ণভাবে বা স্বরূপে অতীন্দ্রিয়। প্লেটোর archetypes

ইতিহাস ও কাল।

সোঽ-নুজুহোৎ। * * * * —ইত্যাদি; ঋ, স, ১০।১৩০।১, ২, ৩; ৫,৩২; ৭।১৯. ইত্যাদি অনেক স্থলেই প্রজাপতির মূল যজ্ঞের প্রসঙ্গ আছে।

(১) বৃঃ উঃ ২।৪।১০; মৈত্র্যুপনিষৎ, ৬ আ ৩২ খ—বৃহদারণ্যকের ঐ মন্ত্রই আছে; বিশেষ এই—"পুরাণং" এর আগে "ইতিহাস" আছে, আর নিশ্বসিতানির স্থলে "বিশ্বাভূতানি" আছে।

(২) Old Testament, Book of Genesis, Chap. II, 7.

(৩) পুরাণকার এই ব্যাপারটিকে প্রকৃতি, প্রধান বা অব্যক্তের "ক্ষোভ" বলিয়াছেন। "ক্ষোভয়ামাস প্রকৃতিং"—ইহাই তাঁহাদের কথা।

(৪) দার্শনিক হেন্‌রি বার্গসোঁর "Duration"এর ধারণা এক্ষেত্রে তুলনীয় ("Time and Freewill" "Matter and Memory" প্রভৃতি গ্রন্থে); আমরা আগে মুন্‌সটার্ বার্গ ("The Eternal Values") হইতে Historyর বৈশিষ্ট্য শুনিয়াছি। আমরা যেটাকে সাধারণতঃ "সময়" বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি সেটা গণিতের বা হিসাবের "সময়"

গুলার মত, ইহার ইন্দ্রিয়গোচরতা (sensuous manifestation) থাকিলেও, ইহা তাহার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে—"স্থস্থিরঃ স্বে মহিম্নি"। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহা Transcendent; ধ্যানগম্য সত্যলোকে (Plato's "World of Ideas") ইহার স্থস্থির আসন আস্তীর্ণ রহিয়াছে(১)। ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা ভূয়োদর্শন দ্বারা ইহাকে পূরাপূরিভাবে, খাঁটিভাবে জানার উপায় নাই। এই জন্য ইতিহাস ঠিক Inductive Science নহে। কেবল ঘটনার ঘটায় ঐতিহাসিক সত্যের নেবিউলা বা নীহারিকা জমাট বাঁধিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে না।

প্লেটোর ভাষায় যাহা "Idea" of History(২), আমরা তাহাকে ইতিহাসের প্রকৃতি বা স্বরূপ বলিতে পারি। এই প্রকৃতি খাঁটিভাবে ধরিতে হইলে, ভূয়োদর্শন বা Experienceএর উপর উপর হাতড়াইয়া গেলে চলিবে না। আমাদের Experience এবং আমাদের ইতিহাসের যেখানে সাধারণ মূল শিকড়, সেইখানটা

(conceptual time"); প্রকৃত, বাস্তব, অনুভূত সময় (perceptual, concrete time) অন্যরূপ। এ প্রসঙ্গে পরলোকগত আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর "বিচিত্র কথা" ও দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমানে আইনষ্টাইন্ প্রভৃতির "Relativity Theory"তেও যে "Four dimensional Continuum of Points" লইয়া জগতের ব্যাখ্যার প্রথম নক্সা পাতিতে হয়, তার সঙ্গে আমাদের অনুভূত দেশ ও কালের সম্পর্ক চিন্তনীয়; "Point-events", "Intervals" প্রভৃতি আমাদের সাধারণ দেশকাল সম্বন্ধ দ্বারা "উপহিত" নহে। আমাদের সাধারণ দেশকালই একমাত্র দেশকাল নহে—অন্যবিধ দেশকাল হইতে পারে। সুতরাং সাধারণ দেশকাল সম্পর্কে জগতের মূল নক্সাটি "undefined." Prof. Eddingtonএর লেখা এবং Bertrand Russellএর "Analysis of Matter" (1927) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ন্যায় বৈশেষিকের দিক্ ও কাল সাধারণ দেশ ও কাল নহে।

১, ২, Edwin Rhode, "Psyche" (1925), p. 470—Platoর মত এইভাবে বিবৃত করিতেছেন:—The way which leads upwards from lower levels of Becoming to Being, is discovered by means of *dialectic* which in its "Comprehensive View" is able to unite the distracted ever-moving flood of multifarious Appearance into the ever-enduring unity of the Idea which is reflected in Appearance. Dialectic travels through the whole range of the Ideas, graduated one above the other, till it reaches the last and the most universal of the Ideas, In its upward course it passes by an effort of sheer logic through the whole edifice of the highst concepts." etc. আধুনিক যুগে জার্ম্মাণ দার্শনিক Hegel এই Dialectic অথবা Logical Movementটাকে ইতিহাসের ঘটনাধারা মধ্যেও দেখিতে ও দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; সেইটাই হইল the "Philosophy of History." উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, হেগেল ঐতিহাসিক ধারার গতিতে "thesis-antithisis-synthesis" এই বিধিটি প্রযুক্ত দেখাইয়াছিলেন। তারপর, ডার্ উইনের পরবর্ত্তী যুগে "Evolution" এর ধারণাটাই ইতিহাসের মূল ধারা ভাবে অঙ্গীকৃত হইয়া আসিতেছে। Bertrand Russell, Edwin Holt প্রভৃতি দর্শনে প্লেটোর মতের কতকটা নব্য সংস্করণ বাহির করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আরও কথা পরে আমরা আলোচনা করিব।

ইতিহাসের প্রকৃতি।

আমাদের খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে যে মূল শিকড় আমাদেরই অন্তরাত্মার মধ্যে নিহিত—ইতিহাসের তথ্যনিচয় ও ঘটনাবলীর মধ্যে তাহার ফেঁকড়াগুলি শতধা ছড়াইয়া রহিয়াছে মাত্র। একথাটার আর এখানে বিস্তার করিব না, তবে মোট কথাটা সংক্ষেপে এই :—তথ্য ও ঘটনাসমূহের সমীক্ষা (observation) এবং (যেখানে ও যতদূর সম্ভব) পরীক্ষা (Experiment) করিয়া ইতিহাসের যে রূপটি আমরা দেখিতে পারি, সেরূপ ইতিহাসের স্বরূপ বা প্রকৃতি নহে ; স্বরূপ বা প্রকৃতিটি ঠিকভাবে ধরিবার জন্য "প্রজ্ঞা" বা Intuition এর একান্ত অপেক্ষা আছে। আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কার্পণ্যের জন্যই সমীক্ষা ও পরীক্ষা তত্ত্বৈকদেশ-স্পর্শিনী হইয়া থাকে, নতুবা তাহারা উভয়ে প্রজ্ঞারই সগোত্র। ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ এবং যোগজ প্রত্যক্ষ বস্তুতঃ আলাহিদা জিনিস নহে। প্রথমটায় যাহা স্বল্প, যাহা মলিন, যাহা ভাসা ভাসা, দ্বিতীয়টার তাহা অপেক্ষাকৃত পূর্ণ, স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট(১)।

ইতিহাসে সমীক্ষা ও পরীক্ষার স্থান ; ধ্যান ও ভূয়োদর্শনের পরস্পরের অপেক্ষা।

প্রজ্ঞা বা Intuition এর দ্বারা ইতিহাসের ঠিক প্রকৃতিটি বা Type ধরিয়া লইয়া, তারপর সমীক্ষা ও পরীক্ষা দ্বারা সেই টাইপের রক্তমাংসাদি বাহিরের অবয়ব সকল যোগাইয়া দিতে হয়। এই দুই কর্ম্মেরই প্রয়োজন আছে। শুধু ধ্যান বা Clairvoyance লইয়া ইতিহাস গড়িতে গেলে চলে না। ধ্যান যথার্থ হইলে অবশ্য বালাই নাই। কিন্তু ধ্যান যথার্থ হইল কিনা তাহা ধ্যান-বেদীতে বসিয়াই অনেক সময় বোঝা যায় না। (২) ধ্যানেরও অপভ্রংশ আছে, ব্যভিচার আছে। সে

---

(১) সেই উপনিষদের তত্ত্বকথা বলার ভঙ্গীতে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল অসুরগণ কর্ত্তৃক "পাপ্মাবিদ্ধ হইয়াছিল ; তাই তারা কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল, প্রাণকে অসুরেরা বিদ্ধ করিতে পারে নাই। আর সেই প্রাণ বস্তু কি ? "যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা, বৈ প্রজ্ঞা স প্রাণঃ"। প্রজ্ঞা সেই জন্য কার্পণ্য-দোষাপহত-স্বভাব হইয়া যায় নাই। যিনি প্রজ্ঞাদৃষ্টি, তিনি আকুণ্ঠিত দৃষ্টি। অবশ্য, প্রজ্ঞা মানে পূর্ণ-বিকশিত প্রতিভা ; পাতঞ্জল দর্শন যেটিকে "প্রাতিভং জ্ঞানং" বলিয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শনে (বিভূতি পাদ, ৫ম সূত্র)—"তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ" চিন্তনীয়। ব্যাসভাষ্য সে প্রজ্ঞাকে "বিশারদী" বলিয়াছেন। ঐ পাদের ৫৪ সূত্র ("তারকং সর্ব্ববিষয়ং" ইত্যাদি) ; কৈবল্যপাদের ৩০ সূত্র ("তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য" ইত্যাদি), সমাধিপাদের ৪৮ সূত্র ("ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা")। বিভূতিপাদের ৩৪ সূত্রটি—"প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্" ; প্রতিভা = উহ (সাংখ্যপ্রবচন = সূত্র ৩।৪৪)। "মনোমাত্রজন্যমবিসম্বাদকং ঝটিত্যুৎপদ্যমানং জ্ঞানমিতি"—ভোজবৃত্তি। এ লক্ষণে প্রাতিভ-জ্ঞান = Intuition এর মত একটা কিছু। এসম্বন্ধে পরে আলোচনা হইয়াছে।

ব্যভিচারও যে সব সময় স্বেচ্ছাকৃত এমন নয়। কাজেই Clairvoyanceএর "সত্যলোক" অনেক সময় "মায়াপুরী" হইলেও হইতে পারে। বিজ্ঞানের সমীক্ষা ও পরীক্ষা অনেক সময় আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া সাম্‌নে হইতে ময়দানবের রচনার ধাঁধা সরাইয়া দিয়া থাকে। জ্যোতির্ব্বিদের আঁকের খাতায় ভুল হইল কিনা, তাহা খাতাখানা বেশ করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়াও সব সময়ে ধরা যায় না। নেপচুন নামক অজ্ঞাত ব্যোমচারী জ্যোতিষ্ক আড়ালে রহিয়া সত্য সত্যই ইউরেনাস্ বেচারীকে পথভ্রষ্ট করিতেছে কিনা, তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ—দূরবীন্ লইয়া দেখায়। যদি নেপচুনকে দেখা গেল, তবে সকল গোলই মিটিয়া গেল। ইতিহাসেও এ রীতির ব্যতিক্রম নাই।

বোধিপুরুষের যোগনিদ্রা ও জাগরণ।

মনের মাঝে, সকল ভাব ও চিন্তার সূতিকাগারে, ইতিহাসের একটা প্রকৃতি আমরা গড়িয়া লইলাম—এই নিয়মে মানব সমাজে সভ্যতার উদয়, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে বা হইয়াছে—এইরকম একটা কিছু। কিন্তু সত্য সত্যই সেই নিয়মে, সেই ভঙ্গীতে সভ্যতা চলিয়াছে কিনা, তাহা সাব্যস্ত করিতে তথ্য ও ঘটনাবলীর মধ্যেই সাবধানে আমাদের সূত্র অন্বেষণ করিয়া চলিতে হয়। বাক্‌ল সাহেব সভ্যতার ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে কোনও দেশের সভ্যতা প্রধানতঃ সে দেশের প্রাকৃতিক

---

(২) পাতঞ্জল দর্শন (বিভূতিপাদ), ৫১ সূত্রের ভাষ্যে - যোগের আরম্ভ হইতে. পূর্ণতা পর্য্যন্ত চারিটি অবস্থার (stages) কথা আছে— প্রথমকল্পিক (অল্প-জ্ঞান-বিকাশ, "প্রবৃত্তমাত্র-জ্যোতিঃ প্রথমঃ.)", মধুভূমিক (ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা), প্রজ্ঞাজ্যোতি (সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব), এবং অতিক্রান্তভাবনীয়। প্রথমকল্পিক দশায় অতীন্দ্রিয় তত্ত্বদর্শন হয় বটে, কিন্তু অল্প, এবং তাতে প্রমাদাদিরও আশঙ্কা থাকে। তৃতীয় অবস্থায় দর্শন পূর্ণ ও যথার্থ হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা (Descartes প্রমুখ Rationalist গণ) immediacy, clearness, university, self-consistency ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা সহজ ধারণাগুলির যাথার্থ্য নিরূপণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদীরা (Empiricist বর্গ) এতে নারাজ। Herbert Spencer (Empiricist হইয়াও) "Inconceivability of the opposite" এই লক্ষণটিকে ধারণার সত্যতার কষ্টিপাথর বানাইতে চাহিয়াছিলেন। জন্ ষ্টুয়ার্টমিল তাতে সম্মত হন নাই। মিলের "System of Logic" এবং স্পেনসারের "Principles of Psychology" গ্রন্থে উভয়ের বিচার বিতণ্ডা আছে। কাণ্ট (Critique of Pure Reasonএ) গণিতের অব্যভিচারিত্ব দেখিয়াই প্রধানতঃ হিউমের সঙ্গ ছাড়িয়াছিলেন। তিনি Synthetic Judgments *a priori* possible বলিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আইনষ্টাইনের "Principles of Relativity"র প্রভাবে গণিতের ভিত্তিও কোথাও কোথাও হেলিয়াছে। গণিতের ভিত্তি সম্বন্ধে Dr. Whitehead এবং Mr. Bertrond Russellএর "Principles of Mathematics" ; Whitehead এর "Introduction to Mathematics" এবং B. Russellএর "Problem of Philosophy" গ্রন্থে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অবস্থা-সমূহ (Physical conditions) দ্বারা ঢালাই (moulded) হইয়া থাকে। এই যে মূল তত্ত্ব বা Lawটি—ইহা তাঁহার প্রজ্ঞালব্ধ, ইন্‌টুইসন্‌ হইতে প্রাপ্ত। তিনি নিজে সর্ব্বথা স্বীকার না করিলেও, বটে। দুই চারিটা দেশের ইতিহাসের চেহারা দেখিয়া সম্ভবতঃ এই ভাবটি তাঁহার মনে আব্‌ছায়ার মত জাগিয়া থাকিবে ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার প্রসূতি যে প্রজ্ঞা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। (১) কেবল বাক্‌ল বলিয়া কেন ; নিউটন আতাফল মাটিতে পড়িতে দেখিয়া জাগতিক আকর্ষণ (universal gravitation এর ধারা গুলি) আবিষ্কার করেন, ইহা শুনিয়া এটা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই যে, মুখ্যতঃ এই মহাসত্যটি তাঁর ধ্যানলব্ধ ; তাঁর Intuition প্রথমে কোনও কিছু দেখিয়া শুনিয়া বৈজ্ঞানিকের অন্তঃপুর-নিবাসী প্রজ্ঞাপুরুষের হয়ত যোগনিদ্রা ভাঙ্গিয়া থাকিবে—হয়ত আতাফলটি পড়িতে দেখিয়াই তাহা হইয়া থাকিবে। কিন্তু জড় প্রকৃতির একেবারে মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া নিখিলের রেণূতে রেণুতে "প্রাণের টান" যে দৃষ্টি আবিষ্কার করিয়াছিল, সে দৃষ্টি আতাফলের ভূপতন দেখার দৃষ্টিমাত্র নহে। ডারউইনের প্রাণিজগতে অভিব্যক্তি বাদ (Evolution Theory), হেলম্‌ হোল্‌টজ, কেল্‌ভিনের জড়জগতে ঈথার আবর্ত্তবাদ (vortex-ring theory), প্রভৃতি অনেকানেক "যুগ-বিপ্লবকারী

---

(১) সভ্যতার ইতিবৃত্ত লেখকেরা এক একটা মৌলিক ধারণা লইয়া তাঁদের কাজে নামিয়াছেন দেখিতে পাই। গিজো তাঁর "History of Civilization" এর গোড়াতে সমাজের অবস্থার চারিটি চিত্র (তার মধ্যে অন্যতম "হিন্দুর") আঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এর কোন্‌টাকে "সভ্য" নামে ডাকা যাইতে পারে ? তাঁর বিবেচনায় কোনটাকেই নয়। চারিটি "Hypotheses" পরিহার করিয়া তিনি বলিতেছেন—(Vol. I. P. ৭) "The idea of progress or development, appears to me the fundamental idea contained in the word, civilization." হিন্দুসমাজে (তাঁর দ্বিতীয় চিত্র) "অচলায়তন" ("immobility") বিরাজ করিতেছে, সুতরাং, "Is this a people civilizing itself" ?—এ প্রশ্নের জবাবে তিনি "না" বলিয়াছেন। তারপর, তিনি "Progress" বা "অভ্যুদয়ের" একটা নিদান বাহির করিতেছেন—অবশ্য মনের সংস্কারের ভিতর হইতেই (ঐ পৃঃ শেষ দুই প্যারা দ্রষ্টব্য)। এ প্রসঙ্গে সার্ জন উড্‌রফের "Is India civilized ?" নামক উপাদেয় গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য। Benjamin Kidd ("Western civilization" গ্রন্থে) ডার্‌উইন এবং ভাইজম্যানের বিবর্ত্তনবাদ তুলনা করিয়া তার ভিতর হইতের নিজে মূল ধারণাটি ("central idea") গ্রহণ করিয়াছেন ; সে ধারণা হইল—"Projected Efficiency"—অর্থাৎ বিকাশের মূল কথা হইতেছে বহুর বা বিশ্বমানবের ভূয়িষ্ঠ যোগ্যতা বা কর্ম্মক্ষমতা ("কর্ম্ম" ব্যাপক অর্থে)। এই ধারণা কেন্দ্রের চারিধারে তাঁর প্রবন্ধ স্ফটিকের মত দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। Dr. Carpenter ("comparative Religion" ভূমিকায় (ডার্‌উইন এবং স্পেনসারের সেই "ক্রমোন্নতি"-বাদটি মূল ধারণাভাবে লইয়াছেন—"lies the conviction that...the general movement of human things advances from cruder and less complex to the more refined and developed."

সত্য" মানবাত্মার ভিতর কোনও "অচলায়তন" হইতেই বাহির হইয়া আসিয়াছে ; প্রজ্ঞাই তাদের আসল খনি। পরে অবশ্য অগণিত সমীক্ষা-পরীক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে যাচাই পরখ করিয়া লইতে হইয়াছে ; প্রয়োজন মত, তাহাদেয় জারণ মারণ শোধনাদিও করিয়া লইতে হইয়াছে। (১)

ইন্দ্রিয় গ্রামের মত প্রজ্ঞা বা বোধিরও ব্যবহারিক ন্যূনতা। (limitations)

আমাদের ইন্দ্রিয় গুলার বিক্ষেপাদি হবার যেমন সম্ভাবনা আছে, আমাদের প্রজ্ঞাপুরুষের বা "বোধিপুরুষের"ও তেমনি প্রমাদাদি হবার আশঙ্কা আছে। ইন্‌টুইসন্ হইলেই পাকা, কায়েমি অভ্রান্ত "বেদবাক্য" হইল না। প্রজ্ঞালব্ধ সত্যতারও নানান্ থাক আছে। সে সত্যতার পরাকাষ্ঠা সেই পুরাণ কবি প্রজাপতির জ্ঞানে—যিনি "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"। এইজন্য বোধিপুরুষও ইন্দ্রিয়গ্রাম Intuition ও Experience এদের পরস্পরকে সতর্ক করিয়া, পূরণ করিয়া লইয়া চলিতে হয়। সাংখ্যকারের সেই সনাতন কাণা ও খোঁড়ার বেলায় যেমন(২)। Facts বা তথ্য সমূহ Intuition বা প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে অন্ধ ; আবার আমাদের লৌকিক Intuition তথ্যকে বাহনরূপে না পাইলে প্রায়শঃ খঞ্জ(৩)। বাক্‌ল, গিজো(৪, প্রভৃতি সভ্যতার ইতিহাস লেখকদিগকে তাই তথ্য গহনে এমনধারা করিয়াই পথের হদিশ খুঁজিতে হইয়াছে, পথ খুঁজিতে তাঁদের যে দৃষ্টি প্রয়োগ করিতে

---

(১) এর মানে এ নয় যে, এ সত্যগুলি *a priori*—মানসিক ধারণামাত্র। Mr.B. Russell এর "Problems of Philosophy" তে "The Inductive Principle" বা ব্যাপ্তিবাদের আলোচনা তুলনীয়।

(২) সাংখ্যকারিকা, ২১।

(৩) দার্শনিক কাণ্ট আমাদের জ্ঞানের (Experience এর) উপাদান ("Matter") এবং রূপ ("form")—এ দুয়ের সম্পর্ক অনেকটা ঐ ভাবে দেখাইয়াছিলেন। "Matter without form is blind,form without Matter is emɔty." Form আমাদের ভিতরে সহজ(*a priori*) ; বাহির হইতে উপাদান উপস্থিত হইলে আমরা তার উপরে "রূপের" বা "সহজ ধারণা"র প্রয়োগ করি—সেই সহজ ধারণার "ছাঁচে" "কাঁচামাল" ঢালাই করিয়া লই। ইতিহাসে তথ্য গুলি "কাঁচামাল" ; কতকগুলি "ঋত" বা "আকৃতিতে" সেটাকে ঢালাই করিবার আবশ্যক হয়। কেহ "ক্রমোন্নতি", কেহ যুগচক্র (cyclic Idea), কেহ বা আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন ("Spiraline Movement") এই রকমের এক একটা ছাঁচে ইতিহাসের কাঁচামাল ঢালাই করিয়া থাকেন।

(৪) Guizot, "History of Civilization" Vol. I. Chap. II—অতীত প্রাচীন সভ্যতা গুলির প্রাণ unity, monotony (একতানতা বা একঘেয়েমিতে) বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণ—বৈচিত্র্য ও বিকাশে (diversity and developmentএ)—এই ছাঁচে সব কাঁচামাল ঢালাই করিয়াছেন। Benjamine Kidd এর "Projected Efficiency"র সূত্রের কথা আগেই বলিয়াছি।

হইয়াছে, তাহাকে সঞ্জয়ের দৃষ্টির মত ঠিক দিব্য দৃষ্টি না বলিলেও, তাহারই যে জ্ঞাতি, ইহা আমাদের বলিতে হইবে। একটা না একটা "থিওরি" মনে লইয়া তাঁরা তথ্য ঘাঁটিয়াছেন ; প্রয়োজন মত, থিওরি তাঁদের হয়ত বদলাইয়াও ফেলিতে হইয়াছে—কিন্তু, বেদের অদিতি যেমন দ্যাবা-পৃথিবী ও অপরাপর দেবতাদের প্রসব করিয়াছিলেন, তেমনি ধারা এমন একটা অনির্ব্বচনীয় "সত্তা" তাঁহাদের ভিতরে থাকিয়া সকল থিওরি প্রসব করেন, যাঁহাকে ন্যায়শাস্ত্র কোনমতেই যুক্তির সাজপোষাক পরাইয়া আমাদের হিসাব নিকাশ, জমা খরচের কাছারীতে আনিয়া হাজির করিতে পারে নাই ; পরন্তু যাঁহাকে মনস্তত্ত্ববিদেরা "প্রজ্ঞা," "বোধি," ইনটুইসন, এইরূপ একটা না একটা রহস্যগর্ভ অভিধান দিয়া "দূর হইতে" নমস্কার করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বস্তুতই, এ জিনিষটা Alogical--তর্কাতীত, অতর্ক্য ; ইহার ধরণ incalculable, অনির্দ্দেশ্য। এ সত্তাটুকু যে মগজের মধ্যে আছে দেখিতে পাই, সেই মগজের মালিককে আমরা মনীষী বলিয়া থাকি—তা তিনি বৈজ্ঞানিকই হউন, দার্শনিকই হউন, শিল্পীই হউন, আর পুরাণকারই হউন! এই সত্তার অতিশয়, প্রতিভা Genius।

মানুষ ভগবানের অনুপ্রবেশ।

অদিতির সন্তানেরা অমর, কিন্তু এই সত্তা আমাদের মগজের ভিতরে থাকিয়া যে সব থিওরি, যে সব ভাব বা Ideas প্রসব করেন, তাদের অনেকেরই অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে—যেমন জ্যোতির্ব্বিদ্ কেপ্‌লারের গ্রহদের গতিপথ সম্বন্ধে রাশীকৃত থিওরির অকালমৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু সন্ততিদের পরিণাম যাই হউক না কেন, যে সত্তা এদের প্রসব করেন, তাঁর মৃত্যু নাই। তাঁর সাক্ষাৎ ভগবতী তনু। বাইবেলের Book of Genesis(১) এ আছে যে ভগবান্ মানুষকে আপনার অনুরূপ (in his image, after his likeness) করিয়া সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং সেরূপই সৃষ্টি করিলেন। শ্রুতিও বলিতেছেন—"স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চনা নাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্(২) ; শুধু মানুষ বলিয়া নয়, সকল পুর বা শরীরেই তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন ; প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং প্রবেশ করিয়া শুইয়া আছেন বলিয়া তাঁর নাম হইয়াছিল "পুরুষ"। (৩) তবে অবশ্য

---

(১) Chapter I. 26, 27.

(২) বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ২।৫।১৮

(৩) তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ২।৬—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তং চ। নিলয়নং চানিলয়নং চ।"

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

মানবাত্মায় বোধিরবীজ।

মানুষ সৃষ্টি করিয়াই তাঁর "তৃপ্তি" হইয়াছিল বেশী, কেন না, মানুষেই তার প্রকাশ বেশী(১)। ভগবানের যে শাশ্বতী "মেধা," তাহা, সম্ভবমত, মানুষেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষ ইন্দ্রিয়-গ্রাম ও মনকে লইয়া জীবনব্যাপার চালাইয়া যায় বটে, কিন্তু তার মধ্যে ভগবানের মেধা বা প্রতিভার কিছু অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া, সে ঘটনার আড়ালে কারণগুলিকে, এবং সম্ভব হইলে, সাক্ষাৎ "কারণত্রয় হেতু" টিকে ধরিতে বুঝিতে চায়; সে তথ্যের মধ্যে, সেই কঠোপনিষদের মুঞ্জাভ্যন্তরস্থিত ঈষীকার মত, (২) তত্ত্বকে খুঁজিয়া বাহির করিতে যায়। মানুষ তাই স্বভাবতই একটুখানি কবি, একটুখানি ঋষি— a little of a mystic and a seer. কেবল ক্যালডিয়া, পঞ্চনদ বা নরওয়ে প্রভৃতি দেশে "প্রাগৈতিহাসিক" "কৃষকদেরই" এই রকম ধারা কবিত্বের বাতিক ছিল না। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বনে জঙ্গলে এখনও সেই আদিম মানবের দর্শন মিলে, (৩) যদিও শ্বেত-সভ্যতার অপার করুণায় ইহাদের দর্শন ক্রমশই দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। হোমর, বাল্মিকী, থেলিস্, পিথাগোরাস ইহাদেরই উচ্চ রাজসংস্করণ। এইজন্য বলিতেছিলাম—বোধি বা Intuitionএর ভূমি মানবাত্মার কায়েমি সম্পত্তি; এবং ইতিহাসে অথবা বিজ্ঞানে এই ভূমির উপরই সব "পাকা ইমারত" গাঁথিয়া তুলিতে হয় দেখিয়া আমাদের বিস্ময়ের কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

দার্শনিক হেন্‌রি বার্গসোঁর কথায় বলিতে গেলে আমাদের বলিতে হয় যে, সাধারণ সমীক্ষা পরীক্ষা অন্বীক্ষাদ্বারা প্রকৃতের ধারা (Duration)টিকে সঠিক-ভাবে ধরিতেই পারা যায় না। ঘটনা গুলিকে টুকরা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া পর পর করিয়া "কালের হিসাবে" যে বৃত্তি সাজাইতেছে, সে বৃত্তি প্রকৃতের কাছে,

---

(১) ঐতরেয়োপনিষৎ, ১।২।৩—"তাভ্যং পুরুষমানয়ৎ, তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীদ্—যথায়তনং প্রবিশতেতি।"

(২) কঠোপনিষৎ, ২।৩।১৭—"তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।"

(৩) প্রত্নতত্ত্ববিৎদের মতে বর্ত্তমানে ধরাপৃষ্ঠে এমন অনেক বর্ব্বরজাতি রহিয়াছে, যারা সভ্যতার সেই আদিমযুগ "(প্রস্তর যুগ)" ছাড়াইয়া যায় নাই; এদের কোনো কোনো জাতি সেই আদিম অবস্থা হইতে বিকাশ লাভ করার সুবিধাই পায় নাই; আবার কোনো কোনো জাতি বিকাশের পর, কি জন্ম যেন, পতিত হইয়া পুনর্বর্ব্বর হইয়াছে (দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যান, আমেরিকার আদিম কোনো কোনো জাতি, পলিনেশিয়ার কোনো কোনো জাতি ঐভাবে পুনর্বর্ব্বর হইয়াছে, পণ্ডিতেরা মনে করেন)। এ সম্বন্ধে আরও দু'চার কথা পরে বলিব।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

পারমার্থিকের কাছে ঘেঁষিতে পারে না। সে বৃত্তি মাপাজোকা করার বৃত্তি, হিসাব নিকাশ করার বৃত্তি—Intelligence(১) প্রকৃতের বা তথ্যের যথার্থ এবং সমগ্র মূর্ত্তি ধরিতে হইলে ঐ সমস্ত "পরপরভাবে" সাজানো টুকরাগুলির মাঝেএকটা টুকরা হইয়া বসিলে চলিবে না—তার নিমিত্ত এমন একটা "প্রত্যয়" আবশ্যক, যে প্রত্যয় কাল—সজীব সত্য কালকে, Concrete Durationকে—একেবারে ধারণা করিতে সমর্থ। আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত পাদটীকায় (পৃঃ ১ এবং ২) এদেশের "উহ" বা "প্রজার" মুর্ত্তি কতকটা দেখাইয়াছি। পরবর্ত্তী আলোচনায় এ মূর্ত্তিটি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

এ পরিচ্ছেদে আমরা তথ্য ও তত্ত্বের প্রভেদ (ব্যাবহারিক ; প্রকৃত প্রস্তাবে, তত্ত্ব বাদ দিয়া তথ্য তথ্যই হয় না) ; ইতিহাসের প্রকৃতি এবং আসল আকৃতিটি বুঝিতে প্রজ্ঞায় বা ইন্‌টুইসনের প্রয়োজন ; ইন্‌টুইসনেরও সাধারণ ন্যূনতা, কাজেই, সে ন্যূনতা পূরণ করিয়া লইবার নিমিত্ত সমীক্ষা পরীক্ষার আবশ্যকতা ; ইতিহাসের তত্ত্বালোচনায় (Philosophy of History) এক একটা মূল ধারণার কেন্দ্র-স্থানীয়তা, এবং বিশেষ ভাবে, মানুষের ভাবেতিহাসের আলোচনায় প্রজ্ঞার স্থান আমরা দেখাইতে চাহিয়াছি। অবশ্য, ইঙ্গিতেই। বিচার ক্রমশঃ চলিতে থাকিবে।

---

(১) Henri Bergson, "Creative Evolution" প্রভৃতি লেখা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতিহাসের শরীর।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রপঞ্চপ্রবাহ বা জগৎই ইতিহাস। মানুষের সমাজ সভ্যতা প্রভৃতির ইতিহাস এই বিরাট, বিপুল ইতিহাসেরই বিভিন্ন ধারা (১)। হরিদ্বারে যেমন জাহ্নবী প্রবাহ নানাধারায় বিভক্ত হইয়া চলিয়াছে, একই বিরাট ইতিহাস তেমনি মানব সমাজে নানা অভিব্যক্তিতে বিচিত্র বিকশিত হইয়াছে(২)। কঠোপনিষদের(৩) এবং গীতার সেই অব্যয় অশ্বত্থবৃক্ষের মত, ইহার নানা দিকে নানা শাখা প্রশাখা। ইহার মূল উপরের দিকে, শাখাগুলি নীচের দিকে। ইহার নাম সংসৃতি বা সংসার—যাহাকে আমরা জগৎ বা ইতিহাস বলিয়াছি। উপরের দিকে মূল করিয়া এ গাছটি যে কেন রহিয়াছে, তাহা আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে

ইতিহাসের বিরাট রূপ ও ব্যষ্টিরূপ।

১। Hugo Minsterburg প্রভৃতি অনেক দার্শনিক বাহ্য প্রকৃতি (Nature) এবং মানুষের অন্তঃ প্রকৃতি (“The Subject,” “Will,” “Self” ইত্যাদি)—এ দুয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান বজায় রাখিয়াছেন ; কাজেই, মানুষের ইতিহাস, আর জগতের ইতিহাস (Natural History, Cosmic History) ঠিক এক পর্য্যায়ভুক্ত নয়। মোটামুটি ভাবে, ব্যবহারিক ভাবে, একথা সত্য। কিন্তু, এদেশের ঋষিদার্শনিকেরা সমগ্র বিশ্বেতিহাসটিকেই সজাতীয়-ভেদগর্ভ করিয়া গিয়াছেন—মানুষের এলেকা এবং প্রকৃতির এলেকার মাঝখানে কোনো “মারাত্মক” ভেদ নাই। নিখিলই প্রজাপতির সৃষ্টি—সংকল্পপূর্ব্বক ; সকল বৈষম্যের মূলে কর্ম্ম ; দেহ বা আয়তন মাত্রই কর্ম্মজন্য, ভোগায়তন এবং কর্ম্ম-সাধন (অল্প বিস্তর ভাবে) : জড় ও জীবে আত্যন্তিক ভেদ নাই। কর্ম্ম এবং কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট—এই দুইটি, ভাগবতী লীলা বা সংকল্পের প্রভাবে, সমগ্র ইতিহাস রচিয়া যাইতেছে। আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন কর্ম্ম এবং লীলার “ঋত” বা নিয়মেই হইতেছে। “সৃষ্টিতত্ত্ব” দ্রষ্টব্য।

২। Guizot, History of Civilization, Vol. I., p. 5. “Civilization is a sort of Ocean...on whose bosom all the elements of the life of the people” etc.

৩। কঠ, উ, ২।৩ বল্লী।১—“ঊর্দ্ধমূলমবাক্‌শাখ এষোশ্বত্থঃ সনাতনঃ” ; গীতা—১৫।১, ২, ৩।

পারিব। এ মহাবৃক্ষের অঙ্গচ্ছেদ করিতে নাই। ইহার শাখাগুলিকে শাখা বলিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করিতে হয়। ইংরাজিতে বলিতে গেলে, এ মহাবৃক্ষের, অর্থাৎ ইতিহাসের শাখা গুলির পরস্পরের সম্বন্ধ organic. তাই এই ইতিহাস বুঝিতে অভেদ দৃষ্টির প্রয়োজন। এই অভেদ দৃষ্টি বা সাত্ত্বিক দৃষ্টিই ভারতীয় আর্য্যগণের বিশিষ্ট গৌরব। শ্রুতি বলিতেছেন—"ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ * * * * ইমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা"(১)—ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে যিনি আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, তিনি তাহাদের দ্বারা পরাভূত হইয়া থাকেন· * * * এই সমস্ত লোক, এই সকল দেব, এই সকল বেদ, এই সকল ভূত—যাহা কিছু রহিয়াছে, সমস্তই আত্মা। সময়ে সময়ে ইহাকে ঋষিরা "প্রাণ" বলিয়াছেন। "প্রাণোহীদং সর্ব্বমুত্থাপয়তি" "প্রাণে হীমাণি সর্ব্বাণি ভূতানি যুজ্যন্তে" ; "প্রাণে হীমাণি সর্ব্বাণি ভূতাণি সম্যঞ্চি", (২)—প্রাণই সকলকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, প্রাণই নিখিলের মধ্যে যোগস্থাপন করিয়া রহিয়াছে, প্রাণেই সকল ভূত সঙ্গত বা মিলিত হইয়া রহিয়াছে। এই অভেদ দৃষ্টি ছিল বলিয়াই ঋষিদের ইতিহাস সৃষ্টিরহস্যেরই উদ্ভেদ ; তাঁদের ইতিহাস সেই কারণে পুরাণ। এযুগে যাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ইতিহাস বলে প্রাচীন ভারতে তার চর্চ্চা ছিল না দেখিয়া আমরা আপ্‌শোষ করিয়া মরি। কিন্তু "ইতিহাস" এভাবে তেমন না থাকিলেও পুরাণ (৩) ছিল। একেবারে ইতিহাস ছিল না বলিলে অপযশ করা হইবে(৪)। স্বতন্ত্রভাবে ইতিহাস

---

(১) বৃঃ উ, ৪।৫।৭

(২) বৃ উ, ৫।১৪। ১, ২, ৩। ছাঃ উ, ১।১১।৫—"সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতানি প্রাণ
মেবাভিসংবিশন্তি।" ৪।৩।৩—প্রাণো বাব সংবর্গঃ, ৫।১।১—"প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ"।

(৩) পুরাণে পুরাণের লক্ষণ দ্রষ্টব্য। বিষ্ণুপুরাণ (তৃয় অংশ। ৬ অ) টি বিশেষভাবে
পঠনীয়। ঐ অধ্যায়ে ২৫, ২৬ শ্লোকে পুরাণের লক্ষণ আছে। অপরাপর পুরাণেও লক্ষণ
রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ (১।১।৪] বসিষ্ঠতনয়াত্মজ পরাশরকে ইতিহাস পুরাণক বলিতেছেন।
See also, Essay on the Sanskrit and Prakit Languages, by H. 7. Colebrooke
As. Res, Vol Vii. p. 202 describing the subject matter of *a Purana.*

(৪) চলিত সাহেবী মত (যথা Tod's Annals and Antiquities of Rajsthan
Chap. II—Doubtless the original *Puranas* contained much valuable
historical matter ; but at present it is difficutt te separate a little pure
metal from the base alloy of ignorant expounders and interpolators.")
পুরাণের ঠিক উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিয়া পুরাণকে সাধারণ তথ্যেতিহাসের সঙ্গে গুলাইয়া
ফেলিয়াছে। বঙ্কিমবাবু [কৃষ্ণচরিত্রে] মহাভারত ও পুরাণগুলিকে ঠিক এদেশী দৃষ্টিতে দেখেন
নাই। রাজতরঙ্গিনী শ্রেণির তথ্যেতিহাসেরও অভাব ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। তবে যে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

পরাবিদ্যা না হউক, অপরাবিদ্যার একটা মুখ্য শাখা, অঙ্গ বা "প্রস্থান" ছিল। বেদাদিতে তার প্রমাণ রহিয়াছে। স্বয়ং বেদ ব্যাখ্যাতা যাস্কমুনি, (ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের মতেও যিনি অন্ততঃ ৫০০ খৃঃ পূঃ) "অশ্বিনৌ"—ইহার ঠিক কি মানে করিতে হইবে ইহা বলিতে গিয়া, "নানা মুনির নানা মতে"র মধ্যে, "রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইত্যৈতিহাসিকাঃ"—এই বলিয়া, ঐতিহাসিকদের সম্মত অর্থটিও দিয়াছেন(১)।

প্রাচীন মিশরের (এবং অপর কোন কোন দেশের) শব সমাধিগুলিতে চিত্রলিপি প্রভৃতির আবিষ্কারের ফলে খৃষ্টাব্দের বহু সহস্র পূর্ব্বের ইতিহাসের একটা মোটামুটি চেহারা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। Sir J. Gardner Wilkinson. F. R. S. বলিতেছেন :—(২)"and though the literature of the Egyptians is unknown (একেবারে "unknown" বলা ঠিক হইয়াছে কি?—"The Instruction of Ptah-Hotep and the Instruction of ke'gemni"—Translated from the Egyptian with Introduction and Appendix by Battiscombe Gunn—বই দুখানিকে "The Oldest Books in the world" বলিয়া কেহ কেহ দাবী করেন।) Their monuments, especially their paintings in their tombs, have afforded us an insight into their mode of life scarcely to be obtained from those of any other people." তাঁর মূল্যবান্ দুই ভলুয়ম গ্রন্থ নীলনদের উপত্যকায় প্রাচীন মিশরীয় জীবনের নানাবিধ বিচিত্র নক্সায় পূর্ণ(৩)। সে জীবনেতিহাসের মাল মসলার আহরণ এখনও চলিতেছে। টোটন থামেনের

কারণেই হউক সে শ্রেণির ইতিহাসের বর্ত্তমানে অসদ্ভাব দেখা যাইতেছে। মহাভারত পুরাণাদি ও শ্রেণির ইতিহাস নয়—সে সব idealization and universalization of History; সে ক্ষেত্রে, ঘটনা [incidents] গুলি উদাহরণ বা উপলক্ষ্য মাত্র ; আসল উদ্দেশ্য আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবলীর আকৃতির ধ্যান। বেদে অর্থবাদ প্রভৃতি যেমন। এমন কি এদেশী ইতিহাসের লক্ষণের সঙ্গে বর্ত্তমান History লক্ষণ সর্ব্বথা লাপ খাওয়ানো যায় না—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশ-সমন্বিতম্। পুরাবৃত্ত কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥"

(১). ঋ. স. ১ম মণ্ডল। ৩য় সূক্ত—[আশ্বিন সূক্ত] রমেশচন্দ্র দত্তের উদ্ধৃত পাদটীকা দ্রষ্টব্য—Goldstucker, Origin and growth of Religion (1882) P. 219—বলেন অশ্বিদ্বয় ঋভুদের ন্যায় প্রসিদ্ধ মনুষ্যই ছিলেন ; পরে প্রাকৃতিক শক্তি এবং দেবতা হইয়াছিলেন। See also Goldstucker's note on Hindu Sanskrit Texts, Vol.V. (1884) p. 257.

(২) "The Ancient Egyptions" গ্রন্থে সূচনাতেই।

(৩) বর্ত্তমানে Sir Flinders Petrie ; James Baike প্রভৃতি Egyptologistদের গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

("তোদন ক্ষম"ই) সমাধিমন্দিরাভিমুখে এখনও "প্রত্নতাত্ত্বিক" তীর্থযাত্রীদের নবীন উদ্যমে অভিযান চলিতেছে। মন্দিরের একজন বর্ত্তমান প্রধান পাণ্ডা সে দিন, প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতারূপিণী ঘুমন্ত রাজকন্যার বিছানায় "মরণ কাঠি জীওন কাঠি" লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে নিজেরই জীবনটা হারাইলেন।

ইতিহাসের স্থূল শরীর অন্যদেশে।

শুধু ঈজিপ্টে বলিয়া নয়, ব্যাবিলন—আসেরিয়াতেও ইতিহাস গড়িবার মাল মসলা প্রধানতঃ এই জাতীয়। অধ্যাপক Sayce তাঁর ১৮৮৭ খৃঃ প্রদত্ত Hibbert Lecture এ প্রাচীন ব্যাবিলনের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ভূমিকায় লিখিতেছেন—"The sources of our information about the religion of the ancient Babylonians and their kinsfolk the Assyrians are almost wholly monumental * * * our knowledge concerning it is derived from the records of Nineveh and Babylon. It is from the sculptures that lined the walls of the Assyrian palaces, from the inscriptions that ran across them, or from the clay tablets that were stored within the libraries of the great cities, that we must collect our materials and deduce our theories."—ইত্যাদি(১)।

ভারতবর্ষীয় দৃষ্টি অমৃত ও জ্যোতির অন্বেষণ সমগ্র ভারতীয় জীবন ও সভ্যতার মূল সুর —ঐটাই।

প্রাচীন ঈজিপ্ট ও ক্যাল্‌ডিয়ার ইতিবৃত্ত এজাতীয় materials বা মাল মসলার সাহায্যে যে আকারে পণ্ডিতেরা গড়িয়া তুলিয়াছেন, সে আকারে অতীতের সত্য ও বাস্তব স্থূল মূর্ত্তিটি সম্ভবতঃ অনেকটা নিখুঁৎ ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রীক্ প্রভৃতি অপরাপর জাতি—যাঁরা নিজেদের এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরের কুল-পঞ্জিকা রাখিতে ভালবাসিতেন, তাঁদেরও বিবরণ (যেমন, Berossos, Herodotus প্রভৃতি) হইতেও ঈজিপ্টবিৎ ও আসেরিয়াবিৎ (Egyptologist and Assyriologists) পণ্ডিতেরা অনেক সাহায্য পাইয়াছেন(২)।

---

(১) Lecture I. P. 2; also see his Primer of Assyriology, Chap. II. তাঁর "The Races of the Old Testament" গ্রন্থের ২য় এবং ৪র্থ পরিচ্ছেদও দ্রষ্টব্য।

(২) এসব ক্ষেত্রেও ইতিহাস যে সুস্থিরভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, তার কারণ পরীক্ষকদের মনে অপসংস্কারও যেমন এবং উপযুক্ত উপকরণের অভাবও তেমনি। ব্যাবিলনের সভ্যতা সম্বন্ধে সাইস বলিতেছেন :—"It was to the Accadians that the beginnings of

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ভারতবর্ষে হিন্দুর বিশ্বাসে নিখিল বিদ্যা, নিখিল তত্ত্বের আকর বেদ অবশ্য রহিয়াছে। বেদের স্থান ও কাল লইয়া Indologist—ভারত-ভারতী-পুঙ্গব-গণের মল্লযুদ্ধও অনেক হইয়া গিয়াছে। ফলে খৃষ্টাব্দের আগে হাজার দেড়েক বৎসর হইতে(১) স্থুরু করিয়া পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পর্য্যন্ত যে কোনও সময়ে ফেলা হইয়াছে। সম্প্রতি পঁচিশ ত্রিশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ও পিছাইবার চেষ্টা হইয়াছে(২)

ভারতবর্ষে ইতিহাসের স্থূলশরীর।

অবশ্য এখানে আমরা ইণ্ডোলজিষ্টের কথাই বলিতেছি; বেদপন্থী আস্তিকের জ্ঞানবিশ্বাস অন্যরূপ। স্থান—উত্তরমেরু প্রদেশ ("Arctic Home") হইতে ক্রমে নীচের দিকে মঙ্গোলিয়া, মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়া পঞ্চনদ—গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী উপত্যকা (৩)—এই সকল "ল্যাটিচিউড্" বা অক্ষরেখাই স্পর্শ করিয়াছে। স্থান ও কাল সম্বন্ধে যাহাই "সিদ্ধান্ত" হউক, ভারতের পূর্ব্ব ইতিহাসের মূর্ত্তিটি "একমেটে" করিয়া গড়ার মতন ও মাল মসলা এখনও সংগৃহীত হয় নাই। খোদ ঋগ্‌বেদের মধ্যেই পুরা কথা আছে; ব্রাহ্মণ এবং উপ-

---

Chaldean culture and civilization were due…this is a fact so startling, so contrary to preconceived ideas, that it was long refused credence by the leading orientalists of Europe who had not occupied themselves with cuneifrom studies. Even to day there are scholars ..who still refuse to believe that Babylonian civilization was originally the creation of a race which has long since fallen into the rear rank of human progress." অধ্যাপক সার্জি "Mediterranian Races" গ্রন্থে ভূমধ্যসাগরের তটবর্ত্তী দেশগুলিতে Non-Aryan জাতি এবং Pre-Aryan সভ্যতার বিদ্যমানতার প্রমাণ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন; চল্‌তি ধারণা ছিল—গ্রীক রোমক প্রভৃতিরা রক্তে ও ভাষায় ও সভ্যতায় সকলতাতেই "আর্য্য"। ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে অপসংস্কারের দৌরাত্ম্য কম ভোগ করিতে হয় নাই। "হিব্রুকে" যাঁরা মূলভাষা মনে করিতেন, তাঁরা Sir William Jones কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষার "আবিষ্কারে" বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। Rapson, "Ancient India," p. 6.

(১) Rapson "Ancient India," p. 10, ১২০০ খৃঃ পূঃ অন্ততঃ, Mortin Hang, "Aiteraya Brahmana," এবং অপরাপর বৈদিক পণ্ডিতদের লেখায় বৈদিক কোষ্ঠী বিচার দ্রষ্টব্য। এ, এ, ম্যাকডোনেল সাহেবের "History of Sankrit Literature" প্রভৃতি টাট্‌কা গ্রন্থ।

(২) Dr. A. C. Das (Cal. University)—"Regvedic Indian" and "Riigvedic calture" দ্রষ্টব্য। তিলক "Orion" গ্রন্থে "Artic Home" গ্রন্থে অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন। Jacobi র মত (জ্যোতিষের ভিত্তির উপর) ও উখেল্লযোগ্য; A. B. Keith প্রভৃতি ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁরা বলেন জেকবি একটা অস্পষ্টার্থ ঋগ্‌বেদ মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া তাঁর থিওরি খাড়া করিয়াছেন।

(৩) তিলকের "মেরু" মতবাদ হইতে স্থুরু করিয়া ডাঃ এ, সি, দাস প্রভৃতির "সপ্তসিন্ধু" মতবাদ উল্লেখযোগ্য।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক "মেজাজ" ও ইতিহাস।

নিষদে "বংশ ব্রাহ্মণ"আছে ; কিন্তু ঈজিপ্ট ক্যাল্ডিয়ান প্রাচীনেরা নিজেদের ঐহিক জীবনটাকে যেমন ধারা ইট পাথরে ধাতুতে আঁকিয়া, খুদিয়া পাকা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এদেশের প্রাচীনেরা তাঁদের ঐহিক জীবনটাকে সব সময়ে ইট কাঠ পাথরে তেমনধারা পাকা করিয়া রাখিতে চাহিতেন বা রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। রাখিতে না চাহিয়া ভাল করিয়াছেন কি মন্দ করিয়াছেন, তাহা এখানে আমাদের বিচার্য্য নয়। তবে বেদ উপনিষদে তাঁদের যে আধ্যাত্মিক "মেজাজের" পরিচয় আমরা পাই, সে মেজাজ কুলপঞ্জিকাকার অথবা ভাটের মেজাজ নহে। ঐহিককে তাঁরা তুচ্ছ করিতেন না—পরবর্ত্তীকালে যাহাই হউক ; তবে তাঁদের পৃথিবী যেমন দ্যৌঃ এবং অন্তরীক্ষেই সঙ্গে গ্রথিত ছিল, তেমনি তাঁদের সকল ঐহিক চিন্তাই ভূমা ও অমৃতের ভাবনার অন্তর্গত ছিল, এবং অন্তর্গত ছিল বলিয়াই ঐহিককে তাঁরা স্বল্প ও বিনশ্বর বলিয়াই মনে করিতেন ; সুতরাং যে জিনিষটা স্বরূপে পাকা নহে তাকে জোর করিয়া পাকা করিবার মোহ ও অভিমান তাঁদের তাদৃশ ছিল না (১)। এইজন্যই বোধ হয় ঈজিপ্ট ক্যাল্ডিয়া দেশের মত ভারতের ভূগর্ভ সুদূর অতীতের স্মারক চিহ্নগুলি তেমন সযত্নে ধারণ করিয়া রাখে নাই (২)। নীলনদের উপত্যকা ভূমিকে একটা বিরাট অতীত যুগের

১। কল্প, মন্বন্তর, চতুর্যুগ, যুগসন্ধ্যা—ইত্যাকার ভাবে কালের ধারাটিকে এত বিরাট্ করিয়া তাঁরা দেখিতেন যে, লৌকিক ইতিহাসের ঘটনাগুলি এবং যুগ ("ages" বা "epochs") সমূহ তাঁদের ধারণায় "mere drops in the ocean" মনে হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। ভূতত্ত্ববিদ্দের যুগগুলির তুলনায় মানুষের ঐতিহাসিক যুগগুলি ঐভাবে "mere drops in the ocean" (Sir A. Keithএর প্রদত্ত নক্সা The peoples of all nations" নামক সংগ্রহ গ্রন্থের প্রথম ভলুমে প্রথম প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য—record History জৈবেতিহাসের বিশালতার .কাছে একটা রেখা বলিলেও হয়।) সাধারণ ঘটনাগুলিকে প্রাচীনেরা উপেক্ষা করিতেন না—তাঁদের ধর্ম্মকর্ম্ম তাঁদের সঙ্গে জড়িত ছিল ; কিন্তু সেগুলি record করিয়া রাখার মত "মেজাজ" এদেশে সম্ভবতঃ তাঁদের বড় একটা ছিল না। এ সম্বন্ধে তাঁদের "view point" টাই আলাদা ছিল।

২। কিন্তু সিন্ধুদেশে নবাবিষ্কৃত (মোহেঞ্জ দরো নামক স্থানে) এবং পঞ্চনদে (হারাপপায়) নবাবিষ্কৃত প্রত্ন নিদর্শনগুলি চিন্তনীয়। সেগুলি কি আর্য্যাভিযানের আগেকার দ্রাবিড় নিদর্শন, অথবা প্রাগ্‌দ্রাবিড়? দ্রাবিড় সভ্যতাও নাকি এদেশে আগন্তুক—বেলুচিস্থান সিন্ধু প্রভৃতি পূর্ব্বপশ্চিমাঞ্চলের ঐ "কায়েমি রাস্তা" দিয়াই সে সভ্যতা নাকি এদেশে আসিয়াছিল। Rapson, "Ancient India", p. 29 = The view that the Dravidians were invaders" etc. ক্যাল্ডিয়ার প্রাক্‌সীয় (poesemitic) প্রত্নিনিদর্শন মিলিয়াছে ; ঈজিপ্টে "pre dynastic" যুগেরও নিদর্শন মিলিয়াছে ; সে সময়ে লিবিয়া ও মিশ্রদেশের "মরুভূমি" "সুজলা সুফলা" ছিল (on the evidence of the paliolitha found on the site of the Petrified

CC-0. Agamnigam Digital Preseyation Foundation, Chandigarh

সমাধি বেদি (glorified tomb of the past) মনে ভাবিলে দোষের হইবে না ; কিন্তু ভারতের সভ্যতা যেন এক শাশ্বতী হোমাগ্নিশিখারই মত দ্যুলোক পানেই তার ভাস্বরশীর্ষ তুলিয়া রাখিয়াছে ; ভারতের সকল সাধনা যেন আজ্যপুত আহুতির মত সেই বরেণ্য জ্যোতিতে নিজেকে অর্পণ করিয়াই চরিতার্থ হইয়া আসিয়াছে ; ভারতের সকল স্বাভাবিক কর্ম্ম ও চিন্তা সেই অগ্নিতে যেন "প্রাস্তাহুতির" মত সূক্ষ্ম-তৈজস কলেবরে আদিত্য লোক পানেই অভিযান করিয়া আসিয়াছে ; এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার যাহা বিশ্বকে দান, তাহা যেন মহামহিম আদিত্যলোক হইতেই বিদ্যুদ্গর্ভ-বৃষ্টিধারার মত পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া পৃথিবীর বায়ু, নক্ত, ঊষা, গাভী, বনস্পতি, ওষধি, সরিৎসিন্ধু প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম নিখিল প্রকৃতিকে বারবার মধুসিক্ত করিয়া দিয়াছে। সে আদিত্য লোক কেমন তাহা স্বয়ং ঋগ্‌বেদ কুৎস ঋষির মুখে আমাদের শুনাইয়াছেন ঃ—"চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেঃ। আপ্রাদ্যাবাপৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।।" (৩) মিত্র, বরুণ এবং অগ্নির যিনি চক্ষু, স্থাবর জঙ্গমের যিনি আত্মা—সেই সূর্য্য, সেই সবিতার "বরেণ্যং ভর্গঃ" ধ্যান করিয়াই ভারতবর্ষ তাঁর জীবনযজ্ঞের সকল আয়োজন, সকল অনুষ্ঠান সমাপন করিতে চাহিয়াছেন।

ভারতবর্ষের চিন্তার মুখ্য প্রবাহ ঊর্দ্ধস্রোতা কর্ম্ম সাধনার স্বরূপ ঊর্দ্ধাম্নায়।

এইজন্য ভারতীয় চিন্তার যেটি মুখ্য ও গভীর প্রবাহ. সেটি ঊর্দ্ধ স্রোতা ; ভারতীয় কর্ম্মসাধনার যেটি স্বরূপ (টাইপ) সেটি "ঊর্দ্ধাম্নায়।" কুলার্ণব তন্ত্রে (তৃতীয় উল্লাস) ১ স্বয়ং শিব নিজের পঞ্চমুখ হইতে পঞ্চ আম্নায় নিঃসৃত হওয়ার কথা বলিয়া বলিতেছেন—"আম্নায়া বহবঃ সন্তি নোর্দ্ধাম্নায়স্য তে সমাঃ"। ঊর্দ্ধ কেন বলা হইল তাহারও কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—"ঊর্দ্ধং নয়ত্যধঃস্থঞ্চেদূর্দ্ধাম্নায় ইতি স্মৃতঃ" ॥ "ঊর্দ্ধতত্ত্বাৎ কুলেশানি ধ্বস্তসংসারসাগরাৎ। ঊর্দ্ধলোকনিষেব্যত্বাদূর্দ্ধাম্নায় ইতি স্মৃতঃ ॥" অবশ্য তন্ত্রশাস্ত্রে "ঊর্দ্ধাম্নায়" মার্গ একটা বিশেষ পথ ; কুলার্ণব "উত্তরাম্নায়" হইতে তাহাকে আলাদা করিয়াছেন। রুদ্রযামলে

---

forest by Mr. Stopes in 1879, and the other found by Mr. Petri in 1887 Prof. Sayce, "Races of the Old Testament", p. 133 দ্রষ্টব্য। Sir Aurel Stein Chinese Turkestan সম্বন্ধেও প্রত্নপ্রমাণবলে ঐ রকম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ভূমি সুজলা সুফলা ছিল।

(১) ঋ, স, ১,১১৫।১

(২) ১০ শ্লোক ; ১৯, ২০ শ্লোক।

(সপ্তদশপটলে) (২) মহাবিদ্যা সরস্বতীর উপদেশ মত বশিষ্ঠ মহাচীন দেশে যাইয়া বুদ্ধরূপী মহাদেবের নিকট "বেদবহির্ভূত" কৌল সাধন (উর্দ্ধাম্নায়) শিক্ষা করিয়াছিলেন, এমন উপাখ্যানও দেখিতে পাই। উর্দ্ধাম্নায় সত্যই "বেদবহিস্কৃত" কিনা, তাহার বিচারের অবসর পরে আসিবে। এখন, কথাটা এই যে, ভারতীয় সাধনা, বৈদিকেই হউক আর শাক্ত কৌল ইত্যাকারে তান্ত্রিকই হউক, আমাদের স্বভাবের অধঃস্রোতটিকে (যেটি কঠোপনিষৎ অন্যভাবে "পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ"(১) ইত্যাদি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন) ঊর্দ্ধস্রোত করিতে চাহিয়াছেন। সম্ভবতঃ ধর্ম্ম সাধনা মাত্রেরই লক্ষ্য তাহাই; কিন্তু ভারতবর্ষে এই লক্ষ্যানুবর্ত্তিতা যেমনধারা সমাজে ইতিহাসে, ধর্ম্মেকর্ম্মে-সাহিত্যে, সাধনায় জীবনের সর্ব্বাবয়বে ওতপ্রোত থাকিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমন ধারা অপর কোনও প্রাচীন দেশাত্মার বিচিত্র বিবিধ অঙ্গে ইহার প্রভাব ও বিকাশ নিঃসংশয়রূপে ধরা পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ভারতবর্ষ প্রত্যগাত্মাকে জানিতে চাহিয়াছেন—ধীর হইতে, সঙ্কল্পারূঢ় হইয়াছেন।

মুখ্যতঃ এই কারণে এদেশের ভূস্তরে তেমন খুব প্রাচীন মিউজিয়াম—সুদূর অতীতযুগের অভিজ্ঞান—প্রোথিত রহিয়াছে দেখাইয়া এখনও আমরা ঈজিপ্ট চ্যাল্‌ডিয়ার অথবা ক্রীট-ফিনিসিয়ার, এমন কি রোডেসিয়া ও প্রাচীন পেরু গোটিমালার সঙ্গে টক্কর দিতে পারিতেছি না। পারিতেছি

---

(১) বুদ্ধ উবাচ—"বশিষ্ঠ শৃণু বক্ষ্যামি কুলমার্গমনুত্তমম্। যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ রুদ্ররূপী ভবেক্ষণাৎ॥" ইত্যাদি

২ কঠ উ, ২ অ। ১ম বল্লী। ১ মন্ত্র।

৩ কঠ উ, ২।১।১, ২—"কশ্চিদধীরঃ প্রত্যাগাত্মান মৈক্ষদাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।"—"অথধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা, ধ্রুবমধ্রুবেম্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।" কঠ উ, ২ অ। ২য় বল্লী। ১২, ১৩ মন্ত্র—"তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।" গীতায় (২য় অ। ৪১) ইহাকে "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি" বলা হইয়াছে; ঐ অধ্যায়ে ৫৬ প্রভৃতি শ্লোকে "স্থিতধীর" লক্ষণ দ্রষ্টব্য; ২।৭২ শ্লোকে "ব্রাহ্মী স্থিতি" ও দ্রষ্টব্য। ভারতবর্ষের "আত্মা" ("Geniusএর) চরম ও প্রকৃত লক্ষ্য এই দিকে। সকল প্রাচীন দেশেই সাধন শাস্ত্র মোটামুটি এই কেন্দ্রের চারিধারেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। cf. The Saying of Lao Tzu (translated by Lionel Giles, 1917)—"The Doctorine ef Inaction" "Lowliness and Humility"—"He is free from self-display, therefore he shines forth; from self-assertion, therefore he he is distinguished; from self glorificution, therafore he has merit; from self-exaltation, therefore he rises superior to all." এমেজাজের ভূয়িষ্ঠ সদ্ভাব ভারতবর্ষকে "কাঁচা" ইতিহাস রাখিতে দেয় নাই; এ মেজাজের কথঞ্চিৎ সদ্ভাব সত্বেও চীন ও ব্যাবিলন ইতিহাস রাখিয়াছিল।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক স্থূল প্রমাণের ন্যূনতা

না বলিয়া হাল যুগের পাঠশালায় পশ্চিমে গুরুমহাশয়দের কাছে আমরা গালি খাইয়া মরিতেছি। আমাদের নাকি "archaeological evidence" তেমন পুরাতন, তেমন সমৃদ্ধ নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় আর্কিওলজিক্যাল্ ডিপার্টমেণ্ট খৃষ্টাব্দের তিন চারিশত বছরের আগেকার কোন স্তূপ (monument) বা উৎকীর্ণ ফলকের (inscription) দাবী করিতে পারিতেন না; পক্ষান্তরে, ঈজিপ্ট ব্যাবিলনের ঐতিহাসিক খনিগুলিতে পাঁচ সাত হাজার বছরের পুরাণো মাল (materials) ও উদ্ধৃত হইয়া সে সবের চাইতে আরও গভীর ঐতিহাসিকস্তরের গুপ্ত সন্ধান দিয়া আসিতেছে (১)। কিন্তু কিছুদিন আগে সিন্ধুদেশে ও পঞ্জাবের প্রান্তে স্থানে স্থানে আমাদেরই দেশী দুই একজন পণ্ডিত যে "খনি" আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে নাকি এদেশের "প্রত্নতাত্ত্বিক নজির" (archaeological record) খৃঃ পূর্ব্ব তিন চারি শত বছর হইতে একেবারে তিন চারি হাজার বছর আগে গিয়া পড়িয়াছে, এবং অন্ততঃ ঐ অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতাটিকে নাকি ক্যালডীয় সভ্যতারই গোষ্ঠীভুক্ত সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। অন্ততঃপক্ষে সে সভ্যতা "প্রাগ্‌বৈদিক" (Pre-Aryan) ত বটেই(২)।

---

১ "Recent researches have shewn that since the dawn of history the land of Egypt has been occupied by two different races. One of these we will term aboriginal……in possession of the country when later immigrants—the Egyptians proper—arrived there……the study of ancient Egyptian religions has long since led enquirers to the belief that it represents a fusion between two religious conceptions, so radically different as to imply a difference of race…It is difficult otherwise to explain the union of a pantheistic system of religion, of high spritual character, with a grossly sensuous beast-worship, characteristic of the lowest tribes of Africa."—Sayce, "Races of the Old Testament", p, 133. ঈজিপ্টবাসীরা Arabia Felix—the land of "Pun"—হইতে ঈজিপ্টে আসিয়াছিল, ইহা পণ্ডিতদের অন্যতম অনুমান; Prof, Virchow, Sir Flinders Petric প্রমুখ পণ্ডিতদের গবেষণা আলোচ্য। ব্যাবিলন সম্বন্ধেও সেমেটিকদের আগে "Akkado—Sumerian" জাতি ও সভ্যতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে। সেই প্রাক্‌সীমীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার আদান-প্রদানের দু'একটা নিদর্শন পুরাবিদেরা দেখাইয়াছেন; যেমন, "সিন্ধু" শব্দ (= কার্পাস বস্ত্র) সুমেরী ভাষায় ছিল; Sayce, *Hibbert Lectures*, 1887, p. 138; Max Muller Physical Religion (1891), p, 25. কেহ কেহ বা সন্দেহও করিতেছেন।

২ ব্যাবিলন—আসেরিয়ার পুরা নিদর্শনগুলির সঙ্গে মিল দেখিয়া এবং আর্য্যেরা খৃঃ পূঃ (১৫০০—২০০০) সময়ে ভারতে আসিয়াছিলেন—এই ধারণা লইয়া ঐ অনুমান।

অন্য দেশের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে পার্থক্য।

ফলকথা ভারতবর্ষ বিশাল দেশ—পুরাকালে অবশ্য আরও বেশী বিশাল ছিল—কিন্তু ভারতীয় মিউজিয়ামের "প্রত্নতত্ব" বিভাগের কুঠুরিগুলিতে এখনও তেমন "মালমসলা" বোঝাই হয় নাই; ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার পক্ষে উপকরণের এখনও প্রচুর অভাব; একটা "যুগ" এবং আর একটা "যুগের" মধ্যে খিলান গাঁথিয়া তোলার মতন মসলা অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট মজুদ নাই। প্রত্নতাত্বিকের মজুরদের "কোদালি" অবশ্য অলস হইয়া নাই; এবং "ঐতিহাসিক" ইঞ্জিনীয়ারের মিস্ত্রীরাও তাঁদের "কর্ণিক"কে ভোঁতা হইতে দেন নাই। কালে ঈজিপ্ট ক্যালডিয়ার মত ভারতেরও "বৈদিকযুগ" হইতে আরম্ভ করিয়া "বিশ্বাসযোগ্য" ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হইবে কিনা, তাহা ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন। কিন্তু তাহা সম্ভবপর যদি নাও হয়, তথাপি আমরা তাদৃশ বিস্ময় প্রকাশ করিব না। ভারতবর্ষ অতীতকে পুঁতিয়া ফেলার, "মমি" বানাইয়া রাখার দেশ নহে। অন্যদেশ তার অতীত পুঁতিয়া ফেলিয়া, গোর দিয়া অনেক সময় তার তোয়াক্কা আর রাখে নাই। তাহাকে যতদূর অস্বীকার করা সম্ভব তাহাই যেন সে করিয়াছে। কোথায় সেই মিনেস র‍্যামেসিসের মিশর দেশ, আর কোথায়ই বা জগ্‌লুল পাশার ঈজিপ্ট!(১) কোথায় সেই এরিডু-ব্যাবিলনের সেমেটিক ও প্রাক্‌-সেমেটিক্‌ সভ্যতা, আর কোথায়ই বা বর্ত্তমান মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা! কেবল হাজার হাজার বছরের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের (natural evolution এর) ফলে এতটা আকাশ পাতাল ব্যবধান হইয়াছে কি? নানারক্ত ও নানাভাবের সংমিশ্রণের ফলেইবা কি "সেই" "এই" হইয়াছে? এসব স্বাভাবিক ও আগন্তুক কারণে যতখানি পরিবর্ত্তনের কৈফিয়ৎ দেওয়া যায়, পরিবর্ত্তন তার চেয়ে ঢের বেশী হইয়াছে—"catastrophic" হইয়াছে। পাতঞ্জলদর্শনের একখানি টীকায় দেখিতে পাই—"দৃশ্যতে হি দাবদগ্ধবেত্রবনাৎ কদলীকাণ্ডোৎপত্তিঃ"—বেতসবন দাবদগ্ধ হইলে তাহা হইতে কদলীকাণ্ডের উৎপত্তি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তাবিত ক্ষেত্রেও যেন সেইরূপই হইয়াছে। একটা বিরাট

---

(১)। এথ্‌নোলজিষ্টেরা শারীরগঠন এবং সংস্থানের মিল একক্ষেত্রে দেখেন সন্দেহ নাই। ৫।৭ হাজার বছরেও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই বলেন। Pre-dynastic Egypt এর কথা বাদ দিলে ঐতিহাসিক যুগের মিশ্রদেশীয়রা একটা "শ্বেতকায়-জাতি"—(Prof. Virchow).

পূর্ণাবয়ব সভ্যতা যেন মরিয়া "মমি" হইয়া পীরামিডের তলে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে(১) ; কেহ আর তাহাকে জীবনে অঙ্গীকার করিয়া রাখে নাই ; সকলে যেন তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। সেই পীরামিডের চারিধারে এখন যে জীবন-মহীরুহের বিকাশ আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহা নীল-প্লাবন-বিন্যস্ত মৃত্তিকায় গভীর প্রোথিত কোনও মৃত গলিত পাদপের শবভাণ্ডার হইতে তার উপাদান কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা আকৃতি বা প্রকৃতি কিছুতেই সেই মৃত অতীতের সঙ্গে মিলে না (২)।

অতীতের "প্রভাব" যাহাকে বলে এবং মূল রক্তটির "ধর্ম্ম" যাহাকে বলে, তাহা অবশ্য সকল রকম বিপর্য্যয় ও পরিবর্ত্তনের মধ্যেও কিছু না কিছু বজায় থাকিয়া যায়। বিশেষ, এন্থ্রপোলজিবিৎ পণ্ডিতেরা—যাঁরা মাথার খুলি, নাক, ওষ্ঠ প্রভৃতি মাপিয়া মানুষের কুল নির্ণয় করেন এবং মাথার খুলির মিল দেখিতে পাইলে সভ্যতারও মোটামুটি মিল দেখিবার আশা করেন, তাঁরা অবশ্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের "বর্ব্বর" ও তাহার সুসভ্য বর্ত্তমান বংশধরের মাঝে, জীবনের মূলকাণ্ডটি সম্বন্ধে, মুখ্যতঃ অভেদই দেখিয়া থাকেন—জীবনের শাখাপ্রশাখায় যতই ব্যবধান, যতই পার্থক্য থাকুক না কেন (৩)। এরূপ অভেদদৃষ্টি সত্যকেই স্পর্শ করিয়া থাকে,

---

১। অনেক প্রত্নসভ্যতা, পীরামিড্ না হৌক্, ভাষার পিছনে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে।—"And not unfrequently the language of a savage people betrays a delicacy of structure, a complexity of grammar, and a wealth of vocabulary which excite the wonder and admiration of the philologist. The languages of America possess a grammar so difficult and complex as almost to baffle the memory of the learner, and even the wretched Twegians, who seemed to the youthful Darwin hardly higher than brute beasts, proved...to possess vocabularies of five or six thousand words."—Sayce, "Races of Old Testament," p. 47.

২। এথ্নোলজিষ্টরা শারীরগঠন (dolichocephalic, etc,) এবং মানসিক গঠনের সাদৃশ্য অবশ্য দেখিতে পান ; কিন্তু আমরা সভ্যতার ভাষার, সমাজগঠনের, ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ধর্ম্মকর্ম্মের আকৃতি প্রকৃতির কথা বলিতেছি। মিশ্রবাসীর "disposition"—মনের "ধাঁজ"—হয়ত তেমন বদ্লায় নাই—"His disposition is singularly sweet and docile"—Sayce. Sir Gardner Wilkinson (The manners and customs of the Ancient Egyptians গ্রন্থে ; Birchir Edition, I. p. 264) বলিয়াছেন যে মিশ্রদেশবাসীরা মনুষ্যত্বসূচক সকল কাজই প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ করার যোগ্য মনে করিয়া গিয়াছেন। এ মানসিক ধাঁজ হয়ত এখনও রূপান্তরিতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সভ্যতা ও বিদ্যার আকৃতি প্রকৃতি বদল হইয়া গিয়াছে।

৩। পূর্ব্বতন রাজবংশ (earlier dynastics) গুলির কালে উচ্চতর বিজেতৃসমাজেই (ruling classএ) dolichocephalic প্রভৃতি আদর্শ মিশ্রদেশীয় লক্ষণগুলি দেখা যায় ;

ইহা যথার্থ দৃষ্টি, সাত্ত্বিক দৃষ্টি। বস্তুতই, বর্ত্তমান যুগে সকল বিষয়কেই টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্নভাবে, দেখার এমন বাতিক হইয়াছে যে, হিরণ্ময় পাত্রে না হউক সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিতে, সত্যের মুখ "অপিহিত" হইয়া রহিয়াছে ; উপনিষদের সেই ঋষির মতন আমাদেরও আজ প্রার্থনা করিতে হইবে—"হে পূষন্‌! তুমি সত্যের মুখের আবরণ উন্মোচন কর, যাহাতে আমরা সত্যধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিতে পারি (১)।"

অন্যদেশের ইতিহাসেও ভেদের মধ্যে অভেদ দৃষ্টি প্রয়োজন।

প্রাচীন ঈজিপ্ট ব্যাবিলন দেশবাসীদের সঙ্গে বর্ত্তমান ঈজিপ্ট ব্যাবিলন দেশবাসীদের যাঁরা মিলটি ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁদের যত্ন সাধু, এবং আশা করি, তাঁদের যত্নে আমরা কালে, শত-সহস্র-বর্ষের ধ্বংসস্তূপে ঢাকা সত্যমূর্ত্তিটিই দেখিতে পাইব। প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের গরমিল দেখিয়া মিলটি আমাদের ভুলিলে চলিবে না ; পক্ষান্তরে, আবার বৃক্ষের মূলকাণ্ডটিতেই শাখাপ্রশাখা সমূহের মিল রহিয়াছে দেখিয়া, সেইটিই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে আমরা ফলফুলের নাগাল পাইব না, এবং সেগুলি সংগ্রহ করিয়া নিজেদের যত্নকে সফল এবং লাভকে সুন্দর করিয়া লইতে পারিব না। গাছের কাণ্ডটিতেই তার সৃষ্টি এবং স্থিতি ; যে শক্তি গাছটিকে বাড়াইয়া তুলিতেছে, সে শক্তিরও পীঠস্থান মূলে এবং কাণ্ডে ; কিন্তু কাণ্ড হইতে ডাল পালা ঊর্দ্ধে এবং চারিধারে ছড়াইয়া না উঠিলে সে গাছ সজীব হইল না ; সফল এবং সুন্দর হইল না। মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনেও এইরূপ। জীবনের মূল প্রেরণা (Impetus, হেন্‌রিবার্গসোঁর ভাষায়—*Elan vital*) ও শক্তিগুলিতে মিল থাকাই স্বাভাবিক—ইহাই বিশ্বমানবের একাত্মতা (Fundamental unity of the human race); কিন্তু তাহার বিকাশে অনন্ত বৈচিত্র্যই তাহাকে সফল ও সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে (২)। ইতিহাস তাই "একঘেয়ে" হয় নাই (৩) ; মানবের গাথা একই সুরে, একই ছন্দে তাই সর্ব্বত্র, সকল সময়ে বাজে নাই। বাজিলে, প্রজাপতির

মানবেতিহাসের ঐক্য ও বৈচিত্র্য।

সাধারণ্যে brachycephalism প্রভৃতি বাহাল ছিল ; উত্তরকালে, dolichocephalic প্রভৃতি লক্ষণগুলিই সমাজের সর্ব্বস্তরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তারপর সেইগুলিই প্রধানতঃ চলিয়াছে।

১। ঈশাবাস্য, উ. ১৫ ; বৃঃ উ. ৫ অ। ১৫ ব্রা।

এই বিপুল উৎসবশালা নিতান্তই দীন ও অকিঞ্চন, নিতান্তই রিক্ত ও অচরিতার্থ রহিয়া যাইত। যুগেরপর যুগ আসিয়া তাই সেই পুরাণ কবির মহাকাব্যের সর্গ নূতন করিয়া দিয়া গিয়াছে; সেই প্রাচীন সূত্রধরের অঙ্গুলিধৃত সূত্রগুলি টানিয়া রঙ্গমঞ্চে নূতন দৃশ্যপটের অবতারণা করিয়া দিয়াছে।

পুরাতন ও নূতনের মধ্যে ব্যবধান।

প্রাচীন মিশর ও বর্ত্তমান মিশরে তাই ব্যবধান হইয়াছে বিরাট; অপরাপর দেশেও তাহাই হইয়াছে। প্রাচীন ও নবীনের মাঝখানে এমন এক বিশাল নদী বহিয়া যাইতেছে যে, তার উপর দিয়া সেতু ফেলিয়া যোগস্থাপন করার চেষ্টা অনেক সময় ব্যর্থ চেষ্টা বলিয়াই মনে হয়। পুরাতন ও বর্ত্তমান যেন অনেক ক্ষেত্রে জীবনের এপার ওপার। পুরাতন যেন মরণের লোক—যাহা কিছু মরিয়া গিয়াছে, তাদের লোক। যম সেখানকার লোকপাল। বালক নচিকেতার মত কেহ এ নদীতে "ফেরি' বা খেয়া পাইয়া, আবার ফিরিয়া আসিয়া, আমাদিগকে সেখানকার বার্ত্তা শুনাইয়াছেন কি না, তাহা আমাদের স্মরণ নাই। তবে খেয়া না থাকুক, পুল না থাকুক, জলের নীচ দিয়া সুড়ঙ্গ বা "আণ্ডারগ্রাউণ্ড টানেল্" আছে। পুরাতন যুগ ও বর্ত্তমান যুগের মাঝে "আণ্ডারগ্রাউণ্ড টানেল্" নিখিল-

---

২। নবীন Ethnology নামক বিজ্ঞান নৃতত্ত্ববিজ্ঞান বা Anthropologyর একটা শাখা। মানবের শারীরগঠন এবং কেশবর্ণাদির সাদৃশ্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিকবৃত্তিগুলির সাদৃশ্য—এইটাকে ভিত্তি করিয়া এই শাস্ত্র মানবজাতিকে কতকগুলি "Races", "Sub-races" ইত্যাকার সংঘে বিভক্ত করিয়া থাকে। ভাষার মিল, সভ্যতার মিল প্রভৃতি দেখিয়া দুইটা সঙ্ঘকে "এক জাতি" মনে করার দিন চলিয়া গিয়াছে। "ক" ও "খ" এর মধ্যে ভাষার মিল দেখিলে তাদের "রক্তের" মিল থাকা "সম্ভব"—এই রকমের একটা আন্দাজ (presumption) করা যায় মাত্র পক্ষান্তরে, মাথার খুলি, নাসাগঠন, বর্ণ, কেশ, চক্ষুঃ প্রভৃতির মিল থাকিলে রক্তের মিল বা সজাতীয়তা রহিয়াছে মনে করা হয়। এই সব শারীর "ধর্ম্ম" গুলি অন্য বহুপরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এবং বহু শতাব্দীর মাঝেও প্রধানতঃ বাহাল রহিয়া যায়—পণ্ডিতেরা বলেন (যেমন ঈজিপ্টে প্রাচীন চিত্র হইতে তখনকার শারীরগঠনের যে পরিচয় পাই, এখনকার ঈজিপ্সীয়ান্‌দের অবয়ব পরীক্ষা করিয়াও মুখ্যতঃ সেই পরিচয়ই পাইতেছি। বর্ণসঙ্কর হওয়া সত্ত্বেও উক্ত শারীরধর্ম্মগুলি লুপ্ত হইয়া যায় না)। Professor Paul Topinard's 'Eléments d' Anthropologie générale"গ্রন্থে dolichocepalia, brachycephalia প্রভৃতি আবশ্যকীয় পরিভাষাগুলির ব্যাখ্যা এবং কার্য্যতঃ প্রয়োগ জ্ঞাতব্য। বর্ণের দিক্ দিয়া দেখিলে—মানবসমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্য—শ্বেত, পীত, তাম্ররক্ত এবং কৃষ্ণ। অনেকে শেষেরটাকেই মূল বর্ণ ভাবিয়াছেন। ভাষার দিক্ দিয়া—morphological (structural) এবং geneological—এই দুই রকম principle এ মানুষের ভাষাগুলি সঙ্ঘবদ্ধ করা যাইতে পারে (অধ্যাপক সাইস প্রভৃতির লেখা দ্রষ্টব্য)।

৩। গিজো তাঁর সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন সভ্যতাগুলির লক্ষণ দিয়াছেন—unity, uniformity—"একঘেয়েমি"; বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য—Variety—বৈচিত্র্য। বলাবাহুল্য, এটা সিদ্ধান্তভাবে গ্রাহ্য নয়।

যুগ-নিয়ামক স্বয়ং মহাকাল নিজের ত্রিশূল দিয়া খুঁড়িয়া রাখিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমানের কূলে দাঁড়াইয়া সে গুপ্ত সুড়ঙ্গের কোনও হদিশ পাই না। আমরা ভাবি—অতীত যেন একটা ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর প্রেত লোক। সজীবকে, বর্ত্তমানকে, জাগ্রতকে সে "কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ" গ্রাস করিয়া যাইতেছে। তার পেট ভরিবার নয়; তার সর্ব্বগ্রাসী কাণ্ডও শেষ হইবার নয়। সেখানে যে গেল, সে মরিয়া গেল, শেষ হইয়া গেল। তার সঙ্গে আমাদের আর যোগ থাকিল না। সভ্য নবীন মিশর, নবীন তুর্কি, নবীন জাপান, নবীন ইউরোপ তাহাই ভাবিতেছে। বৈজ্ঞানিক ইংরাজ তাঁর ড্রুইড্ পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে যোগ খুঁজিয়া পান না (১)। লুথারপন্থী স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া তাঁর নর্স (Norse) পূর্ব্বপুরুষগণকে, তাঁদের দেবতা ওডিন্ ও থরের সঙ্গে, "বালহাল্লা" (স্বর্গ) হইতে বহিস্কৃত করিয়া "নাইফলহিম ও ন্যাসট্রণ্ড" (প্রেতলোক ও নরক)এ নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন (২)। ফলকথা, অতীতের সঙ্গে সূক্ষ্ম সংযোগটি আজকালিকার দিনে একবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ, গত দুই শতক ধরিয়া বিজ্ঞান ও "যন্ত্রচালিত" সভ্যতার কল্যাণে। অথচ, সূক্ষ্ম সংযোগ ত' রহিয়াছে। সেইটিই আমাদের দৃষ্টান্তে "আণ্ডারগ্রাউণ্ড টানেল।" সেই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া অতীত তার গভীরসংস্কারগুলি বর্ত্তমানকে, তার জীবনের অযাচিত, অতর্কিত উপকরণরূপে গ্রহণ ও ব্যবহার করিবার জন্য, পাঠাইয়া দেয়। বর্ত্তমান যুগ অনেক সময় বুঝিতে পারে না, সে এই-ভাবে অতীতের কাছে কতখানি ঋণী (১)! গাছের গভীর শিকড়গুলি যেখান

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক স্থূল প্রমাণের ন্যূনতা।

১। "Celtic Myth and Legend" by Charles Squire, Chap IV. Ceasar (*De Bello Gallico*, Book VI., Chap.XIV.) ড্রুইডদের মতের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছেন—তাতে তাঁরা হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতির মত জন্মান্তরে আস্থাবান্ দেখিতে পাই; "Shape-shifting", "reincarnation" ইত্যাদিও তাদের সম্মত। ধর্ম্মসাধনার দিক্ দিয়া দেখিতে পাই—তাঁরা নানা রকমের রহস্যানুষ্ঠান করিতেন; তার মধ্যে নরবলি ভয়াবহ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; এ বিষয়ে স্বয়ং সীজারই সাক্ষ্য দিয়াছেন। Sir Norman Lockyer's Stonehenge etc নামক গ্রন্থের Chapters XXX and XLIV. দ্রষ্টব্য।

২। Teutonic Myth and Legend by Donald A. Mackenzee দ্রষ্টব্য। Penka প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় অথবা সন্নিকটদেশে শ্বেতমানবের আদর্শ (Pure Type) আবিষ্কার করিলে কি হইবে, প্রাচীন আদর্শ শ্বেতমনুষ্য ধর্ম্মবিশ্বাসে, আচার-আচরণে "অন্যরকমের একটা কিছু" ছিলেন। খৃষ্টান সভ্যতা সে সকল সভ্যতার সাধারণ নাম দিয়াছেন—"Pagan."

১। পূর্ব্বসমালোচকেরা বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদগুলিকে হিন্দুমতবাদের (সংহিতা ব্রাহ্মণ-

হইতে তাদের জীবন-রস সংগ্রহ করে, সেখানে অগণিত অতীতের "গাছপালা" মরিয়া, রূপান্তরিত হইয়া স্নিগ্ধ সরস মৃত্তিকায় নিজেদিগকে সাররূপে মিশাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে গোড়া হইতেই বংশগত ও জাতিগত সংস্কারগুলি যে কত গভীরভাবে কাজ করে, সে সম্বন্ধে লক্-হিউম্-মিলের ধারণা বাতিল হইয়া গিয়া ডারউইন-গ্যালটন-ভাইজম্যান-স্পেনসারের ধারণাই বাহাল হইয়া গিয়াছে। সমষ্টিজীবনে, জাতির জীবনেও অতীতের প্রভাব যতখানি পরিচিতভাবে ধরা পড়ে, অপরিচিত অজ্ঞাতভাবে তাঁরচেয়ে অনেক বেশী তাহা বিদ্যমান থাকে। কোনও জাতির অীততটা মরিয়াগিয়াছে, তার চিতা ধৌত প্রক্ষালিত পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করা ভুল। কোন প্রাচীন সভ্যতাই একান্তভাবে মরিয়া যায় নাই। অন্যদেশে যাহাই হউক, ভারতবর্ষ এখন পর্য্যন্তও তার পিতৃলোককে অস্বীকার করে নাই; এখনও দেশাত্মা পিতৃঋণ অঙ্গীকার করিয়া তার পরিশোধের জন্য শ্রদ্ধার সহিত পিতৃযজ্ঞ তর্পণাদি করিয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষ তার "পিতৃলোক"টিকে অস্বীকার করে নাই।

অন্যদেশে অতীত ও বর্ত্তমানের যোগ-সূত্রটি গুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষত্ব কেবল এই যায়গাটাতেই নয়। অন্য অনেক প্রাচীন দেশে অতীতযুগের সঙ্গে বর্ত্তমানযুগের অন্বয় নিজেকে অনেকটা গোপন করিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্ম, সমাজব্যবস্থা, সাহিত্য-শিল্প, চিন্তা-সংস্কার, এমন কি ভাষা পর্য্যন্তও, হয়ত সম্পূর্ণভাবে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মিশরবাসী আগেকার ভাষা বলে না ও বোঝে না, আগেকার ধর্ম্ম মানে না; আগেকার কিছুরই সঙ্গে সজাগ সংযোগ রাখে না (২)। এইভাবে দেখিতে গেলে, অতীতের ধারা যেন সেখানে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য, গভীরস্তরে তার "ফল্গু-প্রবাহ" কেহ অস্বীকার করিবে না। ভারতবর্ষে

উপনিষৎ সূত্রগুলিতে যে মতবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (reaction, revolt) ভাবেই বেশী দেখিতেন; কিন্তু যতই পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতেছে, ততই দেখা যাইতেছে যে, উত্তরপক্ষের মত পূর্ব্বপক্ষেরই একটা শাখা, সুতরাং, মূলকাণ্ডে ও শাখায় যতটা মিল থাকা উচিত, ততটা মিল দুই পক্ষে রহিয়াছে। "Northern Buddhism"ত'কালে আবার হিন্দুধর্ম্মের ভিতরেই প্রায় মিশিয়া গিয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমরা স্থানান্তরে আবার আলোচনা করিব।

২। মিশরে এখন অধিকাংশ লোক মুসলমান; ভাষায় আরেবিক, ধর্ম্মবিশ্বাসে, আচারে

কিন্তু পুরাতনের ধারাটি কখনও একান্ত বিচ্ছিন্ন বা শুষ্ক হয় নাই (১)। অনেক নূতন ধারা তাহাতে মেশার ফলে তাহার আকৃতি বদ্‌লাইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তার আসল প্রকৃতিটি অটুট আছে এবং তার মূল প্রবাহটিও অবিচ্ছিন্ন আছে। ঋগ্‌বেদের ভাষা আমরা আজকাল না বলিলেও, আমাদের ভাষার প্রসূতি সেই দেবভাষা, পরে হয়ত কোন কোন বিদেশিনী ধাত্রী আসিয়াও আমাদিগকে একটু আধটু স্তন্যপান করাইয়া গিয়াছে; এবং এখনও ধর্ম্মে-কর্ম্মে, সাধনে উৎসবে, জীবনের সকল কাজে সেই ঋগ্‌বেদের ভাষাই মন্ত্ররূপে আমাদের স্মরণ ও উচ্চারণ করিতে হয়। এই ভাবে শুধু ভাষাই বাঁচিয়া নাই; তখনকার ভাব, সংস্কার ও অনুষ্ঠানগুলিও আসলে বাঁচিয়া আছে। ইংরাজির বুকুনি ব্যবহার করিতে গেলে, তখনকার institution গুলি still living। এ কথাটারই প্রমাণ দেবার জন্য এই পুঁথি।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানের মাঝখানে অতীতের আত্মা জাগ্রত কেন?

ভারতবর্ষ অতীতকে সকল বিপ্লব, সকল পরিবর্ত্তনের মাঝখানেও যে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে,তার হেতু বা বীজ কোন্‌খানে? বীজ তাহার ভূমা ও অমৃতত্বের ভাবনা ও সাধনার মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হইবে (২)। এই সাধনা ছিল বলিয়া

ব্যবহারে কোরাণপন্থী। Coptএরা খৃষ্টান, তবে এরা প্রাচীনের ধারা কতকটা ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

১। ভারতবর্ষ একদিকে যেমন বহু "জাতির" (Races) মিলনক্ষেত্র তেমনি আবার বহুভাষা এবং ধর্ম্মেরও মিলনক্ষেত্র। এই বিরাট 'বহুর" মধ্যে কোনোরূপ ঐক্য বা সামঞ্জস্যের সূত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব বলিয়াই সাধারণ পণ্ডিতেরা এবং সমালোচকেরা মনে করেন। অনেক সময় আবার এমন মনে করার মূলে "রাজনৈতিক হেতু" প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে হিন্দু (নানা সম্প্রদায়), বৌদ্ধ, জৈন—এ সকল ধর্ম্মের ভিতরে একটা সাধারণতা আছে (Sir John Woodroffe তাঁর Is India civilized 3rd Ed. গ্রন্থে সেই সাধারণ "ভারতধর্ম্ম" দেখাইয়াছেন)। কোনো একটা দেশে দীর্ঘকাল বসবাস করিলে, মূল রক্ত এক হইলে, রক্তের আদান প্রদান হইলে, বিদ্যা ও সভ্যতার বিনিময় হইলে—"বিভিন্ন"দের ভিতরেও "সাম্য" ফুটিয়া উঠিবারই কথা।

২। এটা অবশ্য একটা "অচলায়তন" খাড়া করিয়া রাখার বন্দোবস্ত নয়। গিজো যেটাকে "immobility" বলিয়াছেন, এ তা নয়। এটা গতির ভিতরে লক্ষ্যানুবর্ত্তিতা ও কেন্দ্রস্থতা—এবং সেই কেন্দ্র বা লক্ষ্য এমন একটা কিছু যেটা ভঙ্গুর নয়, নিয়তপরিবর্ত্তনশীল নয়; পরন্তু, শাশ্বত—যেমন, ভূমা ও অমৃতত্ব। উপনিষৎগুলি এটাকে খুব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। স্মৃতিকারেরা ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থকামের সেবা এবং মোক্ষের অবিরোধ অথবা আনুকূল্যে ধর্ম্মের সেবা আদেশ করিয়াছেন।—সেটা আসলে ঐ কেন্দ্রস্থতা।

ভারতবর্ষ ভূমা ও অমৃত চাহিয়াছে তাই।

এবং এই সাধনাটিকে সমাজের সর্ব্বস্তরে, সর্ব্বাবয়বে রক্তবহা নাড়ীতে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারিয়াছিল বলিয়া, ভারতবর্ষ একদিকে যেমন অতীতের কাঁচামালগুলাকে (জীবনেতিহাসের অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ সাধারণ মাল মসলা) পাকা করিয়া রাখিবার যত্ন করে নাই, অন্যদিকে তেমনি অতীতের প্রকৃত পাকা জিনিষগুলাকে (বিদ্যা, তপস্যা, সাধনা প্রভৃতিকে) বিপ্লবের মুখে কাঁচিয়া, ফাঁসিয়া, ভাসিয়া যাইতে দেয় নাই। এইজন্য, একদিকে যেমন আমাদের ঈজিপ্ট ক্যালডিয়ার মত তেমন পুরাণো "ইট পাথুরে" ইতিহাস নাই, অন্যদিকে তেমনি আমাদের রহিয়াছে এমন এক বিচিত্র, বিশাল, সজীব সভ্যতা যাহার মূল মুখ্যতঃ বেদে, এবং যাহার শাখা প্রশাখায় যতই না আগন্তুক ভাব ও ভাষার কলম বা আগাছা যুড়িয়া দেবার চেষ্টা হইয়া থাকুক্ না কেন, তাহা এখন পর্য্যন্ত আকৃতি-প্রকৃতিতে বেদ-বাহ্য, বেদ-বহিষ্কৃতা হইয়া যায় নাই (১)। নীল উপত্যকায় "বেত্রবনের" ভস্মরাশির ভিতর হইতে "কদলীকাণ্ড" উদ্ভিন্ন হইয়াছে; অবশ্য সেই ভস্মরাশির মধ্যে তার বীজ নিহিত এবং তার সার সঞ্চিত ছিল বলিয়াই। কিন্তু ভারতের বৈদিক সভ্যতা অক্ষয়-বটের মতনই আমাদের জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের ত্রিবেণী-সঙ্গমে এখনও বাঁচিয়া আছে। উহা "প্রাণাত্মা"। যুগবিশেষে তার ডালপালা কতক কতক শুখাইয়া যাওয়াতে সে অক্ষয়বট স্থাণুর আকার পরিগ্রহ করিলেও, তাহা কখনই প্রাণহীন হয় নাই; আমাদের শ্রদ্ধা ও সুকৃতির হাওয়া লাগিলেই, বসন্তাগমে তরু-কলেবরে মুকুলমঞ্জরী উদ্গমের মত, তাহাতে আবার সজীবতার চিহ্নগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রায় দেড়হাজার বছর ধরিয়া "বৌদ্ধযুগ" ইহাকে খানিক আড়ষ্ট করিয়া রাখিলেও, ইহার প্রাণের রস-সঞ্চারটিকে রুদ্ধ করিতে পারে নাই; বরং কোন কোন অবয়বে ইহার বিকাশটিকে আরও বিচিত্র, আরও ব্যাপক করিয়া দিয়াছে (২)। আজ আমাদের মোহ ও উপেক্ষায় ইহা

ভারতীয় সভ্যতার "অক্ষয়বট"।

১। দ্রাবিড়, সীমীয়, সীথীয়, গ্রীক্, মোঘল—এ সকল রকমের "দান" হিন্দু সভ্যতার ভিতরে আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু হিন্দুসভ্যতার মূলপ্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং তার সঙ্গে মিশ খাইয়াই এ সকল "দান" হিন্দুত্বে স্থান পাইয়াছে।—এক কথায়—এটা assimilation। এর দৃষ্টান্ত পরে আমরা দিয়া যাইব।

২। বৌদ্ধধর্ম্মও হিন্দুধর্ম্মের মতন একটা মহামহীরুহ; তারও বিচিত্র বিকাশ হইয়াছে; সে সকল বিকাশের কিছু কিছু "অবৈদিক" হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু মূলে (as regards funda-

যদি আবার স্থাণু হইতে চলে, তবে বেদের সেই অপূর্ব্ব মন্ত্র স্মরণ করিয়া আমাদের নিজেদিগকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে (১)!

—"অথৈনমাচামতি তৎ সবিতুর্বরেণ্যং মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধী ভূঃ স্বাহা। ভর্গো দেবস্য ধীমহি মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌ রস্তু নঃ পিতা ভুবঃ স্বাহা। ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়ান্মধুমান্নো বনস্পতির্ধুমাঁ। অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ স্বঃ স্বাহা। সর্ব্বাং চ সাবিত্রী মন্বাহ সর্ব্বাশ্চ মধুমতী রহমেবেদং সর্ব্বং ভূয়াসং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥" "য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি"(২) পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত "মন্থ" শাখা পল্লবাদি রহিত শুষ্কবৃক্ষেও নিষেক করিলে, সেই শুষ্কতরু পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। একথার সাক্ষ্য দিতেছেন কে? 'তং হৈতমুদ্দালক আরুণির্বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায়ান্তেবাসিন উক্তোবাচ"—উদ্দালক আরুণি ঋষি যজুর্ব্বেদীয় শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে একথা বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রটি উপদেশ করিয়া পরে তাহার ঐরূপ ফলশ্রুতি শুনাইয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি পৈঙ্গকে ঐ মন্ত্র উপদেশ করিয়া তার ফলশ্রুতি শুনাইয়াছিলেন। পৈঙ্গ চুলভাগবিত্তিকে ভাগবিত্তি জানকি আয়স্থূণকে, আয়স্থূণ জাবাল সত্যকামকে, সত্যকাম তাঁহার অন্তেবাসীদিগকে ইহা বলিয়াছেন (৩)। অতএব ইহা ঋষি সম্প্রদায়ের পরীক্ষিত বিদ্যা ও প্রত্যক্ষীকৃত ফলশ্রুতি। ইহাতে সন্দেহের অবকাশ তাঁরা থাকিতে দিবেন না। ঋগ্‌বেদের সাবিত্রী অথবা গায়ত্রী ও মধুমতীর ("মধুবাতা ঋতায়তে

---

mentals) দুয়ের মধ্যে মিল প্রচুর রহিয়াছে; রহিয়াছে বলিয়া, তন্ত্র প্রভৃতি বেদোক্তধর্ম্মের সঙ্গে, বেদান্তের সঙ্গে মিশ খাইয়া গিয়াছে। তন্ত্রকে যারা "বেদবাহ্য" মনে করেন, মূল আর্য্যধর্ম্মের উপর একটা "আগাছা" মনে করেন, তাঁরা Sir John Woodroffeএর "শক্তি ও শাক্ত' গ্রন্থের (দ্বিতীয় সংস্করণ) তৃতীয় অধ্যায়টি পড়িয়া দেখিবেন। তন্ত্রের মূল সিদ্ধান্তের সঙ্গে উপনিষৎ সিদ্ধান্তের বিরোধ নাই; এমন কি, তন্ত্রের মূল অনুষ্ঠানগুলির মূলও বেদেই রহিয়াছে—একথা তন্ত্রাচার্য্যেরাই স্বীকার করিয়াছেন (কুলার্ণবতন্ত্র, ২ উল্লাষ, ১৪০, ১৪১; প্রাণতোষিণী, ৭০, ইত্যাদি)। এবিষয়েও পরে আমরা আলোচনা করিব।

১। বৃ, উ, ৬'৩।৬

২। বৃ, উ, ৬.৩.৭

৩। বৃ, উ, ৬।৩.৮, ৯, ১০, ১১, ১২। ছান্দোগ্য, উ, (৫।২.৩) সর্ব্বেন্দ্রিয় ও নিখিল অন্নের ভিতর ওতপ্রোত প্রাণকে ("প্রাণো হ্যে বৈতানি সর্ব্বাণি ভবন্তি") উপদেশ করিয়া, এই অপূর্ব্ব প্রাণবিদ্যার ফলশ্রুতি কহিতেছেন:—"তদ্ধৈতৎ সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে বৈয়াঘ্রপদায়োক্ত্বোবাচ যদ্যপেনচ্ছুষ্কায় স্থাণবে ব্রূয়াজ্জায়েরন্নেবাস্মিঞ্ছাখাঃ-প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি।' বৃ, উ, "নিষিঞ্চেৎ" বলিয়াছেন; ছা, উ, বলিতেছেন;—শুষ্ক শাখা পল্লব রহিত বৃক্ষে কিছু সিঞ্চন করাত' অন্য কথা, এই প্রাণবিদ্যা সেই "স্থাণু"কে বলিলেই তা হইতে নবাঙ্কুর কিসলয় উদ্গত হইবে।

মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'' ইত্যাদি)(১) চারিটি চরণ পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া এই অপূর্ব্ব মন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। যে বরণীয় জ্যোতিঃ নিখিল বস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে শুভাশুভ সর্ব্ববিধ প্রেরণা দিতেছেন, সেই জ্যোতিই যে আবার বায়ু, দ্যৌ, অন্তরীক্ষ, ওষধি, বনস্পতি, সূর্য্য, রাত্রি, ঊষা, গাভী, পার্থিবরজঃ এবং সরিৎসিন্ধু—এই সকলের মধ্যে "মধু"(২) অমৃত ও আনন্দরূপে ওতপ্রোত রহিয়াছেন, ইহা যে দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছে, সেই দৃষ্টিই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ব্রহ্মস্বরূপে অবগাহন করিয়া মৃত্যু, শোক ও ভয়কে অতিক্রম করিয়াছে। ভূ, ভুব ও স্বঃ(৩)এর মধ্যে যে অধিষ্ঠানভূত সত্তা বা সবিতা রহিয়াছেন, তিনিই "তৎ" এবং "সৎ"; তিনিই অখিলের ধীবৃত্তির প্রেরকরূপে বরণীয় ভর্গঃ অথবা জ্যোতিঃ—তিনিই "চিৎ" আর অখিলের মধ্যে ওতপ্রোত তাঁর মধুময় রূপটি "আনন্দ"। এই দৃষ্টিই ভারতবর্ষীয় দৃষ্টি। খাঁটিভাবে ও বিশেষভাবে ঋষিদের। কিন্তু সকল শব্দের যোনি এবং লয়স্থান যেমন প্রণব, যেমন বিশ্বের বিচিত্র শব্দরাশি প্রণবকে আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে, তেমনি ভারতীয় জীবনের ও ভারতীয় সভ্যতার সকল সুর, সকল ছন্দঃ ঋষিদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের মূলধ্বনি ও বাণীটিকেই অবলম্বন করিয়া আছে। এই ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মবাণীতেই ভারতীয় জীবনের সকল স্তর, সকল অবয়ব, কিছু না কিছু অভিষিক্ত হইয়া রহিয়াছে (৪)।

ভারতীয় দৃষ্টি অমৃত ও জ্যোতির অন্বেষণ।

সমগ্র ভারতীয় জীবন ও সভ্যতার মূল সুর ঐ টাই।

১। ঋ, স, ১ মণ্ডল। ৯০।৬, ৭, ৮

২। মধুতত্ত্ব, বৃ, উ, ২।৫ ব্রাহ্মণ এবং ছা. উ, ৩ প্র। ১ম খণ্ড ("আদিত্যো দেব মধু"), ২য়, ৩য় ইত্যাদি খণ্ড দ্রষ্টব্য ; মধু এবং অমৃতের সম্বন্ধও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৩। ভূঃ পৃথিবী, ভুবঃ মধ্যস্থান, স্বঃ দ্যুলোক—ইহাই হইল মোটা অর্থ (বাজসনেয়ি সংহিতা, ৩।৩৭ ; কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, ৪।১২।১২ ; ইত্যাদি স্থলে প্রমাণ দ্রষ্টব্য) ; কিন্তু সূক্ষ্ম অর্থেরও নানান্ স্তর ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ (২ কা। ৪ অ। ১ব্রা। ১) এর ব্যাখ্যায় সায়ণ লিখিতেছেন—"সত্যরূপাহ্যেতা ব্যাহৃতয়ঃ ত্রয়ীসারত্বাৎ, তথাচাম্নাতম্ (ঐ ব্রা, ৫।৫।৭) "ভূরিত্যৃগ্‌বেদাদ্. ভুবইতি যজুর্ব্বেদাৎ, স্বরিতি সামবেদাৎ।" ছা, উ, ৩ প্র। ১৫ খ। ৩—৭ দ্রষ্টব্য। বৃ. উ, ৫ অ। ১৪ ব্রাহ্মণ (গায়ত্রী উপাসনা) দ্রষ্টব্য।

৪। হিন্দুসম্প্রদায় গুলিতে ত' বটেই, জৈন এবং বৌদ্ধসম্প্রদায়গুলিতেও "ব্রহ্মচিন্তা" অন্য আকারে সকল চিন্তা এবং সাধনার মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। জৈনদর্শন (বৌদ্ধের শাখা বা offshoot নয়) জীব ও অজীব এই দুই তত্ত্ব এবং আরও ৭টি তত্ত্ব লইয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু জীবকে, ব্যবহার ন্যায় এবং নিশ্চয় ন্যায়—এই দুই ন্যায়ে (বা standpoint হইতে) দেখিবার আয়োজন করিয়াছে। নিশ্চয় ন্যায়ে জীব পুদ্গল বা জড় হইতে সম্পূর্ণ আলাদা; চিৎস্বরূপ—অনন্তজ্ঞান এবং আনন্দ সত্তা, পুদ্গল কর্ম্ম সমূহের কর্ত্তা নয় ("দ্রব্য সংগ্রহ" ৮, ৯, ১০)

“অক্ষয়বটের” স্থাণুত্ব ও সজীবত্ব।

মন্ত্রসংস্কৃত “মন্ত্রের” মত ইহা চিরদিন, এই গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-নর্ম্মদা-সিন্ধু-কাবেরীর পুণ্যসলিলে ধৌতচরণতল মহাবটের অঙ্গে নিষিক্ত হইয়া আসিতেছে বলিয়াই, ইহা, নীলনদের উপত্যকায় অথবা টাইগ্রিস ইউফ্রেটিসের উপত্যকায় পুরাতন বৃক্ষটির মত, একেবারে শুখাইয়া যাইতে পারে নাই; কখন কখন শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্পের সম্পদ্ হারাইয়া স্থাণুর আকার ধরিলেও ইহা আবার সেই শ্রদ্ধা, সেই তপস্যার মন্ত্রাভিসিঞ্চন-কল্যাণে, বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় এবং বরণীয় সর্ব্বাবয়বে, নবীন পল্লবের অঙ্কুর-মঞ্জরী ধারণ করিয়া মৃত্যুকে উপহাস করিয়াছে, এবং আপনার “**অক্ষয়**” নামটি সার্থক করিয়াছে।

আমাদের পূর্ব্বগামীদের প্রচলিত ইতিহাস না রাখিয়া যাইবার আসল কারণ।

প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক যুগের এক একটা নিজস্ব মেজাজ।

সত্যকার কাঁচা জিনিষগুলিকে “পাকা” করিয়া রাখিয়া যাবার বাতিক ছিল না বলিয়াই বোধ হয়, আমাদের পূর্ব্বগামীরা তাঁদের “ইতিহাস” রাখিয়া যান নাই। তাঁদের মেজাজ (temperament) অন্যরূপ ছিল! প্রত্যেক যুগ এবং প্রত্যেক জাতির একটা নিজস্ব মেজাজ আছে। বর্ত্তমানযুগের মেজাজের সঙ্গে মধ্যযুগের বা পুরাতনযুগের মেজাজ মেলে না। এখন জীবনের যে জিনিস বা যে চেষ্টাগুলিকে “সারালো” (essential) এবং “কেজো” (vital) মনে করা হয়, মধ্য বা পুরাতন যুগে ঠিক সেই-গুলিকেই সেরূপ মনে করা হইত না। তখনকার পাকামাল এখনকার দিনে কাঁচিয়া গিয়াছে, তখনকার গুরু এখন লঘু হইয়া গিয়াছে। তখনকার দিনে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠান (অগোচর ও অলৌকিকের দিকে যে সবের দৃষ্টি), এক রকম জীবনের কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়াই বসিয়া-

---

দ্রষ্টব্য)। উপনিষদ আত্মার সঙ্গে বড় বেশী ভেদ নয়। মনুসংহিতা, ৬ষ্ঠ।৭৯, ৮০, ৮১ তে নিঃস্পৃহ হইয়া, সমদর্শী হইয়া আত্মভাবনা করার আছে; সে ভাবনায় জৈন এবং বৌদ্ধ অবশ্যই যোগ দিতে পারেন। জৈনাচার্য্যদিগের আশ্রব সংবরবন্ধ—নির্জ্জরা মোক্ষতত্ত্বগুলি এবং প্রত্যেক তত্ত্বের বিভাগগুলি এ প্রসঙ্গে চিন্তনীয় (দ্রব্যসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ; সংক্ষেপের মধ্যে হরিভদ্র সূরি রচিত “ষড়দর্শন সমুচ্চয়” (৫০-৫২ শ্লোক) দ্রষ্টব্য; মণিভদ্রকৃত টীকা সঙ্গে সঙ্গে পঠিতব্য)। হরিভদ্র বৌদ্ধ নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মীমাংসক, সাংখ্য এবং জৈন এই পাঁচটিকেই “আস্তিক” দর্শন বলিয়াছেন। নাস্তিক দর্শন লোকায়তিক দর্শন,—কেননা, সে দর্শনে পরলোক, কর্ম্মফল, নির্ব্বাণমোক্ষ—এই আসল তত্ত্বগুলিতে আস্থা নাই।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ছিল (১), এখনকার সাড়ে পনর আনাই "কুসংস্কার" "অন্ধবিশ্বাস"প্রভৃতি সম্মার্জ্জনী সাহায্যে এক উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত কোণে আবর্জ্জনার মত সরাইয়া রাখা হইয়াছে। তখনও রাষ্ট্র, শিল্প, বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, আমোদপ্রমোদ অবশ্যই ছিল; কিন্তু এ সকল ব্যাপার ও অনুষ্ঠানকেই প্রাচীনেরা পূজারির সাজ পরাইয়া যজ্ঞবেদিকা অথবা মন্দিরের চারিধারে জড় করিয়া গিয়াছিলেন (২)। সবই যেন ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল, অথবা ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। ক্যাল্‌ডীয় কৃষকেরা ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই রাশিচক্র প্রভৃতির সন্ধান পাইয়াছিল; এবং পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্মানুষ্ঠানের তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি ঠিক রাখিবার জন্যই, অথবা ভবিতব্যতার রহস্যোদ্‌ভেদ করিবার চেষ্টাতেই এরিডু ব্যাবিলনের পুরোহিতবর্গ তাঁদের পঞ্জিকাগণনা করিতেন। ভারতবর্ষে প্রাচীনেরা তাঁদের জীবনের ঠিক মধ্যস্থলে রাখিয়াছিলেন—মন্ত্র-ব্রহ্মণাত্মক বেদকে। দেবতাদের উদ্দেশে কথা ও স্তুতি এবং অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সের উদ্দেশ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান—ইহাই সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে প্রধান কথা। এই মুখ্য ব্যাপারটির খাতিরে আরও অনেক গৌণ ব্যাপারের আবশ্যকতা ছিল—সে গুলির স্থান ছিল বেদাঙ্গে; যেমন জ্যোতিষ। জ্যোতিষের সঙ্গে বেদের এইরূপ অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ ছিল। প্রাচীন ক্যাল্‌ডিয়া দেশেও "ধর্ম্মশাস্ত্র"গুলি, "মন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণ"—এইরূপ দুই ভাবেরই ছিল (৩)। দেবতাদের উদ্দেশে স্তুতি (hymns) ছিল; তাঁদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদির বিধিব্যবস্থাও ছিল।

প্রাচীন যুগে জীবন-ব্যবহারের ঠিক কেন্দ্রস্থলে কি ছিল? বর্ত্তমান যুগই বা সে কেন্দ্রে কি আনিয়াছে?

১। মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্ম্মের লক্ষণ এবং প্রমাণাদি বলিয়াছেন। ২ শ্লোকে "কামাত্মতা" প্রশস্তা নয় বলিয়াছেন বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন—"ন চৈবেহাস্ত্যকামতা"; কেননা, "কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্ম্ম-যোগশ্চ বৈদিকঃ"। ৩, ৪, ৫ শ্লোকে সংকল্প ও কাম সকল কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া থাকে, বলা হইয়াছে। অতএব "প্রবৃত্তিমার্গ" "no thoroughfare বলিয়া শাস্ত্র বন্ধ করিয়া দেন নাই; কিন্তু কুল্লুকভট্ট যেমন বলিয়াছেন (মনু, ২।৫)—"নাত্রেচ্ছা নিষিধ্যতে কিন্তু শাস্ত্রোক্তকর্ম্মস্থ সম্যগ্‌বৃত্তির্বিধীয়তে"—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে 'সম্যগ্‌বৃত্তি" আবশ্যক। জৈমিনি দর্শনের পূর্ব্বোদ্ধৃত "চোদনালক্ষণার্থো ধর্ম্মঃ" এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। এখন, এ ধর্ম্মের মূল বেদ (মনু ২।৬); বেদ=অতীন্দ্রিয় বিষয় প্রকাশক ("রবেরিব রূপবিষয়ে" অতীন্দ্রিয়ার্থে বেদের প্রামাণ্য)। অতএব অতীন্দ্রিয় এবং অগোচরে বিশ্বাস ধর্ম্মচিন্তার মূলে ছিল।

২। দ্রব্যযজ্ঞ হইতে সুরু করিয়া ব্রহ্মযজ্ঞ ("ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" ইত্যাদি) পর্য্যন্ত জীবনের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানকে "যজ্ঞ" মনে করার বিধি দিয়াছিলেন প্রাচীনেরা (গীতা, ৪ অ। ২৩—৩৪ দ্রষ্টব্য)। আহার, মৈথুন—এ সকল নৈসর্গিক ব্যাপারেরও যজ্ঞভাবনা কর্ত্তব্য ছিল (বেদে এবং আগমে)।

৩। অধ্যাপক সাইসের Hibbert Lectures, 1887 দ্রষ্টব্য।

আমাদের বেদের সঙ্গে এতখানি মিল যে, প্রসিদ্ধ আসরিওলজিষ্ট এফ্ লেনরম্যা (Francois Lenormant) এই প্রাচীন নিবদ্ধগুলিকে "ক্যাল্‌ডীয় ঋগ্‌বেদ" বলিয়াছেন। প্রাচীনদের ধরণটা ও মেজাজটা এই রকম মোটামুটি একভাবের ছিল। অবশ্য যেখানটাতে ভেদ ছিল, সেখানটাতেও আমাদের খেয়াল রাখিতে হইবে। এখানে আমরা মিলের দিক্‌টাই দেখিতেছি।

বর্ত্তমান যুগ "অলৌকিক ও অগোচর" হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ঐহিক ও উপস্থিতের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। যদিও নববর্ত্তমানে কিঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে (১)। আগেকার দিনের মুখ্য পুরুষার্থ বা মুখ্য সাধনাগুলি এখনকার দিনে অপেক্ষাকৃত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। কি ভাবে, তাহার দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন এখন নাই। ফলে এখন আমরা ইতিহাস বলিলে যেটাকে বুঝি সেটা পূর্ব্বে থাকিলেও, সেটাকে প্রাচীনেরা তেমন বেশী কদর করিতেন না। আর, প্রাচীনেরা যেটার কদর করিতেন, এখন আর আমরা সেটার তেমন কদর করি না। রাষ্ট্রের ইতিহাস শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস, খুবজোর সাহিত্য-বিজ্ঞানের ইতিহাস—এইগুলিই এখন ইতিহাসের প্রবল ও মুখ্য ধারা। ধর্ম্ম কর্ম্মের ইতিহাস কোনমতে এক পাশ দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া চলিয়াছে মাত্র (২)। বড় কেহ তাহাকে আর তেমন আমোল দেয় না। মৃত মেরি করেলির "থেল্‌মা" নামক উপন্যাসের একজন পাত্র তাঁর নিজের দেশের ইতিহাস তাঁর কতটুকু মনে রহিয়াছে, তাহা বলিতে গিয়া বেশ একটু রসিকতা করিয়াছেন—পাঠশালায়

বর্ত্তমান যুগ অলৌকিক ও অগোচর হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আনিয়াছে।

প্রচলিত ইতিহাসের দৃষ্টি প্রধানতঃ কোন্ কোন্ দিকে।

১। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর সূচনায় জড়বিজ্ঞানে কতকগুলি "বিপ্লবকারী" সত্যের আবিষ্কারের ফলে কতকটা এবং Psychic and Spiritualistic Research এর কল্যাণে কতকটা।

২। পাশ্চাত্য সভ্যতার Politico-Economic ভাবকর্ম্মের ধারাটাই বর্ত্তমানে প্রবল। "State" বা রাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠ সঙ্ঘ (organisation) মনে করার বাতিক প্রাচীন গ্রীসের, এবং পরে, রোমেরও ছিল; তখনকার "city-state" গুলি নাগরিকদের জীবনের সকল অঙ্গই স্পর্শ করিয়াছিল। প্লেটো তাঁর Republicএ আদর্শ রাষ্ট্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন; তাঁর সঙ্গে অবশ্য বর্ত্তমান Politico-Economic State এর ধারণা মিলে না; যেমন বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘে সাক্ষাদ্ভাবে "দার্শনিক কবির" স্থান বা প্রভাব সামান্য। রাজনীতিতত্ত্বের মূল কথাগুলি আরিষ্টটল শুনাইয়া যাইলেও ("Politic," গ্রন্থে), বর্ত্তমান Politicsএর ধারণা অন্যরূপ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়াছি বটে, কিন্তু তার ভিতর মনে আছে শুধু এইটুকখানি—অষ্টম হেন্‌রি কেমনধারা বেমালুমভাবে তাঁর মহিষীদিগকে একে একে ইহলোকের খেয়া পার করিয়া দিতেন; আর কেমনধারা রাণী এলিজাবেথ প্রথম সিল্কের মোজা পরিয়া আর্ল অফ্ লিষ্টারের সঙ্গে একপাক বল নাচিয়াছিলেন"। বড় বড় রাজা ও তাঁদের পাত্র মিত্রগণের পলিটিকাল দাবাখেলা, রাজদরবারের (প্রাসাদের সদরে ও অন্দরে) গুপ্ত চালবাজী (court intrigue), যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত—এই সবের হৃদয়ের অবসাদকর পুঙ্খানুপুঙ্খ অফুরন্ত বিবৃতি (description of sickening details) ইহা লইয়াই ইতিহাস। কেবল, তারিখ আর তথ্য (dates and facts)। অবশ্য গীবনের মত রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস, অথবা অন্যভাবে, কার্লাইলের মত ফরাসিবিপ্লবের ইতিহাস যে পূর্ব্বেও দু'চারিখানি লেখা না হইত এমন নহে; কিন্তু সেরূপ মেধা, সেরূপ মনীষা লইয়া ঐতিহাসিক তথ্যের উপলাকীর্ণ প্রান্তরে মানবাত্মার চিরন্তন সজীব সত্যের পরশপাথরখানি খুঁজিয়াছেন অথবা খুঁজিয়া পাইয়াছেন খুব কম লোকেই।

দেশাত্মা মানবাত্মারই সংহতি বা সমষ্টিরূপ (১)। আমরা যাহাকে সচরাচর ইতিহাস বলি, তার মধ্যে মানবাত্মার অপেক্ষাকৃত স্থূল চেহারাটি আমরা দেখিতে পাই। কোনও সজীব বৃক্ষের উপরকার ত্বক্‌টি যেমন। ত্বক্‌টির ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিলে, বৃক্ষের সার এবং সারের রস-বহা প্রাণ-ধমনীগুলি আমরা ধরিতে পারি না। আবার এই নাড়ীগুলিকে গভীরভাবে অনুসরণ না করিলে আমরা বৃক্ষের মূলটির সন্ধান পাই না। সাধারণ ইতিহাসে মানবাত্মার উপরকার খোসাটি লইয়া কারবার এবং সময়ে সময়ে কাটাকাটি। মর্ম্মবিৎ, সারের সারী, রসের-রসিক দু'চারজন বই

দেশাত্মা মানবাত্মার সংহতিরূপ। ইতিহাসরূপ অশ্বত্থ-পাদপের সার ও ত্বক্।

হইয়াছে। Mainএর "Ancient Law", Bishop Stubb's "Constitution" সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রভৃতিতে ঐ ধারণার ইতিহাস দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান ধারণা বুঝিতে হইলে অর্থনীতি শাস্ত্রটিকে কেন্দ্রে রাখিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। Bertrand Russellএর "Principles of Social Reconstruction" প্রভৃতি গ্রন্থ এবং অন্যদিক দিয়া President Wilson এর "The State", "The New Freedom" প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১। সংহতি বা সমষ্টি বলিতে পাটীগণিতের যোগফল বুঝিলে ভুল হইবে। যেমন হিরণ্যগর্ভ = সমষ্টিমন, অর্থাৎ, সকল ব্যষ্টিমনের সমষ্টি, নিয়ামক উৎপত্তি ও লয়স্থান। কোনো এক দেশে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া বাস করিলে সে দেশবাসীর ব্যষ্টি আত্মাগুলির উপর একটা "দেশাত্মা" কাজ করিয়া থাকে। 'Nation' "People" "Race" এ কথাগুলির প্রয়োগ পাশ্চাত্য সাহিত্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। "একরক্ততা" বা সগোত্রতা বুঝাইতে "Race" কথাটার প্রয়োগ।

থাকেন না (২)। ইতিহাসের শুষ্ক ঘটনার স্তরটি দেখিয়া ভুলিলে চলিবে না যে, তাহার ভিতর দিয়া নিত্য চঞ্চল, নব-নব-বিকাশ-ব্যাকুল প্রাণধারা বহিয়া যাইতেছে।

ইতিহাসের উপরকার শুষ্ক স্তর দেখিয়াই ভুলিলে চলিবে না ইতিহাসের সার ও রস।

মানব সেই ঘটনাপুঞ্জের ভিতর দিয়া নিজেকে আপ্তকাম চরিতার্থ করিতে চাহিতেছে। যেখানে তাহার সকল বাসনা প্রসূত ও সঞ্চিত রহিয়াছে এবং যেখান হইতে তাহার সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা বহির্গত হইতেছে, সেইটিই তার প্রাণ। ইহাই ইতিহাসের রস। এবং এই রসই আনন্দ; কেননা, আনন্দ এবং আনন্দেরই প্রকারান্তর বেদনা হইতেই ইতিহাস। ইতিহাসকে যাঁরা একটা প্রকাণ্ড "ট্রাজেডি" ভাবেন, তাঁরা যেন ইতিহাসের মূল প্রেরণা (impetus) টি ভুলিয়া না যান। এই নিগূঢ় ইতিহাসরসের রসিক কয়জন? নারিকেলের সার শস্য ফেলিয়া ছোবড়া চিবাইয়া মরিতেছি আমরা অনেকেই। আর, সে "ঘটনা ও তথ্যের" কলাপই কি নির্জ্জলা সত্য, একান্ত বিশ্বাসযোগ্য? জনৈক ফরাসি সম্রাট্ ইতিহাস পড়ার ইচ্ছা হইলে, তাঁর লাইব্রেরিয়ান্‌কে ডাকিয়া বলিতেন—"Bring me my

---

অধ্যাপক সাইসের "The Race of the Old Testament" গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। Also Dr. Brinton, "Races and peoples."

২। চীন দেশের Taoism এবং ভারতীয় শাক্ততন্ত্রবাদ (শিবশক্তিতত্ত্ব)—এ দুয়ের যে ঘনিষ্ঠ মিল রহিয়াছে, তা আমরা ভাষার "খোলস" দেখিয়া ত' ধরিতে পারি না। চীনের *yinn* এবং *yang* এর সঙ্গে শাক্তের শিবশক্তির "শাব্দিক" মিল নাই। কিন্তু মতবাদ বা তত্ত্বকথা যে শব্দের ও পরিভাষার পার্থক্যের ভিতরে এক, তা বুঝিতে পারা যায়। *Yang* = আকাশ বা দ্যুলোক এবং *yinn* = পৃথিবী—মোটামুটি এভাবে দেখিতে গেলে "তত্ত্ব" ধরা পড়িবে না; যেমনধারা ঋগ্‌বেদের "দ্যাবাপৃথিবী"র ভিতরে অন্য তত্ত্ব রহিয়াছে, এখানেও সেইরূপ।"—Comparative Religion" by Dr. Carpenter, p. 95 দ্রষ্টব্য। Taoism এবং শক্তিবাদের সম্বন্ধ "Shakti and Shakta (2nd Ed.) by Sir John Woodroffe গ্রন্থে (Chap. X) দ্রষ্টব্য। চীনের সঙ্গে তত্ত্বকথার আদান প্রদান যে প্রাচীনকাল হইতে চলিত, তার প্রমাণ দুই দেশেরই শাস্ত্রে আছে। শেষোক্ত গ্রন্থে "চীনাচার" নামক পরিচ্ছেদটি পাঠ্য। এই রকম আচার, বৌদ্ধধর্ম্ম বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের (যজ্ঞাদির) বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া বা বিদ্রোহ—ঐ ধর্ম্ম একটা "নৈতিক" (moral) ধর্ম্মমাত্র—এইরকম ধারা জাবদা ধারণা পোষণ করিয়া অনেকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এটা ঠিক্ যে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রিয়াকাণ্ড (বিশেষতঃ হিংসাদিমূলক)কে "নিন্দা" করিয়াই আরম্ভ হইয়াছিল, কাজেই কর্ম্মকাণ্ডের প্রমাণ "বেদ"কেও কথঞ্চিৎ "অমান্য" করিয়াছিল (উপনিষৎগুলিতে এবং সর্ব্বোপনিষৎসার গীতায়, সে ভাবের কথা অনেক আছে, কিন্তু তাই বলিয়া সেগুলি "বেদবাহ্য" হয় নাই); বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্যকে "শীলব্রতপরামর্শ" বলিতেন—অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞাদি ব্রতের সামর্থ্যে (ফলোৎপাদিকা শক্তিতে) আস্থাবান্। কথা ঠিক্। এবং একথাও ঠিক্ যে বৌদ্ধধর্ম্মও পরে মহাযান মতের ভিতর দিয়া বজ্রায়ন, তান্ত্রিক সাধনা (মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র সবই) অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

liar"—আমার কলির যুধিষ্ঠিরটিকে হাজির কর। টাওয়ারে রাজবন্দী সার ওয়ালটার রেলির "পৃথিবীর ইতিবৃত্ত" লিখার ঘটনাও পাঠক স্মরণ করিবেন।

প্রাণবিৎ ও প্রাণজয়ী যাঁরা তাঁরাই প্রকৃত ইতিহাসে অধিকারী।

এ পাপ সবটা ইচ্ছাকৃত নহে। প্রাণের উপাসনা করিয়া যাঁরা প্রাণকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁরাই প্রাণের সম্মিলিত সহস্রধারায় অবগাহন করিয়া ধীর স্থির থাকিতে সমর্থ; অপরে ইহার যে কোনও একটা ধারাতে স্পর্দ্ধার সঙ্গে দাঁড়াইতে গিয়া ঐরাবতের মত ভাসিয়া যাইবেন। ইতিহাসের কোনও একটি প্রবাহ, বা কোনও একটা বিপ্লব অথবা কোনও একটা ঘটনার তুফানে ইহাদিগকে অধীর ও বিচলিত হইয়া পড়িতে দেখা যায়। দৃষ্টি কুণ্ঠিত ও বিচার বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে। যাঁর দৃষ্টি বিশাল এবং বিচার ধীর নহে, তিনি ইতিহাস লিখিলে সে ইতিহাস সত্য হইবে না। তিনি সাক্ষাৎ কমলযোনির মত বিষ্ণুর নাভিকমলে আসীন রহিয়া চারিমুখে অভ্রান্ত বেদবাণী উচ্চারণ করিতে চাহিলেও, বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূত মধুকৈটভ তাঁর প্রজ্ঞা অভিভূত ও কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিবে (১)। যোগনিদ্রার স্তবস্তুতি করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর প্রবোধ ঘটাইতে না পারিলে, আর তাঁর চরিতার্থতার কোনও সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে আমরা ইতিহাসের শরীরটি দর্শন করিতে চেষ্টা করিলাম। সে শরীর স্থূল শরীর মাত্র মনে করিলে ভুল হইবে। ইতিহাস ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ, সঙ্ঘের সঙ্গে সঙ্ঘের সম্পর্ক, অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের এবং বর্ত্তমানের সঙ্গে ভাবীর সম্পর্ক পাতাইয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের ব্যক্তি স্পষ্টতঃ জ্ঞানেচ্ছাদিশক্তিমান্ পাত্র ("Subject" বা "Will"); কাজেই, একদিকে যেমনধারা "জড়" প্রকৃতির ব্যষ্টি ও সমষ্টির সঙ্গে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও সঙ্ঘের মিল নাই, তেমনি আবার অন্যদিকে গণিত ও বিজ্ঞানের হিসাবের কালের সঙ্গে ইতিহাসের কালের ঠিক্ মিল নাই। প্রাকৃতিক ঘটনা এবং ঐতিহাসিক তথ্য এক কোঠায় ফেলা যায় না; প্রাকৃতিক কাল এবং ঐতিহাসিক কালও মিলাইয়া দেওয়া চলে না। এই শেষের কথাটা আপাততঃ স্পষ্ট হইতেছে না। সে যাই হউক, ইতিহাসের "আত্মা" ও "শক্তি" (*Elan vital* স্বতন্ত্র রকমের হইলেও (আমরা ব্যবহারিক ভাবেই বলিতেছি), প্রাকৃতিক অবস্থাপুঞ্জ এবং কাল এ দু'য়ের সঙ্গে সজীব ও সত্যকার সংযোগ রাখিয়া ইতিহাসের ধারাটিকে চলিতে হয়। সুতরাং

১। "কর্ণমলোদ্ভূত" কথাটায় গূঢ় রহস্য আছে; লেখকের—"স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র" নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

প্রাকৃতিক অবস্থাপুঞ্জের "প্রভাব" ইতিহাসের ধারার উপরে কম নয়, এবং ঐতিহাসিক তথ্য (facts) প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির সাময়িক হিসাবের একেবারে বাহিরে যায় না (যেমন, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে মহাসমর আরম্ভ হইয়া চারি বৎসর কাল চলিয়াছিল) ; কিন্তু ইতিহাসের "তথ্য"কে যত আমরা ব্যাপক, পূর্ণ ও গভীর অর্থে লইব, তত আমরা দেখিব যে, সেটাকে আর সোজাসুজি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির মতন (যেমন, একটা জলপ্লাবন বা গ্রহণ)—ঠিক অমুক সালে হইয়াছিল, অথবা অমুকসন হইতে অমুকসন পর্য্যন্ত ছিল – এভাবে কালিক বিবৃতি দেওয়া চলে না। দিলে, সে বিবৃতি নিতান্তই জাব্‌দা হইবে। যে সূক্ষ্মকারণকূট ইউরোপীয় মহাসমর বা ফরাসিরাষ্ট্রবিপ্লবের মূলে, তাকে "সন তারিখে" নথিভুক্ত করা চলে না। মানুষের ভিতরকার বড় বড় ভাব, বিশ্বাস, ধারণা, অনুষ্ঠানগুলিকে ত' চলেই না। খুব জোর বলা যায় যে,—এই সময় হইতে এই সময় পর্য্যন্ত, এই দেশে, এই সম্প্রদায়ের ভিতরে কোনো একটা ভাব বা ধারণার অভিব্যক্তি রেখাটি (curve) বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছিল (১)। আর, এই ভাব, বিশ্বাস, ধারণাগুলিই হইল ইতিহাসের তথ্যাবলীর "শস্য" বা "প্রাণ" বা "আত্মা"। বাইরের ঘটনা সেই "প্রাণের" একটা স্থানিক ও কালিক বিকাশমাত্র। পূরা, এমন কি আসল, তথ্য সেই ঘটনাটি নয়। ইতিহাসের যন্ত্রমূর্ত্তির আলোচনায় একথাগুলি খোলসা করিয়া আমরা বলিতে চেষ্টা করিব।

১। যথা, গৌড়পাদাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্য্য "মায়াবাদ" আবিষ্কার করেন নাই ; যমুনাচার্য্য এবং রামানুজাচার্য্য "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" (শ্রীসম্প্রদায়) আবিষ্কার করেন নাই ; মহাবীর জিনমত আবিষ্কার করেন নাই ; ইত্যাদি। পাশ্চাত্যদেশেও অনেক পরবর্ত্তী বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানের মূল বহুপূর্ব্ববর্ত্তী, এমন কি, "বর্ব্বর" যুগের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হইতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ইতিহাসে ব্যাপকদৃষ্টি ও সঙ্কীর্ণদৃষ্টি।

ইতিহাসে ব্যাপক ও গভীর দৃষ্টি আবশ্যক।

প্রকৃতপ্রস্তাবে, ইতিহাসকে একটু বড় করিয়া দেখা দরকার। মানবাত্মার নিতুই নব সাজপোষাকের ইতিহাস গাড়ী গাড়ী লিখা হইয়াছে বা হইতেছে। সাজপোষাক আমাদের অনাবশ্যক বোঝা বা জঞ্জাল সব সময়ে নহে; অনেক সময় সাজ দেখিয়া যে সাজিয়া বেড়াইতেছে তার কতকটা ধাঁজ-ধরণ আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু সাজ অনেক সময় ছদ্মবেশও হইতে পারে। অর্থাৎ, যে ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া একটা দেশের প্রাণ আমরা বুঝিতে চাহিতেছি, হয়ত, বাহ্যদৃষ্টিতে, সে ঘটনাবলী সেই প্রাণের স্বরূপটিকে ঢাকিয়াই ফেলিয়াছে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক কাজের ভিতর দিয়া আমরা জাহির না হইয়া যেমন ঢাকা পড়িয়া যাই। যে ব্যক্তি আমাদিগকে খাঁটিভাবে জানে, সে হয়ত তেমন কাজ আমাদের করিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। এইজন্য শুধু সাজ পোষাক বা ঘটনার ক্যাটালগ বানাইয়া ইতিহাস লেখা যায় না (১)। কোনও একটা বড় কাটা-কাপড়ের দোকানে বহুলোকের মেলা অর্ডারি পোষাক মজুদ রহিয়াছে দেখিয়া

১। পক্ষান্তরে, ঘটনার ক্যাটালগ খাঁটিভাবে তৈয়ারি হওয়াও আবশ্যক; কেননা, সেগুলির ভিতরদিয়াই ইতিহাসের "প্রাণ" নিজেকে ব্যক্ত ও তৃপ্ত করিতে চাহিয়াছে। প্রাণের বীজশক্তিটাই আসল সন্দেহ নাই (বীজ থাকিলেই বিকাশ হইয়া থাকে, অন্যথা হয় না; বিকাশ যেখানে নাই, সেখানেও বীজ থাকিতে বাধা নাই), কিন্তু বিকাশের ভিতর দিয়াই তার পরিণতি ও তৃপ্তি। তন্ত্রের তত্ত্বগুলির "বীজ" বেদে রহিয়াছে; সেভাবে দেখিলে বেদের মত তন্ত্রও অনাদি—অথবা এত পুরাতন যে তার আদি কেহ মনে করিয়া রাখে নাই। কিন্তু বজ্রায়ণ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া সেই বীজের অভিব্যক্তি না হইলে, সে বীজের "পরিচয়" নাই, সফলতা নাই, পরিণতিও নাই। "রুদ্র" ঋগ্বেদের প্রাচীনস্তরেই দেখা দিয়াছেন; সেখানেই ভাবী আবির্ভাবের বীজ আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য নয়; কিন্তু তাঁর পৌরাণিক ও তান্ত্রিক শিবরূপে আবির্ভাব ব্যাপারটাও উপেক্ষার বস্তু নয়। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের মূল পঞ্চরাত্র আগম প্রভৃতিতে রহিয়াছে, কিন্তু ভাগবতধর্ম্মে, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির বৈষ্ণবতত্ত্বে, এবং শেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদি অশেষ বৈচিত্র্যের ভিতরে তার বিকাশ ও পরিণতি বিশেষভাবে আলোচনা যোগ্য। (R. G. Bhandarkar's "Vaishnavism, Shaivism and other minor Religious sects" গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য); আমরা পরে এসম্বন্ধে আলোচনা করিব। Comparative Mythology প্রভৃতি শাস্ত্র বর্ত্তমান অনেক বিশ্বাসাদিরই মূল বহুদূর পিছাইয়া লইয়া গিয়াছেন। যেমন ৪,০০০ বছর আগে ব্রিটনে ড্রুইড্‌রা সেমেটিক প্রভাবে আসিয়াছিলেন, এবং সেই ড্রুইড্‌দের প্রভাব অনেক ঐতিহ্য ও পুরাকথা এখনও অঙ্গে জাহির করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের ইহা ভাবিলে চলিবে না যে, পোষাকের খোদ মালিকেরাই খাসা আলমারিজাত হইয়া বাস করিতেছেন। অবশ্য পোষাকের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের রুচি, এমন কি প্রকৃতিও, কিছু না কিছু ধরা ছোঁয়া দিয়াছে; আমরা যাহা কিছু স্পর্শ করি, তাহারই উপর আমাদের প্রকৃতির ছাপ কিছু না কিছু লাগাইয়া দিই—একথা এই অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের যুগেও নির্ভয়ে কহা যাইতে পারে।

শুধু ঘটনাই ইতিহাসের অবলম্ব্য নহে, ত্রিবিধ ন্যূনতা।

১। অসম্যগ্ দৃষ্টি।

প্রধানতঃ তিন করেণে শুধু ঘটনা অবলম্বন করিয়া সত্য ইতিহাস লেখা যায় না। প্রথমতঃ, বিশেষ সাবধান হইয়া সমীক্ষা করিলেও ঘটনাপুঞ্জের সবখানি, এমনকি আসলটাই, আমরা না জানিতে পারি। বিশেষতঃ, ঘটনাপুঞ্জ যেখানে বর্ত্তমান নহে, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি এমনই জটিল (লক্ষণে ও নিদানে), যে অনেক সময়ই দেখা যায়, কোনও একটা বড় ঘটনার বিবৃতি ও ব্যাখ্যা দিতে গিয়া একজন যাহা বলিলেন, আর একজন ঠিক তাহা বলিলেন না, এমন কি, হয়ত' কতকটা বিরুদ্ধই বলিলেন (১)। সাত কাণার হাতী দেখার মত, তাঁরা ঘটনাটির বিভিন্ন অঙ্গে হাত বুলাইয়াছেন মাত্র। একজন যে দিক্ (angle) হইতে দেখিয়াছেন, অপরে ঠিক সে দিক্ দিয়া দেখেন নাই। হয়ত একদিক্ দিয়া দেখিয়াও, একজনে যে সব প্রত্যঙ্গে (features এ) মনোযোগ করিয়াছেন, অপরে ঠিক সেই সব জায়গাতেই তেমন খেয়াল করেন নাই। আমাদের রোজকার রোজ জীবনেও, ছোটখাটো দেখা শোনায় আমাদের সাক্ষ্য গরমিল হইতে দেখা যায়। ভারতে বৌদ্ধযুগ অথবা ফরাসিবিপ্লব—এই রকম একটা প্রকাণ্ড, জটিল ঘটনা-পরম্পরার বেলায় (বিশেষ, যেখানে ঘটনাস্থলে আমরা স্বয়ং হাজির থাকিতে পারি না), সেখানে গরমিল না হওয়াই আশ্চর্য্য (২)। অভিজ্ঞ বিচারক হয়ত অনেকের সাক্ষ্য মিলাইয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত জাব্দা—তাহাতে একান্ত নির্ভর করা যায় না।

১, ২। যেমন ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল (২২ সূক্তে) বিষ্ণুর ত্রিপাদবিক্ষেপের কথা আছে; সায়ণাচার্য্য বামনাবতার পক্ষে ব্যাখ্যা দিয়াছেন; পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন—বিষ্ণু = আদিত্য বা সূর্য্য; সুতরাং, বিষ্ণুর ত্রিপাদক্ষেপ = উদয়, মধ্যাহ্নস্থিতি এবং অস্তগমন (অবশ্য, এ ব্যাখ্যা প্রাচীনেরাও যে না দিয়াছেন, এমন নয়; কিন্তু, ঐটাই এক মানে—ঋষির মনে ঐটাই ছিল, আর কিছু না—এমন জবরদস্তির কল্পনা প্রাচীনেরা করেন নাই; বাহিরের স্থূল ঘটনাকে "প্রতীক" ভাবে লইয়া তত্ত্বচিন্তা করার দস্তুর তাঁদের ভালমতেই জানা ছিল)। আবার ঋগ্বেদে "নৃতম" প্রভৃতি "নৃ" ধাতু ঘটিত বিশেষণ বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি সম্বন্ধে রহিয়াছে দেখিয়া অনেকে ধরিয়াছেন—বিষ্ণু প্রবাসী আর্য্যদিগের একজন পুরাতন "নেতা"—কাজেই মানুষ, পরে ঋভুদের মত, দেবতার

২। সংস্কার-বাধ্যতা।

৩। পক্ষপাত। সংগৃহীত "তথ্য"ও সর্ব্বথা বিশ্বাস্য নহে।

ঘটনার অবিশ্বাসিনী হওয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, যতখানি উদার অপক্ষপাত লইয়া ঘটনার জটলা আমাদের ঘাঁটিতে যাওয়া উচিত, ততখানি অপক্ষপাত আনিয়া ফেলা সব সময় সম্ভবপর হয় না। স্বাভাবিক রাগদ্বেষ ত' আছেই, তার উপরে আবার বদ্ধমূল সংস্কারের বেমালুম শাসন ও প্রিয় থিওরির সোহাগের অত্যাচার। সংস্কারের ঠুলির চারিভিতে দেখার সাধ্য সাধারণতঃ আমাদের নাই; থিওরির ফরমাইস মতন আমাদের চলিতে হইবে। "বেদ চাষার গান"—এই থিওরি স্কন্ধে চাপিয়া থাকিলে, আমরা বেদের সৈকত-ভূমিতে পাথর নুড়ি কুড়াইতেই আজীবন ব্যস্ত রহিব; দেখিব না, জানিব না যে, সে রত্নাকরের অগাধজলে কত গভীর, কত অপূর্ব্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের হীরা জহরৎএর খনি থরে থরে সাজান রহিয়াছে। চাষার গানেরই সমজদার রহিয়া গিয়া, আমাদের প্রাচীন পুণ্য তপোবনের অপূর্ব্বগৌরবমণ্ডিত, ভাব, ভাষা ও ছন্দে অতুলনীয় সামগান শুনিয়া তারিফ করিবার কাণটাই আমরা খোয়াইয়া বসিয়া আছি। আরও এক কারণে ঘটনা বা তথ্য সামনে পাইয়া, তাহার উপর, ভিতরকার ভাব (purpose) ও নিগূঢ় অর্থ (meaning) সম্বন্ধে অনুমান গড়িয়া তোলা চলে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তথ্যের উপকরণ,—যাহা আমরা সচরাচর হাতে পাইয়া থাকি, তাহা যথেষ্ট (sufficient) নহে, সম্ভবতঃ পক্ষপাতাদি-দোষ-লেশ-শূন্য নহে। ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় যাহাকে malobservation (দুষ্টদর্শন) এবং যাহাকে non-observation (অদর্শন) বলে, সেই দ্বিবিধ ত্রুটিই আমাদের সংগৃহীত তথ্যের মালমসলায়

সম্মান পাইয়াছিলেন (ব্যাবিলনে Nebo একজন আদি ঋষি বা "প্রফেট", কিন্তু বেল মেরোডাকের সঙ্গে বা পাশে ইনিও দেবতা হইয়াছিলেন)। এমন মানুষকে দেবতা বানান নাকি সকল দেশেই হইয়াছিল। সম্ভবতঃ হইয়াছিল; কিন্তু তাতে এটা সপ্রমাণ হয় না যে, প্রাচীনদের দেবতত্ত্বের কল্পনা বা ধ্যানের কাঠামো ঐ এক রকমেরই ছিল। Prof. Hugo Winskler Hittite রাজধানী Boghazköi তে (১৯০৭ অব্দে) cuneiform tablet এ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনৌ = (না সত্য) এই সব বৈদিক দেবতাদের নাম পাইয়াছিলেন। তা হইলে খৃঃ পূঃ ১৪০০—১৫০০ তেও এঁরা দেবতা, মানুষ নহেন। Oldenburg, Keith, Sayce এবং Kennedy এ লইয়া বিচার করিয়াছেন (in J. R. A. S. 1909—pp. 1094—1119), এ সকল এক একটা বড বড় ঘটনা; এ সবের ব্যাখ্যায় এবং আন্দাজে পণ্ডিতদের সব বিস্তর মতভেদ। তার মধ্যে কতকটা স্বাভাবিক; আর কতকটা হয়ত বিরুদ্ধ সংস্কার ও পক্ষপাত-জন্য।

বিদ্যমান থাকা সম্ভব। এ ছাড়া, আবার এমনও হইতে পারে যে, যেটাকে সত্যের সন্দেশবাহী তথ্য বলিয়া আমরা আদর করিতেছি, সেটা হয়ত সত্যের দিক্ দিয়াও ঘেঁসে নাই; হয়ত সেটা একটা ছদ্মবেশ, একটা মরীচিকা; আমাদিগকে ভিতরে ভাবের ঘরে মর্ম্মপুরীতে লইয়া না গিয়া বাহিরে ঘুরাইয়া বিভ্রান্ত ও অবসন্ন করিয়া দিতেছে। আমাদের দেশের এবং ঈজিপ্ট-ব্যাবিলন প্রভৃতি অপরাপর দেশের প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনেক "অঙ্গ" হয়ত "তথ্য" হিসাবে সাহেব পণ্ডিতদের কাছ হইতে বিবৃতি যাহা পাইয়াছে তাহাতে মোটামুটি কাহারও আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু গোল বাধিয়াছে তখনই যখন তাঁরা তথ্যের পিছনে "তত্ত্ব"টিকে, অনুষ্ঠানের মূলে ভাবটিকে আবিষ্কার করিতে গিয়াছেন (১)। তথ্যটিই এমন যে, তাহা গবেষণাটবীর মাঝখানে তত্ত্বের পথে অভিসারিকা তাঁহাদের মনীষাকে, ফাঁকি দিয়া পথ ভুলাইয়াছে। তত্ত্বের সন্ধান না পাইয়া পণ্ডিতেরা অনেক ক্ষেত্রেই এসকল অনুষ্ঠানকে এনিমিজ্‌ম্, স্যামানিজিম্, টটেমিজম্, ম্যাজিক, সর্‌সারির কোঠাতেই ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। একথা স্থির যে, প্রাচীনেরা অনেক তথ্য প্রহেলিকার আকারে, রূপকপ্রতীকের আকারে সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন; অনেক সময় যেটি বলিতে চান তার উল্টাটিই যেন বলিতেছেন; যেন সঙ্কেতাভিজ্ঞ ছাড়া আর কেহ সহসা তাঁহাদের ভাব ধরিতে না পারে। শুধু বলাতে নয়, করাতেও তাঁরা যেন ভিতরের কোনো কোনো ভাবকে বা তত্ত্বকে গুপ্ত ধনের মতন গোপনই করিতে

প্রহেলিকা ও রূপকের ছদ্মবেশে তথ্য।

১। নবীন বর্ত্তমান কিছু কিছু ভুল সারিয়া লইতেছেন। আগে লিঙ্গপূজা বা ফ্যালিক সম্বন্ধে "অবুঝ" (un-understanding) এবং অসহিষ্ণু ধারণাই বাহাল ছিল। এখন, তলাইয়া বুঝার দিকে হাওয়া ফিরিয়াছে। British Encyclopedia Christianity সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লিখিতেছেন :—"All Paganism is at heart a worship of nature in some form or other, and in all Pagan religions the deepest and the most awe-inspiring attribute of nature was the power of reproduction. The mystery of birth and becoming was the deepest mystery of nature; it lay at the root of all thoughtful Paganism and appeared in various forms... To ancient Pagan thinkers, as well as to modern men of science, the key to the hidden secret of the origin and preservation of the universe lay in the mystery of sex. Two energies or agents, one an active generative (male), the other a feminine passive or susceptible one, were everywhere thought to combine for creative purpose, and heaven and earth, the sun and moon, day and night, were believed to co-operate to the production of being. Upon some such basis rested almost all the polytheistic worship of the old civilization..." ইত্যাদি—সবটাই পড়িয়া দেখা উচিত।

চাহিতেন (১)। কেন চাহিতেন তার কৈফিয়ৎ পরে পাইব। তত্ত্ববিদ্যা তাঁদের কাছে "রহস্য" ছিল, "গোপ্য" ছিল—হাটে বাজারে সওদা করার মাল ছিল না। কৌলোপনিষৎ বলিতেছেন—"আত্মরহস্যং ন বদেৎ। শিষ্যায় বদেৎ"। অন্যত্র—"প্রাকট্যং ন কুর্য্যাৎ"। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক টীকাকার ভাস্কর রায় এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"প্রাকট্যাপত্তের্মিত্রায়াপি ন বদেদিত্যর্থঃ। অতএব 'কর্ণাৎ কর্ণোপদেশেন সম্প্রাপ্তমবনীতলমিতি স্মৃতিঃ"। গুরুমুখ হইতে শিষ্যের কর্ণে এই তত্ত্বকথা প্রবেশ করিত। সাধকের পক্ষেও অন্তঃস্থিত ভাবটি গোপন রাখিবারই হুকুম ছিল। কৌলোপনিষৎ পুনশ্চ বলিতেছেন—"অন্তঃ শাক্তঃ। বহিঃ শৈবঃ। লোকে বৈষ্ণবঃ। অয়মেবাচারঃ।" শেষে সূত্রটির উপর ভাস্কর রায় লিখিতেছেন—"সন্ত্যেন্যেঽপি কৌলিকানামাচাস্তন্ত্রেষু বিহিতাস্তেষাং সর্ব্বেষাং মধ্যে প্রাকট্যাভাবরূপাচার এবাতীব মুখ্য ইত্যর্থঃ।" তন্ত্রে কৌলিকের অনেক আচারের কথাই আছে বটে, কিন্তু সেই সকল আচারের মধ্যে "প্রাকট্যাভাবরূপ", অর্থাৎ, নিজের ভাবটি গোপন করারূপ, আচারটি অতীব মুখ্য। এখন প্রকট্যের যুগ পড়িয়াছে; যে যাহা লিখিতেছে তাই ছাপাইয়া বাজারে ছাড়িতেছে; যাঁরা আবার "কেষ্ট বিষ্ণু"র মধ্যে, তাঁদের লেখা কেন, মুখের কথাটিও রেডিও সাহায্যে সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া ভূমণ্ডলময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রাচীনদের এটা দস্তুর ছিল না। তাঁরা বিদ্যা কোথায় গোপন করিলে শ্রেয়স্করী এবং কোথায় প্রকাশ করিলে ভয়ঙ্করী হইয়া থাকে, তাহা বিলক্ষণই বুঝিতেন। প্রাচীনদের ধারণায় একটা খুব বড় কথা এই—বিদ্যা মজুদ রহিয়াছে ত সব (২)। খাঁটী তত্ত্বকথা জগতে নূতন করিয়া আবিষ্কার করার কিছুই নাই। কোন্ যুগে কাহাদের কোন্‌টী গোপন থাকিবে, কোন্‌টি বা কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইবে—সে বিষয়ে একটা নৈসর্গিক

বর্ত্তমান—প্রাকট্য ও প্রচারের যুগ।

প্রাচীনদের দৃষ্টিতে তত্ত্ববিদ্যা সনাতনী; ক্বচিৎ ব্যক্তা ক্বচিৎ গুপ্তা।

১। সর্প, মীন, বরাহ, মীনমানব ইত্যাদি বহু প্রত্নচিত্রই এক একটা "ideograph"—সাঙ্কেতিক ভাষা বা ভাবরহস্য প্রকাশের "shorthand".

২। ভারতবর্ষী আর্য্যেরা বিদ্যা = বেদ মনে করিয়াছেন। এ বেদ = পরমেশ্বরের বা প্রজাপতির জ্ঞান (এখন যাহা "বেদ" নামে চলিতেছে, তা যে খণ্ডিত, লুপ্তবহুশাখ, তার প্রমাণ শাস্ত্রেই আছে (আমরা উপযুক্ত অবসরে তার আলোচনা করিব)। এখন, বেদ ও প্রজাপতি "সৃষ্টি" করেন নাই—"দুদোহ"—দোহন করিয়াছিলেন। শ্রৌতপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মনুসংহিতা বলিতেছেন—"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্। দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃ সাম

‘যুগ বিশেষের অধিকার’

ব্যবস্থা রহিয়াছে (১)। যুগপ্রবর্ত্তকেরা সে ব্যবস্থা মানিয়া চলেন। যুগ-বিশেষের যতটুকু অধিকার বা যোগ্যতা, ততটুকুই তার আদায়। অন্যায় আদায় করিতে যাইলে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। এইজন্য সকল সময়, সকল দেশে অথবা সকল পাত্রে সব রহস্য ভাঙ্গা চলে না, অথবা স্বাভাবিক নিয়মেই নিজেকে ভাঙ্গিতে দেয় না। এটা খুব প্রয়োজনীয় কথা। পরে, ইহার ভিত্তি আমাদের পরথ করিয়া দেখিতে হইবে।

উক্ত সব কারণে ইতিহাস ঘটনাবলীর সমুচ্চয় নহে।

প্রধানতঃ এই তিন কারণে, শুধু ঘটনা সাজাইয়া ইতিহাস লেখা চলে না। জটিল ঘটনাপুঞ্জের এক অংশেই হয়ত আমরা হাত বুলাইয়াছি; আমাদের মগজের থিওরিগুলা হয়ত সেই অংশটুকু সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটিকেও যথার্থ হইতে দেয় নাই; হয়ত আবার সেই অংশটুকু, গোটা তথ্য অথবা তন্নিহিত তত্ত্বটি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে উল্টা ধারণাই জন্মাইয়া দিয়াছে। এ অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটির সম্ভাবনা হলের “বৈজ্ঞানিক পুরাণকারেরা” যে অদৌ দেখিতে চান না এমন নহে। অনেকের জবানবন্দী বা এজেহার মিলাইয়া দেখার (comparing notes) একটা প্রথাও বড় বড় পরিষৎ বা সোসাইটি গুলির অজ্ঞাত নহে। কিন্তু বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষাফলটি অনেককে “চাকিয়া” দেখাইবার পর তাদের “রায়ের” (verdict এর) যেমনধারা একটা গড় কষিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে, তেমন ধারা গড় কষিয়া লওয়া ইতিহাসের জটিল ব্যাপারের বেলায় সম্ভবপর হয় না। কুরুক্ষেত্র সমর কবে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে নানা

লক্ষণম্ ॥—(১।২৩)। এর মূল সংহিতা-ব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদে আছে। কুল্লুকভট্ট টীকা
করিতেছেন—“সনাতনং নিত্যং। বেদাপৌরুষেয়ত্বপক্ষ এব মনোরভিমতঃ। পূর্ব্বকল্পে যে
বেদ স্ত এব পরমাত্মমূর্ত্তেব্র হ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞস্থ স্মৃত্যারূঢ়াঃ। তানেব কল্যাদৌ অগ্নি বায়ুবরিভ্য
আচকর্ষ।” মনুসংহিতা (১।৮১)য় কৃতযুগে “ধর্ম্মচতুষ্পাৎ সকল” কথিত হইয়াছে; সে ধর্ম্ম
কেবল ক্রিয়াত্মক বুঝিলে চলিবে না—ভাবাত্মকও বটে; অর্থাৎ, কৃত বা সত্যযুগে ধর্ম্মের সঙ্গে
সঙ্গে বিদ্যাও পূর্ণা বা সফলা; অন্যযুগে ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যারও পাদহানি হইয়া থাকে।
পুরাণকারেরা এই তত্ত্বটি আরও খোলসা করিয়া বলিয়াছেন। প্রলয়ে মীন, কূর্ম্ম; বরাহরূপে
ভগবান্ নিখিল শব্দার্থপ্রত্যয়স্বরূপ বেদকে ধারণ এবং উদ্ধার করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত
পুরাণ (অষ্টম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, ২৯) বলিতেছেন—“দেবা বৈধৃতয়ো নাম বিধৃতেস্ত নয়া নৃপ।
নষ্টাঃ কালেন যৈর্বেদা বিধৃতাঃ স্বেন তেজসা।” বিদ্যার বিলীনতার কালেও বৈধৃতি নামক
দেবেরা বিদ্যাকে ধারণ ও রক্ষা করিয়া থাকেন। পুরাণের মন্বন্তরের ধারণা সৃষ্টির এক একটা
“অধিকার বিশেষের” ধারণা; সে অধিকারে সৃষ্টির, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ইতিহাসের ধারাটি একটা
সাধারণ লক্ষণ বিশিষ্ট (of a common character) হইয়া থাকে। এক এক অধিকারের
বিদ্যা এবং কর্ম্ম উপযুক্তভাবে বিস্তারের জন্য কতকগুলি নিয়ামক শক্তি আছেন; তাঁরা “সপ্তর্ষি”;
প্রত্যেক মন্বন্তরে আলাদা আলাদা—বিষ্ণুপুরাণ (৩।১.৬—৪৭ শ্লোক) দ্রষ্টব্য।

গড়কষিয়া' ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করা সুসাধ্য নহে।

“বৈজ্ঞানিক”-প্রত্নতত্ত্বের প্রয়োজন।

“খোসা” ও “শাঁসের” নমুনা।

পশ্চিমে মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোলব্রুক সাহেবের মতে খৃঃপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ হইয়াছিল ; উইলসন সাহেব ও এলফিনষ্টোন—তথাস্তু ; উইলফোর্ড সাহেব বলেন—১৩৭০ খৃঃ পূঃ অব্দে, বুকাননের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ; প্রাট্, দ্বাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে ; ইত্যাদি ইত্যাদি (১)। এখন এই সকল গণনার গড় কষিয়া কি আমাদের কুরুক্ষেত্রের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের উপায় দেখিতে হইবে ? কেবল, অনুমান বা সিদ্ধান্ত বলিয়া নহে, তথ্য বা facts সম্বন্ধেও গড় কষিয়া ঐতিহাসিক পাকা সত্যটিকে বাহির করিয়া লওয়ার উপায় নাই। তবে কি এজাতীয় প্রত্নতত্ত্বের কোনও দাম নাই ? আছে। ওপরের খোসা লইয়াই বেশীরভাগ প্রত্নতাত্ত্বিকের কারবার সন্দেহ নাই; কিন্তু খোসাটাও ফেলিবার সামগ্রী নহে। খোসার ভিতরেই শাঁস থাকে, এবং সব সময়ে না হউক কোনো কেনো সময়, পূরাপূরিভাবে না হউক আংশিক ভাবেও, খোসা দেখিয়া ভিতরের শাঁসের অবস্থাটা আন্দাজ করা চলে। তবে জিনিষ অনেক সময় বর্ণচোরা হইয়া থাকে ; “অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর” হইয়া থাকে। সেখানে খোসাতেই এই লাগিয়া মজগুল হইয়া থাকা চলে না। খোসা ও শাঁসের কথায় আমাদের ভাল করিয়া খেয়াল রাখিতে হইবে। “তথ্য” বা “ঘটনা” কথাটা একটা মোটা কথা। বৃহদারণ্যক বা ছান্দোগ্য

১। অনেকে জ্যোতিষের প্রমাণ দ্বারা কালনির্ণয়ের চেষ্টা করয়াছেন। প্রমাণের উপকরণ, (data) সম্পূর্ণ হইলে, সে প্রমাণ অকাট্য বটে। কিন্তু দেখা দরকার—(১) প্রমাণের উপকরণ যথেষ্ট কিনা এবং নিশ্চিত কিনা, এবং (২) সে প্রমাণের দৌড় কতদূর, অর্থাৎ, সে প্রমাণে ঠিক্ কি প্রমাণিত হইতেছে। প্রাচীনেরা (মিশরে, ব্যাবিলনে, গ্রীসে, চীনে, এমন কি ইংলণ্ডেও) মন্দির, যজ্ঞবেদিকা, স্তূপ ইত্যাদি নির্ম্মাণে জ্যোতিষকে আশ্রয় করিতেন (Sir Norman Lockyer—“Dawn of Astronomy,” “British Stonehenge” etc ; Mr. Penroseএর গ্রীক্মন্দির সম্বন্ধে ঐ রকমের গবেষণা ; ইত্যাদি—এক্ষেত্রে অভিনব আলোকরেখা পাত করিয়াছে।) সুতরাং, তাঁরা সে সময়ে নক্ষত্রাদির সংস্থান এবং সূর্য্যের উদয়াস্তের স্থান (position) যে রেখায় (orientationএ) লক্ষ্য করিতেন, তার পরিচয় আমরা ঐ সব বেদিকাদি প্রাচীন নিদর্শনের গঠনের (planএর) মধ্যেই পাইতে পারি ; কাজেই গণিয়া বলিয়া দিতে পারি, অমুক সময়ে ঐ বেদি বা মন্দির নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইয়াছিল। অনেক প্রাচীন মন্দিরাদির কালনির্ণয় এভাবে করা সম্ভবপর হইয়াছে। লকিয়ার প্রমুখ অভিজ্ঞেরা এ থিওরিকে “Orientation theory” বলিয়াছেন। এ থিওরি লইয়া গণিয়া যে তারিখ পাইলাম, প্রমাণান্তর দ্বারা যদি সেটা দৃঢ়ীকৃত হয়, তবে আন্দাজ পাকা মনে করার হেতু দাঁড়ায়। যেমন, ঈজিপ্টে ঐ থিওরি লইয়া ঠিক করা গেল যে Denderahর মন্দির Great Bearএর মুখ্য তারার উদয়টি দেখার নিমিত্ত ৪,৯৫০

উপনিষদে ঋষিরা কি ভাবে, কিরূপ চিন্তার মধ্য দিয়া, বায়ু, আকাশ, প্রাণ প্রভৃতির ভিতরে অমৃতের অন্বেষণ করিতেন, তাহা আমরা দেখিতে পাই। ইহা একটা তথ্য। আবার যজুর্ব্বেদীয় শতপথ তৈত্তিরীয়, ঋগ্‌বেদীয় ঐতরেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণে একটা যজ্ঞ কি কি অনুষ্ঠান করিয়া করিতে হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাই (১)। ইহাও একটা তথ্য। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধাসিতব্যঃ।"—এ উপদেশও বৃহদারণ্যকে আছে ; আবার হোম করিতে গিয়া চমস, ইধ্ম প্রভৃতি চারিটি পাত্রই যে উড়ুম্বর দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হইবে ; দশটি গ্রাম্য ধান্য, অন্যান্য ওষধি সকল এবং যজ্ঞীয় ফল সকল যে যথাশক্তি সংগ্রহ করিয়া দধি, মধু ও ঘৃত দ্বারা সিঞ্চিত করিয়া হোমোপযোগী করিয়া লইতে হইবে ;—এ ব্যবস্থাও বৃহদারণ্যক দিতেছেন (২)। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণে কে কার "রস" বা সার তাহা চমৎকারভাবে বলিতেছেন—"এষাং বৈ ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপোঽপামোষধয় ওষধীনাং পুষ্পাণি পুষ্পাণাং ফলানি ফলাণাং পুরুষঃ পুরুষস্য রেতঃ।" তার পরবর্ত্তী অংশে সেই শ্রেষ্ঠ রসটিকে কি ভাবে রক্ষা করিতে হইবে এবং প্রজা সৃষ্টির জন্য কি ভাবে তার ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার অনুষ্ঠানগুলি মায় মন্ত্র সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এ সকলই তথ্য। সবই তথ্য হইলেও "একদরের" তথ্য নহে। কোনটায় মানবাত্মার একেবারে অন্তরঙ্গ সাধনের এবং শ্রেষ্ঠ অনুভূতির কথা; কোনটায় বহিরঙ্গ সাধন এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নতর অনুভূতির কথা। এ সকল তথ্যকেই এক পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না।

তথ্যের "শ্রেণী" বা স্তর।

তথ্যরাজিকে একটা ক্রমোন্নত ভঙ্গীতে বিন্যস্ত করিয়া লইতে হইবে।

B. C.তে নির্ম্মিত হইয়াছিল, অথবা Dracoর প্রধান তারার উদয় ৩,০০০ B. C., অথবা দুই-ই দেখার নিমিত্ত। এখন দেখা যাক্—খোদিত লিপি কি বলে? সেদেশবাসীরা রোজনামা রাখিতে ভালবাসিতেন। খোদিত লিপিতে পাইলাম—৪,০০০ খৃঃ পূঃ এর আগে Shemsu Heru কর্ত্তৃক ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল ; পরে, Pepi কর্ত্তৃক ৩,২৩৩ খৃঃ পূঃ উহার পুনর্গঠন হইয়াছিল। এখন, এই পুনর্গঠনের কালে Orientation ভিন্ন হইতে পারে ; মূল নির্ম্মাণ ও পুনর্গঠনের মাঝে দীর্ঘ ব্যবধান থাকিলে ভিন্ন হবারই কথা। কাজেই মন্দিরে দুই রকম Orientation এরই পরিচয় কিছু কিছু থাকিতে পারে। "British Stonehenge" 2nd. Ed, p. 460 footnote দ্রষ্টব্য। কিন্তু সমর্থক প্রমাণ সর্ব্বক্ষেত্রে মিলে না। এইজন্য এই প্রমাণাশ্রয়ীরাও পুরাতত্ত্বে অনেক সময় একমত নন। আমরা প্রমাণতত্ত্ব বিচারে আবার এ আলোচনা তুলিব। মন্দিরাদির গঠন নক্সা ছাড়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নক্ষত্ররাশিঘটিত প্রমাণ বচনও পুরাবিদ্যায় আছে। সে সকল লইয়াও সাবধানে বিচার করা আবশ্যক।

১। শ্রৌতাদি সূত্রগুলিতে বিশেষভাবে।

২। বৃ, উ, ৬।৩।১৩। বৃ. উ, ৬।৪।১ ; ছা, উ, ১।১।২

ঐতিহাসিক তথ্য-সমূহের 'থাক' উদাহরণ

প্রাচীনেরা কেমন করিয়া উল্কি কাটিতেন, এলুন-আলপনা দিতেন—এগুলি এক থাকের তথ্য; তাঁদের সামাজিক জীবন কেমনধারা ছিল, রাষ্ট্র কেমন ছিল, বাণিজ্য ব্যবসায় কিরূপ ছিল, বাড়ী ঘর দুয়ার কেমন ছিল—এগুলি উপরের থাকের তথ্য; তাঁদের সাহিত্য, সঙ্গীত, নীতি, ধর্ম্মবিশ্বাস কেমনধারা ফুটিয়া উঠিয়াছিল—এগুলি আরও উপরের থাকের তথ্য; তাঁরা সনাতন তত্ত্বগুলির কতখানি পরিচয় ও আস্বাদ পাইয়াছিলেন, এবং এ সম্বন্ধে তাঁদের অনুভূতিটিকে কি পরিমাণে তাঁরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের গঠনে ও পরিচালনে নিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং তার ফলে কতখানি শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সত্যভাবে তাঁরা অর্জ্জন ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন—এইটিই হইল সর্ব্বোচ্চ থাকের তথ্য। আমরা তথ্যগুলিকে সাজাইবার মোটামুটি একটা নক্সা দিলাম। উল্কি তিলক কাটা হইতে পর-মাত্মায় জীবাত্মায় আহুতি—এ সবখানি লইয়াই পূর্ণমানবের সত্যকার জীবন (২)। নিতান্ত "তুচ্ছ" হইতে পরম মহান্—এ সবেরই সত্যকার জাবনে স্থান আছে, প্রয়োজন আছে। একভাবে না একভাবে, এ সকলই মানুষের জীবনে পাশাশাশি ঘরকন্না করিয়া থাকে। হক্‌স্‌লি সাহেব উল্কি কাটিতেন কিনা, এ সংবাদ আমরা রাখি না; কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে অবশ্য গলায় নেক্‌টাই বাঁধিতেন, জুতায় ফিতা আঁটিতেন। লর্ড কেল্‌ডিন একভাবে মাথার চুল কাটিতেন; রবীন্দ্রনাথ আর একভাবে কাটেন। এ তথ্য অবশ্য নিতান্তই খোলসের তথ্য। কিন্তু দর-কারী। ভগবান্ খোসাটা বাদ দিয়া ফল রচিতে নারাজ হইয়াছেন। তবে খোসাটা

২। প্রাচীন রোমকেরা প্রাচীন গ্রীক্‌দের সহযোগে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতারও জনক ও জননী বলিলে চলে। ভাষা ও সাহিত্য, রাষ্ট্রতন্ত্র এবং ব্যবহারবিদ্যা—এসকল বিষয়ে রোমকেরা খুবই উন্নত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁদের প্রত্নধর্ম্মবিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানগুলিতে সামান্য "খুঁটিনাটি" এমন কি ম্যাজিকের "তুক্‌তাকের" অভাব ছিল না। "প্রস্তরাভিষেক" (*lapis manalis*) ইত্যাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা বৃষ্টিদেবতা (পর্জ্জন্য বা ইন্দ্র) কে তুষ্ট করিয়া বর্ষণ সৃষ্টি করিতে চাহিতেন প্রাচীন রোমকেরা। বজ্রায়ুধ দ্যুস্থান নিবাসী দেবতা (জুপিটার, জিউস ইত্যাদি নামে) প্রায় সকল ধর্ম্মেই বৃষ্টির দেবতা (ঋগ্‌বেদে "বৃষ")— Tylor, Brimitive Culture, ii. 235—7; তাঁকে তুষ্ট করার নিমিত্ত (মানুষ কৃষিজীবী হবার পর, তাঁকে তুষ্ট করার বিশেষ প্রয়োজন) নানাবিধ ম্যাজিক অনুষ্ঠান সভ্য, অসভ্য সকল দেশেই চলিয়াছিল, এবং এখনও কোনো কোনো দেশে চলিতেছে। ভারতীয়েরা এগুলির সাধারণ নাম দিয়াছেন যজ্ঞ (=Mystic Science)। এ অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে কতকগুলিকে পণ্ডিতেরা "Sympathetic magic" (Frazer, *Golden Bough*, i. ii...) বলিয়াছেন; প্রত্নাখ্যায়িকাবিদেরা (Grimm, Teutonic, Mythology; Donald Mackenzie, Mythology of Crete etc,) ইহার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। প্রত্নপ্রস্তর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখনকার দিন পর্য্যন্ত অনেক এই জাতীয় "ম্যাজিক" চলিয়া আসিতেছে। সবিশেষ বিকশিত সভ্যতার অঙ্গেও এগুলি স্থান পাইয়া আসিতেছে।

ব্যাপক দৃষ্টিতে তুচ্ছ কিছু নাই।

তার গর্ত্তে খানিকটা ফাঁকা পুরিয়া রাখুক—এটাও তাঁর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। ব্যাপক দৃষ্টিতে "তুচ্ছ" বলিয়া কিছু নাই। প্রাচীনেরা এই গোটা জীবনটাকেই ধর্ম্মসাধন বলিতেন।১ তাঁদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কেমন করিয়া টিকি বাঁধিতে হইবে, তিলক কাটিতে হইবে—ইহা হইতে স্থরু করিয়া কেমন করিয়া সত্য-জ্ঞান আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে, এ সকল বিধিই নিঃসঙ্কোচে পাশাপাশি ঠাঁই পাইয়াছে। কেননা, এ সবখানি লইয়াই একটা অখণ্ড, বিচিত্র তথ্য—the fact of life. এখনকার পণ্ডিতেরা তাঁদের অভ্যাস মত ছুরি চালাইয়া এই অখণ্ড সামগ্রীটিকে কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াছেন, এবং আপনাদের হিসাব মাফিক তাদের এক একটা দর করিয়া দিয়াছেন। উল্কি তিলক তাঁরা নিজেরা কাটেন না; যারা কাটে, তারা তাঁদের বিবেচনায় বর্ব্বর। স্থতরাং প্রাচীনদের (এবং কোনো কোনো "আধুনিকদের" উল্কি তিলকের তথ্যটিকে তাঁরা সমজদারের মত বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, বাজে জঞ্জালের মাঝে ঝাঁটাইয়া রাখিয়াছেন (১)। মানুষের নিজেকে সাজাইবার সহজ সংস্কার (decorative

বর্ত্তমানের analysis বাতিক।

১। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা খৃষ্টধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম, ইহুদীধর্ম্ম—এই রকমের কয়েকটা আদর্শ সাম্‌নে রাখিয়া "ধর্ম্ম" (রিলিজন) বুঝতে চাহিতেন। যথা,—Schleiermacher (1767—1834) "placed the essence of religion in the feeling of absolute dependence," বলা বাহুল্য, বহু ধর্ম্মমতের সাধনাভাগটিকেও এই বিবৃতির মধ্যে ফেলা যায় না। ফলকথা, ধর্ম্ম = রিলিজন নয়। "ধর্ম্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

১। এমন কি সেদিনকার অনেক পর্য্যটক (বিশেষতঃ মিশনরী) অসভ্যজাতিদিগকে "ধর্ম্মহীন"(destitude of religion) ভাবিতেন। শুধু এই কারণে যে 'they had no father in heaven and no everlasting hell (Carpentor, 'Comparative Religion,' P-24) উক্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন—These attitudes, it is now freely recognised, are not scientific. For purposes of comparision no single religion can be selected as a standard for the whole human race. Particular products may be set side by side. The asceticism of India may be compared with that of early Christianity. The ritual of sacrifice may be studied in the book of Leviticus or the Hindu Brahmanas. এইরূপ পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনার ফলে ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে (১) এমন কোন জাতি নাই (যতই বর্ব্বর হউক না কেন) যার 'ধর্ম্ম' নাই। (২) 'রিলিজন' নামটার বর্ত্তমানে অর্থসঙ্কোচ হইয়া থাকিলেও, এটা নিশ্চিত যে প্রাচীনেরা যেটাকে 'ধর্ম্ম' (ঋত বা Lawএর অনুবর্ত্তিতা) বলিতেন, সেটা নানা আকারে সভ্য অসভ্য সকল জীবনেরই সর্ব্বাবয়ব স্পর্শ করিয়াছিল এবং রহিয়াছে (বর্ত্তমান স্থসভ্য ইউরোপীয়দেরও ম্যানারস কাস্‌টমস্, এটিকেট্‌স্ এর ভিতরে সেই ঋতরূপী ধর্ম্ম এখনও রহিয়াছে)। (৩) সে ঋতচর্য্যার সবখানি কোনো জাতিতেই 'যুক্তিযুক্ত' (rational, অন্ততঃ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

instinct), এনিমিজম্ (২) টটেমিজম্, ম্যাজিক—এই সকল মুখরোচক কথায় রহিয়াছে। কত কত পুরাতন রহস্য তাদের “মরমকথা” হারাইয়া মূক বনিয়া রহিয়াছে। প্রাচীনেরা কেমন করিয়া মদ খাইতেন, কেমন সব রঙ্গীন ফুলকাটা পাত্রে মদ রাখিতেন ; কেমন কাপড় চোপড়, গহনাপাতি পরিতেন, কেমন তাদের ঘর দুয়ার ছিল, সমাজ ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসনপদ্ধতি ছিল ;—এ সকল তথ্যের অনেকগুলি অবশ্য সকল যুগেই এবং সকল দেশেই প্রয়োজনীয় তথ্য। কারণ, এইগুলিই আমাদের আটপৌরে জীবন। হালের পণ্ডিতদের অনেকে এ সব তথ্য বিস্তর সংগ্রহ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। খুব ভাল কথা। কিন্তু এদের মর্ম্ম-গ্রহণে (interpretationএ) তাঁরা কেহ কেহ দুই দফা ভুল করিয়া থাকেন।

তাঁদের দৃষ্টি (stand-point) তে সে তথ্যগুলি দেখিতে অপারগ হইয়া ইহারা তাদৃশ জীবনের সকল অংশে সঙ্গতি দেখিতে পান না ; তথ্যরাজির মধ্যে প্রচ্ছন্নপ্রাণের সম্বন্ধটি তাঁরা ধরিতে পারেন না। যে ঋষি অরূপ অক্ষর আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিতেছেন, তিনিই আবার উল্কিকাটার ব্যবস্থাও দিতেছেন ; যিনি নীতিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বলিতেছেন, যিনি জ্ঞান-যজ্ঞ পুরুষ-যজ্ঞ স্বাধ্যায়-যজ্ঞের উপদেশ দিতেছেন, তিনিই আবার, দেবগণ ও মনুষ্যগণ যাহাতে পরস্পরকে “ভাবনা” করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বৈদিক দ্রব্যযজ্ঞেরও বিধি দিতেছেন ;—এ সকল ব্যাপার হালের বহু সমালোচকদের দৃষ্টিতে বড়ই অসঙ্গত, বড়ই আজগবি ঠেকিয়াছে। এ অসঙ্গতির কৈফিয়ৎ তাঁরা সহজে দিতে চাইলেও, কৈফিয়ৎ সকল সময়ে সফল হয় নাই।

“আটপৌরে” জীবনের তথ্যের মর্ম্ম গ্রহণেও বুদ্ধির কার্পণ্য হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানের দৃষ্টিতে অতীত জীবনের অসঙ্গতি। অসঙ্গতির কৈফিয়ৎ।

প্রথম কৈফিয়ৎ এই যে, সে অনুন্নত যুগে মানুষের জ্ঞান কোন কোন বিষয়ে বেশ বিকাশপ্রাপ্ত হইলেও অনেক বিষয়ে অপরিণত ও অপরিপুষ্টই ছিল।

জ্ঞাতসারে) নয়, তার মধ্যে ম্যাজিক এখনও গা ঢাকা দিয়া রহিয়াছে ; এবং (৪) শেষকালে —Theologies may be many, but religion is one.

২। Tylor তাঁর প্রসিদ্ধ ‘Primitive Culture’ (প্রথম সংস্করণ) 1871 গ্রন্থে Animism, Animistic, Polydœmonistic প্রভৃতি পরিভাষা চালাইয়াছিলেন। সেগুলি এখনও চলিতেছে। ভারতের সেনসাস্ রিপোর্টে অনেক ধর্ম্মই এখনও এনিমিজমের কোঠায় পড়িতেছে।

মোটের উপর দার্শনিক চিন্তা (metaphysic) প্রাচীনকালে যা ছিল, তাতে কাহারও লজ্জিত হবার কারণ নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবজগৎ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা বড়ই সঙ্কীর্ণ, গোলমেলে ও ভাসাভাসা রকমের ছিল। সেখানে তারা রহস্যের কুয়াসার (mysticism) (১) ভিতর দিয়া সত্যের চেহারাখানি ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই। জড়বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, শারীরবিদ্যা—এ সকল বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে নাই। ইতিহাসে গল্প ও রূপকথা নির্ব্বিবাদে সত্যঘটনাবলির পাশেই ঘরকন্না করিতে পাইত। এই কারণে, যে ঋষি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে খুব উঁচু কথা আমাদের শুনাইয়া বিস্মিত করিলেন, তিনিই আবার পরমুহূর্ত্তে পৃথিবী, গ্রহতারকা, মেঘবিদ্যুৎ, এমন কি আমাদের নিজেদের শরীর সম্বন্ধেই নিতান্ত "খেলো" ও আজগবি কথা বলিতেছেন। যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য ধ্যান ধারণার উপদেশ দিতেছেন, তিনিই আবার "ভূতপ্রেত" তাড়াইবার জন্য "মন্তর তন্তর" জুড়িয়া দিতেছেন। সে অনুন্নত যুগে মানুষের মগজে স্বতন্ত্র কুঠারিতে এ সব পাশাপাশি বাস করিতে পাইত। এখনও, যেখানে যেখানে "অনুন্নত মধ্যযুগ'' জোর করিয়া

প্রথম কৈফিয়ৎ -- অতীতের মস্তিষ্কে আলাদা আলাদা "কুঠরী" (air tight compartment)।

১। Baron Fred Von. Hugel. 'The Mystical Elements of Religion,' vol. ll. p, 387 fll—মানুষের আত্মার ত্রিবিধ মুখ্যাশক্তি (three great forces) এবং তাদের ক্রিয়াজন্য ধর্ম্মের তিনটী ধারার কথা সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন। প্রথম—Psychic force (remembering and picturing facult) বা চিন্তাশক্তি, ইহা হইতে আমরা পাই—Historical elements of religion; দ্বিতীয়, Soul-force (judging and eva'ua- ting faculty) বা বুদ্ধিশক্তি—ইহা আমাদের দেয়, Critical Historical; Element—Synthetic Philosophical Element, Positive and Dogmatic Theology—excess, Rationalistic fanaticism), তৃতীয়—Transcendental force in soul ('প্রজ্ঞা' বা ইনটুইসন) by which we have experience of Infiuite and Abiding Spirit—the Mystical and directly operative Element in Religion. এ তিন শক্তির সামঞ্জস্য হওয়া আবশ্যক (St. Paul সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন বলিতেছেন)। উক্ত গ্রন্থের p. 391, "Pure Mysticism' এর লক্ষণ দিয়াছে = Religious Intuition and Emotion unchecked by the two other soul forces or by the alternation of external action and careful contact with human society and its needs and helps—Art and Science and the rest. গীতায় এই সামঞ্জস্য সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে; প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মেও সামঞ্জস্য ছিল (আশ্রম চতুষ্টয়, ঋণত্রয়, কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ইত্যাদির ভিতর দিয়া)। গীতায় অনেক পাশ্চিমা পণ্ডিত খৃষ্টান গস্‌পেলের 'প্রভাব' দেখিয়াছেন; কেহ কেহ 'প্রভাব' স্বীকার করেন নাই (Garbe, Indian und das christentum, (Tübingen 1914) pp. 253-258 Die Bhagavadgitā (Leipzig, 1905) pp. 58-64 দ্রষ্টব্য।

টিকিয়া আছে, সেখানে ইহারা পাশাপাশি বাস করে। পশ্চিমের ভাবুক লেখকেরা এদেশে বেড়াইতে আসিয়া এই ব্যাপারটি দেখিয়া অনেক সময় বিস্মিতও হইয়াছেন, আমোদ অনুভবও করিয়াছেন। এড্‌ওয়ার্ড কার্পেন্টার কয়েক বৎসর আগে এদেশে বেড়াইতে আসিয়া "From Adam's Peak to Elephanta" নামে একখানা বই লেখেন (১৮৯২; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯০৩)। অনেক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিমত্তার পরিচয় তিনি এই বইখানির যায়গায় যায়গায় দিয়াছেন। পরম গুরুস্বামী নামে একজন ভাল যোগীর কথা ইনি খুব ফলাও করিয়া লিখিয়াছেন। যোগীটির আকৃতি ও আচার ব্যবহার সুন্দর; তাঁর তত্ত্বকথা খুবই উচ্চ এবং খুবই গভীর। অবশ্য যে সব তত্ত্বকথা শুনিয়া ভারতবর্ষের মতন বিরাট দেশের বিচিত্র ধর্ম্ম-বিশ্বাস বা সাধন সম্বন্ধে জাব্‌দা কথা বলিবার সাহস হওয়া কাহারও উচিত নয়; সাহেব স্থানে স্থানে সে সাহস করিয়াছেন। ইষ্ট এবং ওয়েষ্টএর ধাতের পার্থক্য দেখাইতে গিয়া সাহেব লিখিতেছেন—"Thus in the East the Will constitutes the great path; but in the West the path has been more especially through Love—and probably will be." ইত্যাদি। অবশ্য ওয়েষ্ট মানে এখানে যীশুখৃষ্টে সমর্পিত-মনঃ-প্রাণ ওয়েষ্ট। সাহেব এখানে "গোটা হাতীর" অঙ্গবিশেষেই হাত বুলাইয়াছেন। তবে তিনি ভারতবর্ষের অন্তঃপ্রকৃতির যেটুকু দেখিয়াছেন, সেটুকুই বা কয়জন দেখিয়াছে? ভারতবর্ষের এই হাজার গোলামির বহর দেখিয়া আমরা অনেকেই ভাবি যে, ইচ্ছাশক্তির (Willএর) গলা টিপিয়া মারাই ভারতীয় সাধনার খাঁটি নিজস্ব বাহাদুরী (১)। সে যাহাই হউক, সাহেব "পরম গুরুর" জ্ঞান দেখিয়া যতখানি বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁর "অজ্ঞান" দেখিয়া ততোধিক বিস্মিত হইয়াছিলেন—"I am not a sticler for modern

---

১। গীতা নিষ্কামধর্ম্মের কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মত্যাগের, উদ্যম ও উৎসাহ পরিত্যাগের উপদেশ দেন নাই। ৩ অ। ২০—"কর্ম্মণৈব সংসিদ্ধিং", ৩ অধ্যায়ের ১৯।৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ৩০ শ্লোক—"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। নিরাশীর্নির্ম্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগত জ্বর ॥" ২ অ। ৩৮—"সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্সসি ॥" ২।৩—"ক্লৈব্যমাস্মগমঃ পার্থ"—কর্ম্মক্লীবের নিন্দা করিতেছেন। ২।৭ "কার্পণ্য-দোষাপহতস্বভাবঃ" বলিয়া অর্জ্জুনও নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের নির্ব্বেদটিকে কার্পণ্যদোষ বলিয়া বুঝিতেছেন। গীতার শেষ শ্লোক (১৮।৭৮)="যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতি র্ধ্রুবানীতির্মতির্ম্মম ॥" মোটেই নিবীর্য্যতার ও নৈষ্কর্ম্মের কথা নয়। ভগবদ্‌গীতায় কোষ্ঠিবিচার অবশ্য পণ্ডিতেরা করিয়াছেন। R. G. Bhandarkar ("Vaishnavism Saivism etc. Strassburg, 1918, p. 11) গীতাকে খৃঃ পূঃ অন্ততঃ ৪র্থ শতকে লইয়া গিয়াছেন। Garbe (Die Bhaghavatgītā, Leipzic, 1905, pp. 58-64) খৃঃ পূঃ ২য়

science myself, and think many of its conclusions very shaky; but I confess it gave me a queer feeling when I found a man of so subtle intelligence and varied capacity calmly asserting that the earth was the centre of the physical universe and that the sun revolved round it!" তারপর সুমেরুর কথা; লোকালোক পর্ব্বতের কথা; রাহুকেতুর কথা; ইত্যাদি ইত্যাদি। জ্ঞানের প্রবীণতা ও শৈশব কেমন ধারা বেমালুম পরস্পরের গায়ে গা দিয়া রহিয়াছে! সাহেবদের এইটিই প্রথম কৈফিয়ৎ।

দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ—পুরাতন সাহিত্যে অনেক "ভেজাল" ঢুকিয়াছে। একই সাহিত্যে তাই "জ্ঞান" ও "অজ্ঞান" মিশিয়া রহিয়াছে।

দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ এই যে, পুরাতন পুঁথিগুলি এখন যে আকারে আমাদের হাতে উপস্থিত হইয়াছে, সে আকার তাদের মৌলিক আকার নহে। সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পাঁচমিশালি জিনিস। বেদব্যাস মহাভারত রচিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান মহাভারত যে কতখানি "বেদব্যাসী" তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত (২)। বঙ্কিমবাবু তাঁর "কৃষ্ণচরিত্রে" এ প্রশ্নের বিচার করিয়াছেন, এবং বিচারের কয়েকটা মূল সূত্রও মানিয়া লইয়াছেন। বলাবাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র পশ্চিমের বিগত শতাব্দীর "যৌক্তিকতাবাদ" (Rationalism) এর প্রভাবে কতকটা অভিভূত না হইয়া পারেন নাই। সেই "Culture myth", "Solar myth" প্রভৃতির দিনে তিনি যে মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত ইত্যাদির "অতি-প্রাকৃত" ভাগগুলিকে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। এখন, পশ্চিমের বিজ্ঞান জগতে নূতন বিপ্লব উপস্থিতির ফলে, সে দেশেরই চিন্তার হাওয়া এবং বিশ্বাসের কম্পাসের কাঁটা দিক্ বদ্‌লাইয়াছে। এখন দেশের বড় বড় মাথা শ্রদ্ধার পাল' তুলিয়া তাঁদের পরীক্ষার

শতকের প্রথম ভাগে ফেলিয়াছেন। গীতা ভাগবত ধর্ম্ম এবং ভক্তিযোগ কীর্ত্তন করিয়াও কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূল একটুখানিও শিথিল হইতে দেন নাই। এ সময়ের আগেও (আমরা বিলাতী কোষ্ঠী এক্ষেত্রে মানিয়াই কথা কহিতেছি) উপনিষৎ, ব্রাহ্মণাদিতে আত্মলাভের যে মূলনীতি প্রচারিত ও অনুসৃত হইয়াছিল, তারও আসল সূত্র—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ॥"

২। Tod's "Rajsthana" p. 23—But on the fabulist of India we have no such check. If Vyāsa himself penned these legends as now existing then is the stream of knowledge corrupt from the fountain head. If such the source"......

জাহাজটিকে জীবনের পরপারে প্রেতলোকের ঘাটে পাড়ি দেওয়াইতেছেন (১)। বড় বড় নামজাদা বৈজ্ঞানিকদের সেই কঠশ্রুতির বালক নচিকেতার মত বিশ্বাস ও সাহস দেখিয়া সত্যই খুব আহ্লাদ হয়। এখন প্রাকৃত ও অতি-প্রাকৃতের মাঝখানে সেই অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর মনগড়া খানাটি ক্রমশঃ ভরাট হইতে চলিল। ম্যাজিক,সর্সারি, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস—এ সবের ব্যাখ্যায় সেই সাবেকি আনিমিজম্, টটেমিজম্, শ্যামানিজম্ প্রভৃতি থিওরি আর "হালে পানি" পাইতেছে না। নূতন তথ্য সমূহের আবিষ্কারের ফলে, এসকল থিওরি লইয়া লম্ফ ঝম্ফ কতকটা ছেলেমির সামিল হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক, বড় বড় "স্যাভাণ্ট" (মনীষী) গণ তাঁদের চিন্তা ও পরীক্ষার মানমন্দিরে দাঁড়াইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য "লোকায়ত" জগতের চক্রবালের অন্তরালে যে নূতন রশ্মিরেখাগুলি দেখিতেছেন, সে রশ্মিরেখা অবশ্য এখনও "প্রত্নতাত্ত্বিকের" গবেষণার পাতালমন্দির ভূগর্ভ-নিহিত অতীতের সমাধিকক্ষগুলিতে লব্ধপ্রবেশ হয় নাই। সেখানে "New thought"এর এখনও সাড়া পৌছায় নাই। সেই কারণে এখনও সেখানে ম্যাজিক, সরসারি, প্রক্ষিপ্তবাদ প্রভৃতি নিঃসঙ্কোচে বাস করিতেছে। বিপ্লবের ঢেউ সেখানে পৌছায় নাই। অতীত যুগকে অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর যৌক্তিকতাবাদের (যাহাকে সময়ে সময়ে Higher Criticismও বলা হইত) কষ্টিপাথরে কষিতে গিয়া আমরা তাহার মধ্যে যতখানি খাদ বাহির করিয়াছিলাম, সত্য সত্যই ততখানি খাদ তাহাতে আছে কিনা, ইহা এক্ষণে বিচার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কষ্টিপাথরখানিতেই আমরা এখন আগেকার মতন আস্থা স্থাপন করিতে নারাজ। সে সকল তথ্যকে আগে "Legend" (গল্প), "Myth" (রূপকথা) ইত্যাদি আখ্যা দিয়া ঠেলিয়া রাখা হইত, এখন আমরা ক্রমে বুঝিতেছি, সে সকল তথ্য একেবারে আষাঢ়ে গল্প না হইতেও পারে (১)।

১। Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য্যেরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রধান পুরোহিতদেরই অন্যতম।

১। একটা দরকারী দৃষ্টান্ত—প্লেটোর Timœus গ্রন্থে সমুদ্রকুক্ষিপ্রবিষ্ট এট্‌লানটিস্ ন্যমক মহাদেশের প্রত্নাখ্যায়িকা ও ঐতিহ্য রহিয়াছে। Critias নামক কোন ব্যক্তি Timœus এবং Socrates কে ঐ ঐতিহ্যের কথা বলিয়াছিলেন। Critias তাঁর প্রপিতামহ Dropidasএর কাছ হইতে এ৲ গল্প উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন। Dropidas পাইয়াছিলেন Solonএর কাছ হইতে, Solon পাইয়াছিলেন Sais এর এক Egyption পুরোহিতের কাছ হইতে, মোটামুটি ৬০০ খৃঃ পূঃ ৫। "Atlantis said this hierophant. was a great continent situated in the Atlantic Ocean, over against the Strait of Gibraltar. About 9.000 years before his time (i.e. 9600 B.C.) its people swarmed into the Medeterranean area and invaded Greece. The Athenians attacked and

গল্পের মর্ম্ম।

রূপক বা প্রতীক (Symbol) হিসাবে তাহাদের মূল্য আমরা আগেও একটু আধটু স্বীকার করিতাম, যদিও অধিকাংশ স্থলেই, উপরের গল্পের খোসাটিতে দন্তস্ফুট করিয়া ভিতরকার তত্ত্বের শাঁসটি আমরা বাহির করিতে পারিতাম না। গল্প অনেক সময়ই নিতান্ত অলীক, অসম্বদ্ধ, অর্থহীন, এমন কি, অশ্লীলতা বর্ব্বরতা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট বলিয়াই আমাদের ঠেকিয়াছে। আমাদের বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে উদাহরণের অসদ্ভাব নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে বিবৃতি বা উপাখ্যানের অপেক্ষাকৃত স্থূল ইঙ্গিতটি আমরা ধরিতে পারিলেও, সূক্ষ্মতত্ত্বের ত্রিসীমানা দিয়াও তেমন যাইতে পারি নাই। বেদে একাধিক বার পণিঃ অসুরের দ্বারা দেবতাদের সাদা সাদা গরু চুরির গল্প আছে। পাশ্চাত্য ভাষ্যকারদের দৃষ্টিতে ইহা "সৌর উপাখ্যান"—Solar myth বই, খুব জোর ফিনীসীয় বণিকজাতির সঙ্গে সংঘর্ষের উপাখ্যান বই, (১) আর বড় বেশি কিছু নয়। রাত্রির অন্ধকার সূর্য্যের আলোকপুঞ্জকে কেমন ধারা গুহার মধ্যে পুরিয়া রাখে; সূর্য্য কেমন ধারা উষা বা সরমার সাহায্যে

---

defeated them, and were saved from further invasion by the sudden disappearance beneath the sea of the land where their enemies had emerged." ঐ মহাদেশবাসীদের পাপে এবং দেবতাদের কোপে উক্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। "All that remained of Atlantis in Plato's time were vast mud-banks, which made it difficult for vessels to negotiate the passage from the Mediterranian into the Atlantic." Prof. R. F. Scharff of Dublin and M. Pierre Termier, Director of Sciencc of the Geological Chart of France প্রভৃতি পণ্ডিতেরা "দৈবযুগেই" যে একটা মহাদেশ এই স্থানে ছিল, এ মতের পরিপোষক। "The problem of Atlantis" প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা Mr. Lewis Spence তাঁর "Atlantis in America" (1925) গ্রন্থের ১৫ পৃঃ লিখিতেছেন—At first sight the account of Plato has all the appearance of a legendary tale. But a careful examination of its text furnishes data for a reasonable case in favour of its authenticity. তাঁর গ্রন্থে প্রমাণের রাশি উপন্যস্ত করা হইয়াছে। আমেরিকার Maya সভ্যতায় ঐ রকমের ঐতিহ্য ছিল। ঐতিহ্য গল্পের আকারে রহিলেও সত্যমূলক হইতে পারে—বরং তা হবার সম্ভাবনাই বেশী। আমাদের পুরাণের গল্পের সূত্র অবলম্বন করিয়া কেহ দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুরা নীলনদের উৎপত্তিস্থান এবং সমীপবর্ত্তী প্রদেশ জানিতেন; সে সমূহের নামকরণও করিয়াছিলেন। Captain Speke, "Discovery of the sources of the Nile," p 25 দ্রষ্টব্য।

১। অধ্যাপক সাইস প্রমুখ অনেকে দক্ষিণ আরবে 'Pun' 'Punite'দের প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। সাইসের অনুমান এই যে, মিশরদেশবাসীরা ঐ 'Pun'দেরই একটা প্রবাসী শাখা। Sayce, 'Races of the Old Testament," (1025), pp. 139 143 দ্রষ্টব্য। এক Phœnicians of Kaft ছাড়া 'among the nations of the world known to the Egyptians Pun alone contain a population which in outward form resembled that of Egypt.—Ibid, p. 141 Prof. Virchow দেখাইয়াছেন যে, এ

সেই গুহাবদ্ধ "গাভীগণ"কে মুক্ত করিয়া দেন; এই দৈনন্দিন নৈসর্গিক তথ্যটি হেঁয়ালির ভাষায় ঐ ঋক্‌গুলিতে বলা হইয়াছে মাত্র। যদি আবার ম্যাক্সমূলারের মত কোনও পণ্ডিত এই বৈদিক মিথের সঙ্গে গ্রীসের মহাকবি হোমরের পারিস হেলেনা উপাখ্যানটিকে মিলাইয়া দিতে পারিতেন, তবে আর আমাদের আস্ফালনের সীমা পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু এরূপ লম্ফ ঝম্ফ করার সৌভাগ্য সকল সময়ে আমাদের ঘটিত না। বেদের রাশি রাশি সূক্ত ও ঋকের মহারণ্যে আমরা কখন কখন "বনের পাখীর গান" এবং অনেক সময় কিচির মিচির শুনিতে পাইলেও, এবং অন্ধকারে সত্যের পথ খুঁজিতে খুঁজিতে ক্বচিৎ কদাচিৎ আমাদের দৃষ্টির সাম্‌নে একটু আধটু আলোকরশ্মিরেখা সম্পাত হইয়া থাকিলেও, মোটের উপরে আমরা শ্রুতিগহনে পথহারা দিশেহারা হইয়াই ছিলাম।

অন্য দেশের ঐতিহ্যেও পুরা গল্পরহস্য-গর্ভ ছিল।

কেবল আমাদের দেশ বলিয়া নয়; অন্য দেশেরও অতীতের প্রেতাত্মার ঐতিহাসিক শ্রাদ্ধ এই ভাবেই কিছু দূর গড়াইয়াছে। ব্যাবিলনের সেমেটিক্ (বঙ্কিমবাবুর ভাষায় "সীমীয়") সভ্যতা খুব পুরাতন। কিন্তু সেটাও আবার প্রাচীনতর সুমেরু আকাডের অসীমীয় (non-semitic) সভ্যতার অঙ্গেই লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত। পারস্যোপসাগরের মাথায় যেখানে ইউফ্রেটীস্ নদী আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে এরিডু (Eridu) নামে এক প্রাচীন নগর ছিল। কত প্রাচীন তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত। টাইগ্রিস ইউফ্রেটীসের মোহনায় পলিপড়ার ধরণ হইতে গণিয়া অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৪০০০ চারি হাজার বৎসর আগে ঐ নগর পারস্যোপসাগরের উপকূলবর্ত্তী ছিল। এবং অধ্যাপক সাইস্ সাহেব লিখিতেছেন—"There must have been a time when Eridu held

---

দুই জাতিই শ্বেতকায় জাতির শাখা, his red skin being merely the result of sunburn. এ ছাড়া "বান" (van) জাতিরও উল্লেখ আছে। বেদের "পণি"র সঙ্গে এই পান, ভান, ফিনিক্‌দের সম্পর্ক অনেকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈদিক আর্য্যদের মতন এরা শ্বেতকায় জাতি; যজ্ঞাদি আম্নায়ে স্বতন্ত্র 'ঋত' অনুসরণ করিয়াছিল বলিয়া, এরা দস্যু, দেবতাদের 'গরুচোর' ইত্যাদিরূপে 'আপ্যায়িত' হইয়াছিল। এরূপ ঐতিহাসিক ভিত্তি" খুঁড়িলে যায়গায় যায়গায় মিলিতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের বোধ হয় ঐ রকমের ঐতিহাসিক ঘটনা বৈদিক পণিঃ, শুষ্ম, অহি, বৃত্রাদির কথার নিতান্ত উপলক্ষ্য মাত্র; এ রকমের ঘটনার বিবৃতিতে বেদমন্ত্রগুলির "মুখ্যাবৃত্তি", এমন কি, সাধারণ গৌণীবৃত্তিও নয়। অন্য উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনে এ সমস্ত কথা কহিয়াছেন। তারপর, কোন্ জাতির মূল বাস্তু কোথায়, কে কোথা হইতে আসিয়াছে,—তা লইয়া একটা "কিনারা" করা যে কত কঠিন, তা প্রত্নতত্ত্বের ভুক্তভোগীরাই বুঝিতেছেন। British Stonehenge, Menhir, Dolmen প্রভৃতিতে semetic প্রভাব দেখিয়াছেন কেহ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

a foremost rank among the cities of Babylonia, and when it was the centre from which the ancient culture and civilization of the country made its way". পাদটীকায় লিখিতেছেন—"The decay of Eridu was probably due to the increase of the delta at the head of the Persian gulf, which made it an inland instead of a maritime city, and so destroyed its trade".(১) এখন এই Eriduএর এক প্রাচীন উপাখ্যান (সাহেবী ভাষায় "culture myth") আমাদের বলিতেছেন, কি ভাবে সমুদ্র হইতে "অৰ্দ্ধমীন অৰ্দ্ধমানব" এক দিব্যপুরুষ উপস্থিত হইয়া সমগ্র ব্যাবিলোনিয়ায় অসভ্য বৰ্ব্বর সমাজে জ্ঞানালোক ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় লিখিতেছেন—"Ancient legends affirmed that the Persian Gulf—the entrance to the deep or ocean stream—had been the mysterious spot from whence the first elements of culture and civilization had been brought to Chaldea." Bêrôsses এর ইতিহাস হইতে তিনি ঐ দিব্যপুরুষের অভ্যুত্থানের গল্পটিও আমাদের শুনাইয়াছেন। গ্রীক্‌ভাষায় ঐ দিব্যপুরুষের নাম হইয়াছে Oannes—ওয়ানেস্! তিনি পুরাতন সুমেরের জ্ঞানদেবতা Ea হইতে অভিন্ন। সে যাহা হউক, এই ক্যালডীয় মৎস্যাবতারের রহস্যের "আমিষ" গুলিই আমরা হাত বুলাইয়া সংগ্রহ করিতে পারিলাম। আমাদেরও পুরাণে ভগবান্ মৎস্যরূপী হইয়া প্রলয়পয়োধিজলে বেদ সকলকে ধারণ করিয়াছিলেন (১)। ইহার ভিতরে গভীর তত্ত্ব আছে।

কেহ (যেমন, লকিয়ারের "British Stonehenge etc. গ্রন্থে); আবার কেহ বা অনুমান
করেন, সাগরকুক্ষিগত এটলানটিস হইতে প্রবাসী জাতিরা ইউরোপে আসিয়া Cro-magnon সভ্য-
তার সৃষ্টি করিরাছিল: British Stonehenge প্রভৃতি সেই সভ্যতারই উত্তর কালীন নিদর্শন;
পরে সেই সভ্যতাই পশ্চিম হইতে ক্রমে পূৰ্ব্বে সরিয়া আসিয়া ঈজিপ্ট ব্যাবিলন লিবিয়া প্রভৃতি
অঞ্চলে পিরামিডাদি গঠন শিল্প এবং চিত্র শিল্পাদির বিস্তার করিয়া ছিল। পূৰ্ব্বপৃষ্ঠার পাদটীকায়
উদ্ধৃত Lewis spence এর গ্রন্থ হইতে এ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় কয়টী কথা আমরা পরে বলিব।

১। Hibbrt Lectures, 1887., P. 135.

১। নারদ পঞ্চরাত্র (৪।৬৭)—"মৎস্য দেবো মহাশৃঙ্গো জগদ্‌বীজবহিত্রধৃক্। লীলা-
ব্যাপ্তানিলাম্ভোধিশ্চতুৰ্ব্বেদপ্রবর্ত্তকঃ॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণ (১।৩।১৬)—"রূপং স জগৃহে
মাৎস্যং চাক্ষুবোদধিসংপ্লবে। নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্ বৈবস্বতং মনুম্॥" এখানে Deluge
এবং Noah's Arcএর তত্ত্বকথা আমরা পাইতেছি। (মৎস্য, মার্কণ্ডেয়. অগ্ন্যাদি পুরাণেও একথা
আছে; "সৃষ্টিতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।) নৌ=মহীময়ী। এখানে বেদপ্রতিনিধি=বৈবস্বত মনু।
দ্বিতীয় স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়, ১২শ শ্লোক—"বিস্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখাম্ন। আদায় তত্র বিজহার হ

বলা বাহুল্য, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রায়ই সে তত্ত্বের আবিষ্কারে তেমন যত্ন করেন নাই। গভীর তত্ত্বের ভাবনা চিন্তা সাধারণতঃ সভ্যতাবিকাশের অর্ব্বাচীন যুগেই হইয়াছে, প্রাচীন যুগে হয় নাই—এই থিওরি তাঁদের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া থাকায় তাঁদের দৃষ্টি প্রায়ই বহির্মুখী হইয়াছে। ভিতরে গল্প, ম্যাজিক, অন্ধ-বিশ্বাস ছাড়া আর বড় কিছু নাই—এই বিশ্বাসে তাঁরা প্রাচীন সভ্যতার অন্দরমহল (inner court) টি তেমন মনোযোগের সহিত খোঁজ তল্লাস করেন নাই। ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ "ত্রেধানিদধে" ঋকে (১) সায়ণাচার্য্য বিষ্ণুর বামনরূপে পাদত্রয় বিক্ষেপের কথা বলিয়া কি ঝকমারই করিয়াছেন। Vedic Grammar, Vedic Mythology প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক ম্যাকডোনেল এজাতীয় ব্যাখ্যায় অসহিষ্ণু হইয়া বলিতেছেন (২)—"Thus sanaya considers the Dwarf incarnation of Vishnu to be referred to in R. v. 1. 22. 16 ff yet Yaska (xii. 19) seems to know nothing of that incarnation, which in any case can be shewn to have been a mythological development of the post-Rigvedic period". এইরূপ ঋগ্‌বেদে (৩) রুদ্র কোনমতেই পুরাণ-

তত্ত্ব বা রহস্যে দৃষ্টিহীনতা।

বেদমার্গান্ ॥" অতএব "উরুভয়ে সলিলে" বেদমার্গের বীজগুলি গ্রহণ করিয়া ইনি মৎস্যরূপে বিহার করিয়াছিলেন। বেদ (শব্দ ব্রহ্ম) আর নিখিল অর্থ বা বাচ্য শাস্ত্রদৃষ্টিতে অভিন্ন। কাজেই, মৎস্যরূপে ইনি নিখিল অর্থের বা পদার্থের বীজ ধারণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমের "Flood" প্রত্নকথায় ঐ তত্ত্বই নিহিত। পৃথিব্যাদি লোকগুলি যে এক একটা শব্দ বীজা ("ভূঃ" প্রভৃতি) ত্মক, এ কথা শ্রুতিতে অনেক জায়গাতেই আমরা পাই। যথা, ঐতরেয় আরণ্যক (৩ আ। ২ অ ৫ খ)—"অথ খল্বিয়ং সর্ব্বস্যৈ বাচ উপনিষৎ সর্ব্বা হ্যেবেমাঃ সর্ব্বস্যৈবাচ উপনিষদ্ ·· পৃথিব্যারূপং স্পর্শা (স্পর্শ সংজ্ঞকা বর্ণাঃ) অন্তরীক্ষস্যোষ্মণো দিবঃ স্বরা অগ্নেরূপং স্পর্শাঃ বায়োরুষ্মাণ আদিত্যস্য স্বরা ঋগবেদস্য রূপং স্পর্শাঃ ..ঐতরেয়ারণ্যকের (৩ আ ২ অ) ১ম, ২য় খণ্ড গুলিও দ্রষ্টব্য। "ছন্দোময়" আত্মা, "ছন্দঃ পুরুষ" ইত্যাদি দেখিতে পাই। এ সমন্ধে সম্যক্ আলোচনা আমরা পরবর্ত্তী গ্রন্থ গুলিতে করিব।

১। ঋ. স. (১ম। ২২ সূ। ১৭, ১৮); The Sacred Books of the East, Vol. XXXII., Vedic Hymns, tr. by Max Muller. P. 133—বিষ্ণু = সূর্য্য এবং বিষ্ণু = নর—এইরূপে বিবেচিত হইয়াছেন। এতৎ সম্পর্কে বিচার আমরা অন্যত্র করিয়াছি।

২। "Principles of Vedic Translation" (Bhandarkar Commemoration Volume 1917); "Vedic Mythology", P. 41.

৩। ঋ. স. (১।১১৪।৬)—এর ভাষ্যে সায়ণ লিখিতেছেন "রুদ্রস্য চ মরুতাং পিতৃত্বমেবাম্নায়তে। পুরা কদাচিৎ ইন্দ্রো'হসুরান্ জিগায়। তদানীং দিতিরসুরমাতেন্দ্রহননসমর্থং পুত্রং কাময়মানা তপসা ভর্ত্তুঃ সকাশাদ্ গর্ভং লেভে।..."ইত্যাদি। ইন্দ্র বজ্রহস্ত হইয়া সূক্ষ্মরূপে দিতি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

কারের পার্ব্বতীবল্লভ রুদ্র হইতে পারেন না। এজাতীয় "mythological development" এর শাক দিয়া সকল সময়ে যে বেদের অর্থগৌরবের আমিষ-খণ্ডটিকে ঢাকা চলিবে না, তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

এখন এরিডুর মীনাবতারের প্রাচীন গাথা হইতে অধ্যাপক সাইস মঁসিয়ে ল্যাঁর্‌মা প্রভৃতি assyriologist গণ সাব্যস্ত করিলেন কি? "আধা মাছ আধা মানুষ"—এটা টেইলর সাহেবের মানসপুত্র এনিসিজম্ এরই বংশাবতংশ টটেমিজম্ ("টটেম্"—অথবা পশুপক্ষী সরীসৃপকে দেবতা বানাইয়া পূজা করা) বই আর কি হইবে? তবে নীললবণাম্বুরাশি হইতে তাহার অভ্যুত্থান?—ইহার মধ্যে অবশ্য একটা মস্তবড় দরকারী ঐতিহাসিক তথ্য লুকানো রহিয়াছে। প্রাচীন ক্যালডীয় সভ্যতা অর্ণব পথে দূরদেশ হইতে আসিয়াছিল। একদিকে ঈজিপ্ট ও সিনাই-উপত্যকা—অন্যদিকে ভারতবর্ষ —এই দুই দেশের সঙ্গে স্মরণাতীত কাল হইতেই ক্যালডীয়ার ব্যবসাবাণিজ্য চলিত (১)। তাহার অন্তরূপ পাকা নিদর্শনও আছে। তন্মধ্যে একটা এই—ভারতের "সিন্ধু" নামক বস্ত্র ও সব দেশে আমদানী হইত; গ্রীক্, হিব্রু, ব্যাবিলোনীয় ভাষায় "সিন্ধু" কথাটা সামান্য রূপান্তরিত হইয়া রহিয়া গিয়াছিল; পারস্যের মধ্য দিয়া স্থলপথে সিন্ধু শব্দটি, শব্দের অভিধেয় পদার্থের সাথে যাত্রা করিলে "স" "হ" হইয়া যাইত; কিন্তু তাহা হয় নাই। অতএব সরাসরি কালাপানি পার হইয়াই গিয়াছিল। পক্ষান্তরে, স্বর্গীয় লোকমান্য তিলকের অনুমান এই যে, ঋগ্‌বেদের

গল্পে
ইতিহাস।

গর্ভে প্রবেশ করিয়া গর্ভ প্রথমে সপ্তধা, তার প্রতি খণ্ডকে আবার সপ্তখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। ঐ খণ্ডিত গর্ভস্থ শিশুগুলি রোদন করিয়াছিল। তখন পার্ব্বতী পরমেশ্বর তাদের দেখিতে পান। মহেশ্বর তাহাদিগকে সমানরূপাঃ, সমান বয়সঃ, সমানালঙ্কারাঃ পুত্ররূপে সৃষ্টি করিয়া গৌরীকে পালিতে দেন। "অতঃ সর্ব্বেষু মারুতেষু সূক্তেষু মরুতো রুদ্রপুত্রা ইতি স্তূয়ন্তে।" ম্যাকডোনেল প্রভৃতির মতে এ নিদান সত্য নয়। Cp. Muir, "Sanskrit Texts" iv, 57 and 257 R. G. Bhandarkar ("Vaishnavism, Shaivism etc." গ্রন্থে) শিবঠাকুরের ঠিকুজী দিয়াছেন। "Myth" গুলির পূর্ব্বাপরভাবে ঐ রকমের সাজানো যে নিরাপদ নয়, তা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। অনেক স্থলেই গল্পের "তত্ত্ব" এবং মূল "আকৃতিটা" খুবই পুরাতন; তবে, একটা যুগে যে ভাষায় (Shorthand এ) যে তত্ত্ব ও আকৃতির বিবৃতি দেওয়া হয়, অন্যযুগে সে ভাষায় না হইয়া অন্যভাষায় হইতে পারে। যেমন, একই আখ্যায়িকাতত্ত্ব বিভিন্নভাষায় ও ভঙ্গিমায় ভারতবর্ষে, গ্রীসে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় চলিতে পারে, তেমনি একই দেশে, বিভিন্ন সময়ে একই কথা অন্য ভাষায় ও রকমে বলা হইতে পারে। এইভাবে, বেদের ভাষা আর পুরাণের ভাষা ভিন্ন অথচ হয়ত তাদের খুব মিল রহিয়াছে।

১। "India and the Western World", Rawlinson, Chapter I দ্রষ্টব্য।

“মনা” শব্দটি ভারতীয় আর্য্যেরা ক্যাল্ডীয়দের কাছ হইতে কর্জ্জ করিয়াছিলেন (২)। শব্দটি ফিনিসীয়, গ্রীক্ লাটিনে সামান্য একটু চেহারা বদলাইয়া বিদ্যমান ছিল দেখা যায়।

ব্যাবিলোনীয়ার মীনাবতারের উপাখ্যান হইতে এইটুকু ঐতিহাসিক তথ্য নিংড়াইয়া বাহির করিয়া পণ্ডিতেরা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কোথায় কবে কি হইয়াছিল, কে কার আগে, কে কার পিছে, কে উত্তমর্ণ কে অধমর্ণ—এই সব লইয়া বাদানুবাদই যেন ইতিহাস। প্রাচীন সভ্যতা ও সাধনার প্রাণটি সেই রূপকথার রাজকন্যার মত পালঙ্কে মরার মতন এলাইয়া পড়িয়া আছে; শয্যাপার্শ্বে মরণকাঠি ও জীওনকাঠি দুই-ই পড়িয়া আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু পণ্ডিতেরা, কার অভিসম্পাতে বলিতে পারি না, জীবন কাঠিটা অনেক সময় খুঁজিয়া না পাইয়া, মরণকাঠির সাহায্যেই রাজকন্যার সাজপোষাক, আসবাব পত্র—এ সবের মাপ লইয়া এক অফুরন্ত, অসামাল, ভয়াবহ ক্যাটালগ তৈয়ারি করিয়া যাইতেছেন।

প্রোফেসর বার্নার্ড বোসাঁকে (Bernard Bosanquet) তাঁর “Social and International Ideas” (1917) নামক গ্রন্থে “Atomism in History” নামক তাঁর দেওয়া বক্তৃতাটি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বক্তৃতাটি উপাদেয়। আমরা যাকে “ক্যাটালগ” তৈয়ারি করা বলিতেছি, তিনি সেইটাকে “method of slips” বলিয়াছেন। Anatole France ঐ পদ্ধতির (অবশ্য অপব্যবহারের) “শ্রাদ্ধ” করিয়াছেন। বোসাঁকে “Agathon” (১) এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ফরাসী Faculty of Letters (Sorbonne)র অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছেন:—“Every research begins with a collection of slips, and they esteem you at the Sorbonne according to the number of your slips. He is a great savant, worthy

---

২। “Max Muller, India what can it teach us ?”—(1883), pp.125-126, ঋগ্‌বেদের (৮।৭৮।২) “মনা” শব্দটিকে “ধার” করা মনে করেন নাই। তিলক “Orion” গ্রন্থে ঋগ্‌বেদকে অন্ততঃ ৪,৫০০ খৃঃ পূঃ লইয়া গিয়া ক্যালডীয় এবং ঋগ্‌বেদীয় সভ্যতার সমসাময়িকতা এবং আদান প্রদান স্বীকার করিয়াছেন; “সিন্ধু” শব্দটী (কার্পাস বস্ত্র) ক্যালডীয়েরা ভারত হইতে এবং “মনা” শব্দটি ভারতীয়েরা ক্যালডীয়দের কাছে পাইয়াছিলেন। Bhandarker Com. Vol. 1. pp, 30-31.

১। *L'esprit de la nouvelle Sorbonne* গ্রন্থের *nom de plume* (বেনামা) লেখক L' opinion পত্রিকায় July হইতে December পর্য্যন্ত (1910) ধারাবাহিক ভাবে উক্ত-গ্রন্থের নিবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।

of your respect, who has before him thousands of these coloured bits of pasteboard, the infinitesimal dust of knowledge." এই টুক্‌রা করিয়া দেখার পদ্ধতির (১) অতি প্রকোপে সমগ্র অবিচ্ছিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের পরিচয় ("দর্শন" শাস্ত্রের যেটা কাজ) অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে (২)। গোটা ও জীবন্ত তথ্যের পরিচয়ের জন্য যে পদ্ধতির অনুসরণ আবশ্যক, সেটিকে বোসাঁকে "the method of context," "of pervading life" বলিয়াছেন (৩)। অনুক্রমণিকা এবং ঘটনা বিশেষের সঙ্গে "বৈশ্বানর" প্রাণের সংযোগটি পূরাপুরি লক্ষ্য করিয়া, তবে চলিতে হইবে। সামাজিক ইতিহাসে এবং ভাবাভিব্যক্তির ইতিহাসে এই নীতির অনুসরণ করা ছাড়া "মূল্যবান্ ফল" পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

১। "Pulverisation of documents into facts". আমাদের ঋগ্‌বেদাদি document গুলি এই ভাবে "pulverized," অথবা, তথ্যের টুক্‌রা রাশিতে, তথ্যের "পাউডারে" কুট্টিত, চূর্ণীকৃত হইয়াছে।

২। "Psycho-physiology, methodology, history of doctrine, such are the branches into which the old philosophy, no longer living, is broken up....If a common, spirit unites them, it is just the abhorrence of all philosophy."—Agathon পাদটীকায় বলিতেছেন—"M. Bergson has twice been rejected as a candidate at the Sorbonne." History, Sociology, Ethics—এসমস্তই "Natural History"র পদ্ধতিক্রমে আলোচনা করার বাতিক্ এক্ষেত্রে দেখিতে পাই।

৩। "I take it that the spirit of our practical method is essentially a spirit of context: you cannot deal with human life by slips which may fall under the table."—Bosanquet "Social and International Ideals," p. 40.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিক রীতি।

বেদ ব্যাখ্যার মামুলি বা সম্প্রদায়গত রীতিটির ক্রটি দেখাইতে গিয়া ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব লিখিতেছেন :—"The method of natural science which has led to such an astounding advancement of knowledge, for instance in the sphere of physics, chemistry, and medicine during the preceding and the present century, is fundamentally the same as that which has been applied to modern European scholarship(১). To this have been due such marvellous achievements as the decipherment of the cuneiform writing of Persia and of the rock inscriptions of India, and the discovery of the languages concealed under those characters which had for many centuries been absolutely unintelligible to the natives of those countries. The application of this method has also resulted in the extraordinary

মামুলী রীতির ক্রটী।

---

(১) "In History I do not much doubt that co-operative narrative, directed so far as may be to the main connection of events which seem to have determined evolution, will play a greater and greater part, accompanied by the manual and corpus. But we will not, I think, admit a mere pulverisation of great writings into a diamond dust of fact—or rather, we will observe that great works and the actual spirit of *de facto* peoples as leading achievements of humanity, whatever the anthropologist—and we will listen to him attentively—may tell us about the realities of race. And we shall not forget, I hope, that history, after all, like other intellectual constructions, must depend on the quality of the historian's mind. And in Sociology we shall not, I presume, adopt the methods which embody the *prejudice that natural science is the method of research. We shall realize that mind is nearer to mind*—an acute remark made in the present controversy—mind is nearer to mind than matter, and in copying the methods of science we are abandoning the advantage of our object of study being not matter but humanity. We shall not, I hope, be doctrinaire philosophers, but shall remain familiar with the world's leading ideas and retain our freedom to employ those which we find illuminating."—Bernard Bosanquet, "Social and International Ideals." p.40.

progress being made in the study of the literature of other ancient civilizations, such as that of the Babylonians, Egyptians, Hebrews, and Homeric Greeks, considering that the aids accessible to the vedic researcher are more abundant than in the aforesaid cases, there is good ground for supposing that the ultimate achievement will be corresponding greater. The essential nature of the critical method is the patient and exhaustive collection, co-ordination, sifting and evaluation of the facts bearing on the subject of investigation. *The sole aim here being the attainment of truth, it is a positive advantage that the translators of ancient sacred books should be outsiders rather than native custodians of such writings.* The latter could not escape from religious bias, an orthodox Brahman could not possibly do so.

"The modern critical vedic scholar has at his disposal (১) for the purposes of interpretation practically all the traditional material accessible to Sanaya in the 14th century. But over and above this common material the scientific scholar possesses a number of valuable resources which were unknown to the commentators. These are the evidence of the *Avesta*, of Comparative Philology, of Comparative Mythology, of the Anthropology of ancient peoples, besides the application of the historical method to traditional evidence as well as to classical Sanskrit as throwing light on the Veda."

বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত করিলাম, কেন না, ইহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আমাদের বেদপুরাণ প্রভৃতি বুঝিবার ও বুঝাইবার দাবীটি, মায় কৈফিয়ৎ সহ, খুব বড় গলা করিয়া আমাদের শুনান হইয়াছে (২)। আর যিনি দাবী উপস্থিত

১। "Bhandarkar Commemorations Volume, 1917 Principles of Vedic Translation etc."

২। সকল প্রাচীন দেশেই (ভারতবর্ষ, চীন, সুমের, ব্যাবিলন ইত্যাদি) পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থ (শাস্ত্র)গুলিকে ভাষায়, ছন্দে, উচ্চারণে ("শিক্ষা" নামক অঙ্গ যেটাকে বলে) বাহাল রাখিবার যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাবিলনের আদিম সুমের জাতির শাস্ত্র পরবর্ত্তীকালে সেমেটিক ব্যাবিলনীয়েরা গ্রহণ করিয়াছিল (অধ্যাপক সাইস প্রভৃতির লেখা দ্রষ্টব্য); কিন্তু, তারা আদিম শাস্ত্রগুলির ভাষা, ছন্দঃ, উচ্চারণ ঠিক্ রাখারই চেষ্টা করিয়াছিল—সুমের ভাষার মূলের সাথে সাথে সেমেটিক ভাষায় টীকা টিপ্পনী অবশ্য অনেক সংযোজিত হইয়াছিল। ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি ঠিক ভাবে চালাইতে গেলে মন্ত্রাদিরও ঠিক প্রয়োগ বিনিয়োগ হওয়া আবশ্যক—এই বিশ্বাস

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

বিদেশী দাবী।

করিতেছেন, তিনি নিতান্ত কেওকেটা নন ; স্বয়ং ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের বোডেন প্রফেসার। আমরা নিজেদের বেদ বুঝিতে ততটা লায়েক নই, যতটা লায়েক বৈজ্ঞানিক রীতির প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত (adept) বিলাতী পণ্ডিত মহাশয়েরা। বেদ এখনও আমাদের জীবনে—বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের মাঝে মরিয়া যায় নাই, বাঁচিয়া আছে ;—এইটিই হইল আমাদের বৈজ্ঞানিক রীতিতে বৈদিক সত্য আবিষ্কারের পথে প্রবল ও প্রধান অন্তরায়। বেদ বিশ্বাসী ব্রাহ্মণত' এ যুগে বেদে একান্ত অনধিকারী—ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব ব্যবস্থা দিলেন। শুধু আমরা বলিয়া কেন, মহামহোপাধ্যায় সায়ণও অনধিকারী হইয়া পড়িলেন। বেদ বুঝিবার সবখানি সুবিধা তিনিও পান নাই। সায়ণের অন্ততঃ দুই হাজার বছর আগে নিরুক্তকার যাস্ক বেদ বুঝিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও "সন্তোষজনক" রূপে পারেন নাই। এমন কি, বেদের মন্ত্রভাগের উপর যে সকল ব্রাহ্মণভাগ "রচিত" হইয়াছিল, সে সকলেরও মন্ত্র বুঝিবার পূরা সুযোগ ও সৌভাগ্য হয় নাই, কেন না, সাহেব বলিতেছেন—"The investigation of the Brahmanas has shewn that, being mainly concerned with speculation on the nature of

---

ঐ শাস্ত্র রক্ষার চেষ্টার মূলে ছিল। মন্ত্রাদির সঙ্গে ধর্ম্মকর্ম্মের এবং কর্ম্মফলের একটা নিয়ত সম্বন্ধ আছে, এই জ্ঞানে ঐ প্রকার চেষ্টা। এ চেষ্টার ফলে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ঐ শাস্ত্রগুলি অনেকটা অবিকৃত ভাবেই চলিয়া আসিতে পারিয়াছিল এবং পারিয়াছে। তবে অবশ্য কালের ধর্ম্মে কিছু কিছু অঙ্গহানি, অঙ্গবৈকল্য হবারই কথা। আমাদের দেশেও বেদমহীরুহের অনেক শাখা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, খাঁটি মূল ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিতে "প্রক্ষিপ্ত" হবার সম্ভাবনা ঐ কারণে তেমন বেশী ছিল না। একটা প্রাচীন মন্দির ধ্বংস হইয়া গেলে তার স্থানে পূর্ব্বের অনুকরণে একটা নূতন মন্দির যেমন ধারা গঠিত হইতে পারে, তেমনি হয়ত' কোনো কোনো প্রাচীন মূল "লুপ্ত" হইয়া গেলে তার বীজ প্রভৃতি রক্ষা করিয়া, সমগ্রের সঙ্গে এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, এক একটা নব্য সংস্করণ উদ্ভাবিত হইয়া থাকিতে পারে (অবশ্য "ঋষি" কর্ত্তৃক, যিনি মূলের বীজ, সমগ্রের সঙ্গতি দর্শন করিতে পারেন, তৎকর্ত্তৃক)। তারপর, ভাষা ছন্দঃ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থভাবনার ধারাটাও আচার্য্য-শিষ্যপরম্পরাক্রমে, দীক্ষা-উপনয়ন-স্বাধ্যায় প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া, অনেকটা স্বভাবেই বহিয়া আসিতেছে। কালধর্ম্মে ভাবসঙ্কর, কর্ম্মসঙ্কর প্রভৃতির ফলে পাত্রের মালিন্য ও কার্পণ্য দোষে কিছুটা বৈকল্য হয়ত' অর্থের দিক দিয়াও না হইয়া যায় নাই। কিন্তু, মুখ্যতঃ সজীব একটা অবিচ্ছিন্ন উপদেশ ও ব্যবহারের ফলে স্বভাব একান্তভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে পায় নাই। এজন্য, অর্থ-ভাবনার ঐতিহ্য মোটের উপর বিশ্বাসযোগ্য। পূর্ব্বাচার্য্যেরা মন্ত্রের কর্ম্ম-নিষ্পাদকতা, অর্থবোধ প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় লইয়া বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। ঋঃ সঃ, ভাষ্যোপক্রমণিকা "এতদেবাভিপ্রেত্য ভগবান্ জৈমিনিঃ মন্ত্রাধিকরণে মন্ত্রাণাং বিবক্ষিতার্থত্বম্ সূত্রয়ৎ"।—ইত্যাদিরূপে সূত্র উদ্ধৃত করিয়া বিচার করিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে এ বিষয় আলোচনা করিব।

sacrifice, they were already far removed from the spirit of the composers of the vedic hymns, and contain very little capable of throwing light on the original sense of those hymns." (১) পক্ষান্তরে নব্য পণ্ডিতেরা Avestaর সঙ্গে মিলাইয়া, তুলনামূলক ভাষা শাস্ত্র প্রভৃতি "বিজ্ঞানের" সাহায্যে, বেদ যতটা যে ভাবে বুঝিতে পারগ হইবেন, তাহার আভাস ও পরিচয় ম্যাকডোনেল সাহেবের বড় বড় বিশেষণ গুলার অতিশয়োক্তির ভিতরে নিজেকে জাঁকালো করিয়া ফাঁপাইয়া ধরিয়াছে।

ন্যায়ের এবং যাথার্থ্যের উচ্চ আদালতে আপীল করিলে কিন্তু এ বিলাতী দাবী টিকিবে না। জড়বিজ্ঞানে যে রীতির অনুসরণ করিয়া আমরা ফল পাইয়াছি, ইতিহাসে, বিশেষতঃ যে ইতিহাস শুধু ঘটনা আর তথ্য জড়' করিতেই প্রবৃত্ত নয়, যে ইতিহাস ঘটনাবলীর পিছনে মানুষের নিয়ত চঞ্চল প্রাণ-

---

১। মন্ত্রগুলির "মূলভাব" সম্বন্ধে একটা "আড়ষ্ট" ধারণার পক্ষে কোনই হেতু উপস্থিত নাই। মন্ত্রের "এই একটাই" মানে—এরকম জোর করিয়া বলা যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রে তত্ত্বগুলিকে নানা দিক্ দিয়া চিন্তা করার দস্তুর চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। বাহিরের কোনো প্রতিমা, তথ্য বা ঘটনা—অনেক সময়ই একটা উপলক্ষ্য, প্রতীক বা রূপক মাত্র। ঋঃ সঃ (১।২২।১৬, ১৭) "ত্রেধা নিদধে"—এর দ্বারা বৈদিক কবিরা কেবলমাত্র সূর্য্যের আকাশে তিন জায়গায় অবস্থিতিই বুঝিয়াছিলেন, বিশ্বব্যাপী অগ্নির পার্থিব, বৈদ্যুত এবং আদিত্য রূপের ধ্যান করেন নাই, অথবা লোকত্রয়ের প্রতিনিধি ব্যাহৃতিত্রয়কে (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) স্মরণ করেন নাই; অথবা এর চাইতেও সূক্ষ্ম আর কিছুই ভাবনা করেন নাই—এমন মনে করার কি গরজ আছে? W. W. Fowler—"The Roman Festivals of the period of the Republic" 1916 এবং "Religious Experience of the Roman People" (MacMillan, 1911) গ্রন্থে রোমক জাতির বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানগুলির মূল খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় খোলাপ্রাণে স্বীকার করিতেছেন:—"The more carefully I study any particular festival, the more (at least in many cases) I have been driven into doubt and difficulty *both as to the reported facts and their interpretation* .....I should have wished to print the chief passages quoted from ancient authors in full, as was done by Mr. Farnell in his *Cults of the Greek States*......"দুঃখের বিষয় এই যে, ব্যাখ্যায় নামিয়া ইঁহারা "myth" "primitive superstitions" ইত্যাদি সূত্র প্রয়োগ করিয়া বিচারের আগেই অতীতের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানগুলিকে "ফাঁসি লটকাইয়া' থাকেন। "Myth" এবং "Mythology" ত' শিষ্ট সম্মত হইয়া গিয়াছে; পরন্তু "Errors" "Superstitions" এই নামেই গ্রন্থ রচিত হইতেছে; যথা—Sir T. Browne, "Vulgar Errors." 'Roman Festivals' এর লেখক "বৈজ্ঞানিক ধারা" মতে খুব প্রাচীনদিগকে abstract ideas (যথা, কালের) করিতে দিতে নারাজ, পক্ষান্তরে এটাও স্বীকার করিতেছেন যে, রোমান দেবতা Mars এর মূল হইতেছে "The primitive husbandman's conception of the mysterious power at work in spring time," "his earliest vague form as an undefined Spirit. Power or numen." P. 35.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

প্রাকৃতিক তথ্য এবং ঐতিহাসিক তথ্য।

ধারাটিকেও বুঝিতে চায়, শুধু facts নহে, interpretation ও যার উদ্দেশ্য—সে ইতিহাসে সে রীতির অনুসরণ করা তেমন ধারা সম্ভবপর নয়. ততটা যুক্তিযুক্তও নয়। চেতনা ও প্রাণকে বাদ দিয়া ভূস্তরবিন্যাসের অথবা ভূতবর্গের রাসায়নিক সংযোগবিয়োগের বিবরণ দেওয়া চলে; গ্রহ তারকাদের গতি বিধির ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়া ডাইনামিক্স নামক অঙ্কশাস্ত্রখানা আর ফিজিক্স বা জড় পদার্থ বিজ্ঞানখানা সঙ্গে রাখিলেই একরূপ যথেষ্ট হইল; গ্রহ নক্ষত্রদের ইচ্ছাশক্তি, রাগদ্বেষ (Love and Hate) এখন জ্যোতিষে আমোল পায় না। এই সব তথ্য কেবলমাত্র যে বাহিরের (objective) এমন নহে; আমরা বিজ্ঞানে এদের যে ভাবে দেখি বা নিই, তাহাতে এদের ভিতরে "আত্মিক" (subjective) কোনও কিছু নাই; এদের ভিতরে চেতনা নাই, ইচ্ছা নাই, প্রাণ নাই; এরা যেন গতিবিজ্ঞানের আইন কানুনের নাগপাশে একান্তভাবে বদ্ধ (absolutely determined by the Laws of Motion); স্বাতন্ত্র্য (spontaneity) বলিয়া কোনও কিছু এদের নাই; বিলিয়ার্ড বলের মতন বাহির হইতে টক্কর খাইয়া এরা ছুটিতেছে, পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করিতেছে। আবার শুধু এই টুকুই নহে, এরা নিজেরা যেমন ইচ্ছাদিশূন্য, তেমনি ইহাদের সঙ্ঘও কোনও ইচ্ছাদিশক্তিমান্ পুরুষের দ্বারা পরিচালিত নহে, অথবা হইলেও, সে পুরুষ এদের আইনে বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, এদের "রুটিনে" তিনি আর হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ। সত্য সত্যই, এদের এই বিবৃতি যথার্থ কিনা, তাহা লইয়া দার্শনিকেরা বিস্তর বিবাদ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, কিন্তু, বিজ্ঞান এই বিবৃতিটাই একরূপ স্বতঃসিদ্ধের মতন মানিয়া চলিয়াছেন (১)। অণুর

---

(১) Cardinal Newman, "Idea of a University" ("Christianity and Physical Science"), p.p. 432, 33, যা বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞান সেই রীতি মানিয়াই চলিয়াছেন :—"Physical Science never travels beyond the examination of cause and effect......The physicist will never ask himself by what influence, external to the universe, the universe is sustained". Karl Pearson ("Grammar of Science" গ্রন্থে, Revised Edition) এই "routine" এর কথা, "conceptual model" এর কথা, "shorthand description" এর কথা সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন. তাতে আমরা দেখি যে, বিজ্ঞানের জগৎ খাঁটি সত্য অনুভবের জগৎ নয়, অনেকটা "মনগড়া" জগৎ। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ("জিজ্ঞাসা" ও "বিচিত্র কথা"তে) সে জগৎটাকে মায়াপুরীরূপে দেখাইয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক কিন্তু সেই "মায়াপুরী" ত্যাগ করেন নাই। বৈজ্ঞানিকের "বিজ্ঞান" অবশ্য যুগে যুগে বদ্লাইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে—"It follows therefrom that the orthodox scientific beliefs of one generation become, in part at least, the

অন্দর মহলও এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু সেই সব এটমগুলার জগতে ও পদার্থবিৎ অসঙ্কোচে, দ্বিধাশূন্যচিত্তে সেই মামুলি গতিবিজ্ঞানের আইনগুলিই চালাইতেছেন, সেখানে যে "শৃঙ্খল" একটুখানি শিথিল হইলে হইতে পারে, সে বিষয়ে কোন সংশয়ই অদ্যাপি তাঁর মনে জাগে নাই। নিউটনের গড়া "শিকল" অনেক পুরাণো বলিয়া মরিচাধরা হইয়া গিয়াছিল, সম্প্রতি আইন্‌ষ্টাইন মিথুনীকৃত দেশকালের "হাপরের" সাহায্যে যে শিকল নূতন করিয়া ঝালাইয়া দিয়াছে (১)। শিকল কোথায়ও গলিয়া টুটিয়া যায় নাই। ভবিতব্যতার গর্ভে কি আছে তা বিজ্ঞানের ভাগ্যদেবতাই বলিতে পারেন।

সূচী ও ইতিহাস এক জিনিষ নয়।

ইতিহাসের তথ্যগুলি আদপে এজাতীয়ই নয়। সে তথ্যনিচয়ের পিছনে বিশ্বমানবের প্রাণ বিচিত্র আনন্দে ও বেদনায়, বিবিধ আবেগে ও চেষ্টায় চিরদিন চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। গণদেবতা ও গণনায়কদের আত্মার বিচিত্র আবেগগুলিই এই নিরন্তর, নিরবধি ঐতিহাসিক ধারার উৎস (২)। বেদনা ও ইচ্ছাই ঘটনাবলীর প্রসূতি। ঘটনা ত' বাহিরের সাজ বা খোলস। যে ভিতরে সাজিয়াছে, সে হইতেছে নিয়ত রসপিপাসু একটা প্রাণ। প্রাচীন ঋষিরা এই প্রাণের মহিমা গাহিতে ভালবাসিতেন। ইতিহাসের এই নিগূঢ় সত্তা, এই প্রেরণাটাই (motive) আসল জিনিষ। প্রাচীন আসিরিয়া বা ভারতবর্ষের "তথ্য" গুলি এক হিসাবে বাহিরের বহিরঙ্গ (objective), সন্দেহ নাই; কিন্তু সে হিসাব বাহিরেরই হিসাব। তাদের অন্তরঙ্গ ভাবটিই আসল এবং fact গুলা, এইভাবে দেখিলে, subjective. কথাটা সোজা, বিস্তার করার প্রয়োজন নাই। ঐতিহাসিক "মালমসলা" আর জড়বিজ্ঞানের "তথ্য" গুলিকে কোন

---

scientific myths of a succeeding one, and that science just as much as religion possesses its dead mythology."—Dr. Moore, "The Origin and Nature of Life," pp. 26—27.

১। Prof. Cunninghamএর "Principle of Relativity" নামক গ্রন্থ এবং ঐ জাতীয় অপরাপর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। মূলের ঐ উক্তি প্রসিদ্ধ বার্টাণ্ড রাসেলের উক্তিবিশেষের তরজমা।

২। "He (professional historian) is soon superseded; for touching but a few points in a vast fabric of life, he soon has to yield to deeper and more complex researches....A narrative of the remote past is to the work of the contemporary writer as moonlight unto sunlight, water unto wine."—Basanquet, Atomism in History", an address delivered to the London School of Sociology and Social Economics, 1911.

মতেই এক কোঠায় ফেলা যায় না। বিজ্ঞানে দেখিয়া শুনিয়া, সাজাইয়া গোছাইয়া, হিসাব গণাগাঁথা করিয়া একটা বিশিষ্ট রীতির (methodএর) অনুসরণ করে। এক কথায়, বিজ্ঞানের রীতি—পরিমিতি; "Science is measurement". এ রীতির অনুসরণ করিয়া আসিরিয়ার "কিউনিফরম" লিপিগুলির একটা সূচী অথবা বেদের শব্দব্রহ্মের একটা সূচী (Index), অবশ্যই বহ্বায়াসে, কিন্তু নিরাপদে, করা যাইতে পারে, কিন্তু বলা বাহুল্য, ক্যাটালগ ও ইনডেক্স, খুব দরকারী হইলেও, ইতিহাস নহে (১)। ইতিহাস মানবাত্মার বেদনাপ্রসূত বলিয়া ঘটনাবলী পরিমাপ যোগ্য (measurable, calculable) নহে। প্রাচীন এরিডু নগরে সভ্যতালোকবাহী "মৎস্যাবতারের" উপাখ্যানটি কবে সুরু হইয়াছিল; পঞ্চনদ উপত্যকায় অথবা নীল উপত্যকায় তার অনুরূপ কিছু ছিল কি না; যদি থাকে ত, কোন্‌খানে তাদের মিল, কোন্ যায়গাটাতেই বা গরমিল; এ উপাখ্যানের আমদানী কোথা হইতে—কে মহাজন, কেই বা খাতক?—এ সকল "ইস্যু" অবশ্য তুচ্ছ করিবার নহে; এবং একথা ঠিক যে, বৈজ্ঞানিক রীতিতে এ সকল ইস্যুর সমাধানের কতকটা কিনারা করা চলিতে পারে। সত্য সত্যই "কিনারা"

বৈজ্ঞানিক রীতির
দৌড়।

১। তিলক ("Chaldean and Indian Vedas," 1917)—"cuneiform inscriptions,
inscriptions excavated in Mesopotamia and deciphered with great skill,
ingenuity and perseverence by European Scholars." এ রায়ে অনুমাত্র সংশয়
নাই। Rich (1811) হইতে সুরু করিয়া Loyard, Oppert, Rowlinson, Smith,
Rassam প্রভৃতি "খনক"দের কথা অধ্যাপক সাইস তাঁর "Primer of Assyriology"
(1925) গ্রন্থে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, সংক্ষেপে বলিয়াছেন। তার পর ঐ সমস্ত ফলকে লিখিত
সাঙ্কেতিক ভাষার উদ্ধার (decipherment) কেমন করিয়া হইল, তার ইতিহাসও ঐ পরিচ্ছেদে
আছে। সাইসের কথায়—George Frederick Grotefend of Hanover প্রথমে ঐ
লিপি উদ্ধারের "চাবিকাঠি" বাহির করেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদেরা (Orientalistরা) প্রথমে
আস্থাস্থাপন করেন নাই; পরে, Rawlinson, Hincks, Fox Talbot এবং Oppertকে
আলাদা আলাদা "পরীক্ষা" করিয়া তবে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভারতের প্রত্ন-
নিদর্শনগুলির লিপিও গোড়ায় "উদ্ধার" করিতে পারা যায় নাই:—"When the monuments
of India first attracted the attention of the archæologists, not a single
syllable of the ancient inscriptions or coin-legends could be read. All
knowledge of the ancient alphabets had, long centuries ago, passed into
oblivion. These alphabets (*Brahmi* and *Kharoshthi*)...both of them of
Non-Indian (Semetic) Origin"—Rapson, "Ancient India," pp. 17—18
এই সকল আবিষ্ক্রিয়ার ফলে ইতিহাসের বিশ্বাসযোগ্য উপকরণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে সন্দেহ
নাই। কিন্তু তবু বলিতে হইবে যে, অতীতের ইতিহাস সেই সব উপকরণের তালিকা, এমন কি,
বিচার-বিশ্লেষণও নহে।

করার কোন লক্ষণই এযাবৎ হয় নাই; হওয়াও দুষ্কর। চেষ্টা বৈজ্ঞানিক রীতিতে চলাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কিনারা হইলেও আমরা আসিয়া যেখানে নামিলাম, সেটা সত্যকার ইতিহাসের "পাকা ঘাট" নহে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বীজ প্রকৃতি।

অবস্থাপুঞ্জ (assemblage of conditions) ঠিক ঠিক জানা থাকিলে, বিজ্ঞানবিৎ ঘটনা কি ঘটিয়াছে অথবা কি ঘটিবে বলিয়া দিতে পারেন। যেমন কবে কখন কতটুকু চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণ হইবে; কবে কোথায় ধূমকেতু বিশেষের উদয় হইবে; ইত্যাদি। ইতিহাসের ঘটনাবলী সম্পর্কে পারিপার্শ্বিক অবস্থাপুঞ্জের প্রভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তবু একথা ঠিক যে, আমরা যেগুলাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলিয়া জানি, কেবল মাত্র তাদের দ্বারাই কোনও বড় বা ছোট ঐতিহাসিক ঘটনা "বাধ্য" নয়। নিত্য নব-নব-বেদনা-ব্যাকুল মানবাত্মার ঈক্ষা ও আবেগ ঐ সকল ঘটনার কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে। গাছের বীজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহায়তা নেয় বটে, কিন্তু তার নিজস্ব প্রকৃতি ও বিকাশপ্রবৃত্তি তার নিজের মধ্যেই দেওয়া আছে। বিকাশের পক্ষে সে নিজেই যথেষ্ট, সমাপ্ত নয় বটে, কিন্তু বিকাশের আইনটি আর বিকাশের প্রবৃত্তিটি সে কাহারও কাছে ধার করিতে যায় না। ভারতে বৌদ্ধ-বিপ্লব, অথবা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব, অথবা ইউরোপীয় মহাসমর—এ সকল ঐতিহাসিক ব্যাপারই ঐ জাতীয় জীবধর্ম্মী, organic. শুধু বাহিরের অবস্থাগুলির বিশ্লেষণ করিয়া এদের ব্যাখ্যা বিবৃতি দেওয়াত' যাই-ই না; এমন কি, সেই সেই সময়কার সঙ্ঘ-আত্মা (Collective Mind) এর অবস্থা মোটামুটি পর্য্যালোচনা করিয়াও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেওয়া শক্ত। ভিতরে কি যেন একটা নিগূঢ়শক্তি প্রেরণারূপে, আবেগ-রূপে (Vital Impetus রূপে) জাগিয়াছে, মাথা তুলিয়াছে, চঞ্চল হইয়াছে; তন্ত্রের ভাষায় এটা বীজের বা বিন্দুর উচ্ছূনাবস্থা (১) (swelled condition)।

১। "কামকলাবিলাস" ৯, দ্রষ্টব্য। "উচ্ছূনতার" ব্যাখ্যা সারজন উড্রফের "The Garland of Letters" গ্রন্থে "Bindu or Shakti ready to create" অধ্যায় (পৃঃ ১২৫) দ্রষ্টব্য। ইতিহাসের বীজ তলাইয়া বুঝিতে এই "বিন্দুতত্ত্ব" বোঝার আবশ্যকতা আছে; ইতিহাস সে দেশ ও কালের ধারণা লইয়া চলে, সে ধারণার সত্যতা বুঝিতেও বিন্দুতত্ত্বে যাবার প্রয়োজন রহিয়াছে। উল্লিখিত গ্রন্থের ১২২—১২৩ দ্রষ্টব্য। সমগ্র জগৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস দেশাতীত এবং কালাতীত (কাজেই, অনির্ব্বাচ্য) অবস্থায় "বিন্দু"তে অবস্থান করে; বিন্দুর উচ্ছূনতার ফলে দেশে, কালে এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধে অভিব্যক্ত, এবং বিন্দুর "সঙ্কোচে" বিন্দুতেই লয় পায়। কামকলাবিলাস, ৬, বিন্দুকে "সঙ্কুবৎ-প্রসরম্" বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা Mathematical Point নয়, Dynamic Point,—ব্যবহারিক magnitude বা position—এ দুয়ের

অভিব্যক্তির ভিতরকার এই নিগূঢ় আবেগটিকে দার্শনিক হেন্‌রি বার্গসোঁ *Elan Vital* বলিয়াছেন। এ আবেগটি মৌলিক (original, creative)। কার্য্য কারণ সম্বন্ধের ফর্‌মূলা দিয়া ইহাকে বাঁধিতে পারা যায় না। এ আবেগ আপনা হইতে দেখা দিয়া নিজের অনুকূল অবস্থাপুঞ্জ অনেকটা নিজেই তৈয়ারী করিয়া, অথবা বাছিয়া লয়; প্রতিকূল অবস্থাপুঞ্জকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চাহে। এইটি সাক্ষাৎ প্রাণের ধর্ম্ম। ইতিহাসের ঘটনা প্রাণেরই বিকাশ, জীবনেরই অভিব্যক্তি। সুতরাং, সেও প্রাণের ধর্ম্ম মানিয়া চলে; জড়ের আইনে বাধ্য সে কখনই একান্ত ভাবে নয়। প্রজ্ঞানেত্র দ্বারা এই ঘটনার বীজশক্তি বা বীজমন্ত্রটি যিনি ধরিতে পারেন, তিনিই পুরাণ কবি। শুধু "অবস্থাপুঞ্জ" বিশ্লেষণ করিয়া ইতিহাসের মন্ত্রোদ্ধার অথবা মন্ত্রচৈতন্য কেহ করিতে সমর্থ হইবেন না।

একটা কাজের উদাহরণ দিই। গিবন রোমক সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অত বড় জাতিটার অধঃপতনের নিদান তিনি যেরূপ ভাবে করিয়াছেন, তার চেয়ে ভাল করিয়া করিতে আর কেহ পারিত কিনা সন্দেহ। গ্রীক প্রভৃতি অনেক পুরাতন সভ্যতারই আমরা এই ভাবে পতন দেখিতে পাই। ভারতবর্ষও সেই সব অপহৃতগৌরব "পতিত"-দের অন্যতম—হয়ত, তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ (১)। ভারতের অধঃপতনের নিদান তেমন ভাল করিয়া কেহ আলোচনা অন্বেষণ করেন নাই। যাঁরা করিয়াছেন, তাঁরা আমাদের পূর্ব্বকথিত

কোনটাই বিন্দুতে নাই। ইহা শক্তির নিরতিশয় ঘনীভূত অবস্থা। চরম যন্ত্রমূর্ত্তি। ইহাকে জানিলে ইতিহাস পূরা জানা হইল। "প্রজ্ঞা" বা ইন্‌টুইশন বিন্দুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিতে পারে; কাজেই, ধ্যানে "ত্রিকালদৃষ্টি" সম্ভবপর। ব্যবহারিক বুদ্ধি দেশে, কালে, কার্য্যকারণ সম্বন্ধে (according to categories) দেখিতে ও বুঝিতে বাধ্য। "চিৎশক্তি" (by Sir John Woodroffe and P. N. Mukhopadhyaya) গ্রন্থের বিন্দু সম্বন্ধে আলোচনা, বিশেষতঃ শেষের পরিচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য।

১। প্রাণের উপাসনা করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারত 'জ্যেষ্ঠ' 'শ্রেষ্ঠ' হইয়াছিলেন, সভ্যতার 'প্রতিষ্ঠা' 'সম্পৎ' ও 'আয়তন' হইয়াছিলেন। ছা. উ ৫।১ খ, ২য় খ দ্রষ্টব্য। বিষ্ণুপুরাণ (২।১।১৮।১৯) বলিতেছেন—আগ্নীধ্র পুত্র নাভিকে দক্ষিণ হিমবর্ষ—(ভারতবর্ষ) দান করেন। তারপর (২৮—৩২ শ্লোক) নাভি হইতে ঋষভ. এবং ঋষভ হইতে ভরত, এবং ভরতের নামে ভারতবর্ষের কথা রহিয়াছে। তারপর, ঐ অংশের তৃতীয়াধ্যায়ে ভারতবর্ষের সবিস্তর বিবরণ রহিয়াছে। ১৯—২৬ শ্লোকে ভারতবর্ষের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, ২২ শ্লোক বলিতেছেন—'অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে। যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোহন্যা ভোগভূময়ঃ॥" শ্লোক কয়টি দেশাত্মভাব উদ্দীপনায় পূর্ণ। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষ; জম্বুদ্বীপের একটা "সাধারণ রূপ" বা আত্মা আছে—"পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে। যজ্ঞৈর্যজ্ঞময়ো-বিষ্ণুরন্যদ্বীপেষু চান্যথা॥" অন্যদ্বীপে সোম, সূর্য্যাদির উপাসনা হয় (ব্যাবিলন, ফিনিসীয়া, মিশর ইত্যাদির দৃষ্টান্ত স্মরণীয়)। শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণ (৫ স্কন্ধ। ১৯ অধ্যায়) ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন

সাত কাণার হাতী দেখার পুনরাভিনয় করিয়াছেন ; বিলাতী পণ্ডিতেরা অনেক সময় নানা রকমের থিওরি লইয়া "শব ব্যবচ্ছেদ" যুড়িয়া দেন ; তার মধ্যে সব চেয়ে সর্ব্বনেশে থিওরি হইতেছে এই যে—তাঁদের শ্বেত সভ্যতাই একমাত্র সত্যকার সজীব ও দামী সভ্যতা ; বাকী আর কিছু, তারা হয় মৃত নয় মুমূর্ষু। অতীতযুগে তাদের যতটুকুই দাম থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে, জীবনের উপাদেয়তার কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখিতে গেলে, তাদের দাম না থাকারই সামিল। দাম যে নাই তার সব চেয়ে প্রবল ও অকাট্য প্রমাণ - তারা জীবন-সংগ্রামে তলাইয়া গিয়াছে, নয় "কোণঠেশা" হইয়া রহিয়াছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ধোপে তারা টিকে নাই। এই যুক্তিতে তাঁরা ভারত প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতাকে একরকম "শব" মনে করিয়াই ছুরি চালাইতে লাগিয়া যান। শবের সূক্ষ্ম শিরায় শিরায় এখনও চঞ্চল প্রাণরূপী শিবের কোনও সন্ধান তাঁরা সকলে পান না। যেহেতু তাঁদের সংস্কার, তাঁদের থিওরি গোড়া হইতেই তাঁদের সেদিকে পরাঙ্মুখ করিয়া রাখিয়াছে। মৃত্যু যে মোহ হইতে পারে, অবসাদ হইতে পারে, এমন কি, সুষুপ্তির বিশ্রান্তি হইতে পারে, এ সংশয় তাঁদের আত্মপ্রসাদের কোয়াসার মাঝখানে একবারও একটা ক্ষীণ রশ্মিরেখার মত লব্ধপ্রবেশ হয় নাই ১। এ ব্যাধি আমাদিগকেও প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা অসাধ্য না হইলেও, কষ্টসাধ্য। ইহার প্রতিকারের উপায় আমাদের চিন্তা করিতে হইবে।

সভ্যতার
শব-ব্যবচ্ছেদ ;
শব ও শিব।

করিয়াছেন, এবং দেবতাদের মুখ দিয়া ভারতবর্ষের স্তুতি করিয়াছেন (২০—২১ শ্লোক ; অতিরিক্ত পাঠ—"অহোঽপিদেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারত ভূতলে।...... সম্প্রাপ্য ভারতে জন্ম সৎকর্ম্মসু পরাঙ্মুখঃ। পীযূষ কলশং হিত্বা বিষভাণ্ডং স ইচ্ছতি॥") অপরাপর পুরাণাদিতেও এই ভাবের কথা আছে। ভারতের জ্যেষ্ঠত্ব সমন্ধে (জ্ঞান ও সভ্যতা গৌরবের দিক্ দিয়া নয়, বয়সে) সাধারণ বিদেশী সমালোচকদের ধারণা অন্যরূপ। সাধারণতঃ ২,০০০ খৃঃ পূঃ এর আগে ঋগ-বেদকে ফেলা হয় না বলিয়া, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের সভ্যতা অবিসংবাদিতরূপ খৃঃ পূঃ ৫০০০ ৬০০০ হাজার পর্য্যন্ত পিছাইয়া গিয়াছে বলিয়া, চীনের সভ্যতাও খুব প্রাচীন প্রমাণিত হইয়াছে দেখিয়া পণ্ডিতেরা প্রায়ই ভারতীয় সভ্যতা (আর্য্য)টীকে "খুব" প্রাচীন মনে করেন না। প্লেটো ঈজিপ্টের জ্ঞানের তুলনায় গ্রীক্‌দিগকে "শিশু বলিলেই হয়" বলিয়াছিলেন ; হিরোডোটাস প্রভৃতি অনেকে সে সব সভ্যতার জ্যেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। যাঁরা ঋগ্‌বেদাদির প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার অতিপ্রাচীনত্ব সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁরা এখন পর্য্যন্ত "বিদ্বদ্ বৈঠকে" একপাশেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

১। ব্যক্তির জীবনে যেমন, তেমনিধারা জাতির জীবনেও সাময়িক "সুষুপ্তির" মত একটা অবস্থা আসিতে পারে এবং আসিয়া থাকে। এ কথার প্রমাণ পরে দিব।

এখন কথাটা হইতেছে এই ভারতবর্ষ না মরিলেও, মৃতকল্প না হইলেও, সুস্থ ও সবল নাই। প্রাচীনেরা বলহীন ও বিমূঢ়াত্মাকে একই মনে করিতেন; এবং স্বাস্থ্যকে স্বারাজ্যেরই অঙ্গীভূত করিয়া দেখিতেন। ভারত তাই আজ আত্মস্থ নয়, স্বারাজ্যে ছান্দোগ্যের সেই "স্বেমহিম্নি" আজ সে সুস্থির নয়। কেন এমনটা হইল—ইহাই প্রশ্ন। অবশ্য একদিনে হয় নাই। সহস্র বৎসর লাগিয়াছে। কিন্তু, ভারত তার প্রাণশক্তির কেন্দ্র হইতে ধীরে ধীরেই বা চ্যুত হইয়া পড়িল কেন?

ভারত পতিত কেন?

অদৃষ্ট না কর্ম্ম?

এ প্রশ্নের জবাব অনেকে অনেক রকমে দেবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবাসীর মুখে "অদৃষ্ট" কথাটা অবশ্য খুবই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা এটাকে "ফেট" বলিয়া তরজমা করেন, তাঁরা বড়ই ভুল করেন। কর্ম্মফলবাদী ভারতবাসীর চিন্তার ভেতরে "ফেটের" কোনই স্থান নাই।(১)। যেটাকে "দৈব" বা "ভাগ্য" বলা হয়, সেটাও কর্ম্মেরই নামান্তর ও রূপান্তর। "কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ—এই কর্ম্মকেই মীমাংসকেরা ঈশ্বরের সিংহাসনে বসাইয়াছেন। "নিয়তিঃ কে ন বাধ্যতে"—কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, নিয়তির জনক কর্ম্ম, এবং নিয়তিঃ কর্ম্মণা বাধ্যতে। এখানে বিচার অপ্রাসঙ্গিক; তবে একটা কথা—ব্রহ্ম আনন্দ; আনন্দ হইতেই সব হইয়াছে, হইতেছে এবং আনন্দেই সব লয়

১। "কর্ম্মতত্ত্বে" এর সবিশেষ আলোচনা হইবে। গীতা (১৮শ অধ্যায়ে), ১২শ শ্লোকে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র—এই তিন রকমের কর্ম্মফল বলিয়া ১৩, ১৪, ১৫ শ্লোকে সকল কর্ম্মের হেতু পাঁচটী নির্দ্দেশ করিতেছেন—'অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ শরীর বাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ। ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥" এখানে কর্ত্তা অহঙ্কার বা জীবাত্মা; নিরুপাধি নিঃসঙ্গ আত্মার কর্ত্তৃত্ব সাংখ্যযোগের এবং শুদ্ধাদ্বৈত বেদান্তের অভিপ্রেত নয়; গীতাও নিরুপাধি আত্মাকে কর্ত্তা বলিতেছেন না। যাই হউক, "আমি" বা "Self"এর কর্ত্তৃত্ব স্পষ্টতঃ অঙ্গীকৃত হইতেছে। পাঁচের মধ্যে "দৈব" অন্যতম বটে; কিন্তু দৈব কি? ইহা অবশ্যই Fate বা বহিঃশাস্তা, কর্ম্ম-নিরপেক্ষ কোনো একটা প্রভাব নহে। ন্যায়-বৈশেষিকের "অদৃষ্ট" মীমাংসকের "অপূর্ব্ব (পূঃ মীঃ ২ অ, ১ পাদের প্রথম কয়টি সূত্রের শবরভাষ্য ইত্যাদি)—"ফেটের" মত কোনো সামগ্রী নয়। Phys Davidsএর নিম্নোল্লিখিত উক্তি কয়টি (Cakkavatti, B. C. V., P. 127) মূল্যবান্—"The first impression we get is that of the bewildering variety of such beliefs. But they can be arranged……into groups: and behind all the groups can be discerned a single underlying principle. That principle is the belief in a certain rule, order, law." চীনের *Tao* এবং ঋগ্‌বেদের ঋত এই নিয়মের বা বিধির মূর্ত্তি। ঋতের রাজ্যে ফেটের বা "খামখেয়ালির", যথেচ্ছাচারের কোনো স্থান নাই।

পাইতেছে; আনন্দের স্বরূপ লীলা—সে স্বরূপ সকল বাধ্যবাধকতার ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত; জীবও এই আনন্দেরই অভিব্যক্তি—বিবর্ত্ত ভাবেই হউক, আর অংশ ভাবেই হউক; সুতরাং জীবও স্বভাবে লীলাময়—তার কর্ম্ম কার্য্য-কারণ-পরম্পরা জালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও স্বাধীন। দার্শনিক কাণ্টএই স্বাতন্ত্র্যটিকে Autonomy of the Practical Reason বলিয়াছেন। বাধ্যতা (determinism) এই জীবরূপী লীলাময়ের ছদ্মবেশ; নিজেকে লুকাইবার "গুহা" বই আর কিছুই নহে ১)। সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ লীলাময়, তাঁর অংশ জীবও লীলাময়; এই জন্যই ভক্ত ভগবানে লীলাবিলাস সম্ভবপর হইয়া থাকে; পুতুলের সঙ্গে লীলা হয় না; পুতুল লীলাপ্রতিযোগী হয় না। অদৃষ্টের মূলে তাই কর্ম্ম।

কর্ম্মচ্যুত হইল কেন?

এখন ভারত কোন্ কর্ম্মফলে এমন ধারা অবসন্ন, নিস্তেজ হইয়া পড়িল? এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, তপস্যা ও মেধার অনুশীলনের অভাব। ভারতীয় প্রাণশক্তির কেন্দ্র ঐ তপস্যা ও মেধায়—প্রজাপতি যে তপস্যা ও মেধায় এই বিশ্বসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তপস্যা ও মেধার লক্ষণ নির্দ্দেশ করার চেষ্টা এখানে করিব না; ভারতীয় মেধা ও তপস্যার বৈশিষ্ট্য কোথায় বা কিসে, তারও বিচার এখানে করিব না। শুধু একটা প্রশ্ন করিব—ভারতে তপস্যা ও মেধার ত' অভাব ছিল না; ছিল না যে, তার প্রমাণ—হাজার হাজার বছর ধরিয়া ভারতবর্ষ জগদ্বরেণ্য ছিল, জগদ্‌গুরুর আসনে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারত শুধু আধ্যাত্মিকতায় বড় ছিল - আমুষ্মিক কে যেমন ভাবে চাহিয়াছেন, ঐহিককে তেমন ভাবে চায় নাই, সুতরাং জীবনের কার্য্যকরী শক্তিনিচয়ের বেশ একটা সুস্থির সামঞ্জস্য (balance) গড়িয়া লইতে পারে নাই - এ অভিযোগ আমরা আজকাল বড়ই লঘুচিত্তে উপস্থিত করিয়া থাকি; কিন্তু এ অভিযোগ অযথার্থ। বেদে, উপনিষদে ভারতের যে পুরাণী মূর্ত্তি দেখিতে পাই, সে মূর্ত্তি সর্ব্বাবয়বে পূর্ণ পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক এই তিন লোকেই তিনি "ত্রেধা নিদধে পদং" করিয়াও পরিসমাপ্ত হন নাই; সেই বিরাট পুরুষের "সহস্রশীর্ষ" চির-ভাস্বর দ্যুলোকে উত্থিত হইয়া রহিয়াছে; তাঁর "সহস্রাক্ষ" অগণিত স্থির-জ্যোতিঃ নক্ষত্রের মত অন্তরীক্ষে "আতত" দৃষ্টি মেলিয়া রহিয়াছে; তাঁর

১। শ্বেতাশ্বতর, উঃ, ৪ ৩—"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দন্তেন বঞ্চয়সি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥" "সোহন্তরাদন্তরং প্রাবিশৎ"; গুহ্যোহহমরণ্যোহহং"—অথর্ব্বশির উপনিষৎ।

প্রাচীন ভারতের ঝোঁক কেবল আমুষ্মিকতার পানে ছিল না।

"সহস্রপাৎ" এই পৃথীতলে সহস্র জীবন-যজ্ঞ বেদিকায় স্থির প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে ১। ঋষিরা সেই পুরাণী মূর্ত্তি ধ্যান করিতে বসিয়া কোনরূপ পক্ষপাত করিতে সাহস করেন নাই। এই দৃশ্যমান আর ঐ অদৃষ্ট, "অয়ং লোকঃ" আর "অসৌলোকঃ" (১)—উভয়ত্রই আতত মূর্ত্তি হইতে তাঁরা বল, তেজঃ যশঃ, অন্ন, এক কথায় চতুর্ব্বর্গ, আহরণ করিয়া লইতে চাহিয়াছেন। তাঁদের দৃষ্টির যেমন কোনও কার্পণ্য ছিল না, তাঁদের সাধনার তেমনি কোনও কুণ্ঠা ছিল না, তাঁদের চাওয়ারও কোনও সঙ্কোচ ছিল না। সোম হইতে বরুণ হইতে তাঁরা অন্ন চাহিতেছেন; সে অন্ন শুধু দেহের অন্ন নয়; ইন্দ্রকে তাঁরা বৃত্র বা অহিকে বধ করার জন্য বজ্র উদ্যত করিতে অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু সে বৃত্র বা অহি কি কেবলই বৃষ্টিরোধকারী কোনও মানুষের নৈসর্গিক শত্রু? যে সবিতার বরণীয় ভর্গঃ (জ্যোতিঃ) ঋষি বিশ্বামিত্র ধ্যান করিতেছেন, সে জ্যোতিঃ কি শুধুই সূর্য্যের প্রাণদ তেজঃ? "সোলার মিথ" বলিয়া বড় বড় উপাখ্যান গুলিকে খতম করিয়া দেওয়া চলিবে কি? উপনিষদে আসিয়া যে ব্যাপকদৃষ্টির পরিচয় আমরা বিশেষভাবে পাই, সে দৃষ্টি কি "মন্ত্রযুগে" অপ্রস্ফুটিত ছিল? তেমন মনে করার কোনই সঙ্গত কারণ নাই।

১। বিষ্ণুপুরাণের (২।৩২১) সেই "পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো" ইত্যাদি আবার স্মরণীয়। ২৪, ২৫, ২৬ শ্লোকে দেবতারা ভারত মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাতে দেখিতে পাই "ভারতভূমি ভাগ" স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূত"—অর্থাৎ, স্বর্গ (কিনা, শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক ভোগ) এবং অপবর্গ বা মুক্তি, এ দুয়েরই মার্গ ভারতবর্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; কেবল মাত্র নিবৃত্তি ও নির্ব্বাণ মার্গ নহে। "কর্ম্মাণ্য সঙ্কলিত তৎ ফলানি, সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মভূতে"—এখানে কেবল সন্ন্যাস ও নৈষ্কর্ম্ম্য নয়, নিষ্কাম কর্ম্ম বা "ত্যাগের" মার্গও প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐতরেয়ারণ্যকে (২অ। ৩য় খণ্ড) বিশ্বের সারের সার পদার্থগুলি কথিত হইয়াছে—"প্রজাপতে রেতো দেবা দেবানাং রেতো বর্ষং বর্ষস্য রেত ওষধয় ওষধীনাং রেতোঽন্নমন্নস্য রেতো রেতো রেতসোঃ রেতঃ প্রজাঃ প্রজানাঃ রেতো হৃদয়ং হৃদয়স্য রেতো মনো মনসো রেতো বাগ বাচো রেতঃ কর্ম্ম তদিদং কর্ম্ম কৃতময়ং পুরুষো ব্রহ্মণো লোকঃ"—এখানে, কর্ম্ম এবং কর্ম্মকৃত হইলে পুরুষ—ব্রহ্মেরই স্থান ("তস্মাৎ পুরুষো ব্রহ্মণ উপাসনীয়স্য বেদনীয়স্য চ লোকঃ স্থানমিতি তস্য মহত্ত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ—সায়ণভাষ্য)। ব্রহ্মকে শ্রুতি কর্ম্মময় বা ক্রতুময় পুরুষরূপে দেখাইলেন। আবার, উক্ত আরণ্যকে (৩ অ। ৪ খণ্ডে)—"সযোঽতোঽশ্রুতোঽগতোঽমতোঽদৃষ্টোঽবিজ্ঞাতোঽনাদিষ্টঃ শ্রোতামন্তা দ্রষ্টাঽঽ দেষ্টা বিজ্ঞাতা প্রজ্ঞাতা সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরপুরুষঃ সম আত্মেতি বিদ্যাৎ"—এই বলিয়া সেই আশ্চর্য্য সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বস্তুটিকে চিনাইতেছেন। ভারতবর্ষ ব্রহ্মের বিরাট ক্রতুরূপ এবং সূক্ষ্ম অন্তর্য্যামিরূপ—এদুয়েরই উপাসনা করিয়াছেন। ২ ছাঃ উ; ১ম প্র। ৮, ৯ খ দ্রষ্টব্য। ফলশ্রুতি—পরোবরীয়সো হ লোকাঞ্জয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ ইত্যাদি। ফলে একটুও কার্পণ্য নাই।

বর্ত্তমানকে উপেক্ষা নাই।

সে যাই হউক, প্রাচীনকালে ভারতীয় বিদ্যা ও সভ্যতার যে চেহারা দেখিতে পাই, সেটা অপূর্ণাঙ্গ নহে। ঐহিক, বর্ত্তমান, উপস্থিতিকে উপেক্ষা করার কোন লক্ষণই তাহাতে নাই। যিনি আত্মবিৎ, তিনি আবার তেজস্বী, বীর এমন কি, "অন্নাদ"। জৈবলি প্রবাহণের মতন ১)।

পরবর্ত্তী কালে, দৃষ্টিসঙ্কোচ হওয়ার লক্ষণ অবশ্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সেটা ভিতরে নিস্তেজ হওয়ার, তপস্যা ও মেধা হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুত হওয়ার ফলেই হইয়াছে। তখন হয়ত "অয়ং" কে উপেক্ষা করিয়া "অসৌ" এর দিকে পক্ষপাত সুরু হইয়াছে। বৌদ্ধযুগে এ পক্ষপাতের লক্ষণ স্পষ্ট; বেদে অবশ্য যতিধর্ম্ম বা "ফকিরি" লওয়ার রাস্তা দেওয়া ছিল। ব্রহ্মোপনিষৎ, জাবালোপনিষৎ, আরুণিকোপনিষৎ, সন্ন্যাসোপনিষৎ, পরমহংসোপনিষৎ প্রভৃতি অনেক উপনিষদে বিশেষ ভাবে এই ফকিরিরই কথা আছে। কিন্তু আচার্য্য রামেন্দ্র স্থন্দরের অনুমান বোধ হয় ঠিক হইয়া থাকিবে যে, বৌদ্ধেরাই এদেশে "দলবাধা বৈরাগীর" সৃষ্টি করিয়াছিল। বঙ্কিম বাবুও বৈরাগীর উপর তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। আচার্য্যের অনুমান পূরাপূরিভাবে সমূলক কি না, তার বিচার পণ্ডিতেরা করিবেন। তবে একথা ঠিক যে, বৌদ্ধের শূন্যবাদ, ক্ষণিকবাদ, নির্ব্বাণমোক্ষবাদ প্রভৃতি ইহলোকের

১। রাজারা সেকালে ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয়বর্গকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার মত গভীর তত্ত্ব উপদেশ করার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন ; অথচ তাঁহাদিগকে "ফকিরি" লইতে হয় নাই। গীতা (৪ অ। ২ শ্লোক)—"এবং পরম্পরাপ্রাপ্ত মিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ"—এই পুরাতন যোগ পরম্পরা-ক্রমে রাজর্ষিগণ অবগত হইয়াছিলেন। নবম অধ্যায় যে যোগ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তার নাম 'রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ''। ছাঃ উঃ (৫।৩)—শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ'' পঞ্চালদেশে যাইয়া জীবলের পুত্র মহারাজ প্রবাহণের কাছে পাঁচটি প্রশ্নের কোনোটারই জবাব দিতে অক্ষম হইয়া পিতা গৌতমের (আরুণি) নিকট আসিয়া বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। তখন গৌতম স্বয়ং রাজার নিকট যাইয়া প্রশ্নের উত্তর চাহিলেন। রাজা বলিয়াছিলেন—"তং হোবাব যথা মা ত্বং গৌতমা বদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ।" অতএব পঞ্চাগ্নিবিদ্যা রাজবিদ্যা বা ক্ষত্রবিদ্যাই ছিল। তারপর, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বলিয়া নয়, ঐ পঞ্চমপ্রপাঠকের একদশখণ্ডে প্রাচীনশাল, মহাশাল, মহাশ্রোত্রিয় ঔপমন্যব প্রভৃতি কয়েকজনে. "আত্মা কি, ব্রহ্ম কি"—এই জিজ্ঞাসার নিজেরা মীমাংসা করিতে না পারিয়া প্রথমে ঋষি উদ্দালকের নিকট যাইলেন ; কিন্তু উদ্দালক নিজে উপদেশ দিতে সাহসী না হইয়া তাঁদের সঙ্গে করিয়া অশ্বপতি কৈকেয়ের নিকট যাইলেন। রাজা তাঁদের প্রত্যেকের আংশিক ধারণা গুলি পূরণ করিয়া তাঁদিগকে বৈশ্বানর আত্মার উপদেশ করিলেন। আমরা এ উপাখ্যান স্থানান্তরে বলিয়াছি। এই সকল ঘটনা হইতে বুঝিতেছি যে, ফকিরির সঙ্গে পরাবিদ্যার অবিনাভাব সম্বন্ধ শাস্ত্র আমাদের দেখান নাই।

প্রাচীন পূর্ণ ধারা

পুরুষার্থ (Values) গুলাকে একরকম বাদ দেওয়ার দিকেই ঝুঁকিয়াছিল। এ সকল বাদ অবশ্য একেবারে পড়িতে পারে না ; অশোকের মতন মহারাজ চক্রবর্ত্তীরাও একেবারে হাওয়ার উপর সিংহাসন পাতিয়া রাজত্ব করেন নাই। কিন্তু ঝোঁক— tendency-টা নিবৃত্তির দিকে, এটাকে ছাড়ার দিকে। এ ঝোঁক ভাল কি না, তার বিচারস্থল ইহা নহে। তবে, কথাটা এই যে, প্রাচীন ধরার (যেটার পূর্ণ বিকাশ উপ নিষদাদিতে দেখিতে পাই) কতকটা মোড় ফিরিয়াছিল বৌদ্ধযুগে। সনাতন ধারাটি যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। দুইটা ধারার মাঝখানে এক প্রকাণ্ড চরা জাগিয়া দুইটাকে যেন মিশিতে দেয় নাই। ঐহিক জীবন ও পারমাথিক জীবন এই দুইটি বিচ্ছিন্ন ধারা বৌদ্ধযুগে দ্বিতীয় ধারাটির খাতেই সব স্রোতটাকে চালাইবার চেষ্টা কথঞ্চিৎ হইয়াছিল। চেষ্টা করিলেই নৈসর্গিক প্রবাহের মুখ ফিরাইয়া দেওয়া যায় না। ইঞ্জিনীয়ারগণ "ড্যাম" নির্ম্মাণ করিয়া সেটা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু চিন্তা, বৌদ্ধ শ্রমণাদির জীবনাদর্শ ও শিক্ষা -এই সকল "ড্যাম" গড়িয়া নৈসর্গিক স্রোতটিকে অন্যদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বৌদ্ধযুগ চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু তার তৈরি "ড্যাম" এই আড়াই হাজার বছর ধরিয়া ভারতীয় জীবন-স্রোতটিকে কতকটা দ্বিধা বিভক্ত করিয়াই দিতে চাহিয়াছে, এবং তার ফলে, বহুশতাব্দী ধরিয়া আমাদের ঐহিকের খাতে প্রাণের স্রোতটি মন্দা হইয়া আসিয়াছে(১)। এ মন্দা স্রোতে আর আমাদের সাংসারিক জীবনের, বড় বড় জাহাজ কেন, ছোট ছোট পান্‌সিও

ধারা দ্বিধা বিভক্তি।

জন্মান্তরবাদের মূল "বেদে" নাই, ঈজিপ্ট প্রভৃতি অন্য অন্য প্রাচীন সভ্যতার হইতে "ধার" কথা বিদ্যা ; দেবযান, পিতৃযান—এ সবও হয়ত, Egyptian "Book of the Dead" এর মহাজনের কাছ হইতে কর্জ্জ লওয়া। Orphic এবং Pythagorean মতের সঙ্গে ভারতীয় মতবাদে সবিশেষ সাদৃশ্য থাকিলেও, কেহ কেহ তাঁদের ভারতে "ঋণ" উড়াইয়া দিয়াছেন। আমরা এ কথা পরে আলোচনা করিব।

১। বৌদ্ধধর্ম্মের চারিটি "আর্য্যসত্য" ("আরিয় সচ্চ")—Dr Oldenberg যে গুলিকে "the Four Noble Truths of Buddhism" বলিয়া তরজমা করিতেছেন—তাতে, (১) দুঃখ, (২) দুঃখোৎপত্তি, (৩) দুঃখনিবৃত্তি এবং (৪) দুঃখনিবৃত্তির মার্গ—এই চারিটির সম্যক্ জ্ঞানই বিদ্যা, আর এদের অজ্ঞানই "অবিদ্যা"। এই অবিদ্যাই নিখিল দুঃখের আদিবীজ। পাতঞ্জল দর্শন (সাধনপাদ) পাঁচপ্রকার ক্লেশের কথা বলিয়াছেন (৩ সূত্র) ; অবিদ্যাকেই অপরগুলির 'ক্ষেত্র' বলিয়াছেন (৪ সূত্র) ; এবং অনিত্য, অশুচি, দুঃখ এবং অনাত্মায় নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিকে অবিদ্যা বলিয়াছেন (৫ সূত্র)। অনিত্য নিত্য, অনাত্মা-আত্মা—এ লইয়া মতদ্বৈধ রহিলেও আসলে বৌদ্ধচিন্তার সঙ্গে মিল রহিয়াছে। শৈব-শাক্ততন্ত্রে অবিদ্যাদি

ভাসিতে চাহে না। মাঝিরা হালে আর "পানি" পায় না; দাঁড়ী মাল্লোরা বৈঠা তুলিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে হাত অবশ করিয়া ফেলিয়াছে; পা'ল হাওয়ার অপেক্ষায় এলাইয়া পড়িয়া আছে; যখন হাওয়া আসে, তখন অগভীর জলে পান্‌সি ছুটিয়া, চরায় উঠিয়া একেবারে বা'নচাল হবার মতন হয়। এ দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইয়াছিল হাজার হাজার বছর আগে।

পূর্ণ ধারাটিকে পুনঃ বাহাল করা চেষ্টা

আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি কেহ কেহ সেই সনাতন অবিভক্ত ধারাটিকে আবার বহাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ঠিক আগেকার মতন সরলভাবে, গভীর ভাবে, সতেজ ভাবে সে স্রোত আর বহে নাই। যতই অধিকারী সম্বন্ধে বাচবিচার করিতে যান্ না কেন, গৌড়পাদ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ এবং রামানুজ মাধ্ব বল্লভ প্রভৃতি আচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত ভক্তিবাদ ভারতবর্ষের ধাতে অনৈহিকতার (otherworldliness) ঝোঁকটাকে আগেকার মত সংযত ও সুসমঞ্জস করিয়া দেয় নাই। প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পাকা ভিত্তিটার তেমন সংস্কার সাধন হইয়া উঠে নাই, কুমারিল ভট্ট, আচার্য্য শঙ্কর নিজে আরও অনেকে সংস্কারের জন্য যতই চেষ্টিত হইয়া থাকুন না কেন। হাজার বছরের উপেক্ষায় ও প্লাবনে বুনিয়াদ দমিয়া, ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; তাকে আবার সিধে ও দৃঢ় তেমন করিয়া কেহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনধিকারী সন্ন্যাসীর দল, বৈরাগীর দল উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়াছে বই কমে নাই। যে বিশাল জনসঙ্ঘ ব্যবহারিক জীবনটাকেই ধরিয়া রহিয়াছে, তাদের মুষ্টিও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছে; প্রাণের উপাসনায় বিরত হইয়া তারা প্রাণহীন হইয়া

পাঁচটি কঞ্চুকের কথা আছে ("তত্ত্বসন্দোহ" দ্রষ্টব্য); অবিদ্যাই মূল। পঞ্চরাত্র আগমে
মায়া, নিয়তি, কাল (Dr. Otto schrader's Ahirbudhnya Samhita. 63, 64, 90
দ্রষ্টব্য)। ন্যায়দর্শনে মোক্ষের লক্ষণে "মিথ্যাজ্ঞান" বীজভূত প্রতিবন্ধক, যার 'হান"
আবশ্যক। বৌদ্ধবিত্তার সঙ্গে আসল যায়গায় মিল রহিয়াছে। কিন্তু, বৌদ্ধেরা (বুদ্ধদেব
স্বয়ং দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় তেমন প্রশ্রয় দেন নাই) আত্মা, জগৎ—এ সব সম্বন্ধে যে মত-
বাদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাতে কর্ম্ম নিবৃত্তির দিকেই স্বভাবতঃ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।
পক্ষান্তরে, জীবের দুঃখনিবৃত্তির জন্য যে কর্ম্ম ("পঞ্চধ্যান" ও তার মধ্যে)—Charity and
humanitarianism—তার উপর বৌদ্ধধর্ম্ম যথেষ্ট ঝোঁক দিয়াছিল। কাজেই, গার্হস্থ্য প্রভৃতি
সাধারণ ব্যবহার গুলির ভিত্তি শূন্যবাদ, দুঃখবাদ, ক্ষণিকবাদের ফলে কতকটা শিথিল হইয়া
যাইলেও, সেবা, পরোপকার প্রভৃতি "other-regarding" কর্ম্মগুলি বেশ পোষকতাই লাভ
করিয়াছিল। যতি বা চতুর্থাশ্রম "আদর্শ" হইয়াছিল। শ্রৌতধর্ম্মে আশ্রমগুলির অঙ্গাঙ্গিভাব
(organic interdependence) সম্পূর্ণ রক্ষার দিকে দৃষ্টি ছিল। এইজন্য যতি আশ্রমের
প্রশংসা করিয়াও সে ধর্ম্ম গার্হস্থ্যকে সকল আশ্রমের আশ্রয় বলিয়াছিল।

পড়িয়াছে; সুতরাং তাদের জীবন সাংসারিক হিসাবেও ব্যর্থ (failure), ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিক্ দিয়াও ব্যর্থ। এ জীবনের লক্ষণ এক কথায় কার্পণ্য, দৈন্য, ক্লৈব্য।

বরং, তন্ত্রের সমন্বয় (synthesis) নানাদিকে নানা ব্যভিচার সত্ত্বেও—সেই পূর্ব্বের সামঞ্জস্য ও স্বাস্থ্যটিকে আবার ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া আংশিক ভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছিল।—এই সমন্বয়ের মূল কথা—জীবকে, সকল অবস্থার ভিতরেই, ভোগে ও যোগে, নিজের মধ্যে শিব-শক্তির মিলন করিতে হইবে। মহাশক্তি নিজের মধ্যেই রহিয়াছে—শক্তি-স্বরূপই নিখিল বস্তু। এই শক্তি উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইবে; তার ফলে, সিদ্ধিই শুধু করতলগত হইবে এমন নয়; জীব নিজের শিব-শক্তির অভিন্নভাব উপলব্ধি করিয়া পরম কৈবল্য লাভ করিবে। মায়া বলিয়া কিছুই উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন নাই সকল কর্ম্ম এবং সকল তত্ত্বের মধ্যেই ব্রহ্ম বা শিব-শক্তির অবিনাভাব দেখিতে হইবে। সকলই আনন্দময়ীর লীলা-বিলাস। সাধককে তাই "বীরভাবে" ভোগের মধ্য দিয়াই যোগারূঢ় হইতে হইবে।

তন্ত্রের সমন্বয়

পশুভাব পাশবদ্ধ অবস্থা; এভাবে জীব নিজেকে শৃঙ্খলিত, নিরুপায় মনে করে। নিজেকে আনন্দ-বিগ্রহ, লীলাসমর্থরূপে জানিতে বুঝিতে পারে না। বীরের সাধনে, কুলার্ণবতন্ত্রের ভাষায়, "ভোগো যোগায়তে, মোক্ষায়তে সংসারঃ"।(১) এমন কি

১। বৌদ্ধধর্ম্মের "ত্রিরত্ন" এর ভিতরে বুদ্ধ জ্ঞান বা নির্ব্বাণের প্রতিরূপ; ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ কর্ম্মের (বিশেষতঃ জীবের দুঃখনিবৃত্তিবিধায়ক কর্ম্মের) প্রতিরূপ। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্মের মিলন বৌদ্ধধর্ম্মে ছিল। তবে, আত্মা, সংসার, ভোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে অন্যরূপ চিন্তার ফলে সে জ্ঞান ও কর্ম্মে ঐহিকের একটা দিকে (যে দিক্‌টায় আমাদের ভোগ ও সংসার হইতেছে) ঝোঁক উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। বুদ্ধদেব বারাণসীতে যে উপদেশ দেন ("মহাবগ্‌গ" i. 6. 38 ff) তাতে "রূপং অনত্তা" (Matter is not Self), "বেদনা অনত্তা" (feeling is not Self), "সঞ্ঞা অনত্তা" (Perception is not Self), সংখার অনত্তা" (Disposition is not Self), "বিজ্ঞানং অনত্তা" (Intellect is not Self)—এইভাবে "নেতি নেতি' করিয়া আত্মাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার আসক্তি ও তৃষ্ণার বস্তু হইতে নির্ব্বাচন করা হইতেছে; এ নির্ব্বাচনের ফলে তৃষ্ণাক্ষয় হইয়া থাকে; আর তৃষ্ণাক্ষয়েই মুক্তি। কিন্তু অন্বয়মুখে আত্মা স্বরূপে কি—"সত্যংজ্ঞানমানন্দং"—উপনিষদ আত্মজ্ঞানের এই মূলবাণী আমরা এখানে শুনিতে পাইলাম না। "নেতি" বিচারে শ্রৌত ও তান্ত্রিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিল রহিয়াছে। কিন্তু শ্রৌত ও তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত আত্মা এ সকল নয় বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। আত্মা—প্রত্যগাত্মা—যে সত্য, জ্ঞান, আনন্দ, অভয় স্বরূপ, তা মুক্তকণ্ঠে বার বার বলিয়াছেন। এই এক বিশেষত্ব। আর বলিয়াছেন—এ জগৎ, যা কিছু পরিদৃশ্যমান, ভূত ভর্ত্তিমবস্থৎ বান, সবই আত্মা, সুতরাং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত হেয় বা উপাদেয় কিছুই

“পঞ্চতত্ত্ব”—যাতে পশুজীবের সচরাচর পতন—তাহাকেই মোক্ষ পাওয়ার সোপান করিয়া লইতেছেন তিনি।(১) মহানির্ব্বাণতন্ত্র অবধূতকে যে মন্ত্রে সন্ন্যাস গ্রহণের আবশ্যক হোমটি করিতে বলিতেছেন, সেই মন্ত্রই তন্ত্রোক্ত জীবনের মূলমন্ত্র—“ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং, ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা।” এ কথার বিস্তার এখানে করিব না; কথাটা এই যে, তন্ত্রের পথ, বেদের নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে আপাত দৃষ্টিতে বাহ্যতঃ কতকটা আলাদা হইলেও, বেদোক্ত সেই সনাতন মার্গের ধরণটা ঠিক বজায় রাখিয়াছে; এক-লক্ষ্যানুবর্ত্তিতা ত আছেই। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতি কলিযুগের জন্য বৈদিক বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাটিকে কতকটা “ঢালিয়া সাজিয়াছেন” সন্দেহ নাই; কিন্তু সে প্রাচীন ব্যবস্থার প্রাণ (Spirit) তাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন বলিয়াই, হিন্দুত্বের ক্রোড়ে বেদ ও আগমের নিবিড় মিলন হইয়া গিয়াছে। তন্ত্রের মূল ভারতবর্ষের বৈদিকধর্ম্মের ভিতরে বাহিরে যেখানেই থাক্ না কেন, বৌদ্ধযুগেই ইহার বিশেষ পরিণতি হইয়া থাক্ বা নাই-ই থাক্, একথা অসংদিগ্ধ যে, পরে বেদাম্নায় ও তন্ত্রাম্নায়ের মাঝখানে আর কোনও মারাত্মক “খানা” রহিয়া যায় নাই।(২) বৌদ্ধযুগে “ঐহিকের” সঙ্গে যোগটিকে যেখানে

বেদাম্নায় ও
তন্ত্রাম্নায়।

নাই। ত্যাগ করার, গ্রহণ করার কিছুই নাই। এইটাই পরমবৈশিষ্ট্য: প্রতীত্যসমুৎপাদরূপ চক্র বৌদ্ধমত চালাইয়াছেন—“অবিজ্জাপচ্চয়া সংখারা, সংখারপচ্চয়া বিঞ্ঞানং, বিঞ্ঞানপচ্চয়া নামরূপং, নামরূপপচ্চয়া সড়ায়তনং, সড়ায়তনপচ্চয়া ফস্সো (স্পর্শঃ), ফস্সপচ্চয়া বেদনা, বেদনাপচ্চয়া তণ্হা (তৃষ্ণা), তণ্হাপচ্চয়া উপদানং, উপদানপচ্চয়া ভবো, ভবপচ্চয়া জাতি (জন্ম), জাতিপচ্চয়া জরামরণং সোকপারদেবদুক্খ দোমনস্সুপায়াসস্ সম্ভবান্ত, “মহাবগ্গ, I. 1. 2. এ চক্রের কেন্দ্রে কোনো আনন্দজ্ঞানবিগ্রহ নিত্যসতা সত্তা নাই। তন্ত্রমত বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়া থাকিলেও, ঔপনিষদ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মাকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মও মহাযানসম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া (প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) ঔপনিষদ তত্ত্ব চিন্তার খুব কাছেই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

১। দ্বিতীয় উল্লাসে, “ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ পাতকং সুকৃতায়তে। মোক্ষায়তে চ সংসারঃ কুলধর্ম্মঃ কুলেশ্বরি ॥”

২। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যের দিনেও, “আনা”টীকে যত বড় বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি, তত বড় হয় নাই। মহাযান মত ক্রমে আবার হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে খুবই নিকট সম্পর্ক পাতাইয়াছিল। অষ্টসাহস্রিকা ‘প্রজ্ঞাপারমিতা’ গ্রন্থে গোড়ায় একবিংশতি শ্লোকাত্মক প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রম্’ রহিয়াছে। তাতে প্রজ্ঞাপারমিতার যে স্তব করা হইয়াছে, তা দেখিলে প্রজ্ঞাপারমিতা = অদ্বিতীয়, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ (অনবদ্য), নির্লেপ, নিষ্প্রপঞ্চ, বিকল্পরহিত চৈতন্য বলিয়াই বোধ হয়। বেদান্তের ব্রহ্মের সঙ্গে ইহার পার্থক্য নাই বলিয়াই বোধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ

তন্ত্র যুগধর্ম্ম

যেখানে শিথিল করা হইয়াছিল, হিন্দুতন্ত্রে সে যোগটিকে আবার বেশ দৃঢ় করিয়াই দেওয়া হইয়াছিল ; এমনভাবে যে, যেন সে "যোগ" ! অথবা "ভোগ") প্রকৃত যোগের অন্তরায় না হইয়া বরং তার সাধকই হইতে পারে। জীবনের ছোট বড় সকল রকমের কাজগুলিকে এইভাবে "ধর্ম্ম-সাধন" করিয়া নেওয়া, সব কাজ স্থচারুরূপে করিয়া তার ভিতর দিয়াই ক্রমশ চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মনিষ্ঠা অর্জ্জন করা এইটাই ছিল বৈদিক ঋষি ও স্মৃতিশাস্ত্রকারদের সম্মত পন্থা। কাজের একটু আধটু রকমারি করিয়া দিলেও, তন্ত্রশাস্ত্র এ পন্থা হইতে নামিয়া পড়েন নাই। স্মার্ত্তদের মতনই তন্ত্রশাস্ত্র(১) ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ ও পিতৃ ঋণ,—এই ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ না করিয়া (অর্থাৎ "আনৃণ্য" লাভ না করিয়া) কাহাকেও অবধূত হবার অনুমতি দিতেছেন না। যাঁরা শ্রুতির "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"—এই পাঁতির দোহাই দিয়া দলে দলে স্বামী পরমহংস করিতেছিলেন, তাঁরা তন্ত্রের দরবারে তেমন জোর সনন্দ পাইবেন না। এমন কি গুরুর লক্ষণে "আশ্রমী" গুরুরই প্রশংসা বেশী। অপরাপর নানাদিকে, নানাবিষয়ে তন্ত্র ঐহিকের সঙ্গে আমাদের যোগটি সতেজ ও দৃঢ় করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। এ অবসাদের যুগে, নৈষ্কর্ম্ম্যের যুগে, তন্ত্রের আসল ধর্ম্মটা তাই যুগধর্ম্ম। বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব,

---

(১১।২।১১)—বদন্তিতৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে রূপে যেটিকে তত্ত্ব বলিয়াছেন, সেটিই প্রজ্ঞাপারমিতা বলিয়া বোধ হয়। তথাগত মানে সাধারণতঃ 'বুদ্ধ' মনে করা হয় বটে. কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে, তথাগত "তৎ" ("তৎত্বমসি" মহা-বাক্যের তৎ = ব্রহ্ম)। পারমিতা = শ্রেষ্ঠ আর্য্যধর্ম্ম = দান, শীল, ক্ষান্তি, বৈরাগ্য' বীর্য্য, ধ্যান এই ছয়টি। এ ছয়টি উপায়। উপেয় হইতেছে পারমিতা (মানের বা পরিমাণের অতীত) ও অমিত প্রজ্ঞা। এইখানে অলাতচক্রবৎ নিয়ত ঘূর্ণ্যমান প্রতীত্যসমুৎপাদ ('পটিচ্চসমুপাদ') চক্রের একটা শান্ত, সুস্থির, শাশ্বত কেন্দ্র মিলিল। এই কেন্দ্রটিকে 'তথাগত' বলা হউক, আর 'ব্রহ্মই' বলা হউক, আর 'শিবশক্তিই' বলা হউক, তাতে আসে যায় না। 'আকাশমিবনির্লেপাং নিষ্প্রপঞ্চাং নিরক্ষরাম্। যস্তাং পশ্যতি ভাবেন স পশ্যতি তথাগতম্॥' —প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র, ২। প্রজ্ঞার দর্শন আর তথাগতের দর্শন একই। মহাযান কোনো কোনো গ্রন্থে (যথা, শ্রদ্ধোৎপত্তি শাস্ত্র) 'তথাগত-গর্ভ' রহিয়াছে ; তাহা = নাদবিন্দু = ব্রহ্মযোনি। ভদ্রকল্পাবদানে প্রজ্ঞাকে দেবতাদের প্রসূতি এবং অনাদ্যন্তা বলা হইয়াছে। এইরূপে একটা সুস্থিরকেন্দ্রের চারিধারে তন্ত্রাম্নায় সুন্দরভাবে জমাট বাঁধিয়া (crystallized) উঠিয়াছিল। সে সুস্থির কেন্দ্র যখন বেদসম্মত, তখন তন্ত্রাম্নায় ও বেদাম্নায়ে সত্যকার বিরোধ থাকার কথা নয়। নাই-ও। এমন কি পঞ্চতত্ত্ব সাধনারও মূলসূত্র ও আকৃতি (Principles and Types) গুলি বেদের মধ্যেই রহিয়াছে। আমরা পরে দেখাইব।

১ মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৮ উল্লাস। ২৩৯, ২৪০।

শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য—সকল প্রকার তন্ত্রই আছে, এবং তন্ত্রোক্ত সাধন-সিদ্ধি আছে(১)।

বেদ ও তন্ত্রে বীর সাধনা।

ঋগ্বেদে যেমন বলের পুত্র বা শক্তির পুত্র ("সহসঃ সূনুঃ") ভাবে ইন্দ্রের উপাসনা করার কথা আছে (বিশেষতঃ সেই সব ঋক্গুলিতে, ভরদ্বাজ ঋষি যাঁদের দ্রষ্টা (২) ; ইন্দ্রের হস্তে সাক্ষাৎ বজ্র আয়ুধরূপে দেওয়া হইয়াছে, যে আয়ুধের দ্বারা তিনি বৃত্র, অহি প্রভৃতি বধ করিয়া দেবতা ও মানুষদের কাছে সকল শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ বর্ষণ করিয়া দেন(৩) ; উপনিষদের অন্তরদৃষ্টিতে তেমনি এই পরম তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"(৪)—বলহীন কখনই আত্মাকে লাভ করিতে সমর্থ নয়। শঙ্করাচার্য্য "বলহীনেন" মানে লিখিতেছেন—"বলপ্রহীণেন আত্মনিষ্ঠা-জনিত বীর্য্যহীনেন"। বেশ কথা ; বীর্য্যহীন, ক্লীব, অশক্ত ব্যক্তি কখনও আত্মনিষ্ঠও হইতে পারে না, আত্মজয়ীও হইতে পারে না। শ্বেতাশ্বতের যোগের উপদেশ করিতে গিয়া বলিতেছেন(৫)—"দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং, বিদ্বান্ মনোধারয়েতাপ্রমত্তঃ"—বিদ্বান্ অপ্রমত্ত, কিনা স্থিতধী, হইয়া দুষ্টাশ্বযুক্ত এই মনোরূপী যানটিকে ধারণ ও পরিচালন করিবেন। হৃদয়ে প্রভূত শক্তি না থাকিলে, এ সব দুর্নিবার অশ্বদের "লাগাম" টানিয়া রাখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণও গীতায় অর্জ্জুনকে "মহাবাহো" এই বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং

---

১ সম্মোহনতন্ত্র (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) ৬৪ তন্ত্র, ৩২৭ উপতন্ত্র, বহু যামল, ধামর, সংহিতা প্রভৃতি শাক্তমতের অন্তর্গত করিয়াছেন ; ৩২ তন্ত্র, ১২৫ উপতন্ত্র, যামল প্রভৃতি শৈব মতের ; ৭৫ তন্ত্র, ২০৫ উপতন্ত্র, যামল প্রভৃতি বৈষ্ণব মতের , এ ছাড়া অনেক তন্ত্র, উপতন্ত্র সৌরমতের, গাণপত্য মতের, বৌদ্ধমতের, চীনাগম,জৈন, পাশুপত, কাপালিক, ভৈরব ইত্যাদি অনেক তন্ত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন। বেদবারিধির ন্যায় তন্ত্রও এক বিশাল বারিধি। বৈষ্ণবতন্ত্রের পঞ্চরাত্রাগম প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ; শতাধিকগ্রন্থের উলেখ পণ্ডিত অনন্তশাস্ত্রী করিয়াছেন। Dr. Otto Schrader Introduction to Ahirbudhnya Samhitaতেও বহু বৈষ্ণব তন্ত্র ও সংহিতার উল্লেখ আছে। কাশ্মীরে শৈবতান্ত্রর উত্তরাম্নায় (ত্রিক) সবিশেষ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। ('মালিনীবিজয়' 'স্বচ্ছন্দতন্ত্র' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) : শাক্ততন্ত্রেরও অনেকগুলি আম্নায় (৯) ও সম্প্রদায় (৪)। অনেক তন্ত্রেই বেদ বা শ্রুতির প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যথা—"শ্রীদেব্যুবাচ—কোবা বেদঃ কুতআয়াতি কোবা তস্য প্রকাশকঃ। কঃ কর্ত্তা তস্য বেদস্য তৎ সর্ব্বং কথয়স্ব মে ॥—'একোবেদশ্চতুর্থাভূদ্ যজুঃ সাম ঋগাদয়ঃ। বেদো ব্রহ্মেতি সাক্ষাদ্ বৈ জানীহি নগনন্দিনি ॥ স্বয়ং প্রবর্ত্ততে বেদস্তৎকর্ত্তা নাস্তি সুন্দরি। স্বয়ম্ভু বেশো ভগবান্ বেদোগীতস্তয়াপুরা ॥ শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকাঃ। প্রকাশকাণ্ডবন্ত্যেতে কৃষ্ণাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ ॥ বৈদিক প্রতিপাদ্যশ্চ অর্থোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বিপরীতং মহেশানি অধর্ম্মো ভবতি প্রিয়ে ॥—বৃহন্নীলতন্ত্রে ৪র্থ পটলে। বেদ ও তন্ত্রের সম্পর্ক আমরা পরে আলোচনা করিব।

চলং অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে(৬)।” মহাবাহু যিনি, তাঁহারই এ কাজ। পাতঞ্জল সূত্রে রহিয়াছে “তীব্র সম্বেগানামাসন্নঃ”(৭)—যাঁরা তীব্র সম্বেগ, মহোৎসাহসম্পন্ন, তাঁদেরই সিদ্ধি আসন্ন; দুর্ব্বলের রাস্তা এ নয়। তখন আলপ্স পর্ব্বত মালা ফুঁকিয়া রেলের “টানেল” তৈয়ারি হয় নাই, কিন্তু তথাপি মহাবীর নেপোলিয়ানের বিজয়-অক্ষৌহিণী মার্শাল “নের” অঙ্গুলিহেলনে দুর্লঙ্ঘ্য তুষারকিরীটী তুঙ্গ গিরি অতিক্রম করিয়া একটা মহাশ্যেনের মতন ইতালীর বক্ষোভূমিতে গিয়া পড়িল; যিনি আত্মবিৎ হইতে চান, তাঁহারও “অভিযান” এইরূপ “অসাধ্য-সাধনে” প্রস্তুত হওয়া চাই। ৫ যদি বীরের আচার না হয় ত' বীরের আচার কি? প্রাচীন “জীবনবেদে” বীর্য্য ও ব্রহ্মবর্চঃই গোড়ার কথা। বীর্য্যই বীজমন্ত্র। তন্ত্র শক্তিকে কেন্দ্রে বসাইয়া ৮ সেই পুরাতন জীবন-বেদকে সঞ্জীবিতই করিতে চাহিয়াছেন। বেদ ও তন্ত্রের মধ্যে বিরোধটাকেই যাঁরা বড় করিয়া দেখেন, তাঁদের এই নিগূঢ়, সত্যকার মিলনটির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

---

২ ঋ. স. ৬ষ্ঠ মণ্ডলের দ্রষ্টা ঋষি ভরদ্বাজ; ১ম সূক্ত, ১০ ঋক্ ইত্যাদি বহুমন্ত্রেই সহসঃ সূনুঃ রহিয়াছে।

৩ ঋ. স. (৬ম।১৬।১৪) অগ্নিকে অশনির সঙ্গে অভিন্ন চিন্তা করিতেছেন। দধ্যঙ্ ঋষি বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে প্রমাণ আছে); তিনিই অগ্নিকে দীপিত করিয়াছিলেন; পূর্ব্বমন্ত্রে অথর্ব্বা পুষ্করাদধি নিরমন্থত (পুষ্কর পর্ণে অগ্নিমন্থন করিয়াছিলেন; সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য)। ১৪ ঋকে অগ্নিকে ‘বৃত্রহণং পুরন্দরম্’ বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এখানে অগ্নি = তপস্তেজঃ (‘সৃষ্টিতত্ত্ব ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য),

৪। মু, উ, ৩।২।৪; শাঙ্করভাষ্যে, তপঃ = জ্ঞানং লিঙ্গং = সন্ন্যাসঃ।

৫। শ্বে. উ. ২।৯,

৬। গী. ৬।৩৫।

৭। পা. সূ. ১।২১।

৮। তন্ত্রের বিস্তর আম্নায় বা শাখা সন্দেহ নাই, কিন্তু Sir John Woodroffe শক্তি ও শাক্ত' গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ; পৃঃ ২৩) যা লিখিয়াছেন, তাই ঠিক:—'Nevertheless when these Agamas have been examined and are better known, it will, I think, be found that they are largely variant aspects of the same general ideas and practices' তার পর তিনি কতকগুলি সর্ব্বতন্ত্রসাধারণ তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তার মধ্যে কয়েকটির এখানে উল্লেখ আবশ্যক—(১) পরমেশ্বর তত্ত্ব; (২) পরমেশ্বর স্বরূপে রহিয়াও জগদ্রূপে পরিণত হইয়া থাকেন; (৩) তাঁর অনির্ব্বচনীয়া শক্তি-রূপেই ইহা ঘটিয়া থাকে; (৪) জীবাদি সেই পূর্ণসত্তা হইতে অংশ বা কলা (যথা, অগ্নি হইতে অগ্নি) রূপে বিকাশ; ইত্যাদি। কাজেই, শক্তিতত্ত্ব এ সকল চিন্তার মূলে বা কেন্দ্রে। প্রাচীন সাত্বতমতের ভিতরে (ভাগবত পুরাণ, ৯।৯, ৪৯; ইত্যাদি) বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-অনিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্ন এই চতুর্ব্যূহের বিকাশ যখনই হইয়া থাকুক না কেন, এটা ঠিক যে হরি, বাসুদেব (গীতা ৭।১৯) নারায়ণ বা

আমরা বেদেরই কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মাঝখানে সাধ করিয়া খানা কাটিয়া বসিয়াছি—বলাবাহুল্য, "আপনি মজিতে এবং লঙ্কা মজাইতে"। মুক্তির জন্য কর্ম্ম ও জ্ঞানের "সমুচ্চয়" স্বীকৃত হউক আর নাই হউক,(১) এ কথা ঠিক যে, প্রাচীনেরা কর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিতেন, কর্ম্মের দ্বারা অন্ন, যশঃ ও বীর্য্য অর্জ্জন করিতেন, এবং কর্ম্মের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন। যাঁরা উপনিষৎ বা বেদান্ত পড়েন, তাঁরা সময় সময় ভুলিয়া যান যে, যজ্ঞ লইয়াই, কর্ম্মকাণ্ডের মন্ত্র, অনুষ্ঠানগুলি লইয়াই তাদের "আঙ্গিরস" বা "অঙ্গানাং রসঃ" নিঙড়াইয়া বা দোহন করিয়া বাহির করার প্রয়াসেই বেদান্তের সৃষ্টি ২)। যেটা বহিরঙ্গ, সেটাকে অন্তরঙ্গ, যেটা বহির্মুখ, সেটাকে অন্তর্মুখ করিয়া নেওয়া হইতেছে। যজ্ঞ, যজ্ঞাঙ্গ—এ সবটাকে idealize, spiritualize করার চেষ্টাতেই উপনিষৎ ৩)।

"উপনিষৎ" কথাটার একটা মানে গূঢ় বা গুপ্ত। যেমন মৈত্রি ৪। আত্মার "উপনিষৎ" নামের কথা বলিতেছেন। বৃহদারণ্যক ৫) বলিতেছেন—"তস্যোপনিষদহরিতি হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ"—আদিত্যমণ্ডলে যে পুরুষরূপি ব্রহ্ম রহিয়াছেন, তাঁহার "উপনিষৎ" অহঃ ("পাপ্মানং হন্তি জহাতি চ"—এই কারণে)। পুনশ্চ ৬)—"যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্য……তস্যোপনিষদহমিতি হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ"—দক্ষিণ অক্ষিতে যে পুরুষরূপি ব্রহ্ম রহিয়াছেন তাঁর "উপনিষৎ" অহং।(৭) ছান্দোগ্য ৮) বলিতেছেন—নহ বা অস্মা উদেতি ন

পুরুষোত্তম অনির্ব্বাচ্যশক্তিসহকৃত হইয়াই (গীতা ৯।১০—ময়াধ্যক্ষেণ প্রভৃতি; ১৪।৩—'মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম; ৯।১৭।১৮—"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ. 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী'; ইত্যাদি চিন্তনীয়) প্রপঞ্চরূপে লীলাবিলাস করিয়াছেন। রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ; নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যেরা সকলেই ভগবান্‌কে অপরিমিতশক্তিবিশিষ্টভাবে ধ্যান করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

১ শারীরকভাষ্যে তত্ত্বসমন্বয়াৎ (ব্র. সূ. ১।১।৪) সূত্রের উপর বিচার দ্রষ্টব্য—"অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—যদ্যপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম ইত্যাদি। বৃ. উ. (১ অ।৪র্থ ব্রা)—তদ্ধেদং তর্হ্য ব্যাকৃতমাসীৎ' ইত্যাদি মন্ত্রের উপর বিস্তারিত ভাষ্যেও শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয় বিচার করিয়াছেন। রামানুজ (ব্র. সূ ১।১।১ শ্রীভাষ্যে) ব্রহ্মজ্ঞানকে বাক্যজন্য বাক্যার্থজ্ঞান মনে করেন নাই। বিচার করিয়া উপসংহার করিতেছেন—অতো বাক্যার্থজ্ঞানাদন্যদেব ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্যং জ্ঞানং বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতম্। ২। ছা উ.১।২।১০—তং হাঙ্গিরা উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রে ; আঙ্গিরস 'প্রাণ'(the life or spirit of everything)। ৩। মৈত্র্যুপনিষৎ (১ম খণ্ড। ১ ক খ)—'ব্রহ্মযজ্ঞো বা এষ যৎ পূর্ব্বেষাং চয়নং' গীতা (২৪) ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ…। ৪। মৈত্র্যুপনিষৎ ৬।৩২ ক। ৫। বৃ. উ. ৫।৫।৩। ৬। বৃ. উ. ৫।৫।৪।

৭। বৃ. উ. ৩।৯২৬—"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।

৮। ছা. উ, ৩।১১।৩

নিম্লোচতি সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ”—যিনি এই গোপনীয় ব্রহ্মবিদ্যা জানেন, সূর্য্য তাঁর নিকট উদিতও হন না, অস্তমিতও হন না; তাঁর কাছে সকল সময়ই দিনমান। শঙ্করাচার্য্য “ব্রহ্মোপনিষদং” পদের মানে “বেদগুহ্যং” করিয়াছেন। ছান্দোগ্য(১) ব্রহ্মের যে “সত্য” নাম দিতেছেন (পরমন্ত্র তার তিনটী অক্ষরের মর্ম্ম ভাঙ্গিয়া বলিতেছেন), সে নামটিও “উপনিষৎ” (যদিও মন্ত্রে “উপনিষৎ” এই শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ নাই)। নানা জায়গাতে গূঢ় বা গুহ্য অর্থে “উপনিষৎ” শব্দের ব্যবহার আছে। তন্ত্রে যেগুলি দেবতা প্রভৃতির গুহ্যনাম সেইগুলি “বীজ”; এই গুহ্য-নামই স্বাভাবিক নাম (Natural Name)(২)। বেদে এই রকমের গুহ্য-নাম (আমাদের যেমন “রাশিনাম”) প্রচলিত ছিল। কাজেই, উপনিষদের আসল লক্ষ্য ও চেষ্টাই হইতেছে—ভিতরকার রসটি নিঙড়াইয়া বাহির করা, যেটা গুহাহিত তাহাকে সুধীশিষ্যসকাশে প্রকাশিত করা, মুঞ্জাভ্যন্তরস্থিত ঈষীকাটিকে টানিয়া বাহির করা। যজ্ঞ প্রভৃতি বহিরঙ্গ সাধন অনুষ্ঠানগুলিকেই এই ভাবে “দোহন” করা হইত। সেই ছান্দোগ্যের ভাষায়(৩)—“দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্‌দোহং যো বাচো দোহঃ” বাক্যের যেটি সার বা রস সেটি বাক্‌ এই যজমানকে দোহন করিয়া দেন। শুধু বাক্যের কেন, নিখিলের সারই দোহন করার চেষ্টা হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রে “উপনিষদং বেদ” দুইবার আছে। শঙ্করাচার্য্য এখানে“উপনিষদং” মানে “দর্শনং”

১। ছা. উ., ৮৷৩৷৪

২। সারজন উডরফের ‘The garland of Letters’ গ্রন্থে The NaturalName and Vedic Language নামক পরিচ্ছেদ দুইটি দ্রষ্টব্য। বাংলায় বর্ত্তমান লেখকের স্বাভাবিক বা মন্ত্র নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য। মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র—এ তিনের এক একটা পারিভাষিক, শক্তিসূচক (dymanic) মানে আছে। মন্ত্র = স্বাভাবিক শব্দ; যন্ত্র = স্বাভাবিক রূপ; তন্ত্র = স্বাভাবিক ক্রিয়া। স্বাভাবিক = মূলীভূত শক্তিকুটের (stresses; constituent forces-এর) প্রতিনিধি বা প্রতিরূপ (equivalent); শাব্দিক প্রতিরূপ = মন্ত্র; রূপের বেলা (visual equivement, that is, diagram, of the constituent forces), সেটি যন্ত্র; আর ক্রিয়ার দিক্ দিয়া সেইটিই = তন্ত্র। কাশিকাবৃত্তি (৭৷২৷৯) অনুসারে ‘তন্’ ধাতুর উপর ‘সর্ব্বধাতুভ্যস্ত্রণ’ এই ঔণাদিক প্রত্যয় করিয়াই নিষ্পন্ন হউক, অথবা তত্ বা তন্ত্ ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন হউক, মূল অর্থ ‘বিস্তার’। সূক্ষ্ম বীজশক্তি (শক্তিকূটকে) স্থূলরূপে বিস্তার করে যে ক্রিয়া, অথবা পক্ষান্তরে, স্থূলরূপটিকে সূক্ষ্ম শক্তিকূটে বিশ্লেষণ করে যে ক্রিয়া (the operation by which a subtle stress system may be evolved into a relatively gross from, and conversely that by which it is resolved into its stress system), তাহাই তন্ত্র। ইহা একটা ব্যাপক ধারণা (universal concept)। বেদ ও তন্ত্র দুই-ই এভাবে তন্ত্র-যন্ত্র-মন্ত্রাত্মক। পরে সবিশেষ আলোচনা করিব।

কর্ম্মের রস বা সার দোহন।

লিখিয়াছেন। যেটা নিগূঢ় তাহারই দর্শন—ইহাই অভিপ্রায়। আর দোহন করিতেন তাঁরা কি?—বেদ সুরভির চারিটি বাঁটে তাঁরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গই দোহন করিতেন। ছান্দ্যোগ্যের তৃতীয়াধ্যায়ে যে মধুবিদ্যা বর্ণিত আছে, তাহাতে “অভিতপ্ত” ঋগ্‌বেদ প্রভৃতি হইতে “যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাত্তং রসোঽজায়ত”। এমন কি ইতিহাস পুরাণ ও “অভিতপ্ত(১) হইয়া যশঃ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়শক্তি, বীর্য্য, আহার্য্য অন্নরূপ রস ঢালিয়া দিয়াছিল। তপস্যা দ্বারা তাঁরা সকল কর্ম্ম, সকল বিদ্যাকে “অভিতপ্ত” dynamize) করার সঙ্কেত জানিতেন (২), এই জন্য, অন্ন হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মবর্চ্চঃ পর্য্যন্ত, কোন কিছুরই কাঙ্গাল তাঁদের হইতে হয় নাই। তন্ত্রের সাধনার মতনই বেদবিদ্যা ভুক্তিমুক্তিপ্রদা। বীর্য্যবান্ তাঁহারা, তাঁরা “তেজস্ব্যন্নাদঃ” হইয়াই আত্মনিষ্ঠ হইতেন এবং পরিণামে শাশ্বতী শান্তিলাভ করিতেন। কর্ম্মকাণ্ডের ভিতর হইতেই তাঁদের মধুচক্রের মধুসংগ্রহ ৩.। এ কথা ভুলিয়া আমরা বেদবিদ্যাকে না সুখদা, না—মোক্ষদা করিয়া ফেলিয়াছি। বৈদিক যজ্ঞে

৩। ছা. উ., ১।১৩।৪

১। ঋগ্বেদসংহিতায় অনেক যায়গায় আছে অথর্ব্বা অগ্নি মন্থন করিয়াছিলেন (অরণিদ্বয় হইতে—যে অরণিদ্বয় উর্ব্বশী ও পুরূরবাঃ) যে মন্থন একটা রহস্যগর্ভ অনুষ্ঠান। অঙ্গানাং রসঃ কিনা, যার যে প্রক্রিয়া দ্বারা দোহন করা যায়, তাই মন্থন (তন্ত্রে শিবশক্তিও সিতশোণ বিন্দু-কামকলাবিলাস) ‘অভিতপ্ত’ পদের দ্বারা সেই প্রক্রিয়াই বুঝায়। সৃষ্টিতত্ত্বে তপঃ রেতঃ দ্রষ্টব্য।

২। জগতের তিনটা দিক্ শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়। শব্দের দিক্ দিয়া প্রজাপতির যে “অভিতপঃ” (তপঃ directed to a given end) রহিয়াছে, তার আসল রূপটি ছাঃ উ. (২প্র। ২৩শ খণ্ড, ২, ৩.) সুন্দরভাবে দেখাইতেছেন—“প্রজাপতির্লোকানভ্যতপত্তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যঃ স্ত্রয়ীবিদ্যা সংপ্রাস্রবত্তামভ্যতপত্তস্যা অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি সংপ্রাস্রবন্ত ভূর্ভুবঃ স্বরিতি। তান্যভ্যতপত্তে-ভ্যোঽভিতপ্তেভ্য ওঁকারঃ সংপ্রাস্রবত্তদ্ যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণান্যেবমোংকারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণ্ণোঙ্কার এবেদং সর্ব্বমোঙ্কার এ বেদং সর্ব্বম্॥’

৩। ছা., ৩প্র।১খ, ২খ, ৩খ, ৪খ, ৫খ দ্রষ্টব্য। “ঋচ এব মধুকৃত ঋগ্‌বেদ এব পুষ্পং’—“ঋগ্‌বেদ শব্দেনাত্র ঋগ্‌বেদবিহিতকর্ম, ততোহ কর্ম্মফলভূত মধুরসনিস্রাবসম্ভবাৎ। মধুকরৈরিব পুষ্পস্থানীয়াদৃগ্‌বেদবিহিতাৎ কর্ম্মণ আপ আদায় ঋগ্‌ভির্ম্মধু নির্ব্বর্ত্ত্যতে।”—শাঙ্করভাষ্য। পরের মন্ত্রেও কর্ম্মই পুষ্প স্থানীয় বলিয়া আচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ২য় খণ্ডের ১ম মন্ত্রে—যজূংষ্যেব মধুকৃতো যজুর্বেদ এব পুষ্পং”; ৩য় খণ্ডের ১ম মন্ত্রে—“সামান্যেব মধুকৃতঃ সামবেদ এব পুষ্পং”; ৪র্থ খণ্ডের ১ম মন্ত্রে—“অথর্ব্বাঙ্গিরস এব মধুকৃতঃ ইতিহাস পুরাণং পুষ্পং”; ৫ম খণ্ডের ১ম মন্ত্রে—“গুহ্যা এবা দেশা মধুকৃতো ব্রহ্মৈব পুষ্পং”—এইভাবে মধুকর স্থানীয়ই বা কি, আর পুষ্প স্থানীয়ই বা কি, তা আমাদের শ্রুতি শুনাইয়াছেন। ২।১—যজুর্ব্বেদ=যজুর্ব্বেদ বিহিত কর্ম্ম; ৩.১—সামবেদ=সামবেদ কর্ম্ম। ৪।১—অথর্বাঙ্গিরস=“অথর্ব্বণা অঙ্গিরসা চ দৃষ্টা মন্ত্রা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ কর্ম্মণি প্রযুক্তা মধুকৃতঃ; ইতিহাস পুরাণং পুষ্পং”=“তয়ো, শ্চেতিহাসপুরাণয়োরশ্বমেধে পারিপ্লবাসু (পরিপ্লবঃ নানাবিধোপাখ্যানসমুদয়ঃ—আনন্দগিরিঃ)

অরণিদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি জ্বালাইবার প্রথা ছিল। এ অনুষ্ঠানটির “উপনিষৎ” কি ?—“আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিং, জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ”(১) সকল অনুষ্ঠানগুলিকে “আধ্যাত্মিক” করিয়া লওয়ার ইহাই প্রাচীন রীতি। ঐ একটা অন্ন “টিপিয়াই” পাকপাত্রের সব অন্নেরই হাল’ বুঝিতে হইবে।

যজ্ঞানুষ্ঠানকে কি ভাবে অন্তর্মুখ, “অন্তরঙ্গ” করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেরই উপায় ও প্রতীক করিয়া লওয়া হইত, তার দৃষ্টান্ত-গৌরবে শ্রুতি অগ্নিগর্ভা শমীর মতই সসত্ত্বা। যজ্ঞাগ্নিকে তাঁরা শ্রদ্ধাবান্ ও অনলস হইয়া নিয়ত সমাদর ও আপ্যায়ন করিতেন বলিয়াই গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহবনীয় প্রভৃতি হোমাগ্নি, প্রবাসী সত্যকামের অসমবর্ত্তিত অন্তেবাসী ব্রহ্মচারী উপকোসলের মত, তাঁদের প্রায় সকলকেই “শরীরী” হইয়া নিগূঢ় ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতেন। যিনিই “কুশলমগ্নীন্ পরিচচারীৎ(২)— সম্যক্‌রূপে অগ্নিদের পরিচর্য্যা করিতে পারিতেন, তাঁরই এবংবিধ দৈবীসম্পৎ লাভ হইত। শঙ্করাচার্য্য “কুশলং” মানে দিতেছেন- “সম্যক্”। পরিচর্য্যা ত’ যেমন তেমন নয়। উপকোসলের গুরু যখন, জায়ার সানুরোধ বাক্য সত্ত্বেও, তাঁহাকে ব্রহ্মোপদেশ না করিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন, তখন তিনি মনোদুঃখে অগ্নিদেব সমীপে প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। এতখানি ব্যাকুলতা, এতটা নিষ্ঠা! তখন প্রত্যক্ষ অগ্নিদের মর্ম্মলোকবাসী দেবতার আসন না টলিয়া গেল না। “অথহাগ্নয়ঃ সমূদিরে তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলং নঃ পর্য্যচারীদ্ধন্তাস্মৈ প্রব্রবামেতি তস্মৈ হোচুঃ”—এ তপস্যাপরায়ণ ব্রহ্মচারী, সম্যক্‌রূপেই আমাদের সেবা করিয়াছেন. অতএব আদরের সহিতই ইহাকে আমরা ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করি। এই বলিয়া, একের পর একে, ইহারা নিজেদের সঙ্গে অভেদভাবে, “প্রাণোব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম” ইত্যাদি সুন্দর উপদেশটি দিলেন। ইহা একদিকে যেমন ব্রহ্মবিদ্যা অমৃতত্ববর্ষিণী, অন্যদিকে তেমনি ইহা নিখিল-

ব্রহ্ম-বিদ্যা ও স্বারাজ্য সিদ্ধি।

রাত্রিষু কর্ম্মাঙ্গত্বেন বিনিয়োগঃ সিদ্ধঃ (শাঙ্করভাষ্য)। ৫।১—গুহ্যা গোপ্যা রহস্যা এবা দেশা লোকদ্বারীয়াদিবিধয়ঃ (“লোকদ্বারমপাবৃণু ইত্যাদি) উপাসনানি কর্ম্মাঙ্গ বিষয়ানি মধুকৃতঃ। ব্রহ্মৈব শব্দাধিকারাৎ প্রণবাখ্যং পুষ্পম্।—শাঙ্করভাষ্য। রহস্য আদেশ গুলিও মধুকর ; প্রণব (অথবা যজ্ঞ) রূপ ব্রহ্ম পুষ্প। এইভাবে শ্রুতি কর্ম্ম হইতেই মধু সংগ্রহ করিতেছেন। রহস্যানুষ্ঠান বা বিধি গুলিও অন্তর্গত।

১। কৈবল্য উ., ১খ।১১ ; ব্রহ্মোপনিৎ, ২৯।

২। ছা. উ., ৪।১০।২,৪।

সিদ্ধিপ্রসবিনী আয়ুরারোগ্যদায়িনী, তেজোবীর্য্যপ্রাপয়িত্রী ("লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুবেতি জ্যোগ্‌জীবতি প্রভৃতি।"লোকী ভবতি" আর "জ্যোগ্‌জীবতি"— এ দুটি ফলশ্রুতি লক্ষ্য করিবার মতন ; সর্ব্বায়ুষ্মত্ত্ব আমাদের মতন dying race এর পক্ষে যে কত বড় কথা তা আর না বলিলেও চলে। যেখানে গড়ে আয়ু দাঁড়াইয়াছে বাইশ তেইশ বছর; সেখানে অষ্টোত্তরশতবর্ষ-আয়ুঃ লাভ করার কল্পনা করাও নিতান্ত সাহসের কথা। আর সে পূর্ণায়ুঃ—দারিদ্র্য, অনশন, অবসাদ ও দাসত্বের দীর্ঘকালব্যাপিত্ব নয়। "লোকী ভবতি"—ইহলেকে ও পরলোকের প্রভুত্ব এই কুশল অগ্নিপরিচর্য্যার ফলে আমাদের আয়ত্ত হয়। আর সে স্বারাজ্যের জীবন উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় ভাস্বর—"জ্যোগ্‌জীবতি"। শঙ্করাচার্য্য ইহার মানে দিতেছেন—"জ্যোগুজ্জ্বলং জীবতি নাপ্রখ্যাত ইত্যেতৎ"। ইহার জীবন উজ্জ্বল হইয়াছে—আকাশেরই চন্দ্র-তারকার মতন ; ইনি অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, অপ্রখ্যাত, অনাদৃত হইয়া রহিবেন কিরূপে ?

১। ছা. উ., ৪ ১০ ৫ ইত্যাদি।

২। ছা. উ., ৪ ১১ ২ ইত্যাদি।

৩। বেদের ঋষিরা "অগ্নীষোম" প্রভৃতি দেবতাদিগকে যজ্ঞাদিদ্বারা "অভিতপ্ত" করিয়া "প্রজা," "সুবীর্য্য" এবং "বিশ্বমায়ুঃ" এ সকল সিদ্ধিই পাইতে চাহিতেন। ঋ. স. (১।৯৩।৩)— "অগ্নীষোমা য আহুতিং যো বাং দাশাদ্ধবিষ্কৃতিং। স প্রজায়া সুবীর্য্যং বিশ্বমায়ুর্ব্ব্যশ্নবৎ॥" "স যজমানঃ প্রজয়া পুত্রপৌত্রাদিনা যুক্তং সুবীর্য্যং শোভনবীর্য্যযুক্তং বিশ্বং সর্ব্বমায়ুর্জীবনং ব্যশ্নবৎ ব্যাপ্নোৎ"—সায়ণভাষ্য। ঋ. স. (১।৮৯।২)—"দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে" ; ঐ, ৮ ঋক্ —"ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ"—"ষোড়শদধিক শতপ্রমাণং বিংশত্যধিক শতপ্রমাণং বা" (সায়ণ) ; ৯ ঋক্—"শতমিন্নু শারদো অন্তি দেবা যত্রানশ্চক্রা জরসং তনূনাং। পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি মা নো মধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ॥"—এখানে "শত শরৎ" (শত সংবৎসর) মানুষের আয়ুঃ ; সে আয়ুঃ (শত বৎসর) শেষ হবার পূর্ব্বে যেন, হে দেবতারা, আমাদিগকে হিংসা করিও না ; 'Since a hundred years were appointed (for the life of man). interpose not, gods, in the midst of our passing existence, by infirmity in our bodies, so that our sons become our sires.—Wilson's Translation. এইরূপ শতং সমাঃ 'শতং শরদঃ. বিশ্বমায়ুঃ' সংহিত দিতে বারবার আমরা শুনিতে পাই। পুরাণাদিতে লক্ষ. অযুত, সহস্র ইত্যাদি বৎসর আয়ুঃর কথা শুনিতে পাই ; সে সব কথা (১) কতকটা অর্থবাদ সন্দেহ নাই ; (২) সিদ্ধবর্গের সম্বন্ধেও (যারা তপঃ, যোগ প্রভৃতি দ্বারা অতি দীর্ঘ আয়ুঃ—যেমন, জৈগীষব্য, মার্কণ্ডেয় প্রতি লাভ করিয়াছেন) বটে ; তাছাড়া. (৩) এমন সব লোক বা অবস্থা সম্বন্ধে, যে লোকের আয়ুঃ (=শত বৎসর), আমাদের এই সাধারণ লোকের আয়ুর অনুপাতে বহুগুণ (যথা দৈববৎসর, ব্রাহ্ম দিবারাত্র ও বৎসর)। মোট শতং শরদঃ ঠিক থাকিলেও, বৎসরের পরিমাণ সবক্ষেত্রে এক নয়। আমরা সময়কে 'কাটাছাঁটা' (abstract) করিয়া ব্যবহার করি. কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে. সত্যকার কাল (Concrete Time বা Duration) অনুভবের বিস্তার গভীরতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে (হেন্‌রি বার্গ সোঁ প্রভৃতির

স্বারাজ্য সিদ্ধির সর্ব্বাঙ্গীণতা

অতএব অগ্নিগণ আমাদিগকে যে ব্রহ্মবর্চ্চঃ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেছেন, সে বর্চ্চঃ অন্নরূপে, প্রাণরূপে, ওজঃরূপে ও স্বারাজ্যরূপে ইহলোক ও পরলোক (এবং তাদেরও ঊর্দ্ধে) — এ উভয়ত্রই আমাদের সত্তাকে জ্যোতিঃ ও গৌরবে মণ্ডিত করিয়া দেয়। এ বর্চ্চঃ গিরিগুহায় বা বিজন বনে লুকাইয়া রাখিবার নয়। লুকাইতে চাহিলেও ইহা লুকাইয়া থাকিবে না। পার্থিব জীবনের সর্ব্বাবয়বে—সমাজে রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, উৎসবে ব্যসনে, সকল জায়গাতেই—ইহার আভা ফুটিয়া বাহির হইবে। সর্ব্বত্র শ্রী আনিয়া দিবে। এক সময়ে ভারতবর্ষে আনিয়া দিয়াছিল। তখন পরিব্রাজক ও পরমহংসদের ভিতরেই ভারতের যা কিছু সুন্দর, সত্য ও শিব, তা প্রচ্ছন্নভাবে আবদ্ধ হইয়া ছিল না — পণিঃ কতৃক অপহৃত, গুহাবদ্ধ দেবতাদের সেই গাভীকুলের মতন। ভারত সভ্যতার বিরাট-দেহের অভিমানী আত্মা বিশ্ব-বৈশ্বানর তখন সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের (স্বপ্ন ও সুষুপ্তির) অভিমানী তৈজস-প্রাজ্ঞপুরুষের মধ্যে দিয়া প্রবিষ্ট হন নাই।[১] সর্ব্বত্র পূর্ণতা, স্বাস্থ্য

লেখা দ্রষ্টব্য) কাজেই আমাদের এক মুহূর্ত্ত = একটা পতঙ্গের শত বৎসর, আবার, আমাদের শত বৎসর সিদ্ধ বা দেবতাদের এক মুহূর্ত্ত হওয়া সম্ভব। এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা পরে করিব। Biology এর তরফ হইতে বিচার Weismann's Essays, Vol. I.. 'The Duration of Life প্রভৃতি লেখায় দ্রষ্টব্য। মনুসংহিতা (১৮৩, ৮৪), এবং কুল্লুকভট্টের টীকা দ্রষ্টব্য।

[১] মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, এবং তার উপর গৌড়পাদকারিকা (আগম প্রকরণ) দ্রষ্টব্য :— 'বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বো হ্যন্তপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ। ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধাস্থিতঃ ॥ ১ ॥ … বিশ্বো হি স্থূলভুঙ্ নিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্তভুক্। আনন্দ ভুক্ তথা প্রাজ্ঞস্ত্রিধা ভোগং নিবোধত ॥ ৩ ॥ স্থূলং তর্পয়তে বিশ্বং প্রবিবিক্তস্তু তৈজসম্। আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞং ত্রিধা তৃপ্তিং নিবোধত। ৪॥ কোনো একটা সভ্যতার ইতিহাসে একদিকে যেমন ধারা কতকগুলি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান (institutions) সমাজে চলিয়া থাকে, অন্যদিকে তেমনি কতকগুলি বিশিষ্ট সংস্কার ও ভাব জনসঙ্ঘের মনে কাজ করিয়া থাকে। অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গুলির কতকগুলি ব্যক্ত, কতকগুলি গুপ্ত বা রহস্য—কেবল, ভারতবর্ষে কেন, সকল প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিদ্যা ও সভ্যতায় এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ছিল, যেগুলি রহস্য (esoteric, secret) ছিল ; সাধারণ্যে সেগুলির প্রচার নাই, অথচ সাধারণ জীবন ধারার উপর সেগুলি কম প্রভাব বিস্তার করে না। শাস্ত্রে এই তথ্য ও তত্ত্বগুলিকে 'গুহ্য, গোপ্য' বলিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অন্যদেশেও। অন্যদিকে, সংস্কার ও ভাব যেগুলি জনসমাজে কাজ করে— তাদের কতকগুলি স্পষ্ট, কতকগুলি অস্পষ্ট। Bertrand Russell তাঁর Principles of Social Reconstinction" গ্রন্থে "The Principle of growth" নামক পরিচ্ছেদে, Impulse এবং Instinct এবং Disposition এর জাতীয় জীবনে প্রভাব সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন। Impulses গুলি সবই জীবনীশক্তির পোষক নয়—"Impulses may be divided into those that make for life and those that make

ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান ছিল। প্রাচীনের অগ্নিবিদ্যা বা প্রাণবিদ্যা সাধকের জীবনের একাংশে সৌভাগ্য বর্ষণ করিয়া তৃপ্ত হন নাই। স্বল্পে সুখ, তৃপ্তি হইত না। শ্রাবণের গগন-বিপ্লাবী জলদ-জালের মতন ইহাদের বর্ষণে সকল ভূমি সরস হইয়া যাইত; সকল অভাবের, কামনার "খানাডোবা" ভরিয়া উঠিত। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান অবশ্য ইহার পরাকাষ্ঠা বা চরম ফল। সে পরাকাষ্ঠায় পৌছিলে গীতার ভাষায়—"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ"(১)। কিন্তু সর্ব্বতঃসংপ্লাবি উদকরাশি ছোট বড় কোনো উদপানকেই অপূর্ণ রাখিত না।

প্রবাস হইতে গুরু সত্যকাম ফিরিয়া আসিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন যে ব্রহ্মচারী উপকোসলের অন্তরে যে দিব্য জ্যোতিঃ ভরিয়া উঠিয়াছে, তা আর যুবার মুখ-নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা কোনক্রমেই বাঁধিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। শিষ্যের মুখের পানে চাহিয়াই অবস্থা সত্যকাম বুঝিলেন। "তমাচার্য্যোঽভ্যুবোদোপকোসল ইতি"—আচার্য্য ডাকিলেন—"উপকোসল! ভগব ইতি প্রতিশুশ্রাব"—উপকোসল সাড়া দিলেন—"ভগবন্"। গুরু তখন বলিলেন "ব্রহ্মবিদ ইব সোম্য তে মুখং ভাতি কোন্নু ত্বানুশশাসেতি"। হে সোম্য, ব্রহ্মবিদের মত মুখের তোমার জ্যোতিঃ দেখিতেছি যে? বল, কে তোমায় বিদ্যা অনুশাসন করিয়াছেন? সত্যকামের মনে পড়িয়া গেল তাঁর নিজের ব্রহ্মচর্য্যব্রত-পালনরূপ জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদের কথা। তিনি আচার্য্য গৌতমের নিকট ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা লইতে গেলেন; কিন্তু যৌবনে "পরিচারিণী বহ্বহং চরন্তী" বলিয়া মাতা জবালা তাঁহাকে তাঁর গোত্র পরিচয় দিয়া দিতে পারেন নাই। গৌতম জিজ্ঞাসা করিলে সত্যকাম তাঁহাকে অকপটে মা যা বলিয়াছিলেন,

---

for death" (ঐ গ্রন্থে, পৃঃ ২২)। এখন এই Impulse বা Instinct গুলির কতক কতক অস্পষ্ট প্রেরণাভাবে কাজ করিয়া থাকে, কতক কতক বা স্পষ্ট ইচ্ছা প্রভৃতি রূপে (as desire will) ও পরিণত হইয়া কাজ করিয়া থাকে। এই জাতীয় কর্ম্মশক্তি (Springs of Action) গুলির কাজ করার একটা Curve আছে; নানা অবস্থার উপর যে Curve এর প্রকৃতি নির্ভর করে। কতকগুলি শক্তিবীজ (Springs) জাতির জাতিত্বের (Typeএর) সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধে (permanent এবং essential connection) রহিয়াছে, কতকগুলি অল্পবিস্তর বাহিরের বা খোলসের। জাতি সজাগ ও সক্ষম (efficient) থাকিলে, এই প্রথম শ্রেণীর শক্তিবীজ গুলি (কিনা, আত্মা) স্থূল, সূক্ষ্ম ও আনন্দ এই তিনই ভোগ করিয়া থাকে—এ তিনের ভিতর দিয়াই তার তৃপ্তি হয়। অন্যথায়, জাতির অবসাদে বা সুষুপ্তিতে, স্থূলে ভোগ ও তৃপ্তির সঙ্কোচ ঘটিয়া থাকে। পরে এর ব্যাখ্যা আছে।

১। গীতা ২।৪৬।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

তাই বলিলেন। গোত্র মিলিল না; কিন্তু গৌতম তাহাকে ফিরাইলেন না;—"উপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগাঃ"—তোমাকে লইব (উপনয়ন দেওয়াইব) তুমি সত্য হইতে স্খলিত হও নাই; "নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি"—এরূপ সারল্যপূর্ণ সত্যপ্রয়োগ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কার প্রকৃতিসিদ্ধ হইতে পারে? "সমিধং সোম্যাহর"- হে সোম্য, তুমি সমিধ্ আহরণ করিয়া আন। তারপর, সত্যকামকে যথাবিধি উপনীত করিয়া গুরু তাঁহাকে চারিশত গাভী চরাইতে দিলেন ("ইমাঃ অনুসংব্রজেতি")। সত্যকাম সঙ্কল্প করিয়া চলিলেন—"নাসহস্রেনাবর্ত্তয়েতি"— গরুর সংখ্যা হাজার যত দিনে না হইবে, ততদিন আমি ফিরিতেছি না। বলাবাহুল্য, সহসা ফেরাও ঘটিল না। উপকোসল যেরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্নিদের পরিচর্য্যা করিলেন, সত্যকামও সেইরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে গাভীগণের সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া বায়ু (ঋষভ), অগ্নি, সূর্য্য (হংস) এবং প্রাণ (মদ্‌গু) এই দেবতারা তাঁহাকে যথাক্রমে প্রকাশবান্, অনন্তবান্, জ্যোতিষ্মান্ এবং আয়তনবান্ এই চারিটি ব্রহ্মপাদের উপদেশ করিলেন, এবং তাদের ফলশ্রুতি শুনাইলেন।[১] এই ভাবে চতুষ্পাৎ ষোড়শকল ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়া সত্যকাম সহস্র গাভী

ব্রহ্ম বিদ্যার
সাধনায়
শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা

---

[১] ছা. উ., ৪ প্র। ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ খণ্ডগুলি দ্রষ্টব্য। ঋষভ, হংস প্রভৃতিরূপে বিদ্যার উপদেশের মধ্যে প্রাচীনদের তত্ত্বচিন্তার একটা সর্ব্বজনীন নিগূঢ় রহস্য দেওয়া রহিয়াছে। সে রহস্য আমরা অন্যত্র বুঝিতে চেষ্টা করিব। তবে, লক্ষ্য করা উচিত যে, সকল প্রাচীন ধর্ম্ম-বিশ্বাসেই পূর্ণবিদ্যা (বেদের ভাষায় সরস্বতী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, অথবা মহাযান বৌদ্ধের ভাষায়, প্রজ্ঞাপারমিতা—যে নামই দেওয়া যাক্ না কেন) কখনও মীনহংসাদি পশুর আকৃতিতে, কখনও বা অৰ্দ্ধ নর অৰ্দ্ধ পশু হইয়া সভ্যতার মূল বিদ্যা গুলির উপদেশ করিয়াছেন। বিদ্যার উপদেশ (revelation) এর জন্য এরূপ অদ্ভুত, "আজগবি" উপায় অবলম্বিত বা কল্পিত হইয়াছে কেন, তার কৈফিয়ৎ তত্ত্বের রহস্যভূমিতে না যাইয়া উপর উপর দিবার চেষ্টা করিলে ভুল হইবে। শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণে (২য় স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়ে, ১১শ শ্লোকে)—হয়শীর্ষরূপে (তপনীয়বর্ণঃ, ছন্দোময়, মখময়, অখিলদেবতাত্মা) ভগবান্ যে শ্বাসানিল মোচন করিয়াছিলেন, তাহাই "কমনীয়া বেদলক্ষণা বাচো বভূবঃ" (শ্রীধর টীকা)। চীনের প্রাচীন ঐতিহ্য তুলনীয়—"In a similar way, the Chinese ascirbe the ground text of their most ancient and most sacred book, the Y-*king*, i, e. The Book of Changes, to a kind of revelation too, which was made to *Fuhi*, the Adam of the Chinese, by a Dragon horse, called *Lung-ma.*"—Martin Haug's Translation of Aitareya Brahmana, Preface, xxxvii, (The Sacred Books of the Hindus. ব্যাবিলনে মীনাবতার Ea র কথা আমরা আগেই বলিয়াছি; আমাদের মৎস্যাদি পুরাণে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

সমভিব্যাহারে [illegible] মত তাঁর অম্লান অঙ্গদীপ্তি তাঁর স্বভাব-সুলভ বিনয় কোনও মতে অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিতে পারে নাই। গৌতম তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি কোনুত্বানুশশাসেতি।" সত্যকাম আনুপূর্ব্বিক সকল তাঁহাকে নিবেদন করিয়া তাঁহার কাছ হইতে সেই বিদ্যা আবার পাইবার জন্য ভিক্ষা করিলেন। কেন? "শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপতীতি"—ভবাদৃশ গুরুবর্গের কাছেই শুনিয়াছি যে, বিদ্যা আচার্য্যের নিকট হইতে যথারীতি লব্ধ হইলেই তাহা "সাধিষ্ঠং"(১) কিনা, সাধুতম অবস্থাটি আমাদের পাওয়াইয়া দেয়।

এইটি হইল জাবাল সত্যকামের নিজের প্রথম জীবনের কথা। উপকোসলের ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া অবশ্যই তাঁহার নিজের পূর্ব্বকথা স্মরণ হইয়াছিল। উপকোসলও অগ্নিদের কাছ হইতে পাওয়া বিদ্যা আবার আচার্য্যের শ্রীমুখাৎ যথারীতি পাইতে সযত্ন হইলেন। কারণ, অগ্নিদেবতারা বলিয়াছিলেন—"আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তেতি"(২)—আমরা অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা সম্মিলিতভাবে তোমায় উপদেশ দিলাম; কিন্তু

মৎস্যরূপী ভগবান্ মনুকে উপদেশ করিতেছেন। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, এই ভাবের কল্পনা" সকল প্রাচীন ঐতিহ্যেই রহিয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৩।৩) বলিতেছেন কেমন করিয়া জগতী, ত্রিষ্টুভ্ এবং গায়ত্রী স্বর্গ হইতে সোমাহরণের নিমিত্ত সুপর্ণরূপ ধরিয়া উড়িয়া গিয়াছেন; প্রথম দুজনে সোমরাজাকে আনিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু জগতী দীক্ষা এবং তপঃ এবং ত্রিষ্টুভ্ দক্ষিণা পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। গায়ত্রী বাধা পাইয়াও সোম আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখানেও বা সুপর্ণ বা পক্ষীর রূপ (symbol) কেন? এ তত্ত্বের আলোচনা এখানে করিব না তবে সূত্রটা এই মনে হয়:—ব্যাবিলোনীয়েরা যেমন Zi এবং মিশরীরা যেমন *Ka* বলিয়া একটা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বস্তুকে জানিতেন, হিন্দুরাও তেমনি "প্রাণ" (বেদে "সোম" প্রভৃতি) বলিয়া সেটাকে জানিতেন। সেই সর্ব্বব্যাপক শক্তি-সত্তার কোনো একটা প্রয়োজনের নিমিত্ত কোনো একটা বিশিষ্ট ব্যূহ বা যন্ত্র বা কায়া সব চাইতে সমর্থ (efficient) হইতে পারে; কোনো একটা অভিব্যক্তির জন্য হংসযন্ত্র, কোনোটার জন্য মীনযন্ত্র, কোনোটার জন্য বা মীনমানব যন্ত্র বেশী সমর্থ হইতে পারে।

১। সাধিষ্ঠং = সাধুতমং (শাঙ্করভাষ্য)।

২। গার্হপত্যাদি অগ্নিগণকে গুরুজ্ঞানে উপাসনা করার রীতি ছিল। মনুসংহিতা (২ ২৩১)—"পিতা বৈ গার্হপত্যোহগ্নির্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ। গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী ॥" বিষ্ণু-সংহিতা (৩১ অ।৮)—"পিতা গার্হপত্যোহগ্নির্দক্ষিণাগ্নির্মাতা গুরুরাহবনীয়ঃ ॥" বেদে অনেক স্থলেই অগ্নি দেবতাদের "মুখ"রূপে চিন্তিত হইয়াছেন। ঋ' স' (৯ ৬৬ ২০)—অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ম্ ॥'—এখানে অগ্নিকে "ঋষি" ও "পুরোহিত" রূপে দেখিতেছি। ঋ' স' (৬।১৪ ২)—অগ্নিরিদ্ধি প্রচেতা অগ্নির্বেধস্তম ঋষিঃ। অগ্নিংহোতার

তোমার আচার্য্যই তোমাকে "গতি" বলিবেন। "গতি" মানে বিদ্যার সম্যক্ অনুশীলন করিয়া তাহার ফল পাইবার উপায়। গতি বুঝাইতে গিয়া আচার্য্য তাঁহাকে এমন উপদেশ করিলেন, যে উপদেশে চিত্ত-প্রতিষ্ঠিত হইলে, "যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যত ইতি।" পদ্মের পাতায় যেমন জল লাগিয়া থাকে না, তেমনি এই তত্ত্ব যিনি অধিগত করিয়াছেন, তাঁহাতে কোনই পাপকর্ম্ম নিজের মালিন্য আরোপ করিতে পারে না।

ব্রহ্ম-বিদ্যা ও নির্লিপ্ততা।

উপাখ্যানটি ফলাও করিয়া বলিলাম এই কারণে প্রাচীনকালে জীবনের বুনিয়াদ খুব পাকা, খুব মজবুত করিয়া গাঁথার চেষ্টা হইত। সত্য ও নিষ্ঠা, অথবা সত্য-নিষ্ঠাই, ছিল সেই পাকা ভিত। সত্যকাম সত্যের ও উপকোসল নিষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি। সেই পাকা বুনিয়াদের উপর তাঁরা যে ইমারত গাঁথিয়া তুলিতেন, তার উচ্চতাই কেবল দ্যুলোক, ধ্রুবলোকের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিত না; তার বিপুলতা ও বৈচিত্র্যবৈভবও অন্তরীক্ষ ও ইহলোককে নিজের মহিমায় যেন ভরিয়া দিতে চাহিত। ভারতীয় জীবনের পক্ষৈকদর্শী অনেকে একথা ভুলিয়া—বুনিয়াদ গভীর স্তরে প্রোথিত এবং বিরাট অবয়ব কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়, কেবল উচ্চতার দিকেই তাকাইয়া তাকাইয়া স্কন্ধ অবশ করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহারা ভাবেন বেদ—

মীড়তে যজ্ঞেষু মনুষো বিশঃ॥"—ইত্যাদিরূপে অনেক স্থলেই অগ্নিকে প্রচেতাঃ ("প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্") ঋষি "(সর্ব্বস্য দ্রষ্টা)", বেধস্তম ("বিধাতৃতমঃ") রূপে ভাবনা করা হইয়াছে। অগ্নি ঋষিদের ধ্যানে ও ব্যবহারে এমন এক বিশ্বসত্তার প্রতিনিধি, যাহা দীপিত (illumine) করে, প্রবোধিত (inspire) করে, বিশ্বজ্যোতিঃ সত্তার সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন করে (দেবতাদের মুখ ও হব্যবাহ বলার ইহাই তাৎপর্য্য), সেই জ্যোতিঃসত্তার (=দেবতা বা দৈবত) সঙ্গে সংযোগের পথে যা কিছু আবরক (বৃত্র), যা কিছু বাধা, ব্যবধান বা অন্তরায়, তা দূর করে (এই অন্তরায়টিকে সাঙ্কেতিক ভাষায় "পুর" বলাও হইয়াছে)। বলা বাহুল্য, এই মূল তত্ত্বের প্রয়োগ আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ স্তরেই ঋষিরা কহিয়াছেন, এবং বুঝিতে যাইয়া, আমাদেরও তাই করিতে হইবে। বাধা দূর (overcoming resistance) করার মূর্ত্তিতে অগ্নি=রুদ্র ("রুদ্রো বা এষ যদগ্নিঃ"—তৈ' স', ৫।৪।৩)—ঋ' স' (৬।১৬।৩৯)—"য উগ্র ইব শর্য্যহা তিগ্মশৃঙ্গো ন বংসগঃ। অগ্নে পুরো রুরোজিথ॥" এখানে, অগ্নি=উগ্রইব ("উদ্‌গীর্ণবলো ধন্বীব", শর্য্যহা="শর্য্যৈর্বাণৈঃ শত্রূণাং হন্তা," তিগ্মশৃঙ্গোনবংসগঃ='তীক্ষ্ণশৃঙ্গো বননীয়গতির্বৃষভ ইব, পুরঃ="আসুরীস্ত্রিস্রঃপুরীঃ", "রুরোজিথ"="ভগ্নবানসি"। এখানে অগ্নির রুদ্ররূপটি নানা বিশেষণের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনাতেও এই অগ্নিকে সম্মুখে রাখিয়া, এবং তন্মধ্য দিয়াই, বিশ্বজ্যোতিঃ সত্তাতে তাদাত্ম্য স্থাপনের চেষ্টা হইত। চতুর্থাশ্রমে "আত্মায়" অগ্নি সমারোহণ করিয়া প্রব্রজ্যা করিতে হইত।

আগম-পুরাণ এ সকলের মধ্যে যেখানে যেখানে "আধ্যাত্মিক" ভাবের কথা আছে, সেই সেই যায়গা দামী ও দেখাবার মত; বাকী সব সংহিতা, ব্রাহ্মণ, কর্ম্মকাণ্ড—ইত্যাদি মরুর মত উষর; আর তাহা আবাদ করার সম্ভাবনা নাই; কেহ আবাদ করিলেও "সোণা" না ফলিয়া কণ্টক গুল্মই ফলিবে। বলা বাহুল্য, মানুষকে কেবল জ্যোতির্ব্বিদ (অথবা "Star gazers") দের হাতে সঁপিয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে বা চলিতে পারি না। এই ছেলেবেলাকার গল্পের জ্যোতিষী আকাশপানে তাকাইয়া চলিতে চলিতে কূয়ায় পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। আমরাও আজ কয় শতাব্দী ধরিয়া "উপর পানে" চাহিবার ভাণ করিতে গিয়া (সত্যকার উর্দ্ধদৃষ্টি হবার শক্তি-অর্জ্জনের রাস্তা আলাদা), জাতীয় সর্ব্বনাশের কূপে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। প্রাচীনেরা দ্রব্যযজ্ঞ, তপঃ-যজ্ঞ স্বাধ্যায়-যজ্ঞ, ব্রহ্ম-যজ্ঞ—এই উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যজ্ঞ-পরম্পরার ভিতর দিয়া 'মস্তিষ্কে" আর একটা তৃতীয় চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত করিয়া লইতেন; তাই তাঁদের, আমাদের মতন, উপর পানে তাকাইবার

ঋ· স· (৬:১৬।৩২) অগ্নিকে বলিতেছেন—"দেব জিহ্বায় পরিবাধস্ব দুষ্কৃতম্। অগ্নির জিহ্বা (directed or "vector" Energy, not merely "physical") = শক্তির কোনো দিকে অভিমুখীনতা। অগ্নির সর্ব্বব্যাপিত্বখ্যাপনে বেদমন্ত্রগুলি ত' আলেন নাই; কিন্তু ব্যাপকশক্তি (massive Energy)র কোনোদিকে অভিমুখীনতা নাই (directedness নাই, কাজেই, তা "scalar")। মন্থন, হবিঃপ্রদান এমন একটা কাজের (operation এর) সঙ্কেত (symbol and representative), যেটী মুখহীন শক্তিপিণ্ডকে সমুখ করিয়া থাকে; তখন অগ্নি দেবতাদের "মুখ" ও "হব্যবাহ" হইলেন—অগ্নিরূপ dynamism কোনো এক অভীষ্ট দিকে কাজ করিবার নিমিত্ত দীপিত ও উন্মুখ হইল। বলা বাহুল্য, ঋষিদের বিজ্ঞানে "অগ্নি", 'যজ্ঞ" "হবিঃ"—এ সবই এক একটা সার্ব্বত্রিক তত্ত্ব (universal principle)—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ—এই বেদ চতুষ্পাৎ সে পক্ষে আমাদের সংশয়ের অবকাশ দেন নাই। তত্ত্বের ভিতরে প্রবেশ না করিলে, ভাবগৌরবপূর্ণ অনেক শ্রুতিবাক্য অনেক সময় নিতান্ত তুচ্ছার্থ বলিয়া ঠেকিবে ঋ· স· (৬ ১৬।৩৩)—ভরদ্বাজ "সপ্রথঃ" (সর্ব্বতঃ পৃথু বিস্তীর্ণং) "শর্ম্ম" ("সুখং') এবং "বরেণ্যং বসু" কামনা করিতেছেন "হে মহস্ত্য শত্রূণামভিভাবিতরগ্নে" (সায়ণ)—এই সম্বোধন করিয়া এখানে কোনো একটা বিপুল, বরণীয় শ্রেয়ঃ (বসু) এবং প্রেয়ঃ (শর্ম্ম)—এর ভাণ্ডারের সঙ্গে আপন ব্যষ্টিসত্তার সংযোগ কামনা করিতেছেন ভরদ্বাজ, এবং সেই সংযোগের পথে যা কিছু বাধা (resistance) তার অভিভব করিতে অগ্নিকে বিনিয়োগ করিতেছেন: পরের ঋকে "অগ্নি-বৃত্রাণি জঙ্ঘনৎ" ("আবরকাণি রক্ষঃপ্রভৃতীনি তমাংসি বা জঙ্ঘনৎ ভৃশং হন্তু) অগ্নি কেমন?—"সমিদ্ধঃ", "শুক্রঃ" (শুক্ল বা শুদ্ধ) এবং "আহুতঃ" (invoked, dynamized)। তার পরের ঋক্ স্পষ্টই অগ্নির রহস্যমূর্ত্তি উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছেন - গর্ভে মাতুঃ পিতুষ্পিতা বিদিদ্যুতানো অক্ষরে। সীদন্নৃতস্য যোনি মা॥—ঋ· স·, (৬.১৬।৩৫)। সায়ণাচার্য্য সাধারণ পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু "মাতুঃ (পৃথিব্যাঃ) অক্ষরে গর্ভে", "পিতুষ্পিতা", "বিদিদ্যুতানঃ", "ঋতস্য যোনিং" (সায়ণ, উত্তরবেদী অর্থ করিয়াছেন)—এ সকল বিবৃতিই জাগতিক রহস্যগর্ভ বলিয়া বোধ হয় না কি?

জন্য একটা উৎকট অস্বাভাবিক আয়াস স্বীকার করিয়া স্কন্ধের পীড়া ও পঙ্গুতা আনয়ন করিতে হয় নাই।

কর্ম্মের ভিতরে ভোগাপবর্গের পথ।

কর্ম্মের মধ্য হইতেই দেবযান ও পিতৃযান—এই দুইটী পথ মানুষের জীবনের পরপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা যজ্ঞাগ্নি ও তাহাতে হবন ব্যাপারটিকে পাঁচ ভাবে দেখাইয়া ঐ পথ দুইটী জিজ্ঞাসুর কুতূহল দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে কি ভাবে আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিয়া ক্রমশঃ তাহাদের গূঢ়তম রহস্যে প্রবেশ করিতে হয়, তার সঙ্কেত ও মার্গ আচার্য্য-শিষ্যপরম্পরা ভাল করিয়াই জানিতেন; এবং এই অনুশীলনের ফলই ভারতের মহীয়সী ব্রহ্মবিদ্যা। আগে শুধু বাহ্য অনুষ্ঠানগুলাই ছিল, পরে "জ্ঞানের ক্রম বিকাশে", সেগুলাকে অন্তর্মুখ করিয়া নেওয়া হইয়াছে—ঐতিহাসিকদের এ কল্পনা ভিত্তিহীন।(১) সকল "যুগেই" সাধনের একটা সদর একটা অন্দর ছিল; গৌড়পাদের কারিকার চিত্তের যে ধারা দুইটাকে "বহিশ্চেতঃ" ও "অন্তশ্চেতঃ"

১। প্রত্নবিদ্যাকে অনেক সময় "Magic" নাম দিয়া "চাপা দিবার" চেষ্টা হয়। "With religion is constantly associated, both in historical record and in the lower forms of present day practice, another kind of activity known as Magic. The relation between them has been variously interpreted. The modern anthropologist, Dr. Frazer, finds himself in unexpected agreement with the philosopher Hegel in supposing that magic was the first to appear on the scene. It is represented as a kind of primitive science, founded on certain elementary axioms, such as that "like produces like," or that things once in contact with each other will continue to act upon each other when the contact is broken. The Central Australion performs elaborate ceremonies to stimulate the multiplication of the totem which provides the supply of food for his tribe ... ..." Dr. Carpenter's, Comparative Religion, p. 75. এই 'Primitive Science" আর "Elemenry maxims" সম্বন্ধে ধারণা অধুনা বদ্‌লাইয়া যাইতে সুরু করিয়াছে। সাধারণ বিজ্ঞানের আলোচ্যের বাহিরে তথ্য (phenomena) গুলিকে তিন শ্রেণীতে সাজাইয়া (Hypnotoidal, Magnetoidal and Spiritoidal), Professor Emile Boirac (*La Psychologic Inconnue* গ্রন্থের আরম্ভে) বলিতেছেন;—Let us say, here, that the scientists of the Eighteenth Century denied their existence; those of the Nineteenth gradually came to study them; and those of the Twentieth Century consider them (the first group) as absolutely scientific." Dr. Grasoit এই তথ্যগুলিকে বলিয়াছেন:—"the occultism of yesterday." Emile Boirac

বলা হইয়াছে, সেই দুইটা ধারাই তত্ত্ব-চিন্তার ক্ষেত্রে গোড়া হইতেই পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে। গোড়া হইতেই মন্ত্র-ব্রাহ্মণে কর্ম্মের বিধিব্যাখ্যার "আম্নায়" যেমন থাকিত, আরণ্যক উপনিষদে তেমনি তাদের "কষিয়া" লইবার জন্য কষ্টিপাথর, এবং ভাবনা দ্বারা "সোণা" করিয়া লইবার জন্য পরশ পাথরের অন্বেষণ ছিল। একই গুরু-শিষ্য অবস্থা ও অধিকার অনুসারে সদর ও বাহির উভয়ত্রই গমন ও বিরাজ করিতেন। শরীরে প্রাণরূপী বৈশ্বানর অগ্নিতে কি ভাবে প্রতিদিন অন্ন "প্রাণায় স্বাহা" প্রভৃতি মন্ত্রে আহুতি দিতে হইবে; চরমে ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণাদি সকলের কি ভাবে হোম করিতে হইবে; তাহা শ্রুতি যেমন একদিকে উদাত্তগম্ভীর স্বরে আমাদের শুনাইতেছেন, অন্যদিকে তন্ত্র বা আগম-শাস্ত্রও ন্যাস, ভূতশুদ্ধি, মানসপূজা ও ধ্যানে অতি সুন্দর-ললিত ছন্দে আমাদিগকে সেই মূল হোমতত্ত্বই বুঝাইতেছেন। "অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না, রাত্রিস্তদ্ অবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্ দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা"—আমার মধ্যে কায়-মনোবাক্যে অনুষ্ঠিত সকল পাপ এই সলিলাহুতিরূপে আমি অমৃতযোনি সত্যস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মায় হবন করিতেছি।(১) ইহাও কি হোম নয়? তন্ত্রে যে তত্ত্ব হোমের কথা আছে তাহাও ভাব-

---

পুনশ্চ বলিতেছেন—"Science has, to-day, fully mastered the problems presented in the first classification, and should in a measure be ready to graple with the other two;" কেননা, শ্রেণীত্রয়ের পরস্পরে ব্যাপ্তি থাকে এবং পরস্পর সম্বন্ধ। 'Primitive Scienceই latest science" হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

১। ছা. উ, ৫অ ১৯—২৪ খণ্ডে অগ্নিহোত্র দ্রষ্টব্য। বৈশ্বানরজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত ক্রমে ও বিধিতে নিত্য অগ্নিহোত্র করিবেন। ফলশ্রুতি—"তদ্যথেষীকাতূল মগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে য এত দেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি ॥৫.২৪.৩॥—শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য। "তস্মাদু হৈবং বিদ্ যদ্যপি চণ্ডালায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেদাত্মনি হৈবাস্য তদ্ বৈশ্বানরে হুতং স্যাৎ। তদেষঃ শ্লোকঃ—যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসত এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসত ইত্যগ্নিহোত্রমুপাসত ইতি ॥৪, ৫॥" বৃ. উ., ৫অ। ৯ম ব্রাহ্মণে "অন্তঃপুরুষে" বৈশ্বানরাগ্নির প্রসঙ্গ আছে 'যেনেদ মন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে"। বলাবাহুল্য, খিলকাণ্ডের অন্তর্গত এই বৈশ্বানরাগ্নি সোপাধিক ব্রহ্মই। প্রথমাধ্যায়ে সপ্তান্ন ব্রাহ্মণে—মনঃ, বাক্ ও প্রাণ এই তিনটি আত্মার "অন্ন" কথিত হইয়াছে। ১ম অধ্যায়ে, ৪র্থ ব্রাহ্মণে (৬)—"অথ যৎকিঞ্চেদমার্দ্রং তদ্রেতসোঽসৃজত, তদুসোমঃ, এতাবদ্ বা ইদং সর্ব্ব মন্নঞ্চৈবান্নাদশ্চ—সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ, সৈষা ব্রহ্মণোঽতিসৃষ্টিঃ"।—এখানে, যা কিছু অন্ন তাই সোম, আর যা কিছু অন্নাদ তাই অগ্নি—এই তত্ত্বকথা আমরা পাইলাম। বেদাদি শাস্ত্রে বার বার এ কথা আছে। সংহিতার অগ্নীষোম, = অন্ন-অন্নাদমিথুন। এ অন্ন ও অন্নাদকে মোটা অর্থে লইলে অন্যায় হইবে

গৌরবে অপূর্ব্ব। "চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি কর্ম্মাণি দৈহিকানি চ, হুত্বাগ্নৌ নিষ্ক্রিয়ো দেহং মৃতবচ্চিন্তয়েত্ততঃ॥" প্রাণাদিকে জ্যোতিঃস্বরূপ পরম তত্ত্বে হোম করিতে হইবে; এই মন্ত্রে—"প্রাণাপানসমানোদানব্যানা মে শুধ্যন্তাং হ্রীং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।" এখানে ঔপনিষদ মন্ত্রটিকেই অবলম্বন করা হইয়াছে। এমন কি, যে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার লইয়া তান্ত্রিক উপাসনার কথা সকলে শুনিয়া থাকেন, সেগুলিও বস্তুতঃ বাহ্য অনুষ্ঠান সত্ত্বেও 'অন্তর্যাগ"। সুরা বা সুধা শোধন করিতে হইবে যে মন্ত্রে—মন্ত্রের তান্ত্রিক ভাগ ও বৈদিক ভাগ (যথা হংসবতী ঋক্) দুই-ই আছে সে মন্ত্রের মর্ম্মে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই, এ অনুষ্ঠানটি যেন, জাগতিক কারণ বা মায়াকেই, "কারণ" বা "সুধার" ব্যপদেশে চিদ্‌ঘনরূপে আনন্দঘনরূপে (এক কথায়, অমৃতরূপে) শোধন করার ব্যাপার। সচ্চিদানন্দঘন আত্মা বা ব্রহ্মই মায়াশক্তি অবলম্বনে এ জগৎ হইয়াছেন। জগৎ হইয়া ইহার মধ্যে তিনি যেন নিজেকে গোপন করিয়াছেন। সত্যস্বরূপ ঋত-স্বরূপ তিনি, জগৎ সাজিয়া "গুণময় পটের" অন্তরালে নিজেকে লুকাইয়া যেন নিজেই 'ঋতভুক্" (কর্ম্মফল ভোক্তা) হইয়াছেন। আবরণ-বিক্ষেপাত্মিকা এই শক্তিকে তাই অজ্ঞান বলে। আচার্য্য শঙ্কর শারীরিকভূমিকায় আলোক ও অন্ধকারের মতন আত্মা ও অজ্ঞানকে বিপরীত স্বভাব বলিয়াছেন। মায়া যেন জড় হইয়াছে। অথচ এ শক্তি ত ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও সত্তা নয়। ইহা ব্রহ্মই। যেটাকে ক্ষরভাবে, মৃত্যুভাবে, অজ্ঞান জড়ভাবে দেখিতেছি সেটা প্রকৃত প্রস্তাবে অক্ষর, অমৃত ও চৈতন্য। দ্বৈতদৃষ্টি অপসারণ করিয়া অদ্বৈত-দৃষ্টি আনয়ন করাই সুধাদি পঞ্চতত্ত্ব শোধন। ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে, সুরার

(আমরা "ব্রহ্মতত্ত্বে" দেখাইয়াছি)। অগ্নিতে সোমাভিসিঞ্চন প্রকৃত প্রস্তাবে পরম অন্নাদ ব্রহ্মে বা আত্মায় নিখিল অন্নের আহুতি দান। কৌষীতক্যুপনিষৎ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে "প্রাণো ব্রহ্মেতি হস্মাহ কৌষীতকিঃ। তস্য হবা এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো মনোদূতং, বাক্ পরিবেষ্ট্রী, চক্ষুর্গোপ্তৃ। শ্রোত্রং সংশ্রাবয়িতৃ, তস্মৈ বা এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণে এতাঃ সর্ব্বা দেবতা অযাচমানায় বলিং হরন্তি"—এইরূপ চমৎকার ভাবে আরম্ভ করিয়া পরে "অথাতো দৈবঃ স্মরঃ" বলিয়া বাক্ প্রভৃতির হোম (কোনো পর্ব্বদিনে সত্যসত্যই "অগ্নিমুপসমাধায়") বর্ণনা করিতেছেন। বাহ্য অনুষ্ঠানে অসমর্থ পক্ষে "প্রাতর্দ্দন মান্তর মগ্নিহোত্র মিতি" বলিয়া আন্তর অগ্নিহোত্রের উপদেশ করিতেছেন। পরে, এই আন্তর অগ্নিহোত্র পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে বিদ্বান্ আর বাহ্য অগ্নিহোত্র না করিলেও পারেন—"এতে অনন্তে অমৃতাহুতী জাগ্রচ্চ স্বপংশ্চ সন্ততমব্যবচ্ছিন্নং জুহোত্যথ, যা অন্যা আহুতয়োঽন্তবত্যস্তাঃ কর্ম্মময্যো হি ভবন্ত্যেতদ্ধস্মৈ বৈ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাং চক্রুঃ॥" মৈত্র্যুপনিষৎ, ৬ষ্ঠ খণ্ডে—"বিশ্বরূপং হরিণং...তস্মাদ্ বা এষঃ" ইত্যাদিক্রমে সুন্দর করিয়া প্রাণাগ্নিহোত্র এবং আত্মযজ্ঞ বুঝাইয়াছেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ব্রহ্মশাপ, শুক্রশাপ ও কৃষ্ণশাপ মোচন। কুলার্ণব বলিতেছেন(১)—“সুরাশক্তি শিবোমাংসং তদ্‌ভোক্তা ভৈরবঃ স্বয়ম্। তয়োরৈক্যং সমুৎপন্নমানন্দো মোক্ষমুচ্যতে। আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্। তস্যাভিব্যঞ্জকং মদ্যং যোগিভি স্তেন পীয়তে॥” বহিঃ পানের বিধি দিয়াও কুলার্ণব বলিতেছেন—“ব্যোমপঙ্কজ নিস্যন্দ সুধা পান রতো নরঃ। মধুপায়ী স সংপ্রোক্তস্থিতরে মদ্য পায়িনঃ।” পরে ষষ্ঠ উল্লাসে তাদের শোধন বিধি আছেঃ শোধন আর কিছুই নয়—তত্ত্বগুলিকে চৈতন্য-শক্তি-সংপুটিত করিয়া নেওয়া; তাদের জড়তা দূর করিয়া দেওয়া; যেগুলি বন্ধনের হেতু (বিষতুল্য) সেইগুলিকেই পরমানন্দ সংপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষের উপায় (অমৃত) করিয়া নেওয়া। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত সাক্ষাৎ শিবোক্তি—“যেনৈব বিষ খণ্ডেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্বজন্তবঃ। তেনৈব বিষ খণ্ডেন ভিষক্ নাশয়তে রুজম্।” হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক যেমন প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা বিষগুলি শক্তীকৃত (potentize) করিয়া রোগের বিষ (pathogenic poisons) দের ঔষধ-

---

১। কুলার্ণবতন্ত্র, পঞ্চম উল্লাসে— কুলদ্রব্যস্য নির্ম্মাণং ভেদমাহাত্ম্যমেব চ’ বর্ণন করিতেছেন। কুলদ্রব্য (মদ্য মাংসাদি) সম্বন্ধে অনেক মাহাত্ম্যই শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন—“আবয়োঃ (শিবশক্ত্যোঃ) পরমাকারং সচ্চিদানন্দলক্ষণম্। কুলদ্রব্যোপভোগেন পরিস্ফুরতি নান্যথা। অন্তঃ স্বানুভবোল্লাসো মনোবাচামগোচরঃ। কুলদ্রব্যোপভুক্তেন জায়তে নান্যথা প্রিয়ে॥ সেবিতে চ কুলদ্রব্যে কুলতত্ত্বার্থদর্শনঃ। জায়তে ভৈরবাবেশঃ সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ তমঃ পরিবৃতং বেশ্ম যথাদীপেন দৃশ্যতে। তথা মায়াবৃতোহাত্মা জ্ঞানদীপেন দৃশ্যতে॥” ইত্যাদি। কুলদ্রব্য কিন্তু মন্ত্রপূত হওয়া আবশ্যক। এবং যিনি উপভোগ করিবেন, তিনি যেন কুলতত্ত্বার্থদর্শন হন। নতুবা বৃথাপানাদি—স্মার্ত্ত-ব্যবস্থামতই গর্হিত। স্মৃতিশাস্ত্রে মদ্যমাংসাদির নিষেধ (ঐকান্তিক ভাবে নয়) আছে বলিয়া, এটা যেন আমরা মনে না করি যে, এ তত্ত্ব “অবৈদিক।” তান্ত্রিক পঞ্চতত্ত্বের মূল স্পষ্টতঃই বেদে রহিয়াছে, এবং সংহিতা সোমকে সম্বোধন করিয়া অগণিত বার “মদিন্তম” “মধুমত্তম” (৮।১।১৯, ৬।৮।১০) ‘মাদয়স্ব” ইত্যাদি মদ্ ধাতু নিষ্পন্ন বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়াছেন। মাংস মৈথুনাদি সম্বন্ধেও এই কথা। আমরা উপযুক্ত স্থলে প্রমাণ দেখাইব। বলা বাহুল্য, বাহ্য অনুষ্ঠানকে সঞ্জীবিত (vitalize, spiritualize) করিয়া লওয়া মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা—বেদেও আছে, তন্ত্রেও আছে। যথেচ্ছাচার, “license” (পশুপান ইত্যাদি)— দুয়ের কোনোটাতেই আমোল পায় নাই। “শোধন” একটা রহস্যপ্রক্রিয়া—যার প্রতিনিধি বৈদিক সোমযাগাদিতেও ছিল। কুলার্ণব (৫ম উল্লাসে) যে Principle নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেটা ভবিয়া দেখার মত—“যৈরেব পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা। শ্রীকৌলদর্শনে চাপি ভৈরবেণ মহাত্মনা॥” যজ্ঞার্থ, দেবতোদ্দেশ্যে সোম পান, বলি ইত্যাদির ভিতরে ঐ principle (তত্ত্ব) অনুসন্ধেয়। তাছাড়া, আধ্যাত্মিক পান, বলি, হোম প্রভৃতি ছিলই। সংহিতার স্তরেও ছিল। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ—যে যে কর্ম্ম ও চিন্তার অবয়ব আমাদের দেখাইতেছেন, সে কর্ম্ম ও ভাবগুলি সংহিতার স্তরেও অবশ্য ছিল—They do not represent an historically later phase of social and mental evolution. এ সম্বন্ধে আবার আমরা আলোচনা করিব।

রূপে প্রয়োগ করেন, স্বয়ং ভববৈদ্য ভবানীপতি আগমে যেন তাহাই করিয়াছেন। ভূতশুদ্ধি প্রভৃতিতে চতুর্বিংশতি-তত্ত্বকে "হংসঃ সোঽহং স্বাহা" বলিয়া আত্মায় হোম করিতে হয়। আহার, গর্ভাধান ইত্যাদি স্বাভাবিক কাজগুলিও হোম—বেদে ও তন্ত্রে, দুই যায়গাতেই।

যজ্ঞ হোম প্রভৃতির কথা স্থানান্তরে সবিশেষ বলিতে হইবে। এখানে যে কয়টা কথা বলিতে চাহিতেছি তা এই। শ্রুতি ও আগম দুই-ই আমাদের জীবনের সর্ব্বাবয়বে শক্তি সঞ্চার ও অভ্যুদয়ের উদ্দেশ্যে সাধন প্রণালী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহলোক ও বর্ত্তমানকে "বাদ" দেওয়ার সাধন তাহা ছিল না। জন্ম হইতে সুরু করিয়া মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত—এই সকল স্তরে যে বস্তুটি চলিতেছে এবং সব চালাইতেছে, শ্রুতি তাহাকে বিশেষ ভাবে "প্রাণ" বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন; আগম(২) শাস্ত্র সেটিকে, 'শক্তি" (অথবা রহস্যভাবে, "কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি") বলেন। সকল স্তরে (বা 'চক্রে"), সকল "লোকে" এই মহীয়সী শক্তির উপাসনা করিতে হইবে। করিলে, ইনি ভোগাপবর্গদা হইয়া থাকেন। অন্ন, তেজোবীর্য্য, যশঃ, স্বারাজ্যসিদ্ধি ও পরামুক্তি—এ সকলই ইহার বর। শিব বা কল্যাণ ইহার প্রতিষ্ঠা; শৌর্য্য, বর ও অভয় ইহার বিভূতি; আনন্দ ইহার স্বরূপ; অমৃত ইহার সিদ্ধি। "কস্মৈ দেবায় হবিষা যজেম"—বলিয়া স্বয়ং বেদ যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে, সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥ অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং, চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।"(২)—ইত্যাদি বলিয়া স্বয়ংই তার উত্তর দিয়াছেন। ইনি একদিকে যেমন বসু সকলের প্রাপয়িত্রী, অন্য দিকে তেমনি আবার "চিকিতুষী" (স্বাত্মতয়া পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতবতী) সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-স্বরূপা, সুতরাং, যজ্ঞিয়ানাং (যজ্ঞার্হাণাং) প্রথমা (মুখ্যা)। তন্ত্র যেমন অনির্ব্বাচ্যা (inscrutable) বলিয়া, এই শক্তিকে "মহামেঘ-প্রভা ঘোরা" ভাবে দেখিয়াছেন, বেদও তেমনি তাঁকে "রাত্রি" ভাবে দেখিয়া স্তুতি করিয়াছেন—

২। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী রুদ্রযামল হইতে "আগম" শব্দের ব্যুৎপত্তি দিতেছেন—"আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতং চ গিরিজামুখে। মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে॥ বক্ত্রেভ্য ইতি বহুবচনং পঞ্চাম্নায় লাভার্থম্।

১। ঋ. স. ১০ম.। ১২১ সূক্ত.

২। ঋ. স. ১০ম.। ১২৫ সূ.

"রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥"(১) সেই ব্রহ্মাণ্ডোদরা রাত্রি "বিশ্বাঃ" (সর্ব্বাঃ) "শ্রিয়ঃ" "অধ্যধিত" (দদাতীত্যর্থঃ)। সকল শ্রীধারণ ও দান করেন যিনি, সেই চিচ্ছক্তিকে প্রাচীনেরা বিশ্বে এবং বিশ্বোত্তীর্ণ ভূমিতে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। এইটা হইল প্রথম কথা।

পশ্চিমদেশে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া জীবনের প্রায় সব কয়টা মুখ্য ধারাই "রিলিজনের" আওতা (মিল্‌টনের ভাষায় সেই "Sarbonian bog" বা চোরাবালি) হইতে নিজেদের সরাইয়া মুক্ত করিয়া আনিয়াছে। অবশ্য সে দেশেও প্রাচীন ও মধ্য যুগে অন্যরূপ ছিল। তখন রিলিজনই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেন্দ্রে থাকিয়া সমাজ, রাষ্ট্র, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, নীতি, এমন কি অর্থনীতি —এ সবকেই নিজের প্রভাবে বা শাসনে টানিয়া রাখিয়াছিল। Temporal and Spiritual interests, এবং powersগুলির মাখামাখি সর্ব্বক্ষেত্রেই ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার বর্ত্তমান বিকাশ মানে অনেকটা—জীবনের সাধারণ অনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টাগুলি রিলিজনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শাসন হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া আনিয়াছে। সত্যকার রিলিজন যেটুকু জীবিত আছে, পরোক্ষভাবে তার প্রভাব যাইবার নয় এবং সেটা কেহ অস্বীকারও করে না। পাশ্চাত্য রিলিজনের ভিতরেই অবশ্য তার এইভাবে জীবনের সাধারণ ভূমির "অতিগ" হবার (Transcendental হবার) বীজ দেওয়া ছিল—কিন্তু, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাদা ও অতিগ হইয়া পড়িয়াছে খুব বেশী দিন নয়। এখন, এই পাশ্চাত্য রিলিজনের "আইডিয়া" লইয়া আমাদের বা অপরাপর দেশের "ধর্ম্ম" বুঝিতে গেলেই "গোড়ায় গলদ" বাধিবে। দুইটা এক জাতীয় ধারণাই নয়। জীবনের একাংশ স্পর্শ করিয়া—সমাজ, রাষ্ট্র, নীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদিকে বাদ দিয়া রাখিয়া—রিলিজন থাকিলে থাকিতে পারে, ধর্ম্ম কেনোমতেই না। রিলিজনের মতন ধর্ম্ম একটা "special interest" হইয়া থাকিতে পারে না। ২)

১। ঋ. স. ১০ম.। ১২৭ সূ. টিউটনদের Northern Night-goddess, Nat = রাত্রি (Teutonic Myth & Legend, Mackenzi, Intd. P. xxx)।

২। একদেশ ব্যাপিতার চরম বিপর্য্যয় একদিকে (দর্শনে ও বিজ্ঞানে) যেমন অজ্ঞেয়বাদ, প্রকৃতিধর্ম্ম, বিশ্বমানব ধর্ম্ম, বীরধর্ম্ম ইত্যাদি, অন্যদিকে সমাজের দিক্ দিয়া তেমনি জড়বাদমূলক অর্থনীতি :—"What impressed the German socialist—Marx, Lassalle, Engels, Kantsky—was the demonstrably economic character of many

দ্বিতীয় কথা এই যে কর্ম্মের ভিতর হইতেই তাঁরা বিদ্যার অমৃত নিঙড়াইয়া বাহির করিয়াছেন। অথবা কর্ম্মই ছিল তাঁদের জ্ঞানাগ্নি জ্বালাইবার উপায়—অরণিদ্বয়ের ঘর্ষণ। অগ্নি জ্বালিবার পর সকল "পাশের" সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের ইন্ধনও জ্বলিয়া ছাই হইয়া যাইত কিনা, অর্থাৎ তখন নৈষ্কর্ম্ম্য আসিত কিনা. তাহা লইয়া ভাষ্যকারেরা আপোশ না করিতে পারেন, ঝগড়াই করিতে থাকুন। বিধি নিষেধাত্মক এই কর্ম্মাম্নায় অতি বিরাট ও বিচিত্র ছিল। এইটাকে আমরা বেদের ও আগমের কর্ম্মকাণ্ড বা অনুষ্ঠান কাণ্ডাবালী। এই বিশাল প্রাচীন মহীরুহের "কাণ্ডটা"ই এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত আছে। ডালপালা, পত্রপুষ্প ফলসম্ভার, বাহ্যতঃ, নাই বলিলেই হয়। এ অক্ষয় বট অবশ্য মরিয়া যায় নাই, মরিবার নয়। অন্য সব প্রাচীন দেশেও কর্ম্মাম্নায়ের বড় বড় গাছ শত শত বৎসর ধরিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল; যথা, মিশরে, ব্যাবিলনে, চীনে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়. ক্রীটে ফিনিসিয়ায়, গ্রীসে ওরোমে।(১) কিন্তু সেসব গাছ বাঁচে নাই। ভারতের বৃক্ষটি, স্থাণুর মত

---

political changes of the last 300 years. In the course of the industrial changes the mediæval landowners gave up their power to the capitalists, and the capitalists to the employers of labour. Therefore said the German socialists, all is due to a change in the prevailing form of production. Where agriculture prevails we have a territorial aristocracy, a certain political system, and certain social institutions and laws; where commerce prevails we have another system, where manufacture, a third. This explains the rise of the middle classes into political power, but also the advance of the working classes as a power that will displace them and be (as we are told it ought to be) all in all. As in the economic theory of Marx and Engels all value is from labour so on the great scale of politics all power is to be with the labouring class. Economic progress is thus the only real progress; the essence of all history is economics; the essence of all economics is labour.—" Mr. James Bonar (The Economic Journal, Vol. viii, No. 32) ... ... পুনশ্চ ঐ লেখক বলিতেছেন—"We are asked to believe that all history is relative to economics, men having been made what they are by economical causes." এই মতের আলোচনার জন্য Karl Marx এর "Capital" এবং Bertrand Russellএর "German Social Democracy" প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১। চীনে *Shang Ti* ("Supreme Ruler")কে লক্ষ্য করিয়া পার্থিব সম্রাটেরা যে স্তব করিতেন, তার সঙ্গে বেদোক্ত ইন্দ্রের স্তবের আশ্চর্য্য রকমের মিল রহিয়াছে—"O Ti, when thou hadst peparated the Yin and the Yang (i. e. the earth and the sky), thy creative work was proceeded—ইত্যাদি দ্যাবা পৃথিবী যে গোড়াতে

হইয়া থাকিলেও, সনাতন। কবে আবার ইহাতে প্রাণ বিদ্যা বা মধু বিদ্যা অনুশীলনের ফলে অমৃত সিঞ্চিত হইয়া ইহাকে পলাশ-সম্পদে মহীয়ান্ করিয়া দিবে, তাহা ভূতাত্মগণের ঈরিতা অন্তঃপুরুষ-ই বলিতে পারেন। ভবিষ্যতে যাই হউক, এখন এই বিরাট কর্ম্মকাণ্ড নিগূঢ়-প্রাণ হইয়া পড়ায়, আমরা ইহার মর্ম্ম বুঝিতেছি না। জ্ঞানকাণ্ড কিছু কিছু, ভাসা ভাসা রকমের বুঝি এবং তারই বড়াই করি। সোপেনহাওয়ার উপনিষৎ পড়িয়া কি বলিয়াছেন, তাই তোতা পাখীর মত আওড়াইয়া কৃতার্থম্মন্য হই। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে "প্রাণিক" (organic) সম্বন্ধ। বীজের ভিতর হইতে যেমন গাছ বাহির হয়, অণ্ডের ভিতর হইতে যেমন পক্ষী ফুটিয়া বাহির হয়, তেমনি হোমাদি কর্ম্মের ভিতর হইতেই জ্ঞান বা তত্ত্ববিদ্যা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে আবার যেমন সজীব পরিণত বৃক্ষ হইতে ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়, তেমনি তত্ত্ববিদ্যা কর্ম্মের দ্বারা সফল হইয়া অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-প্রাপক নূতন নূতন কর্ম্ম পদ্ধতির বীজ প্রসব করিয়াছে। জ্ঞানকর্ম্মের এই অনাদি প্রবাহ বীজাঙ্কুর-ন্যায়ে চলিয়াছে। আমাদের মধ্যে উপযুক্ত কর্ম্ম নাই ; সুতরাং জ্ঞানও না থাকার মত। কর্ম্মমার্জ্জিত বুদ্ধি নাই বলিয়া এবং কর্ম্মাভিজ্ঞ, কর্ম্মকুশল নই বলিয়া, কর্ম্মেরই ব্রহ্মার্পণরূপ হবনটি আমরা করিতে পারিতেছি না, এবং তার ফলভাগীও হইতেছি না। ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই, কর্ম্ম ব্রাহ্মণের মধ্যেই বেদান্ত অঙ্কুরিত প্রস্ফুটিত হইয়াছে ; এবং নানা কর্ম্মোপদেশের মধ্যে সে বিদ্যা ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া আমরা আজকাল বিস্মিত হইলেও সেইটাই হইল স্বাভাবিক ব্যবস্থা। বাছিয়া বাছিয়া ছান্দোগের ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম প্রপাঠক পড়িলে কি হইবে ? তাহাকে "স্বাধ্যায়" বলে না, এবং কেবল তার দ্বারাই সেই "ঔপনিষদ পুরুষকে"ও জানা যায় না।

কর্ম্মাম্নায় ও বিদ্যাম্নায়ের প্রাণিক সম্বন্ধ।

তৃতীয় কথা, এই কর্ম্মাম্নায়ই হইল আমাদের জীবনেতিহাসের আসল উপকরণ। এই উপকরণ আমাদের কাছে আজ প্রায় অপরিচিত হইয়া

সম্মিলিত ছিল, পরে ইন্দ্র বা প্রজাপতি তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিলেন (অন্তরীক্ষ)। এ ভাবের কথা সংহিতা ও ব্রাহ্মণে অনেকবার আছে। তৈ. ব্রা., (১কা। ১প্র। ৩ অনু)—'দ্যাবাপৃথিবী সহাঽঽস্তাম্" ইত্যাদি। শতপথব্রাহ্মণ (১ ম। ৩ প্র.। ৩ ব্রা., ২২)। আমরা সম্মিলিত দ্যাবাপৃথিবী এবং তাদের বিস্তারের কথা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

দ্বিতীয় কথা এই যে কর্ম্মের ভিতর হইতেই তাঁরা বিদ্যার অমৃত নিঙড়াইয়া বাহির করিয়াছেন। অথবা কর্ম্মই ছিল তাঁদের জ্ঞানাগ্নি জ্বালাইবার উপায়—অরণিদ্বয়ের ঘর্ষণ। অগ্নি জ্বালিবার পর সকল "পাশের" সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের ইন্ধনও জ্বলিয়া ছাই হইয়া যাইত কিনা, অর্থাৎ তখন নৈষ্কর্ম্ম্য আসিত কিনা. তাহা লইয়া ভাষ্যকারেরা আপোশ না করিতে পারেন, ঝগড়াই করিতে থাকুন। বিধি নিষেধাত্মক এই কর্ম্মাম্নায় অতি বিরাট ও বিচিত্র ছিল। এইটাকে আমরা বেদের ও আগমের কর্ম্মকাণ্ড বা অনুষ্ঠান কাণ্ডাবালী। এই বিশাল প্রাচীন মহীরুহের "কাণ্ডটা"ই এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত আছে। ডালপালা, পত্রপুষ্প ফলসম্ভার, বাহ্যতঃ, নাই বলিলেই হয়। এ অক্ষয় বট অবশ্য মরিয়া যায় নাই, মরিবার নয়। অন্য সব প্রাচীন দেশেও কর্ম্মাম্নায়ের বড় বড় গাছ শত শত বৎসর ধরিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল; যথা, মিশরে, ব্যাবিলনে, চীনে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়. ক্রীটে ফিনিসিয়ায়, গ্রীসে ওরোমে।(১) কিন্তু সেসব গাছ বাঁচে নাই। ভারতের বৃক্ষটি, স্থাণুর মত

---

political changes of the last 300 years. In the course of the industrial changes the mediæval landowners gave up their power to the capitalists, and the capitalists to the employers of labour. Therefore said the German socialists, all is due to a change in the prevailing form of production. Where agriculture prevails we have a territorial aristocracy, a certain political system, and certain social institutions and laws; where commerce prevails we have another system, where manufacture, a third. This explains the rise of the middle classes into political power, but also the advance of the working classes as a power that will displace them and be (as we are told it ought to be) all in all. As in the economic theory of Marx and Engels all value is from labour so on the great scale of politics all power is to be with the labouring class. Economic progress is thus the only real progress; the essence of all history is economics; the essence of all economics is labour.—" Mr. James Bonar (The Economic Journal, Vol. viii, No. 32) ... ... পুনশ্চ ঐ লেখক বলিতেছেন—"We are asked to believe that all history is relative to economics, men having been made what they are by economical causes." এই মতের আলোচনার জন্য Karl Marx এর "Capital" এবং Bertrand Russellএর "German Social Democracy" প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১। চীনে *Shang Ti* ("Supreme Ruler")কে লক্ষ্য করিয়া পার্থিব সম্রাটেরা যে স্তব করিতেন, তার সঙ্গে বেদোক্ত ইন্দ্রের স্তবের আশ্চর্য্য রকমের মিল রহিয়াছে—"O Ti, when thou hadst peparated the Yin and the Yang (i. e. the earth and the sky), thy creative work was proceeded—ইত্যাদি দ্যাবা পৃথিবী যে গোড়াতে

হইয়া থাকিলেও, সনাতন। কবে আবার ইহাতে প্রাণ বিদ্যা বা মধু বিদ্যা অনুশীলনের ফলে অমৃত সিঞ্চিত হইয়া ইহাকে পলাশ-সম্পদে মহীয়ান্ করিয়া দিবে, তাহা ভূতাত্মগণের ঈরিতা অন্তঃপুরুষ-ই বলিতে পারেন। ভবিষ্যতে যাই হউক, এখন এই বিরাট কর্ম্মকাণ্ড নিগূঢ়-প্রাণ হইয়া পড়ায়, আমরা ইহার মর্ম্ম বুঝিতেছি না। জ্ঞানকাণ্ড কিছু কিছু, ভাসা ভাসা রকমের বুঝি এবং তারই বড়াই করি। সোপেনহাওয়ার উপনিষৎ পড়িয়া কি বলিয়াছেন, তাই তোতা পাখীর মত আওড়াইয়া কৃতার্থম্মন্য হই। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে "প্রাণিক" (organic) সম্বন্ধ। বীজের ভিতর হইতে যেমন গাছ বাহির হয়, অণ্ডের ভিতর হইতে যেমন পক্ষী ফুটিয়া বাহির হয়, তেমনি হোমাদি কর্ম্মের ভিতর হইতেই জ্ঞান বা তত্ত্ববিদ্যা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে আবার যেমন সজীব পরিণত বৃক্ষ হইতে ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়, তেমনি তত্ত্ববিদ্যা কর্ম্মের দ্বারা সফল হইয়া অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-প্রাপক নূতন নূতন কর্ম্ম পদ্ধতির বীজ প্রসব করিয়াছে।

কর্ম্মাম্নায় ও বিদ্যাম্নায়ের প্রাণিক সম্বন্ধ।

জ্ঞানকর্ম্মের এই অনাদি প্রবাহ বীজাঙ্কুর-ন্যায়ে চলিয়াছে। আমাদের মধ্যে উপযুক্ত কর্ম্ম নাই; সুতরাং জ্ঞানও না থাকার মত। কর্ম্মমার্জ্জিত বুদ্ধি নাই বলিয়া এবং কর্ম্মাভিজ্ঞ, কর্ম্মকুশল নই বলিয়া, কর্ম্মেরই ব্রহ্মার্পণরূপ হবনটি আমরা করিতে পারিতেছি না, এবং তার ফলভাগীও হইতেছি না। ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই, কর্ম্ম ব্রাহ্মণের মধ্যেই বেদান্ত অঙ্কুরিত প্রস্ফুটিত হইয়াছে; এবং নানা কর্ম্মোপদেশের মধ্যে সে বিদ্যা ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া আমরা আজকাল বিস্মিত হইলেও সেইটাই হইল স্বাভাবিক ব্যবস্থা। বাছিয়া বাছিয়া ছান্দোগের ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম প্রপাঠক পড়িলে কি হইবে? তাহাকে "স্বাধ্যায়" বলে না, এবং কেবল তার দ্বারাই সেই "ঔপনিষদ পুরুষকে"ও জানা যায় না।

তৃতীয় কথা, এই কর্ম্মাম্নায়ই হইল আমাদের জীবনেতিহাসের আসল উপকরণ। এই উপকরণ আমাদের কাছে আজ প্রায় অপরিচিত হইয়া

সম্মিলিত ছিল, পরে ইন্দ্র বা প্রজাপতি তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিলেন (অন্তরীক্ষ)। এ ভাবের কথা সংহিতা ও ব্রাহ্মণে অনেকবার আছে। তৈ. ব্রা., (১কা। ১প্র। ৩ অনু)— 'দ্যাবাপৃথিবী সহাঽঽস্তাম্" ইত্যাদি। শতপথব্রাহ্মণ (১ ম। ৩ প্র.। ৩ ব্রা., ২২)। আমরা সম্মিলিত দ্যাবাপৃথিবী এবং তাদের বিস্তারের কথা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

পড়িলেও, ম্যাক্‌ডোনেল প্রভৃতি সাহেবদের কাছে ইহা যে ভাবে পরিচিত, আমাদের কাছে ইহা তার চেয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে, সজীব ভাবে পরিচিত। প্রথমতঃ, আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে ইহা এখনও কথঞ্চিৎ বাঁচিয়া আছে, সুতরাং ইহার আমরা "হাতে কলমে" অনুষ্ঠান কিছু না কিছু করিতেছি। বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেণ্ট বিজ্ঞানাগারেই বোঝা যায়; পুঁথিতে তার বিবরণ পড়িয়া তা তেমন বোঝা যায় না। আমাদের হোম কি, ভূতশুদ্ধি কি, ন্যাস কি, দশবিধ সংস্কার কি, তাহা আমরা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যে ভাবে বুঝিব, বিদেশী পণ্ডিত পুঁথি পড়িয়া, অন্য দেশের পুঁথির সঙ্গে তুলনা করিয়া, কস্মিন্‌কালেও সেভাবে সেগুলিকে বুঝিবেন না। বুঝিবার

১। Dr. Martin Haug ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সটীক অনুবাদ বাহির করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। অধ্যাপক Max Muller উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তা উল্লেখযোগ্য :—

"The Aitareya Brahmana, containing the earliest speculations of the Brahmans on the meaning of their sacrificial prayers, and the purport of their ancient religious rites, is a work which could be properly edited nowhere but in India ... ... it presupposes so thorough a familiarity with all the externals of the religion of the Brahmans, the various offices of their priests, the times and seasons of their sacred rites, the form of their inumerable sacrificial utensils, and the preparation of their offerings that no amount of sanskrit scholarship, such as can be gained in England, would have been sufficient to unravel the intricate speculations concerning the matters which form the bulk of the Aitareya Brahmana."

"হোগ সাহেব (এবং তৎপূর্ব্বে গোল্ডষ্টুকার) Boethlingk and Roth এর বিশাল Sanskrit Dictionary সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাতে অবিচার বোধ হয় করা হয় নাই :—The explanations of these terms there given (as well as those of many words of the Samhita) are nothing but guesses, having no other foundation than the individual opinion of a scholar who never himself familiar with the sacrificial art by a careful study of the commentaries on the Sutras and Brahmans, and who appears to have thought his own conjectures to be superior to the opinions of the greatest divines of Hindusthan, who were especially trained for the sacrificial profession from times immemorial." যজ্ঞের সঙ্গে প্রাচীন তত্ত্বচিন্তার সম্পর্কটিও এত ঘনিষ্ঠ যে, একটা না বুঝিলে অপরটা বোঝার উপায় নাই। এই বোঝার চেষ্টা (বিচার সূত্রাকারে) মীমাংসা-দর্শনে—জৈমিনীয় দ্বাদশ অধ্যায় এবং বৈয়াসিক চারি অধ্যায়ে—পূর্ণমীমাংসা দর্শনে। হোগ সাহেব অভিজ্ঞের উপদেশে এবং "হাতে কলমে" যজ্ঞ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন (Preface). Introductionএ তিনি ছন্দঃ যুগ, মন্ত্রযুগ, সূত্রযুগ—এই রকমের কৃত্রিম ভাগগুলির ত্রুটী দেখাইয়াছেন। সূত্র. ব্রাহ্মণাদি কোনো না কোনো আকারে বরাবরই ছিল। ম্যাক্‌ডোনেল, কিথ প্রভৃতি পরবর্ত্তী বিচারকদের "রায়" ও চিন্তনীয়।

যো নাই।" Facts to be understood must be lived. অবশ্য তুলনা মূলক সমালোচনা-পন্থী খোসার খবর—কবে কিভাবে ছিল. কে কার কাছ হইতে নিয়াছে, এই সব—বেশী দিতে পারিবেন। (১) কিন্তু শাঁসের খবর যিনি যুঞ্জান ও যুক্ত তিনিই দিতে পারেন। শ্লোকে আছে—চারিবেদ মন্থন করিয়া ননী উঠিয়াছিল; যোগীরা সেই ননীটুকু ছাঁকিয়া খাইলেন; আর "পণ্ডিতেরা" (অবশ্য "পণ্ডা" মানে এখানে বেদগ্রাহিণী বুদ্ধি নহে বেদাগ্রাহিণী বুদ্ধি), ঘোলটুকু পান করিলেন। আমাদেরও প্রাচীন বেদবিদ্যার জোর মন্থন চলিয়াছে; ননীর খবর সেই বৃন্দাবনের চতুর নবনীত চোরই বলিতে পারেন; কিন্তু সকলেই দেখিতেছি যে. কালাপাণি পার হইয়া বিলাতী পণ্ডিতদের উচ্ছিষ্ট ঘোল ভারে ভারে এদেশের বিদ্যার বাজারে আমদানী হইতেছেএবংআমরা অনেকেই সেই ঘোল নিজেদের মুণ্ডিত মস্তকে ঢালিতেছি!

বিদ্যা এবং বিদ্যার প্রকৃত বোদ্ধা।

কিন্তু এ নেশা কাটিলে, আমরাই আমাদের কর্ম্মা-ম্নায় ও মোক্ষমার্গ বুঝিবার ও বোঝাইবার খাঁটি অধিকারী। বোঝার সংস্কারটি আমাদের ভিতরেই দেওয়া আছে; একটু খেয়াল করিয়া দেখিলে; আমাদের চারিধারে, সত্যকার জীবনে, প্রাচীনকে বুঝিবার উপকরণ ও সঙ্কেত প্রচুর রহিয়াছে। একটা বিদেশী ভূতে আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে

১। শতপথ ব্রাহ্মণে (১খা৩প্রা৩ব্রা)—ঋষি গোতম এবং বিদেঘমাথবের উপাখ্যান রহিয়াছে। বিদেঘের মুখস্থিত অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া ঋষি (বাজস. সংহিতা, ২।৪।১; তৈ. সং., ১।৩।১৪।২৮; ঋ· স·, ৫।২৬২) এই সব মন্ত্রে আবাহন করিলেন। শেষের মন্ত্রটি উচ্চারণ করিলে ("তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে চিত্রভানো স্বর্দ্দৃশম্। দেবাঁ আ বীতয়ে বহ॥" হে ঘৃতস্নো = ঘৃতস্থ প্রেরক, যদ্বা ঘৃতেন জনিত। স্বর্দ্দৃশং = সর্ব্বদ্রষ্টারং) বৈশ্বানর অগ্নি রাজার (বিদেঘ মাথব) মুখে জ্বলিয়া উঠিল, এবং মুখ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইল; সে সময় রাজা সরস্বতী নদীতীরে ছিলেন; অগ্নি পূর্ব্বাভিমুখে পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে করিতে গমন করিয়াছিল; রাহুগণ গোতম ও বিদেঘ মাথব সেই দহনপ্রবৃত্ত অগ্নির পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেই অগ্নি এই সমস্ত নদীকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, কিন্তু সদানীরা নদীকে দগ্ধ করিতে পারে নাই। তারপর এখন পূর্ব্বভাগে বহু ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন; সেই সময় ঐ স্থান ক্ষেত্রের অযোগ্য ও জলপচুর ছিল, কেননা, বৈশ্বানর অগ্নি তার স্বাদ নেন নাই। কিন্তু এখন তা বেশ ক্ষেত্রযোগ্য হইয়াছে, কারণ, ব্রাহ্মণগণ নিশ্চয়ই যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিকে ইহার আস্বাদ করাইয়াছিলেন। বৈশ্বানর অগ্নি দগ্ধ করে নাই বলিয়া সে নদী শীতল। অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলে, অগ্নি বিদেঘকে সেই সদানীরার পূর্ব্বদিকে বাসভূমি স্থির করিয়া দিলেন। সেই এই এখনও কোসল ও বিদেহ দেশের সীমা হইয়া রহিয়াছে; এবং তাহার মাথব। পাছে মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইয়া যায় এই ভয়ে রাজা গোতম কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়াও প্রথমে উত্তর দেন নাই। এই গেল উপাখ্যান। অনুবাদক পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় পাদটীকায় Weber প্রভৃতির কল্পনা আমাদের শুনাইতেছেন:—Prof. Weber প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহা অনুসরণ করিয়া

বলিয়া ভিতরকার আমাদের পুরুষ পরম্পরাগত-বুদ্ধি সংস্কারটীও যেমন চাপা পড়িয়া রহিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি, চোখে ভেল্কি লাগার দরুণ, আমাদের বাস্তুদেবতার চিরকল্যাণময়ী শাশ্বতী মূর্ত্তিটি, বিরাট হিন্দুসমাজের মর্ম্মবেদীতে এখনও প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, আমরা দেখিতেছি না। একটা যখন কুম্ভমেলা হয়, অর্দ্ধোদয় যোগ হয়, অথবা “গঙ্গাসাগর” হয়, তখন এই দেবতা বিগ্রহ চকিতে আমাদের চোখের সাম্‌নে একবার প্রকটিত হন বটে, কিন্তু যুক্তাভিনিবেশ নই বলিয়া, সে দেবদর্শন অনেকের কাছেই সত্য ও সার্থক হয় না। তবে, অবস্থা যেরূপই হউক, একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, আমরা আমাদের ধাতটি যেমন ধারা খাটি করিয়া বুঝিব, যাঁদের সংস্কার অনুরূপ এবং যাঁদের জীবন-ধারা অন্য ধাঁজের, তাঁরা কেবল পাণ্ডিত্যের জোরে, সেটি কিছুতেই তেমন করিয়া বুঝিতে পারিবে না। যেখানে জীবনটাই বোঝার জিনিষ, সেখানে যার জীবন সেই সেটাকে সত্যভাবে বুঝিতে পারে। এই হইল তৃতীয় কথা।

আর্য্যগণের ভারতবর্ষে ক্রমান্বয়ে তিনবার উপনিবেশ স্থাপনের কথা বলিয়া থাকেন। আর্য্যগণ প্রথম পঞ্চনদ প্রদেশে সরস্বতীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিলেন, তারপর সরস্বতীর তীর হইতে (উক্ত ব্রাহ্মণের ১৪ কণ্ডিকা) মাথব ও তাঁহার পুরোহিত গৌতমের নেতৃত্বে সদানীরা, অর্থাৎ করতোয়া (বর্ত্তমান বগুড়া নগর এই নদীর উপরেই অবস্থিত) আগমন করেন; এবং তাহার পর সেই নদীর পূর্ব্বভাগে তাঁহারা অবস্থিতি করেন। বিদেহ ও কোশল জনপদ বোধ হয় সেই সময়ে এক নৃপতির অধীন ছিল এবং সেই নৃপতি মাথব, এইজন্য ঐ দুই জনপদকেও মাথব বলা হইত এবং করতোয়া পর্য্যন্ত ঐ রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। Prof Weber মনে করেন ব্রাহ্মণোক্ত অগ্নিদাহ শব্দ আর্য্যগণের দেশ আক্রমণের ফলস্বরূপ ধ্বংসকে বুঝাইতেছে। প্রাকৃত ভাষায় ঘ স্থানে হ বহুস্থানেই দেখা যায় যেমন—লঘু=লহু, সেইজন্য বিদেঘ হইতে পারে বিদেহ হইয়া আসিবে, মনে করা যাইতে পারে।” বাহির হইতে আর্য্যদের ভারতবর্ষে আগমন এবং অনার্য্যদের ক্রমে ক্রমে হটাইতে হটাইতে পঞ্চনদ হইতে ক্রমে গঙ্গা যমুনার উপত্যকা এবং পরে বঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন—এই “থিওরি”টীকে আশ্রয় করিয়া উপাখ্যানের উক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, নানা স্তরের অর্থ বা ভাব উক্ত প্রহেলিকাময় উপাখ্যানের ভিতরে দেওয়া আছে, মনে হয়। প্রথমতঃ গল্পের বাহিরের ‘কাঠামো’ যাই হউক না কেন, তার ভিতর দিয়া কোনো নিত্য ও গভীর তত্ত্বের চিন্তা করা হইত—ধর্ম্মানুষ্ঠানের “অঙ্গ”রূপে পরিণত হইলে, তা হইবারই কথা; ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের দিকে লক্ষ্য থাকে; সেইটাই হইল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন; একটা গল্প বা ইতিহাস (অন্যদিক দিয়া যতই দরকারী হউক না কেন), সে ভাবে (as a story or narrative) ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ হয় না। গল্পের মধ্যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্যসাধন-সম্পর্কিত (bearing on the spirit and end of religious act) কোনো একটা মানে দেওয়া হইয়া থাকে, এবং সেই ভাবে, সেটিকে রহস্যগর্ভ, সূক্ষ্মার্থসম্পূটিত করিয়া তবে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গে স্থান দেওয়া হয়। এইটাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা—এবং চীন মিশর প্রভৃতি সকল দেশেই ধর্ম্মের ঐতিহ্যে এটা আমরা দেখিতে পাই। রহস্যটাই হইল “শাঁস; গল্পের কাঠামোটা তার তুলনায় খোসা। বর্ত্তমান গল্পের শস্য কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইবে—তা আমরা পরে দেখিব। তবে,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ঐতিহাসিক তত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ন্যূনতা।

জড় বিজ্ঞানের তথ্যানুসন্ধানের নজির ইতিহাসে আসল জায়গাটাতেই খাটে না। তথ্য সংগ্রহ করা, তাদের পরস্পর মিলাইয়া দেখা, তাদের শ্রেণী বিভাগ করা এবং সাধারণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা - এইটাই যদি বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী হয়, তবে সে প্রণালী অবশ্যই যথাসাধ্য ইতিহাসেও চালাইতে হইবে। কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা দেওয়া, গূঢ় মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা, তাদের মধ্য দিয়া জীবনের অভিব্যক্তির নিয়ম ও ধরণটি আবিষ্কার করা যদি ইতিহাস হয়, তবে সে ইতিহাস জড় বিজ্ঞানের প্রণালীতে সমাপ্তভাবে, সরলভাবে কখনই বহিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তথ্যই একজাতীয় নয়। জড় বিজ্ঞানের যেটা প্রশ্ন (problem) ও তার সমাধানের উপায়, জীবনের ইতিহাসে সেটা প্রশ্ন ও সমাধানের উপায় নহে। ফ্যালিক ওয়ারসিপ বা লিঙ্গপূজা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একভাবে না একভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। কোথায় কিরূপে অনুষ্ঠান হইত, এক জায়গাকার অনুষ্ঠানের সঙ্গে অন্য জায়গাকার কোন্‌খানে মিল, কোন্‌খানে গরমিল, এসব প্রশ্ন অবশ্য জড়-বিজ্ঞানের সম্মত প্রণালীতেই উত্তর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু কেন এ পূজা চলিয়াছে, আমাদের আত্মার ভিতরে ইহার উৎস কোথায়, কৈফিয়ৎ কোথায়, মানুষের জীবনের ভাব ও অনুষ্ঠান, ইচ্ছা ও বেদনা —এদের অভিব্যক্তিতে এ পূজার স্থান কোথায়, সত্যকার অভাব ও প্রয়োজন কোথায় ; এ পূজার প্রকৃতি কি ও বিকৃতি কি, এর উদ্দেশ্য ও স্বার্থকতা কিসে, এই সকলই হইল উক্ত তথ্যের মর্ম্ম ও প্রাণ। এইটা হইল "তত্ত্ব"। এ মর্ম্ম ও নিদান বুঝিতে জড়বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর নিপুণতা নাই। (১)

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক স্তরের অর্থ বাদ দিলেও, আধিভৌতিক বা "প্রতীতের" স্তরেও অর্থ ঠিক ঐ বেবর সাহেবের দেওয়াটাই যে, এমন জোর করিয়া বলা যায় না। Geological এবং Cultural এ দুই দিক দিয়েই বুঝিতে হইবে—অন্য অন্য দিকও আছে। আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব। ধর্ম্মানুষ্ঠানের "অঙ্গ" ভাবে গল্পেতিহাস, প্রাকৃতিক তথ্য প্রভৃতির অন্তর্ভাব, আর শুধু গল্পেতিহাস, প্রাকৃতিক তথ্য প্রভৃতি—এই দুইটা এক জিনিষ নয়। গৌতম দেবের মুখগত অগ্নি যে যে মন্ত্র দ্বারা উদ্বোধন করিতেছেন, সেই সেই মন্ত্রের ভাবার্থ অনুসন্ধান করিলে, রহস্যের সূত্র কিছু মিলিলে মিলিতে পারে।

১। Dr- O. A. Wall, M.D., etc. "Sex and Sex worship" (Phallic Worship) 1920. নামক গ্রন্থে পৃথিবীর প্রায় সকল রকমের ধর্ম্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান আলোচনা করিয়া যৌন সঙ্কেতের (Sex Symbolএর) এবং লিঙ্গপূজার, "বিশ্বজনীনতা" ও গভীরতা

তত্ত্ব রহস্য এবং সাধারণ ভূমিক অভিজ্ঞতা।

শুধু তাই নহে। কেবলমাত্র সাধারণ মানবতার (common humanity) অভিজ্ঞতা লইয়াই এ পূজার সামান্য রূপ ও বিশেষ বিশেষ রূপ—এ দুয়ের কোনটাই ঠিক বোঝা যাবে না। আধুনিক একজন “বৈজ্ঞানিক” এ পূজার সঙ্গে কোনই সজীব সংযোগ রাখেন না, এ তথ্য তাঁর কাছে objective মাত্র, subjective নয়; কাজেই তাঁর সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলি হাতে হইয়া এ রহস্যের গুহায় তিনি নিরাপদে প্রবেশ করিতে পারেন না। মিশর দেশের আইসিস কেন আইরিসের খণ্ডিত অঙ্গাবয়বগুলি খুঁজিয়া কেবল জননেন্দ্রিয়টাই পাইলেন না, আর সব পাইলেন; কাজেই সেই গরমিল অঙ্গটারই একটা প্রতীক নির্ম্মাণ করিয়া তার পূজা চালাইয়া দিলেন;—এর রহস্য উদ্‌ঘাটনের চাবিকাটি কেবল নিজ নিজ আটপৌরে অভিজ্ঞতার ঝুলি হাতড়াইয়া কোনক্রমেই পাইব না। সাধারণ অভিজ্ঞতায় ঊর্দ্ধে যাইতে যাইতে হইবে। যেটাকে আগে প্রজ্ঞা বা ইন্‌টুইসন বলিয়াছি—তারই দুয়ারে ধন্না দিয়া বলিতে হইবে—“শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্”।

কেবল যে সাধারণ “মানবতায়” কুলাইবে না এমন নয়। আমাদের এটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা দরকার যে সাধারণ মানবতা “সাধারণভাবে” প্লেটোর ভাব লোকে (world of archetypesএ) থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু অস্মিনলোকে, কোথাও তাহা সাধারণভাবে, নির্ব্বিশেষ ভাবে নাই। হটেন টট হইতে সুরু করিয়া সুসভ্য ইংরাজ ফরাসী—এরা সকলেই মানবতার সবিশেষ অভিব্যক্তি। একে যেভাবে অভিব্যক্তি হইয়াছে, অপরে ঠিক সেভাবে হয় নাই। ড্রুইডেরা যে কালে ইংরাজের পূর্ব্ব পুরুষদের পৌরহিত্য করিত,

---

দেখাইতে যত্ন করিয়াছেন। বড় বই। ৩৭৯ পৃঃ, তিনি লিখিতেছেন—“In all religions there is a worship of a Power or Powers, greater than ourselves and outside of ourselves, a power in whose grasp we are as helpless and impotent as was the nightingale in the claws of the hawk, as told in the fable by Hesiod in the Old Greek Bible. Primitive man conceived many forms or manifestations of Divine Power, and therefore polytheism, or a belief in many gods, is a peculiarity of Pagan people. In whatever form this Divine Power was conceived, it almost always took the form of the worship of a sexual power that created all nature. The burden of most religions is—“Worship the Creator.” The Creator = “Father”. ‘Among Aryans the most primitive idea was, that Uranus or Sky overlay and held

তখন হইতে সুরু করিয়া এই বৈজ্ঞানিক পৌরহিত্যের দিন পর্য্যন্ত, ইংরাজের মানবতা নানা ঘটনাপুঞ্জের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া. নানা রক্ত, নানা ভাব ও ভাষার সংমিশ্রণের ফলে বিচিত্র বেদনা ও ইচ্ছার বিকাশে, একটা বিশিষ্ট ইতর-ব্যাবৃত্ত ইতিহাস এবং জীবনাবয়ব (life institutions) রূপে ফুটিয়া রহিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার অনেক জীবজন্তুদের মতন এই জীবনের ধারা ও চেহারা একেবারে "এক ঘরে" (*Sui generis*) না হইলেও, ইহার নিজস্বতার ছাপ সকল অঙ্গেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মে (প্রাণি জগতে যে নিয়মের কাজ দেখিতে পাই) এরূপ না হইয়া যায় না। মানুষের ভিতর ভাব (thought) আছে বলিয়াই, মানুষ "এক ঘেয়ে" হয় নাই, হইতে চায় নাই। মানুষের আত্মা (অবশ্য প্রত্যগাত্মা নহে, ভূতাত্মা বা লিঙ্গ শরীর) সংস্কারে

সাধারণ মানবতার
অসাধারণ বিকাশ
বৈচিত্র।

Gayea or Earth in one uuending sexual embrace, from which resulted the creation of all things ; so thought the Greeks and Romans." (P. 380) Uranus=বরুণ ; Gaea—গৌ বা পৃথিবী। ঋগ্‌বেদাদিতে দ্যৌঃ=পিতা, পৃথিবী=মাতা ; সকল দেবতাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণি বর্গের জনক জননী এঁরা দুজনে। ঋ· স·, ১ম। ১৮৫ সূক্তের দেবতা দ্যাবা পৃথিবী। সূক্তটি সুন্দর এবং রহস্যগর্ভ। এ দুয়ের তত্ত্ব যে কেহই তলাইয়া বুঝিতে সমর্থ নয়, তা ঐ সূক্তের প্রথমা ঋকেই ফুটিয়া উঠিয়াছে—'কতরা পূর্ব্বা কতরাপরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কো বি বেদ। বিশ্বং ত্মনা বিভূতো যদ্ধ নাম বিবর্ত্তেতে অহনী চক্রিয়েব ॥" "Which of there two (Heaven and Earth), is prior, which posterior ; how were they engendered ; (declare), sages, who knows this ? verily, you uphold the universe of itself, and the days (and nights) revolve as if they had wheels.—Wilson, তার পরের ঋকে, এ দুই তত্ত্বকে অবিচলে এবং অপদী (স্বয়ং পাদরহিতে) বলা হইয়াছে। পঞ্চমী ঋকে রহস্য আরও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে—এঁরা "যুবতী', "স্বসারা", "জামী" (পরস্পরং স্বস্থভূতে জামী বন্ধুভূতে—প্রজাপতেঃ সকাশাৎ সহোৎপন্নত্বাৎ পরস্পরং জামিত্বম্—ঋ· স' ১০।১৯০ ইত্যাদি প্রমাণে) ·১০ এবং ১১ ঋকে স্পষ্টতঃই পিতা ও মাতা। ল্যাটিনদের Bona, Dea—Earth, Mother. আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতিতে এই আদি পিতামাতাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। তবে একটা কথা—কেবল স্থূল অর্থ লইয়া বুঝিলেই চলিবে না। দ্যৌঃ বা বরুণ—ঐ পরিদৃশ্যমান আকাশ (visible firmament) যেটি তা পরলোক, শিশির বর্ষা ও বায়ুরূপে এই পৃথিবীকে "সসত্ত্বা" করিতেছে—কেবল, এইটুকু বলিলেই তত্ত্বের নিদান দেওয়া হইল না। চারিদিকের আকাশ—যেখানে জ্যোতিষ্কপুঞ্জ তাপালোক বিকীর্ণ করিতেছে, বায়ু বহিতেছে, মেঘবৃষ্টি হইতেছে—সেটা যে Creative Principle এর active (বা male) প্রতিরূপ, এবং পৃথিবী যে passive ও ধারিকা শক্তির প্রতিরূপ—এ কথা পরিষ্কার। কিন্তু ইন্দ্র বৃষরূপে বর্ষণ করেন, পৃথ্বী গো রূপে তা ধারণ করেন (ঈজপ্টেও তাই—"Because Isis was the wife of Osiris, of whom the Apis bull was an incarnation, Isis

ও ভাবে, বাসনায় ও বেদনায়, লক্ষ্যে ও প্রযত্নে বিবিধ ও বিচিত্র হইয়াছে। দেশে দেশে ও যুগে যুগে। প্রত্যেক জাতি (নেশন অর্থে শব্দটির প্রয়োগ করিতেছি না) আপন নিজস্ব কর্ম্মাম্নায় ও ভাবাম্নায় লইয়া একটা একটা গাছের মতই বাড়িতেছে ; বাড়িয়া শেষকালে মরিয়া গিয়াছেও অনেক জাতি। যারা বাঁচিয়া আছে, তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা "আম্নায়" আছে। ইংরাজের জন্ম বিবাহ মৃত্যু প্রভৃতির "সংস্কার" হইতে আরম্ভ করিয়া খানা খাওয়া, সাজ পোষাক করা, চলাফেরা এ সকলেরই মধ্যে ইংরাজী প্রকৃতি প্রায় মৌরশী পাট্টা লইয়া বাস করিতেছেন। তাড়ান সহজ নয়। এ সকল আম্নায়ের ভেতর"খুটিনাটি" বিস্তর খুটিনাটি লইয়াই এরা বাঁচিয়া আছে। এ সকল আচারের খুঁটিনাটির মধ্যে কতকগুলা এক সময়ে হয়ত সার্থক ছিল, এখন নিরর্থক হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তবুও বাতিল হইয়া যায় নাই।[১] কতকগুলির সার্থকতা কিছু থাকিলেও তাদের প্রতি আমাদের পরিচয়-দৃষ্টি ফুটিয়া নাই ; সেগুলি শুধু লোকাচার (custom) ভাবেই আমরা মানিয়া যাইতেছি। আবার অনেকগুলির সার্থকতা ও গূঢ়োদ্দেশ্য ইংরাজেতর বিদেশীর চক্ষে ধরা না পড়িলেও, ইংরাজ স্বয়ং তাদের দরকার ও কদর ভাল মতেই জানেন। তিনি কৃতী, তিনি অনুষ্ঠাতা, তিনি ফলভাগী,—তিনি জানিবেন না ত' জানিবে কে ?

---

was often represented in sculpture as a cow, or a Goddess with a cow's head, but she was not worshipped in the from of a living cow. The cow in Egyptain art, was also a symbol for the "sky" or "dawn", for which symbol she was represented with her belly painted blue and dotted with stars."—Sex worship p. 432. "Or the Spirit of god brooded over the waters and generated the earth etc."—the ancient Jews. বেদাদিতে ইনি আপঃ, অপ্সু—তাসু বীজমবাক্ষিপৎ। এ সকল গভীর সৃষ্টিরহস্য।

[১] Mannhardt, Frazer প্রমুখ আধুনিক নরতত্ত্ববিদেরা অতীত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানগুলির বহু "জের" বর্ত্তমান সভ্য সমাজেরই অনেক ভাবকর্ম্মের ভিতরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। Celtic Myth and Legend'এর লেখক (Charles Square) তৃতীয় পরিচ্ছেদে (Who were the ancient Britons ?) and চতুর্থ পরিচ্ছেদে বৃটিশ দ্বীপের স্মরণাতীত কালের একটা চিত্র আঁকিয়া দেখাইতেছেন। আদিম অধিবাসীরা (Iberian, Mediterranean, Berber ইত্যাদি নামে নৃতত্ত্ববিদেরা ডাকিয়াছেন) খুব সম্ভবতঃ আফ্রিকা মহাদেশের কোন অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল, এবং তাদের ভাষা "Hamitic" শ্রেণীভুক্ত ছিল। এই আদিম জাতি ভূমধ্যসাগরের চতুঃপার্শ্বে এবং ইউরোপের অপর নানা জায়গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং স্থানে স্থানে সবিশেষ সভ্যও হইয়াছিল (অধ্যাপক Sergi—"The Mediterranean Race" নামক গ্রন্থখানি এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)। গ্রীকেরা গ্রীসে আসিয়া এই আদিমজাতিকে "Pelasgoi", লাটি–

কর্ম্মাম্নায় কেবল আলাদা নয়, প্রত্যেকটি বহু বিশিষ্ট আচার অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে।

ইংরাজের বেলায় যেমন, চীনা, মিশরী, কাফ্রি, ইহুদী, হিন্দুদের বেলাতেও তেমনি। কর্ম্মাম্নায় আলাদা আলাদা সকল জায়গাতেই আছে। বড় একটা বট গাছের গুঁড়িটা, আর গোটা দুচ্চার ডাল পালা থাকিলেই হয়ত গাছের "কাজ" আটকাইত না; কিন্তু স্বাভাবিক ব্যবস্থায় দেখিতে পাই, অসংখ্য ডালপালা ফেঙড়ায় গাছটা যেমন নিজেকে দশদিকে সর্ব্বতোভাবে ছড়াইয়াও কোন মতে তৃপ্তি পাইতেছে না। প্রকৃতির এই বিকাশ বৈচিত্র্য একেবারে নিরর্থক বাহুল্য নয়। মাটির ভিতরে ও চারিধারে নিজেকে সমন্তাৎ বিস্তারিত যতটা করিতে পারিবে, ততই গাছের তার "অন্ন" আহরণের পক্ষে, সুবিধা ও সফলতা। মানুষের আচার আচরণগুলিই ঠিক এই ভাবেই নানান্ "খুঁটিনাটির" ভিতর দিয়া নিজেকে নিজেদের অভীষ্টের কাছে, "অন্নের" কাছে আগাইয়া ও পৌছাইয়া দিতেছে। মানুষের জীবন হোমে তাই এমন ধারা অঙ্গ-বৈভব; মানুষের ইষ্ট-পূজায় সেই জন্যই এত ষোড়শোপচার। চীন, মিশর, হিন্দুস্থান সকল দেশেই কর্ম্মাম্নায় তাই এত বৈচিত্র্যে, এত বাহুল্যে, এত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সম্পদে বাড়িয়া উঠিয়াছিল বা উঠিয়াছে। যেগুলাকে বাহির হইতে "খুটিনাটি" ভাবি, সেইগুলা লইয়া এরা বাঁচিয়া আছে। গাছের ডালপালার ফেঙড়াগুলো শুখাইতে আরম্ভ করিলে, "গাছের জঞ্জালগুলো গেল" ভাবিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। ইংরাজের

নেরা ইতালিতে আসিয়া "Etruscans", এবং হিব্রুরা প্যালেষ্টাইনে "Hittites" রূপে এদিকে দেখিয়াছিল, এবং এদের সংঘর্ষে আসিয়াছিল। চলতি মতে ভারতেও আর্য্যেরা প্রথম আসিয়া কেবল অসভ্য বর্ব্বরদের পাল্লাতেই পড়েন নাই; সুসভ্য জাতির সংঘর্ষে আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, বৃটিশ দ্বীপে পরে আর্য্যভাষাভাষী ("আর্য্যজাতি" অন্য অর্থে ব্যবহার করিতে হালের পণ্ডিতেরা অনেকেই নারাজ) কেল্টেরা আসিয়া উপস্থিত হয়। আদিমেরা এবং এই আগন্তুকেরা পরে নানারকমে মিলিয়া মিশিয়া যায়। "As a matter of fact, there are no European nations—perhaps no people at all except a few remote savage tribes—which are not made up of the most diverse elements. Aryan and non-Aryan long ago blended inextricably to form by their fusion new peoples." "But, just as the Aryan speech influenced the new languages, and the Aryan customs the new civilizations, so we can still discern in the religions of the Aryan-speaking nations similar ideas and expressions pointing to an original source of mythological conceptions. Hence, whether we investigate the mythology of the Hindus, the Greeks, the Tetons, or the Celts, we find

"খুটিনাটি"গুলো যে দিন যাবে, সে দিন ইংরাজ মরিবে বা মরিতে বসিবে। খুটিনাটি, কাজের ও ভাবের মধ্যে, আমাদের সকলেরই আছে। অপরেরগুলি আমি বুঝি না ও স্বীকার করিয়া লই না বলিয়া, সেইগুলিই আমার দৃষ্টিতে খুটিনাটি, এমন কি, অনাবশ্যক জঞ্জাল; নিজের দিকে যথেষ্ট খেয়াল রাখিলে দেখিতাম, আমারও অনুষ্ঠানগুলির ভিতর ও বাহির খুটিনাটিতেই ভরিয়া রহিয়াছে,—অবশ্য, অন্য রকমের। একজন দ্বিজ ভোজনে বসিয়া অন্ন ও জল ছিটাইয়া গণ্ডূষ আচমনাদি করিয়া যে "প্রাণ হোম" করেন, তাহা একজন ইংরাজ বাহির হইতে দাঁড়াইয়া দেখিয়া, "তুক্‌তাক্" ভাবিয়া হয়ত হাসিবেন। কিন্তু তাঁর মনে রাখা উচিত—তিনিও ডিনার টেবলে সিয়া, ক্ষুন্নিবৃত্তির নৈসর্গিক ব্যাপারটাকে যে এক খুটিনাটির বৈচিত্র্যে "সমৃদ্ধ" করিয়া তোলেন, সে সমৃদ্ধি তাঁর সংস্কারে ও অনুভবে যতই না কেন রমণীর ও হৃদ্য হউক, ইতরের চক্ষে তা সর্ব্বতোভাবে সেরূপ নয়। ইতর যে অনুকূল সংস্কার ও সমান অনুভূতির চোখে দেখিতেছেন না; মাত্র চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতেছেন অথবা হয়ত বিরুদ্ধ সংস্কারের চক্ষে দেখিতেছেন। কাজেই তাঁর চোখে

---

the same mythological groundwork. In each, we see the powers of nature personified, and endowed with human form and attributes, though bearing with few exceptions, different names...Like other nations, too, whether Aryan or non-Aryan, the Celts had, besides their mythology, a religion. It is not enough to tell tales of shadowy gods; they must be made visible by sculpture housed in groves or temples, served with ritual, and propitiated with sacrifices, if one is to hope for their favours. Every cult must have its priests living by the altar.', Celtic Myth and Legend, pp. 32·33. তার পর গ্রন্থকার বৃটনদের প্রত্ন-পুরোহিত ড্রুইডদের (সংস্কৃত দ্রুম যে ধাতুতে) ধর্ম্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদির চিত্র দিয়াছেন। আদিম বৃটনদের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য অনেক জাতির বিশ্বাস ও আচারের যথেষ্ট মিল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—"we can discern it as an agricultural rather than a pastoral people, still in the Stone Age, dwelling in totemistic tribes on hills whose summits it fortified elaborately, and whose slopes it cultivated on what is called the "terrace system" and having a primitive culture which ethnologists think to have much resembled that of the present hill-tribes of Southern India." *Ibid.* p. 20, Gomme, 'The village Community" গ্রন্থের ৪র্থ পরিচ্ছেদে একথার প্রমাণ দিয়াছেন। ভূতত্ত্বের প্রমাণে জানা যায় বর্ত্তমান আর্য্যাবর্ত্তের ভূয়িষ্ঠ-ভূভাগ এককালে সাগর ছিল; বিন্ধ্যগিরি অত্যুচ্চ ছিল (এমন কি, তুষারকিরীটী ছিল); দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগ ছিল। কাজেই, মূল একজাতি বা তুল্য জাতিদের আফ্রিকার আদিম বাসস্থান হইতে দাক্ষিণাত্যে ও বৃটিশ দ্বীপে ছড়াইয়া পড়া অসম্ভব নয় (বৃটিশ দ্বীপও বরাবর "দ্বীপ" ছিল না)। সাধারণ মতে, অবশ্য এ সব ঘটনা মানুষের জন্মের আগেকার। এ কথার আলোচনা আমরা অন্যত্র করিব।

সাহেবী খানা খাওয়ার অনেক অনুষ্ঠানই বাজে গোলেরই সামিল। পরস্পরকে না বুঝিয়া, অস্বীকার করিয়া, অথবা অঙ্গীকার করিতে না পারিয়া, আমরা পরস্পরের "খরচায়" একচোট হাসিয়া লইতেছি। বলা বাহুল্য, এ হাসিতে বোঝাপড়ার কাজ মোটেই এগোবে না।

কর্ম্মাম্নায় বুঝিবার উপযুক্ত ধী।

আপ্তের ধী।

কর্ম্মাম্নায়ের খুটিনাটিগুলোকে তাই আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার চালুনিতে চালিয়া ঝাড়তিপড়তির সামিল করিলে চলিবে না। যাঁর সে আম্নায়, তিনিই তাকে বুঝিবার প্রকৃত ও মুখ্য অধিকারী। বিশেষ, যদি সে আম্নায় তাঁর ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে কতকটা সজীব হইয়া বিদ্যমান থাকে। অপরের আম্নায় ও সংস্কার আলাদা বলিয়া, তাঁর পক্ষে আমার আম্নায় ঠিক ভাবে বুঝিয়া উঠা, একান্ত অসম্ভব না হইলেও, খুবই শক্ত। লোহা গলিয়া, ঢালাই না হওয়া পর্য্যন্ত, কোনও মডেলে বা ছাঁচে বেশ যাইতে পারে, এবং গিয়া, (বেদান্তের তৈজস

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কেল্টিক বা অপরাপর "আর্য্য"শাখার বিশ্বাস ও আচারগুলিও তাদের নিজেদের উদ্‌ভাবিত নয়। সেগুলির গোড়া আরও পুরাতন বিশ্বাস ও আচার সমূহের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। পণ্ডিতেরা তা করিয়াছেন। অনেক আদিম ধারণা ও আচরণ পরে অবশ্য রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে—মার্জ্জিত, সংস্কৃত হইয়াছে; কিন্তু খুব সভ্যসমাজেও এমন কতকগুলি ধারণা ও অনুষ্ঠানের "জের" (বিশেষতঃ নিম্নতর স্তরগুলিতে) চলিয়া আসিতেছে, যেগুলির মর্ম্ম ও প্রয়োজন—এ দুইই আমরা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছি। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা রাশিরাশি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া কথাটা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রচলিত মতে, এ জেরগুলির অধিকাংশই আদিম মানবীয় অবস্থার (Primitive এবং Lower Cultureএর) ভিতর হইতে স্বাভাবিক নিয়মে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কতক কতক তাই হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীণেরা প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁদের বিদ্যা ও সভ্যতার মূল, বিশ্বাস ও আচারের গোড়া, বর্ব্বরতার মধ্যে না খুঁজিয়া কোনো রকমের একটা লোকোত্তর বিদ্যা ও উপদেশ (from Superhuman sources)এর ভিতরে পাইতে ইচ্ছা করিতেন। ভারতবর্ষ, মিশর, চীন, গ্রীস, ব্যাবিলন—সর্ব্বত্রই মূলটা, গোড়াটা, আরম্ভটা বর্ব্বরতা নয়, বরং তার বিপরীত; তাঁদের নিজেদের ধারণা বিশ্বাস ধর্ম্মকর্ম্মগুলি কোনো একটা মূল আদর্শের অল্পবিস্তর "বিকৃতি" (degeneration); সেই মূল আদর্শটাই "বেদ"—ভারতেই হউক আর ক্যাল্‌ডিয়াতেই হউক। ভারতবর্ষের সংহিতা-ব্রাহ্মণ-উপনিষৎ-পুরাণ-স্মৃতি-তন্ত্রগুলির মত অন্যদেশেরও প্রাচীন ধর্ম্মসাহিত্য এ মূল কথাটায় নিঃসন্দেহ। "আগে সবই ভাল ছিল, পরে মন্দ হইয়াছে ও হইতেছে"—পাশ্চাত্য ইভোলিউসন্ থিওরির উল্টা এই অবস্থাটি তাঁরা অবশ্য বলিতেন না; উত্থান পতনের বিচিত্র "curve" চলিয়াছে। তবে গতি যতই বিচিত্র হউক—সময় সময়, কোনো কোনো দেশে, বিদ্যার যতই সঙ্কোচ ও বিকৃতি হইয়া থাকুক না কেন—এটা তাঁদের সম্মত যে, গোড়ায় অতিমানবের ও উচ্চতর জীবের বা বিদ্যাশক্তির (সরস্বতী, Ea বা অপর যাই নাম হউক না কেন) প্রেরণা ও উপদেশ। পৃথু প্রথমে পৃথিবীতে হলচালনা করিলেন—মনু বা অথর্ব্ব-অঙ্গিরাঃ প্রথমে অরণি হইতে অগ্নিমন্থন করিলেন—এ সব primitive manএর আকস্মিক কৃষি বা অগ্নির "discovery" নয়। তার রহস্য অন্য। পাশ্চাত্য

অন্তঃকরণের মত) তদাকারাকারিত হইতে পারে। সংস্কারে শৃঙ্খলিত নয় যে ধী, তাই গলিত ধাতুর মতন নিখিলের মর্ম্মাবগাহী। এই স্বাধীন মনীষা যাঁদের, তাঁরাই আমাদের শাস্ত্রে আপ্তপদ-বাচ্য হইয়াছেন। ইঁহারাই সত্যানুসন্ধানের প্রকৃত অধিকারী এবং যথার্থ সত্যদর্শী। বিজ্ঞানে ও ইতিহাসে আমাদিগকে যথা সম্ভব এইরূপ “আপ্ত” পদবীর কাছাকাছি যাইবার চেষ্টা করিতে হয়। ইতিহাসে যে Imagination ও Sympathyর gift থাকা একান্ত আবশ্যক, সে সত্য-কল্পনা-শক্তি ও সহানুভূতি-সামর্থ্য সংস্কার-শৃঙ্খলিত বুদ্ধিতে বড় একটা দেখা যায় না। 'যদি কাহারও তাহা থাকে ত' তিনি সকল দেশ ও সকল যুগেরই কর্ম্মাম্নায় ও ভাবাম্নায়ের ভিতর কোঠায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। নতুবা ময়দানবের রচনা স্ফটিকের দেওয়ালে তাঁকে মাথা ঠুকিয়াই ফিরিতে হইবে।

স্বাধীন মনীষার অভাবে সজাতীয় মনীষা।

এরূপ স্বাধীন মনীষা জগতে খুবই বিরল।[1] অভাবে নিজের নিজের আম্নায় নিজেরা নিজেরা বুঝিয়া দেখার চেষ্টা করাই ভাল। কেননা, সে ক্ষেত্রে আমাদের সংস্কারের ছাঁচে ও পুরুষপরম্পরাগত ব্যবহারের ছাঁচে মিল রহিয়াছে। প্রথম ছাঁচটি দ্বিতীয়টার ভিতরে যাইতে পারে। আর, সে ব্যবহারটি এখন পর্য্যন্ত আমাদের ভিতরে জীবন্ত থাকিলেত কথাই নাই ; তবে, যেখানে যেখানে কাল বশে, তার সঙ্গে সংযোগটি ছিন্ন ও শিথিল হইয়া গিয়াছে,

---

পণ্ডিতেরা “primitive”কে লইয়া আরম্ভ করেন. কাজেই উন্নত যা কিছু, বড় ধারণা পিছনে রহিয়াছে এমন যা কিছু, সে সব“পরে” বিকশিত হইয়াছে। Dr. Frazer ‘Golden Bough”, ii. p.208f) বলিতেছেন—“But the personification of a period of time is too abstract an idea to be primitive”. এই রকম ধারা এক একটা “সূত্র‘‘ হাতে করিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা অতীতের এবং বর্ত্তমানে অতীতের ‘‘জোরের” ব্যাখ্যায় নামিয়া থাকেন।

[1] বেন্‌জামিন কীডের “Principles of Western Civilization” নামক উপাদেয় গ্রন্থ হইতে আমরা আগে দু'একবার উদ্ধৃত করিয়াছি। এইবার আমরা একটা খুব দরকারী কথা শুনাইব—তাতে বুঝা যাইবে, বর্ত্তমানের যুগের মনীষা অনেক সময় অতীতের বিদ্যা ও সভ্যতা বুঝিতে গিয়া “ময়দানবের দেওয়ালে” মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। Mommsen তাঁর History of Rome গ্রন্থে (tr. by W. P. Dickson), vol. I. p. 246, বলিয়াছেন খুব প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন সভ্যসমাজগুলিতে নাগরিকতার প্রতিষ্ঠানটি (institution of citizenship)—was altogether of a moral-religious nature”—ধর্ম্মনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল : অর্থাৎ, এক ধর্ম্ম এবং একরকম আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তির উপরেই রাষ্ট্রীয় “সামাজিকতা” নির্ভর করিত। যারা সে ধর্ম্ম এবং আচারের গণ্ডীর ভিতরে ছিল, তারাই একটা রাষ্ট্র বা সমাজ (State বা Polity) এর “সভ্য” (citizen) ছিল ; সে গণ্ডীর ভিতরে সভ্যের

সেখানে সেখানে শ্রদ্ধা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা ও বিদ্যাদ্বারা "সংস্কার" করিয়া নেওয়া দরকার। বর্ত্তমান "শিক্ষিত" ভারত বাসীর পক্ষে তাঁর "অতীত" কে বোঝার যে সকল অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে, সে গুলি দূর করা দরকার। খাঁটি করিয়া যোগটী স্থাপন করিতে পারিলে, আমরাই আমাদেব সনাতন আম্নায় যেমন ভাবে বুঝিব, অপরে তেমন ভাবে বুঝিতে পারিবেন না।

বৈজ্ঞানিক রীতি সহকৃত প্রজ্ঞা।

উপরন্তু, বৈদেশিক পণ্ডিত যে সকল "সুবিধার" কথা বলেন, সে সকল সুবিধা আহরণ আমরাই বা করিতে না পারিব কেন? ভারতীয় "প্রজ্ঞার" সঙ্গে আধুনিক "বৈজ্ঞানিক রীতি" অন্বিত, সূত্রিত, গ্রথিত হইলে "সোণায় সোহাগা" হইবে। প্রাচীনকে আবার সজীব ভাবে অন্তশ্চেত এর সাম্‌নে আনিয়া হাজির করা, সহজ কাজ নহে। প্রাচীন কালের অস্থি প্রভৃতি অবয়ব গুলির সঞ্চয় বৈজ্ঞানিক রীতিতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়; নানা যুগ, এমন কি নানা দেশ দেশান্তর হইতে উপকরণ গুলি আহরণ করারও অপেক্ষা আছে। উপকরণ গুলির পরস্পর তুলনা করিয়া, কোন্‌টার কোন্‌খানে স্থান, তা সাব্যস্ত করিয়া নেওয়ার দরকার আছে। বলা বাহুল্য, প্রচুর গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালি প্রয়োগের অবসর রহিয়াছে এইখানে।

তারপর, আর দুইটী কাজ আছে যেখানে গবেষণা ও বৈজ্ঞানিকতায় কুলাইবে না। প্রথমতঃ জোড়াতাড়া দিয়া যেটা গড়িলাম সেটা সত্যকার একটা সমাজ্ শরীরের জীবন্ত ইতিহাস হইল কিনা, ইহা দেখিতে হইবে। প্রাণি বিদ্যাবিৎ প্রাণি-শরীরের অবয়ব গুলির সাপেক্ষত্ব (Relativity) সম্বন্ধে এমন একটা স্পষ্ট সংস্কার নিজের মনে জন্মাইয়া লন যে, অনেক সময় কোনও অজ্ঞাত ভূস্তর-প্রোথিত জীবের দেহের দু একখানা হাড় দেখিয়াই

অধিকার অনেক সময় এত পুরামাত্রায় ভোগ করিত (যেমন, প্রাচীন গ্রীক ও রোমান city-statesএ), যে তার তুলনা বর্ত্তমান রাষ্ট্রেও মেলা শক্ত। পক্ষান্তরে, সে ধর্ম্ম ও আচারকলাপের (moralsএর) বাহিরে যারা তারা (গ্রীকরা যাদের নির্ব্বিশেষে "barbarians" বলিত), সে রাষ্ট্রাবয়বে পূর্ণাধিকারপ্রাপ্ত স্থান কখনই পাইত না—পাইবার আশাও করিত না। এখন অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের তুলনা করিয়া বেন্‌জমিন্ কিড্ এবং অপর কোনো কোনো লেখক (T. H. Greenএর "The Prolegomena to Ethics" গ্রন্থের শেষ অংশগুলি, এবং Edward Cairdএর "Evolution of Religion" নামক গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য) দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মানবজাতির ধর্ম্মবোধ (religious consciousness) সসীম ও মানুষের বর্ত্তমান পুরুষার্থ (interests) গুলিকে ছাড়াইয়া ক্রমেই অসীম ও বিশ্বজনীন বা সার্ব্বজনীন দৃষ্টি ও ভাবের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ধর্ম্মবোধের অভিব্যক্তিকে

অনুপাত জ্ঞান এবং সংবাদিনী কল্পনা।

তিনি বলিয়া দিতে পারেন, তার দেহের হাড়ের কাঠামো বা কঙ্কাল খানা কিরূপ ছিল। হয়ত গোটা কঙ্কালটা সেখানে আদৌ হাজির নাই। একটুকরা হাড় লইয়াই বৈজ্ঞানিক গোটা শরীরের একটা মানসিক নক্সা আঁকিয়া ফেলিলেন। পরে হয়ত সত্য সত্যই একটা গোটা কঙ্কাল পাওয়া গেল, এবং তাঁর মানসী ছবি খানিকে অবিতথ বা যথার্থ করিয়া দিল। স্ফটিক বিদ্যা (Crystallography) য় বিশারদ যিনি তিনি ভাঙ্গা একটুকরা স্ফটিক হাতে পাইয়া গোটা আদর্শ (Model) টাই আঁকিয়া দিতে পারিবেন। প্রকৃতির ব্যবস্থায় অনুপাতিত্ব ও সাপেক্ষত্ব (proportion and relativity) অব্যভিচারি ভাবে রহিয়াছে বলিয়াই অবশ্য এটা তাঁর পক্ষে সম্ভবে। এই অনুপাত ও সাপেক্ষত্ব আন্দাজ করা ব্যাপারে ভূয়োদর্শনের ও অভ্যাসের মাহাত্ম্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তার চাইতে বেশীও আর একটা কিছু লাগে। সেটা অনুপাতের স্বাভাবিক বা সহজ বোধ (Sense of pr portion and fitness of things) এটা যেন একটা বিশিষ্ট বৃত্তি (faculty) র সামিল। ভূয়োদর্শনে ও নিয়ত অভ্যাসে ইহার অনুশীলন হয়, কিন্তু ইহাকে পয়দা করা যায় না। সঙ্গীতের তাল মান লয় বোধের মতন অনেকটা। এর সংস্কার মানবাত্মার ভিতরে আছে। যে পুরুষের মধ্যে ইহা খুব বেশী মাত্রায় আছে, তিনি চিন্তায় যে সকল আদর্শ গড়িয়া দেন, তারা প্রকৃতির কারখানায় সত্যকার সজীব আদর্শ বা মডেল গুলির অনুরূপই হইয়া থাকে। অর্থাৎ, এদের কল্পনা

দুইটা মূলভাব ('Category") কাজ করিয়াছে; একটা অতীতের ধর্ম্ম ও সভ্যতাগুলিতে: অপরটা বর্ত্তমান জগতের ধর্ম্মও সভাতায়। দ্বিতীয়টা ("higher category") এই—is a series of ideas and conceptions by which the individual is brought into a state of consciousness of his relation to the universal and the infinite, and through which every material interest of the present is māde to sink into a position of comparative insignificance. এইটা হইল আমাদের গ্রন্থকারের সেই Principle of Projected Efficiency—অর্থাৎ, সভ্যতার মূল্য শুধু বর্ত্তমানকে হিসাবে লইয়া করা নয়, ভবিষ্যতকে, আদর্শ (Ideal) হিসাবে লইয়া করা। পাদটীকায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন—we are so constantly and familiarly brought into contact with this characteristic in the prevailing forms of religious belief in our western world. that we are hardly conscious of one significant fact regarding it. *It is entirely new and recent in the history of religious development.* ইটালিক্স আমাদের। তারপর, অপর সূত্র (category) সাহেব এই ভাবে নির্দ্দেশ করিতেছেন:—It is that the great object of the religion is held by its adherants to be that of obtaining material advantage in the present time for those obser-

দর্শনে বিজ্ঞানে ও শিল্প-কলায় "সংবাদিনী" হইয়া থাকে "বিসংবাদিনী" হয় না। ইতিহাস লেখকের এই রকমের কল্পনা বা Reconstructive Faculty থাকা চাই। নতুবা তিনি মালমসলাই সরবরাহ করিবেন; সে গুলিকে সাজাইয়া গোছাইয়া অতীতের জীবন্ত চেহারাটাই আবার গড়িয়া হাজির করিতে পারিবেন না। অথচ সেটাই আসল কাজ এবং তাই আসল ইতিহাস।

আর একটা কাজ বাকি আছে – সাজানো কাঠামোর মধ্যে প্রাণ আনিয়া দেওয়া, তার ধমনী গুলিতে আবার তাজা রসরক্ত বহাইয়া দেওয়া। অবশ্য, কল্পনায়। প্রথম ও দ্বিতীয় কাজেব নধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। যিনি মিশর বা ব্যাবিলনের অতীত সমাজ-শরীরটাকে অক্ষত, অবিকৃত, সম্পূর্ণভাবে কল্পনায় গড়িতে পারিয়াছেন, তিনি সম্ভবতঃ প্রাণ সঞ্চারের বিদ্যাটিও জানেন। তাঁর নিজ আত্মার যে উৎস হইতে সামাজিক অনুপাত ও সাপেক্ষত্বের সহজ বোধটী আসিতেছে সেই উৎসেরই আরও একটু গভীর প্রদেশ হইতে সেই সমাজের প্রাণটী বুঝিবার মতন প্রজ্ঞারশ্মিরেখাটীও নিঃসৃত হইবে। আরও একটু তলাইয়া যাওয়া চাই, এই মাত্র বিশেষ। অঙ্গ ও অঙ্গী—সমাজ ও তার

---

ving its rites and ceremonies. It is around the material interests of the existing individuals in the present time that the whole cultus of the religion tends to centre. The characteristic and consistent feature of all the systems included in their category is, in short, that the controlling aims of the religious consciousness are in the present time.

এখন, সাহেব এটা দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, অতীতের সূত্র (Category) হইতে বর্ত্তমানের সূত্রে পরিণতি সামাজিক বিকাশের ইতিহাসটাকে দুইটা বড় পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়াছে। in the first of which we see the individual being subordinated simpiy to the existing social organisation, and in the second of which we see society itself being subordinated to a meaning which transcends the content of all its existing interests. Now when we look closely at the religious systems of the Greek and Roman worlds two facts are apparent. In the first place, it is immediately perceived that systems belong to the category in which the religious consciousness is related to ends which express themselves for the most part, in the present time. In the second place, it may be perceived on examination that the governing idea of the systems—to which all other ideas stand in subordinate relationship—is that of an exclusive religious fellowship, in which all the members of the community or of the state are joined, but in which outsiders cannot participate without sacrilege. *This is the central idea in all the religious systems of the ancient world.* It is from it that the conception of exclusive citizenship—the fundamental fact of the Greek

প্রজ্ঞার দেবী তথ্যের ভূমি স্পর্শ করিয়াও একটুখানি ঊর্দ্ধে।

Idea, Elan vital, সদর ও মফঃস্বল—বাইরের দিক্ ভিতরের দিক্। এই ভিতরের দিক্‌টা, "vital impetus"টা বুঝিবার জন্য প্রজ্ঞার বেদীতে একটুখানি সমাহিত ভাবে ধ্যানে বসিতে হয়। চারিধারের গবেষণা-লব্ধ ও বৈজ্ঞানিক রীতিতে সজ্জিত তথ্য উপকরণের ভূমিতেই এই বেদী দাঁড়াইয়া আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাদের একটুখানি ঊর্দ্ধে; ইহার "ভূমি" (plane) একটুখানি যেন অতীন্দ্রিয় – transcendental. মিশর, চীন, ভারতবর্ষের আগেকার প্রতিমাখানি নিখুৎ ভাবে গড়িয়া তাতে প্রাণ দিতে পারিয়াছে কোন্ কারিগর? যিনি পারেন তিনিই যথার্থ ঐতিহাসিক। তথ্যগুলি তাঁর কাছে মৃত নহে, অতীত তাঁর দৃষ্টিতে শবভাণ্ডার মাত্র (coffin) নহে। ম্যাক্‌ডোনাল ও কিথ সাহেব Vedic Index লিখিয়াছেন; খুব খাটিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই; জিনিষটাও খুব দরকারী। ম্যাক্স মূলার প্রভৃতি বেদের অনুবাদ করিয়াছেন; টীকা টিপ্পনী কাটিয়াছেন; যাস্ক সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি দেশী বেদ ব্যাখ্যাতাদের ভুল ধরিয়াছেন। আজকাল ব্রহ্মবর্চ্চঃ আমাদের ভিতরে এতই নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে যে, মূল ধরিয়া থাকার সামর্থ্য আমাদের নাই; কাজেই আমাদের "পণ্ডা" আজকাল বেদ মহীরুহের মূলগ্রাহিণী না হইতে পারিয়া পল্লবগ্রাহিণী হইয়াছে। অনুবাদের ও ইন্‌ডেক্সের সাহায্যে স্বচ্ছন্দে শাখায়

---

and Roman civilizations—proceeds. It is the ruling idea to which, in the last resort, all the life and institutions of the social systems of the ancient world were related. Almost the first point which occupies attention is the fact that the fundamental conceptions underlying the institution of citizenship in the ancient civilization were not, as may readily be imagined, in any way peculiar to the early Greek and Latin communities. They were conceptions associated with an organisation of society which was common at the time to a vast number of similar communities spread over wide territories in Europe and Asia. They were conceptions which had doubtless persisted for an immense period of time." বর্ত্তমান সুসভ্য জাতিরা যে সমস্ত অতীত জাতিদের উত্তরাধিকারী বা "মানসপুত্র", তাদের সকলের ইতিহাসেই ঐ সংকীর্ণ সূত্রটিই নিয়ামকরূপে কাজ করিয়াছিল।—pp. 158—161. আর অধিক উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। লক্ষ্য করার কথা এই তিনটি—প্রথম, এই শ্রেণীর পণ্ডিতদের ধারণায় অতীত জগতের সভ্যতা = গ্রীকো-রোমান সভ্যতা, অথবা, গ্রীকো-রোমান সভ্যতাই অতীত সভ্যতার আদর্শ (standard), যেটিকে পরখ করিয়া আমাদের অতীতকে বুঝিতে হইবে; দ্বিতীয়, সেই অতীত সভ্যতাঃ "Pagan", এবং সেটা অন্যদিক্ দিয়া যতই সুন্দর হউক না কেন, সেটা অধ্যাপক, এবং

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

শাখায় বিচরণ করিতেছি। এ বিশেষাভিজ্ঞতার (specialization) দিনে নাকি অনেক বিষয়ে নিজে পাকশাকের যোগাড় না করিয়া, বিদ্যার হোটেলে রেস্তোরাঁতে গিয়া প্রয়োজন মত খাইয়া আসাই ভাল।

পুরাতত্ত্বের নিখুঁৎ কাঠামো তৈয়ারি করা, এবং তৈয়ারি করিয়া তাহাতে প্রাণ সংযোগ করা (অর্থাৎ ভাবে ও ভঙ্গীতে সেটা ঠিক যা ছিল, সেই ভাবে তাকে কল্পনায় আবার ফিরাইয়া আনা)—এইটাই হইল ইতিহাসের কারিগরী। মিশরে ফ্যারাওদের আমোল যেন সত্য সত্যই চলিয়াছে—নীল নদের বক্ষ বহিয়া এবং উভয় তট বাহিয়া প্রাচীন মিশরের সত্যকার জীবন স্রোতটাই যেন অবিচ্ছেদে, অবিরাম গতিতে চলিয়াছে ; বর্ত্তমান যুগের পুরাবিৎকে প্রজ্ঞার বেদীতে শান্তভাবে বসিয়া, সেই জীবন্ত, বাস্তব অতীতের সত্যকার প্রাণ স্পন্দনের মাঝখানে ফিরিয়া যাইতে হইবে ; সেখানে ধ্যানে চলিয়া গিয়া ফিঙ্কস্ বা পিরামিডের চূড়ায় তাঁকে বসিতে হইবে। সেখানে বসিয়া আপনাকে "দুই" করিয়া ফেলিতে হইবে। একজন হইবেন ভোক্তা "আমি", আর একজন হইবেন সাক্ষী "আমি"। মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সেই অব্যয়-বৃক্ষ-শাখাবলম্বী "সুপর্ণা" সখা-পাখী দুইটির মত হইতে হইবে ; একটা পাখী কটুতিক্ত মধুর কষায় ফলগুলি চাকিতেছেন, অপরটি না খাইয়া শুধুই দেখিতেছেন—"অভিচাকশীতি"। পুরাবিৎ তাঁর একটা "আমি" দিয়া নীলোপত্যকায় নিয়ত চঞ্চল নিয়তোদ্বেলিত সত্যকার প্রাণ ধারায় ঝাঁপ দিয়া পড়িবেন ; প্রাচীন মিশরীর লিঙ্গ-শরীর পরিগ্রহ করিয়া, তাহারই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, তাহারই ভাবে অনুভাবিত, তাহারই কর্ম্ম-প্রচেষ্টার অনুরুদ্ধ হইতে হইবে তাঁহাকে। একেই বলে সত্যকার জীবন্ত সমবেদনা।

মানবের আধ্যাত্মিক বিকাশের একটা নীচুকার ধাপ ; তৃতীয়, ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান, বিধিব্যবস্থা (practical application এবং actual institutions), গুলি আর ধর্ম্মের যেটি "প্রাণ" ("Spirit"), যেটি মূল প্রেরণা (basic inspiration), যেগুলি মূলসূত্র, সেগুলি যে কোন যুগেই এবং কোনো দেশেই ঠিক মিলিয়া যায় না—যেটা উচিত ("ought"), এবং যেটা সম্ভবপর ("possible")—এ দুয়ের মাঝখানে যে একটা "থানা" চিরদিনই রহিয়াছে এবং থাকিবে—এটা একরকম স্বতঃসিদ্ধের মতন হইলেও, এশ্রেণীর লেখকেরা কার্য্যতঃ ভুলিয়া যান। অনেক প্রাচীন ধর্ম্মেই বিধিনিষেধের গণ্ডীগুলি—ধর্ম্মের মিত্র এবং শত্রু নির্ব্বাচনের সূত্রগুলি—খুবই শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল সন্দেহ নাই ; ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন—ধর্ম্মের লক্ষ্য অসীম, ভূমার দিকে—এটা মূলে রাখিয়াও, কোনো দেশ কাল পাত্রসমষ্টির ধর্ম্মবিশেষ অপর দেশকালপাত্রব্যূহের ধর্ম্মবিশেষ হইতে কার্য্যতঃ (in actual practice and evolution) আলাদা ; এবং সজীব ও স্বাভাবিক থাকিতে হইলে, আলাদাই থাকা উচিত ; সুতরাং তার সঙ্গে সঙ্গে, ধর্ম্মের ও সমাজের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির একটা স্বাতন্ত্র্য ও বিশুদ্ধি রক্ষার ব্যবস্থাও থাকা উচিত—এই ব্যাবহারিক

জীবন্ত ইতিহাস ও জীবন্ত সহানুভূতি।

আগে যোগীরা পরকায় প্রবেশ করিয়া, এমন কি কায়ব্যূহ ধারণ করিয়া, সেই সেই ভোগায়তনের ভোগ্যগুলির আস্বাদ করিয়া লইতেন। কথিত আছে, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যকেও, উভয় ভারতীর সঙ্গে বিচারে, স্বীয় আশ্রমাচার বহির্ভূত কোনও কোনও বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য, কিছুকালের জন্য পরমহংস পরিব্রাজক কলেবর ত্যাগ করিয়া বিষয়ী রাজার ভোগ কলেবরে প্রবেশ করিয়া অভীষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। পুরাবিৎকেও জীবন্ত ইতিহাস লিখিতে গিয়া তাহাই করিতে হয়। তাঁকে অতীত কায়ায় প্রবেশ করিতে হয়। সে কায়ায় প্রবেশ করিলে, যোগসূত্রের "প্রকৃত্যাপূরাৎ" নিয়মে, তাঁর ভিতরে সেই কায়ারই উপযোগী সংস্কারগুলি ফুটিয়া উঠে। তাঁর নিজের, অর্থাৎ ব্যবহারিক বর্ত্তমান কায়ার, সংস্কারগুলি আড়ালে গিয়া দাঁড়ায়। ইংরাজ এই ভাবে প্রাচীন মিশরীর কায়ায় প্রবেশ করিলে, কিছুকালের মতন, মিশরীয় সংস্কার দ্বারা উপহিত, আক্রান্ত হইবেন। তাঁর ইংরাজী প্রকৃতিটি সরিয়া দাঁড়াইবে। এরূপ না করিতে পারিলে তাঁর পুরাবিদ্যায় সিদ্ধি হইবে না। ইংরাজী সংস্কারাদি (জ্ঞাত সারে বা অজ্ঞাতসারে) সঙ্গে লইয়া সুদূর অতীতের মিশরীকে কিছুতেই বুঝা যাইবে না। মিশরীর মতন চলিতে বসিতে, খাইতে সাজিতে, হাসিতে কাঁদিতে হইবে তাঁহাকে।

সূত্রটার প্রয়োগ অতীত যুগ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম সজীব এবং জীবনের সর্ব্বাবয়বস্পর্শী ছিল বলিয়াই ধর্ম্মের পরমার্থের সঙ্গে একটা ব্যাবহারিক অর্থও সম্মিলিত হইয়াছিল ; প্রাণিবিকাশে কোনো একটা "টাইপ" বা "স্পিসিজের" অভ্যুদয়ে ও রক্ষায় "Principle of Isolation" (যাতে টাইপের স্বাতন্ত্র্য ও অসঙ্কীর্ণত্ব সুরক্ষিত হইতে পারে) এর কিয়ৎ পরিমাণে অনুসরণ যেমন ধারা স্বাভাবিক এবং আবশ্যক, কোনো দেশকালপাত্রব্যূহের ধর্ম্মের বেলাও সেই রকমের একটা "ক্ষেমধর্ম্মের" অনুসরণ হওয়া স্বাভাবিক এবং আবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্ম—সত্যকার জীবনের সবখানাই যদি হয়, তবে তার যেমন একটা সার্ব্বজনীনতার দিক্ ও পরমার্থের দিক্ আছে, তেমনি আবার তার একটা বৈশিষ্টের দিক্ ও ব্যাবহারিক অর্থের দিকও আছে ; এবং শেষের দিকটা প্রথমটার অনুগত (subordinate) হইলেও, কার্য্যতঃ, কম প্রয়োজনীয় নহে। গ্রীসে, রোমে, এবং অপরাপর দেশে "exclusive fellowship in religion" মানে যে ঠিক কি তা এই সূত্রটি মনে না রাখিলে আমরা কিছুতেই ধরিতে পারিব না। মহম্মদীয় ধর্ম্ম একহিসাবে খুবই উদার ধর্ম্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ধর্ম্মেও "বিধর্ম্মী" হইতে আপন ধর্ম্মকে বাচাইয়া চলার ব্যবস্থা আছে। গীতার সেই প্রসিদ্ধ শ্লোক—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ", এবং "সঙ্করের" প্রতিবিধানে যত্ন, এই সূত্র ধরিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। গীতায় ধর্ম্মের যে "স্বরূপ", যে "প্রকৃতি" ও পরমার্থ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তার চাইতে বড় একটা কিছু মানুষ কল্পনা করিতে পারে কি? গীতা সর্ব্বোপনিষৎসার ; এবং গীতার উদারতা দেখিয়া অনেক পণ্ডিত তাকে খৃষ্টান "গস্পেলের" প্রভাবান্বিত মনে করিয়া গিয়াছেন। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্মকে সামান্য ও বিশেষ

এ পরকায়-প্রবেশ বিভূতি অর্জ্জন করা ছেলে খেলা নয়। সাধ করিলেই যে কেহ পুরাবিৎ হইতে পারেন না। খাটিলে, যত্ন করিলে, "তথ্য" সংগ্রহ করা, তথ্যগুলিতে লেবেল লাগাইয়া ক্যাটালগ বা ইন্‌ডেক্স তৈয়ারি করা—এ রকমের কাজ অনেকেই করিতে পারিবেন; কিন্তু প্রকৃত পুরাবিৎ হইতে হইলে স্বভাবতই কতকটা আধ্যাত্মিক-বিভূতি-সম্পন্ন হওয়া চাই, আর শ্রদ্ধা শুশ্রূষা লইয়া পুরাদেবীর অর্চ্চনাও যথাবিধি করা চাই। এ অর্চ্চনা মানে পুরাযুগের নিগূঢ়প্রদেশে (Spiritএ) প্রবেশ করার জন্য অভ্যাসযোগ। শক্তিও চাই অভ্যাস অনুশীলনও চাই।

ইতিহাসে ভোগী আমি ও সাক্ষী আমি।

একটা "আমি" উচ্ছল প্রাণ ধারায় ত ঝাপ দিয়া পড়িল; সেই প্রাণের উর্ম্মিরাশির ঘাত প্রতিঘাতে সে ক্ষুব্ধ চঞ্চল হইয়া পড়িল। ইনি ভোগী "আমি"। আর একটা "আমি" কিন্তু "ফিঙ্কস্" মূর্ত্তির মস্তকে বসিয়া সাক্ষীর মতন সব কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া যাইতেই থাকিল। বরাবর দেখিয়া যাবার একজন কেহ জাগিয়া বসিয়া না থাকিলে, পুরাকালকে ভোগের মধ্যে, সুখ দুঃখ বিচিত্র বেদনার মাঝখানে, হয়ত টানিয়া আনা যাইতে পারে, কিন্তু "এটা এই" - এইভাবে সেটাকে অন্তশ্চক্ষুর সাম্‌নে, বায়স্কোপের চিত্র পটের মতন, ভাজ খুলিয়া টাঙ্গাইয়া

দুইভাবেই দেখান হইয়াছে; সকল গণ্ডীর অতীত, সকল বিধিনিষেধের অতীত, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানকে পরমার্থরূপে রাখিয়া, সমাজের জনসঙ্ঘের অবস্থা ও অধিকার বিবেচনা করিয়া, ব্যবহার ধর্ম্ম—নানা রকমের আচার এবং বিধিনিষেধের ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতির কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে সম্পর্কটি আধুনিক সমালোচকেরা অনেকেই ঠিক করিতে পারেন না। "Religious Consciousness" অতীত যুগ খাটো ছিল বলিলে সত্যকেই খাটো করা হয়—উপনিষদের, গীতার, এমন কি স্মৃতি-তন্ত্র-পুরাণেও, ধর্ম্ম আসলে খাটো ত' নয়ই—বরং এত উদার যে, বর্ত্তমান জড়বাদপ্রপীড়িত চিন্তারযুগে তার একটা কল্পনা করাই শক্ত। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" —একটা তৃণ বা ধূলিও আত্মা সচ্চিদানন্দলীলা-বিগ্রহ—সকল ভেদ ও গণ্ডীর মূলে অবিদ্যা বা অজ্ঞান—এ ধারণার চাইতে বড় ধারণা আর কি হইতে পারে? তবে সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের একটা সাধনও অবশ্য ছিল ও আছে। সাধনে ধর্ম্ম দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ নয়; সাধনে "স্বধর্ম্ম" ও "পরধর্ম্ম" আছে; সুতরাং, পরধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম্মের রক্ষা ও ক্ষেমের ব্যবস্থা ও চেষ্টাও আছে। ধর্ম্ম সজীব এবং ধর্ম্ম জীবন বলিয়াই আছে। গ্রীসে ও রোমে ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন পরমার্থরূপটী নানা কারণে কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; রোমের "genius" (প্রতিভা) প্রধানতঃ রাষ্ট্রকে ও ব্যবহারবিদ্যাকে ফোটাইয়া তোলার দিকে এবং গ্রীসের প্রতিভা রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানতঃ চারুশিল্প ও সাহিত্যকে ফোটাইয়া তোলার দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছিল। তার ফলও হইয়াছিল, সুন্দর। ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি কয়েকটি দেশে, ধর্ম্মের পরমার্থে দৃষ্টি রাখিয়া, অবস্থা-বৈচিত্র্য ও অধিকার-বৈচিত্র্যের মাঝখান দিয়া একটা বিচিত্র, বিশাল ধর্ম্মসাধন গড়িয়া তোলার দিকে দেশাত্মা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

রাখা যায় না। বেদনার ধর্ম্মই এই যে, সে দৃষ্টিকে তার বাইরে কিছুতে যাইতে দেয় না; নিজের সত্তাতেই সেটাকে সমাপ্ত করিয়া রাখিতে চায়। দৃষ্টি এদিক্ ওদিক্ যাইলে, এপাশ ওপাশ হইতে, উপর হইতে বেদনাটিকে দেখিলে, বেদনা যেন "মরমে মরিয়া" যাইতে চায়। ইহাই পশ্চিমের মনস্তত্ত্বের প্রসিদ্ধ Paradox of Hedonism বেদনার অনুভূতি যত গাঢ় ও নিবিড় হইবে, ততই সে চিৎসত্তাকে নিজের মধ্যেই ধরিয়া রাখিবে, ছড়াইয়া পড়িতে (distracted, dissipated হইতে) দিবে না। সেইজন্য ভোগী "আমি" যে অনুভূতিগুলা পায়, সেগুলি জমাট অথচ টুক্‌রা টুক্‌রা। সেই অনুভূতিগুলির ধারাটিকে সমগ্রভাবে পাবার জন্য, আর একজনের দরকার। সেই আর একজন সাক্ষী "আমি"। বলা বাহুল্য, সাক্ষী "আমি"ই পুরাতত্ত্বে "সূত্রাত্মা"; - ভোগী "আমি" যে সব জমাট, খণ্ড খণ্ড অনুভূতিগুলি পাইলেন, ইনি সেইগুলিকে সূত্রিত করিলেন। মহাকালীর গলদেশে ও কটিতটে যে মুণ্ডাস্থির মালা দেখিতে পাই, তাত্ত্বিকেরা বলেন, সেটা বর্ণময়ী মাতৃকার

ঝুঁকিয়াছিল। কাজেই গ্রীস ও রোমের নজিরে রায় লিখিলে চলিবে না। আর, গ্রীস ও রোমের বেলাতেও ধর্ম্মের মাত্র একদেশ (ব্যবহারের দিক্)—দর্শী হইয়াই ঐ রায় লেখা হইতেছে। "With the widest outlook over human affairs, Plato proposes to establish the midpoint of religious legislation in Delphic oracle at Apollo's shrine : He is the god who sits in the centre, on the navel of the earth (ঋগ্‌বেদের ভাষায়, "ভুবনস্য নাভিঃ"), and he is the interpreter of religion to all mankind. It is the note of universalism ; had not Jeremiah proclaimed two centuries before on behalf of Yahweh at Jerusalem ; My house shall be called a house of prayer for all nations ?"—Carpenter's Comparative Religion, p, 183.'Iranian thought was markedly idealist—*Ibid*, p. 192 ; পক্ষান্তরে, উনবিংশ শতাব্দীর কোনো পণ্ডিত প্রবর (1861 অব্দে) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদিকায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—The Bible is none other than the voice of him that sitteth upon the throne. Every book of it, every chapter of it, every verse of it, every word of it, every syllable of it (where are we to stop ?) every letter of it, is the direct utterance of the Most High...faultless, unerring, supreme."—*Ibid*, p. 194. তাহা হইলে, যাদের শ্রুতি বা আগম আলাদা, তাদের ঠাঁই কোথায় ? A learned Oxford scholar of the last generation could speak of the three chief false religions , Brahmanism, Buddhism and Mohammedanism —*Ibid.* 24. পক্ষান্তরে, হিন্দুর বেদে ও তন্ত্রে ও পুরাণে সকল ধর্ম্মকে সত্য, সকল পথকেই সত্য মনে করার উপদেশের অভাব নাই; তন্ত্র এক স্থলে বলিয়াছেন—সকল দর্শনই আমার (শিবের) অঙ্গ; যিনি দর্শনগুলিকে, প্রস্থানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করেন, তিনি আমার অঙ্গচ্ছেদ করেন। এ সম্বন্ধে প্রমাণ আমরা স্থানান্তরে দিব। "In the presence of *kwan yin* (the chinese form of অবলোকিতেশ্বর)...we would humble ourselves and

মালা, ইত্যাদি। কিন্তু তাহা যে আবার জগদুদয়স্থিতিসংহার-লীলা-সংগৃহীত বিশ্বঘটনা প্রপঞ্চের মালা, এটা ভুলিলেও চলিবে না। প্রপঞ্চ জন্মিতেছে; জন্মিয়া কাটাকাটি মারামারি করিতেছে (কাল-শক্তির সঙ্গে এই অবিশ্রান্ত লড়াইটাই স্থিতি বা জীবন); পরিণামে, মরিয়া যাইতেছে। কাল শক্তির খড়্গে যাদের ধ্বংস হইল, তাদের রক্তলাঞ্ছিত অবয়বগুলি গাঁথিয়া মালার মতন কে যেন কাল-শক্তির গলায় ও কোমরে পরাইয়া দিতেছেন। কালে সে সকল গ্রথিত, সূত্রিত হইয়া রহিতে বাধ্য যে; আমরা তাদের ছড়ানো দেখিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের ছড়াইয়া থাকার যো নাই; সত্য সত্যই তারা ত ছড়াইয়া নাইও। যারা কাটা পড়িল, তারা যেন কোন নিয়তির বশেই, মালার মধ্যে গিয়া যথাস্থানে গাঁথিয়া যাইতেছে। মালাকর কাহাকেও ত দেখি না। ভাল ওস্তাদকে যেমন রাগ রাগিনীর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া গাহিতে হয়, আলাপ করিতে হয়, তেমনি প্রকৃত পুরাবিৎকে ঐ মহাকালী মূর্ত্তিরই ধ্যান করিয়া পুরাতত্ত্বের উদ্বোধন করিতে হয়। তিনি মহাকালের শ্মশানে গিয়া দেখিবেন - অতীতের কপাল অস্থি চারিধারে বিকীর্ণ, অগণিত চিতা তখনও জ্বলিতেছে; তিনি উদ্যম সহকারে কপালাদি সংগ্রহ করিবেন; তারপর সেগুলিকে যত্নপূর্ব্বক গাঁথিবেন; তারপর মহাকালীর কলা কাষ্ঠাদি রূপে পরিনামী, এবং পরিণামদায়ী, অঙ্গেই সে মাল্য অর্পণ করিয়া চরিতার্থ হইবেন। সাক্ষী "আমি" কে এই মালাকর সাজিতে হয়।

ইতিহাসের স্থূল স্থূল ঘটনাগুলিকে অবিচ্ছেদে, একতানভাবে বুঝিবার নিমিত্ত যদি "মালাকরের" প্রয়োজন থাকে, তবে সূক্ষ্ম, মানুষের ভিতরকার ভাব

---

repent of our sins ..*for the sake of all sentient creatures in whatever capacity they be* would that all obstacles may be removed, we confess our sins and repent." *Ibid*,p. 154. "In the long story of Indian religion many notes are struck in the wide range of human want, of divine grace, and abiding faith" *Ibid.*, p. 155. কেবল শাস্ত্রের তত্ত্বচিন্তাভূমিতেই সার্ব্বজনীনতা প্রভৃতি ফুটিয়া ছিল, এমন নয়; ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সেটাকে যথাসম্ভব ফুটাইয়া রাখিতে যত্ন হইয়াছিল। সার্ব্বজনীনতাই সাধারণ নিয়ম, যেখানে বিধিনিষেধের সঙ্কোচ, সেখানে সেই সাধারণ নিয়মের অবস্থা ও অধিকার অনুসারে, ব্যতিক্রম (exception) হইয়াছে। এইটা মনে রাখা দরকার। যে ধর্ম্মসৌধের মূল ভিত্তি চতুর্ব্বর্গ সাধনে (মোক্ষের অবিরোধে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থ ও কাম) দেবঋণ, ঋষিঋণ এবং পিতৃঋণ - এই ঋণত্রয় পরিশোধের চেষ্টায়, পঞ্চ নিত্য যজ্ঞে (যার ভিতর দিয়া সকাম—self-regarding—কর্ম্মের ক্রমশঃ শোধন হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মে—self-less, other-regarding, এবং চিত্তশুদ্ধিতে পরিণতি), চারিটি আশ্রম এবং যে সৌধের চূড়া হইল সর্ব্বভূতে সচ্চিদানন্দঘন আত্মার দর্শন (ঋ° স°, ১।১৬৪।৪৬ ইন্দ্রং মিত্রং

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

বিশ্বাস এবং তাদের কর্ম্মচেষ্টার তরঙ্গায়িত ধারাটি বুঝিবার নিমিত্ত আরও
নিপুণ মালাকরের প্রয়োজন যে হইবে, তা বলাই বাহুল্য। প্রথমতঃ, স্থূল ও
সূক্ষ্ম দুই-ই একটা সত্যকার জীবন্ত ঘটনাধারার দুইটা দিক্; প্রজাপতি
আমাদের "ভিতর" ও "বাহির" দুই বন্দোবস্ত করিয়াছেন বলিয়া দুইটা
দিক—নতুবা, তারা মিলিয়া এক, অখণ্ড, জীবন্ত (concrete) তথ্য;
দুইটা দিকের মাঝে সাপেক্ষত্ব নিয়ত ও নিবিড়ভাবে রহিয়াছে; ইতিহাসের
'ভাব' বাদ দিয়া 'রূপ' বোঝা যায় না, পক্ষান্তরে 'রূপ' বাদ দিয়াও 'ভাব' বোঝা
যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সূক্ষ্মের দিকটা সূক্ষ্ম বলিয়া, তার 'বীজ', তার 'অঙ্কুর', তার
'প্ররোহ'ও সূক্ষ্ম। স্থূলের দিকে একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে পূর্ব্ববর্ত্তী বা
সমসাময়িক আর পাঁচটা স্থূল ঘটনা দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে—
অবশ্য বাহিরের দিক দিয়া, আংশিক ভাবে। ইউরোপীয় মহাসমর বাহিরের

সে সৌধে যদ সাধারণ বিধিনিষেধ-
বরুণ অগ্নিরাহঃ ইত্যাদি) সুতরাং, নিখিলভূতে দয়া ও প্রেম—
গুলি স্থান পাইয়া থাকে ত' এই জন্যই পাইয়াছে, যে, মানুষকে নানান্ কার্পণ্যের ও ত্রুটির
ভিতর দিয়াই ক্রমশঃ বড়র দিকে যাইতে হয়; কাজেই সকলের চাইতে বড়কে লক্ষ্যের মত
সামনে ধরিয়া রাখিলেও, সে পদবীতে আরোহণের নিমিত্ত একেবারে শিশুর ভূমি হইতে সুরু
করিয়া ক্রমোন্নত সোপানশ্রেণী গাঁথিয়া তোলার আবশ্যকতা রহিয়াছে। স্মৃতি (যথা, কাত্যায়ন-
সংহিতা, দ্বাদশ খণ্ড) ও তন্ত্রে (যথা, মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৯ম ও ১০ম উল্লাসে) তর্পণাদি নিত্যানুষ্ঠান
গুলির মর্ম্মরহস্য এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে সে সকলের মধ্য দিয়া কর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা
এবং ব্রহ্মময়তা আমরা সহজেই ধরিতে পারি। একটা নমুনা মাত্র দিলাম। ফলকথা, গণ্ডী-
গুলিকে হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম্মের স্বাভাবিক ও প্রধান অবয়ব (feature) মনে করা সেই ময়দানবের
তৈয়ারি দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসা। হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি পরীক্ষার অবসর পরে আসিবে।
প্রাচীনধর্ম্ম গুলিতে "সার্ব্বজনীনতা" সুর যে কেমন ধারা মূল সুর, তা দেখাইবার জন্য
"Comparative Religion" গ্রন্থ হইতে আরও কয়েক ছত্র সবিস্তারে নিম্নে উদ্ধৃত
করিতেছি :—"from another point of view the divine purpose of deliverance
must be conceived upon an equally world wide scale. One type of Indian
Buddhism looked to Avalokeçvara (Chinese Kwanyin, Japanese Kwannon)
who made the famous vow not to enter into final peace until all beings—
even the worst of demons in the lowest hell—should know the saving truth
and be converted. And in the Far East rises the figure of the Buddha of
Infinite Light ('অমিতাভ", জাপানে "অমিভ"), who is also the Buddha of
Infinite Life ("অমিতায়ূঃ"), whose grace will avail for universal redemption.
[Christian theologianদের grace সম্বন্ধে দ্বিবিধ মত—*opus* (work) এবং *donum* (gift)
বল্লভাচার্য্য প্রভৃতির "পুষ্টিমার্গ"; দাক্ষিণাত্য শ্রীসম্প্রদায়ে বড় কলই এবং টেঙ্কলই মত; ইত্যাদি
এক্ষেত্রে তুলনীয়] The motive of creation falls away. The world is the scene
of the moral forces set in motion under mysterious power of the Deed
(কর্ম্ম) No praise rises to Amida for the wonders of the universe or the bless-
ings of life. But to no other may worship be offered. Here is a montheism

দিক দিয়া এই ভাবে গোটাকতক মোটা মোটা ঘটনার দ্বারা অনেকে বুঝিতে চেষ্টা করেন—সার্ভিয়ায়, অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ড যাদের অন্যতম। কিন্তু, সূক্ষ্মের বেলা, একটী ভিতরকার ভাব (যেমন, ভারতে বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটা মানসিক বিদ্রোহ) কার্য্যকারণ সম্পর্কে বুঝিতে হইলে, বাহিরের তাৎকালিক বা তার আগেকার অবস্থাপুঞ্জের দিকে তাকাইতে ত' হয়ই। তা ছাড়া সেই মানসিক বিদ্রোহের বীজ আগে জনমানসে ছিল কি না, যদি থাকে ত' কি ভাবে তার অঙ্কুরাদি হইয়াছিল—তা বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হয়। বলা বাহুল্য, জনমানসে একটা স্পষ্ট বিদ্রোহের ভাব ভিতরকার জিনিষ হইলেও, সহজে ধরা যায়; কিন্তু তার অস্পষ্ট,অসম্পূর্ণ 'বীজ''অঙ্কুর''প্ররোহ'রূপগুলি – ভাবেতিহাসে তার নিগূঢ় প্রাক্তন অবস্থাগুলি—নিপুণ, স্থিতধী সাক্ষী ছাড়া অপরে সহজে ধরিতে পারেন না।

---

where love reigns supreme and it is content to trust that Infinite mercy will achieve its end."—p.132.জগতের প্রাচীন বড় বড় ধর্ম্মে এই বড় সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতে মনীষীদের মানসগর্ত্তে যে ধর্ম্মবোধি ভ্রূণরূপে এখনও রহিয়াছেন, তাঁর সার্ব্বজনীনতায় আস্থা স্থাপন অনায়াসে করা যাইতে পারে; কিন্তু কার্য্যতঃ ব্যবহার ক্ষেত্রে, পশ্চিমের আভিজাত্য (exclusiveness) ধনগৌরব, ক্ষাত্রশক্তিগৌরব, এমন কি বর্ণগৌরব (of colour bar)এর নাগপাশে বদ্ধই হইয়া রহিয়াছে। গত কুরুক্ষেত্র যে নাগপাশ শিথিল করিয়া দেয় নাই। সার্ব্বজনীনতা এখন পর্য্যন্তও কল্পনা এবং ক্বচিৎ বেদনার রাজ্যে দেখা দিয়াছে। Holy Roman Empireএর সার্ব্বজনীন সাম্রাজ্য হবার সাধের মতন, বর্ত্তমান সভ্যতার সার্ব্বজনীন সভ্যতা হবার সাধ হইয়াছে। অন্য সভ্যতা গ্রাস করিয়া অথবা তাদের সঙ্গে সমন্বয় করিয়া, তা ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইতিহাস ও পুরাণ

শেষের যে কাজ, সেটার জন্য ধ্যানের আরও একটু উন্নত ভূমিতে অধিরোহণ করার দরকার আছে। কালকেও কলন করেন যিনি সেই মহাকালীর কলেবরে মাল্য পরাইবার ভার যাঁর উপর তিনি শুধু পুরাবিৎ নহেন। এইখানে ইতিহাস গিয়া পুরাণে পৌঁছিল। এ ভূমিতে আসিয়া দেশবিশেষ ও যুগবিশেষের ইতিহাসটিকে আরও ব্যাপক, আরও মহান্ করিয়া দেখিতে হইবে। এখানে স্মরণ করিতে হইবে যে, কোন দেশেই বিশ্বের মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই ; কোন যুগই মহাকালের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মাঝখানে নিজেকে ইতরসম্পর্ক-শূন্য ভাবে আলাদা করিয়া রাখে নাই। জড় জগতে শক্তি-পুঞ্জের পরস্পর-সাপেক্ষতার (Relativity) প্রমাণ পাইয়া বৈজ্ঞানিক তাঁর তাপ, আলোক তাড়িত প্রভৃতি শক্তিদের জন্য আর আলাদা আলাদা কুঠুরী রাখেন না ; তিনি বুঝিয়াছেন যে, একই মৌলিক শক্তি (ঈথার-এনার্জি বলা হউক আর ইলেক্‌ট্রিসিটিই বলা হউক অথবা টাইম-স্পেস কন্‌টিনুয়ামই বলা হউক) "অন্তর্বহি লেলায়তে" ॥১ সর্ব্বত্র বিরাট্ ও বিচিত্রভাবে ইহার স্পন্দন। আলোক ও তাড়িতে ব্যবহারিক ভেদ বই আর কিছু নয়। শ্বেতাশ্বতর

---

১ ; "লেলায়তে" বলার সার্থকতা আছে। এদেশে দার্শনিকেরা (প্রস্থান ভেদে) চিৎ ও অচিৎ (জড়) লইয়া যতই বিচার করিয়া থাকুন না কেন, চরম প্রস্থানে উপনিষৎ বা বেদান্তে বিশ্বশক্তিকে (বিজ্ঞান সেটাকে Universal Energy বলিতেছেন) ইনি "প্রাণ" ; কখনও সাঙ্কেতিক ভাষায় "আদিত্য"। মৈত্র্যুপনিষৎ, ৬ষ্ঠ খণ্ডে, প্রাণ ও আদিত্যের সম্বন্ধ এবং দুয়ের ব্রহ্মত্ব সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন—"এষ হ খল্বাত্মেশানঃ শম্ভুর্ভবোরুদ্রঃ প্রজাপতির্ব্বিশ্বসৃগ হিরণ্যগর্ভঃ সত্যং প্রাণোহংসঃ শাস্তাবিষ্ণুর্নারায়ণোঽর্কঃ সবিতা ধাতা বিধাতা সম্রাড়িন্দ্র ইন্দুরিতি।" ঋগ্‌বেদ এবং কাঠকোপনিষদের প্রসিদ্ধ হংসবতী ঋক্ প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য। এখন এই প্রাণ "জড়" নয় ; কাজেই "জড়" বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে যে ভাবে বাধ্য সেভাবে বাধ্য নয়। "লেলায়তে" বলিয়া শ্রুতি বিশ্বশক্তির লীলাময়ত্ব (essential freedom) কীর্ত্তন করিতেছেন। বিজ্ঞান যতদিন "Conservation of Mass and Energy"র স্বতঃসিদ্ধির খুঁটি ধরিয়া বসিয়াছিল, ততদিন শক্তির খেলাকে "লেলায়তে" বলিলে দোষ হইত ; কিন্তু বর্ত্তমানে atom প্রভৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের ধারণা বদ্‌লাইয়া যাওয়াতে এবং এটমের ভিতরে অপরিমিত শক্তির পরিচয় পাওয়াতে, বিজ্ঞানের ঐ মামুলি স্বতঃসিদ্ধ টলিয়াছে। এখন বৈজ্ঞানিক "Energia+potentia=constant"

"হংসো লেলায়তে বহিঃ" বলিয়া যে হংসের বিশ্বভুবনে অবাধ গতির কথা বলিতেছেন, সে হংস আদিত্যরূপী; বিশ্বময় ওতপ্রোত চৈতন্যের যে—তেজোময়ী বিভূতি তাই আদিত্য; আমরা যাকে সূর্য্য বলি, ইনি সেই তেজোমূর্ত্তির স্পষ্টতম প্রতীক ও বিকাশ। ১ এই আদিত্য "অদিতির" অপত্য বলিয়া আদিত্য। আর অদিতি কে? যে সত্তার কোন ছেদ বা খণ্ড নাই, সেই সত্তাই অদিতি; অথবা, বৃহদারণ্যকের ব্যুৎপত্তি অনুসারে, যে বস্তু এই নিখিল ভুবনকে অন্নরূপে 'অদন" করিতেছেন, তিনিই অদিতি। ২ আদিত্য ও প্রাণ অভিন্ন বস্তু। মৈত্র্যুপনিষৎ বাইরের আদিত্যকে "বহিঃ প্রাণ" এবং প্রাণীর শরীর-সঞ্চারি প্রাণকে "অন্তঃপ্রাণ" বলিতেছেন। অতএব ঋষিদের ভাষায় আমরা পাইলাম, হংস = আদিত্য = প্রাণ = নিখিলের মধ্যে ওতপ্রোত ও স্পন্দিত মহাশক্তি। আমাদের দেহে স্থূলতঃ শ্বাসপ্রশ্বাস রূপে এই প্রাণ স্পন্দিত হইতেছেন; এই 'অজপামন্ত্র" হইতেছে "হংস"। বৈজ্ঞানিক জড়ের মধ্যে যে মূলশক্তিটিকে আজ চিনিয়াছেন, তিনি আমাদের সেই প্রাচীন "হংস" বই আর কেউ নন। ঋগ্‌বেদের হংসবতী ঋক্‌কে এবং

ইতিহাস রূপী প্রাণ বা হংসের বিরাট্ রূপ।

বলিয়া কোনো রকমে "মুখরক্ষা" করিয়া যাইতেছেন বটে, কিন্তু হিসাব আয় "হালে পাণি" পাইতেছে না। Universal Energy is incalculable এবং, আমাদের সাধারণ ব্যবহারে এনার্জির হ্রাস বৃদ্ধি না দেখিলেও, সত্যকার হ্রাসবৃদ্ধি আছে কিনা, তা কে জোর করিয়া বলিতে পারে? আমরা দ্যাবা-পৃথিবীর কথা আগে বলিয়াছি। দুয়ে অদিতির সন্ততি। বিশ্বশক্তির দিক্ দিয়া অদিতি=অখণ্ডিত শক্তিপিণ্ড=undivided Energy-whole=আদিত্য=প্রাণ (উপনিষদের); দ্যাবা পৃথিবী সেই অখণ্ডিত শক্তি সামগ্রীর দ্বৈতভাব (polarized condition), যাতে করিয়া সৃষ্টি হইয়া থাকে (লেখকের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত "বেদ ও বিজ্ঞান" নামে বক্তৃতাগুলি দ্রষ্টব্য; সার জন্ উড্‌রফের সঙ্গে সহযোগে লিখিত "Matter as Power" ("The World as Power" Series: Ganesh & Co., Madras) গ্রন্থ এবং "Mahāmāya" নামক গ্রন্থ দুখানিও দ্রষ্টব্য।

১। মৈত্র্যুপনিষৎ (৬ষ্ঠ খণ্ডে) বলিতেছেন—এষা বৈ প্রজাপতে বিশ্বভৃত্তনুঃ। এতস্মাদিদং সর্ব্বমন্তর্হিতং অস্মিংশ্চ সর্ব্বস্মিন্নেষাহন্তর্হিতেতি।" আদিত্যরূপা প্রজাপতির বিশ্বভৃৎতনু—যাতে এ নিখিল জগৎ অন্তর্হিত এবং নিখিল জগতে যাহা অন্তর্হিত—সেটি উপাসনা করা উচিত, শ্রুতি বলিতেছেন। পুনশ্চ—"ঊর্দ্ধমূল ত্রিপাদ্‌ব্রহ্ম শাখা আকাশ বায়্বগ্ন্যুদক ভূম্যাদয় একোঽশ্বত্থনামৈতদ্ ব্রহ্মৈতস্যৈতত্তেজো যদসা আদিত্যঃ"—এই অশ্বত্থ বৃক্ষস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের, উপাদান কি, শাখা কি—এ সকল দেখাইয়া শ্রুতি বলিতেছেন—ঐ যে আদিত্য, উনিই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মের তেজঃ বা সার। আবার—"অর্ব্বাগ্বিচরত এতৌ প্রাণাদিত্যৌ".—প্রাণও আদিত্য অন্তর্বহিঃ "পরস্পর সন্নিকট ভাবে" বিচরণ করিতেছেন। "পরস্পর নিকট" ("অর্ব্বাক্") বলিতে অভেদই বুঝিতে হইবে—"অথদ্বৌ বা এতা অস্য পন্থানা অন্তর্বহিশ্চাহরাত্রণেতৌ ব্যাবর্ত্তেতে। অসৌবা আদিত্যো বহিরাত্মান্তরাত্মা প্রাণোঽতো বহিরাত্মক্যা গত্যাঽন্তরাত্মনোঽনুমীয়তে গতিরিত্যেবংহ্যাহ।"—এ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

কাঠকের প্রসিদ্ধ মন্ত্রে এবং অন্যত্রও এই শাশ্বত, কারণার্ণববিহারী হংসের স্তুতি রহিয়াছে। এখন বুঝিতে হইবে যে, একটা দেশে বা একটা সমাজে এই "হংসের" যে মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি, সে মূর্ত্তি তার অংশ বই সম্পূর্ণ মূর্ত্তি নয়। হয়ত কেবল পুচ্ছটাই আমরা দেখিতেছি। সমগ্র মানব সমাজ, এমন কি, বিশ্ব চৈতন্যের বা বৈশ্বানরের সমগ্র অভিব্যক্তির সঙ্গে, সূত্রিত গ্রথিত করিয়া সেটাকে না দেখিতে পারিলে, সত্যকার দেখাই হইল না।

ইংলণ্ড দেশ চারিধারে সাগর-বেষ্টিত বলিয়া তথাকার জীবন বিকাশটি নিখিল মানব সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিতভাবে উপচীয়মান হয় নাই; ইংরাজকে জানিতে বুঝিতে হইলে পৃথিবীর অপরাপর জাতির সভ্যতার সঙ্গে তাহাকে সংযুক্ত করিয়াই বুঝিতে হইবে। ভারতবর্ষের উত্তর ধারে যেমন দুর্লঙ্ঘ্য গিরিমালা রহিয়াছে, তেমনি বাকি আর তিন ধারেও

প্রাণ=অন্তরাত্মা, আদিত্য=বহিরাত্মা। উভয়ের গতিভঙ্গি (rhythmic motion, cycle) তুল্য বলিয়া আগমবিদেরা উভয়কে অভিন্ন মনে করেন। গতি আছে বলিয়া উভয়েই "হংস"। এর পূর্ব্বমন্ত্রে আত্মাই যে নিজেকে প্রাণ ও আদিত্য—এই দুইরূপে দেখাইয়াছেন, তা বলা হইয়াছে—দ্বিধা বা এষ আত্মানং বিভজ্যয়ং যঃ প্রাণো যশ্চাসা আদিত্যঃ।" চতুর্থ খণ্ডে বালখিল্যগণের প্রশ্নোত্তরে (অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, কাল, প্রাণ, ব্রহ্ম, রুদ্র প্রভৃতি এ সকলের প্রতীকে ব্রহ্মের ধ্যান করা হয়—এ সকলের মধ্যে কোন্ পক্ষ শ্রেষ্ঠ?) প্রজাপতি বলিতেছেন—"ব্রহ্মণো বাবৈতা অগ্র্যাস্তনবঃ পরস্যামৃতস্যাশরীরস্য…ব্রহ্ম খল্বিদং বাব সর্ব্বম্॥" এ সকলই পরম, অমৃত, অশরীর ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ তনু—যে উপাসকের যে তনুতে অনুরাগ, তিনি সেই তনু আশ্রয় করিয়াই উপাসনা করিতে পারেন—ভেদদৃষ্টি, অল্পদৃষ্টি না থাকিলেই হইল। ৬ষ্ঠ খণ্ডে—"অন্নং বা অস্য সর্ব্বস্য যোনিঃ কালশ্চান্নস্য সূর্য্যো যোনিঃ কালস্য"—এইরূপে আদিত্যকে ব্রহ্মযোনি নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রুতির ভাষা অনেক স্থলে হেঁয়ালিমাখা—"রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ। তেজোমধ্যে স্থিতঃ সত্ত্বং সত্ত্বমধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ"। এই প্রাণ ও আদিত্যের তত্ত্ব আমরা "ব্রহ্মতত্ত্বে" বুঝিতে চেষ্টা করিব।

২ বৃঃ উঃ, ২অ। ২ ব্রা। ৪ এ অত্রি=অত্তি: বৃঃ উঃ, ১।২।৫—'স যদ্ যদেবাসৃজত তত্তদত্তুমধ্রিয়ত, সর্ব্বং বা অত্তীতি তদদিতেরদিতিত্বম্"। এই মহাশক্তির উপাসনা সকল ধর্ম্মেরই মূল উপাদান দেখিতে পাই।

৩ "Many years ago Edward Sellon…its (Tantra's) mysteries…He compared the Shaktas with the Greek Telestica or Dynamica, the Mysteries of Dionysus 'fire born in the cave of initiation' with the Shakta Puja, the Shakti Shodhana (শোধন) with the purification shown in d'Hancarville's 'Antique Greek Vases'; and after referring to the frequent mention of this ritual in the writings of the Jews and other ancient authors, concluded that it was evident that we had still surviving in India in the Shakta worship a very ancient, if not the most ancient, form of Mysticism in the whole world. Whatever be the value to be given to any particular piece of evidence, he was right in his general conclusion. For when we throw our mind back upon the history of this worship, we see stretching away

সেইরূপ গিরিশ্রেণী মাথা তুলিয়া রহিলেও, ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্বমানবের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে (organically) সম্বদ্ধ হইয়া থাকিত।

মহা সমাজ ও মানব সমাজ।

বিশ্বমানবের মিলন-ক্ষেত্র যে শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীক্ষেত্র; সেখানে সভ্যতার হিসাবে অভিজাতই হউন, অথবা প্রতিষ্ঠাহীন নিষাদই হউন, সকলকেই বিনা বিচারে পাতা পাড়িয়া পংক্তি ভোজনে বসিতেই হইবে। এখানে অস্পৃশ্যতা নাই। প্রাচীনকালে যদি ভারতের সঙ্গে মিশর, এসিরিয়া, গ্রীসের "আদান প্রদান" চলিয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে, যাহা হইবার তাই হইয়াছে। ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলে সেই পূর্ণ "হংস"টিকে বুঝিতে হইবে। হংসের পুচ্ছ, শির, পদ আলাদা করিয়া বোঝা যায় না; বুঝিবার চেষ্টা করিলে দুর্গতি হইবে। ব্যক্তির জীবন যেমন তার সমাজের জীবনের অঙ্গ, সমাজ বিশেষের জীবনও তেমনি ধারা মহা সমাজের জীবনের অঙ্গ। এ মহা সমাজকে সভ্য সমাজ বলিলে, মানব সমাজ, এমন কি পৃথিবীর প্রাণি-সমাজ বলিলেও সম্পূর্ণ বিবৃতি দেওয়া হইল না।

বর্ত্তমানে কোনো জাতির অবস্থা যে শুধু সভ্য সমাজের অবস্থার উপরেই নির্ভর করিতেছে,এমন মনে করিলে চলিবে না। ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে ইউরোপ ও শ্বেত মার্কিণ সভ্য সমাজ; বাকি পৃথিবীটা অর্দ্ধ সভ্য ও অসভ্য। এখন এই অর্দ্ধ সভ্য ও অসভ্যদের "হিসাবের মধ্যে" ধরিয়াই সভ্য জগতের গতি নিয়মিত হইতেছে। আজ এই অসভ্যেরা ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেলে, সভ্যতার গতি

---

into the remote and fading past the figure of the Mighty Mother of Nature
most ancient among the ancients ; the Adyā Shakti; the dusk Divinity,
many-breasted crowned with towers whose veil is never lifted, Isis, Kali,
Hathor, Cybele, the Cowmother Goddess Ida, Tripurasundari, the Ionic
Mother, Tef the spouse of Shu by whom He affects the birth of all things,
Aphrodite, Astrate in whose groves Baalism were set, Babylonian Mylitta,
Buddhist Tara, the Mexican Ish, Hellenic Osia the consecrated, the free
and pure African Salambo who like Parvati roamed the Mountains, Roman
Juno, Egyptian Bast the flaming Mistress of Life, of Thought, of Love,
whose festival was celebrated with wanton joy, the Assyrian Mother Suc-
coth Benoth, Northern Freia, Mulaprakriti, Semele, Maya, Ishtar, Saitic
Neith Mother of the Gods, eternal ground of all things, Kundali, Guhya-
mahabhairavi and all the rest." (Shakti and Shakta p. 64.)'

সঙ্গে সঙ্গে অন্যরূপ হইবে; কোনো অনির্দ্দেশ্য কারণে তারা সংখ্যায় ও শক্তিকে বাড়িয়া গেলেও, গতি অন্যবিধ হইবে। কাল যদি দেখা যায় যে তুর্কি বলিয়া বা হিন্দু বলিয়া কোনো জাত নাই, তা হইলে ইংরাজ রুষ গ্রীক প্রভৃতি জাতির সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি, যেমনটা রহিয়াছে, তেমনটাই রহিয়া যাইবে না। আফ্রিকা দেশের সাহারা মরুভূমিটা আবার সাগর হইয়া গেলে, অথবা অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিমোত্তর সাগর স্থিত দ্বীপপুঞ্জ আবার ডাঙ্গা হইয়া এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইউরোপের ও এশিয়ার যেমন নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন ঘটিবে, আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে পরিবর্ত্তন তার চাইতেও গুরুতর হওয়ার সম্ভাবনা। (১) সামান্য একটু খানি সুয়েজ ক্যানাল অথবা প্যানামা ক্যানাল কাটিয়া আমরা জগতের ধন বিভাগ ও রাষ্ট্রশক্তি-বিভাগ

সমষ্টি সমাজ ও ব্যষ্টি সমাজ।

---

১ মন্তব্য—পৃথিবীর বর্ত্তমান স্থল জল সংস্থাপনটি যেমন "সনাতন" নয়, তেমনি দেশবিশেষের বা ভূভাগ বিশেষের নৈসর্গিক অবস্থা, ঋতু, আবহাওয়া প্রভৃতিও চিরদিন একভাবে থাকে নাই। আর ভূভাগের নৈসর্গিক অবস্থার (physical conditions) উপর সেখানকার অধিবাসীদের সভ্যতার 'ধরণ-ধারণ' যে কতদূর নির্ভর করে, তা বাক্‌ল হইতে আরম্ভ করিয়া সভ্যতাতত্ত্ববিদেরা ভালমতে দেখাইয়াছেন। নৈসর্গিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে, দেশের মানুষ কেবল নয়, সকল প্রাণীই সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইয়া চলিতে চেষ্টা করে—ইহাকে বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন, "Adaptation to the environment." এর ফলে, তাদের আচার ব্যবহার বদলাইয়া যায়; এমন কি, পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইলে, তাদের শরীর গঠন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকার-প্রকার, মানসিক বৃত্তিগুলির মামুলি ধারা—এ সবই বদলাইয়া যায়। উপযুক্তভাবে এ সকল যে ক্ষেত্রে বদলাইল, সে ক্ষেত্রে জাতি সেখানে টিকিয়া গেল। যারা অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বদলাইতে পারিল না, তারা নীচে পড়িয়া গেল। ডারউইন লামার্ক ওয়ালেস স্পেনসার প্রমুখ পণ্ডিতেরা জীবন ও মরণের লক্ষণই নিয়াছেন—বাহিরের সঙ্গে মিল (adaptation) এবং অমিল (failure of adaptation) এর সূত্র ধরিয়া। অবশ্য "Homo Sapiens" (বুদ্ধিজীবি-মানব) এর বেলা পারিপার্শ্বিক অবস্থাপুঞ্জকেও নিজেদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার (adapting the environment to the ends of the self or Race) চেষ্টাও হইতে থাকে। ফলকথা, দ্বিবিধভাবেই, পরিবর্ত্তন কতকটা না হইয়া যায় না। দেশের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন গুরুতর রকমের হইলে, জাতি খুব "ডানপিটে' বা দক্ষ না হইলে, তাকে দেশান্তরী হইতে হয়। ঐতিহাসিকেরা দেখাইয়াছেন যে, যে সমস্ত কারণে জাতি একদেশ ছাড়িয়া দেশান্তরী হয়, তার মধ্য দেশের ঊষর হইয়া যাওয়া, সুতরাং খাদ্যের অভাব হওয়া, অন্যতম। পণ্ডিতেরা ইহাকে "desiccation of land' (Rapson, Ancient India, p. 26) ইত্যাদি বলিয়াছেন। বেলুচিস্থান এবং সৈষ্টান অঞ্চলে মাটি খুঁড়িয়া আমরা প্রমাণ পাইয়াছি—"Monuments of past civilizations which perished because of the drying up on the land). Chinese Turkestan সম্বন্ধে Sir Aurel Stein প্রমুখ অনুসন্ধিৎসুদের গবেষণার ফলে জানিতেছি—"Archæological evidence proves that this region which is now a rainless desert...... was once the seat of a flourishing civilization ... ... these sites were aban-

(distribution of economic and political power) কতখানি বদলাইয়া ফেলিয়াছি, তা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কথাটা এই যে, একটা গাছেরই ডাল পালার মত বিশ্ব মানবের সমাজের নানান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (বিভিন্ন-জাতি) ভাবে ভাষায়, ধর্ম্মে কর্ম্মে, বেদনায় প্রচেষ্টায়, পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় ভাবে গ্রথিত ও সম্বদ্ধ ; সুতরাং, এদের কোনো একটার সমাচার খাঁটিভাবে পাইতে হইলে, আমাদের জিজ্ঞাসাকে শুধু তারই "এলেকায়" আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলে না ; মানব সমাজটাকেই গভীর ভাবে বোঝার জন্য যত্ন করিতে হয়। বিশেষ, সেই গাছের গোড়াটা। "তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি"। কোনো জাতির কোনো একটা অনুষ্ঠান (Institution) বুঝিতে গেলেই এই গোড়ায় অনুসন্ধান করিতে হয়।

মিশরে লিঙ্গ পূজার কথা বলিয়াছি। ভারতবর্ষে পুরাকালেও ইহা ছিল। ঋকবেদেও (১০।৯৯।৩) "শিশ্নদেবান্" আছে ; ১০।২১।৫ ঋকেও আছে ; মানে আলাদা মনে হয়। এখনও আছে। নারদ পঞ্চরাত্র, শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতিতে ইহার উৎপত্তি ও প্রচারের আখ্যান আছে ; ইহার নিগূঢ়

---

doned one by one at dates varying from about the first century B. C. to the ninth century A. D. *Ibid*, p. 27. Dr. Tinkler প্রভৃতি পণ্ডিতদের পরবর্ত্তী গবেষণাও চিন্তনীয়।

ভারতবর্ষের ভিতরেই রাজপুতানার মরুভূমি অঞ্চল চিরদিন মরভূমি ছিল না, এমন কি, গঙ্গা যমুনার উপত্যকা ভূমি (যেটা এখন ভারতবর্ষের "বক্ষঃস্থল") সেটা যে এক সময় সাগর ছিল তার প্রমাণ ভূতত্ত্ববিদেরা দিয়াছেন (D. N. Wadia, Geology of India, p. 254 ; etc.) আমাদের প্রাচীনশাস্ত্রেও তার "ইঙ্গিতের" অভাব নাই (নমুনাঃ—অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র দাসের "Rigvedic India এবং "Rigvedic Culture গ্রন্থদ্বয়ে বিজ্ঞানের ও শাস্ত্রের প্রমাণ কতক কতক সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে)। আগে শতপথব্রাহ্মণ হইতে বিদেঘ মাথবের ও গোতমের অগ্নি অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বাচলে গমন (সরস্বতী তীর হইতে সদানীরা তীরে ; সরস্বতী ও যমুনার অভিন্নতা সম্বন্ধে Quart. Jour. Geo. Soc. xix, p. 348, 1863 দ্রষ্টব্য) সম্বন্ধে যে ঐতিহ্য শুনাইয়াছি, তার রহস্য কেবল ঐতিহাসিক স্তরে খুঁজিলে চলিবে না বটে, কিন্তু রহস্যের একপাদ ঐতিহাসিক ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকিতেও পারে ; অনেক সময় থাকেও। সরস্বতী সাগরে গিয়া পড়িতেন (ঋ· স প্রমাণ Dr. A. C Das সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন) ; সেরূপ হইতে গেলে হয় রাজপুতানার বর্ত্তমান মরুভূমি অঞ্চলে একটা উপসাগর আগে ছিল, এমন মনে করিতে হয় ; নয়ত, অন্ততঃপক্ষে, রাজপুতানার ঐ অঞ্চল সরস ভূমি ছিল, যার ভিতর দিয়া নদী বহিয়া যাইতে পারিত—মরুর বালিতে শুকাইয়া যাইত না—এই রকম একটা মনে করিতে হয় (Wadia, "Geology of India" পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রমাণ দিয়াছেন—দ্রষ্টব্য)। বিদেঘ মাথব যেকালে সরস্বতী তীরে ছিলেন, তখন সরস্বতী "বৃহতা" নদী ছিল এবং রাজপুতানার সরস মাটির ভিতর দিয়া বহিয়া যাইত এবং আরব সাগরে পড়িত (রাজপুতানার মরুভূমি উপ- সাগর ভাবে থাকিলে, তাতেই পড়িত ; "sea transgression)। তারপরে ক্রোড়ীকৃত

উদাহরণ—ভারতেও অপর অপর দেশে লিঙ্গ পূজা।

মর্ম্মটি ধরিবার সূত্রও দেওয়া আছে। আমরা যথাস্থানে (বিশেষভাবে "ব্রহ্মতত্ত্বে") এর আলোচনা করিব। এখন কথাটা এই যে, এই লিঙ্গ পূজায় স্বরূপ বা প্রকৃতি আমরা কখনই দেশৈকদর্শী বা পল্লবগ্রাহী হইয়া বুঝিতে পারিব না। নানা দেশের ফ্যালিক্ প্রাচীন অর্ব্বাচীন, সভ্য অসভ্য, ওয়ারসিপের নজির সংগ্রহ করিয়াছেন, ধর্ম্মতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা ; (যেমন, ডাঃ ওয়াল) ; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে, গলিত শুষ্কজীর্ণ পল্লবের বেশী আর কিছুই গ্রহণ ও সংগ্রহ হয় নাই। মানবের যৌন সম্পর্কের মধ্য দিয়া জগতের সৃষ্টি বোঝার চেষ্টা করা হইয়াছে এই পূজার ভিতর দিয়া—বাহির হইতে এর বেশী বড় একটা কিছু ধরিতে পারা যায় নাই। শিবের লিঙ্গস্খলনের এবং সেই লিঙ্গের বিরাট বিশ্বে আতত হইয়া পড়ার আখ্যান (যেমন স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বর খণ্ড, কেদারখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে—বিষ্ণু আধাভাগে যে লিঙ্গের আদি খুজিয়া পাইলেন না, এবং ব্রহ্মা উর্দ্ধদিকে যার অন্ত পাইলেন না ; কারণার্ণবে ওঁকাররূপী যে জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব দেখিয়া পরস্পর বিবদমান ব্রহ্মা ও বিষ্ণু চমৎকৃত হইয়াছিলেন।) আইসিস কর্ত্তৃক আইরিসের লিঙ্গ খুঁজিয়া না পাবার গল্প ; এসব শুধু জীব-ধর্ম্ম (বায়োলজি) মূলক ভূমির উপরে দাঁড়াইয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে, গড়াইয়া মোহগর্ত্তেই আপতিত হইতে হইবে। যৌন সম্পর্ক ও সৃষ্টিরহস্য—এ দুয়েরই মিল যেখানে, গোড়া যেখানটায়, সেইখানটায় গিয়া না খুজিলে, এ লিঙ্গ পূজার অকূল পাথারে কোনই দিগ্‌দর্শন মিলিবে না। এইজন্য, বিশ্বমানবরূপ

সরস্বতী-প্রবাহ ঐ অঞ্চলে desiccation সুরু হইলে গোতমের নেতৃত্বে অধিবাসীরা ক্রমে পূর্ব্বাঞ্চলে প্রবাসী হইয়াছিলেন ; শেষকালে সদানীরা নদী ও তার পূর্ব্বভাগে এমন ভূভাগ পাইয়াছিলেন, যে ভূভাগ "শীতল" এবং যাকে অগ্নি 'দগ্ধ' করিতে পারে নাই। রাজপুতানার মরুভূমি সাগর বা সরস উর্ব্বরদেশ থাকা অবস্থায় গোতম প্রভৃতি "ঠাণ্ডা" জায়গাতেই ছিলেন ; মরুভূমি হইলে, শুধু সে দেশ নয়, সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাব, কান্যকুব্জ কোশলাদি অঞ্চলও ভাপে গরম হইয়া উঠিয়াছিল ("লু"র কথা স্মরণীয়) ; সেইটা (মরুর সন্তাপ বা "লু") সম্ভবতঃ অগ্নির দগ্ধ করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন হইতে পারে। গোতম প্রভৃতি সদানীরা অঞ্চলে আসিয়া তাঁদের "ধাতে সয়", তাঁদের পূর্ব্বাভ্যাসানুরূপ ঠাণ্ডা দেশ পাইয়াছিলেন। এই রকমের একটা দেশান্তরী হওয়ার পুরাকথা শতপথের ঐ উপাখ্যানের ভিতর লুকানো থাকা আশ্চর্য্য নয়। তবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এ অনুমান ঠিক হইলে, গোতম প্রভৃতির সরস্বতী উপত্যকা ছাড়িয়া পূর্ব্বাঞ্চলে যাত্রা খৃঃ পূঃ বহু সহস্র বৎসর পিছাইয়া যাইবে। কেননা, রাজপুতানায় মরুর বয়স নেহাৎ কম নয়। Egyptএর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে W. F. Flinders Petrie সাহেবের লেখা ; Lybia সম্বন্ধে উক্ত পণ্ডিতের ১৮৮৭ খৃঃ আবিষ্কৃত paleolith সম্বন্ধে বিবরণ দ্রষ্টব্য।

অশ্বত্থ পাদপের কোনো একটা শাখাকে বুঝিতে হইলে, সব পাদপটাকে বুঝিতে হয়; আর পাদপকে বুঝিতে হইলে, তার মূল, তার বীজটাকেই ভালমতেই বুঝিতে হয়।

কিন্তু যে মহাসমাজের কথা বলিয়াছি, তা শুধু মানবেরই সমাজ নয়। ডার্ব্বিনের থিওরি ঠিক ওভাবে সত্য হউক আর নাইই হউক, মানুষ প্রাণি-সমাজেরই একজনা। আর, আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর, পরিচিত প্রাণিসমাজ (যার আলোচনা বায়োলজি করেন) কেই নিখিল প্রাণের বিরাট মূর্ত্তি ভাবিলেও একদেশদর্শিতা দোষ ঘটিবে। সূক্ষ্ম, অপ্রত্যক্ষ প্রাণিসমাজ ত আছেই; তা ছাড়া, দেবতা-অসুর-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-প্রেত প্রভৃতির "লোক" অস্বীকার করিব কোন জোরে? মঙ্গল গ্রহটাতেই আমাদের মত জীব বসবাস করে আন্দাজ করিয়া ভাবিয়া পুলকিত হইতেছি; কিন্তু এই অগণিত-গ্রহ-তারকা-পুঞ্জময় ভূলোক ও অন্তরীক্ষ এবং তারও অতীত, সচরাচর অগোচর দ্যুলোক এই সকল চতুর্দ্দশ "লোক" বা ভুবনে, আর কোথাও কেউ নাই, শুধু দুইটা ধূলি রেণুর উপরেই গোটা কতক প্রাণী চরিয়া বেড়াইতেছে,—এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত হেতু আছে কি? বৈজ্ঞানিক উপায়ে এর বেশী যাওয়া যায় না, বলিলে

এ সকল অপেক্ষাকৃত সামান্য পরিবর্ত্তন ছাড়া, অতি গুরুতর রকমের নৈসর্গিক বিপ্লবগুলির কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। "তুষার যুগ" (Glacial Epochs ; চারিটি; তাদের "সন্ধি" তিনটি) গুলির প্রভাব মানুষের সংস্থান ও সভ্যতার ইতিহাসে সকলেই স্বীকার করেন। অত্যধিক গরম হাওয়ার দরুণ ঠাঁই ছাড়া হইতে হইয়াছে মানুষকে-যেমন ধারা, তেমনিধারা আবার অত্যন্ত "জলা" হওয়ার দরুণ, অথবা ঠাণ্ডা হওয়ার দরুণও তাকে ঠাঁইছাড়া হইতে হইয়াছে। লোকমান্য তিলক শেষ তুষার যুগে ভারতীয় আর্য্যদিগকে আর্কটিক বা মেরু অঞ্চল ছাড়িয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে আসিতে দেখিয়াছেন। ঐ প্রাকৃতিক বিপ্লবের সময় সম্বন্ধে Kroll's estimate (হিসাব) না গ্রহণ করিয়া তিনি আমেরিকান পণ্ডিতদের গণনা গ্রাহ্য করিয়াছেন। অগস্ত্য গণ্ডূষে সাগরবারি পান করিয়াছিলেন; ভগীরথ তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের উদ্ধার কামনায় গঙ্গা আনয়ন করিয়া পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধার এবং সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক সাগরও ভরিয়া দিয়াছিলেন—এ উপাখ্যানের মূলে (আধ্যাত্মিক প্রকৃতি স্তরের রহস্য ত' আছেই, তা ছাড়া, সেখানে) একটা প্রত্ন নৈসর্গিক বিপ্লবেরও ইঙ্গিত থাকিলে থাকিতে পারে (অনেক আখ্যায়িকার মূলে সে রকম ইঙ্গিত যে থাকে, তা অভিজ্ঞেরা জানেন)। হিমাচল ও বিন্ধ্যগিরি, এ দুয়ের মাঝখানে বর্ত্তমান গঙ্গোপত্যকায় এককালে সাগর ছিল, ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন (Geology of India, p. 249)। তারপর ভূগর্ভস্থিত পার্থিব অগ্নি ভূকম্প, ভূমির উচ্চতা প্রভৃতি ঘটাইয়া এবং দ্যুলোক অন্তরীক্ষের অগ্নি শুষ্ক তাপ বিকিরণ করিয়া সে সাগর শুকাইয়া ফেলে। ঋ, অ, ১ম মণ্ডল, ১৬৫ ইত্যাদি কয়েকটি সূক্তে অগস্ত্য ঋষিরূপে দেখা দিয়াছেন, এবং ইন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছেন। অগস্ত্য প্রসিদ্ধ নক্ষত্রেরও নাম। বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, ৮ম, ৯ম প্রভৃতি অধ্যায়ে জ্যোতিষতত্ত্বের অনেক প্রসঙ্গ

চলিবে না। দূরবীন, হাউই আর রেডিওগ্রাফি লইয়াই "বিজ্ঞান" নহে। যাঁরা এখনই জীবনের পরপারে চেতন সত্তাদের সাড়া পাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই Neo Spiritualist দের কি আমরা বৈজ্ঞানিকদের বৈঠক হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিব? সে যাহাই হউক, "প্রাণী" বলিতে বুঝিতে হইবে এই বিরাটের মধ্যে ওতপ্রোত, কিন্তু বিবিধ বিচিত্ররূপে বাভিব্যক্ত প্রাণটিকে—দেবতা, মানুষ, তির্য্যগ্‌যোনি—সবই সেই প্রাণের ভিতরে ক্রোড়ীভূত। ইনিই বৈশ্বানর। ইনিই হংস। ইনিই আদিত্য। ইনিই আদিত্য মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ। নর-বৈশ্বানর, নর-নারায়ণকে একত্র করিয়া বুঝিতে হইবে। যিনিই আলাদা বুঝিতে গিয়াছেন, তিনিই ডুবিয়াছেন।

বিরাট প্রাণ ও মানব; নর ও বৈশ্বানর।

চলিত কথায় "সাত কাণার হাতী দেখার" গল্প শুনিয়াছি। ছান্দোগ্যে বৈশ্বানর বিদ্যাপ্রসঙ্গে সেই আখ্যান বড়ই হৃদয়গ্রাহি ভাবে বলা হইয়াছে।

আছে। ৮ম অধ্যয়ের ৮০ শ্লোকে পিতৃযান পথের বর্ণনা আছে ("উত্তরং ষদগস্ত্যস্থ" ইত্যাদি)। ঐ অধ্যায়ের ৯৫—৯৮ শ্লোকে "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমংপদং"—বিষ্ণুর পরম পদের যে বিবরণ রহিয়াছে, তাতে মনে হয়, আধিভৌতিক দিক দিয়া দেখিলে, যে সূক্ষ্মব্যাপক সত্তায় ধ্রুবাদি নক্ষত্রপুঞ্জ, সূর্য্য ও গ্রহোপগ্রহগণ আকৃষ্ট ও বিবৃত হইয়া রহিয়াছে, সেই বিশ্বসংস্থানের আধারভূত (the basis of universal configuration) শক্তি এখানে বিষ্ণুর পরমপদ বা কূর্ম্মরূপ। এবং ১০৩—১০৭ শ্লোকে আকাশগঙ্গার (বিষ্ণুপাদোদ্ভবা) যে চমৎকার বিবরণ পাই, তাতে সন্দেহ থাকে না যে, গঙ্গা সেখানে একটা জ্যোতিষ্ক-প্রবাহ (a stream of stellar movement) এর ছবি। কিন্তু ভূতত্ত্বেও গঙ্গার স্থান অবশ্য রহিয়াছে; এবং আমাদের মনে হয়, সে তত্ত্বে, ভগীরথোপাখ্যানে, অগস্ত্য পার্থিব ও দৈব অগ্নি, যার প্রভাবে হিমাচল বিন্ধ্যগিরি ব্যবধানে শায়িত সাগর শুকাইয়া গিয়াছিল; গঙ্গা সেই desiccated landকে আবার সরস পলিমাটিতে নূতন করিয়া ভরাট করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে Gangetic valleyর elevationএর সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান বঙ্গোসাগর প্রভৃতি স্থানের সম্ভবতঃ depression (দাবিয়া যাওয়া) হইয়াছিল। গঙ্গোপত্যকার জলরাশি গড়াইয়া গিয়া সেই depression জলপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। গঙ্গা আসিয়া শুষ্ক সাগর আবার ভরিয়া দিলেন—এ কথার তাৎপর্য্য ভারতীর ভূতত্ত্বের দিক্ দিয়া সম্ভবতঃ এই ভাবেই বুঝিতে হইবে। হিমালয় বিন্ধ্যগিরির ব্যবধান ভূমি উঁচু হইয়া ডাঙ্গা হওয়ার ফলে, অন্য যায়গার (সম্ভবতঃ বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের) ভূমি দাবিয়া গিয়াছিল। স্বয়ং গিরিরাজ হিমালয়ই গণ্ডোয়ানা মহাদেশের আংশিক নিমজ্জনের ফলে প্রাচীন টেথিস সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত উঁচু ডাঙ্গা জায়গায় গঙ্গা হিমালয় হইতে নামিয়া আসিয়া তাকে বাসোপযোগী জায়গা করিয়া দিলেন; অধিকন্তু, সেই একই নৈসর্গিক বন্দোবস্তের ফলে, বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের দাবা জায়গায় সাগর গড়াইয়া গিয়া তাকে ভরিয়া দিল। অবশ্য উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের তুলনায় বর্ত্তমান বঙ্গদেশ নীচুই ছিল, এবং যেকালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ডাঙ্গা হইয়া উঠে, সে সময়ে বঙ্গদেশ ডাঙ্গা হয় নাই—সাগর কুক্ষিগতই ছিল (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে এর প্রমাণ আছে); পরে, গঙ্গাবাহিত পলিমাটি দ্বারা কতকটা,

বিশ্বনর বা সর্ব্বভূতে ইনি রহিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে বৈশ্বানর। ঔপমন্যব সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন, বুড়িল—এই কয়জন মহাশাল, মহাশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ এক সময়ে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হইয়া আরুণি উদ্দালকের নিকটে মীমাংসার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। * কিন্তু আরুণি তখন নিজেই বৈশ্বানর বিষয়ে অধীত-বিদ্য হন নাই। কাজেই সকলে মিলিয়া কৈকেয় অশ্বপতির নিকট যাইলেন। কৈকেয় পরদিন প্রভাতে ঔপমন্যবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহাকে আপনি আত্মা বলিয়া উপাসনা করেন"? তিনি উত্তর করিলেন "দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি" দ্যুলোকই আত্মা। রাজা বলিলেন—"মূর্দ্ধাত্বেষ আত্মন"—বিশ্ব-মূর্ত্তি আত্মার দ্যুলোক শীর্ষদেশ মাত্র; শুধু তাই নহে, যদি আপনি বিশ্বরূপের একটা অংশ জানিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তাহা হইলে আপনার মস্তক খসিয়া পড়িত—"মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি"। ১ পরে তিনি সত্য যজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কাহাকে বিশ্বরূপ আত্মা বলিয়া উপাসনা করেন"? সত্য যজ্ঞ বলিলেন—"আদিত্য মেব ভগবো রাজন্নিতি"—আদিত্য কে; রাজা বলিলেন—"আদিত্য বিশ্বরূপের চক্ষুঃ; আপনি কেবল এই টুকু দেখিয়াই নিরস্ত হইলে অন্ধ হইতেন"। রাজার প্রশ্নোত্তরে ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন বলিলেন—"বায়ুমেব ভগবো রাজন্নিতি," তখনও রাজাকে বলিতে হইল—"প্রাণস্ত্বেষ আত্মনঃ"—এই বায়ু আত্মার প্রাণ বায়ু; আপনি আর কিছু না

এবং অভ্যন্তরীণ কারণে ভূমির উত্থানের ফলে (যে উত্থানের ফলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ডাঙ্গা হইয়াছিল, সেই প্রক্রিয়ারই অবিচ্ছেদে চলিবার— contiuuoma of the same geodynamic process as had raised the Gangetic valley in upper India—ফলে) কতকটা ডাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল এবং মানুষের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল। উত্থান প্রক্রিয়ার "জের" যে বহুদিন পর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় গঙ্গার সাবেক মূলখাতের (বর্ত্তমান "ভাগীরথীর" স্থানে বর্ত্তমান মূল ও মুখ্য খাত পদ্মার উৎপত্তিতে। সাবেক ভাগীরথীর উপত্যকা vault হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ পদ্মা প্রবল হইয়াছিল। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে যে এই উত্থানপ্রক্রিয়ার ফলে অবনয়ন (depression) হইয়াছিল, তার একটা প্রমাণ হইতে পারে—সুন্দর বনের দক্ষিণে সমুদ্রে "অতলস্পর্শ" গঙ্গোপত্যকার অবনয়ন সম্বন্ধে "fore deep" (Edward Swess), "Rift valley" (Sir S. Burrard) প্রভৃতি থিওরি আছে। যদিও ভারত সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণায় "after the great revolution at the end of Pliocene period, the present seems to be an era of geological repose," তবুও এ "বিশ্রাম" একেবারে ঐকান্তিক হয় নাই। সুন্দরবন অঞ্চলটা উত্থান ও পতন (elevation and depression) ভাগের (zones) সন্ধিস্থলে বলিয়া, সেখানে উত্থানপতনের "পালা" (oscillation) হয়ত বেশী হইয়াছে; কতবার ও অঞ্চল দাবিয়া গিয়াছে, আবার ঠেলিয়া উঠিয়াছে। আগে ওখানটায় সমতট নামে বেশ সভ্য ও সমৃদ্ধ মুলুক ছিল। এ "সম্ভাবনা" সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা আমরা পরে বলিব।

জানিলে আপনার প্রাণ শেষ হইয়া যাইত। জন জিজ্ঞাসিত হইয়া যখন বলিলেন—“আকাশমেব ভগবো রাজন্নিতি,”—তখনও রাজাকে বুঝাইয়া দিতে হইল যে এই পরিদৃশ্যমান অন্তরীক্ষ বৈশ্বানরের “সন্দেহ”, দেহমধ্যভাগ; সুতরাং ইহার বেশী কিছু না জানিলে, দেহ বিশীর্ণ হইয়া যাইত। বুড়িল “অপএব ভগবো রাজন্নতি” বলিলে রাজা দেখাইয়া দিলেন যে, সলিলরাশি বৈশ্বানরের দেহে ‘‘বস্তি” বা মূত্রাশয়; সুতরাং অধিক না জানিলে, ‘বস্তিস্তে ব্যভেৎস্যৎ”। আরুণি পৃথিবীকেই বৈশ্বানর বলিলে, রাজা বলিলেন—পৃথিবী আত্মার প্রতিষ্ঠা বা পাদ যুগল; আপনি পাদ যুগলের অধিক না জানিলে আপনার চরণ শিথিল হইয়া পড়িত—আপনি খোঁড়া হইতেন। বস্তুতঃ, ভূমা বা পূর্ণকে ভুলিয়া অল্প ও অংশকে উপাসনা করিলে, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ কোনোটাই লাভ হয় না। রাজা তারপর ঐ অবয়ব গুলির সমাহার করিয়া বৈশ্বানরের পূরা চেহারাখানি দেখাইলেন। যিনি বৈশ্বানরের অবয়ব গুলিকে পৃথক্ ভাবিয়াই উপাসনা করেন, তাঁর ‘‘অন্ন”ও পৃথক্ – অর্থাৎ স্বল্প, কৃপণ, অন্তবৎ; কিন্তু ‘‘যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানর মুপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু

বৈশ্বানরের উপাসনা এবং অন্ন অন্তবৎ ও অনন্ত।

মন্তব্য :—ছান্দোগ্য. উ. পঞ্চম প্রপাঠকে প্রাণবিদ্যা কথিত হইয়াছে; উক্ত প্রপাঠকের ১১ হইতে ১৮ খণ্ডে উপরের ঐ উপাখ্যান শ্রুতি আমাদের শুনাইয়াছেন। বৃ. উ., ৩ অ। ৯ম ব্রাহ্মণে শাকল্য যাজ্ঞবল্ককে দেবতাদের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রশ্নোত্তরে সংখ্যা ক্রমেই কমিতে কমিতে চলিল—তেত্রিশ হইল, ছয় হইল, তিন হইল, দুই হইল, দেড় হইল, শেষকালে এক হইল—‘‘কতম একোদেব ইতি, প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে—সেই এক মুখ্য দেবতা প্রাণ। তার পরের কয়েকটি মন্ত্রে ঐ প্রাণরূপী ব্রহ্মের অষ্ট প্রকার বিভাগ বা অঙ্গ ক্রমশঃ দেখাইতেছেন—পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নিলোকো মনো জ্যোতিঃ ইত্যাদি।—‘হে শাকল্য তুমি যে পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সমস্ত আত্মার পরমাশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে আমি জানি—এই বলিয়া, যাজ্ঞবল্ক্য শারীর পুরুষ, কামময় পুরুষ, আদিত্য পুরুষ, শ্রোত্র প্রাতিশ্রুৎক পুরুষ, ছায়াময় পুরুষ, আদর্শ পুরুষ “অপ্সু” পুরুষ, পুত্রময় পুরুষ—এইরূপ ক্রমে শাকল্যকে এক প্রাণরূপী পরম পুরুষের অষ্টধা অভিব্যক্তি শুনাইলেন। প্রাণের বা ব্রহ্মের একত্ব ও ভূমত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি একটুখানিও সংশয়ের অবকাশ রাখেন নাই; আমরা ব্রহ্মতত্ত্বে সবিশেষ প্রমাণ দিব। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের ভিতরে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি (historical development) দেখিবেন। তাঁরা দেখিবেন—গোড়াকার বহুদেববাদ (polytheism) যেমন ধারা বিদ্যার স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে ছয়, তিন, দুই, দেড়, এক দেবতার বিশ্বাসে (monotheism এবং pantheism এ) পরিণতি লাভ করিয়াছে। কাজেই, যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে মানব মনের আধ্যাত্মিক পরিণতির একটা ইতিহাস শুনাইলেন। এটা ভুলিলে কোনোমতেই চলিবে যে, উপনিষৎগুলিতে তত্ত্বচিন্তার শেষের স্তরগুলিই কেবল যে দেখানো হইয়াছে এমন নয়, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু বা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সাধনায় যে সকল স্তর বা সোপানের দ্বারা চরম লক্ষ্যে অগ্রসর হন, সে স্তর বা সোপান

সর্ব্বেষ্বাত্মস্বনমত্তি”—যিনি দ্যৌঃ পৃথিবী ইত্যাদিকে বৈশ্বানরের বিরাট শরীরের মস্তক, পদ ইত্যাদিরূপে জানিয়া, সেই বিরাট পুরুষে তাদাত্ম্যবুদ্ধি করিতে পারেন (“আমি এই বিরাট পুরুষ” —এই ভাবেও ভাবিতে পারেন,) তাঁর “অন্ন” সকল লোকে, সকল ভূতে, সকল আত্মায় অপরিমিত, অসীমভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে; নিখিলের উপভোগের ভিতর দিয়াই তিনি উপভোগ করেন।

বৈশ্বানর ও নিত্য অগ্নিহোত্র ।

তারপরের মন্ত্র আমাদের সকল খণ্ড খণ্ড অনুভূতিকে সংহত সম্মিলিত করিয়া দিতেছেন। “তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষু বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্য পচন আস্যমাহবনীয়”। ভাস্বর দ্যুলোক এই বিরাট পুরুষের মস্তক; সূর্য্য তাঁর চক্ষুঃ; নানাবর্ত্মে প্রধাবিত বায়ু তাঁর প্রাণ; অন্তরীক্ষ তাঁর দেহ মধ্য; বিশাল জলরাশি তাঁর মূত্রাশয়; পৃথিবী তাঁর চরণ পীঠ। এই বৈশ্বানরকে জানিয়া নিজের দৈনিক আহার ব্যাপারটিকে অগ্নিহোত্র মনে করিতে হইবে। এই হোমে বক্ষঃস্থল বেদি; লোমরাজি কুশ; হৃদয় গার্হপত্যাগ্নি; মন অন্বাহার্য্য পচন; আর আস্য আহবনীয় অগ্নি।

মানবকে এই বৈশ্বানরের অঙ্গীভূত করিয়া দেখিতে না পারিলে, সে দেখায় মানব প্রকৃতি ও মানবেতিহাস খাঁটি করিয়া দেখা যায় না। অদৃশ্য চিৎশক্তি সমূহ (unseen spiritual powers)—দেবতাদিরূপে মানবের সঙ্গে সঙ্গে ও পিছনে রহিয়াছেন; তাহাকে প্রেরণা দিতেছেন; তার অভিব্যক্তির মুখে নূতন

গুলিও শ্রুতি আমাদের দেখাইয়া দিয়াছেন, কেননা, সেই সে সোপান বা স্তরে বা অধিকারেই যিনি রহিয়াছেন, তাঁর পক্ষে নিজের নিজের সত্য অভিজ্ঞতাই “তত্ত্ব”। তাঁর পূর্ব্ব অধিকারের তত্ত্ব অপেক্ষা বর্ত্তমান অধিকারের তত্ত্ব বেশী প্রস্ফুটিত, আবার হয়ত, উত্তর অধিকারে সে তত্ত্ব আরও বেশী ফুটিয়া উঠিবে। শেষকালে প্রাণকে ব্রহ্ম বা ভূমা ভাবে দর্শন (যার কথা ছা. উ. ৭ম প্রপাঠকে. সনৎকুমার নারদ সংবাদে আমাদের সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন)। প্রকৃতই, শ্রুতি সাধক ও সিদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত, যুঞ্জান ও যুক্ত—এ দুয়েরই শাস্ত্র হইতেছে উপনিষৎ (তন্ত্র প্রভৃতিও) কাজেই, সেখানে, তৈত্তিরীয় শ্রুতি ইত্যাদিতে যেমন, অন্নব্রহ্ম, প্রাণব্রহ্ম, মনব্রহ্ম—এই রকমের উপদেশ দেখিলে এইটাই মনে করা উচিত হইবে না যে—মানব সমাজ মোটা রকমের ধারণাগুলি হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম ও বড় রকমের ধারণার দিকে অগ্রসর হইয়াছে (এইটাই পাশ্চাত্য “ইভোলিউশন থিওরি”)—তারই পরিচয় ও ইতিহাস উপনিষদ দির ঐ সমস্ত পরস্পর আলাদা এবং, অনেক সময়, বিরুদ্ধ উপদেশগুলির ভিতর দিয়া আমরা শুনিতেছি। উপনিষৎ যে মুমুক্ষু শাস্ত্র, সাধন শাস্ত্র (Science of practical realization of the Perfect), এবং

নূতন রাস্তা খুলিয়া দিতেছেন; অতর্কিত ভাবে তার সহায় ও পথ প্রদর্শক হইতেছেন; —এরূপভাবে দেখিতে না পারিলে, মানবাতিহাসের বড় বড় ভাব ও কর্ম্মের যুগগুলি (Epochs of history) কি ভাবে প্রবর্ত্তিত হইল, তার কিনারা বোধ হয় করিতে পারিব না। কার্লাইলের মতন কেহ কেহ বীরবাদ (Theory of heroes) চালাইয়াছেন; কেহ বা কালশক্তি ("Time spirit") মানিয়াছেন; কেহ বা সরাসরি ভগবানের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু যে ভাবেই হউক, "অলৌকিক" বা অসাধারণ শক্তির কার্য্য এক ভাবে না এক ভাবে না মানিয়া,—শুধু প্রতীয়মান পারিপার্শ্বিক অবস্থাপুঞ্জের (Environment) এর সাহায্যে, ইতিহাসের বড় বড় বিকাশ অভিব্যক্তি ধারা গুলিকে কিছুতেই ভাল করিয়া বোঝা যায় না। বায়োলজিতে হিউ গো ডি ভ্রাইস এবং দর্শনে হেন্‌রি বার্গসোঁ নূতন নূতন প্রাণীর (species দের) উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মত চালাইয়াছেন, সে মতেও সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার অথবা উচ্চতর চিৎ সত্তা (higher spiritual beings) দের প্রভাব অঙ্গীকৃত না হউক, সেখানে, বিশ্বেতিহাসের প্রাণ জড়বিজ্ঞান সম্মত লোকায়ত বাদের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সে প্রাণ ডাইনামিক্‌স বা গতিবিজ্ঞানের আইন কানুনে একান্তভাবে বাধ্য নয়; অণুপরমাণুদের সংমিশ্রনের (Conglomeration এর) হিসাব লইয়া কেহই

মানবের ইতিহাস
এবং অলৌকিক
প্রেরণা।

সাধনের যে অশেষ স্তর বা অধিকার, সুতরাং, অধিকারানুসারে. অশেষ রকমের তত্ত্বদৃষ্টি ও তত্ত্বানুভূতি—এই গোড়ার কথায় খেয়াল না রাখিলে সব গোল হইয়া যাইবে। উপনিষদের উপদেশগুলিতে ইতিহাস আছে, কিন্তু সে ইতিহাস মানব সমাজের আধ্যাত্মিক শৈশব হইতে প্রবীণতায় যাওয়ারই যে ইতিহাস, এমন না হইতে পারে; বরং, একই মানুষের আধ্যাত্মিক স্ফুরণের ইতিহাস সেটি; কাজেই, একই যুগে, একই দেশে. "অন্নব্রহ্ম" ও "আনন্দব্রহ্ম" এ দুই ধাপেরই চিন্তা (১) একই মানুষে শিক্ষা সাধনার অধিকার (competency) অনুসারে থাকিতে পারে; (২) বিভিন্ন অধিকারের (spiritual competencyর) মানুষে থাকিতে পারে—যেমন, উচ্চাধিকারের গুরু এবং নিম্নাধিকারের শিষ্যে; সুতরাং, (৩) উচ্চাধিকারের মানুষ নিম্নাধিকারের মানুষকে অরুন্ধতী দর্শন ন্যায়ে "অন্নং ব্রহ্ম", "প্রাণঃ ব্রহ্ম", ইত্যাদি ক্রমে ক্রমশঃ ধাপের পর ধাপ তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। এটা, প্রাচীন ভাবে ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে একটা খুবই দরকারী কথা। আদিম মানুষ অন্ন ছাড়া অন্য মূর্ত্তিতে তত্ত্বচিন্তা করিতে পারিত না, কাজেই, তার "যুগে" প্রাণব্রহ্ম, মনোব্রহ্ম. বিজ্ঞান ব্রহ্ম ও আনন্দ ব্রহ্ম দেখা দিতে পারেন নাই; ক্রমে, বহু যুগের ব্যবধানে, বিদ্যার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে. এ সকল উচ্চ থাকের ব্রহ্ম দেখা দিয়াছেন,—এরকম মনে করার ভিত্তি আর যাই থাক না কেন, উপনিষদাদির তত্ত্বোপদেশের প্রণালিটি তার ভিত্তি নহে; অর্থাৎ, সে প্রণালী দেখিয়া, মানুষের সমাজের, মোটের উপর, ঐ রকম একটা "ক্রমবিকাশ" অনুমান করা চলিবে না। আর,

গণিয়া দিতে পারিবেন না, কেমন করিয়া প্রাণশক্তি বানরের মাথাটিকে একেবারে মানুষের মাথায় পরিণত করিয়া দিল; অথবা জগতে কেমন করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার হইল, রেডিওগ্রাফির আবিষ্কার হইল।

ইতিহাসের মূলে লীলা ও আনন্দ

আমরা অবস্থাপুঞ্জ (data) ভাল করিয়া জানি না বলিয়াই যে, প্রাণের বিকাশের ধরণটি গণিয়া বলিয়া দিতে পারি না, এমন নহে। আমরা সমস্ত অবস্থা আনুপূর্ব্বিক জানিলেও, তাহা পারিতাম না; যদি বা পারিতাম, তবে, প্রাণের আনন্দ, বেদনা ও লীলা (vital impetus) টিকেও সেই অবস্থাপুঞ্জের সামিল (one of the data) করিয়া লইয়াই পারিতাম। প্রাণ স্বাধীন, লীলাময়; ঘটনাচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়াও এই প্রাণরূপী ভগবান্ কখনই একান্তভাবে "ভূত" হন না। ঋগ্‌বেদের এবং অথর্ব্ববেদের পুরুষ সূক্তের অপূর্ব্ব ভাষায় এই দেবতা বিশ্বকে সর্ব্বোতোভাবে ব্যাপিয়া থাকিলেও, "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্"—বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন। যেখানে বিশ্বকে "স্পর্শ" করিয়া আছেন তিনি, সেখানে বিশ্বেরই সমধর্ম্মা বলিয়া প্রতীয়মান হন; মনে হয় যেন বিশ্বেরই মতন তিনি পরতন্ত্র, নিয়মিত, বাধ্য (determined)। কিন্তু স্বভাবে তিনি বাধ্য নন। এবং যেখানে বাধ্য বলিয়া ঠেকে, সেখানেও তাঁর লীলা স্বভাব, আনন্দবিগ্রহত্ব, প্রচ্ছন্ন থাকিলেও, অভিভূত,

---

প্রকৃত প্রস্তাবে, "আদিম" মানুষের ও বর্ব্বরদের তত্ত্বচিন্তার নমুনাগুলি গভীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, এমন কোনো বর্ব্বর অবস্থাই নাই, যেখানে একটা বিপুল, অনির্দ্দেশ্য, সর্ব্বভূতে ও প্রাণীতে ওতপ্রোত, মানুষের প্রাণ বা আত্মার সজাতীয় একটা মহাশক্তির ধারণা (সুতরাং ব্রহ্মের ধারণা) কোনো না কোনো আকারে, কোনো না কোনো নামে, বর্ত্তমান নাই। বরং, সেনেটিক্ মনোথিজ্‌ম প্রভৃতিতে সেই মূল সত্য ধারণার কতকটা সঙ্কোচ হইয়াছে—এমনটাও কেহ মনে করিতে পারেন। এ আলোচনা আমরা "ব্রহ্মতত্ত্বে" করিয়াছি। ম্যালেনেসিয়ার বর্ব্বরদের "মন", মেক্সিকোর "আহাই", আমেরিকার "ওরেন্দ" "ওয়াকন্দ" প্রভৃতি (আমাদের পূর্ব্ব কথিত "Comparative Religion গ্রন্থের Religion in the Lower Cultures" অধ্যায়টি এ প্রসঙ্গে পঠিতব্য), আফ্রিকা মহাদেশের অনেক ধারণা—ব্রহ্মেরই ধারণা. এবং সে সমস্ত বর্ব্বর বিশ্বাসে যে তত্ত্বচিন্তা নিহিত রহিয়াছে, যেটা "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম"—এই মহাবাক্যেরই চিন্তা। তাদের ম্যাজিক ও ভূতপ্রেত পূজা দেখিয়া এ মূল তথ্য হারাইয়া বসিলে চলিবে না। কোনো এক দফা অনুষ্ঠানবিশেষের সহিতই শুদ্ধ বা খাঁটা ব্রহ্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মচিন্তার নিয়ত সম্পর্ক পাতানো নাই; পক্ষান্তরে, নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাবে যে, বর্ব্বরদের অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাদের ব্রহ্মচিন্তার অসঙ্গতি নাই; অসঙ্গতি নাই, কিন্তু সত্যতা আছে কিনা সেটা বিচারাধীন, আলোচ্য। ফলকথা, বর্ব্বরদিগকে "পরখ" করিতে যাইয়া চল্‌তি ইভোলিউশন থিওরির "স্বীকৃত বিষয়" (postulate) লইয়া অগ্রসর

বাধিত নহে। অথর্ব্ববেদের প্রসিদ্ধ স্কম্ভ সূক্তে প্রাণের "জগদ্ধাত্রী" মূর্ত্তি আর কামসূক্তে "লীলাময়ী" মূর্ত্তি পাই। হেন্‌রি বার্গসোঁ তাঁর Creative Evolution গ্রন্থে এই প্রাণ আবেগের স্বরূপ লইয়া বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন।

এই যে আবেগ, সেটাকে শুধু লোকায়ত লোকেই (plane of ordinary perceptionএ) সমাপ্ত করিয়া রাখিলে চলিবে না। মানুষের ভিতরে যে স্পষ্ট আবেগ (Conscious impetus) কাজ করিতেছে, তাই ইহার, অর্থাৎ বৈশ্বানরের, সবটা নয়; অংশমাত্র, একটা ধারা মাত্র। মানুষ ব্যষ্টি, ইনি (বৈশ্বানর অথবা হিরণ্য গর্ভরূপী প্রাণ) সমষ্টি। "সমষ্টি" মানে পাটীগণিতের যোগফল নয়। তোমার, আমার, তার আলাদা আলাদা প্রাণসত্তা যোগ করিলে হিরণ্যগর্ভ পাওয়া গেল না। একটা জীব শরীর যেমন ধারা তার অন্তর্গত জীবকোষ (Cells) গুলির সমষ্টি, তেমনি ধারা ইনি। সকল ব্যষ্টিকে সম্বদ্ধ, পরস্পরাপেক্ষ (co-ordinated) করিয়া রাখিয়াছেন ইনি। ইংরাজীতে ঐরূপ ঐক্যকে organic unity বলে। সমষ্টি বা সমগ্র যিনি, তিনি ব্যষ্টি বা অংশগুলিকে সম্বদ্ধ করেন, নিয়ন্ত্রিত করেন। ইনিই অথর্ব্ববেদ সংহিতার প্রসিদ্ধ স্কম্ভসূক্তের স্কম্ভদেবতা; পুরাণে ইনি কূর্ম্মরূপও ধরিয়াছেন। অথচ কোষগুলিরও এক একটা নিজস্ব জীবন থাকে; নিজের এলাকায় সেগুলিও আক্ষেপিক ভাবে প্রভু। নিখিল, দেহাভিমানী "আত্মা" এদের প্রভু বটে; ভগবানে ভক্তে যে ভাবের লীলা পাতান' প্রভু দাস সম্পর্কে হয়,

---

হইলে চলিবে না। তাদিগকে "ছোটো ও খাটো" দেখার আশা করিয়া যাইলে, ছোট ও খাটোই দেখিব। "খোলা মন", নিরপেক্ষভাব, সর্ব্ব-সংস্কার-স্বতন্ত্রতা আবশ্যক—এ কথা আমরা বিশেষ করিয়াই বলিয়াছি। নিজেদের অনুরূপ সংস্কার ছাড়া, আরও দুই কারণে আমরা খুব পুরাতনে (সমাজের আদিম অবস্থা সমূহে) বড়গোছ একটা ভাব ও বিশ্বাস ধরিতে সাধারণতঃ অপারগ হই। প্রথম, তখনকার ধর্ম্মভাব ও বিশ্বাস ব্যক্ত করার ও তৃপ্ত করার যে সকল আয়োজন অনুষ্ঠান (Rituals, institutions) এর পরিচয় আমরা পাই, সেগুলি আমাদের দৃষ্টিতে অনাবশ্যক, অর্থহীন, কুসংস্কার-পূর্ণ (Magical ইত্যাদি) বোধ হয় বলিয়া, তাদের পিছনে বড় ভাব বা চিন্তার সাড়া পাইতে আমরা পরান্মুখ হইয়াই বসিয়া থাকি; দ্বিতীয়, তখনকার ধর্ম্ম বিশ্বাসাদির ভাষায় বা সাহিত্যে বা চিত্রাদিতে অভিব্যক্তি যদি কিছু বা থাকেত', সে অভিব্যক্তির "ভাষা" আমরা "মরমে" (in spirit) বুঝি না এমন কি বুঝিতে প্রস্তুত নই বলিয়া, তাদের ব্যঞ্জনা, ধরিতে পারি না। বেদের প্রাচীনস্তরে বরুণ তাই = The visible firmament; বিষ্ণু বা আদিত্য = হয় মানুষ, নয়ত' ঐ পরিদৃশ্যমান সূর্য্য; সোম = গাছের লতার রস, তারপর ইন্দু বা চন্দ্র; ব্রহ্ম তাই সংহিতায় হয় অন্ন, নয়ত মন্ত্র নয়ত' ছন্দঃ, কর্ম্ম বা যজ্ঞ বুঝাইত—তার বড় আর কিছু নয়। বেদের সংহিতা ভাগে তাই জড় ও স্থূল

এখানেও যেন অনেকটা সেইরূপ। অর্থাৎ, কোষটি ঠিক যন্ত্র নয় ; সে দাস হইয়াও নিজের লীলা-স্বরূপ-ভ্রষ্ট হয় নাই। সে যেন 'সাধ" করিয়াই বড়র শাসন মানিয়া চলিতেছে। বড়, কিনা, দেহী আত্মাও, শান্তা হইয়াও লীলাময় ; তিনি অধ্যক্ষ হইয়া "ছোট"দের, আত্মীয় অনুগতদের লইয়া ঘর করিতেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকোষ একদিকে, আর সর্ব্ব-দেহাধ্যক্ষ প্রাণ অন্যদিকে, এই দুইয়ের মাঝখানে প্রাণের অধ্যক্ষতার নানান্ থাক্ (hierarchy)

ব্যষ্টি প্রাণ ও সমষ্টি প্রাণের সম্পর্ক।

চিন্তা (crude conception) আগে ; ক্রমে সে চিন্তা গুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণ হইয়াছে—ক্রমে, ইন্দ্র বা প্রজাপতি বা বিশ্বকর্ম্মায় গিয়া নিখিল দেবতা মিলিয়া যাইতেছেন—ক্রমে সে ধারণা অনির্দ্দেশ্য, রহস্যগর্ভও হইয়া উঠিতেছে—শেষকালে, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের ভিতর দিয়া উপনিষদে সে ধারণা পূর্ণ বিকশিত হইতেছে—তাও, একেবারে নয় ; পূর্ণবিকশিত ধারণার আশে পাশে পুরাণো "আদিম" (primitive) ধারণা গুলির ও 'জের" চলিতেছে, যেমন ধারা বায়োলজিতে উচ্চতর জীবের অঙ্গ সংস্থানে (organism এ) তার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থায় অনেক "জের" রহিয়া যায়। এই গেল চল্‌তি সমালোচনার দস্তুর। আমাদের বর্ত্তমান সংস্কার কূট ছাড়া আর যে দুই কারণে এই দস্তুর বাহাল হইয়াছে, তা আমরা উপরে দেখাইলাম। সংহিতাদিতে "সোম", "অগ্নি", "ইন্দ্র", "অদিতি" প্রভৃতি সম্পর্কে যে সকল সূক্ত রহিয়াছে, সহানুভূতির, এমন কি নিরপেক্ষ, দৃষ্টিতে তাদের অর্থ গৌরব খুবই বেশী। কর্ম্মকাণ্ডে মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ বলিয়া, যজ্ঞ সেগুলির প্রয়োজন বলিয়া, ব্রহ্মবাচক অগ্নি, সোম প্রভৃতি শব্দের অর্থগৌরব অনেক যায়গায় (সব যায়গায় নয়) সংহিতা যেন কতকটা পিছনে (back ground এ) রাখিয়াছেন ; হঠাৎ, একটা সাধারণ রকমের সূক্তের মধ্যে বড় ভাবের (যথা, "অদিতিদ্যৌরদিতি রন্তরীক্ষং" ইত্যাদি) এক একটা ঋক্ বসাইয়া দিয়াছেন—প্রকৃত তাৎপর্য্যটির ফল্গু প্রবাহ এক একবার চকিতে কর্ম্মীকে কর্ম্ম সঙ্গীকে দেখাইবার নিমিত্ত। এ কথার প্রমাণ আমরা "ব্রহ্মতত্ত্ব" প্রভৃতিতে দিব। সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা যজ্ঞপক্ষে লাগসই ব্যাখ্যাটাই সচরাচর দিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু, যেখানে সংহিতার অভিপ্রায় ও ইঙ্গিত স্পষ্ট, সেখানে ভিতরকার ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যাটাও দিতে কসুর করেন নাই॥ সাহেবদের বিচারে ঋগ্‌বেদের ১০।৮১, ৮২, ৯০, ১২১, ১২৯;—এই গুলি বিশেষভাবে "philosophic and cosmogonic" hymns ; ১।১৬৪, ৮।২৯ প্রভৃতি "ridde' hymn ; অথর্ব্ব বেদে এই দুই জাতীয় সূক্ত প্রচুর রহিয়াছে। তাতে দেখিতে পাই বিদেশী পণ্ডিতেরা বড় অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। কর্ম্মকাণ্ডের জন্য, যজ্ঞের জন্য একটা আপাত বহির্মুখী ভাষা সংহিতা ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে, ভিতরকার তাৎপর্য্যের ফল্গুধারায় অবগাহন করিলে, সে ভাষা সাঙ্কেতিক ভাষা ; অর্থাৎ সত্য সত্যই সোম = লতা, বিষ্ণু বা আদিত্য = সূর্য্য, ইন্দ্র = মেঘ নহেন। আরণ্যক ও উপনিষৎ কর্ম্মকাণ্ডের বালি গুলি সরাইয়া সেই সোম, অগ্নি, আদিত্য, ইন্দ্রের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে ব্রহ্মচিন্তার ও তত্ত্বচিন্তার ফল্গুপ্রবাহটি স্পষ্টতঃ বহাইয়া দিয়াছেন। এই দুই স্তরের মধ্যকালে "ages of development" (পরিণতির যুগ যুগান্তর) বসাইলে চলিবে না। আরণ্যক উপনিষদের স্তরে সোম, আদিত্য, অগ্নি প্রভৃতি ছদ্মবেশ ছাড়িয়াছেন, পরিভাষা বদল করিয়া আত্মা, ব্রহ্ম, প্রাণ, অক্ষর ইত্যাদি দিয়াছেন। বিকাশের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া এই মূল কথাটায় যথেষ্ট খেয়াল রাখা আবশ্যক। ঋ' স' নবম মণ্ডল সোমকে লইয়া—সূক্তগুলি অভিনিবেশনাকারে পাঠকরা আবশ্যক ; ঋ' স' ১ম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ ১৬৪ সূক্ত প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য।

রহিয়াছে। যেমন চক্ষু একটা অঙ্গ; অগণিত জীবকোষের "সংসার" এই চক্ষু। এই জীবকোষগুলি চক্ষুরই প্রয়োজন মত নিজদিগকে গড়িয়া লইয়াছে, এবং তারই প্রয়োজন মত চলিতেছে। চক্ষু এই সংসারের বা পরিবারের অধ্যক্ষ। শ্রোত্র নাসিকা প্রভৃতি অন্য অঙ্গগুলারও এই ব্যবস্থা। সারা দেহের সঙ্গে চোখ, কাণ এদের যা সম্পর্ক, চোখ, কাণ প্রভৃতির সঙ্গে সেই সেই পরিবারভুক্ত জীবকোষগুলার সেই সম্পর্ক। কোষের ভিতরে যিনি লীলা করিতেছেন,১ তিনিও দেবতা; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে যিনি লীলা করিতেছেন, তিনিও তাই; আর দেহাধ্যক্ষ (কি না, আধ্যাত্মিক) যে মুখ্যপ্রাণ (ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের উপাখ্যানে যিনি বহির্গত হইতে উপক্রম করিলে, চক্ষুরাদি সকলেই "যায় যায়" হইয়া পড়িয়াছিল, এবং "প্রভো সম্বর সম্বর, আমরা তোমার শরণাগত" বলিয়া যাঁর সমাদর করিয়াছিল) তিনি ত "প্রত্যক্ষ" দেবতা। "দেবতা" মানে যাস্ক, সায়ণ, মহীধর প্রভৃতি ব্যাখ্যাতাদের মতে, যিনি

---

১ কোষাণুগুলির মধ্যে যে রহস্য সত্তা রহিয়াছেন, তার পরিচয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক আমাদের এইভাবে দিতেছেন :—"Both in their outward form as viewed under the microscope, in size, and in grosser internal structure, as well as in specific chemical structure, living cells differ enormously. Thus, amongst unicellular organisms, there are exceedigly minute forms, some quite harmless and beneficial, and others the exciting causes of more than half the ills the flesh is heir to. These tiny organisms (প্রত্যেক কোষাণু আবার এক একটা "পরিবার" "সজ্জবা মণ্ডল"), sometimes form practically structureless colloidal globules *as far as the highest resolving powers of the microscope reach*, which are known as *micro-cocci*, *yet each one of these minute dots forms a little microcosm*, made up in each species of micro-cocus of a highly specific grouping of complex colloidal molecules, *with a commerce of* chemical *exchanges entirely its own; and unlike that of any other species of micro-cocci*. So that in the majority of cases it is by the effects and bio-chemical reactions alone that a micro-coccus can be distinguished from others microscopically indistinguisable from it."—Dr. Moore's Origin annd Nature of Life, pp. 202-203. বলা বাহুল্য, এই অতিহস্বকায় "এককোষী" প্রাণিগণেরও অবয়ব সূক্ষ্মতর উপাদানে নির্ম্মিত। পদার্থবিজ্ঞানে তাড়িতেরও শক্তির অণু(ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন কোয়াণ্টা) লইয়া জড়পদার্থগুলির হিসাব নিকাশ চলিতেছে; সম্ভবতঃ প্রাণিবিজ্ঞানেও প্রাণের অণু লইয়া এই সব সূক্ষ্মপ্রাণী, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর স্থূলদেহী প্রাণীদের হিসাব নিকাশ চলিবে। "The territory of this spontaneous production of life lies not at the level of bacteria or animalculae springing into life, in dead organic matter, but at a level lying deeper than anything the microscope can reveal, and possessing a lower unit than the living cell, as we form our concept of it from the

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

দ্যুতিমান্ ‘তৈজস’, এবং যিনি “দেবনশীল” অর্থাৎ ক্রীড়াশীল। ক্রীড়া বা লীলা এদের স্বভাব-নিষ্ঠ।

এখন মানুষের মুখ্য প্রাণে (১) গিয়া ‘‘ইতিশেষঃ” করিলে চলিবে না। এমিবা হইতে সুরু করিয়া বৈশ্বানর বা হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রাণের খেলা। এমন কি, যাকে আমরা জড় বা অচেতন বলি, সেটা আর্য্য দৃষ্টিতে, ব্যবহারিক ভাবেই অচেতন ও জড়। প্রাণ সর্ব্বত্র, চৈতন্যও সর্ব্বত্র। কেননা, প্রাণই সব হইয়াছেন। সমগ্র শ্রুতি এই প্রাণের সার্ব্বভৌম মহিমা কীর্ত্তনে অক্লান্তবাণী (২)। এই বিশ্বভুবনে ওত প্রোত প্রাণের (৩)ও বিরাট সংসার

---

tissues of higher animals and plants.—*Ibid.* p. 189. এই “lower unit” চরমে আমাদের শ্রুতির সেই প্রাণাণু (সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন ইত্যাদি)। ব্রহ্মসূত্র ২ অধ্যায়. ৪র্থ পাদে, প্রাণাণুতত্ত্বপ্রকরণ (৭—১৩ সূত্র) দ্রষ্টব্য। তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদে, ১০ম সূত্রে মুখ্য প্রাণ যে বসিষ্ঠ, অথচ অপর প্রাণকে তারই অঙ্গ এর বিচার ও প্রমাণাদি আছে।

১ ব্রহ্মসূত্র. ২ অ। ৪ পাদে, মুখ্যপ্রাণও যে সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং ব্রহ্মের একটা একটা অবচ্ছেদ (limitation); মুখ্যপ্রাণের আবার প্রাণাপানাদিরূপে পঞ্চবিধত্ব; বাগাদি প্রাণেরও দেবতাধিষ্ঠিতত্ব;—এই সকল বিষয় শ্রৌতপ্রমাণ দাখিল করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা ‘ব্রহ্মতত্ত্বে’, সে আলোচনার সার সংগ্রহ করিব। Dr. Brojendra nath Seal এর “Positive Sciences of the Hindus”, গ্রন্থে প্রাণ সম্বন্ধে এ দেশের প্রাচীনমতগুলি নিবদ্ধ হইয়াছে।

২ বৃ. উ. ৫ অ। ১৩শ ব্রাহ্মণ (প্রাণ = উক্‌থ, প্রাণ = যজুঃ. প্রাণ = সাম, প্রাণ = ক্ষত্র) ৩য় অধ্যায়, ৯ম ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি; ছা-উ-, ৫প্রপাঠক (“প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ” ইত্যাদি) প্রথমাদি কতিপয় খণ্ডে; কৌষীতকি উ. ২য় অধ্যায় (“প্রাণোব্রহ্মেতি হ স্মাহ কৌষীতকিঃ ”ইত্যাদি; বিশেষতঃ, “অথাতো নিঃশ্রেয়সাদানং ”—এই উপক্রমণিকা করিয়া শ্রুতি যে দেবতাদের বিবাদের আখ্যায়িকা শুনাইয়াছেন)

৩ ছা. উ, ৭ ১৫।৪—“প্রাণো হ্যে বৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি... ”। আমরা আগে মৈত্র্যুপনিষৎ হইতে প্রাণ = আদিত্য, এর প্রমাণ দিয়াছি। এ প্রসঙ্গে, প্রাণ = Vital Principle ধরিয়া লইয়া, বৈজ্ঞানিক Arrheneus প্রমুখ পণ্ডিতদের Theory of Panspermia বা Cosmozoa—বিশ্বব্যাপী, বিভু সূক্ষ্ম প্রাণসত্তা বাদ— তুলনীয়। যারা “Colloidal theory” দ্বারা প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চান, তাঁরা কি এটা প্রমাণিত করিতে পারেন যে, জড়ের ভিতরই প্রাণের সূক্ষ্মসত্তা নাই—“Colloidal action” প্রাণের স্রষ্টাই, মাত্র অভিব্যঞ্জক নয়? মৈত্র্যুপনিষৎ প্রাণ = আদিত্য = প্রণব বলিয়া (৬খ.৩), বলিতেছেন—“স ত্রেধা আত্মানং ব্যাকুরুতোমতি তি স্রো মাত্রা এতাভিঃ সর্ব্বমিদ মোতং প্রোতঞ্চ...। ”বৃ, উ, ৩অ। ৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণে বাচক্নবী গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্য সমাচার আছে—তাতে কোন্ তত্ত্ব কিসে ওতপ্রোত—এই জিজ্ঞাসার একটা সোপান শ্রেণি উঠিয়া গিয়াছে—‘‘প্রজাপতি লোক সমূহ ব্রহ্মলোকে ওতপ্রোত”—এইটা হইল উপসংহার। এই “ওতপ্রোত” তত্ত্ব শঙ্করাচার্য্য একভাবে বুঝাইয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে তার আলোচনা করিব। তবে একটা কথা বলিয়া রাখি—শ্রুতি এখানে যাজ্ঞবল্ক্যের মুখ দিয়া আমাদিগকে একটা Continua series—from lowest to highest—এর কথা শুনাইয়াছেন। প্রাণ ও অন্ন, অগ্নি ও সোম, ভোক্তা ও ভোগ্য—এই দুই দিক্ দিয়াই এই সিরিজ আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

বৈশ্বানরের উপাসনায় যিনি কুশলী, তিনিই প্রকৃত ইতিহাসবিৎ।

বা পরিবার। পিতামহ প্রজাপতি হইতে স্বরু করিয়া দংশ মশকাদি পর্য্যন্ত এই পরিবার ভুক্ত। পিতামহ বা হিরণ্যগর্ভই প্রথম, মুখ্যজীব। তিনি এই চরাচরের অধ্যক্ষ। তারপর, তাঁর অধীনে দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি, পুলস্ত্যাদি সপ্তর্ষিমণ্ডল রহিয়াছেন। ধাপের পর ধাপ নামিয়া গিয়াছে। উচ্চতর প্রাণ দেবতাগণ নিম্নতর প্রাণ দেবতাদের "নিয়মন" করেন; অবশ্য, উভয় পক্ষেরই লীলাস্বরূপ তাহাতে ব্যাহত হয় না। মানুষের প্রাণ দেবতাও এই ভাবে উচ্চতর ভূমির প্রাণ দেবতাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত, অনুপ্রেরিত। তার মানে এ নয় যে, মানুষ যন্ত্রের মতনই চলিতেছে; তার নিজস্ব কিছু নাই। মানুষও লীলা-বিগ্রহ। আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত সবই তাই। ঋষিরা মানুষকে জড়ের শাসন হইতে মুক্তি দিয়া চিৎসত্তা (Spiritual beings) দের শাসনের নাগপাশে বাঁধিয়া দেন নাই। উভয়েই "সাধ" করিয়া, লীলার খাতিরে, "যজ্ঞ" প্রয়োজনে, বাঁধা। বেদের যজ্ঞরহস্য এই খানেই। বৈবস্বত মনু, সাবর্ণি মনু প্রভৃতি মানবের "ভার" লইয়াছেন, যুগাদি প্রবর্ত্তন করিতেছেন, এই হিসাবে। যিনি মানুষের প্রাণটিকে এই ভাবে বৈশ্বানর রূপী প্রাণের সঙ্গে অন্বিত করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁরই মূর্দ্ধা, চক্ষু প্রভৃতি কুশল; দ্বৈতদ্রষ্টার এ সকল ইন্দ্রিয় স্খলিত হইয়া যায়। ঋষিরা এ বিষয়ে কুশলী ছিলেন। (১) তাঁদের ইতিহাস তাই পুরাণ। বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে তাই মানুষের ইতিহাসে শ্রীভগবানের

---

১ ঋগ্‌বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলে প্রসিদ্ধ দৈর্ঘতমস (দীর্ঘতমাঃ ঋষি দৃষ্ট) অস্যবামীয় সূক্ত (১৬৪ সূক্ত) পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্পর্কটি পিপ্‌পল বৃক্ষশাখাবলম্বী দুটি সুপর্ণ পক্ষীর উপমা ও সঙ্কেত দ্বারা সুন্দর বুঝান হইয়াছে। সকল ব্যষ্টি যে একটা মূল অক্ষর বস্তুতে চক্রনাভিতে অরগুলির মতন অর্পিত (dependent), তা ঐ সূক্তের ১৩ ও ১৪ ঋকে ব্যক্ত হইয়াছে। —"পঞ্চারে চক্রে পরিবর্ত্তমানে তস্মিন্নাতস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা। তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব ন শীর্যতে সনাভিঃ॥" পঞ্চার চক্র = পঞ্চ ঋতু বিশিষ্ট সংবৎসরাত্মক; পরিবর্ত্তমানে = পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তমান; এই কালচক্রে সকল ভূতজাত বর্ত্তমান রহিয়াছে। "কিঞ্চ তস্য চক্রস্য মধ্যে বর্ত্তমানঃ অক্ষো ভূরিভারঃ সকল ভুবন বহনেন প্রভূত ভারোহপি ন তপ্যতে ন পীড্যতে। কিঞ্চ সনাদেব সনাতন এব সনাভিঃ সমাননাভিকঃ সর্ব্ব দৈকরূপ নাভিরসৌ ন শীর্যতে ন ভিদ্যতে। যথা লৌকিক রথাক্ষঃ ভারেণ ভগ্নো ভবতি অক্ষপাতেন চ নাভিবিবৃতা ভবতি তদ্বদত্র নাস্তীতার্থঃ॥"—সায়ণ। তার পরের মন্ত্রে—"সনেমি চক্রমজরং বিবাবৃত উত্তানায়াং দশযুক্তা বহন্তি। সূর্যস্য চক্ষু রজসৈত্যাবৃতঃ তস্মিন্ নার্পিতা ভুবনানি বিশ্বা॥"—"The even fellied, undecaying wheel repeatedly revolvesten, united on the upper surface, bear: (the world) the orb of the sun proceeds, invested with water. and in

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

বিভূতি অবতার রূপে যুগে যুগে, এবং মন্ত্র প্রভৃতি রূপে সদাতন কালেই ফুটিয়া রহিয়াছে। এ বিভূতি বাদ দিলে—মানুষের সত্তা, মানুষের ইতিহাস কেমন হইয়া দাঁড়ায় ?—"যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিত স্যৈকোঽঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাত্তেন ততোঽপি ন বহু দহেদেবম্"। বড় একটা আগুনের একটা ফিন্‌কি পড়িয়া থাকিলে যেমন হয় তেমনি। তাতে কাজ চলে না। এবং তা টিকেও না।

মানবের কোনো শাখা বিশেষের ইতিহাস "ধ্যান" (বস্তুতঃ, ইহাকে ধ্যান বই আর কি বলিব ?) করিতে বসিয়া আমাদের দৃষ্টিকে সত্য সত্যই এতটাই উদার, অকুণ্ঠিত করিয়া লইতে হইবে। এরূপ না করিতে পারিলে, ইতিহাসের মূলও খুঁজিয়া পাইব না, তার ষোড়শ কলায় সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটিও দেখার আশা করিতে পারিব না। বলা বাহুল্য, এ দৃষ্টি প্রজ্ঞা-দৃষ্টি—ইন্‌টুইসন। বৈজ্ঞানিকের কাজ—তথ্যাদি সরবরাহ গোড়াতে করিয়া লইয়া এই দেবতার শরণাগত হইতে হয়। (১) যিনি বৈজ্ঞানিকের কাজটাই করিয়া গেলেন, তিনি অবশ্য আমাদের একটা খুব বড় রকমের প্রয়োজন সারিয়া গেলেন ; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁর কাজটা অস্থি সঞ্চয়ের কাজমাত্র। "বৈজ্ঞানিক" শব্দটা ব্যবহার করিয়া আমরা বিজ্ঞানাচার্য্যদের অসম্মান করিতেছি না। খোদ আচার্য্যেরা ঠিক পথেই চলিয়াছেন।

সত্য লোকের সঙ্গে ব্যবহারে কি আবশ্যক ?

---

it are all beings deposited."—Wilson. এ তরজমায় কিছুই বোঝা গেল না। প্রকৃতই, এ সূক্তের ভাষা রহস্যগর্ভ। দশ= "ইন্দ্রাদ্যাঃ পঞ্চ লোকপালাঃ নিষাদ পঞ্চমা চত্বারো ব্রাহ্মণাদয়ঃ"—সায়ণ। রহস্য এর চাহিতেও গভীর আধ্যাত্মিক স্তরেও খুঁজিতে হইবে (সায়ণ এমন্ত্রভাষ্যে না হউক, এ সূক্তের অপর কোনো কোনো মন্ত্রভাষ্যে আধ্যাত্মিক পক্ষে ও ব্যাখ্যা দিয়াছেন)। দশ = দশ প্রাণ, অথবা দশ ইন্দ্রিয় হওয়া সম্ভব। নিরুক্তের প্রমাণে (৩।৩) "মণ্ডলং চক্ষু" (orb) "উদকং রজঃ" (৪।১৯)-(water) ধার হইয়াছে। এ বাহিরের ব্যাখ্যায় রহস্য খোলাসা হয় নাই। যা হোক্, এখানে লোক সকলকে অজর কালনেমি চক্রে বর্ত্তমান দেখিতেছি। সায়ণ লিখিতেছেন—'তাদৃশে মণ্ডলে সর্ব্বানি ভূতজাতানি অর্পিতানি তদধীনত্বাত্তেষাম্।" পক্ষান্তরে, প্রসিদ্ধ ২২ঋকে ("দ্বা সুপর্ণা সযুজা ···) আমরা জীবকে কর্ত্তা ও ও ভোক্তৃ ভাবে দেখিতে পাই ; পরমাত্মা অকর্ত্তা সাক্ষী চৈতন্য মাত্র (সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য)। তার পূর্ব্বমন্ত্রে ("যে অর্ব্বাঞ্চ স্তা উ পরাচ আহুঃ···) জীবসত্ত্ব পরমেশ্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে পাই। পরমেশ্বরের নিয়মন দুইভাবে—অন্তর্য্যামী ভাবে, আর কালনেমিচক্ররূপে। আলোচনার জন্য ব্রহ্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

১ পূর্ব্ব পাদ টীকায় যে ঋ· স· ১।১৬৪ সূক্ত হইতে প্রমাণ দিয়াছি, এখানেও সেই সূক্ত হইতে প্রমাণ দিতেছি। ৩৪ ঋকে যজমানকে যে চারিটি প্রশ্ন করা হইল, তার শেষেরটি—"পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম"—'সর্ব্বস্য বাগ্‌ জাতস্য পরমং নিরাতিশয়ং ব্যোম স্থানং সর্ব্বস্য বচসঃ কারণং"

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

তাঁরা তাঁদের Methodকে সমীক্ষা পরীক্ষার মধ্য দিয়া অন্বীক্ষাতে আনিয়াই শেষ করেন না। তাঁরা ভাল মতেই জানেন যে, শেষকালে ধ্যান-লোকেই আসিয়াই সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। প্রকৃতির নিগূঢ় সঙ্কেতটি তাঁরা সব সময়ে ধ্যানেই ধরিতে পারিয়াছেন। ডারউইন যে সঙ্কেতটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেটা "বিগল" জাহাজে চরিয়া সারা পৃথিবী ঘুরিয়া, নিজের শরীরের মাল মসলাগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল মাত্র। আচার্য্যের যিনি মানস পুত্র, তাঁর চূড়াকরণ উপলক্ষে ভূমণ্ডলময় প্রাণি বনস্পতি-ওষধি প্রভৃতির কাছ হইতে তিনি সংস্কার দ্রব্য আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। আচার্য্যেরা ইনটুইসনের মহিমা জানিলেও, তাঁদের "শিষ্যবর্গ" অনেক সময় তাকে আমোলে আনিতে চান না। Scientific method মানে তাই এখনও সেই মামুলি

সায়ণ। ৩৫ ঋকে তার উত্তর—"ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম।" ব্রহ্মা = প্রজাপতি (সায়ণ) অপর তিনটি প্রশ্নোত্তরও লক্ষ্য করিবার জিনিষ—(১) পৃথিবীর 'পরমন্তং' (পর্য্যবসান) কি ?—ইয়ং বেদিঃ ("এতাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী বেদিঃ"—তৈত্তিরীয় সংহিতা, ২।৬।৪ ; শত পথ ব্রাহ্মণ, ১ কা।২ প্র।৩ ব্রাহ্মণে বিদ্ ধাতু হইতে 'বেদি' নিষ্পন্ন হইয়াছে দেখি এবং ৭, ১০ ১১ কণ্ডিকায় পৃথিবী = যজ্ঞবেদি = বিষ্ণু এই সমীকরণটা আমরা পাই) ; (২) ভুবনের নাভি কি ?—"অয়ং যজ্ঞঃ" ("ভুত্রৈব বৃষ্ট্যাদি সর্ব্ব ফলোৎপত্তেঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং বন্ধকত্বাৎ"—সায়ণ) ; বৃষ্ণ (বর্ষক) অশ্বের (আদিত্যের) রেতঃ কি।—"অয়ং সোমঃ"—"অগ্নৌহুতঃ সোমরসঃ আদিত্যং প্রাপ্য বৃষ্ট্যাদি ফলং জনয়তি"—সায়ণ। এ চারিটি প্রশ্নের ভাষা সাঙ্কেতিক—পৃথিবী, বেদ. যজ্ঞ, বৃষাশ্ব সোম, ব্রহ্মা, পরম ব্যোম—এ সবাই এক একটা রহস্য শব্দ। আমরা এতত্ত্বে এখানে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিব না। ৩৬ ঋকের "সপ্তার্দ্ধগর্ভা" পদের মানে সায়ণ দুই তিন রকমে দিয়াছেন। সেখানে পাই—সেই ভুবনের রেতোভূত বিষ্ণু (আদিত্য বা ব্যাপ্ত পুরুষের) রশ্মিসমূহ প্রজ্ঞা ("ধীতি") দ্বারা, মনের দ্বারা নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে ; সুতরাং সে রশ্মিসমূহ বিপশ্চিতঃ, কিনা, বুদ্ধিযুক্ত এবং সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত (পরিভূবঃ)। ৩৭ ঋকে আমাদের মন "ণিস্তঃ" এবং "সংবদ্ধ" বলিয়া আমরা ঋত বা পরমার্থ সত্যের প্রথমজ "চিত্তপ্রত্যক্ প্রবণজনিতোঽনুভাবঃ (first intuitions of truth) পাইতেছি না—পরাঙ্মুখ হইয়া রহিয়াছি, এই গভীর তত্ত্বটি রহিয়াছে। বিষ্ণুর প্রজ্ঞারূপ রশ্মি দ্বারা নিখিল ভুবন ওতপ্রোত থাকায় প্রকৃত প্রস্তাবে. কোনো কিছুই জড় নহে, "অন্ধ নহে"—সবই বিপশ্চিৎ- সবের মধ্যেই বিষ্ণুপ্রজ্ঞার মাত্রা রহিয়াছে। আমাদের ভিতরেও রহিয়াছে। বিষ্ণু ব্যাপক. আমরা ব্যাপ্য। এই ব্যাপ্য-ব্যাপকের ভিতরে সহজ সংযোগ (towards the Centre ; অন্তর্মুখ) স্থাপিত হইলে, আমাদের প্রজ্ঞা আর -ণিন্য (অন্তর্হিত) ও সংবদ্ধ (অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মভিঃ সম্যগ্ বদ্ধো বেষ্টিতঃ) থাকে না ; towards the Centre সংযোগটিকে ভাষ্যকার "চিত্তপ্রত্যকপ্রবণ- বলিয়াছেন। এইটি হইলে চিত্তের সহজ, প্রথম সত্য অনুভব (ঋতস্য প্রথমজাঃ) গুলি আর ব্যাহত হয় না ; সুতরাং, তখন নিখিলের প্রজ্ঞা (Reason or Idea) আমরা ধরিতে পারি ; "আদিচ্ছ বাচো অশ্নবে ভাগমস্যাঃ—অব্যবধানে, অনন্তরভাবে (immediately and directly) তখন আমরা শব্দব্রহ্মের ভাগ (ভজনীয়), কিনা, সত্য অর্থ, পরমার্থ (true meaning) লাভ করিতে পারি। বৈজ্ঞানিকও তত্ত্বসাক্ষাৎকার করেন চিত্ত-প্রত্যকপ্রবণের দ্বারা।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

সমীক্ষা—পরীক্ষা—অন্বীক্ষা (Observation—Experiment—Induction)ই চলিতেছে। বলা বাহুল্য, এ প্রণালি দিয়াই সত্য লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলিবে না। আরও কিছু চাই। সেইটা হইল প্রজ্ঞা।

প্রজ্ঞার আলোকের বিস্তার কতদূর পর্য্যন্ত?

প্রজ্ঞা ইতিহাসের তথ্যগুলির পিছনে তত্ত্ব আবিষ্কার করিবে; তথ্যের অস্থি গুলি ঠিক একটা জাতির "প্রকৃতির" অনুরূপ ভাবে সাজান হইয়াছে কিনা, তা বলিয়া দিবে; সঞ্চিত অস্থি অবয়ব গুলিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে—সেই জাতির প্রাণ (vital impetus) টা কোথায় তা দেখাইয়া দিবে; বিশ্বমানবের জীবনেতিহাসে সে জাতির ইতিহাস কোথায়, কি সম্পর্কে স্থান পাইবে, তাও দেখাইয়া দিবে; সবশেষে প্রজ্ঞা আমাদের দেখাইয়া দিবে বিশ্বাত্মার বিশ্বরূপ যার ভিতরে অঙ্গ-দেবতা-বিশেষ রূপে ঐ জাতির প্রাণ, সমগ্র মানবের প্রাণ, গ্রথিত; এই দেখার ফলে আমরা বুঝিতে পারিব, মানবেতিহাসের চলতি দৃশ্য পটের (bioscopic films এর) অন্তরালে সত্য সত্যই কি এক মহতী প্রেরণা নিয়ত সজাগ রহিয়াছে; এবং আরও বুঝিব, সে প্রেরণার মধ্যে আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা প্রযত্নাদিরই বা এলেকা কতটুকু।[১]

১। "Pagan and Christian creeds : their Origin and Meaning" (1920) গ্রন্থের লেখক Edward Carpenter গ্রন্থের ভূমিকাতেই কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন :— "Indeed the great difficulty to-day in dealing with the subject (Religious Origins), lies in the very mass of the material to hand—and that not only on account of the labour involved in sorting the material, but because the abundance itself of facts opens up temptaton to a student in this department of Anthropology (as happens also in other branches of general science) to rush in too hastily with what seems a plausible theory. The more facts, statistics, and so forth, there are available in any investigation, the easier it is to pick out a considerable number which will fit a given theory. The other facts being neglected or ignored, the views put forward enjoy for a time a great vogue. Then inevitably, and at a later time, new or neglected facts alter the outlook, and a new perspective is established." "তারপর লিখিতেছেন—" There is also in these matters of science (though many scientific men would doubtless deny this) a great deal of 'Fashion'. Such has been notoriously the case in Political Economy, Medicine, Geology, and even in such definite studies as Physics and Chemistry." ধর্ম্মের ইতিহাসেও এই "ফ্যাসানের" হাওয়া অনেকবার বদল হইয়াছে। "বর্ব্বর" দের সম্বন্ধে দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ও দেশের ধারণা ভাল ছিল—"Since the time of Rousseau, the Noble Savage was extremely popular.' তারপর, এ সুর বদলাইয়া

এলেকা যে আছে তা ঠিক ; কিন্তু সমগ্রের মাঝখানে অংশের, বিরাটের মধ্যে সসীমের যতটা অধিকার, ততটা। বিরাট ও "ক্ষুদ্র" জীব উভয়েরই কিন্তু লীলা সম্বন্ধ। এতখানি না দেখিলে সত্যকার ইতিহাস হয় না। আর এতখানি দেখিলেই ইতিহাস পুরাণে গিয়া দাঁড়াইল। অবশ্য, কালকেও সঙ্গে সঙ্গে ভূমা করিয়া দেখিতে হইবে। পাঁচ ছয় হাজার বছরেব ইতিহাস ইতিহাস নয়। কল্প মন্বন্তর চতুর্যুগ যুগ এবং এবং এদের চক্রবৎ আবৃত্তি—কালের এই মূর্ত্তিটি ধ্যান করিয়া তারই মধ্যে কোন খণ্ডেতিহাসকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তবেই, সে ইতিহাসের উত্থান পতনের রেখা (curve) গুলি আমরা ঠিকভাবে বুঝিব। তবেই বুঝিব কেন ভারত বর্ষ তেজ ও অন্নের সম্রাট হইয়াও পরে সেই অন্ন ও তেজেরই এমন কাঙাল হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁরা পূর্ণ দৃষ্টিতে বিশ্বের ইতিহাস বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁরা বিশ্ব-ঘটনা ধারার মূলে এমন কতকগুলি "ঋত" বা নিয়ামক তত্ত্ব দেখিতে পান, যে গুলির প্রয়োগ মানুষের কর্ম্মেতিহাস ও ভাবেতিহাস—এ দুই ক্ষেত্রেই অবশ্য হইয়াছে ; সুতরাং, যেগুলির ধারণা বাদ দিয়া সে ইতিহাসের মূল ভঙ্গীগুলি আদপে বুঝিতে পারা যায় না। ডারউইন স্পেন্সারের ক্রমাভিব্যক্তিবাদ বিশ্বেতিহাসের, এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবেতিহাসের, একটা মূল ঋত – অনেকে মনে করিয়াছেন। প্রচলিত ক্রমাভিব্যক্তিবাদের আমূল সংস্কার না করিয়া লইলে, সেটার দ্বারা বিশ্বকে ও মানবের ইতিহাসকে যে সত্য করিয়া বোঝা যায় না—তা আমরা দেখিতে পাইব। বর্ত্তমান যুগের পরীক্ষকদের চোখের সামনে উনবিংশ শতাব্দীর ঐ "ফ্যাসনের" কুহক কিছু কিছু এখনই কাটিয়া যাইতেছে—তাঁরা দেখিতে পাইতেছেন যে, সোজাসুজি সাম্য হইতে বৈষম্য, সরলতা হইতে জটিলতা,—এই ভাবে ইতিহাসের অভিযান বিশ্বঘটনাবলীর ভিতর দিয়া হইতেছে না। তারপর, বিশ্বঘটনাপুঞ্জের ভিতরে আর একটা মূল ঋত অনেকে ধরিতে

লয় ;—অসভ্যদের আচার অনুষ্ঠান সব অর্থহীন জঞ্জাল ; আদিম মানুষ বিবেকবুদ্ধিহীন জানোয়ার ;—এ মতের খুব কাটতি হয়। সে কাটতি এখনও সাধারণ্যে মন্দা পড়ে নাই। তারপর. প্রাচীনদের দেবতা (মিত্র, বরুণ. মিথ্র, ওরিসিস্. বাল প্রভৃতি) সম্বন্ধে প্রথমে সৌর-সিদ্ধান্ত ("Solar myth") খুব জোর চলে ; তারপর লিঙ্গ পূজাটিকে কেন্দ্রে রাখিয়া ওসব বুঝিবার চেষ্টা হয় ("Phallic explanation of everything") ; তারপর "Euhemerism" থিওরি (দেবতারা অতীতকালে "মানুষ" ছিলেন, পরে জাতির বিশ্বাসে "দেবতা" হইয়াছেন), এ মত খুব চলে ; এ ছাড়া আদিম ধর্ম্ম কর্ম্মের মূলে জ্যোতিষ, ম্যাজিক, ডাইনী বিদ্যা—এ সবই স্থান পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে।

পারিয়াছেন—সেটা হইল ছন্দঃ (rhythm)[১], যে ছন্দের ফলে ঘটনাধারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে মোটামুটি ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে—ইতিহাস আবর্ত্তিত হয়। আমাদের পূর্ব্বালোচিত ঋগ্‌বেদ মন্ত্রের ইহাই হইল "কালনেমিচক্র"। এ চক্রের "নাভি", "অর" প্রভৃতি আমাদের বুঝিতে হইবে; না বুঝিলে সমগ্র ভাবে ইতিহাস বোঝার উপায় নাই। কিন্তু ক্রমাভিব্যক্তিবাদের মতন এই কালনেমিচক্র-বাদও সোজাসুজি বুঝিলে চলিবে না। এদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে হইবে। তবেই আমরা দেখিতে পাইব, কেমনধারা একটা জাতি বীজাবস্থা হইতে ক্রমশঃ পরিণত পাদপাবস্থায় বিকশিত হয়; আবার সে পরিণত অবস্থা হইতে বীজাবস্থায়, অব্যক্ত, অপরিণত অবস্থায় ফিরিয়া যায়। শুধু যে জাতির বাহিরের কর্ম্মচেষ্টাগুলিই এই ছন্দঃ মানিয়া চলে এমন নয়; ভিতরের ভাববেদনাবাসনাগুলিই এই ছন্দঃ মানিয়া চলে। অথচ, এ ঋতের মূলে জীবের আনন্দ ও লীলা—এবং দুয়ের অভিব্যক্তি—কর্ম্ম রহিয়াছে। প্রজাপতি হইতে সুরু করিয়া দংশমশকাদি—সকলেরই। কোনো জীবই আলাদা নয়।

---

[১] Spencer তাঁর "First Principles" গ্রন্থে (Chap. X,, Part II 4th Ed.) এর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বেদে সূর্য্যের সপ্তাশ্ব=সপ্তছন্দঃ (বৃহতী, জগতী, ত্রিষ্টুভ, অনুষ্টুভ, উষ্ণিক্‌, গায়ত্রী, পংক্তি); এ ছন্দের দ্বারা প্রজাপতি নিখিল সৃষ্টি করিয়াছেন—এমন কথা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষাদিতে বহুবার আছে। আমরা "সৃষ্টিতত্ত্বে" আলোচনা করিয়াছি।

[২] প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশ্বেতিহাসের curveএর চেহারাটা যে কিরূপ দাঁড়াইবে, তা ঠিক করা শক্ত। সে Curve এর চেহারা "ঠিক" হইয়া নাই—শক্তিকেন্দ্র সমষ্টির কর্ম্মদ্বারা ঠিক হইতেছে। সুতরাং, Curve indeterminate. পক্ষান্তরে, Curve এর একটা মূলভঙ্গী (general character) ঠিক থাকা বিচিত্র নয়—সম্ভবতঃ, আছেও। সে ভঙ্গী "Spiraline" হওয়া সম্ভব। অবশ্য "কাটাছাঁটা" ভাবে নয়। এ মূল ভঙ্গীতে খেয়াল রাখিয়া ইতিহাস বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক আলোচনার স্তর।

ইতিহাসের ধাপগুলি প্রত্যেকটাই প্রয়োজনীয়।

বাস্তব পক্ষে, নিত্য পূজানুষ্ঠানে সর্ব্বোচ্চ ভাবে বা চরম পদবীতে পৌছাইয়া দিবার জন্য, যেমন ধারা কতকগুলি সোপান আছে, ইতিহাসেও তেমনি ধারা সত্যের কাছে আমাদিগকে লইয়া যাবার জন্য কতকগুলি ধাপ আছে।[১] একটা ব্যবহারিক হিসাব ধরিয়া ধাপগুলিকে "উপরের বা নীচের" এ ভাবে মনে করা চলিতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু সত্যে অধিরোহণ করার পক্ষে প্রয়োজনীয়তা, ধাপগুলির কাহারও কম নহে। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণকে পুরুষরূপী প্রজাপতির উত্তমাদি অঙ্গ মনে করায় যে যুক্তি, এখানেও সেই যুক্তি। কোনো ধাপটাই বাদ দেওয়ার মতন নহে। পূজায় আদৌ যথাবিধি ষোড়শোপচারের যোগাড় করিতে হয়; প্রতিমা গড়ার সামগ্রীও জড়' করিতে হয়। এ কাজটা বিশেষ যত্নপূর্ব্বকই করিতে হয়। ইতিহাসের বেলায় এর অনুরূপ কাজটা যাঁরা করেন, তাঁরা প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া খ্যাত—যদিও তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহকারকে "তাত্ত্বিক" বলা ঠিক হয় না। এ ধাপে পরীক্ষা সমীক্ষা, তুলনা মূলক বিচার

---

[১] পশ্চিমের "Civilization" কথাটিকে আমরা "সভ্যতা" বলিয়া তর্জ্জমা করিতেছি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে "সভ্যতা" শব্দের এ ভাবের প্রয়োগ নাই বলিলেই চলে। যাই হৌক সভ্যতা ও ইতিহাস এক জিনিষ নয়। আবার বর্ত্তমান কালে পশ্চিমদেশে এমন অনেক চিন্তাশীল মনীষী দেখা দিয়াছেন. যাঁরা সভ্যতাকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দান ও চরম সম্পৎ মনে করিতেছেন না। মানুষের ইতিহাসে বর্ব্বরতা (Barbarism or Savagery) যেমন একটা স্তর, তেমনি সভ্যতাও একটা স্তর, এবং আবশ্যকীয় স্তর; কিন্তু মানুষকে এ স্তর ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। যেমন একটা " pre civilization" যুগ ছিল, তেমনি আবার একটা "post civilization" যুগ আসিতে পারে; কাজেই, সভ্যতা মানুষের ইতিহাসে একটা মাঝের অবস্থা (transitional state). অবশ্য, "সভ্যতা" কথাটিকে "আদর্শ" অর্থে লওয়া হইতেছে না; প্রচলিত, ব্যাবহারিক অর্থেই লওয়া হইতেছে। অনেকে এই মাঝের অবস্থা ("civilization") টিকে স্বাস্থ্যের, সুখের, পূর্ণতার, এমন কি, উত্থান বা অভ্যুদয়ের অবস্থাই বিবেচনা করিতেছেন না। মানুষের ইতিহাসে এটা একটা পতন ("fall") -একটা "উতরাই," অবশ্য ভাবী "চড়াই" উঠিবার নিমিত্তই এই উতরাই ভাঙ্গা আবশ্যক হইয়াছে ও হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থা একটা "ব্যাধি" বা পীড়া ("disease"); এর নিদান এবং এর চিকিৎসা আবশ্যক। প্রসিদ্ধ Edward

—এ সবেরই খুব প্রয়োজন আছে। এই কাজটা "বৈজ্ঞানিক রীতি"তে হওয়াই দরকার। কিন্তু এই রীতিতে যিনি প্রত্নতত্ত্বের অনুসরণ করেন, তাঁর তিনটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথম, ইতিহাসের তথ্যগুলি জড় বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে সজাতীয় নয়, বিশেষ, আলোচ্য তথ্যগুলি যদি সাক্ষাদ্ ভাবে আধ্যাত্মিক রাজ্যের (Spiritual experience)ই হয়। বাহ্য (কেবলমাত্র, objective) তথ্যগুলি লইয়া বিচার অন্বীক্ষা করার যে দস্তুর বিজ্ঞানে বাহাল রহিয়াছে, মুখ্যভাবে আন্তর (subjective) তথ্য সম্বন্ধে সে দস্তুর পূরাপূরি চালাইতে গেলে জুলুম জবরদস্তি হইবে। তবে তথ্য (facts) গুলিকে বাহ্য শৃঙ্খলা মাফিক (mechanically) সাজাইতে, সে দস্তুর লায়েক ; যথা, ক্যাটলগ্, ইন্ডেক্স ইত্যাদি তৈয়ারী করা ; মোটামুটি তাদের শ্রেণী বিভাগ করা, পরস্পরের তুলনা করা।

ঐতিহাসিকের অন্তরঙ্গ সাধন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, যে হেতু ইতিহাসের আসল তথ্য (vital facts) গুলি আত্মিক, অথবা আত্মিক আবেগ হইতে নিঃসৃত, অতএব সেগুলিকে বুঝিতে, এবং সেগুলিকে বুঝিয়া, ইতিহাসের ঘটনা-ধারার একটা অন্তর্মুখী ব্যাখ্যা দিতে, তথ্যগুলির মর্ম্ম আবিষ্কার করিতে, পুরাবিৎকে, ভাবে ও সংস্কারে, হয় সেই আত্মাভিব্যক্তি বিশেষেরই সামিল হইতে হইবে, নয় এমন ধারা সমানুভূতি-সম্পন্ন হইতে হইবে যে, তিনি শিক্ষায়, দীক্ষায়, ভাবে, সংস্কারে, সেই অভিব্যক্তির "বহিরঙ্গ" হইয়াও,

---

Carpenterএর "Civilization : its cause and cure" (12th ed, 1912) নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য এইটি। পশুপক্ষীদের অবস্থা "বনমানুষ"দের অবস্থা, প্রাক্‌সভ্যতা যুগের মানুষের অবস্থা, এই মতে, "স্বাস্থ্য", সামঞ্জস্য ও সুখের অবস্থা ; সকল ধর্ম্মেতিহ্যে যে একটা "সুবর্ণযুগের" স্মৃতি রহিয়াছে, সেটা ঐ আদিম সরল, সুন্দর, সুসমঞ্জস মানবীয় অবস্থাটিকেই অবলম্বন করিয়া। সে অবস্থায় মানুষের শরীর ও মন, অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি, সংস্কার ও কর্ম্ম—সবই অপেক্ষাকৃত পরস্পর-সমঞ্জস, সতেজ, সুস্থ ও সুন্দর ছিল; মানুষব্যষ্টি (' man-unit") মানুষসমষ্টির (' mass-man") সঙ্গে, আপনার প্রকৃত আত্মা (true self or "Man")র সঙ্গে এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিল। উক্ত গ্রন্থকার এক কথায় এটাকে "health" ("whole", "holy" ইত্যাদিও ঐ ধাতুনিষ্পন্ন), "feeling or sense of unity" বলিয়াছেন। তবে, তাঁর মতে, সে অবস্থায়, অহং প্রত্যয়মূলক জ্ঞান (self-consciousness) অব্যক্ত ছিল—ফুটিয়া উঠে নাই ; ব্যক্তি নিজেকে জাতি-প্রকৃতি-বিশ্বদৈবত (universal, all-pervasive power) রূপ বিরাট্ হইতে একটা স্বতন্ত্র কেন্দ্র ও লক্ষ্যরূপে অভিব্যক্ত করে নাই। এই স্বতন্ত্র কেন্দ্র ও লক্ষ্য ("centre" and "end") রূপে নিজেকে পাইতে ও যাচাই করিতে যাইয়াই মানুষ "সভ্যতার"

কল্পনায় ও সমবেদনায়, সেই অভিব্যক্তি-বিশেষ সম্পর্কে "অন্তরঙ্গ" একজন হইতে পারেন।

মিশর, ভারতবর্ষ, গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন দেশের প্রকৃতি—স্বামী বিবেকানন্দ যেটাকে সেই জাতির মেরুদণ্ড বলিয়াছেন—বুঝিতে; সাধারণ মানবতা লইয়া যে চলিবে না, তা আমরা আগেই বলিয়াছি; হয় জন্মে ও সংস্কারে, নয় সমবেদনায়, সেই প্রকৃতির অনুরূপ প্রকৃতি ঐতিহাসিককে লইয়া আসিতে হয়। নতুবা সুষ্ঠু ও নিগূঢ়ভাবে তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা আগে এও বলিয়াছি, সাধারণ মানবতা "সাধারণ" বা নির্ব্বিশেষ ভাবে কোথায়ও নাই। কোনও একটা প্রকৃতি বুঝিতে বিচারকের বুদ্ধি হয় অনুকূল ভাবে, নয় প্রতিকূল ভাবে তৈয়ারী থাকে; উদাসীন, নিরপেক্ষ ভাবে থাকে না বলিলেই চলে। এই অনুকূল ভাবটা থাকিলেই ইতিহাসের কারিগর প্রাচীনের প্রতিমাখানি সত্যভাবে গড়িতে পারিবে এবং তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করিতে পারিবে। ইতিহাস অনেক সময় সমালোচকের বা বিচারকের আসনে গিয়া বসেন; ইহার নাম তখন হয় Higher Criticism। কিন্তু বলা বাহুল্য, তারিখ লইয়া, ইন্‌ডেক্স লইয়া মারামারিতে এ "Criticism"এর যতই অবকাশ

আলোচক হবার আগে দ্রষ্টা ও বোদ্ধা হওয়া আবশ্যক।

সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র (whole) হইতে নিজেকে তফাৎ করিয়া আনাই ('separation" or "disunion") হইল 'Sin" ও "পতন" ("Sin" কথাটার ধাতুগত অর্থ তফাৎ হওয়া) ; এবং বাইবেলের সেই "জ্ঞানে পাপ, পাপে পতন" কথাটার মর্ম্ম এই ভাবে বুঝিতে হইবে। এ রকম তফাৎ হওয়ায় দুঃখ, দ্বন্দ্ব, অশান্তি ইত্যাদি সবই আসিয়াছে সন্দেহ নাই—এবং সভ্যতার ইতিহাস অনেকটাই এই দুঃখদ্বন্দ্বেরই ইতিহাস ("This moment of divorce then, this parenthesis in human progress, covers the ground of all History; and the whole of civilization, and all crime and disease, are only the materials of its immense purpose—themselves destined to pass away as they arose—but to leave their fruits eternal."—Civilization : its Cause and Cure, p. 25) সভ্যতা মানুষের অভিব্যক্তির পথে একটা অংশ—উচ্চতর, পূর্ণতর অবস্থায় যাবার একটা ধাপ। মানুষের লক্ষ্য অবশ্য "আত্মজ্ঞান", কিন্তু সে আত্মজ্ঞান ক্ষুদ্র, কৃপণ, কুণ্ঠিত আত্মার জ্ঞান নয়—প্রাচীনদের বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ঋষিদের ধ্যানে ও জীবনে যে ব্রহ্মৈকাত্ম্যজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সেই জ্ঞান। এইজন্য, সভ্যতা যাতে পরমার্থ ভ্রষ্ট না হয় তাই যেন—ইউরোপীয় সভ্যতার নবোন্মেষের দিনে গ্রীসে Delphic Apolloর মন্দিরে এই রহস্য মহাবাক্য কোন্ অদৃশ্য হস্ত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল—"আত্মানং বিদ্ধি"। কিন্তু আত্মাকে খাঁটি করিয়া সহজে চেনা যায় না—ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রজাপতির কাছে ইন্দ্র বিরোচন উভয়েই আত্মজিজ্ঞাসু হইয়া গিয়াছিলেন—ইন্দ্র অনেক কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া পরে জানিয়াছিলেন, বিরোচন

CC-0. Agamnigam Digital Preseyation Foundation, Chandigarh

থাকুক না কেন, অতীতের ঠিক আকৃতিটি ও প্রকৃতিটিকে সজীব করিয়া ফিরিয়া পাওয়া—এ সাধনা, সমালোচক হইয়া বসার আগে, আকৃতি ও প্রকৃতির এবং তাদের বীজ-স্বরূপ প্রাণের আলোচক বা "দ্রষ্টা" হবার দরকার। মিশর বা ভারতবর্ষে আসলে কি ছিল, সেটা না জানিয়াই তাদের "দর কষিয়া" দেওয়া চলে না। সাধারণতঃ, যাঁরা গোড়া হইতে দর কষিতে ব্যস্ত, তাঁদের অনেকেই জানিয়া শুনিয়াই হউক, আর না জানিয়া শুনিয়াই হউক, নিজেদের "মালের" বড়াই করিতে ও কাট্তি বাড়াইতেই প্রস্তুত। লাসেন, বেবর, ম্যাক্সমূলার, কিথ্ ম্যাক্‌ডোনেল—প্রায় অনেককেই দেখি, নিজেদের "সভ্যতার" সওদা কাটাইতে কসুর করিতেছেন না; অতীতে যেটা ছিল. বিশেষতঃ ভারতবর্ষ মিশরের মতন বর্ত্তমানে "পতিত" দেশে যেটা ছিল, সেটা যে, বর্ত্তমান "উন্নতির" সমকক্ষ হইতে পারে এমন কি রকমারি করিয়া দেখিতে গেলে, এর চাইতে কিছু বড়ও হইতে পারে—এটা ভাবার মতন মেজাজ তাঁরা অনেকে লইয়া আসেন না, এবং তাঁদের প্রচলিত শিক্ষা সংস্কারও (যথা ; মানবের ক্রমাভ্যুদয় বাদে অন্ধ আস্থা) সেটার পানে অনেক সময় বিমুখ করিয়াই তাঁদের আসরে আনিয়া হাজির করে। এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এইটা হইল দ্বিতীয় কথা।

"সহজে সারিতে" যাইয়া জানিতে পারেন নাই (ছা. উ. ৮ম প্রপাঠক দ্রষ্টব্য)। উক্ত গ্রন্থকার, আরও কেহ কেহ দেখাইয়াছেন যে, সভ্যতা মোটের উপর বিরোচনের রাস্তাই ধরিয়াছে ; ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ধনের (personal propertyর) প্রতিষ্ঠানটাকে "সূত্র" ভাবে লইয়া মানুষ আদিম "বর্ব্বরতা" পরিহার করিয়া "অভিমান" ও "অধিকার" এই দুইটি বোধ. এবং সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতাটিকে, গড়িয়া তুলিয়াছে। Lewis Morgon ("Ancient Society", p. 505) বলিতেছেন :—"It is impossible to over-estimate the influence of property in the civilization of mankind. It was the power that brought the Aryan and Semitic nations out of barbarism into civilization. The growth of the idea of property in the human mind commenced in feebleness and ended in becoming its master passion. Governments and Laws are instituted with primary reference to its creation, protection and enjoyment. It introduced human slavery as an instrument in its production ; and after the experience of several thousand years it caused the abolition of slavery upon the discovery that a free-man was a better property-making machine." এই শেষোক্ত গ্রন্থকার লিপির আবিষ্কার ও ব্যবহার এবং ব্যক্তিগত ধনাধিকারের বোধ—এই দুইটাকে করিয়াছেন "the main characteristics of the civilization period as distinguished from the periods of savagery which preceded it" (Edward Carpenter)। লিপির আবিষ্কার ও ব্যবহার মানুষের অহন্তাভিমান ("self con scious-

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

তৃতীয় কথা এই যে, কোনো দেশ বিশেষের বা যুগ বিশেষের ইতিহাসকে খণ্ডিত ভাবে, ভাসা ভাসা ভাবে, বাহ্য অবস্থা পুঞ্জের দ্বারাই আকারিত (moulded) ভাবে, দেখিলে, এ গাছের গোড়ার বন্দোবস্তটাই দেখা হইল না; সুতরাং, গাছের শাখা পল্লব গুলারও প্রকৃত তথ্য আমাদের পাওয়া হইল না। ডালপাতার জীবনটা বুঝিতে হইলে বাইরের তাপ, আলোক, বাতাস, বৃষ্টি, হিম এ সবের হিসাব অবশ্যই লইতে হয়; কিন্তু সব চাইতে ভাল করিয়া হিসাব লইতে হয় তার বীজ-নিষ্ঠ প্রকৃতিটির—যে ধর্ম্ম তাকে একটা বিশিষ্ট আকৃতি-সম্পন্ন, কতকগুলি বিশিষ্ট শক্তিতে সমন্বিত বটের বা অশ্বত্থের ডাল পাতাই করিয়া দিয়াছে।

ইতিহাসে বীজের খবর আগে লইতে হয়।

পিতা উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে নানা রকমেই বিশ্বের পরম সূক্ষ্ম কারণ ("অণিমা") সৎপদার্থের কথা বুঝাইতেছেন। নানা দৃষ্টান্ত দিতেছেন; নানা রকমের পরীক্ষা করাইতেছেন। একবার বলিলেন—"ন্যগ্রোধ ফলমত আহর—ঐ বটগাছের একটা বীজ নিয়ে এস।" "ইদং ভগব ইতি—এই যে ভগবন্

---

ness") এর ফল ও একটা প্রধান নিদর্শন—"When he records his own doings and thoughts. and so commences History proper' (E. C.) আর ব্যক্তিগত স্বামিত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজেকে নানাভাবে সমষ্টিজীবন (triabal, communal life) হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। "It is evident that the growth of property through the increase of man's powers of production reacts on the man in three ways; to draw him away namely, (1) from Nature. (2) from his true Self, (3) from his Fellows." (E. C., *Ibid* p. 27)এই বিচ্ছেদ, দ্বন্দ্ব ও অশান্তির অবস্থার ভিতর দিয়া আসা আবশ্যক হইয়াছে; কিন্তু এ অবস্থাটিকে ' শেষ" বা চরম মনে করিলে মানুষের ভাগ্যের গৌরব হইবে না। গ্রন্থকার অপর গ্রন্থে ("Pagan and christian creeds"), মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া, মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাসটিকে তিন ধাপে সাজাইয়াছেন—অব্যক্ত, অপরিস্ফুট অখণ্ড, সমগ্রচৈতন্য বা অনুভূতি ("Simple cosciousness"; যেখানে ব্যক্তি অপরাপর প্রাণী, এমন কি, জড় প্রকৃতির সঙ্গে নিজের গভীর একাত্মতা অনুভব করিতেছে—"but beyond this their strong *feeling* of union with the universal spirit probably only dimly self-conscious, but expressing itself very markedly and clearly in their customs, is most strange and pregnant of meaning"; বর্ব্বরদের সম্বন্ধে এ উক্তি); আদিম, প্রাক্‌সভ্য মানবে এই অখণ্ড জীবন ও আত্মার বোধটি অস্ফুট, কিন্তু সহজ ও সতেজ হইয়াছিল। তারপর, অহন্তাভিমানের (ব্যক্তিগত অধিকার, স্বার্থ প্রভৃতির সঙ্গে সূত্রিত) ক্রমবিকাশ;—এইটাই সভ্যতার ইতিহাস;—এ স্তরে সাধারণ্যে (দুচারজন তত্ত্বদর্শী বা মনীষী ছাড়া) আগেকার সেই স্বাভাবিক, সহজ, সুন্দর, অখণ্ড সহানুভূতি ও সমবেদনার জীবনটা ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায় (হার্বার্ট স্পেন্সারের পরিভাষায়, "disintegration of the original homogeneous, undifferentiated consciousness")

বীজ পরিচয়।

এনেছি।" "ভিন্ধি—ভাঙ্গ"। "ভিন্নং ভগব—এই ভাঙ্গ্‌লাম।" "কিমত্র-পশ্যসীতি - ওর ভেতরে কি দেখ্‌ছ?" "অণ্ব্যে ইবেমা ধানা ভগব—অণুর মতন ছোট ছোট দানা, ভগবন্‌।" "আসামঙ্গৈকাং ভিন্ধি—ঐ ছোট একটা দানা আবার ভেঙ্গে ফেল।" "ভিন্না ভগব—ভেঙ্গেছি; ভগবন্‌।" "কি মত্র পশ্যসি – ওর ভেতরে কি দেখতে পাচ্ছ?" "ন কিঞ্চন ভগব—কিছুই না, ভগবন্‌।" তখন পিতা বলিলেন - "যং বৈ সোম্যৈতমণিমানং ন নিভালয়স এতস্য বৈ সো ম্যৈযোঽণিম্ন এবং মহান্ন্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি—তুমি ওর চাইতে সূক্ষ্মতর দেখতে না পেলেও, এটা জেনে রেখো যে, ঐ অণুবৎ সূক্ষ্ম সৎপদার্থ হ'তেই এই প্রকাণ্ড বট গাছটা হ'য়েছে; আর ঐ অণুর ভেতরেই বটগাছটা সূক্ষ্ম ভাবে র'য়েছে।" শেষে উপসংহারে বলিলেন—"শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেত কেতো ইতি।"—এই বটের বীজের ভিতর যে সূক্ষ্ম সত্তাটির পরিচয় পাইলে, এ নিখিল, বিশ্বের মর্ম্মস্থলে সেই সূক্ষ্ম সত্তাই রহিয়াছে - এই সূক্ষ্ম সত্তাই সত্য; সেই সত্য আত্মা; আর, সে আত্মা তুমি।

কোনো একটা দেশের সভ্যতা ও সমাজ বটগাছের মতন, অথবা, আরও উদার দৃষ্টিতে দেখিলে, একটা মহান্‌ বটের একটা শাখা প্রশাখার মতন। সে সভ্যতার বিশিষ্ট বিকাশগুলি যেন সেই শাখার পল্লব। তার কর্ম্ম-সংস্কার ও ভাব সংস্কারগুলি (specific springs of thought and action), যেন সেই

পরে, এ ব্যক্তিকেন্দ্রবিকৃত ভাব, স্বার্থ ও কর্ম্মগুলি একটা বিরাট "তপস্যার" ভিতর দিয়া শোধিত, জারিত ও সম্প্রসারিত হইয়া স্ফুট সমগ্রানুভূতিতে ("cosmic or universal consciousness"এ) গিয়া সুস্থির হয়। সমগ্র প্রাণ—হিরণ্যগর্ভ বলিলে, ১ম স্তরে জীবের সঙ্গে হিরণ্যগর্ভের ("আদিজীব") সংযোগ থাকে, কিন্তু সে সম্বন্ধে অনুভূতি থাকিলেও চিন্তা থাকে না; ২য় স্তরে, সংযোগ ব্যবহারে (অনুভবে ও চিন্তায়) বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; ৩য় স্তরে, সংযোগ অনুভবে. চিন্তায় ও উপলব্ধিতে পূর্ণভাবে থাকে। ঋ স ১০ম মণ্ডলের ৭২ সূক্তে ৪ঋকে "আদিতের্দক্ষোঽজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি"—এই যে হেঁয়ালি রহিয়াছে, তার ব্যাখ্যা "সৃষ্টিতত্ত্বে" এবং "বেদ ও বিজ্ঞানে" করিয়াছি। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করার মত যে, মুল অদিতি (মাতা)—Primordial, undifferentiated, undivided Consciousness. দক্ষ—Self-cosncious-ness; আর অদিতি (দুহিতা)—Universal Consciousness. পুরাণাদিতে দক্ষ হইতে সামাজিক-ধর্ম্মমূলক সৃষ্টি সুরু হইয়াছে। (বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য; ব্রহ্মা সনন্দনাদির সৃষ্টি আগে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁরা "লোকেষ্বসজ্জন্ত নিরপেক্ষাঃ প্রজাসু" ইত্যাদি বলিয়া সৃষ্টি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না; কাজেই তখন দক্ষাদি "নব ব্রহ্মাণঃ" সৃষ্টি করিতে হইল; দক্ষ = বৃদ্ধি) সে যাই হোক্‌,—এই তিনটি স্তর সম্পর্কে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারের "Pagan and

শাখায় সংলগ্ন বীজাধার ফল। কোনো একটাকে লইয়া "ভাঙ্গিয়া দেখিলে" (analysis করিলে) যে সূক্ষ্ম অবয়ব গুলি পাই, সে গুলি আরও সূক্ষ্মতর উপাদানে নির্ম্মিত। তারপর আর সূক্ষ্মে, শ্বেতকেতুর মত, আমাদেরও দেখার দৌড় নাই। কিন্তু না দেখিতে পাইলেও, সে সভ্যতার অবয়বোপাদান অন্বেষণের শেষধাপে আমরা এখনও পৌছাই নাই। শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে হইলে, আরও "অন্দরে" ঢুকিবার কৌশল শিখিতে হইবে। যেটাকে প্রজ্ঞা চক্ষু বা দিব্য চক্ষু বলিয়াছি, সেই ধরণের একটা কিছু প্রস্ফুটিত করিয়া নেওয়ার প্রয়োজন হইবে। একটা জাতির মনে বড় একটা ভাবের বা বেদনার উচ্ছ্বাস কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল, তার ব্যাখ্যা বিবৃতি প্রায়ই সে জাতির "আটপৌরে" চিন্তা, কাজ, সুখ দুঃখ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্যে সন্তোষজনক রূপে দেওয়া যাইবে না। ইউরোপে রেণেসাঁ, ফরাসি বিপ্লব, বল্‌শেভিজম্ ইত্যাদি এ সব কোনোটারই "আটপৌরে" বিবৃতি বাইরের, খোলসের মোটা বিবরণ ছাড়া বেশী কিছু নয়। বীজটা ভাঙ্গিয়া যেন তার মোটা মোটা দানা গুলাই ধরিতে পারিতেছি। সে গুলিকে আবার না ভাঙ্গিলে সত্যকার শক্তি মন্দিরের (dynamism এর) দ্বারেই আমরা পৌছিতে পারিলাম না। যদি ভাগ্যক্রমে, সে মন্দিরের দ্বারে গিয়া হাজির হইতে পারি, তবে শক্তিকূটের (dynamic system এর) যে বিপুল চেহারা আমরা দেখি, তাতে বিস্ময়ে আমাদের লোমহর্ষ না হইয়া যায় না।

বীজের বিশ্লেষণ
স্থূল ও সূক্ষ্ম।

Christian creeds" নামক গ্রন্থের XIV. পরিচ্ছেদটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। ঐ ভাবী তৃতীয় স্তরের অভিব্যক্তির একটি পরিচয় কোথায় পাওয়া যাইবে, তার অনুসন্ধান করিতে উক্ত লেখককে আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের বেদান্ত বিস্তার পানেই চাহিতে হইয়াছে :—"The appendix on the doctrine of the upanishads may, I hope, serve to give an idea, intimate even though inadequate, of the third stage—that which follows on the stage of self-consciousness ; and to portray the mental attitudes which are characteristic of the stage. Here in this third stage, it would seem, one comes upon the real *facts* of the inner life—in contradistinction to the fancies and figments of the second stage : and so one reaches the final point of conjunction between Science and Religion." *Ibid*, p. 18. এ দেশের পুরাণাদিতে মানুষের অভিব্যক্তিকে ঠিক এই ভাবেই বুঝিবার ভঙ্গী দেখি না ; মোটামুটি স্তর তিনটিতে আপত্তি নাই ; কিন্তু 'ঋষিমানব" সকল স্তরেই আছেন, এবং এই অভিব্যক্তির মূলে "অসাধারণ প্রেরণা" বরাবরই কাজ করিয়াছে ও করিতেছে। পরে আলোচিত হইয়াছে।

আমরা আগে মানুষের প্রতীত বেদনা, ভাব প্রভৃতি এবং প্রতীয়মান অবস্থা পুঞ্জের সাহায্যে বৌদ্ধযুগের, চৈতন্যযুগের নন্‌কোঅপারেশনের অথবা বলশেভিজমের একটা রিপোর্ট লিখিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলাম; [১] কিন্তু এখন, শক্তিমন্দিরে, ইতিহাসের বা কালের "যন্ত্র মূর্ত্তি" বা শক্তিকূটের ("diagram of force "এর) সামনে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাই যে, মানুষের প্রতীক (apparent conscious) ভাব বেদনা যতটা কাজ করিয়াছে, তার চাইতে ঢের বেশী কাজ করিয়াছে মানবাত্মার অব্যক্ত ভূমির (sub-conscious plane এর) ভাব শক্তিগুলি ; এবং মানুষের প্রতীয়মান পারিপার্শ্বিক অবস্থা বশতঃ কাণ্ড যতটা ঘটিয়াছে, তার চাইতে সম্ভবতঃ অনেক বেশী মাত্রায় ঘটিয়াছে অপ্রতীয়মান চিৎশক্তিদের (unseen spiritual powers দের) অনুপ্রাণনে ও পরিচালনে। জলেভাসা বরফের যেমন ধারা বেশীর ভাগ জলেই ডুবিয়া থাকে, আমাদের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির কারণকূট তেমনি ধারা, সামান্য একটু খানি আমাদের সাধারণ, আটপৌরে জ্ঞানের সামনে জাগিয়া, বেশীর ভাগ অপ্রতীয়মান, অব্যক্ত শক্তির ভূমিতে "গা ঢাকা"

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে
যন্ত্র মূর্ত্তির
আবিষ্কার।

১। অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে একটী রিপোর্ট লেখার বা একটী থিওরি বানাইয়া নেওয়ার প্রলোভন, বেশ অভিজ্ঞ ও মনীষী ব্যক্তির পক্ষেও, নিতান্ত কম নয়। "Civilisation" বা "সভ্যতার" খাঁটি নিদান যাঁরা ধরিতে পারিলেন, সুতরাং, সভ্যতার একটী আদি ও অন্ত—পূর্ব্বাবস্থা ("pre-civilisation") এবং উত্তরাবস্থা (*post* civilisation)—যাঁরা বুঝিতে পারিলেন, তাঁরা হয়ত বর্ব্বরতার ("savagery") মাঝে দৈবীসম্পৎ দেখিতে পান এবং সভ্যতার মাঝখানে বেশীর ভাগ আসুরী সম্পৎও দেখিতে পান সন্দেহ নাই ; কিন্তু, যেহেতু অতীতটা অতীত বলিয়া আমাদের সজীব চিন্তা ও কর্ম্মের কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে, কাজেই তাঁরা অনেক সময় অতীতকে সমগ্র ভাবে দেখিতে না পাইয়া খণ্ডিত, বিচ্ছিন্নভাবে দেখিয়া থাকেন ; বর্ত্তমান মানবীয় সত্তাকে তাঁরা যেমন অবিচ্ছিন্ন ও অন্যোন্য-সম্বন্ধ (continuous and organic) ভাবে দেখিতেছেন, অতীত মানব সমাজকে তেমনভাবে হয়ত দেখিতেছেন না। ঠিক আধুনিক গবেষণা (modern research) অতীতের যে চেহারাখানা আমাদের সামনে গড়িয়া তুলিয়াছে. সেইটাকেই তাঁরা মোটামুটি অতীতের সত্য ও গোটা চেহারা মনে করিয়া বসেন ; কার্য্যতঃ ভুলিয়া যান যে, গবেষণার কাজ সবে পত্তন হইয়াছে মাত্র ; গবেষণার হাতিয়ারগুলি এখনও পুরাপুরি সংগ্রহ হয় নাই ; যেগুলি বা হইয়াছে, সে গুলিও সর্ব্বথা সমর্থ নহে ; কাজেই, শিল্পী, তার যন্ত্রপাতি, এবং তার মালমসলা—এ সবের এখন পর্য্যন্ত কোনটাই যথেষ্ট নয় বলিয়া, এবং কাজের আরম্ভ এই সেদিন হইয়াছে বলিয়া, অতাতের প্রতিমা পূর্ণভাবে ও সত্যভাবে এখন গড়াই হইতেছে না ; আজ যেটুকু গড়া হইয়াছে, কা'ল তা ভাঙ্গার দরকার হইতে পারে ; হইতেছেও। কাজেই অতীতের কোনো একটী অসম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে সত্য প্রতিমা-সম্মুখে রাখিয়া, বর্ত্তমানের সঙ্গে তার তুলনা করিতে যাওয়া, এবং তার এবং এর একটী "দর" ফেলিয়া দিতে যাওয়া ঐতিহাসিক হঠকারিতা। Edward Carpenterএর "Civilization : its Cause and Cure" গ্রন্থের

দিয়া থাকে। মহান্যগ্রোধ যেমন সূক্ষ্মতম বীজকণিকার ভিতরে প্রচ্ছন্ন, এখানেও তেমনি। প্রতীয়মান ও অপ্রতীয়মান—এই উভয় ভূমি ব্যাপিয়া যে মহাশক্তিকূট ইতিহাসের সকল ঘটনার পেছনে কাজ করিতেছে, তার ভিতরে আমাদের "চল্‌তি" ব্যবহারিক আত্মার (conscious self এর) দান খুব বেশী নয়। মোটেই নাই একথা বলিলে, সৃষ্টির আনন্দ ও লীলার স্বরূপটাকেই উড়াইয়া দেওয়া হইবে ; সুতরাং সত্যকে ছোট করিয়া, অনৃত করিয়া ফেলা হইবে। আমাদের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়া শক্তি– অবশ্যই সেই বিপুল শক্তিযন্ত্রের একটা অংশ বা অবয়ব; সুতরাং আমরা এই সৃষ্টির লীলা-বৈচিত্র্যের বিকাশে অবিসংবাদিত একটা পক্ষ (party)। কিন্তু এই একটা পক্ষ লইয়াই লীলা চলিতেছে না।

যিনি ইতিহাসের ঘটনা বা তথ্য লইয়া ঘাঁটিতেছেন, তাঁর এই কথাগুলোতে যথেষ্ট খেয়াল রাখা উচিত। তথ্যগুলিকে objective বা বাইরের মনে করিয়াই যে প্রাথমিক অনুষ্ঠানটা করা চলিতে পারে, সেটা তিনি ভাল ভাবেই করুন, বৈজ্ঞানিক রীতিতে করুন। বাইরের তথ্য আলোচনায় আমাদিগকে যতটা পারি "মাঝারি মানুষ" হইতে হয় ; অর্থাৎ, নিজের সংস্কার, থিওরি ইত্যাদি যতটা ঝাড়িয়া রাখিতে পারি, ততই ভাল। এই ভাবে খাটিয়া যে

প্রতিপাদ্যের কিছু আলোচনা আমরা পূর্ব্ব পাদটীকায় করিয়াছি। তিনি অতীতের প্রতিমাতে কালী না লেপিয়া বরং সোণালি রং লেপিয়াছেন ; বর্ব্বরতা, এমন কি স্বাভাবিক পশুত্বও তাঁর দৃষ্টিতে সুন্দর, সহজ ও সত্য ; Whitman এর একটা উক্তিকে "মটো" ভাবে লইয়া তিনি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছেন—"The friendly and flowing savage, who is he? Is he waiting for civilisation, or is he past it, and mastering it?" পক্ষান্তরে, দ্বিধা-শূন্যচিত্তে আত্মম্ভরিতামূলক "সভ্যতার" বর্ত্তমান অবস্থাটীকে তিনি একটী "ব্যাধি" বলিয়াছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর তুলিকায় অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেটীতে অন্ততঃ অতীতের দিক্‌টা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও রঙে ঠিক ভাবে উঠিয়াছে কি ? আমাদের পুরাণাদির চিত্রের সঙ্গে সে চিত্র ঠিক্ মিলিয়া যাইবে কি ? লেখকের কথাগুলি দরকারী এবং আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ বলিয়া আমরা এখানে সবিস্তারে তুলিয়া দিতেছি :—"And if it seem extravagant to suppose that Society will ever emerge from the chaotic condition of strife and perplexity in which we find it all down the lapse of historical time ("ঐতিহাসক কাল"কে কিভাবে, কতটুকু বর্ত্তমান গবেষণা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন ?), or to hope that the civilisation-process which has terminated fatally so invariably in the past (Lewis Morgan লিপির আবিষ্কার এবং "consequent adoption of written History and written Lawকে সভ্যতার সূচনা বলিয়াছেন ; Engels বণিকের ও বাণিজ্যের উৎপত্তিকে "even in its most primitive form" সূচনা বলিয়াছেন ; ফরাসি লেখকদের কেহ কেহ পুলিশের উৎপত্তিটীকে ঐরূপ সূচনা মনে করিয়াছেন। এই রকম সব। সূচনা যে ভাবেই হইয়া থাকুক না কেন, গ্রন্থকার Roman,

কাজটার পত্তন করা যায়, তার বিস্তার ও সমাপনের জন্য আমাদিগকে আলোচনার অন্য একটা ভূমিতে উঠিয়া যাইতে হয়। ইট পাড়ার সময়, লোহা লক্কর যোগাড় করার বেলা, মাটিতে, আমাদের এই নিত্য ব্যবহার্য্য "জমিনে" দাঁড়াইয়া বসিয়া থাকিলেই চলে; কিন্তু ভিত্তির দৃঢ় পত্তনের পর ইমারত যতই উপরের দিকে গড়িয়া উঠিতে থাকে, আমাদের কাজটাকেও ততই সঙ্গে সঙ্গে "ভাড়া বাঁধিয়া" "আসমানে" তুলিয়া লইতে হয়। কাজের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা। সত্য যে জমিনেই পোঁতা বা ছড়ান থাকিবে, এমন কোনই ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। পক্ষান্তরে, সত্যলোক যে আসমানে নীহারিকা পুঞ্জের ভিতরেই নিশ্চিন্ত ভাবে সমাপ্ত হইয়া আছে, এমন মনে করিবারও কোনো সঙ্গত হেতু নাই। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক—এই তিই যায়গাতেই সত্য পদত্রয় বিক্ষেপ করিয়াছেন; অথচ এই তিন লোকেও তিনি পরিসমাপ্ত হন নাই। তাঁর একটা লোকাতীত "লোক" ও আছে। সে যাহা হউক, সত্যের পদ, নাভি ও শির—এই তিনটা শারীরকেন্দ্রই স্পর্শ করার প্রয়োজন হইতে পারে ইতিহাসে।

সত্যের ত্রিপাদ।

এই কারণে, প্রত্নতত্ত্বের উপকরণগুলি লইয়া, যিনি দার্শনিকের মনীষা ও ঋষির ধ্যানের সাহায্যে, একটা অতীত দেশ বা যুগ সজীব ও যথার্থ ভাবে

Greek, Jewish প্রভৃতি সভ্যতার নজিরকে লইয়া বলিতেছেন যে, হাজার বা ততোধিক (ঈজিপ্টের বেলা) বছর এই সভ্যতা ব্যাধির মেয়াদী কাল; এবং এও বলিতেছেন—"that in no case · has any nation come *through* and passed beyond this stage; but that in most cases it has succumbed soon after the main symptoms had been developed." চীন ও ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ, কোন্ পক্ষে পড়িবে? এখনও ব্যাধিগ্রস্ত না মৃত?) will ever eventuate in the establishment of a higher and more perfect health condition, we may for our colsolation remember that to-day there are features in the problem which have *never* been present before. ("Never" কথাটাকে আমরা অধঃচিহ্নিত করিয়া দিলাম; অতীত সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় কি এতটা পূর্ণ ও সত্য যে, আমরা জোর করিয়া "never" বলিতে পারি? মানুষ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার অনুরূপ অবস্থা—সুতরাং সে অবস্থা সম্বন্ধে মানুষের আত্মায় বেদনা ও চিন্তা এবং ব্যবস্থা—অতীত ইতিহাসে কোনো যুগে কি আদৌ হয় নাই? আজকাল যেমন "ব্যাপক" ভাবে হইয়াছে বা হইতেছে মনে করা হয়, সেই রকম, অথবা তার চাইতেও ব্যাপক, এমন কি গভীর, ভাবেও?) In the first place, Civilisation is no longer isolated, as in the ancient world (একথা কতদূর প্রমাণসহ?), in surrounding floods of savagery and barbarism (এখানে, 'Civilisation' রূপ ব্যাধির একটা বিশিষ্টরূপ—বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাটাকেই—সভ্যতা মনে করা হইতেছে, এবং অন্যদিকে, বর্ব্বরতার বর্ত্তমান রূপ গুলিকেই বর্ব্বরতা মনে করা হইতেছে; অতীতে এ দুয়েরি আলাদা আলাদা

বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের পরস্পরের পূরণ।

কল্পনার পটে ফুটাইয়া তুলিবেন, তিনি বিজ্ঞানের অবমাননা করিলেন না, সত্যও অতিক্রম করিয়া যাইলেন না। বরং বিজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, সত্য অখণ্ড অসন্দিগ্ধ অনাবিল হয় ঐ মনীষা এবং ধ্যানেরই কল্যাণে। প্রত্নতত্ত্বের কাজ ও দার্শনিক পুরাণ বিদের কাজ পরস্পরকে পূরণ করিয়া লইবে। খাঁটি জড় বিজ্ঞানেও শুধু দেখাশুনা, পরীক্ষা-আন্দাজ করিয়া বড় বড় সত্যগুলি আদায় করিতে পারা যায় নাই; সেখানেও মনীষা ও ধ্যানের স্থান বরাবর রহিয়াছে। ইতিহাসে ত' বিশেষ ভাবে। ভাবের ইতিহাসে আরও বিশেষ ভাবে। একটা দৃষ্টান্ত—পাশ্চাত্য ধর্ম্মেতিহাসবিদেরা মানুষের ধর্ম্মভাববিকাশের ইতিহাসের প্রথম স্তরটির নাম দেন "ম্যাজিক"; পরের স্তরটির নাম দেন "রিলিজন"। প্রাচীনেরা এই "বিভাগ" সহ্য করিতেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে (বেদের ভাষায়) দুইটা জড়াইয়া যে অখণ্ড ধর্ম্মতত্ত্ব, সে তত্ত্বকে "যজ্ঞ" বা "ঋত" বা "ব্রহ্ম" বলিলেই ঠিক হয়। ম্যাজিক ও রিলিজন—এ দুই-ই সেই যজ্ঞ রুষ বা যজ্ঞবরাহের দুই পার্শ্ব। অপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গও আছে। সেই পূর্ণ যজ্ঞপুরুষের ধ্যান করিতে না পারিলে, এটা আগে ওটা পরে, এটা বড় ওটা ছোট—এই ভাবে মুখ্যপ্রাণের এক একটা অংশ বা কলা কাটিয়া লইয়া আমরা বিবাদ করিতে থাকিব। সত্য পরিচয় পাইব না।

রূপ ছিল; এবং বর্ত্তমানে, এ দুয়ের বর্ত্তমান আকারে, যে অনুপাত দেখিতেছি, অতীতেও অন্ততঃ কোনো কোনো যুগে, মোটামুটি তাদের তাৎকালিক আকারে, সেই অনুপাতই হয়ত ছিল; কথাটা ভবিষ্যতে আরও স্পষ্ট হইবে)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ইতিহাসের "যন্ত্র"।

যন্ত্র কাহাকে বলে ?

যে কোনো দেশ বা যুগের ইতিহাসের নিজস্ব মন্ত্র, যন্ত্র ও তন্ত্র আছে। সেই ইতিহাসের অভিব্যক্তির মূলে যে শক্তিকুট বা শক্তিব্যূহ রহিয়াছে, কল্পনায় তার একটা সম্পূর্ণ ও বিশদ নক্সা (diagram) যদি আঁকিতে পারি, তবেই যে ইতিহাসের যেটা যন্ত্রমূর্ত্তি, তার সাক্ষাৎ আমরা পাইলাম। কোন্ কোন্ শক্তি কি ভাবে, কখন কোন্ দিক্ দিয়া মিলিয়া সংহত হইয়া ইতিহাসের ধারাটিকে চালাইয়াছে, যুগে যুগে তার বিশিষ্ট আকৃতি দিয়াছে—এইটা জানিলে হইল; যন্ত্র পরিচয়। বলা বাহুল্য, এ যন্ত্রমূর্ত্তি যেমন বিপুল, তেমনি জটিল।[১] দুইটা ছাড়িয়া তিনটা গ্রহ বা জড়পদার্থের পরস্পরের টানাটানির হিসাব দিতে

১। Karl Pearson ("The Grammar of Science"), Stanley Jevons ("Principles of Science"), Edward Carpenter ("Modern Science"; a Criticism")—ইত্যাদি অনেক "প্রামাণিক" লেখকই বৈজ্ঞানিক রীতির ন্যূনতা দেখাইয়াছেন। বিজ্ঞান যে সজীব বিপুল সত্তার একটু খানিতে অভিনিবেশ করিয়া নিজের থিওরি ও সিদ্ধান্তগুলি খাড়া করিয়া থাকে, সমগ্র, সজীব সত্যে, "অবিদ্যা" ("limitation" বা "actual ignorance") পূর্ব্বকই এই রীতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং হইতে পারে, অন্যথা, ও ভাবে প্রযুক্ত হইতেই পারে না; সুতরাং, বৈজ্ঞানিক তথ্য ও "সত্য" প্রকৃতপ্রস্তাবে কতকটা কল্পিত, "ফর্‌মাসি" সত্য (Karl Pearson "Conceptual" কথাটা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন; "Law" = "convenient fiction"; "Formula" = "Conceptual model or mould"; ইত্যাদি) —একথাটায় "সমজদার" ব্যক্তিবর্গের আর তেমন সন্দেহ নাই। Stanley Jevons এর একটা কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—"I fear I have very imperfectly succeeded in expressing my strong conviction that, before a rigorous logical scrutiny, the Reign of Law will prove to be an unverified hypothesis, the uniformity of Nature an ambiguous expression, the certainty of our scientific inferences to a great extent a delusion."—Principles of Science, p. ix. তাঁর দ্বিতীয় ভলুমের শেষের অধ্যায়টি ("Results and Limits of Scientific Method") সবিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ্য। আমরা স্থানান্তরে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এখানে, বক্তব্য এই—বিজ্ঞান কোনো দ্রব্যবিশেষকে একটা যন্ত্ররূপে বুঝিতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু, আপন হিসাবের ব্যবহারে লাগাইবার জন্য তাকে "খাটো" ও "সাদাসিধা" (limited and simple) করিয়া লয়। এর ফলে আমাদের মনগড়া যন্ত্রটিকে বুঝা গেল বটে, কিন্তু, খোদ দ্রব্যটিকে, এবং দ্রব্যের আসল বীজ বা ঋতটিকে বুঝা গেল না। অনেকে বলিবেন—পূরাপূরি বোঝা না গেলেও, "approximately" বোঝা গেল। Edward Carpenter তাতেও নারাজ (Modern

গিয়া লাপ্লাসের মতন দিগ্‌গজ মাথাও ঘামিয়া গিয়াছিল ; * আর আমাদের প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে, লীলাবৈভবের জন্য সারা ত্রিভুবনেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে ; এ জীবন যজ্ঞে, বিশ্বে এমন কেহ নাই যে তাহাকে আহ্বানে বাদ পড়িতে হইবে। যেটাকে আমরা অচেতন বা জড়ের রাজ্য বলি, সেখানেও, একটা রেণুর দোলন কম্পনের সাথে সাথে নিখিল বিশ্বটাই দুলিতেছে কাঁপিতেছে ; রেণুর স্পন্দনটী বিশ্বের স্পন্দনেরই একটা অংশ ; সবটাকে না বুঝিলে অংশটাকেও বোঝা যায় না। তার সবটাকে আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়া, অথবা সূক্ষ্মভাবে সবটাকে বোঝার আমাদের "করিবারি" প্রয়োজন নাই বলিয়া, আমরা পর্দ্দা দিয়া ঘেরিয়া আমাদের বোঝাপড়ার জিনিষটাকে পছন্দ ও দরকার মাফিক ছোট করিয়া লই। এইভাবে দেখিলে, গণিতের ও জড়বিজ্ঞানের সকল বিবৃতিই জাব্‌দা বা মোটামুটি ভাবের বিবৃতি (approximation)।১

প্রাণের রাজ্যে ও চেতনার রাজ্যে আসিয়া, পরস্পরের আদান প্রদান ও বিনিয়মের সম্পর্কটি আরও নিবিড়, আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। আমি

Science, p. 58). Einstein এর নূতন "unified field physics" সম্বন্ধেও এরূপ মন্তব্য হইয়াছে।

*। After two centuries of continuous labour the most gifted men have succeeded in calculating the mutual effects of three bodies each upon the other, under the simple hypethesis of the law of gravity..." Principles of Science, vol. II., p. 453. সে গণনাও "মোটামুটি" কেননা, gravity ছাড়া অন্য শক্তি কাজ করিলে, ৩এর অধিক দ্রব্য সত্য সত্য থাকিলে (তাত' আছেই). ও হিসাব টিকিবে না। ইতিহাসের যন্ত্রমূর্ত্তি হিসাবে আনিবে কে ?

১ Jovon's "Principles of Science" vol. II.—Theory of Approxmation নামক পরিচ্ছেদটি, বিশেষতঃ "Successive Approximations to Natural Conditions" নামক অধ্যায়াংশ (sub-heading)টি দ্রষ্টব্য। নিউটন দুইটা গ্রহের পরস্পর আকর্ষণ বুঝিতে যাইয়া (১) তাদিকে দুইটা homogenous spheres ধরিয়া লইয়াছিলেন ; সেরূপ না হইলে, তাদের mass সে তাদের centreএ ঘনীভূত এমন মনে করা যায় না ; সুতরাং তাদের পরস্পরের টানের হিসাব নেওয়া যায় না ; (২) তাদিকে spheriod মনে করিয়াও হিসাব করিয়াছিলেন (যেমন পৃথিবী ঠিক ঘনবৃত্ত নয় ; ঘন বৃত্তাভাস)। প্রথম হিসাব চাইতে দ্বিতীয় হিসাব বেশী খাঁটি ; কিন্তু, যেহেতু পৃথিব্যাদি ঠিক spheriod ও নয়, সে দ্বিতীয় হিসাবও মোটামুটি। একেবারে নিখুঁত খাঁটি হিসাব পাইব কোথায় ? আদৌ সত্যকে সত্যভাবে হিসাবের মধ্যে আনা যায় কি ? এ জাতীয় সংশয় বৈজ্ঞানিক সমালোচকেরা নিজেরাই তুলিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের উক্ত পরিচ্ছেদে Jevons চারিশ্রেণীর তুল্যতা (Equality) দেখাইয়াছেন :—(১) Absolute Equality Sub-Equality ; (৩) Apparent Equality ; (৪) Probable Equality. এর প্রথমটি জ্যামিতি প্রভৃতিতে, দ্বিতীয়টি Differential Calculus (যথা, $x = x + dx$, where dx is an infinitively small increment of x) প্রভৃতিতে, তৃতীয়টি জড়বিজ্ঞানে (Physics, Chemistry, Astronomy ইত্যাদিতে ; 'Those magnitudes are prac-

একভাবে একটা জিনিষ ভাবি ও তাহাকে ভাষায় ব্যক্ত করি কেন—এই ছোট কথাটার কৈফিয়ৎ দিতে আমায় আমার সমগ্র সমাজ, সমগ্র ইতিহাস, আমার পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরার সঞ্চিত কর্ম্মভাব-সংস্কার টানিয়া আনিতে হয়। এটাও আবার মোটামুটিভাবে সচরাচর আমি করিয়া থাকি। ভাল করিয়া করিতে হইলে, শ্রুতির বামদেবের মতন অথবা পুরাণাদির জৈগীষব্যের মতন, আমাকে শত শত কল্পের জগতের ইতিবৃত্তটাই স্মরণ করিতে হয়। কেননা, আমাদের এই ভাব ও শব্দটার পিছনে সেই বিপুল, বিরাট্ সত্তাটাই রহিয়াছে। আমি কার্‌বারের হিড়িকে বড়কে বাদ দিয়া ছোটকে নিয়াই কাজ চালাইতে গেলে কি হইবে—ব্যাপারটা আসলে যে বড়ই, ছোট নয়। যোগভাষ্যকার ২ যেমন বলিতেছেন—অকারাদি এক একটা বর্ণের পিছনেই সব বিশ্বসত্তাটা রহিয়াছে, তেমনি আমরাও বলিতে পারি যে, আমাদের যে কোনো একটা ভাব বা কাজের পিছনে এই সারা বিশ্বসত্তাটা, যৌগপদ্য ও পৌর্ব্বাপর্য্য (coexistence and sequence) এই উভয় মূর্ত্তিতেই, রহিয়াছে। আমাদের কারবারি হিসাবে (pragmatic point of view হইতে) এই বিরাট্ বিশ্ববেড়া জালের খানিকটার সঙ্গেই হয়ত ঘনিষ্ঠ ভাবের সম্পর্ক; শক্তিকূটের সেইখানটাতেই আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ হয়; যে কাজটা করিলাম, ভাবি সেটা শুধু এই কারণেই করিলাম, অথবা আমায় করিতে হইল। এই কারণ কূটের এক টুক্‌রা পাইয়াই আমি যেন খুসী। বিজ্ঞানবিৎও কারণ কূটের এক টুক্‌রা হাতে করিতে পারিয়াই ভাবেন—আমার ঘটনাটিকে বোঝা হইল।১ আতাফল কেন মাটিতে পড়ে—এর হিসাব দিতে গিয়া, পৃথিবী ও

যন্ত্রের বিরাট্ মূর্ত্তি; ব্যবহারে সেটা ক্ষুদ্র।

---

tically equal which differ only by an imperceptible quantity."), আর সাধারণতঃ এমন কি বিজ্ঞানেও, আন্দাজী তুল্যতা লইয়াই কারবার চলে ("In reality even apparent equality is rarely to be expected. More commonly experiments will give only *probable equality*, that is results will come so near to each other that the difference may be ascribed to unimportant disturbing causes".—*Ibid* p. 103). "Unimportant" হয়ত সত্য সত্যই নয়—আমাদের তখনকার প্রয়োজনের বা দৃষ্টির "বিচারেই" তুচ্ছ। Edward Carpenter, "Modorn Science" etc. pp. 58-59 দ্রষ্টব্য।

[২] পাতঞ্জলদর্শন, বিভূতিপাদ, ১৭ সূত্রের উপর ভাষ্য—"বর্ণঃ পুনরেকৈকঃ পদাত্মাঃ সর্ব্বাভিধানশক্তিপ্রচিতঃ সহকারিবর্ণান্তর প্রতিযোগিত্বাৎ বৈশ্বরূপ্যমিবাপন্নঃ" ইত্যাদি।

[১] বৈজ্ঞানিক রীতির ন্যূনতা তিন দিক্ দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে—(১) প্রথমতঃ বোঝার জিনিষ, বা ঘটনাটাকে খুব "খাটো" ও "সিধা" করিয়া লওয়া হয় (Method of Approximation,

ও আতাফল এই দুইটা পদার্থ ছাড়া আর সব পদার্থ বিশ্ব হইতে বাতিল করিতে পারিলে, আঁক কষার খুব জুত হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু, আসলে সেটা একটা ফাঁকি দিবার ব্যবস্থা। কারবারে এই ফাঁকি বাজিই চলিতেছে। মাণ্ডূক্য শ্রুতি ব্রহ্মকে—অর্থাৎ গোটাবস্তুটাকে,—অপ্রমেয়, অব্যবহার্য্য বলিয়াছেন। পূরা সত্য অপ্রমেয় ও অব্যবহার্য্য। যেটাকে লইয়া মাপা জোকা চলে, ব্যবহার চলে, সেটাকে - "মায়া" বলিতে, মিথ্যা বলিতে আপত্তি থাকে ত'—নিদেন, ভাঙ্গা চোরা জখমি সত্যত' বলিতে হইবেই। এই জখমি সত্যের গোষ্ঠীই যতসব পঙ্গু সত্য, আর যত সব অন্ধ সত্য।

ইতিহাসে যতটা পারা যায়, পূরা সত্যটিকেই পাইতে হইবে। পৃথিবী ও আতাফলের টানাটানির হিসাব দিতে গিয়া অভিজিৎ নক্ষত্র বা নীহারিকার "আসরে" উপস্থিতি না হয় উপেক্ষাই করিলাম; তাতে, হিসাবে তেমন মারাত্মক

Elimination of Error—এদের যথাসম্ভব ব্যবহার সত্ত্বেও) ; (২) দ্বিতীয়তঃ যে সূত্র (Principles) গুলি আশ্রয় করিয়া বিজ্ঞান অনুমানাদি করেন, সেগুলি ঐকান্তিকভাবে নির্ভরযোগ্য নয়—যতদূর পরীক্ষিত, তার ভিতরে সে সূত্রগুলি টেকসই হইলেও, সমীক্ষা পরীক্ষার বাহিরে যে তারা টেকসই হইবেই, ইহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না ; (৩) অনুমান ঠিক হইলেও, তার "যাচাই" (verification) সর্ব্বতোভাবে সম্ভবপর নয় ; কেননা, কোনো দুইটী দ্রব্য বা ঘটনা একেবারে তুল্য নয়, "বাদসাদ দিয়া" তুল্য, অবিদ্যাপূর্ব্বক তুল্য। এ সবের আলোচনা আমরা করিব না। "প্রমাণ তত্ত্ব" নামক খণ্ডে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। Javons পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে (vol. II., p. 429) বলিতেছেন—"Those so called laws of nature are uniformities observed to exist in the action of certain material agents (তাও অনেক "বাদ সাদ" দেবার পর), but it is logically impossible to show that all other agents must behave as these do. The too exclusive study of particular branches of physical science seems in some cases to generate an overconfident and dogmatic spirit. Rejoicing in the success with which a few groups of facts are brought beneath the apparent sway of laws, the investigator hastily assumes that he is close upon the ultimate springs of things." 430 পৃষ্ঠায় বলিতেছেন—"I demur to the assumption that there is any necessary truth even in such fundamental laws of nature as the Indestructibility of Matter (পরে পরিত্যক্ত হইয়াছে), the Conservation of Force (এও এখন পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে), or the Laws of Motion (এখানেও ভিত্তি ঢুলিয়াছে)। ইতিহাসেও (ইভোলিউসন্ থিওরি, এবং তার নানান্ "কল্পসূত্র") রকমেরও কোনও সত্যধারা আমরা ধরিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। ভাষার মিল দেখিয়া রক্তের মিল কল্পনা করার 'ফ্যাসন" কিছুকাল চলিয়াছিল; এখন, শরীর গঠনের মিল দেখিয়া রক্তের মিল প্রভৃতি অনুমান চলিতেছে ; কিন্তু জীবদেহে কতকগুলি রহস্য গ্ল্যাণ্ড এবং তাদের ক্রিয়ার আবিষ্ক্রিয়ার ফলে, এবং অপরাপর কারণে, সে অনুমানের ভিত্তিও দমিতেছে। পরে আলোচনা করিয়াছি। ভাব বিশ্বাসের "উত্তমর্ণ অধমর্ণ" থিওরিও "ধোপে টিকিতেছে" না।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ভুল হবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, মানুষের কোনো একটা বড়গোছের ভাব বা চেষ্টা, ইতিহাসের কোনো একটা বড় ঘটনা বা ঘটনাস্রোতের মোড় ফিরিয়া যাওয়া—অনেক ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্নিকট, প্রতীয়মান বর্ত্তমান অবস্থা (immediate, apparent and existing conditions) দ্বারাই বোঝা যায় না; এমন কি, তাদের শিকড়গুলি, স্পষ্টভাবে ও নিকট ভাবে উপস্থিতের মধ্যে হয়ত তেমন ধারা দেওয়া নাই-ই। অস্পষ্ট, সুদূর, অপ্রতীতের মধ্যে তাদের মূল খোঁজার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে হয়ত, অভিজিৎ তারা বা নীহারিকাই "আতাফল"টাকে ফেলিয়া দিয়াছে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ তেমন কিছু করে নাই। আমি কেন একটা কাজ করিলাম, তার কৈফিয়ৎ থাকিলে থাকিতে পারে কতকগুলি সহস্রকোটি যোজন-দূরবর্ত্তী গ্রহনক্ষত্রের যোগাযোগের ভিতরে; অথবা, বহু বহু জন্ম পূর্ব্বে কোন্ অবস্থায় আমি কি করিয়াছিলাম, তার সঙ্গেই আমার এখনকার কাজের হয়ত আসল যোগটি রহিয়াছে,—তখন সেটা করিয়াছিলাম বলিয়াই হয়ত এখন এটা করিতেছি বা ভাবিতেছি।

উপস্থিত ও গোচর দ্বারাই কার্য্য কারণ শৃঙ্খলাটি বুঝিতে পারা যায় না।

মনোবিজ্ঞান মগজ, মেরুদণ্ড, স্নায়ু লইয়া ভাবের ও কাজের ব্যাখ্যা দিতেছে; ফলিত জ্যোতিষ ও জন্মান্তর বাদ এখনও "অতিপ্রাকৃত" বলিয়া তার আমোলে আসে নাই। কিন্তু প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের মাঝখানে দড়ি ধরিয়া স্থাণু হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে চিররিন কে? উনবিংশ শতাব্দীর দড়ি বিংশ শতাব্দী

---

১ পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহনক্ষত্রাদি মিলিয়া যে একটা বিরাট্ শক্তিযন্ত্র (Stress-system) নিয়ত সজীব রাখিয়াছে—সে পক্ষে বৈজ্ঞানিকের একটুখানিও সন্দেহ নাই'। দুইটা জড় পদার্থের gravitation এর টান বড় বেশী নয়। Encyclo Brit., Gravitation সম্বন্ধে প্রবন্ধে গণনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, "two masses, each weighing 4,15,000 tons, and placed a mile apart, would exer ou each other on attractive force—one pound." জ্যোতিষ্কগুলি পরস্পর এত তফাতে রহিয়াছে যে, তাদের আয়তন বড় হইলেও, তাদের পরস্পরের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত সামান্যই। কিন্তু, gravitation ছাড়া তাড়িতচৌম্বুকাদি অপরাপর শক্তিসম্বন্ধেও এরা নিবিড় ও নিয়তভাবে সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। দুই গ্র্যাম জড়বস্তু (ধরা যাক, জলবিন্দু) এক সেণ্টিমিটার তফাতে রহিলে, তাদের gravitation নগন্য বলিলেই হয়; কিন্তু দুই গ্র্যাম ইলেক্‌ট্রিসিটি অতটুকু ব্যবধানে রহিলে, তাদের পরস্পরের টান লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী। অবশ্য, gravity, তাড়িত আলোক প্রভৃতি শক্তিবপুঃগুলি পরস্পর জ্ঞাতি; ফ্যারাডে তাড়িত ও আলোকের জ্ঞাতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলেন (পরে, ক্লার্কম্যাক্‌সওয়েল সবিশেষভাবে), কিন্তু gravity এবং তাড়িতের জ্ঞাতিত্ব (তাঁর প্রবল বিশ্বাস সত্ত্বেও) কার্য্যতঃ দেখাইতে সমর্থ হন নাই। পরে অবশ্য, ম্যাটারের Electro-magnetic constitution স্বীকারের ফলে,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে। দড়িধরার ভার যার উপর, তার নাম প্রমাণ বা প্রমা। কিন্তু প্রমার কোনই শাশ্বতী তনু এ পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারিল না; এবং প্রমাকে কোন এক সুস্থির অচলায়তনে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতেও কেহ কস্মিন্‌কালে পারে নাই। বিজ্ঞানে প্রমার চা'লচলন ও চেহারা—দুই-ই বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। কা'ল ভাব সঞ্চালন (thought transference), হিপ্‌নটিজম্‌ এবং অনুরূপ আত্মিক ব্যাপার ও শক্তিগুলিতে "শিষ্ট ও ভদ্র" লোকেরা আস্থা রাখিতে কুণ্ঠিত হইতেন; এখন প্রমাণ, লক্ষণেও প্রয়োগে, এত খাঁটি ও বড় হইয়া হাজির হইয়াছে যে, ক্বচিৎ প্রেতলোক সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ একটু আধটু থাকিলেও, ঐ সব "রহস্যে" অনাস্থা দেখাইতে দুঃসাহস কোনো খবরদার ব্যক্তিই সম্ভবতঃ করেন না। আমার মগজের ভিতর একটা ভাব কেমন করিয়া ঢুকিল—এর হেতু দেখাইতে এখন বৈজ্ঞানিকেরা

বৈজ্ঞানিকের পক্ষে জ্ঞাতিত্বের ধারণা দৃঢ় হইয়া আসিতেছে। আইনষ্টাইন সম্প্রতি আরও অগ্রসর হইয়াছেন। ফল কথা. গ্রহনক্ষত্রাদির সংস্থানের ও গতির সঙ্গে পার্থিব তাড়িত ও চৌম্বক শক্তিবিন্যাসের সম্পর্ক অবহেলা করার নয়। পার্থিব তাড়িত-চৌম্বকশক্তিকূটের সঙ্গে মানুষ প্রভৃতির সম্পর্ক অনেক দিন আগে Tyndall প্রভৃতি মানিয়া গিয়াছিলেন—"Doubtless, though in an immensely feebler degree, every erect marble statue is a true diamagnet, with its head a north pole and its feet a south pole. The same is certainly true of man as he stands upon the earth's surface, for all the tissues of the human body are diamagnetic."—"Philosophical Transactions," vol. cxlvi, p. 249. আমাদের হিসাবের দৌড় সামান্য, তাই আমরা অতিসূক্ষ্ম বা অত্যল্প ক্রিয়া বা অভিব্যক্তিগুলি ধরিতে পারি না। পরীক্ষার সম্প্রসারণে (যেমন, প্রাণীদের বেলায় crescograph প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু করিয়াছেন) সে গুলিও ক্রমশঃ ধরিতে পারা যাইতে পারে।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, কোনো বস্তু বা বস্তুপুঞ্জের উপর শক্তিকূটের (যেমন দূরবর্ত্তী গ্রহনক্ষত্রাদির) ক্রিয়া আমাদের কোনো এক রকম কার্‌বারি হিসাবে খুব সামান্য হইলেও, সেটা (একক অথবা সংঘাতে—singly or by summation) গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে। ইতিহাসে দেখিতে পাই, দুইজন ক্যাবিনেট্‌-মন্ত্রীর পরস্পর ঈর্ষা বা বিবাদ, কোনো একজন রাজদূত (ambassador)এর কোনো এক সন্ধ্যায় খানা ভাল হজম না হওয়া (an ambassador's dinner not suiting him one evening)—এই রকম ধারা অতি তুচ্ছ এক একটা ঘটনা হইতে অতি গুরুতর যুদ্ধবিগ্রহাদি বাধিয়া গিয়া পৃথিবীর ম্যাপটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। এখন, দুইজন মন্ত্রীর বা রাজপুরুষের ঝগড়া তাঁদেয় মগজের অতি সামান্য স্নায়বিক উত্তেজনার ফল; সে উত্তেজনাটুকু সৃষ্টি হইয়াছে হয়ত এমন একটা শক্তিসম্পাতে, যেটাকে পরীক্ষাগারে গ্যালভানোমিটার, এমন কি, ক্রেস্‌কোগ্রাফে মাপিলে, অতি নগণ্যই প্রতিপন্ন হইবে (প্রকৃত প্রস্তাবে, আমাদের বড় বড় কাজকর্ম্মের গোড়ায় যে উত্তেজনা—stimulus—টুকু দেখা দেয়—the impetus which sets the whole organism acting—সেটা, মাপাজোকায়,অতি সামান্য; দৃষ্টান্ত হামেসাই মিলিতেছে)। বটকণিকা ক্ষুদ্র হইলেও তার অভিব্যক্তি

পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে অস্পষ্ট ভাবেঙ্গিত (Unconscious Suggestion) কেও তলব করিয়া আনিতেছেন; তারহীন রেডিও মেসেজের দৃষ্টান্তে, একটা মগজ হইতে আর একটা মগজে নিমেষে সহস্র যোজন লম্বী ভাবেঙ্গিত (তা আবার সব সময় স্পষ্ট বা ব্যক্তও নয়) তরঙ্গের বিকিরণ ও উদ্দীপনা মানিতেছেন। রেডিওএর মতন এ আত্মিক রহস্যও কম বিস্ময়প্রদ নয়। জন্মান্তর সম্বন্ধে, প্রেতপুরুষাদি সম্বন্ধে "ইস্যুগুলি" এখনও বিচারাধীন; তবে মানিয়া লওয়ার দিকেই বিচারের তুলাদণ্ড যেন ক্রমেই ঝুঁকিতেছে। সুতরাং, আমার এ জীবনের কোনও একটা কাজ বা চিন্তা বহু জন্ম পূর্ব্বেকার কোনও হেতু দিয়া বুঝিতে চাইলে, আমরা এখন আর তেমন "আকাট" মধ্যযুগের "জের" রূপে নিজেদের প্রতিপন্ন করিতেছি না। বিপ্রকৃষ্ট, ব্যবহিত, অপ্রতীতের মাঝখানেই অনেক সময় আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সূত্রগুচ্ছও ন্যস্ত রহিয়াছে; আমাদের সন্নিকট, চারিধারের সুস্পষ্ট জায়গাগুলিতে সে সূত্রগুচ্ছের একটিও, অনেক সময় আমরা খুজিয়া পাই না। ঠিক এইরূপ—ইতিহাসের কোনো বড় ঘটনার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মর্ম্ম খুলিয়া দেখিবার "চাবিকাটি," অনেক সময়, আমাদের সাম্‌নে স্পষ্ট আলোকের মাঝখানেই পড়িয়া থাকে না।[1]

ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় অতি প্রাকৃত

সামান্য নয়; একটা মাইক্রোব খুব ছোট হইলেও তার কাজ তুচ্ছ নয়; একটা উত্তেজনা, আমাদের কার্‌বারি মাপে, নগণ্য হইলেও, তার "ফল" বিরাট্ হইতে পারে, এবং "যন্ত্র" যদি জীবন্ত ও চেতন হয়ত, স্পষ্টতই বিরাট্ হইয়া থাকে। এ কথাটার আর বিস্তার অনাবশ্যক। এখন, গ্রহনক্ষত্রের সংস্থানবিশেষ বা গতিবিশেষ যে কেমন করিয়া "সামান্য" শক্তিসম্পাত করিয়াও পার্থিব যন্ত্রে (বিশেষতঃ সজীব ও চেতনযন্ত্রগুলিতে) অতি গুরুতর ফল উৎপাদন করিতে পারে—তা আমরা বুঝিলাম। অসম্ভাব্য কিছুই নাই, বরং সম্ভাবনাই রহিয়াছে। Solar spots প্রভৃতির সঙ্গে পৃথিবীর পৃষ্ঠে magnetic storm প্রভৃতির, চন্দ্রের কলার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে tides এবং অপরাপর পার্থিব বড় বড় ঘটনার সম্বন্ধ আমরা এখনই জানি; প্রাণীদের "দৈহিক" প্রতিক্রিয়াও স্বীকার করি। মানসিক প্রতিক্রিয়া স্বীকার করার পক্ষেও যুক্তি রহিয়াছে। মানসিক প্রতিক্রিয়া ছোট বড়, সঙ্কীর্ণ ব্যাপক দুইই হইতে পারে। এক কথায়, উত্তেজনাবিশেষ জড়ের হিসাবে (physically) খুব সামান্য হইলেও, প্রাণ, আত্মা, সমাজ, ইতিহাস—এ সবের দিক্ দিয়া বড়ই হইতে পারে—that is, productive of substantial results.

[1] Dr. Frazer, "Golden Bough," ii. 208—"Now Mars was originally not a god of war, but of vegetation. For it was to Mars that the Roman husbandman prayed for the prosperity of his corn and vines, his fruit-trees and his copses; the fact that the vernal month of March was dedicated to Mars seems to point him out as the deity of the sprouting vegetation. Thus

মনোবিজ্ঞানে আমাদের "কারবারি" আমি (Empirical or Pragmatic Self) টাকেই পূরা "আমি" ভাবার দিন চলিয়া যাইতেছে। স্পষ্টতঃ আমি নিজেকে ইচ্ছাদিরূপে যতটুকু জানিতেছি, ততটুকু লইয়াই আমার ষোলকলা পূর্ণ হয় না। "আমি" বলিতে যে ক্রীড়াশীল সত্তা (Engery Substance) টি বোঝান, উচিত, তার অল্প একটুকুই ব্যবহারতঃ আমার আমিত্ব বলিয়া, আমার নিজের কাছে ও পরের কাছে, পরিচিত। এই এতটুকুই "ভবের হাটে" আমি সাম্‌নে সাজাইয়া লইয়া বসি। পেছনে গুদাম ঘরে বেশীরভাগ "মালই" বোঝাই থাকে। আমার কারবারি চেতনা (Empirical Consciousness এর) আলো সে গুদামকক্ষে সহসা লব্ধপ্রবেশ হয় না। আমার দোকানের এমনি বন্দোবস্ত যে, আবশ্যকমত মাল (সহজ সংস্কারাদিরূপে) আপ্‌না হইতেই বাহিরের বিপণিতে (Stall এ) আসিয়া হাজির হয়; আমাকে মানস প্রদীপ হাতে করিয়া সে গুপ্ত প্রকোষ্ঠে মজুদি মাল তল্লাস করিয়া বেড়াইতে হয় না। এটা আমার ভিতরে স্বভাবেরই বন্দোবস্ত। এই অফুরন্ত

---

the Roman custom of expelling the old Mars at the beginning of the New year in spring is identical with the Slavonic custom of carrying out Death." (অতীত বর্ষের শস্যসম্ভারের প্রেতাত্মা—extinct spirit of vegetation—কে তাড়াইতে "যজ্ঞ") · " পণ্ডিতেরা অনেকে শ্লাভ্‌দের এবং প্রাচীন রোমকের ঐ যজ্ঞের ঐ "অপদেবতাটিকে" মৃত শস্যসম্ভারের প্রেতাত্মা মনে না করিয়া, অতীত বর্ষেরই প্রেতাত্মা মনে করিয়াছেন। এতে ডাঃ ফ্রেজারের, ডাং ফাউলার প্রভৃতি কারো কারো মত নাই ; "বর্ষ" একটা "abstract idea", কাজেই আদিমকালে তেমন ধারণা ছিল না—"the personification of a period of time is too abstract an idea to be primitive". বর্ত্তমান কালে পশ্চিমদেশে বর্ষের শেষদিনে পুরাতন ও নূতনের সন্ধিক্ষণে পুরাতনকে "ring out" এবং নূতনকে "ring in" করার প্রথা চলিতেছে। এ প্রথার মূল খুঁজিতে আমাদের বহু প্রচীনকালে যাইতে হয়। প্রথার বংশ খুব প্রাচীন—শুধু এইটুকু দেখিলেই হইল না। তাতে এইটুকু মাত্র প্রতিপন্ন হইল যে, মানুষের মন গোড়া হইতে এখন পর্য্যন্ত (এখন হয়ত' কতকটা গতানুগতিকভাবে) কতকগুলি বাঁধা ধরণে ভাবনা চিন্তা করিয়াছে, কাজেই মানুষের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ধরণ দেশে দেশে ও যুগে যুগে অনেকটা মিলিয়া গিয়াছে। তখনকার অনুষ্ঠান ("যজ্ঞ") এর মর্ম্ম বা রহস্য কেবলমাত্র "sympathetic magic" প্রভৃতি কতিপয় ফর্মুলার সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিলেও ঠিক বোঝা হইবে না। ম্যাজিক এক প্রকার "Primitive Science"—এ জাব্‌দা কথারও বিশেষ কোনো দাম নাই। এ সবের মূলে সত্য নাই—এরকম বিশ্বাস না লইয়া, বরং সত্য রহস্য আছে—এই রকমের বিশ্বাস (presumption) লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। আলোচনায় ও পরীক্ষায় সত্যরহস্য আবিষ্কৃত না হইলে, তখন সে presumption পরিহার করা যাইতে পারে। আইনের বিচারে যেমন ধারা নির্দ্দোষ ধরিয়া লইয়াই পরীক্ষা হয়, অনেকটা তেমনি ধারা। কারণ, মনে রাখিতে হইবে যে, মানবসমাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া কোনো একটা অর্থহীন মিথ্যাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে না ; থাকিলে তার চলে না। শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণে (৪র্থ স্কন্ধ, ১৪ প্রভৃতি অধ্যায়ে) বেণ ও পৃথুরাজার উপাখ্যান আছে। বেণ ও পৃথু ঋগ্‌বেদাদি সংহিতাতেও দেখা

"মজুদি মাল"কে আবার অব্যক্ত চৈতন্যভূমি (Subliminal or Subconcious Self) নামে অনেকে অভিহিত করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিৎ উইলিয়াম জেমস্ তাঁর Psychologyতে এই Unconscious বা Subconscious না মানার পক্ষে প্রভূত যুক্তি উপন্যাস করিয়াছেন; কিন্তু তাঁকে একটা মজার জিনিষ মানিতে হইয়াছিল, সেটার নাম দিয়াছিলেন তিনি—Ejective Consciousness. "Ejective" কথাটার মানে "ব্যাবর্ত্তক" বা ইতর-ব্যাবর্ত্তক। এখন, এটা দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, এক আমার ভিতরেই চৈতন্যের একাধিক প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। এক প্রকোষ্ঠের চৈতন্য অন্য প্রকোষ্ঠের চৈতন্যের

দিয়াছেন। বেণ সাধারণতঃ বিশেষণরূপে—রমণীয় বা কমনীয় অর্থে সেখানে আমরা পাই। বেণের অত্যাচারে ধরিত্রী অধর্ম্ম-প্রপীড়িত হইয়াছিল। পরে পৃথুর অধিকারে প্রজারা খাদ্যশূন্য হইলে পৃথু গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন (পৃথিবীকে কর্ষণ করিয়াছিলেন)। এ উপাখ্যানের ভিতরে মানুষের ইতিহাসের pre-agriculture period এবং agricultural periodএর একটা আভাষ থাকা অসম্ভব নয়। আমরা স্থানান্তরে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। যে কৃষিজীবনের আগে "রাখালী জীবন" ও "ভবঘুরে জীবন" কাল্চারের নীচের ধাপ হইবেই, এমন কথা নাই। পণ্ডিতেরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আর্য্যেরা গ্রীস প্রভৃতি দেশে প্রথমে আসিবার কালে "লিপি" ব্যবহার করিতেন না; সে সে দেশের আদিম বাসিন্দারা হয়ত লিপি ব্যবহার করিত, কিন্তু আর্য্যেরা তাদের কাছ হইতে সে বিদ্যা সরাসরি লন নাই। পরে ফিণীসিয়দের কাছ হইতে লিপিশিক্ষা করিয়াছিলেন (ভারতের মূল ব্রাহ্মীলিপিরও মূল নাকি ওখানে)।

কিন্তু, লিপি ছিল না বলিয়া বড় একটা সভ্যতা তাঁদের ছিল না—এমন অনুমান করিতে যাওয়া হঠকারিতা হইবে। লিপি ব্যবহারের সঙ্গে (কারো কারো মতে) "civilization" এর সম্বন্ধ থাকিলেও, সভ্যতার নিয়ত সম্বন্ধ নাই। বরং, অন্যভাবে দেখিলে, লিপি ব্যবহার মানুষের ধীশক্তির কতকট ন্যূনতা বা কার্পণ্য সূচনা করে; যাঁদের "ধ্যানে" ও স্মৃতিতে বিদ্যা রহিয়াছে বা থাকিতে পারে, তাঁদের পক্ষে লিপিব্যবহার অনাবশ্যক। বিদ্যার শব্দমূর্ত্তি বা বাণী যদি আবার ছন্দোবদ্ধ হয় (সঙ্গীতের রাগাদির মত ধ্বনি ও স্বর সম্বলিত হয়; বেদ মন্ত্রাদি প্রায়ই সেরূপই ছিল), তবে ধ্বনিবিশিষ্ট বাণীগুলি (উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত) লিপিতে বাঁধা না থাকারই কথ— সম্প্রদায়ক্রমে "শিক্ষা" নামক শাস্ত্রের উপদেশানুসারে সেই শব্দরাশি তাদের মৌলিক ধ্বনি, ছন্দঃ প্রভৃতি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই চলিয়া আসিতে চায়। অপরাবিদ্যাগুলির বাহুল্য ও জটিলতা হইলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে, বিদ্বানের মেধা ও তপস্যার হানি হইলে, লিপির আবশ্যকতা ঘটিয়া থাকে। প্রজাপতির ধ্যানে নিখিল বেদ শব্দ অবিকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল (সেগুলি সৃষ্টিসমর্থ শব্দরাশি)—সনক সনন্দাদি তাঁর মানসপুত্রেরা নিজেদের মেধা দ্বারাই সেই শব্দরাশি ধারণ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন—পরবর্ত্তী বেদবিদেরাও যথাসম্ভব সে যত্ন করিয়াছিলেন—এখন মেধায় কুলায় না বলিয়াই "পুঁথির" আবশ্যক হইয়াছে। এই হইল আস্তিকদের পক্ষ। সত্য হইলে, লিপি ব্যবহার আদিম মেধার সঙ্কোচই সূচনা করিয়াছে। ধ্বনি সম্বন্ধে সম্প্রদায় প্রবাহ যে এখন পর্য্যন্ত কতটা অবিকলভাবে চলিয়া আসিতেছে তা G. S. Khare "A stanza from Panini's Sikśá" নামক প্রবন্ধে (Bhandarkar Com. vol. P. 439) আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি তৈত্তিরীয় সংহিতায় প্রথম মন্ত্র (ইষেত্বোর্জ্জেত্বা ইত্যাদি) ঠিক শিক্ষা পদ্ধতিক্রমে উচ্চারণ করাইয়া তার স্বরলিপি করিয়াছিলেন। তাঁর আলোচনার উপসংহারে বলিতেছেন,

তেমন তোয়াক্কা রাখে না। যেন কতটা নিরপেক্ষ, স্বাধীন অধিকার ও ব্যবহার প্রত্যেকের। এখনকার দিনে, মানসিক ব্যাপারের সঙ্গে স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়াগুলির সম্পর্ক উড়াইয়া দেবার চেষ্টা করা বৃথা। আমরা যেটাকে কার্‌বারি চৈতন্য বলিয়া, "আমি" বলিয়া জানিতেছি ও অভিমান করিতেছি, সেটার সঙ্গে মগজের কেন্দ্রগুচ্ছেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ; অর্থাৎ, মগজের কেন্দ্রগুলির ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বেদনা ইচ্ছা প্রযত্নাদি ব্যক্ত ও স্ফুট মানসিক ব্যাপারগুলি চলিয়া থাকে। কিন্তু মগজটা (cerebrum) ই আমার পূরা স্নায়ু যন্ত্র নয়, এমন কি, মোটে না হইলে চলে না এমন যন্ত্রও নয়।(১) মগজের নীচে এবং বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের (Spinal Cord এর) অভ্যন্তরেও বহু

"As the text of the Vedas has come down to us almost in its pristine purity, so also has the mode of chanting them, there being an undisturbed and unbroken continuity of tradition in the matter". বর্ত্তমান সভ্যতাটিকেই আদর্শ ধরিয়া, সমালোচকেরা কৃষিবিদ্যা, লিপি ব্যবহার, শ্রমলাঘব যন্ত্রব্যবহার, মুদ্রা ব্যবহার—ইত্যাদিকে এক একটা "যুগপ্রবর্ত্তক" ভাবিয়াছেন। কিন্তু তলাইয়া দেখা আবশ্যক হইয়াছে। পাশ্চাত্যমতের সার J. L. Myres এর "Dawn of History" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

১। চিত্ত প্রভৃতি অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলিকে আমরা "সৃষ্টিতত্ত্বে" কিছু কিছু এবং সবিশেষভাবে "আত্মতত্ত্বে" বুঝিতে চেষ্টা করিব। Sir Oliver Lodge Professor Haeckel এর "The confession of Faith of a man of Science" গ্রন্থের সমালোচনা ও প্রতিবাদরূপ 'Life and Matter" নামক গ্রন্থে লেখেন। সেই গ্রন্থের (তৃতীয় সংস্করণ) ১১৬ পৃঃ তিনি লিখিতেছেন—"Those who think that reality is limited to its terrestrial manifestation doubtless have a philosophy of their own, to which they are entitled and to which at any rate they are welcome; but if they set up to teach others that monism signifies a limitation of mind to the potentialities of matter as at present known; if they teach a pantheism which identifies god with nature in this narrow sense; if they hold that mind and what they call matter are so intimately connected that no *transcendence* is possible; that without the cerebral hemispheres consciousness and intelligence and emotion and love, and all the higher attributes towards which humanity is slowly advancing, would cease to be; that the term 'soul' signifies a sum of plasma movements in the ganglion cells'; and that the term 'God' is limited to the operation of a known evolutionary process, and can be represented as 'the infinite sum of all natural' forces, the sum of all atomic forces and all other vibrations to quote Professor Haeckel (*Confession of Faith*, p.73); then such philosophers must be content with an audience of uneducated persons, or, if writing as men of science, must hold themselves liable to be opposed by other men of science"......... এ প্রসঙ্গে আত্মার অন্নময়াদি কোষের কথা, ছান্দোগ্য উপনিষদের ত্রিবৃৎকরণ (ষষ্ঠ প্রপাঠক—শ্বেতকেতু আরুণি সমাচার) ইত্যাদি চিন্তনীয়।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ব্যবহারিক আমি 'এবং গোটা আমি।'

স্নায়ুকেন্দ্র (Nerve Centres or Ganglia) রহিয়াছে। শুধু শরীর যন্ত্রটা চালাইবার জন্য নয়, আমাদের মানসিক জীবন যাত্রাটিকে সরল ও সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য, এ সকল নিম্ন থাকের ("lower") কেন্দ্রগুলারও, স্ব স্ব অধিকারে অবিচ্যুত রহিয়া, মগজী চৈতন্যের (cerebral consciousness এর) সহকারিতা করার প্রয়োজন আছে। মগজী চৈতন্যের অধিকার আলাদা; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মেরুদণ্ডী চৈতন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে, এমন কি তাদের বিষয়কে নিজের জ্ঞানে টানিয়া লইতে, সে অক্ষম। মেরুদণ্ডী চৈতন্যেরও অধিকার আলাদা। এই হিসাবে তারা অন্যোন্য ব্যাবর্ত্তক। দুইটা আলাদা "আমিই" যেন মগজ ও মেরুদণ্ডে নিজ নিজ অধিকার পাতিয়া বিরাজ করিতেছে। আলাদা হইলেও, প্রকৃতির বন্দোবস্তে তাদের ব্যাপার (functions) পরস্পরের উপকারক (coordinated)। প্রকৃতি-নিষ্ঠ এই সামঞ্জস্য না থাকিলে দুই "আমিতে" গোল পাকাইয়া আমাকে "জরাসন্ধ বধ" করিয়া ফেলিত। এই মতে দেহরথে, একজন নয়, অন্ততঃ দুইজন রথী, ভাগাভাগি করিয়া রথ চালাইতেছেন। অধ্যাপক ল্যাড মেরুদণ্ডের কেন্দ্রগুলাকে বংশসংস্কারের কেন্দ্র বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, চৈতন্যের নানান্ প্রকোষ্ঠ এবং "আমির" একাধিক স্বীকার করা বিজ্ঞানে চলিতে বসিয়াছে।১

১। "Conventional thought and conventional habits form, therefore, the primary obstacles to the speedy evolution of human progress, in society as well as in knowledge. And if we could only remove the beam of conventional thinking from our eye, we would at once see clearly and justly into the realm of the mysterious subconscious and hyperconscious self. …………With the advent of radium, X-ray, wireless telegraphy, and telephony, new problems have been created to which new solutions have had to be found. With the coming of psycho-therapy and psycho-analysis—which have laid bare the soul of man, to himself and to others—new problems, also, have developed; new faculties have been found in activity. Within himself, man—the microcosm—has the potentialities of a universe : his will, his thoughts, his "radiations," his presentiments, his visions. Man : body, soul and spirit. A carnal self, a mental self, an unconscious and a superconscious self. A higher self and a beastly-brutal self. Man's consciousness is the go between that links the higher and the lower realms of his own universe. In the life of the poet, the artist, the

মানুষের ব্যক্তিত্বের জটিলতা।

তারপর আবার নূতন মনোবিজ্ঞানে "মিডিয়াম" লইয়া যে সকল পরীক্ষাদি চলিতেছে, তার ফলে এটা আমরা ক্রমশঃ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, মানুষের Ego বা Personality একটাই নয়। এক লিওনির ভিতরেই লিওনি নম্বর এক, এবং লিওনি নং দুই বা তিন থাকিতে পারে, এবং অবস্থাবিশেষে নিজেদিগকে আলাদা আলাদা (ejective) করিয়াই জাহির করিতে পারে। তখন লিওনি নং ১ যা করিল বা জানিল, লিওনি নং ২ তার কিছুই জানিতে পারিল না। ১ একই দেহের মধ্যে যেন একাধিক "ব্যক্তি" বা অহন্তা বিভিন্ন এলাকায় অধিকার সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে। আমাদের সকলের ভিতরেই হয়ত এইরূপ বহু "ব্যক্তি" বাস করিতেছেন। তবে আটপৌরে জীবনে একজনই মুখ্য হইয়া রহিয়াছেন;

---

mystic, consciousness of the higher, super-normal activities is of daily occurrence. Not so, however, with the materialist; for his mind is too engrossed with material concepts: dollars and cents and power and possession. They obscure his consciousness of the higher, the better, the truer things of life."—W. De Kollor Translator's Note on Emile Boirac's "Psychology of the Future (L' Avenir des sciences Phychiques).

পুনশ্চ—উক্ত গ্রন্থকারের "Our Hidden Forces" ("La Phychologic inconnue") নামক গ্রন্থের "Thought: The Hidden Force" নামক পরিচ্ছেদটি পঠিতব্য। তিনি উক্ত পরিচ্ছেদে "Elementary or Fragmentary Cryptopsychism" এবং "Synthetic or Organised Cryptopsychism" এই দুই রকম করিয়া আমাদের মানসিক জীবনের অস্ফুট ভূমি, রহস্যক্ষেত্রটি দেখাইয়াছেন।

১। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার ("Our Hidden Forces," p, 59) Somnambulism, Hysteria ইত্যাদির উদাহরণ দিয়া লিখিতেছেন:—"The foregoing facts belonged to what we have called Elementary or Fragmentary Cryptopsychism. That is to say, they compose, as it were, small subjacent islands to the series of conscious phenomena of which the personality of every day is composed. It can also be that, under certain ill-defined circumstances, other facts of this nature conglomerate, so as to form succession of veritable continents. In this manner they, then, present the aspec of secondary personalities, of a more or less permanent order, and co-existing w th the principal personality. They belong to what we have called Synthetic or rganized Cryptopsychism. Automatic writing is the method wherely we will b able experimentally to produce this transformation." Quoting again Dr. Pierre net: Having noted the surprising intelligence of the secondary personality which was manifested in the automatic writing of L—, I opened, one day, the follow ng conversation. while her normal self was engaged in talking to some one else. "Do you hear me?" I asked. Writing, she

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

অন্যেরা "গা ঢাকা" দিয়া রহিয়াছেন ; তাঁরা অব্যক্ত। কিন্তু অব্যক্ত হইলেও জীবন-ধারাটিতে নিজের নিজের স্রোত মিশাইয়া সেটাকে পরিপুষ্ট ও উপচিত করিয়া দিতেছেন। সাধারণতঃ জীবন-রাষ্ট্রের ব্যাপারে আমার চলিত "আমি"টাই হইল সভাপতি বা প্রেসিডেণ্ট ; কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভা (cabinet) রহিয়াছে। সপারিষদ প্রেসিডেণ্ট গভর্ণমেণ্ট চালাইতেছেন ; কিন্তু তাঁর নামাঙ্কিত শীলমোহরেই সব কাজ চলিতেছে। একভাবে দেখিলে, এই আমাদের ঘরওয়া প্রেসিডেণ্ট হইতেছেন—ইন্দ্র ; আর তাঁর শাসন-পরিষৎ হইতেছেন—আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণাদি দেবতারা।

সমষ্টিমন বা সামাজিক মনের ব্যাপারই ইতিহাস। কোনো একটা ব্যষ্টি মন (Individual mind) যখন তার কার্‌বারি চল্‌তি "আমি"টা লইয়াই নয়, এ কথা ভাবিলে চলিবে না যে, ইতিহাস কেবল মাত্র আমাদের সকলের চল্‌তি মনের সঙ্ঘাতে, ব্যক্ত ইচ্ছা বেদনাদির ঘাত প্রতিঘাতেই, অভিব্যক্ত হইতেছে। কৈসার উইলিয়াম, জার নিকোলাস, সার এড্‌ওয়ার্ড গ্রে, মঁসিয়ে ক্লেমাসো—এই রকম দুই চার জন রাজনৈতিক খেলোয়াড়ের দাবার চালে ইউরোপে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল—একথাটা খুব আংশিক ভাবেই সত্য। বড় বড় খেলোয়াড়দের কথা ছাড়া, আমাদের মতন সাধারণ জীবের নিত্য নৈমিত্তিক অভাব, বেদনা ও প্রবৃত্তি—এ সকলের যোগফল করিয়াও আমরা বর্ত্তমান যুগের এই কুরুক্ষেত্রের হেতু পূরাপূরি ভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারিব না। এই সকল ব্যক্ত ভাবপ্রবৃত্তিগুলির সঙ্ঘাত ফল

ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় রহস্যোপাদান।

---

replied "No". "Since you answer, then you hear me ?" "Yes, absolutely," she wrote automatically. "Well, then how do you do it ?" "I do not know". "There must be some one who hears me and listens ?" "Yes." "Who is it ?" "Other than Lucy." "Ah ! It is another person. Do you want us to give her a name ?" "No." "Yes ! It will be easier." "Well, it is Adrienne." ' Then Adrieune, do you hear me ?" ' Yes !" Now, baptized, the subconscious personality is clearer, more defined and distinct in its psychological characteristics. It shows especially that it has knowledge of these sensations, neglected by the primary or conscious ordinary personality of every day. It is he who exclaims when the arm, hand, or finger is being pricked or pinched while the other personality has long lost every tactile sensation. One of the first characteristics manifested by this secondary self is a marked preference for certain people. Adrienne, for instance, who is well disposed towards Dr. Janet, does not take the trouble to converse with any or every one".

(resultant) বলিলেই ইহার বিবৃতি দেওয়া হইল না। শুধু এ কুরুক্ষেত্র কেন, কোনো বড় ঐতিহাসিক ঘটনাই শুধু ব্যক্ত, প্রতীয়মান শক্তিপুঞ্জের দ্বারাই পূরাপূরি ভাবে, সত্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।১ সকল সত্য ব্যাখ্যাই একটা গভীর রহস্য ভূমিতে (deeper mystic elementএ) যাইয়া পৌছিবে ; সে রহস্যোপাদানটি আমাদের চল্‌তি কারবারি জীবনের আরকে কোনো মতেই গলিবে না।

ইতিহাসের পাশাখেলা ও দাবা খেলা।

প্রাচীনকালের কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সূচনা কোথায়? কৌরব সভায় সেই দ্যূত ক্রীড়ায় নয়—যে ব্যসনে যুধিষ্ঠির একে একে সব পণ রাখিয়া হারিলেন? সে পাশা খেলা একটা কথা ভাল করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে—আমাদের "বাহালী" পুরুষকারের চাইতে দৈবই বলবান্। কিন্তু এ দৈব "ফেট" নহে। আমাদের অতীত অনাগত গোটা পুরুষকারের নিরপেক্ষও এ দৈব নহে। তবুও, আমরা যেটাকে পুরুষকার ভাবিতেছি, তার চাইতে ঢের বড় কোনো একটা শক্তিতে ঘটনাধারা নিয়মিত হইতেছে—এই কথাটা বুঝাইবার জন্য ঐ পাশা খেলা। ইউরোপের পলিটিকাল দাবা খেলার চাইতে মহাভারতের এই পাশা খেলা বেশী সত্যকার খেলা।

---

[১] ধর্ম্মের গ্লানি ও অভ্যুত্থান (revival) মানুষের ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা। নানা দেশে, নানা সময়ে বার বার এ ঘটনা ঘটিয়াছে। এ ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে যাইয়া আমাদের বিশ্বের এবং সঙ্গে সঙ্গে, মানবমনের কতিপয় মূল ঋত (Law) স্পর্শ করিতে হয়। Dr. J. B. Pratt তাঁর "The Religious Consciousness" নামক গ্রন্থের (New York, 1924) নবম পরিচ্ছেদে ব্যক্তিতে ও সমাজে ধর্ম্মভাবের নবজাগরণ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিতেছেন, সে ব্যাখ্যায় কতকটা গোড়ায় যাবার চেষ্টা হইয়াছে দেখিতে পাই। অবশ্য, ব্যাখ্যা পূর্ণ নয় ; অন্যদিক্ দিয়াও আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। যাই হৌক, আমরা সে ব্যাখ্যার কতকটা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—"This explanation, if I am not mistaken, is to be found in the laws of rhythm, on the one hand, and what is known as crowd psychology on the other. Rhythmic action is one of the most fundamental characteristics of the human mind. In fact, as Herbert Spencer has pointed out, it is not confined to the mental sphere but dominates all life and much even of the action of inorganic nature. The processes of the human body are a series of complex and interrelated rhythms and these affect the whole background of consciousness and color all our thoughts and feelings. They range all the way from regular and rapid processes such as the heart beat up to more or less irregular recurrences with time spans of weeks or months. Our mental life not only is deeply affected by all of these physiological processes, but carries the principle

ইতিহাস ও ব্যক্তির পুরুষকার।

সেই বড় শক্তির ভেতরে আমাদের কারবারি "আমি" স্থান পাইয়াছে; আমাদের সংস্কারাদির প্রতিষ্ঠা যেখানে, সেই চিত্ত বা অব্যক্ত চৈতন্য ভূমি (plane of subconsciousness) ও তার সামিল। কিন্তু আমার এই সদর ও অন্দর, ব্যক্ত আর অব্যক্ত —মন বা প্রাণ লইয়াই এই ইতিহাস-প্রচোদক শক্তিটার সবখানা নহে। আমরা "ইচ্ছা" করিয়া ইতিহাস যতটা গড়িয়াছি, অব্যক্ত সংস্কার বেদনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তার চাইতে বেশী গড়িয়াছি। কিন্তু আমাদের "আমি"র পেছনে পেছনে বা সঙ্গে সঙ্গে যে মহত্তর "আমি" সকল, আমাদের অতর্কিত ভাবে, ঘটনার ধারা নিয়মিত করিয়াছে, সে সকল উচ্চাধিকারসম্পন্ন "আমি"রাই যে প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসে যুগপ্রবর্ত্তক, লোকায়ত ভাবের ও কর্ম্ম-প্রবৃত্তির উদ্দীপক, একথা বলিলে, নব অধ্যাত্ম বিদ্যা (Spiritual Science)র স্পষ্ট ইঙ্গিতটি অনুসরণ করিয়া সত্য সিদ্ধান্তের দিকে বেশী আগাইয়া যাওয়াও হইল, অথচ

---

of rhythm (with or without bodily correlate) still farther, imitating constantly the swing and return of the pendulum as long as life lasts. Hunger and satiety, sleep and waking, exertion and repose, excitement and relaxation, enthusiasm and indifference, follow each other with almost the certainty, if without the exact regularity, of day and night and the revolving seasons. It would be odd, therefore, if so fundamental a human characteristic as religion should fail to be influenced by this deep-seated human characteristic ; and as a fact, the religious consciousness is as rhythmic in its action as any other aspect of the human mind. The truth of this is confirmed by the experience of nearly every religious man and woman whose religion is something more than the performance of conventional acts and the acceptance of a conventional creed ; and the more intense one's religious experience the more is its rhythmic nature likely to be felt. The mystic life as a rule oscillates from times of inner emotional warmth to periods of outer activity or even of emotional "dryness." And, not to speak of the mystics, all those who have known what it means to be "on the heights" in any sense or to any extent, know also that one cannot remain there long. The historical religions have been quite aware of these psychological facts and have often acted upon them in seeking to direct the religious life. One of the books that make up that collection of rules of the ancient Chinese, the Li-ki, going back no one knows how far into antiquity, prescribes a semi-annual retirement for religious reflection, and inculcates the lesson that the rhythms of human life should imitate the rhythms of the universe [the "Tao"]. In similar fashion the Buddha divided the year into two periods, during one of which he and his disciples went forth on missionary journeys, while in the other they retired and

মানুষের পুরুষকার ও কর্ম্মসাধনার অবিসংবাদিত অধিকারটিকে অযথা ক্ষুণ্ণ করিয়া দেওয়াও হইল না। ইতিহাসের ভাগ্যনির্ম্মাতা আমরা নিজেরা যেমন, তেমনি আমাদের কর্ম্মমঞ্চের পটান্তরালে থাকিয়া অদৃশ্য কোনো কোনো চিৎশক্তিও আবশ্যকমত উপদেশ ও অনুপ্রেরণা আমাদের চিৎশক্তির অব্যক্ত ভূমিতে (subconscious regionএ) পাঠাইয়া দিয়া সে গঠন নির্ম্মাণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং আবশ্যকমত তার সাধক বাধকও হইতেছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, ইতিহাসের Springs of Action গুলি সবই আমাদের চেতনার স্পষ্ট এলাকার মাঝখানে দেওয়া নাই; এবং সকল Impetus গুলিই আমাদের কার্‌বারি সত্তা হইতে নিঃসৃত হয় নাই। এই কথাটায় খেয়াল না রাখিলে আমরা যুগ-বিবর্ত্তন, যুগ-প্রবর্ত্তন, মন্বন্তর, যুগধর্ম্ম--ইতিহাসের এই আসল চেহারাটাই ধরিতে পারিব না; দেখিতে পাইব না, কেমন করিয়া কোন্ দিক্ দিয়া বহিয়া, কত কত শাখা বুকে টানিয়া লইয়া, ইতিহাসের সরিৎ গিয়া শেষকালে মহাপুরাণের সিন্ধুতে আপনহারা হইয়া গিয়াছে।

---

spent the months in meditation. The "Christian Year," with its great emotional seasons and sacred days for recollection and contemplation, is the expression given by the Christian Church to the rhythmic needs of the human heart; and the recurrent holy days of Hinduism express the same universal demand. Perhaps the most obvious illustration of this pendulam-like oscillation of the religious consciousness is to be found in the Christian Sunday, the Jewish Subbath, and the Mahammedan observance of Friday. A further testimony to this human need for religious refreshment at recurrent intervals for society as well as for the individual, is the belief so fundamental to Buddhism, Jainism, and Mohammedanism that new revelations of the truth have been needed and have come historically at more or less regular periods, because of the gradually failing faith of men. It is to be noted that these revelations, brought by successive Buddhas, Tirthankaras, or prophets, are not regarded as revelations, of new truth, but as the rejuvenation of men in their living belief in the old truth and in their practice of it. But the religions have not been satisfied with making a place for the rhythmic recurrence of religious sentiment in the hearts of their individual followers. Many of them have made use of the forces of social suggestion to reinforce nature, and hence has resulted not merely the religious refreshment of lonely individuals, but group movements in which many individuals have joined, each one influencing the other so at to make the religious revival much more intense than could be the case if the individual were left to himself and to the ordinary rhythms of the religious consciousness. Even very primitive peoples furnish excellent examples of this."

সাধারণ ও অসাধারণের আলাদা হিসাব।

"বৈজ্ঞানিক রীতির" গোঁড়া যিনি, তিনি সব আলাদা আলাদা করিয়াই ভাল করিয়া দেখিতে বুঝিতে চান। ইতিহাসের ফলাফল কতটাই বা আমাদের ইচ্ছাকৃত "দাবা খেলার" ফল, কতটাই বা আমাদের অনিচ্ছা-নিয়মিত "পাশা খেলার" ফল, এটা তাঁরা পৃথক্ হিসাব রাখিয়া দেখিতে চান। অব্যক্ত ভূমি বা লোকাতীত ভূমির হিসাব মুলতুবি রাখিয়া, তাঁরা ব্যক্ত, স্পষ্ট, প্রতীয়মান অবস্থাপুঞ্জের দ্বারা যতদূর বুঝিতে পারা যায়, ততদূর বুঝিতেই চেষ্টা করেন। মিশর বা ব্যাবিলনের প্রতিষ্ঠা ও অভ্যুদয় ও পতনে দৈব বা লোকোত্তর পুরুষদের যদি কিছু হাত থাকে থাকুক; ঘটনার অভিব্যক্তিতে অতি-প্রাকৃত ("miracle") যদি কিছু রহিয়া থাকে থাকুক;—ইহাতে তাঁদের সম্মতিও নাই, আপত্তিও নাই। মোটের উপর অসাধারণ কোনো কিছু সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন। তাঁরা দেখিবেন—স্পষ্ট শক্তিসমূহের দ্বারাই অবস্থা বোঝা যায় কি না; সব অবস্থাটা যদি বোঝা যায় তবে, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর একটা মূল সূত্র বা সর্ত্ত অনুসারে, তাঁরা আর অস্পষ্ট, অপ্রতীত, অসাধারণ লোকের পানে দৃষ্টিনিক্ষেপই করিবেন না। "অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং

গ্রন্থকার দেখাইতে চেষ্টা করিলেন যে, প্রকৃতিতে ঋতু পরিবর্ত্তনের মত, ব্যক্তির জীবনে এবং সামাজিক জীবনে মর্ম্মপ্রেরণা ও ধর্ম্মভাব ছন্দের তালে আসিয়া থাকে, এবং আবার ছন্দের তালেই মিলাইয়া যায়। ইংরাজীতে এই ছন্দকে বলে Rhythm। অনেক প্রাচীন ধর্ম্মাচারে এই ছন্দের কার্য্যতঃ স্বীকার ও অনুবর্ত্তন আছে, তাও গ্রন্থকার কয়েকটি নজির লইয়া আমাদের দেখাইলেন। এই ছন্দ সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৮ অধ্যায়ে ৪৪ এবং ৪৫ শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, তা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—"যথার্ত্তা বৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥ ৪৪ "এবংবিধাঃ সৃষ্টয়স্তু ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ। শর্ব্বর্য্যন্তে প্রবুদ্ধস্য কল্পে কল্পে ভবন্তিবৈ ॥৪৫॥" (" যেরূপ ঋতুবিপর্য্যয়ে ঋতুচিহ্নের নানারূপত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, যুগাদিতেও উৎপন্ন পদার্থের সেইরূপ নানাবিধত্ব দেখা যায়। অব্যক্তজন্মা বিধাতা প্রতিকল্পেই প্রলয়ান্তে এইরূপ সৃষ্টি করিয়া থাকেন)।" বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতেও ছন্দঃকে আশ্রয় করিয়া প্রজাপতির বিশ্বসৃষ্টির কথা আমরা বার বার শুনিতে পাই। প্রজাপতি তাঁহার আদি যজ্ঞে ছন্দঃ আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়াই, আমাদেরও লৌকিক যজ্ঞে ছন্দঃ আশ্রয় করিতে হয়। এই জন্য বেদেরই একটা নামান্তর হইতেছে ছন্দঃ। যথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অষ্টাদশ অধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ডে ঋগ্বেদ সংহিতার প্রসিদ্ধ হংসবতী ঋকের (' সঋ' ৪।৪০।৫) বিনিয়োগ কথিত হইয়াছে; সেই প্রসঙ্গে উক্ত ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—"এষ এতানি সর্ব্বাণ্যেষা হ বা অস্য ছন্দঃসু প্রত্যক্ষতমাদিব রূপম্": এখানে বলা হইতেছে যে, সকল ছন্দের (অর্থাৎ বেদের) মধ্যে হংসবতী ঋক্ আদিত্যের সর্ব্বাত্মকরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বিস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং এখানে ছন্দঃ=বেদ। প্রজাপতি বেদ স্মরণপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই প্রসিদ্ধ কথাটার একটা মূল তাৎপর্য্য এই যে, তিনি ছন্দঃ আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতএব ছন্দঃ হইল সৃষ্টি এবং জগতের গোড়াকার ব্যবস্থা

ব্রজেৎ”—ঘরেই মধু মিলিলে, মধুর চাক খুঁজিতে পাহাড়ে যাবার কি দরকার? মনের সব গবাক্ষগুলি সত্যের নব নব আলোক সন্নিবেশের জন্য খোলা রাখিয়া, কোনও একগুঁয়ে থিওরির জুলুম না মানিয়া, এ পথে চলিলে আপত্তি কার? প্রকৃত পক্ষে, ইতিহাসের প্রথম কয়টা ধাপে এই ভাবেই চলিতে হয়। Egyptologist, Assyriologist, Indologist প্রভৃতিদের উদ্যম, যত্ন ও কর্ম্ম-পদ্ধতি এই হিসাবে প্রশংসনীয়। এবং সেগুলি নিষ্ফল হয় নাই।১

খাটো হিসাবটাকে গোটা হিসাব ভাবে চালাইলেই দোষ।

কিন্তু এ অন্ধ বিশ্বাস মনে স্থান দিলে চলিবে না যে—এই ভাবে চলিয়াই যেটা পাইলাম, সেটা গোটা ইতিহাস, এবং ইতিহাসের শক্তি কূটের বা যন্ত্র মূর্ত্তির পূরা নক্সা। শক্তি-কূট যেখানে জটিল, সেখানে জড় বিজ্ঞানের বেলায় যেমন, আমাদের অনেক বাদসাদ দিয়া নিতে হয়। এইরূপ বিষয়টির সঙ্কোচ (Limitation of the data) করিয়া না লইলে, অনেক স্থলে তার হিসাব নেওয়া দারুণ শক্ত সমস্যা হইয়া উঠে। এইরূপে পৃথিব্যাদি গ্রহগণের গতিবর্ত্মটি গোল অথবা

(“সৃষ্টিতত্ত্ব” দ্রষ্টব্য)। পাশ্চাত্য গ্রন্থকার এইটা ধরিতে পারিয়া একটা গোড়াকার ব্যবস্থাই ধরিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মভাবের সাময়িক আবির্ভাব তিরোভাবের পশ্চাতে ছন্দঃ এবং সঙ্ঘচিত্ত ধর্ম্ম (rhythm and crowd psychology) ছাড়া অন্যবিধ কারণ কূট রহিয়াছে; তার মধ্যে শ্রীভগবানের মীন বরাহাদিরূপে অবতরণ এবং সপ্তর্ষি এবং যুগপ্রবর্ত্তকগণের প্রেরণা অন্যতম।

১। কোন কোন ক্ষেত্রে ফললাভই হইয়াছে, কিন্তু আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ফলের চাইতে গোলযোগ বেশী সৃষ্টি হইয়াছে। স্বর্গীয় তিলক তাঁহার একটি প্রবন্ধে প্রাচীন ভারত এবং ক্যাল্‌ডিয়া মধ্যে ভাবের ও ভাষার আদান প্রদান দেখাইতে কিছু যত্ন করিয়াছেন ("Tilak : Chaldean and Indian Vedas," B. C. V.)। উক্ত প্রবন্ধে এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন :—"In my Orion or the Antiqnity of the Vedas, I have shown that vedic culture or civilization can be carried back as far as, if not further than, 4500 B. C., when the vernal equinox was in Orion. This makes the Vedic and the Chaldean cviilizations almost contemporaneous, and it is not unnatural to expect some intercourse either by land or by sea between the Chaldean and the Vedic races even in those ancient times. No evidence has, however, yet been adduced to prove the existence of an intercourse between these two races in the fourth or fifth millenium brfore Christ by tracing Vedic words or ideas in the Chaldean tongue, or vice versa. If this evidence is discovered, the existing theories about the inter-relation between these two oldest civilizations will have to be greatly modified or revised." তারপর ঐ প্রবন্ধে দুই দেশের মধ্যে সৃষ্টি সম্বন্ধে এবং

ডিম্বাকৃতি (elliptic) ভাবিয়াই হিসাব চলে। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় তেমনি ধারা শক্তি-কূটের বা কারণ-কূটের সঙ্কোচ করিয়া লইবার প্রয়োজন হইতে পারে। নন্‌-কো-অপারেশন মুভমেণ্ট বুঝিতে গিয়া তাই আমরা হয়ত অব্যক্তের খনিতে নামিতে অথবা লোকোত্তর ভূমিতে উঠিতে ভরসা পাই না। পঞ্জাবী কাণ্ড, খিলাফতী ব্যাপার, মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা—এই রকম গোটা দুচ্চার কারণ দেখাইয়াই আমরা এত বড় একটা "মুভমেণ্ট" বুঝিতে চেষ্টা করি। এত বড় একটা ঢেউ যাহা নিরক্ষর জন-সাধারণের হৃদয়টাকে এমন ধারা চঞ্চল করিয়া গেল, সেটা যে ঐ রকম একটা মোটামুটি হিসাবে সমাপ্ত করিয়া রাখা যায় না—সেটা যে মুখ্যতঃ গণদেবতার ও যুগ-প্রবর্ত্তকদের অন্তরাত্মার গভীর প্রদেশ হইতেই আবেগ রূপে (Impetus রূপে) নির্গত হইয়া আসিয়াছে, একথা হয়ত নিতান্ত জড়বাদী ছাড়া, আর কেহ অস্বীকার করিতে চাহিবেন না ; তবে, বিবরণ লিখিতে বসিয়া, যেটা

ভুবন সংস্থান সম্বন্ধে অনেক মিল থাকার উল্লেখ করিয়া লেখক বলিতেছেন।—"But I think that the parallel can be carried much further ; for I have shown elsewhere that this sevenfold division is to be found not only in the Puranas but also in the Vedas. It is really interesting to note that there are not only seven Heavens and seven Hells in the Chaldean mythology, but that the serpent Tiamat killed by Marduk is sometimes represented as having seven heads, while Indra is called Sapta-han or the "Killer of Seven" in the Vedas, and the closed watery ocean, the doors of which Indra and Agni opened by their prowess, is described as sapta-budhna (seven bottomed) in R. V. viii. 40. 5. Again there are indications in the ancient Chaldean literature of a dark intercalary winter month and of the sun-hero being affected with a kind of skin disease or lost for a part of the year, thus corroborating the theory of a common Artic home for all. * * My object was simply to draw the attention of vedic scholars to the importance of the comparative study of Indian and Chaldean vedas by pointing out some words which, in my opinion, are common to both, and which fairly establish the case of mutual, and not merely one-sided, indebtedness between the almost contemporaneous Aryan and Turanian people. What effect it may have on the current theories about the inter-relation between the two ancient cultures must be left for the scholars to decide. When two civilizations are contemporaneous it is natural to expect some borrowings from each other ; but when both are equally old it is difficult to see why, supposing the borrowing is proved, one of them alone should be considered to have borrowed from

মুখ্য প্রস্রবণ বা গভীর উত্তেজনা, সেটা আমাদের পরিচয়ের বাইরে বলিয়া, আমরা গৌণ স্রোতগুলি গোছাইয়া লইয়াই এই বিশ্বব্যাপী প্রাণাবেগ ধারাটিকে বুঝিতে যাই। এটা আমাদের শক্তির কার্পণ্য। এতে দোষ নাই। দোষ হয়, যদি আমরা গৌণে বা খণ্ডে আবদ্ধ থাকিয়া মুখ্য বা সমগ্রের কথা একেবারে ভুলিয়া যাই। হিসাবের সঙ্কোচ করিয়া লইয়া যে ব্যাখ্যা দিতেছি, সে ব্যাখ্যাকে পূর্ণ ও যথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া হাজির করিলেই দোষ।

ব্যাখ্যায় গণ্ডী এবং তাতে খেয়াল।

সাধারণ ব্যাখ্যা আমাদের আত্মার অব্যক্ত ভূমি ও অতিশয় ভূমি (Subconscious and Superconscious planes) না স্পর্শ করিয়াই ইতিহাসের তথ্যের নিদান করিতে চায়। দুই রকম চিন্তার ফলে, এ প্রণালীর অনুসরণ হইতে পারে। অসাধারণ ও অজ্ঞাত শক্তিব্যূহ হয়ত অস্বীকার করি না—হয়ত স্বীকারই করিতেছি যে, যুগ-প্রবর্ত্তকগণের প্রেরণায় গণদেবতার অন্তরাত্মার অব্যক্ত স্তরগুলি স্পন্দিত হইতে উন্মুখ হইয়াছিল বলিয়াই, বাহিরের দুটো একটা ঘটনার প্রভাব,

---

the other and that too only in later times.” পক্ষান্তরে, A. B. Keith তাঁর "Indo-Iranians" নামক প্রবন্ধে (B. C. V.) ব্যাবিলন ও ভারতের মধ্যে দু'চারিটা ভাষাগত মিল ('মনা,' 'পরশু,' 'লোহ' ইত্যাদি) দেখিয়া তাদের বিনিময় (borrowing) থিওরি গ্রহণ করিতে সম্মত নন; এবং Oldenbergএর সপ্ত আদিত্য (ব্যাবিলন হইতে ধার করা) সম্বন্ধে অনুমান, ৭ (সপ্ত) এই সংখ্যার পবিত্রতা সম্বন্ধে পণ্ডিতদের অনুমান প্রভৃতিও তিনি আমোলে আনিতে চান না। এমন কি, মিত্তানি (প্যালেষ্টাইনে) রাজাদের সেই প্রসিদ্ধ সন্ধি-পত্র—যেটা অবলম্বন করিয়া (মিত্র, বরুণ, নাসত্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের নাম সে লিপিতে পাইতেছি দেখিয়া) খৃঃ পূঃ ১৪০০-১৫০০তে প্যালেষ্টাইনে ভারতীয় আর্য্যদের প্রভাব স্বীকৃত কাহারো কাহারো দ্বারা হইয়াছে (তিলকের উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য).—সে সম্বন্ধে কিথ্ সাহেব অন্যরূপ অনুমান করেন। সে প্রভাব পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই গিয়াছিল, এটা স্বীকার করিয়াও তিনি প্রশ্ন তুলিতেছেন—

“the question arises in what light are we to regard the Gods of the King of Mitani, and the Aryan names. Are they early Indian, or early Iranian or do they belong to the period before Indian and Iranian were differentiated?” Jacobi মিত্র, নাসত্য প্রভৃতি মিত্তানি এই দেবতাদিগকে Indian মনে করিয়াছেন; তবে সে দেবতাদের প্যালেষ্টাইনে আসার “বাহন” হইয়াছিলেন কোনো এক “পূবে ইরাণী জাতি”; J. H. Moultonও অনেকটা ঐ রায়ে রায় দিয়াছেন। কিন্তু কিথ্ এ রায় বাতিল করিয়া দিতে চাহেন। তিনি Oldenberg এবং E. Meyerএর কল্পনা জল্পনার সূত্র ধরিয়া ঐ দেবতাগুলিকে (যে নামে তাঁদের মিত্তানিতে দেখিতে পাইতেছি), কেবল ‘Proto-Iranian” নয়, “Proto-Indian”ও সাব্যস্ত করিতেছেন। তিনি লিখিতেছেন—“But the spread of the people over Iran and India (Bactria

দু-একজন বড় নেতার কণ্ঠে উচ্চারিত মন্ত্রবাণী, সমস্ত জাতিটাকে একটা বিপুল ব্যথায় আলোড়িত, একটা বিরাট্ মহারোলে মুখর করিয়া দিয়া গেল; জাতির অজানা ভাবালোকে উপযুক্ত ইন্ধন সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই বাহিরের দু-একটা আগুনের ফিন্‌কি আসিয়া পড়িয়া জাতির প্রাণটাকে এমন ভাবে উত্তপ্ত প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া গেল। কিন্তু এ সম্ভাবনা মানিলেও, এর কাছে আমাদের হিসাব বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসে বলিয়া, আমরা কোনো বড় "মুভমেণ্টের" চলিত ব্যাখ্যায় এটাকে প্রায়ই মুলতুবি রাখি। তবে মুলতুবি রাখিতেছি বলিয়া, এ সর্ব্বনেশে অভিমান যেন আমাদের পাইয়া না বসে যে, যে ব্যাখ্যা দিলাম তার "ভূয়সী"—তার বাড়া ব্যাখ্যা আর নাই। বাধ্য হইয়া কোথায় গণ্ডী টানিয়াছি, সেখানটায় খেয়াল থাকিলেই, আর গোল রহিল না।

ব্যাখ্যায় গোঁজামিল।

আর এক রকম মনে করিয়া, আমরা-সাধারণ ব্যাখ্যাতেই লাগিয়া রহিতে পারি। যদি "মুভমেণ্ট"টাকে সাধারণ ভাবে বুঝিতে পারি, স্পষ্ট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং প্রতীত কারণের দ্বারাই বুঝিতে পারি, তবে, অকারণ, অসাধারণের "চোরাবালিতে" পদার্পণ করিতে যাইব না—এই রকম একটা সঙ্কল্প লইয়া হয়ত ইতিহাস লিখিতে বসিতে পারি। এ সঙ্কল্প অতি উত্তম। পশ্চিমের "অলৌকিক রহস্যের" আলোচক পণ্ডিতেরা এই রকম রীতি অনুসরণ করিয়াই

---

and Western Hindu Kush হইল আদি বাসভূমি—যেখানে সোম স্বভাবতই জন্মিত) did not at first and in itself cause complete severence: this was a gradual development, doubtless beginning in the period of the united people and gradually increasing until in Iran the divergence was brought to its full development by Zoroaster. For the old suggestion, which saw in the division of the Aryans into Indians and Iranians the result of a definite religious split due to the activity of Zoroaster, we must substitute the conception of a difference of religious outlook, commencing in the period of united life, and intensifying with the separation of the elements of the people in space. The Gods of Mitani are therefore best described as Aryan Gods, and the language as an Aryan dialect differing as it does both from Iranian and Vedic as known to us…" ঐ এজ্‌মালি আর্য্যজাতিকে ইউরোপ হইতে অনেকে আমদানি করিয়াছেন; কিন্তু, কিথ্ প্রভৃতি অনেকে "মধ্য এসিয়া" থিওরি ছাড়েন নাই। Tocharian speech এর আবিষ্ক্রিয়ার ফলে নাকি এই "mid-Asiatic Theory" এর দিকে অনুমানের কাঁটা হেলিয়াছে। বলা বাহুল্য, যাঁরা জর্ম্মানিকে আর্য্যদের আদিভূমি বলেন, যাঁরা রুশিয়ার দাক্ষিণাত্যকে আদিভূমি বলেন, তাঁরা আপন আপন

ব্যাখ্যায় গোঁজামিল।

পরীক্ষাদির ফলাফলের বিচার করিতেছেন। রীতিটা মোটামুটি এই :— যদি কোনও "অসাধারণ ঘটনা" জড়বিজ্ঞান সম্মত উপায়েই ব্যাখ্যা করিতে পারি, তবে আর "আত্মিক" ব্যাখ্যা দিতে যাইব না; যেখানে আত্মিক কৈফিয়ৎ দিতেই হইবে, সেখানেও যদি মিডিয়ামের নিজের অথবা অপরের অব্যক্ত চিত্তের (Sub-conscious mind এর) দ্বারা, এবং হয়ত ভাব সঞ্চালন দ্বারা ব্যাপারটা বুঝিতে পারি,তবে আর, প্রেতলোক হইতে"অশরীরী" পুরুষদের লইয়া টানাটানি করিব না। আসল কথা, আমাদের এই কার্‌বারি চল্‌তি সত্তার যতটা কাছাকাছি থাকিতে পারি, সেই চেষ্টা। মোটামুটি ভাবে ইহাতে আপত্তি কাহারও নাই। কিন্তু ব্যাখ্যাতাকে, এ নীতির অনুসরণ করিতে গিয়া, যৎপরোনাস্তি সত্যনিষ্ঠ হইতে হয়। তাঁর ব্যাখ্যানে কতদূর স্পষ্ট করা গেল, আর কোন্‌টাই বা অস্পষ্ট রহিয়া গেল—এ সম্বন্ধে তাঁর কোনও-রূপ গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করিলে চলিবে না।

ইতিহাসেও এই কথা। যিনি হয়ত অন্ন সমস্যাটিকেই ইতিহাসের আসল উৎস বলিয়া ভাবেন, তিনি উপনিষদের প্রণালীক্রমে "অন্নই ইতিহাসের ব্রহ্ম"

থিওরি বাহাল রাখিতে যত্নের কসুর করিতেছেন না। কিন্তু কিথের অনুমান—মধ্য এশিয়াই আদিভূমি। তিনি উপসংহারে বলিতেছেন—"Whatever the explanation may be, it must in any event be remembered that the period of Indo-European unity need not be placed earlier than 3,000 B. C. and that this is a comparatively late date in the history of man on earth." Sir Arthur Keith তাঁর Types of Primitive Man সম্বন্ধীয় গ্রন্থে মানুষের জন্ম বহু লক্ষ বর্ষ পুরাতন করিয়া দেখাইয়াছেন। ফলকথা, আর্য্যজাতির আদিম বাস ভূমি সম্বন্ধে, Indo-Europeanদের শাখা বিভক্ত হওয়া সম্বন্ধে, ভারতীয় ইরাণী শাখা আলাদা হওয়া সম্বন্ধে, ব্যাবিলন মিশর-মেডিটারেনিয়ান প্রভৃতি জাতিদের সঙ্গে আর্য্যদের সম্পর্ক ও আদান প্রদান সম্বন্ধে- এক কথায় মানুষের ইতিহাসে আসল বড় বড় ঘটনাগুলি এবং কার্য্য কারণ সম্বন্ধগুলি সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার ময়দান এখন পর্য্যন্ত মহাকবি মিল্টনের সেই "সার্ বোনিয়ান্ বগ্"ই হইয়া রহিয়াছে। প্রমেয়ের জটিলতা, প্রমাণের অসম্পূর্ণতা এবং প্রমাতার একদেশদর্শিতা, পক্ষপাত প্রভৃতি হেতু এ ময়দানে এখনও তেমন দরকারি ফসল জন্মাইতে পারে নাই। তিথি বা তারিখের সমস্যা পরবর্ত্তী কাল সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিষ্কার হইয়াছে; নূতন লিপি প্রভৃতি উদ্ধারের সঙ্কেত কতক কতক মিলিয়াছে; তুলনামূলক "বিজ্ঞানের" কল্যাণে মিল গরমিল কতক কতক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে; এবং সম্প্রতি প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠানগুলি অন্তরঙ্গভাবে বোঝার সবে উপক্রম হইয়াছে; কিন্তু Edward Carpenter ("Modern Science : A Criticism") বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ইতিহাস সম্বন্ধে সেটা আরও বেশী করিয়া সত্য :—"After a glorious outburst of perhaps fifty years, amid great acclamation and good hopes that the crafty old universe were going to be

ইতিহাসে “অন্নগত” ব্যাখ্যা

এই সিদ্ধান্ত খাড়া করিতে চেষ্টা করুন। তবে তৈত্তিরীয় শ্রুতির ভৃগুবল্লীতে শিষ্য যেমন অন্নের সাপেক্ষত্ব, সুতরাং অব্রহ্মত্ব, বুঝিয়া তার চাইতেও বড় একটা কিছু খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন; ছান্দোগ্যে নারদ যেমন ধারা, বাক্, মন, সঙ্কল্প, চিত্ত প্রভৃতি এক একটাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে গিয়া, তাদের প্রত্যেকেরই সীমা দেখিতে পাইয়া, “ততোভূয়ঃ”—তার চাইতে বড় বা শ্রেষ্ঠ—কিছু জানিতে চাহিয়াছিলেন; অন্নবাদী ঐতিহাসিককেও তাহাই করিতে হইবে। যেখানে অন্নে কুলাইবে না, সেখানে তার চাইতে বড় একটা কিছু খুঁজিবার জন্য প্রস্তুত রহিতে হইবে। নতুবা, অন্ন যেমন ধারা সসীম বা “অন্তবৎ,” তিনিও তেমনি ধারা অন্তবৎ লোকেই (plane of limited truth এই) বাঁধা পড়িয়া রহিবেন।

ছান্দোগ্যের নির্দ্দেশ মত আমরাও ঐতিহাসিক আলোচনাকে তিনটা থাকে সাজাইয়া লইতে পারি। বাক্য, মন ও সঙ্কল্প—এই তিনটাকে মোটামুটি

---

caught in her careful net, Science, it must be confessed, now finds herself in almost every direction in the most hopeless quandaries…And the reason of this failure is very obvious.” প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যায় সফলতার পরিমাণে নিষ্ফলতা বেশী এবং বেশী গভীর। সাফল্য প্রাচীন সভ্যতার বহিষ্কোটিই কতকটা স্পর্শ করিয়াছে: সেখানেও স্পর্শ তেমন ব্যাপক হয় নাই। তিলক জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্বের প্রমাণে “মেরুনিবাস” স্থির করিলেন; কিন্তু সে “স্থির” সুস্থির নহে, বহুবাদিসম্মতও নয়। Mr, N. G. Sardesi “The Land of Seven Rivers” নামক প্রবন্ধে (B. C. V.) শ· স· (১।৩২।১২ ; ১।৩৫।৮ ; ইত্যাদি) প্রমাণগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন এই—যেহেতু শ' স', ১।৭১।১ মন্ত্রানুসারে সপ্তসিন্ধু সাগরে পড়িত দেখিতে পাই, কিন্তু যেহেতু তারা সকলে সাগরে পড়ে না, অতএব কেহ কেহ সেগুলি ‘আকাশ গঙ্গা’ (atmospheric streams) রূপে, কেহবা অন্যরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু আকাশ বা দ্যুলোকের নদী হইলেও সম্ভবতঃ তাদের পার্থিব বিগ্রহও ছিল;—“Further if the Rigveda—though not in the present form, at least in its ideas and background—is to be regarded an Indo-Germanic product, would it be right to confine all the vedic literary and religious activiy to the Punjab and the country adjoining? Would it not be nearer the mark to look up for the land of seven rivers somewhere in the central Asian plateau which, if not the cradle of the Aryan race, was at least, we might presume, a place of long sojourn in the course of Aryan migrations from their Arctic home?” মধ্য-এশিয়ার বল্‌কান্ হ্রদ সপ্তসিন্ধু বা সরিতের পড়িবার সাগর হইতে পারে। পক্ষান্তরে ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র দাস প্রভৃতি কেহ কেহ ভূতত্ত্বের প্রমাণে সপ্তসিন্ধু ভারতের ভিতরে (তখনকার ভারত আর এখনকার ভারত এক নয়) দেখিতে পাইতেছেন; এবং তার ফলে ভারতে আর্য্য সভ্যতা খৃঃ পূঃ ২৫০,০০-৩০০০০ হাজার পর্য্যন্ত পিছাইয়া গিয়াছে। এ সব বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির

ভাবে আমরা আমাদের আত্মার স্থূল কোষ বা মূর্ত্তি মনে করিতে পারি। এ কোষটা আমাদের জ্ঞানগোচর, প্রত্যক্ষ, প্রতীত। আমরা যদি কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা বা প্রতিষ্ঠানকে এই প্রতীত শক্তিগুলিতেই বিশ্লিষ্ট করিয়া বুঝিতে যাই, অর্থাৎ যদি আমরা দেখাইতে যাই যে যজ্ঞ, লিঙ্গপূজা, শব সংস্কার এই রকমের প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন অনুষ্ঠানগুলি কি ভাবে আমাদের অথবা আমাদের পূর্ব্বগামীদের প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট চিন্তা ও ইচ্ছাদির ফলেই আস্তে আস্তে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে,আমরা ইতিহাসের যে যন্ত্রমূর্ত্তি পাইলাম, সেটা স্থূল মূর্ত্তি মাত্র। অবশ্য, এই মোটা যন্ত্র আঁকিতে গিয়া আমরা শুধু মানব-মনের ভাবগুলিই টানিয়া আনি না, বাহ্য অবস্থা-পুঞ্জকেও আবশ্যক মত হাজির করি। এই চেষ্টার ফলে যে ইতিহাস গড়িয়া উঠে, সেটা সাধারণ ইতিহাস।

সাধারণ ইতিহাস

চিত্তের উত্তেজনার
গভীর স্তর ও
বাহিরের স্তর।

তারপর, সঙ্কল্পের পিছনে ছান্দোগ্য চিত্তকে১ বসাইয়াছেন। মনন ও সঙ্কল্পে এই চিত্তের সাময়িক অভিব্যক্তি হইলেও, চিত্ত তাদের চাইতে বড়; তাদের অয়ন ও প্রতিষ্ঠা ও বীজ। এটা সেই বৃহৎ অন্তঃকরণ (Larger Mind) যেটা বরফের স্তূপের মতন অল্প একটুখানি আমাদের প্রত্যক্ষে ভাসিতেছে, বেশীর ভাগ অপ্রতীত, অপ্রত্যক্ষ (Subliminal) ভূমিতে ডুবিয়া আছে। মানসিক ব্যাপারগুলির শক্তিব্যূহ (dynamism) এই চিত্তেই নিহিত। নিখিল সংস্কার ও বাসনার বীজ ইহা গর্ভে ধারণ করিয়া আছে। এর মধ্যে উত্তেজনা জাগিলে তার কতকটা উপরের স্তরে (conscious plane এ) ঢেউএর সৃষ্টি করে, এবং

সম্ভাবনা কোথায়? সে দিকে ক্রমশঃ আগাইয়া যাওয়া যদি বা সম্ভবপর হয়—মানুষের ভাবেতিহাসের বেলা এ শ্রেণীর বিচারে কি নিষ্পত্তি হইবে? তিলক নিজেও বেদধর্ম্মকে "religion of Sacrifice," আর ব্যাবিলনের ধর্ম্মকে মুখ্যতঃ "magic and sorcery" বলিয়াছিলেন,—এবং মনে করিয়াছিলেন যে, অথর্ব্ব বেদের 'ম্যাজিক" অনেকটা ঐ সব দেশ হইতে কর্জ্জ করা—মায় পরিভাষা সমেত। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

[১] F, W, H. Myers "Subliminal self"এর ধারণা চালাইয়াছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থে (Human Personality and Its Survival of Bodily Death," London, Longmans; 1903) এর প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে। Vol. I, 12তে বলিতেছেন—"The conscious self of each of us, as we oall it,—the empirical, the supraliminal self, as I should prefar to say,—does not comprise the whole of

ঢেউগুলিকে চারিধারে ছড়াইয়া দেয়। অনেক বড় বড় উত্তেজনা গভীর স্তরেই থাকিয়া যায়, বাহিরে তাদের প্রকাশ হইলেও, তাহাদিগকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি না, অনুভূতি হইলেও তাদের বিচার-বিশ্লেষণ-বিবৃতি হয় না। বাহির হইতে বড়ভাব বা অন্য কোন বড় শক্তি আসিয়া প্রায়শঃ আমাদের আত্মার এই অব্যক্ত স্তরটাকেই চঞ্চল করিয়া দেয়; যে সকল ভাব বা শক্তি এইখানে কাজ করিতে সমর্থ, তারাই মর্ম্মস্পর্শী (deep acting) ; পক্ষান্তরে কেবল মাত্র উপরেই যেগুলি ফুৎকার দিয়া সরিয়া গেল, সেগুলি যতই জাঁকালো, জমকালো হউক না কেন, তাদের প্রভাব তেমন নিগূঢ় স্থলস্পর্শী ও স্থায়ী নয়; এরা সাধারণতঃ উপরে উপরেই ভাসিয়া যায় (surface acting)।

---

the consciousness or of the faculty within us. There exists a more comprehensive consciousness, a profounder faculty, which for the most part remains potential only so far as regards the life of earth, but from which the consciousness and the faculty of earth-life are mere selections, and which reasserts itself in its plenitude after the liberating change of death." পুনশ্চ, ১৫ পৃ:—"I mean by the subliminal self that part of the self which is commonly subliminal ; and I conceive that there may be not only cooperations between these quasi-independent trains of thought, but also upheavals and alternations of personality of many kinds, so that what was once below the surface may for a time, or permanently, rise above it. And I conceive also that no self of which we can here have cognizance is in reality more than a fragment of a larger self—revealed in a fashion at once shifting and limited through an organism not so framed as to afford it full manifestation." 'পুনশ্চ, ১৮ পৃঃ তিনি এই ব্যক্তাব্যক্ত চৈতন্যকে Spectrum এর দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট রশ্মিরাগগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিৎ উইলিয়াম জেমসের "Varieties of Religious Experience (1903, p. 515)তে পড়ি—"We have in the fact that the conscious personality is continuous with a wide self through which saving experiences come, a positive content of religious experience which it seems to me, is literally and objectively true so far as it goes." "Subliminal part of the self"কে একটা বা কতকগুলি আলাদা 'self' মনে করার প্রমাণ অবশ্য জেমস দেখিতে পান নাই; কাজেই একটা "diffuse, cosmic consciousness" মানিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পরবর্ত্তী লেখকেরা চৈতন্যের এই অব্যক্তভূমি বা চিত্ত লইয়া বিস্তর আলোচনা করিতেছেন; কেহ কেহ 'Multiple Personality" মানিতেছেন (Sidis and Godhart, Multiple Personality, Newyork; 1905 দ্রষ্টব্য); Professor Joseph Jastrow এর "The Subconscions" (Bostom, 1905) ; Marshall এর "Consciousness" (Newyork 1909) ইত্যাদি গ্রন্থ এই অব্যক্ত তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন।—Professor Ward Encyclopedia Britannicaতে Psychology সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আমাদের কারবারি মানসিক জীবনের (Experience) একটা "আধার পট" (background) স্বীকার করিয়া তার নাম দিয়াছেন—"Continuum." এই সমস্ত

অব্যক্ত লোকে সকল কেন্দ্রের সংযোগ নিয়ত

আত্মার গভীর স্তরসমূহের, অর্থাৎ চিত্তের, বিক্ষোভ স্বভাবনিষ্ঠ কারণে অথবা আগন্তুক কারণে—এই দুই কারণেই হইতে পারে। চিত্তের ভিতরেই হয় ত বিক্ষোভ কেন্দ্র (centre of disturbance) তৈয়ারি হইল ; পরে সেটার বিকাশ হয়ত বাহিরেও কতকটা দেখা গেল। অথবা বাহিরের কোনও অব্যক্ত ভূমিতে (শ্রুতির ভাষায় সমষ্টি মনঃস্বরূপ হিরণ্যগর্ভের অন্য কোনও কেন্দ্রে) হয়ত আদৌ উত্তেজনাটি জাগিল ; ধরা যাক্—"খ" নামক কেন্দ্রে। পরে সেই উত্তেজনার ঊর্ম্মিরাশি গভীর প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া, আমাদের প্রস্তাবিত "ক" কেন্দ্রটিকে অব্যক্ত ভূমিতে চঞ্চল করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, বাইরের স্থূল ভূমিতে দুইটি কেন্দ্রের জ্ঞান স্পষ্ট হইলেও, তাদের আধ্যাত্মিক শক্তির আদান প্রদান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তেমন নিবিড় নয়। অনেক সময়, বাক্যের সাহায্য "ক" কে "খ" এর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে হয়। গভীর স্তরে (Sub conscious planeএ) তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া (mutual influencing) "প্রত্যক্ষ গোচর" না হইলেও, অপেক্ষাকৃত নিবিড় ও নিয়ত। "ক" ও "খ" এর মাঝে এই অব্যক্ত লোকে আদান প্রদান চলিতেছেই। স্থূল বিরাট্ ছাড়াইয়া সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভে যাইলে বিভিন্ন জীবের সংযোগ ও মিলনটি আরও সত্য ও নিবিড় হইয়া পড়ে।

এখন এই চিত্তভূমির স্বভাবনিষ্ঠ (intrinsic) এবং আগন্তুক (adventitious or induced) এই দুই রকমের উত্তেজনা বা বিক্ষোভের সাহায্যে (in terms of sub-concious disturbances or stresses), ঐতিহাসিক ঘটনা, প্রতিষ্ঠান (institution) এবং "মুভ্‌মেণ্ট" গুলিকে বোঝার চেষ্টা না করিলে, আমাদের "যন্ত্রমূর্ত্তি" কখনই সূক্ষ্ম ও যথার্থ হইবে

আলোচনার ফলে, আমাদের কারবারি মানসিক জীবন একটা সত্যকার বিরাট জীবনের সামান্য এক টুক্‌রা রূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি। বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থগুলিতে অন্তঃকরণ দুই বা চারিভাবে বিভক্ত হইতে দেখা যায়—বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও চিত্ত ; তারমধ্যে এই শেষেরটির বৃত্তি হইল 'স্মরণ'' ; কাজেই অব্যক্ত সংস্কারভাবাদির আশ্রয় হইতেছে চিত্ত। সংস্কারের স্বরূপ লইয়া দার্শনিকদের অবশ্য মতভেদ আছে, কিন্তু সকলমতেই সংস্কার আমাদের কারবারি চৈতন্যের (ব্যবহারিক জ্ঞানের বা অনুভবের) বাহিরে (beyond or below)। পাতঞ্জল দর্শন মতে এই সংস্কার সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে পূর্ব্বজাতিজ্ঞান হইয়া থাকে (বিভূতিপাদ, ১৮ সূত্র); ভাষ্যকার ভগবান্ আটব্য ও জৈগীষব্য এর কথোপকথন নজিররূপে দিয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শনে অবশ্য চিত্ত = অন্তঃকরণ (১।২ প্রভৃতি সূত্র দ্রষ্টব্য)। আমরা এই অব্যক্ত সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় আলোচনা অন্যত্র করিব।

না। যজ্ঞ, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি কেমন করিয়া আসিল, ধর্ম্মজগতে নূতন নূতন যুগ প্রবর্ত্তন কেমন করিয়া হইল; এক এক জন অবতার বা মহাপুরুষের প্রেরণা কেমন করিয়া একটা বিপুল জলোচ্ছ্বাসের মতন বিশ্বসমাজে ছড়াইয়া পড়িল; বল্‌শেভিক্ মুভমেণ্ট, নন-কো-অপারেশন—এ সকল সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ঝঞ্ঝার কেন্দ্র কোথায়, এবং সেই কেন্দ্র হইতে সুরু করিয়া কি ভাবে তারা ব্যক্তাব্যক্ত ভূমি সকলে ছড়াইয়া পড়িল; (ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মতন এক একটা ভাববিশেষেরও সংক্রামকতা যেন দেখিতে পাই)—এই ধরণের সত্যকার সমস্যা (real problems) গুলির কোনই সমাধান মিলিবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা আমাদের সকলের ("ক","খ", **চিত্তে ও বিশ্বমনে** "গ", প্রভৃতি কেন্দ্রের) চিত্ত বা সূক্ষ্ম সত্তা **অন্বিত করা আবশ্যক।** স্পর্শ করিতে না পারিতেছি, এবং সেই আপাত বিভিন্ন সূক্ষ্মসত্তা গুলিকে এক অভিন্ন, বিপুল সূক্ষ্ম বিশ্বসত্তায় (শাস্ত্রীয় হিরণ্যগর্ভে) অন্বিত করিয়া না লইতেছি।১ চিত্তের অথবা আমাদের নিজেদের সূক্ষ্ম যন্ত্রের, উপাদান (elements) গুলি লইয়া ইতিহাসের নিদান রচনা করিতে বসিলে, তবে আমরা ইতিহাসের

১। Maeterlinck তাঁর "Our Eternity" গ্রন্থে (pp. 239—240) বলিতেছেন—"Behold us then before the mystery of the cosmic consciousness. Although we are incapable of understanding the act of an infinity that would have to fold itself up in order to feel itself and consequently to define itself from other things, this is not an adequate reason for declairing it impossible ; for, if we were to reject all the realities and impossibilities that we do not understand, there would be nothing left for us to live upon. If this consciousness exists under the form which we have conceived, it is evident that we shall be there and take part in it. If there be a consciousness somewhere, or something that takes the place of consciousness, we shall be in that consciousness or that thing, because we cannot be elsewhere." শাস্ত্রীয় হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণের একটা অস্পষ্ট আভাস মাত্র এখানে আমরা দেখিতেছি। হিরণ্যগর্ভ=বিশ্বব্যাপী প্রাণও চৈতন্য সত্তা (মৈত্র্যপনিষৎ, ৬ষ্ঠ খণ্ডে যেটিকে প্রাণ =আদিত্য বলিয়াছেন)। সেই বিশ্বপ্রাণ চৈতন্যসত্তার ভিতরে অগণিত "কেন্দ্র" (centre or nucleus) হইতে বিশ্বের অগণিত প্রাণী। বিশ্বপ্রাণ তাঁর ভিতরকার এই কেন্দ্রগুলিকে তেমনিভাবে নিয়মন করেন, যেমনভাবে স্থূলদেহযন্ত্র (organism) তার অন্তর্গত জীবকোষ (cell) গুলিকে নিয়মন করিয়া থাকে ; সে নিয়মনে তাদের স্বাতন্ত্র্য বাধিত হয় না ; পক্ষান্তরে, একই "সূত্রাত্মা" দ্বারা তারা সকলে সূত্রিত ও গ্রথিত হইয়া থাকে—তাদের correlativity ব্যবস্থিত হয়। ঈথারে strain-and-stress centres গুলির আবির্ভাব তিরোভাবের মতন এদেরও আবির্ভাব তিরোভাম আছে ; সেইটা হইল জন্ম ও মৃত্যু। বৈজ্ঞানিককে তাঁর Kinetic Theory of Matterএ যেনব

সূক্ষ্ম যন্ত্রমূর্ত্তিটির সাক্ষাৎ পাইব। আগেই বলিয়াছি, যতই ভিতরে ঢুকিয়া পড়া যায়, ততই বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকে আমরা বেশী নিবিড় ভাবে সংযুক্ত ও মিলিত দেখিতে পাই। উচ্চতর কেন্দ্রসমূহ (Higher Centres) হইতে আমাদের চিত্তের বা প্রাণের অনুপ্রাণনার সম্ভাবনা ও প্রমাণ ততই নিঃসংশয় হইয়া পড়ে।

তারপর সনৎকুমার নারদকে "ততোভূয়ঃ" বলিয়া যে ভূমি দেখাইতেছেন, সেটা হইতেছে ধ্যান ও বিজ্ঞান। আমরা পূর্ব্বে যে উপায় (method) টিকে প্রজ্ঞা বা ইন্‌টুইসন্ বলিয়াছি, ধ্যান ও বিজ্ঞান তাহারই পূর্ণ ও সত্য সংস্করণ। চিত্তের অব্যক্ত ভুমিতে ডুব দিয়া যে পুরাবিৎ ইতিহাসের সূক্ষ্ম রূপটি ও ব্যাপক রূপটি ধরিতে চেষ্টা করেন, ধ্যান-বিজ্ঞান ভূমিতে আরূঢ় হইতে না পারিলে, তাঁর সে যন্ত্র আলেখ্য (diagram) অনেকটা আনুমানিক বা আন্দাজিই রহিয়া যায়। আনুমানিক বা পরোক্ষজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞানের যা তফাৎ, চিত্তাশ্রয়ী ও ধ্যানাশ্রয়ী ইতিহাসের মধ্যেও সেই তফাৎ।[১] চিত্তাশ্রয়ী ইতিহাস ঘটনা, প্রতিষ্ঠান, আবেগ প্রভৃতির সাধারণ, লোকায়ত ব্যাখ্যার সঙ্কোচ ও কার্পণ্য দেখাইয়া, সূক্ষ্ম শক্তি ও তাহাদের গভীর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাপার বুঝিবার চেষ্টা করে।

চিত্তাশ্রয়ী ও ধ্যানাশ্রয়ী ইতিহাস।

ধারা "Ether and its motion" লইয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়, ঐতিহাসিককেও তেমনিধারা প্রাণীর ও মানুষের ইতিহাসে হিরণ্যগর্ভ—অদৃষ্ট-কর্ম্ম দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। Cosmic consciousness এবং Cosmozoa রূপ সাধারণ ভূমিটা বর্জ্জন করিয়া ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিতে বসিলে, সে ব্যাখ্যায় গভীর স্তরের সত্য কার্য্য কারণটিকে আমরা স্পর্শ করিতে পারিব না। পুরাণকারেরা ব্যাখ্যায় প্রায়ই অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় লোকে চলিয়া যান দেখিয়া বিস্মিত হইলে চলিবে না। আগেকার ইতিহাসে কত কত "মিথ ও লিজেণ্ড" এত বেমালুম মিশিয়া রহিয়াছে দেখিয়া আমরা আজকাল এত অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি।

[১] ধ্যানাশ্রয়ী ইতিহাসের উদাহরণ পুরাণগুলিতে অনেকই রহিয়াছে। ধ্যান সাধারণ তথ্য বা ঘটনা সম্বন্ধেও হইয়াছে (যেমন, দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইল কেন—মার্কণ্ডেয় পূরাণ,৫ম অধ্যায়)। আবার সৃষ্টির বা ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঋত (Law) অথবা যুগাদি সম্বন্ধেও হইয়াছে। শেষের একটা দৃষ্টান্ত বায়ুপুরাণ (২১শ অধ্যায়) হইতে দিতেছি :—"ঋষয় উচুঃ—কস্মাদ্ বারাহ কল্পোঽয়ং নামতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। কস্মাচ্চ কারণাদ্দেবো বরাহ ইতি কথ্যতে॥ কো বা বরাহো ভগবান্ কস্য যোনিঃ কিমাত্মকঃ। বরাহঃকথমুৎপন্ন এতদিচ্ছামি বেদিতুম্॥ বায়ুরুবাচ—বরাহস্তু যথোৎপন্নো যস্মিন্নর্থে চ কল্পিতঃ। বরাহশ্চ যথাকল্পঃ কল্পত্বং কল্পনা চ যা॥ কল্পয়োরন্তরং যচ্চ তস্য চাস্য চ কল্পিতম্। তৎসর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্॥" ২৭—এইরূপে ভূমিকা করিয়া ভগবান্ বায়ু 'ভব', 'ভুব', 'তপঃ' প্রভৃতি কতকগুলি কল্পের কথা শুনাইতেছেন। এই কল্পগুলি সৃষ্টির ও ইতিহাসের অভিব্যক্তির (unfoldmentএর) যেন এক একটা পাঁপড়িগুচ্ছ;

কিন্তু সে সূক্ষ্ম শক্তিগুলি ঠিক কি—কতটা আমাদের ভিতরে সহজ, কতটা বা আগন্তুক—যদি আগন্তুক হয়ত কোথা হইতে আসিল—এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভবে না, যতক্ষণ না ধ্যানে ও বিজ্ঞানে সত্যের গোটা চেহারাটাই সে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। আন্দাজ এইটুকু হয়ত' বলিতে পারে যে, কোনো একজন "মনুর" অধিকার (control by a Presiding Intelligence) স্বীকার না করিয়া এই যুগের প্রকৃতিটি ঠিক বোঝা যায় না—এই যুগের ঘটনা স্রোতের গতিবর্ত্ম (curvature) ঠিক বিশ্লেষণ করা যায় না; আমাদের মন, সঙ্কল্প এবং ইন্দ্রিয়গোচর অবস্থপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাত সেই curve এর একটা উপাদান সন্দেহ নাই, কিন্তু উপাদানের সবটা নহে; অতিমানব ও অতীন্দ্রিয় (extra human and extra physical,"প্রভাব" তার অন্যতম উপাদান—চিত্তাত্মার উপাসক ইতিহাস হয়ত এই টুকু অনুমান করিতে পারিবে।

ইতিহাসের রহস্যোপাদান সম্বন্ধে আন্দাজ ও ধ্যান।

আমাদের সকল চল্‌তি ব্যাখ্যার দ্রাবকে যে একটা কঠিন "অজানা" বা রহস্য (residue of mystery) না গলিয়া থাকিয়া যায়, বিশেষতঃ ইতিহাসের সামাজিক ও আধ্যাত্মিকবিভাগে,—একথাটা স্বীকার করিতে কোনো সত্যবাদী পরীক্ষকই হয়ত' পশ্চাৎ পদ হইবেন না। হক্‌সলি তাঁর Evolution and Ethics নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এইটা দেখাইয়াছেন যে, কি ভাবে মানুষের নীতি ধর্ম্মমূলক সমাজ ব্যবস্থা (Moral Order) চারিধারে প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের (Natural Evolutionএর) নীতিধর্ম্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থার (Unmoral Order) ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিয়া, বুদ্ধি (Reason)কে নিজের শাণিত অস্ত্র (weapon) করিয়া, প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় সাথেই অবিশ্রান্ত লড়াই চালাইতেছে; প্রকৃতির দুহিতা মানববুদ্ধি আপনার শক্তিতে নির্ভরশীল হইয়া, কেমন ধারা জননীর শাসনে বিদ্রোহী হইয়া, নিজের একটা আলাহিদা এলেকা গড়িয়া লইয়াছে। "So Reason

---

একটা পদ্ম যেমন ধারা পাঁপড়িগুচ্ছের পর পাঁপড়িগুচ্ছ মেলিয়া ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে থাকে, সৃষ্টিটাও যেন তেমনি একটা layer of petals পর আর একটা layer মেলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে ও হইতেছে। এ কল্পকথা আমরা পরে আবার বলিব। এখানে লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, বায়ু 'যথা দৃষ্টং যথা শ্রুতং" বলিতেছেন। যথা দৃষ্টং বলিতে ধ্যানাশ্রয়ী ইতিহাস, আর যথা শ্রুতং বলিতে চিত্তাশ্রয়ী ইতিহাস (কেননা শ্রুতি স্মৃতি হইয়া থাকে, যেটা শ্রুত, সেটা স্মৃত হয়; আর স্মরণ = চিত্তেরই বৃত্তি) অভিপ্রেত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে ভগবান্ মৎস্যরূপে, কূর্ম্মপুরাণে ভগবান্

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

born of a Cosmic Parent grows into a Novel Might fighting its parent." এ ব্যাখ্যা সাধারণ, চলতি ব্যাখ্যা নয়।১ মানবাত্মার স্তরে স্তরে প্রকৃতির সঙ্গে ক্রিয়ার আদান প্রদানের ফলে কেমন ধারা সমাজ ও ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে—একথা যে বলিল, সে অবশ্যই সমাজ ও ইতিহাসের সূক্ষ্ম যন্ত্রেরওএকটা হদিশ পাইয়াছে। কিন্তু কথাটা আন্দাজি, জাবদা। যাকে শক্তি কুটের নক্সা (diagram of forces) ছকিয়া আঁকিয়া ফেলা বলে, তা এতে হয় নাই। বেন্‌জামিন কিড্ সাহেবের Social Evoluti n গ্রন্থেও ইতিহাসের বিকাশে, যে ultrarational (লোক-বিচারাতীত) factor এর স্বীকার আছে, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের Social Recoustruction গ্রন্থে যে Impulse নামক factorটির প্রভাব দেখানো হইয়াছে, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। মানুষের ইচ্ছা আর বুদ্ধি লইয়াইএই মহা নাটকের সকল ভূমিকার অভিনয় সাঙ্গ হইতেছে

কূর্ম্মরূপে—এইরকম নানারকমে ধ্যানাশ্রয়ী ইতিহাস পুরাণ আমাদের শুনাইয়াছেন। ইতিহাসের আসল রূপ, ভঙ্গী ও ঋতটি ধরিতে (কল্লাদি) ধ্যানাশ্রয়ী ইতিহাস ছাড়া গত্যন্তর নাই। বায়ু-কথিত কল্পকথায় আর একটা গভীর তত্ত্ব আছে—গান্ধার, ঋষভ, ষড়জ প্রভৃতি স্বরের অভিব্যক্তি এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে, এবং তাদের আশ্রয়ে ও নামে এক একটা কল্পের অভিব্যক্তি। এই স্বর ও কল্পের রহস্য ধ্যানাশ্রয়ী বা প্রজ্ঞাশ্রয়ী ইতিহাস বৈ কে ধরিতে পারিবে?

১ "The distinction made by Huxley (Oxford, Romanes Lecture, 1893) between the cosmic process and the ethical process is entirely superficial. As Huxley afterwards pointed out in a note to the lecture, it must be taken that the social life and the ethical proce:s in virtue of which it advances towards perpection are part and parcel of the general process of evolution—" Principles of Western Civilization, Benjamin Kidd, (1902) p. 31 (note). হক্‌সলি সাহেব প্রকৃতির শাসনে সত্যকার দ্বৈধ (dyarchy) মানিতেন না, কাজেই তিনি যদি সমাজের বিকাশে বুদ্ধির শাসনটিকে আলাদা করিয়া দেখিয়া থাকেন ত' ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তিনি পারমার্থিক দৃষ্টিতে আপাততঃ না দেখিয়া, হয়ত' লোক বুঝাইবার নিমিত্ত, কতকটা ব্যবহারিক ভাবেই দেখিতেছেন ও দেখাইতেছেন। সমাজের গতি কি জগতের গতি হইতে আলাদা, সমাজের শাস্তা কি জগতের শাস্তা হইতে স্বতন্ত্র—এ প্রশ্ন করিলে তিনি অবশ্য "হাঁ" জবাব দিতে পারেন না। হক্‌সলি শিষ্য লয়েড্ মরগান্ কি বলেন? পক্ষান্তরে "প্রকৃতি" কথাটাকে গভীর অর্থে লইয়া পশ্চিমদেশের Stoic সম্প্রদায় "Life according to Nature"—স্বাভাবিক জীবনটাকে সত্য জীবন মনে করিয়াছেন। সেখানে প্রকৃতি—যেট' বিকৃতি নয়; যেটা আদর্শ বা বিশুদ্ধ। আমাদের দেশের তত্ত্বশাস্ত্রে "প্রকৃতিস্থ", "স্বস্থ". "স্বরূপপ্রতিষ্ঠ"—এ সকল কথাগুলিও Stoicদের সম্মত সত্য গভীর অর্থেই নেওয়া হইয়াছে। একটা খাঁটি জিনিষের বিকৃতি হইয়াছে (যথা প্লেটোর মতে); বিকৃতি হইতে প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাওয়াই হইল পরম পুরুষার্থ। "প্রকৃতি" কথাটা সংখ্যাযোগ শাস্ত্রের মানেতে লইলে, প্রকৃতি হইতে আলাদা হইয়া যাওয়াই মোক্ষ (প্রকৃতি বিবিক্ত পুরুষ সাক্ষাৎকার)—it is transcending Nature। তখন কিন্তু

না, এমনকি,আমাদের ব্যবহারিক বুদ্ধিই এ নাটকের প্রধান পাত্র নয়। এটা বড় কম অনুমান নয়।১ যে চিত্তলোক ও তার চাইতেও উর্দ্ধতর লোকের কথা আমরা বলিতেছিলাম,তার আভাষ ইঙ্গিত রহিয়াছেএ অনুমানের ভিতরে প্রচ্ছন্ন ভাবে দেওয়া। অগস্ত কোঁৎ এবং হাবার্টস্পেন্সারের মতন যাঁরা সমাজের বা ইতিহাসের Statics ও Dynamics লিখিতে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের সমাজের স্থিতি (Equilibrium) এবং গতির (Motionএর) সকল অঙ্গ শক্তি (constituent factors) গুলিই সাবধানে লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত। তবে ধ্যান ভূমিতে অধিরূঢ় হইতে না পারিলে, অঙ্গশক্তি সমূহের "আন্দাজ" কখনই "বিজ্ঞানে" পরিণত হইবে না। হক্সলি বা কিড্ সাহেব "অন্ধকারে ঢিল ছুড়িয়া" ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু সমস্ত জায়গাতে উপযুক্ত আলোক ফেলিতে

পুরুষ বা আত্মা আপন প্রকৃতি, কি না স্বরূপে, প্রতিষ্ঠিত হন। বেদান্তে প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা তত্ত্ব নয়; প্রকৃতি=মায়া; সেখানে মায়ামুক্ত হওয়াই মুক্তি। যাই হউক, প্রকৃতির আসল মানে এবং প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ—এই দুইটার ধারণার উপর সব নির্ভর করিতেছে। দ্বৈতবাদে (এমন কি অদ্বৈতবাদেও ব্যবহারতঃ) প্রকৃতির শাসন আত্মার স্বরূপ বাধিত (limit) করিয়া দিয়াছে; ব্যষ্টির ইতিহাস ও সমষ্টির ইতিহাসে সেই 'বাধা' অতিক্রম করার প্রয়াস প্রতিনিয়ত হইতেছে; অবশ্য রাস্তা সব সময় সরল ও সত্য হইতেছে না।

১ এ সম্বন্ধে Benjamin Kiddএর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ আমরা শুনাইতেছি—
"The controlling centre of the evolutionary process in our social history is, in short, not in the present at all, but in the future. It is in favour of the interests of the future that natural selection continually discriminates. The majority with which the principles that are working out the process of our social development are primarily concerned is a majority that never votes. It is that silent majority which is always in the future. The process of life included in Western history is, we begin to dimly distinguish, a process of development which is, beyond doubt, overlaid with a meaning that no school of scientific thought in the past has enunciated. Our Western Civilization we are beginning now to understand, must be over and above, every thing else, the history of a movement through which, in all the spheres of ethics, of politics, of philosophy, of economics and of religion, there runs the dominating meaning of a cosmic struggle, in which not simply the individual, but society itself is being broken to the ends of a social efficiency, which the human intellect can never more include with in the limits of any theory of utilitarian politics in the State,"—Page 6

অবশ্য বিকৃতির মধ্যে সব কয়টা "পক্ষ"ই অস্পষ্ট—বর্ত্তমান বা অতীতে ইতিহাসের মূলপ্রেরণা, (impretus বা vital elan) নাই, রহিয়াছে ভবিষ্যতে। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ যে কি, কি ভাবে সেখানে মূল প্রেরণাটি রহিয়াছে, সে মূলপ্রেরণার স্বরূপ কি—এ সকল সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমরা করিতে পারিতেছি না। হেন্‌রি বার্গ সোঁ প্রমুখ ভাবুকেরা বলিবেন যে, ধারণা করিতে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

সমর্থ যে শক্তি তার নাম ধ্যান ও বিজ্ঞান ; এ শক্তি যাঁর আছে, তিনি, হিন্দুর বিশ্বাসে, ব্যাসের মতন বিষ্ণু পুরাণ রচিবেন ; ভরদ্বাজের মতন মন্ত্রার্থ দর্শন করিবেন।

ইতিহাসের কাজের দুই ভাগ।

ধ্যানের লোক "ভাস্বৎ অপহততমস্ক" সন্দেহ নাই। এবং ইতিহাসের সমগ্র যন্ত্রমূর্ত্তি পাইতে হইলে আমাদিগকে এই ধ্যান লোকে উঠিবার রাস্তা খুঁজিয়া লইতে হইবেই।১ কিন্তু এ রাস্তা সুগম নয়, এবং এ রাস্তা খুঁজিয়া পাওয়াও সহজ নয়। এইজন্য সাধারণতঃ ইতিহাসের কাজটাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া লওয়াই ভাল। প্রথমভাগে আমাদের সাধারণ সমীক্ষা ও পরীক্ষা এবং সাধারণ বিচারশক্তি বা বিবেক (common-sense) লইয়া কাজ করাই সহজ ও নিরাপদ্।

পারিতেছি না এই জন্যই যে, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎই—সেটা ঠিক হইয়া নাই, তার প্রকৃতিতেও না,
তার ব্যাপরেও না। এদেশে ভবিষ্যৎকে ওরূপভাবে একটা দুর্ভেদ্য কোয়াশায় ঘিরিয়া রাখা
হয় নাই। ভবিষ্যৎ ঐকান্তিক ভাবে ঠিক হইয়া নাই—কর্ম্ম ও লীলার স্থান ইতিহাসে রহিয়াছে—
কিন্তু পক্ষান্তরে ইতিহাসের মূল প্রেরণা যে প্রজাপতির সঙ্কল্প (যেটা মনু প্রভৃতির সঙ্কল্প, পরে
জীববর্গের সঙ্কল্পাদি রূপে বিবিধ বিচিত্র হইয়া ফুটিয়া উঠে), এবং ইতিহাসের শেষ গন্তব্য
যে সমষ্টিভাবে প্রাকৃত প্রলয় এবং ব্যষ্টি বিশেষের আত্যন্তিক প্রলয় (মুক্তি) এর দিকে—এ পক্ষে
স্পষ্ট উক্তিই রহিয়াছে দেখিতে পাই।

১ বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে Faraday অন্যতম। নিউটনের মতন গণিতে
তাঁর মেধা হয় ত' ছিল না, কিন্তু পরীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি কোনো বৈজ্ঞানিকের চাইতেই ন্যূন
নহেন। তাড়িত ও চৌম্বক শক্তির অনেক তথ্য ও ঋত ইনি বিজ্ঞানকে উপহার দিতে
পারিয়াছিলেন, এবং অনেক ভাবী সিদ্ধান্তের পূর্ব্বাভাষও তাঁর চিন্তাদর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছিল।
Maeterlinck ("Our Eternity" p. 71) Sir William Crookes সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—
"The man of genius who opened up most of the roads at the end of which
men were astounted to discover unknown properties and conditions of
matter". Faraday সম্বন্ধেও এ কথা খাটিবে। Faraday এর "Experimental Enquiry"
এবং "Experimental Researches" হইতে জানিতে পারি যে. তিনি তাড়িত ও আলোকের
এবং তাড়িত ও মাধ্যাকর্ষণের (gravityর) ঐক্য দেখাইতে প্রচুর শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন।
বহু ব্যর্থ পরীক্ষার পর প্রথম ঐক্য তিনি দেখাইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় ঐক্যটি প্রতিপন্ন
করিতে পারেন নাই; কিন্তু না পারিলেও শক্তিকূটের একত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাসটি এত দৃঢ় ছিল
যে, শত ব্যর্থ প্রয়াসের ভিতরও সে বিশ্বাস টলে নাই। Bence Jones এর "Life of
Faraday" দ্রষ্টব্য। "This strong persuasion (শক্তিকূটের সমান মূলত্ব এবং পরস্পর
পরিবর্ত্তনীয়ত্ব সম্বন্ধে)extended to the powers of light, and led to many exertions
having for their object the discovery of the direct relation of light and
electricity. These ineffectual exertions could not remove my strong per-
suation, and I have at last succeeded."—Life of Faraday, vol. II. p. 199.
পরে তিনি gravityর সঙ্গে অপরাপর শক্তির ঐক্য দেখাইতে যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁর

যে জায়গায় এখন আটলাণ্টিক মহাসাগর রহিয়াছে, সেখানে কোনো সুদূর অতীত যুগে একটা বিরাট্ সভ্যতার সম্পদে সমৃদ্ধ মহাদেশ জাগিয়াছিল কি না; যদি থাকিয়া থাকে ত তার ইতিহাস কিরূপ;—এ প্রশ্নের উত্তর clairvoyance বা ধ্যানশক্তি-বলে হয়ত দেওয়া যাইতে পারে। পশ্চিমের Psychic Research Society গুলি সামান্য অভিজ্ঞান উপলক্ষ্য করিয়া মিডিয়ামদের অতীত ও অনাগত সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জ্ঞানের সত্যতা যেরূপ অবিসংবাদিতরূপে সপ্রমাণ করিবার দাবী করিতেছেন, তাতে Atlantis বা অপর কোনও লুপ্ত মহাদেশের ইতিবৃত্ত যদি কোনও ধ্যানী বা সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, তবে সে দাবীটা একেবারে অসম্ভাব্য বলিয়া আমাদের হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না।* উক্ত সোসাইটির রিপোর্টগুলির পাতা উল্টাইয়া এ দাবীর মৌলিক সত্যতা বা যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া দিবার উপযুক্ত রাশি রাশি নজির উদ্ধার করা চলিতে পারে। রীতিমত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া, অনেক সময় বৈজ্ঞানিক ধুরন্ধরেরা নিজেরাই বৈঠকে বসিয়া, এই সব Proceedingsএর উল্লিখিত ঘটনাগুলির তদন্ত ও নিষ্পত্তি করিয়াছেন। কোনো সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত ব্যক্তিবিশেষের তুচ্ছ একটুখানি নিদর্শন বা অভিজ্ঞান—যথা হস্তলিখিত একটুক্রা চিঠি—ভাল করিয়া শীলমোহর করিয়া আঁটিয়া, মিডিয়ামের হাতে দিলে, তিনি সেই অভিজ্ঞানটির "সূত্র" ধরিয়া হয়ত সেই অজানা মানুষটির অতীত ও ভাবী জীবন অতি বিশদভাবে (with full details) বলিয়া দিতেছেন; শুধু সেই অজানা ব্যক্তিটিই নয়, তাঁর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের অনেক সাচ্চা সমাচারও

একটা দৃষ্টান্ত।

---

laboratory book এ নিজেই লিখিতেছেন—"All this is a dream." এই স্বপ্ন সফল করিবার জন্য তিনি বহু পরীক্ষা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই; তবু লিখিতেছেন—"They do not shake my strong feeling of the existence of a relation between gravity and electricity, though they give no proof that such a relation exists." সম্প্রতি আইনষ্টাইন তাঁর "Unified field Fhysics"এ এইটি দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন। শক্তিকূটের এবম্বিধ স্বরূপের ধ্যানটিকে আমরা "প্রজ্ঞান" বলিতে পারি। জড় বিজ্ঞানে এইপ্রজ্ঞানের কাজ যদি থাকে, ইতিহাস (বিশেষতঃ ভাবেতিহাস ও সমাজেতিহাস)এ এর কাজ যে কতখানি তা আর না বলিলেও চলে। তবে সত্যপ্রজ্ঞা যেমন আছে, তেমনি "প্রজ্ঞাভাস"ও আছে এবং এই শেষেরটা বিজ্ঞানে ও ইতিহাসে বুদ্ধিকে বার বার সত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে দেখা যায়।

তিনি দিতে পারিতেছেন; কেবল তাঁদের বাহিরের কাজকর্ম্ম, সাজপোষাকের খবরই নয়, তাঁদের আত্মার খবর, এমন কি পূর্ব্বে যে গভীর স্তরগুলিকে আমরা আত্মার চিত্তভূমি বলিয়াছি, সেখানকার ভাব, বেদনা প্রভৃতিরও সঠিক সংবাদ মিডিয়াম আমাদিগকে দিতেছেন।১ পশ্চিমের বড় বড় মনীষীদের ভিতর কেহ কেহ, হয়ত নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পেটিকা হইতেই, এ কথার প্রমাণ দলিল বাহির করিয়া দিতে পারিবেন। অর্থাৎ, যাঁরা যত্ন সহকারে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁরা। নিজেদের শক্ত খোলসটি ছাড়িয়া কিছুতেই বাহির না হইলে, অথবা "প্রমাণ" অন্বেষণ না করিয়া, প্রমাণের জন্য অজগরবৃত্ত হইয়া থাকিলে, অবশ্য কথা আলাদা।২

---

১ মিডিয়ামদের "বাক্যের" প্রামাণ্য সম্বন্ধে Maeterlinck এর "Our Eternity" গ্রন্থ হইতে (p. 146,) কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—"What do they prove? We must begin, as in all questions of this kind, by entertaining a certain distrust of the medium. It goes without saying that all mediums, by the very nature of their faculties, are inclined to imposture, to trickery. I know that colonel de Rochas, like Dr. Richet and like professor Lombroso, was occasionally hoaxed. That is the inherent defect of the machinary which we must perforce employ, and the experiments of this sort will never posses the scientific value of those made in a physical or chemical laboratory. But this is not an *a priori* reason for denying them any sort of interest" তার পর তিনি দেখাইতেছেন যে, পরীক্ষাগারে মিডিয়াম নির্ব্বাচন ("his good faith and moral sense" এ লক্ষ্য রাখিয়া) এবং তার সাক্ষ্যের পরীক্ষা সংশোধনাদি করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে এবং কতক হইয়া থাকেও। তার পর, মিডিয়ামদের মুখ হইতে যে সব কথা বাহির হয়, সে সমস্তই তার নিজের বুদ্ধি বিবেচনার পুঁজি খরচ করিয়া হইয়াছে এমন মনে করা যায় না। নানাদিক্ বিবেচনা করিয়া Maeterlinck সাব্যস্ত করিতেছেন—"I think, therefore, that we may be allowed, until we receive evidence to the contrary, to leave fraud out of the question." পশ্চিমদেশে "medinmistic phinomena" এখন পর্য্যন্ত "সহজ" বা "spontaneous" হইয়া রহিয়াছে; অর্থাৎ, যাদের ভিতরে "দৈবাৎ" ঐ অলৌকিক শক্তি ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়, তাদের লইয়াই পরীক্ষাদি চলে; অন্য লোকে "চেষ্টাচরিত্র" করিয়া ঐ শক্তি প্রস্ফুটিত ও অনুশীলিত করিয়া লইতে অক্ষম। এদেশে প্রাচীন কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সকল সাধন শাস্ত্রের এবং সাধক সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা সংস্কার ও বিশ্বাস অন্যরূপ। সাধনার একটা উদ্দেশ্য সাধকের ভিতরকার "কুণ্ডলীশক্তি"টিকে (latent, folded up powerটিকে) অভিব্যক্ত করা এবং তদ্‌প্রসাদে চতুর্ব্বর্গ লাভ করা। পাতঞ্জলদর্শনের "সংযম," প্রাতিভজ্ঞান, "প্রজ্ঞালোক", যোগের ভূমিগুলি এ প্রসঙ্গে চিন্তনীয়। উপায়ের বিশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফলেরও বিশুদ্ধি হইয়া থাকে; এ সম্বন্ধে পরে আবার আলোচনা করিব।

২ পাতঞ্জল দর্শন, বিভূতিপাদে, এই সব সিদ্ধি ও সাধনের কথা আছে। বলা বাহুল্য এদেশে এ সাধন রীতিমত একটা বিজ্ঞান (Theoretical and Practical Science) ভাবে চলিয়াছিল, এবং এখনও কিছু কিছু চলিতেছে। বিভূতিপাদের ৪র্থ সূত্রে "সংযম" নামক

দিব্য দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক আবিষ্কার।

মরিস মেটার লিঙ্ক—বেলজিয়ামের সুপ্রসিদ্ধ লেখক—সাহিত্য জগতে সুপরিচিত। তিনি তাঁহার "The Unknown Guest" প্রভৃতি সরস তথ্য ও যুক্তিতে সমভাবে সমৃদ্ধ গ্রন্থে মানবাত্মার এই সূক্ষ্মশক্তিসমূহের সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কবি হইলেও কল্পনার রাশ খুব টানিয়া ধরিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের মতন সতর্ক পাদক্ষেপে রহস্য রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। ব্যাখ্যায় অনেক সুবিধা হয়—এ কথা স্বীকার করিয়াও, তিনি সহসা প্রেততত্ত্ব (Spirits and interference by Spirits) মানিতে অতি মাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়েন নাই। পরে "অতিপ্রাকৃতের" বিচার প্রসঙ্গে এঁর কথা এবং Emil Boirac প্রভৃতি আরও অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ রহস্যবিদের কথা আমাদের বলিতে হইবে। এখানে কেবল একটা ঘটনার কথা। মেটারলিঙ্ক একবার জর্ম্মনিতে "আশ্চর্য্য" ঘোড়া (যে ঘোড়া লিখিতে পড়িতে পারিত, বড় বড় আঁক কষিতে পারিত, নানা রকমের জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিত) দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁর স্ত্রীই এ খবর জানিতেন। স্বামী জর্ম্মনি যাত্রা করিলে পর, স্ত্রী তাঁর পরিচিতা এক মিডিয়ামের কাছে যান। বলা বাহুল্য, মিডিয়াম তাঁর স্বামীর জর্ম্মনি যাবার খবর, যাবার উদ্দেশ্য, গন্তব্য স্থান—এ সব কিছুই জানিতেন না। তবু সেই মিডিয়াম "মনশ্চক্ষে" দেখিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"মেটার লিঙ্ক

সিদ্ধির উপায়টি নির্দ্দেশ করা হইল। পরের সূত্রে সংযম জয় করিতে পারিলে (অর্থাৎ, by mastering the method) "প্রজ্ঞালোক" (অতীন্দ্রিয় দর্শন সামর্থ্যাদি) লাভ হয় বলিতেছেন। তারপরের সূত্র একটা খুবই কাজের কথা বলিতেছেন—"তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ" (ভূমির পর ভূমি ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে হইবে—ডিঙ্গাইয়া যাইতে গেলে চলিবে না)। ব্যাস-ভাষ্য—"তস্য সংযমস্য জিতভূমের্যানন্তরাভূমিস্তত্র বিনিয়োগঃ; নহ্যজিতাধরভূমিরনন্তরভূমিং বিলঙ্ঘ্য প্রান্তভূমিষু সংযমং লভতে, তদভাবাচ্চ কুতস্তস্য প্রজ্ঞালোকঃ। ঈশ্বরপ্রসাদাৎ জিতোত্তরভূমিকস্য চ নাধরভূমিষু পরচিত্তজ্ঞানাদিষু সংযমো যুক্তঃ, কস্মাৎ, তদর্থস্যান্যত এবাগতত্বাৎ। ভূমেরস্য চ ইয়মনন্তরা ভূমিরিত্যত্র যোগ এবোপাধ্যায়ঃ; কথং, যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে। যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগে রমতে চিরম্ ইতি ॥"—'অনুবাদ। সংযমের পূর্ব্ব ভূমি অর্থাৎ অবস্থাবিশেষ বিজিত হইয়াছে দেখিয়া অজিত অব্যবহিত উত্তর ভূমিতে বিনিয়োগ করিবে, উত্তর অবস্থায় সংযম করিবার চেষ্টা করিবে। অধর (পূর্ব্ব) ভূমি জয় (আয়ত্ত) না করিয়া অনন্তর ভূমির লঙ্ঘন করিয়া একেবারেই শেষ ভূমিতে সংযম লাভ হয় না, সুতরাং সংযম-জয়সাধ্য প্রজ্ঞালোক (বুদ্ধি বিকাশ) কিরূপে হইবে? পরমেশ্বরের অনুগ্রহে যদি উত্তর ভূমি (প্রকৃতি পুরুষ বিবেক প্রভৃতি) জয় হয় তবে আর পরচিত্তজ্ঞানাদি অধর ভূমিতে সংযমের আবশ্যক করে না; কারণ অধর ভূমিতে সংযম করিলে যাহার (উত্তর ভূমিতে সংযম সিদ্ধির)

এখন একটা বড় প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন, সে প্রাঙ্গণটা এই রকম; তার চারিধারে এই রকম দৃশ্য; মেটার লিঙ্কের মুখের ভাব এখন এইরূপ; তিনি মনে মনে এই ভাবিতেছেন; ইত্যাদি ইত্যাদি।" মেটার লিঙ্কের স্ত্রীও তখন পর্য্যন্ত এ সবের কিছুই জানিতেন না। কাজেই, তিনিই যে মিডিয়ামের চিত্তভূমিতে (sub-conscious regionএ) শক্তি সম্পাত করিয়া, নিজের অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছায়, সেই সেই চিন্তাগুলি (ideas or "perceptions") মিডিয়ামের মনে জাগাইয়া দিতেছেন, এ অনুমান করা চলিবে না। তবে, ঈথারে ইলেক্‌ট্রিক তরঙ্গ চারিধারে ছড়াইয়া পড়িলে, যে কোনও জায়গায় সেগুলিকে সংহত করিবার (cohere করার) একটা যন্ত্র থাকিবে, সেই জায়গায় সেটা ধরা পড়িবে, অন্যত্র ক্রিয়াশীল (active) ভাবে বিদ্যমান থাকিলেও ধরা পড়িবে না, কেননা, ধরিবার (respond করিবার) যন্ত্র নাই। প্রস্তাবিত ক্ষেত্রেও যদি তাহাই হইয়া থাকে ত, আলাদা কথা। মেটার লিঙ্ক ৪।৫ শত মাইল দূরে দাঁড়াইয়া যে চিন্তা করিতেছেন, তাহার ঢেউ ঐ মিডিয়ামের মগজের ভিতরেই ধরা পড়িয়া গেল। কেননা, সেটা উপযুক্ত যন্ত্র। ব্যাখ্যা যে ভাবেই করা যাক্ না কেন—ঘটনাগুলি উড়াইয়া দেওয়া আর চলে না।

লাভ হইবে তাহা কারণান্তর অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহেই লব্ধ হইয়াছে। "এই ভূমির অনন্তর এই ভূমি',—ইহার উপাধ্যায়, অর্থাৎ, শিক্ষক যোগচর্য্যা ভিন্ন আর কেহই নহে, কেননা, শাস্ত্রে উক্ত আছে—"যোগের দ্বারাই (যোগ করিতে করিতেই) যোগের জ্ঞান হয়, যোগের দ্বারাই যোগের লাভ হয়, অর্থাৎ স্থূল বিষয়ে যোগানুষ্ঠান করিতে করিতেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতরে উপস্থিতি হয়। যে ব্যক্তি যোগ দ্বারা প্রমত্ত অর্থাৎ যোগসিদ্ধি অণিমা প্রভৃতির কামুক নহে সেই ব্যক্তিই চিরকাল যোগাবলম্বন করিতে পারে, (সিদ্ধির কামনা করিলে যোগভ্রংশ হয়, কারণ সাধারণের পক্ষেই অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য সিদ্ধি বলিয়া প্রতীত হয়, যোগীর পক্ষে ঐ সমস্তই বিঘ্ন)।" অতএব পাইতেছি যে "সংযম" দ্বারা একেবারেই পূর্ণসিদ্ধি লাভ হয় না; সিদ্ধির নানা ভূমি বা স্তর রহিয়াছে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমিগুলি আয়ত্ত না করিয়া উত্তর উত্তর ভূমিতে সংযম করিতে যাইলে প্রজ্ঞালোক লাভ হয় না; উত্তরভূমি আয়ত্ত হইলে পূর্ব্বভূমি (পরচিত্ত জ্ঞানাদি) আপনা হইতেই আয়ত্ত হইয়া যায়। আর সব চাইতে লক্ষ্য করার জিনিস—যোগচর্য্যাই হইল যোগীর গুরু; যোগের দ্বারাই জানিতে পারা যায়, কোন্ ভূমি পূর্ব্ব, কোন্ ভূমি উত্তর। যেহেতু যোগ is a science of practical realization; কাজেই এই রকম হওয়াটাই উচিত। পশ্চিমে মিডিয়ামের "সাধনার" "Science' এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই—অন্ততঃ পক্ষে বর্ত্তমান যুগে সেটা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিভূতিপাদ, ১৬ সূত্রে বলিতেছেন—"পরিণামত্রয় সংযমাদতীতানাগত জ্ঞানম্" ("ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা পরিণামেষু সংযমাৎ যোগিনাং ভবত্যতীতানাগতজ্ঞানম্। ধারণা-ধ্যান সমাধিত্রয়মেকত্র সংযম উক্তঃ, তেন পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎক্রিয়মাণং অতীতানাগতজ্ঞানং তেষু সম্পাদয়তি"—ভাষ্য)। Clairvoyancy, "X-zay vision," "prevision"—প্রভৃতি সিদ্ধির উপায় এখানে আমরা পাইলাম। "যে বিষয়ে সংযম করা যায় তাহারই সাক্ষাৎকার হয় এই সামান্য নিয়ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাচস্পতি বলিয়াছেন, পরিণামত্রয়ের মধ্যেই অতীত ও

বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত—সময়ের তিন ভূমিতেই ঐ সূক্ষ্মশক্তি অবাধগতি; রাশি রাশি নিজর, প্রমাণ মজুদ রহিয়াছে এবং হইতেছে। পরখ করিয়া দেখিতে বাধা নাই।

সাধনবিশেষের দ্বারা এই ধ্যানশক্তির অনুশীলন ও পূর্ণতর উন্মেষ করা চলিতে পারে। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ, এবং অন্য অন্য প্রাচীন দেশেও, কিছু কিছু সে সাধন চলিয়াছিল। এখনও তাহা একান্তভাবে লুপ্ত হয় নাই। কোনও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অতীতের "নষ্ট কোষ্ঠীর" উদ্ধার করিতে পারা একেবারে অসম্ভব নয়। ভূয়োদর্শনের এটাও একটা বিশিষ্ট রীতি। হালের বিজ্ঞানের শীলমোহর এর উপর এখনও তেমন ভাবে না পড়িলেও, বিনা বিচারে এ রীতিকে উড়াইয়া দিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। পরে, ইহার বিষয়ে আলোচনা করার অবসর আবার আমাদের হইবে।

ইহাও ভূয়োদর্শনের একটা রীতি।

অনাগত অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে, সুতরাং পরিণামত্রয়ে সংযম দ্বারা অতীত অনাগত জ্ঞান হইতে পারে, বার্ত্তিককার বলেন, অন্য বিষয়ে সংযম দ্বারাও অন্য বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইতে পারে, সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবন জ্ঞান হয় ইত্যাদি, অতএব কোনও একটি বিষয়ে পরিণামত্রয় সংযম দ্বারাই অতীত অনাগত সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান হইতে বাধা নাই।"—পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চুর মন্তব্য। সর্ব্বভূত যখন সর্ব্বাত্মক, তখন যে কোনো কিছুতে সংযন করিলেই সমস্তের জ্ঞান (whole order of co-existence and sequenceএর জ্ঞান) সম্ভবপর হইতে পারে। "Crystal-gazing" রূপ সিদ্ধিতে, "Divining rod" সিদ্ধিতে সংযম বিদ্যার আংশিক ও সঙ্কীর্ণ ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে, একটা ধূলিকণিকায় সংযম করিলেই সব বিশ্ব (দেশে ও কালে) জানিতে পারা যাইতে পারে। মিডিয়ামেরা যে ব্যক্তিবিশেষের স্পৃষ্ট সামান্য কোন একটা জিনিষ পাইয়াই, তাহা হইতে সেই ব্যক্তির এবং অপরাপর ব্যক্তির ভিতর বাহির সব খবর বলিয়া দিতে পারে, তাতে, পাতঞ্জলাদির সিদ্ধান্ত মনে রাখিলে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। বর্ত্তমান বিজ্ঞানেরও সিদ্ধান্ত ("unbounded co-relativity of forces")ও এ সিদ্ধির পোষক—প্রত্যেক পদার্থ অপরাপর সকল পদার্থের সঙ্গে শক্তি সম্বন্ধে এমন ভাবে সম্বদ্ধ যে, তাকে জানিতে হইলে সবই জানিতে হয়, পক্ষান্তরে তাকে জানিলে, সবই জানা হয়। সে যাই হোক, বিভূতিপাদের ১৭ সূত্র "সর্ব্বভূতরুতজ্ঞান", ১৮ সূত্র "পূর্ব্বজাতিজ্ঞান", ১৯ সূত্র "পরচিত্তজ্ঞান" ইত্যাদি অনেক বিভূতি বা সিদ্ধির কথা, এবং সিদ্ধি অর্জ্জনের কথা আমাদের বলিতেছেন। সমস্ত পাদটি মনোযোগ সহকারে পাঠ্য। সিদ্ধিগুলি "ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ" "সমাধাবন্তরায়াঃ"—এই একটা মস্ত কথা। সিদ্ধিগুলিতে আসক্তি থাকিলে চলিবে না। তারপর, সংযমের পূর্ব্ব যোগাঙ্গগুলি (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার) সাধকের চিত্তশুদ্ধির সহায় হইয়াছে বলিয়া, সিদ্ধির অপব্যবহারের আশঙ্কা কম হইয়াছে। রীতিমত একটা background of moral discipline লইয়া তবে সিদ্ধির পথে চলিতে হয় সাধককে। পশ্চিমের মিডিয়ামদের "ধাপ্পাবাজির" সম্ভাবনা এখানে কম। তারপর, সিদ্ধিগুলির প্রয়োগ কল্যাণের নিমিত্তই (যথা, ২৩ সূত্র—"মৈত্র্যাদিষু বলানি"—'পূর্ব্বে মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা' এই তিনটি ভাবনা (চিন্তনা) উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সুখী ব্যক্তিগণের প্রতি মৈত্রী (বন্ধুতা) ভাবনা করিয়া মৈত্রী বল

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

দিব্য দৃষ্টির দুর্ল্লভতা।

এখন এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে, এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা অতীতের লুপ্তোদ্ধার করিয়া ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হইলেও, ইহা সাধারণের আয়ত্ত নয়, এমন কি অনুশীলন করিয়া এর উন্মেষ করাও তেমন সহজ নয়। পশ্চিমদেশের মিডিয়ামেরা, কবিদেরই মতন, মিডিয়াম হইয়াই অথবা মিডিয়াম হইবার শক্তি লইয়া, জন্মগ্রহণ করেন; মিডিয়াম তৈয়ারি করার কোন সুচারু বন্দোবস্ত এখনও প্রতীচী করিয়া উঠিতে পারেন নাই।১ আমাদের সাধক-সম্প্রদায়ক্রমে সূক্ষ্ম দৃষ্টি শ্রুতি প্রভৃতি যোগবিভূতি অর্জ্জন করিবার উপায় ও পদ্ধতি এখনও একটু আধটু চলিয়া আসিতেছে। তবে বলা বাহুল্য, উপায় ও পদ্ধতি এখন নিতান্তই "গুহাহিত" হইয়া পড়িয়াছে। ভেজাল, ব্যভিচার, বিভ্রম (self-delusiou) এবং ভণ্ডামির প্রাদুর্ভাব নিতান্ত কম নহে। এই কারণে, ও পথটি সাধারণের পক্ষে অবারিত থাকিলেও, সাধারণের সে পথে হাঁটার সুবিধা নাই। সুতরাং, ইতিহাস লিখিতে বসিয়া, (clairvoyance) অধিগত করার ইচ্ছা অনেক সময় প্রাংশু লভ্য ফলে উদ্বাহু বামনের ইচ্ছার সামিলই হইয়া পড়ে। যিনি যোগবিভূতি অর্জ্জন করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁকে অবশ্য কেহই ঠেকাইবে না। তবে যোগবিভূতি সত্যকার হইয়াছে কি না, তাহাত আমাদেরই মতন মাঝারি

লাভ করা যায়। দুঃখিতগণের প্রতি করুণা (দয়া) ভাবনা করিয়া বল লাভ হয়, পুণ্যশীল ধার্ম্মিকগণের প্রতি মুদিতা (হর্ষ) ভাবনা করিয়া মুদিতা বল লাভ হয়, ভাবনা হইতে জায়মান সমাধিরূপ সংযম হইতে উক্ত বলগুলি অবন্ধ্যবীর্য্য অর্থাৎ অব্যর্থরূপে উৎপন্ন হয়। পাপাত্মগণের প্রতি উপেক্ষার বিধান আছে, ভাবনার বিধান নাই, সুতরাং তাহাতে সমাধিও নাই, অতএব উপেক্ষা বিষয়ে কোনও বল লাভ হয় না, যেহেতু তাহাতে সংযমের অভাব আছে।" অন্য প্রসঙ্গে এ বিষয়ের আরও বিস্তার আমরা করিব। এটা যেন মনে করা না হয় যে, এই "সাধন" কেবল ঐ পাতঞ্জল শাস্ত্রেরই একচেটিয়া। পাতঞ্জলে তত্ত্বালোচনা (Theory) দেখান হইয়াছে। কিন্তু বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র—এ সকলই এবম্বিধ সাধনোপদেশে পরিপূর্ণ। খুব প্রাচীন স্তরে "Mystic powers"গুলির কোনো সাড়া শব্দ নাই—এটা খবরদারের কথা নয়। অথর্ব্ববেদ বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

[১] M. Ernest Bozzano ("*Annalesdes Sciences Psychiques*" September, 1906, cited by Maetelinck, The unknown Guest 3rd Ed, p, 324) লিখিতেছেন —"It does not seem that it is possible to cnltivate or develop them (occult faculties) systematically. The Hindu races in particular, who for thousands of years have been devoting themselves to the study of these manifestations, have arrived at nothing but a better knowledge of the empirical methods calculated to produce results in individuals already

মানুষকে নিজেদের সহজ বুদ্ধি (Common-sense) দ্বারাই স্থির করিতে হইবে। তাহা করা সহজ নয়।

ছান্দোগ্যে ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—"সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্"। কেননা, "প্রাণ সকলের বড়"—এই "অতিবাদ" করিলেই ত চলিবে না; সত্যই যে বড় তা জানিতে হইবে, এবং দেখাইতে হইবে। "এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি।" কিন্তু সত্য বলা যায় কেমন করিয়া? ভাল করিয়া জানিলেই তবে ত সত্য বলা যায়—"যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি; নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি। বিজ্ঞানং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।" এ বিশেষ জ্ঞানই বা কিরূপে হয়? মানসিক ব্যাপারের (মননের) উপযুক্ত প্রয়োগ ব্যতীত ভাল করিয়া জানা হয় না—"যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি নামত্বা বিজানাতি মত্বৈব বিজানাতি মতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি।" মতি কেমন করিয়া হইবে? শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে মতি হয় না—"যদা বৈ শ্রদ্ধধাত্যথ মনুতে, নাশ্রদ্ধধন্ মনুতে, শ্রদ্ধধেব মনুতে, শ্রদ্ধাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি।" শ্রদ্ধা কেমন করিয়া আসিবে?—

---

endowed with these supernormal faculties." বলা বাহুল্য. হিন্দুরা একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলিবেন (তাঁদের শাস্ত্র এ বিষয়ে এক মত)—(১) এই "অলৌকিক শক্তি"গুলির অনুশীলন ও স্ফুরণ বিধিমত করা যাইতে পারে; (২) এই সাধন ও সিদ্ধির মূলতত্ত্বগুলি ("Principles") জানা যাইতে পারে (যেমন ধারা পাতঞ্জলদর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে জানা গিয়াছে); (৩) সাধনগুলি কেবল মাত্র "ভূয়োদর্শন" নির্ভর করিয়া নাই (not meroly "empirical"); (৪) প্রত্যেক ব্যক্তিই উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা এই সাধন ও সিদ্ধির পথে হাঁটিতে পারে, এবং শেষ পর্য্যন্ত যাইতেও পারে। অবশ্য, সাধকদের অধিকারভেদ, সুতরাং ফললাভের সময়ের ও শ্রমের তারতম্য আছে। পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ, ২১ সূত্র ("তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ") এবং ২২ সূত্র ("মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ") এই দুইটি আলোচ্য। সাধনজন্য প্রজ্ঞার বিকাশের স্তরগুলি সম্বন্ধে সাধনপাদ, ২৭ সূত্র ("তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা")প্রভৃতি আলোচ্য। "সহজ মিডিয়াম"ও আছে—কৈবল্যপাদ, ১ম সূত্র০ ("জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ") দ্রষ্টব্য। সিদ্ধির কারণ বা জনকগুলির মধ্যে "জন্ম"ও একটা। জন্ম কেমন করিয়া সিদ্ধির কারণ হইতে পারে, তার "তত্ত্ব" ২ ও ৩ সূত্রে ("জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ," "নিমিত্তম প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ") দর্শিত হইয়াছে। মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভাবেও সিদ্ধি হইতে পারে। "জন্ম" ছাড়া আর চারিটি (ঔষধি, মন্ত্র, তপ, সমাধি) জনক যত্নসাপেক্ষ। প্রথম দুইটীতে কতকটা, এবং শেষের দুইটিতে সবিশেষ ভাবে. যম, নিয়মাদির অপেক্ষা আছে। সাধনপাদ প্রথম সূত্রে ("তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ") ক্রিয়াযোগ বা সাধনের মূল লক্ষণটি দিতেছেন। ২৮ সূত্রে ("যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ") অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে ফলের ক্রম—অশুদ্ধিক্ষয়—জ্ঞানদীপ্তি বা প্রজ্ঞালোক—বিবেকখ্যাতি—দেখাইতেছেন। তার মধ্যে প্রথম অঙ্গ দুইটি সবিশেষভাবে নীতিসাধন (moral discipline); ৩০ সূত্র—"অহিংসা-সত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ" ৩১ সূত্র—"জাতিদেশকালসময়ান-

নিষ্ঠা হইতে। "যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্ধধাতি, নানিস্তিষ্ঠন্ শ্রদ্ধধাতি, নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্ধধাতি, নিষ্ঠাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি।" নিষ্ঠাইবা হইবে কেমন করিয়া? যত্নভাবে কর্ম্ম না করিলে নিষ্ঠা আসে না—"যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি, না কৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি, কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি, কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি।" কর্ম্মে অনুরাগ বা প্রবৃত্তি হইবে কেন? সুখ বা রস না পাইলে অনুরাগ হয় না—"যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি, না সুখং লব্ধা করোতি সুখমেব লব্ধা করোতি সুখংত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি"। তারপর, সুখ কি তা বলিতে গিয়া বলিতেছেন—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।" ভূমাই সুখ—অল্পে সুখ নাই। শেষকালে সাধনের উপায় আভাষে বলিতেছেন—"আহার শুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ সত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ॥" বস্তুতঃই ধ্রুবা স্মৃতি বা অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি সাধনা দ্বারা অর্জ্জন করা যায়; যে স্মৃতি লাভ হইলে সাধকের দৃষ্টি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া "তমসঃ পারং" পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সমর্থ হয়। আহারশুদ্ধি, সত্বশুদ্ধি ইহার ক্রমিক সাধন।১ পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্র অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ করিয়া এ তত্ত্ব আরও খোলসা করিয়া দিয়াছেন।

দিব্য দৃষ্টির সাধন বা অনুশীলন।

বচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্"; "শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ"। এতে পাইলাম যে প্রজ্ঞালোকাদি সিদ্ধির সাধন একটা আধ্যাত্মিক "শিল্প" (spiritual art), কিন্তু সে শিল্পের শিল্পী যারা হবেন, তাঁদের নৈতিক সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। এইত গেল সাধারণ সাধনমার্গ। এ মার্গের যে কত প্রকার ভেদ শাস্ত্র কারয়াছেন, তার ইয়ত্তা করা কঠিন। প্রাণায়াম, মুদ্রা, আসন, প্রত্যাহার, ধ্যান, সমাধি—এ সবের বহু বহু প্রকার কথিত হইয়াছে (ঘেরণ্ড সংহিতা, শিব সংহিতা, দত্তাত্রেয় সংহিতা, যোগি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংখ্যাতীত শাস্ত্র এ পথ নানাভাবে দেখাইয়াছেন)। ফলকথা, এ সাধন একটা living Science and Artরূপে বহুধা পল্লবিত হইয়া প্রচারিত ছিল; এখনও কিছু কিছু আছে।

১ ছা, উ, ৭ম প্রপাঠক দ্রষ্টব্য। অন্নের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ আরুণি শ্বেতকেতু সমাচারে (৬ষ্ঠ প্রপাঠক, ৫ প্রভৃতি খণ্ডে) বিবৃত হইয়াছে। মনুসংহিতায় (৫ম অধ্যায়ে) ঋষিরা ভগবান্ ভৃগুকে ("অনলপ্রভবং") মৃত্যু কেন হয় এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে "মানব" ভৃগু বলিতেছেন—"অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ। আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥" (৪) অন্নদোষ মৃত্যুর একটা কারণ। তারপরের শ্লোকগুলিতে অন্ন সম্বন্ধে বিধিনিষেধ রহিয়াছে। অন্নের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সকলেই জোর করিয়া বলিয়াছেন। গীতা (১৭শ অধ্যায়ে) ৮, ৯, ১০ শ্লোকে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক আহারের লক্ষণ দিয়াছেন।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

অতএব পথ রহিলেও, সে পথে বিচরণ করার ভাগ্য সকলের হয় না। সকলের সে সাধনে রসবোধ (interest) নাই ; সুতরাং কর্ম্ম-প্রবৃত্তি নাই ; কাজেই গুরু-শুশ্রূষাদি নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, মতি এবং বিজ্ঞান নাই ; বিজ্ঞান নাই বলিয়া সত্যে অধিকার নাই। যিনি এ পথে হাঁটিয়াছেন বা হাঁটিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন, তাঁর হাঁটা সত্য কি না ; যদি সত্য হয় ত' কত দূর পর্য্যন্ত ; এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করার অধিকার, যিনি সত্যদর্শী তাঁরই আছে। যে ব্যক্তির হরিদ্বার বা কাশী যাওয়ার হদিস জানা আছে, সে অপর কোনও ব্যক্তিকে, হাওড়ায় গাড়িতে চড়িতে না দেখিয়া শিয়ালদহে দিল্লী এক্‌সপ্রেসে চড়িয়া বসিতে দেখিলেও বিস্মিত হইবে না ; কিন্তু খোদ হাওড়াতেই তারকেশ্বর লোকালে চাপিতে দেখিলে, সে, আপত্তি করিবে। সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ধ্রুবা স্মৃতি সত্যকার যোগবিভূতি সন্দেহ নাই ; কিন্তু সাধারণে আনাড়ী বলিয়া ইহার "দাবী" পরখ করিয়া দেখিতে অক্ষম ; অথচ, সাক্ষ্য গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে হইলে, আনাড়ীকেও বিচারক হইতে হয় ; অভিজ্ঞের সাক্ষ্য (expert evidence) ও পরখ করিয়া লইতে হয়। এই জন্য সাধারণের জন্য, "নর লোকের" জন্য, যে ইতিহাস লেখা হইতেছে, তাহা যথাসম্ভব সাধারণ "বিজ্ঞান-সম্মত" রীতিতেই লিখিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, সাধারণ সমীক্ষা, পরীক্ষা ও অন্বীক্ষাই তার method হওয়া উচিত। মিডিয়াম বা অপর যে কেহ "ধ্রুবা-স্মৃতি" লাভ করিয়াছেন, তিনিও, স্বীয় রীতিতে ইতিহাস লিখিতে থাকুন ; অথবা প্রচলিত ইতিহাসের শোধন সংস্কার ও সম্প্রসারণ আবশ্যকমত করুন। সে ইতিহাসে আপত্তি

সাধারণ ইতিহাসকে শোধন সম্প্রসারণ করার নিমিত্ত ধ্রুবা-স্মৃতি।

কাজেই, এক এক রকমের আহার দ্বারা এক এক রকমের গুণের উপচয়, অপচয় হইয়া থাকে। ছা, উ, (ষষ্ঠ প্রপাঠকে) আরুণি শ্বেতকেতু সংবাদে "ত্রিবৃৎকরণ" (সৃষ্টিব্যাপারে) বুঝাইতে "সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ" এ তিনের উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু সবিশেষ ভাবে লোহিত (বা রোহিত), শুক্ল ও কৃষ্ণ এই তিন বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন (৬ ৪ খণ্ড প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। এ তিনটিকে যথাক্রমে তেজঃ, অপ্ ও অন্নের রূপ করিয়া দেখাইয়াছেন বটে। ৭,৪,৫—:'এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্ব্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ন নোহদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি হ্যেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ"—এই রোহিতাদি রূপত্রয়কে জানিয়াছিলেন বলিয়া সেই মহাশাল, মহাশ্রোত্রিয়দের অশ্রুত, অমত, অবিজ্ঞাত কিছুই ছিল না ; কাজেই ঐ তিন বর্ণে নিখিল জ্ঞাতব্যের সমাহার হইয়াছে। এ রূপত্রয় যে শ্বেতাশ্বতর ৬, এর (৪।৫) সেই প্রসিদ্ধ—"অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং"—সে পক্ষে সন্দেহ নাই। দর্শন শাস্ত্রের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ অনেক সময় অন্য সঙ্কেতে (যথা colour symbolismএ) শ্রুতিতে পারকীর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্কেত আলাদা হইলেও

কাহারও নাই। তবে. সাধারণতঃ, সে ইতিহাস "দেবলোকের" জন্য।[১] নর লোকের জন্য যে ইতিহাস, আর দেবলোকের জন্য যে ইতিহাস—এ দুইটি জাহ্নবী ও মন্দাকিনী ধারার মত কতকটা আলাদা বহিলেই মোটের উপর ভাল। যাঁরা ইতিহাসকে গল্প বা মিথ্‌ হইতে আলাদা করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁরা মন্দ করিতেছেন না।

প্রধানতঃ তিনটি কারণে ইতিহাসের এই দুইটা রূপ গুলাইয়া না ফেলাই ভাল। প্রথমতঃ, আমরা "মিডিয়মিষ্টিক" সিদ্ধিসম্ভূত ইতিবৃত্তের সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষক হইতে পারি না—অন্ততঃ পূরাপূরি রকমে নয়। দ্বিতীয়তঃ, মিডিয়ামদের সকলেরই "ধ্রুবা স্মৃতি" নয়; তাঁদের যোগজ স্মৃতির নানান্ থাক্ আছে; সুতরাং তাঁদের সাক্ষের অল্পবিস্তর গরমিল হবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমন কি, একই পুরাণের, অথবা বিভিন্ন পুরাণের অনেক "বিষম" আখ্যানকে, যুগভেদ বা কল্পভেদ দিয়া সমঞ্জস করিয়া লইতে হইয়াছে। সেরূপ করাতেই হয়ত দোষ নাই; কিন্তু যুগপ্রবাহ ও কল্পাদি সম্বন্ধে যাদের ধ্রুবা স্মৃতি, তাঁরাই সেরূপ সামঞ্জস্য করার ভার লইতে পারেন। আমাদের কাছে. যেমন সংস্কার তেমনি সিদ্ধান্ত। যিনি ঋষিদেরও ভুল মানেন,

তিন কারণে দুই
থাকের ইতিহাস
জড়াইয়া না ফেলা
ভাল।

তত্ত্ব এক। এমন কি তন্ত্রশাস্ত্রও আহারে স্বেচ্ছাচারের "পাঁতি" দেন নাই। সাধন বিশেষে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকারের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু সেটা সাধারণ ব্যবস্থা নয়—রহস্য সাধনের গুহ্য ব্যবস্থা।

[১] মৎস্য পুরাণ ৫৩ অধ্যায়ে (১-১২ শ্লোকে) পুরাণ যে সর্ব্বশাস্ত্রের "প্রথম" এবং পুরাণ "দেবলোকে" ও "নরলোকে" বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন—এ কথা আছে। অনুবাদ—'মুনিগণ কহিলেন,—সূত! তুমি এক্ষণে বিস্তরক্রমে পুরাণ সংখ্যা. ও সেই সকল পুরাণের অশেষ ফলজনক দানধর্ম্ম যথামথ কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন—বিশ্বাত্মা পুরাণ পুরুষ পুরাণ প্রস্তাবে মনুর নিকট এই বিষয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। মৎস্য কহিয়াছিলেন.—সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে পুরাণই প্রথম বলিয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়াছে। অনন্তর তাঁহার বক্তৃবৃন্দ হইতে বেদ সকল নির্গত হয়। হে অনঘ! কল্পান্তরে মাত্র একখানি পুরাণ ছিল। ঐ পুরাণ ত্রিবর্গের সাধন, পাবন ও শতকোটী শ্লোকে পরিপূর্ণ। লোক সকল দগ্ধ হইয়া গেলে. আমি বাজিরূপ ধারণ করিয়া বেদাঙ্গ সকল বেদচতুষ্টয়, ন্যায় বিস্তার. মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রহণান্তে সম্পাদিত করিয়াছিলাম। অনন্তর আমি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কল্পারম্ভে পুনরায় একার্ণব জলের অভ্যন্তরে অবস্থান করত ঐ সকল অশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর চতুর্ম্মুখ তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া দেব ও মুনিগণের নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ সকল প্রবর্ত্তিত হইল। হে নৃপ! কালক্রমে লোকে পুরাণ প্রস্তাব গ্রহণ করে না, দেখিয়া আমি

তিনি বলেন—"পুরাণকারের ওসব গরমিল, সত্য সত্যই বিরোধ ; তাঁর একটা কথা যদি ঠিক হয় ত, অপরটা ঠিক হইতেই পারে না।" যিনি ঋষিদের অভ্রান্ত ভাবেন, তিনি বলেন—পুরাণের একটা বিবরণ এ কল্পে বা অধিকারে সত্য অন্যটা কল্পান্তরে বা অন্য অধিকারে সত্য।" বলা বাহুল্য, তাঁর মুখে এটা নিতান্তই আন্দাজি কথা,একটা সংস্কারের, বিশ্বাসের কথা। যিনি খাঁটি দেখিয়াছেন ও আস্বাদ করিয়াছেন, তিনিই খাঁটির খবর দিতে পারিবেন। ঋষিদের বেলা যাই মনে করা হউক, নীচের থাকের যোগী ও মিডিয়ামদের অসাধারণ অনুভূতিগুলির, আমাদেরই সাধারণ অনুভূতিগুলার মতনই, উৎকর্ষ অপকর্ষ, সুতরাং আপেক্ষিক সত্যতা আছে। এখন, দুইজন মিডিয়াম হয় একই কথা বলিলেন, নয় আলাদা কথা বলিলেন। যেখানে একই রকম সাক্ষ্য, সেখানে বিশ্বাস কতকটা ঝুঁকিতে পারে বটে ; কিন্তু যেখানে আলাদা রকমের সাক্ষ্য, সেখানে "কারে রাখি কারে ফেলি ?" অথচ, রাখার বা ফেলার ভার আমার মতন একজন মাঝারি মানুষের উপরেই ন্যস্ত। কেন না, আমারই বিশ্বাস অবিশ্বাসের মামলা। তৃতীয় কারণ এই যে, ধাপ্পা-বাজির (Fraud) কথা বাদ দিলেও, মিডিয়ামদেরও বিভ্রম (self-delusion) হওয়া আশ্চর্য্য নয় ; তাঁরা যেটাকে হুবহু অতীতের আলেখ্য বলিয়া ধরিতেছেন, সেটা যে তাঁদের কুশলিনী কল্পনাই, তাঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া (Seance, Trance) এর গুপ্ত কক্ষে বসিয়া আঁকিয়া ফেলেন নাই, তা বুঝিব কেমন করিয়া ?

ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া যুগে যুগে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি। প্রতি দ্বাপরে চতুর্লক্ষ শ্লোকসম্বলিত পুরাণ অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া এই ভূর্লোকে আমি প্রকাশ করি। এই দেবলোকে অদ্যাপি শতকোটী শ্লোকসংখ্যক পুরাণ প্রচলিত আছে। এইজন্য ভূর্লোক প্রচলিত পুরাণে সংক্ষেপতঃ চতুর্লক্ষ সংখ্যক শ্লাক সন্নিবেশিত হয় সম্প্রতি নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অষ্টাদশ পুরাণ বৃত্তান্ত বলিতেছি। হে মুনিসত্তমগণ! শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা, মরীচির নিকট যে পুরাণ কীর্ত্তন করেন, তাহা ত্রয়োদশ সহস্র শ্লোকসংখ্যায় ব্রহ্মপুরাণ নামে অভিহিত।" পুনশ্চ, ৩য় অধ্যায়ে মনু-মৎস্য সংবাদ দ্রষ্টব্য। পুরাণ সম্বন্ধে যে কথা, ইতিহাস সম্বন্ধেও তাই! ধরা যাক্ বাল্মীকির রামায়ণ। আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে দেখিতে পাই—বাল্মীকি প্রথমতঃ নারদের মুখে রামচরিত শুনিলেন। নারদের উপদেশে (১ম সর্গ, ৯৯ শ্লোকে) রামায়ণকে "বেদৈশ্চ সম্মিতং" বলা হইয়াছে। নারদের এই রামচরিত উপদেশ বাল্মীকির নিকট "শ্রুত", আপ্তবাক্য—Oral evidence। সাধারণ ইতিহাসে documentary, inscriptional প্রভৃতি প্রমাণ এই রকমের ; বরং, আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য অধিক। তারপর, দ্বিতীয়সর্গে দেখিতে পাই, বাল্মীকির মুখ হইতে "মা নিষাদ..." শ্লোক নির্গত হবার পর, স্বয়ং ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া তাঁকে বলিতেছেন—(৩১-৩৫ শ্লোক)—"হে ব্রহ্মন্! তোমার এই চতুষ্পাদবদ্ধ বাক্য শ্লোকই হউক, ইহাতে বিচারণা

একটা বড় গোছের Hypothesisকে বিজ্ঞানে এবং আমাদের সাধারণ ব্যবহারের অপরাপর ক্ষেত্রে যে ভাবে অবলম্বন করিতে হয়, ধ্যানোপলব্ধ ইতিহাস বা ঐতিহাসিক তথ্যকেও, অনেকটা সেইভাবে, আমাদের গ্রহণ করিতে হয়। "আমাদের" মানে সাধারণ, মাঝারি মানুষদের। একটা hypothesis হয় ত এখনই পূরাপূরিভাবে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতে আমি পারিতেছি না, কিন্তু সেটাকে দুই ভাবে আমি ব্যবহারে লাগাইতে পারি। সেটাকে একটা দিগ্‌দর্শনের মতন ব্যবহার করিয়া নূতন নূতন তথ্য অথবা তথ্য-সমূহের সম্পর্ক আমি হয়ত আবিষ্কার করিতে পারি। কোনও ভূতত্ত্ববিৎ কতকগুলি জমির লক্ষণ দেখিয়া আন্দাজ করিলেন—এতটা নীচে এতদূর ব্যাপিয়া কয়লার খনি বা অভ্রের খনি থাকিতে পারে। আদৌ এটা হাইপথেসিস্। তবে খনির কাজ যাঁরা করিবেন, তাঁদের পক্ষে এই রকম একটা "আন্দাজি সত্যের বা সিদ্ধান্তের" সূত্র ধরিয়াই চলিতে হয়। মাটি কাটিয়া দেখিয়া তবে সে আন্দাজের সত্যতা নিরূপিত হইবে। কিন্তু পৃথ্বী এতই বিপুলা এবং কাল এতই সাবধি যে, মাটি কাটিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একটা কিছু "ঠিকানা" পাওয়া দরকার বলিয়া আমরা মনে করি। প্রাচীনকালে যাঁরা "নিধি বিদ্যা" আয়ত্ত করিতেন, তাঁরা পৃথিবীর স্তরগুলির রকম সকম দেখিয়া আন্দাজ করিতেন কি না বলিতে পারি না; হয়ত কতকটা

সাধারণ ইতিহাসের বেলা দিব্য দৃষ্টি দেওয়া সত্য হাইপথেসিস্ মাত্র।

করিও না; আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে। হে ঋষিবর! এরূপ বাক্যেই তুমি ধর্ম্মাত্মা ধীশক্তিসম্পন্ন লোকাভিরাম রামের সমস্ত বিবরণ বর্ণন কর। তুমি নারদের নিকট রামের যেরূপ প্রকাশ্য ও রহস্য বৃত্তান্ত সকল শুনিয়াছ, সেইরূপে তৎসমুদয় বর্ণন কর। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং রাক্ষসদিগের যে সকল প্রকাশ্য কিম্বা রহস্য বিবরণ তোমার অজ্ঞাত আছে, তৎসমস্তই তোমার বিদিত হইবে। এই কাব্যে তোমার একটী বাক্যও মিথ্যা হইবে না।" এখানে দেখিতেছি বাল্মীকি সাক্ষাৎ প্রজাপতির নিকট হইতে রামায়ণ রচনার প্রেরণা পাইলেন, এবং তাঁহার রচনা যে যথার্থ হইবে, সে পক্ষে আশ্বাস পাইলেন। প্রথমে নারদের কাছে উপদেশ, তারপর ব্রহ্মার কাছে প্রেরণা ও আশ্বাস—এ দুইটি লাভ করিয়াও বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিতে লাগিয়া যাইলেন না। তৃতীয় সর্গের প্রথমেই দেখিতে পাই, বাল্মীকি যোগযুক্ত হইয়া সে ইতিহাস সাক্ষাৎকার করিতেছেন; সাক্ষাৎকার করিয়া তবে তিনি রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। অতএব ধ্যানজন্য সাক্ষাৎকার হইল ঋষিদের ইতিহাস ও পুরাণ রচনার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। তৃতীয় সর্গের প্রথম হইতে নয় শ্লোকের অনুবাদ আমরা দিতেছি:— "বাল্মীকি ধীশক্তিসম্পন্ন রামের ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ সমন্বিত মোক্ষরূপ পরম কল্যাণপ্রদ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া পুনরায় তাহা স্পষ্টরূপে হৃদ্গম্য করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তিনি প্রাগগ্র কুশাসনে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

সেটা তাঁদের ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট-দর্শন-সিদ্ধি-প্রসাদাৎ হইত। আংশিক ভাবে সে বিদ্যাটা হয় ত Divination (পশ্চিমের মনস্তত্ত্ববিদেরা এখন যেটার পরীক্ষা করিতেছেন)। তা যদি হয়, তবে সেটা একটা অতিন্দ্রিয়-বোধসামার্থ্য (mystic power), এবং আমরা ইতিহাসে মিডিয়াম বা সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর যে কাজের বায়না দিতেছি, নিধিবিদ্যাপারগের কাজ অনেকটা সেই জাতীয়। কিন্তু নিধিবিদের "দৃষ্টি" আমাদের কাছে "আন্দাজ," যতক্ষণ না তাঁর নির্দ্দেশমত অনুসন্ধান করিয়া আমরা পূর্ব্ব-বর্ণিত নিধির প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। সকল অলৌকিক জ্ঞানকে আমাদের ব্যবহারিক আদালতে ঠিক এইভাবে নিজের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হাজির করিয়া "এফিডেভিট্" করিতে হয়। যাঁর সে জ্ঞান, তাঁর তাতে প্রয়োজনাভাব হইলেও, আমরা আমাদের চল্‌তি Evidence Actএর ধারা মতই বিশ্বাস অবিশ্বাসের মামলা চালাইতে বাধ্য আছি!

ইতিহাসেও এ ধারার ব্যভিচার নাই। যদি কোনও মিডিয়াম বা যোগী "দিব্যচক্ষে" দেখিয়া বলিয়াছেন যে, পঞ্জাবের হরাপ্পা নামক স্থান খুঁড়িলে এমন সব প্রত্নতত্ত্বের উপকরণ পাওয়া যাবে, যাদের চাইতে পুরাতন উপকরণ এখনও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে মজুদ করা হয় নাই;—তবে সে কথাটা শুনিয়াই, আজিকার এই Clairvoyance, Divination প্রভৃতির সত্যতা-পরীক্ষার দিনে, একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। এমন কি, আমাদের কাহারও কাহারও হয়ত খুঁড়িয়া দেখার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত

উপবেশন করিয়া, যথাবিধি আচমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগমার্গে তদ্‌বৃত্তান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তথন বাল্মীকি যোগবলে রাজা দশরথ, তাঁহার ভার্য্যাগণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, এবং পৌরগণের হাস্য আলাপ ভাষা ও গতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয় যথার্থরূপে দেখিতে পাইলেন এবং সত্যসন্ধ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী বনে থাকিয়া যাহা যাহা আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাও দেখিলেন। ধর্ম্মাত্মা মুনিবর বাল্মীকি যোগস্থিত হইয়া, রাম প্রভৃতি সকলের অতীত ও ভাবী বিবরণ সকল করস্থ আমলকের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। পরে মহামতি বাল্মীকি যোগবলে, অভিরাম রামের সমস্ত বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে সন্দর্শন করিয়া তৎসমুদায় ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থরূপ গুণসংযুক্ত, সমুদ্রের ন্যায় রত্নবহুল এবং সকলের প্রতি মনোহর প্রবন্ধ প্রকটিত করিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ বাল্মীকি মহাত্মা নারদের মুখে রঘুকুল চূড়ামণি রামের চরিত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী প্রবন্ধ রচনা করিলেন।" সামর্থ্যে কুলাইলে এইভাবেই ইতিহাস রচনা করিতে হয়, এবং এই ভাবে ইতিহাস রচিত না হইলে, ব্রহ্মার মত কেহই বলিতে পারেন না যে,—"তচ্চাপ্য বিদিতং সর্ব্বং বিদিতন্তে ভবিষ্যতি। ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি॥" (আদি, ২য় ৩৫)। মৎস্য পুরাণ দ্বাদশাধ্যায়ে দেখিতে পাই, মনুর ইক্ষাকু প্রমুখ পুত্রগণ তাঁদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইলের অন্বেষণ করিতে করিতে এক শরবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যেথানে

হইবে। কিন্তু যতক্ষণ না খুঁড়িয়া দেখিতেছি, এবং খুঁড়িয়া প্রোথিত নিদর্শনগুলির উদ্ধার করিয়া লিষ্টিভুক্ত না করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ মিডিয়ামের কথা আমার কাছে শোনা কথা ও আন্দাজী কথা; সে কথার উপর আমার স্থস্থির থাকার যো নাই। অথচ "হাইপথেসিস" ও "সজেস্‌চন্‌" হিসাবে সে কথার বেশ দাম আছে। গ্রীক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন জাতিদের পুঁথিপত্রে মিশর, ক্রীট্‌, আসেরিয়া, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের অতি পুরাতন কাহিনী অনেক শুনিতে পাই। গ্রীক্‌ পণ্ডিতেরা সম্ভবতঃ পূর্ব্ববর্ত্তীদের কথা সঙ্কলন করিয়া ওসব কাহিনী লিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু কেহ কেহ ধ্যানবলেই জানুন, আর প্রচলিত ঐতিহ্য হইতেই পান, তাঁদের সে সব কাহিনী আমরা যাচাই করিয়া লইব—প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাজারে। আমরা মাটি খুঁড়িয়া এবং অন্যদেশের প্রামাণিক পুরাতত্ত্ব মন্থন করিয়া, তাঁদের সেই কাহিনী যতক্ষণ না "পাথুরে প্রমাণাদির" সাহায্যে যাচাই করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ সে সব কাহিনী আমাদের প্রামাণ্যের আদালতে শিষ্ট-সম্মত জুরির বিচারে—Not proven; অপ্রামাণিক নয়, অপ্রমাণিত। এই বিংশ শতাব্দীর

দেখিলেন একটা অতি উত্তম বড়বা ("দীপ্তকায়া মনুত্তমাম্‌") বিরাজ করিতেছে। সে বড়বার পর্য্যাণ দেখিয়া তাঁরা চিনিতে পারিলেন যে, সে ঘোটকী তাঁদেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই চন্দ্রপ্রভ নামক ঘোটকটি। কিন্তু ঘোটক ঘোটকী হইল কেমন করিয়া তাঁরা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন তাঁরা মৈত্রা বরুণি বশিষ্ঠকে তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিমিত্যো তদভূচ্চিত্রং বদ যোগবিদাংবর। বশিষ্টশ্চাব্রবীৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা তদ্ধ্যান চক্ষুষা॥" (১২।৫) বশিষ্ঠদেব ধ্যান চক্ষুতে সমস্ত দেখিয়া তাহাদিগকে ইতিবৃত্ত শুনাইলেন। এইটাই ছিল দস্তুর। স্বয়ং ভগবদ্গীতাও হইতেছে সঞ্জয়ের দিব্য দৃষ্টি এবং দিব্যশ্রুতির ফল। মহাভারতের (আদিপর্ব্ব, অনুক্রমণিকায়) মহাভারত সম্বন্ধে বলা হইতেছে—"তস্যাখ্যানবরিষ্ঠস্য বিচিত্রপদপর্ব্বণঃ। সূক্ষ্মার্থন্যায়যুক্তস্য বেদার্থৈর্ভূষিতস্য চ॥ ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্‌। সংস্কারোপগতাং ব্রাহ্মীং ("ব্রাহ্মীং বাচম্‌। ব্রাহ্মী গৌর্ভারতী ভাষেত্যমরঃ"—নীলকণ্ঠ) নানাশাস্ত্রোপবৃংহিতাম্‌॥ .... বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ। সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং..."১৭—২১ (১ম অধ্যায়) .."আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে। আখ্যাস্যন্তিতথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥"২৬।—এ ইতিহাস ক্রান্তদর্শীরা আগে কহিয়াছেন, সম্প্রতি কহিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও কহিবেন। এই ইতিহাসরূপ "মহৎ জ্ঞানের" কখনও "বিস্তর", কখনও বা "সমাস" এ ধা ণা হইয়া থাকে—এবং ইহা তিন লোকেই প্রতিষ্ঠিত—"ইদন্তু ত্রিষু লোকেষু মহজ্জ্ঞানং প্রতিষ্ঠিতম্‌। বিস্তরৈশ্চ সমাসৈশ্চ ধার্য্যতে যদ্‌ দ্বিজাতিভিঃ।।২৭।" অতএব এই ইতিহাসরূপ মহাবিদ্যার সত্য সত্য দেশ ও কালে পরিচ্ছেদ ও বিচ্ছেদ নাই—সঙ্কোচ বিকাশ আছে। "ঋষি" এ বিদ্যার প্রমাতা সাক্ষাদ্‌ দ্রষ্টা—"সম্ভূতা বহবো বংশা ভূতসর্গাঃ সুবিস্তরাঃ। ভূতস্থানানি সর্ব্বাণি রহস্যং ত্রিবিধঞ্চ যৎ। বেদা যোগো সবিজ্ঞানো ধর্ম্মোঽর্থঃ কাম এব চ॥ ধর্ম্মার্থকামযুক্তানি শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ। লোকযাত্রাবিধানঞ্চ সর্ব্বং [illegible] দৃষ্টবানৃষিঃ॥৪৭—৪৯। বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস এই পুণ্য ইতিহাস রচনা করেন—'তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্‌ ("সনাতনং" পদ লক্ষ্য

“দিব্য” হাইপথেসিসের সাধারণ ইতিহাসের বাজারে দাম ও যাচাই।

হাওয়া যে ভাবে ফিরিতেছে, তাতে, আর কেহ বোধ হয়, পত্রপাঠ সে সব কাহিনী আষাঢ়ে গল্প বলিয়া বাতিল করিয়া দিবেন না। ইতিহাসের এবম্বিধ অনেক “আষাঢ়ে গল্প”ই এখন সত্যের অগ্নি-পরীক্ষায় পাশ হইতেছে। হয়ত উপাখ্যানের কতক কতক আড়ম্বর, “সাজপোষাক” সে আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে; কিন্তু তার আসল কাঠামোখানি একরূপ অক্ষত ভাবে বাহির হইতে পারিয়াছে। মিশরে খৃঃ পূঃ ৫,০০০ বছর আগে হইতে স্বরু করিয়া অবিচ্ছেদে ইতিহাস এখন প্রস্তুত; মিনেস কর্ত্তৃক প্রথম রাজবংশ (Dynasty) প্রতিষ্ঠার কাহিনী এখন মিথ্ নয়, ফেব্ল (গল্প)

করিবার)। ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ ॥৫৪। বলা বাহুল্য, এ “রচনা” আদৌ “মানসে”; কেননা, দেখি বেদব্যাস এই ধ্যানজ ইতিহাস যে কি ভাবে “নিবদ্ধ” করিয়া শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করাইবেন, সে সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছিলেন। তখন (রামায়ণ বাল্মীকির সমীপে যেমন ধারা) প্রজাপতি ব্রহ্মা বেদব্যাসের সমীপে আবিভূ‌র্ত হইয়া তাঁকে প্রেরণা ও আশ্বাস দিলেন--তাঁর “ইতিহাস” “কাব্য” বলিয়াও আখ্যাত হইবে বলিলেন (“ত্বয়া চ কাব্যমিত্যুক্তং তস্মাৎ কাব্যং ভবিষ্যতি” ॥৭২); আর উপদেশ দিলেন—“কাব্যস্য লেখনার্থায় গণেশঃ স্মর্য্যতাং মুনে”।৭৪। ৮৫ শ্লোকে ভারত = সূর্য্য ; ৮৬তে পুরাণ = পূর্ণচন্দ্র। তারপরের কয়েক শ্লোকে “ভারতদ্রুমের” বর্ণনা রহিয়াছে—“সর্ব্বেষাং কবিমুখ্যানামুপজীব্যো ভবিষ্যতি। পর্জ্জন্য ইব ভূতানামক্ষয়ো ভারতদ্রুমঃ” ॥৯২। শান্তিপর্ব্ব এই দ্রুমের “মহাফল” (৯০)। এই অক্ষয় দ্রুম সনাতন, এবং কেবল এই পৃথিবীলোক বা মানুষলোক স্পর্শ করিয়া নাই—“অব্রবীদ্ ভারতং লোকে মানুষেঽস্মিন্ মহানৃষিঃ। জনমেজয়েন পৃষ্ঠঃ সন্ ব্রহ্মণৈশ্চ সহস্রশঃ।।”৯৭। তারপর, ১০১—১০৮ শ্লোক কয়টি দরকারী—সেখানে আমরা পাই যে, মহাভারত “চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রী” (“উপাখ্যানৈর্বিনা”) হইতে ষাট লক্ষ শ্লোকাত্মক পর্য্যন্ত আছে। সে মহাভারতের অধিকাংশ দেবলোক, পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বলোকে রহিয়াছে; নরলোকে শতসহস্র বা লক্ষ শ্লোক। চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রী হইতেও আরও সংক্ষেপের কথা শুনিতে পাই—“ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ” (১০৩)। সাংখ্যের “তত্ত্বসমাস” এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের “প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র” (অষ্টসাহস্রিকার মুখবন্ধ) তুলনীয়। নারদ দেবগণকে ষাট লাখ শ্লোকের মহাভারত শুনাইয়াছেন; অসিত দেবল পিতৃগণকে পনর লাখ শ্লোকের মহাভারত শুনাইয়াছেন; আর শুক গন্ধর্ব্ব, মানুষ প্রভৃতিকে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত মহাভারত শুনাইয়াছেন। আদিপর্ব্ব, ৬১ অধ্যায়ে বৈশম্পায়ন আচার্য্য বেদব্যাস কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ খুব সংক্ষেপেই ভারত কথা শুনাইলেন; পরে, জনমেজয়ের আগ্রহে (৬২ অঃ১-৩) সবিস্তার বলিতে স্বরু করিলেন। (১০৭,১০৮)। ঋষিদের ইতিহাস পুরাণাদি বিদ্যা সম্বন্ধে এ একটি অপূর্ব্ব কথা পুরাণগুলিতেও দেখি—শতকোটি শ্লোকাত্মকপুরাণ “দেবলোকে” প্রচারিত; তার মধ্যে মাত্র চারি লক্ষ শ্লোক “নরলোকে” চলিয়াছে (পূর্ব্বে এক পাদটীকায় মৎস্যপুরাণ, ৫৩ অধ্যায় হইতে এর প্রমাণ আমরা দিয়া রাখিয়াছি)। এই “দেবলোক” ও “নরলোক” (অথবা, “সপ্তলোক”) পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণসত্তার দিকে “পরোবরীয়ঃ” ভাবে বিন্যস্ত সোপানশ্রেণী—hierarchy or ascending order of experience and being. প্রজ্ঞা যতই প্রস্ফুটিত হয় (সাধক যতই “ঋষি” হইতে থাকেন), ততই আলোচক

নয়। বলা বাহুল্য, এরও দু’চা’র হাজার বছর আগে হইতে মিশরের “প্রাগৈতিহাসিক” (pre-dynastic) সভ্যতার যুগ সুরু। তারও আগে হয়ত নীলনদের উপত্যকাদেশ “নিও-লিথিক,” “প্যালিও-লিথিক” বর্ব্বরদের লীলাক্ষেত্র ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকের খননাদি কার্য্য, ভূতত্ত্ববিদের নদনদীর পলিপড়ার ধরণ ধারণ দেখিয়া ভূস্তরগুলির বয়স্ নিরূপণের চেষ্টা, এবং নৃতত্ত্ববিৎদের (Anthropologistএর) মানুষের মাথার খুলি প্রভৃতি মাপিয়া তাদের আত্মীয়তা অথবা আনাত্মীয়তার বিচার—এই তিন দিক্ হইতে মিশর প্রভৃতি পুরাতন দেশের ভূস্তরে সমাহিত পুরাতত্ত্বকে আক্রমণ করা হইয়াছে ও হইতেছে। যেটাকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) বলে, সেটাও পুরাতনের রহস্য লিপি উদ্ধারে কম সাহায্য করে নাই। যাহা হউক, (*bona fide*) অলৌকিক উপলব্ধ তথ্যকে আমরা একটা hypothesis ভাবে লইয়াই ব্যবহার করিতে পারি। তখন তার প্রয়োজন আমাদিগকে অজানা তথ্যের খনির ঠিকানা বলিয়া দেওয়া। আর তার যাথার্থ্যের যাচাই—সেই সব আবিষ্কৃত তথ্যের দ্বারাই হইবে। মিডিয়ামের মুখে যেটা শুনিয়াছি, অনুসন্ধানের ফলে যদি সেইটা পাই, অথবা সেটা উত্তর কালে পাবার যথেষ্ট লক্ষণ নিদর্শন দেখিতে পাই, তবে সে “শ্রুতি” একরকম আপ্তবাক্যই হইয়া দাঁড়াইল।

একের পর এক করিয়া ঐ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া পূর্ণতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। বিদ্যালাভের এইটাই হইল স্বাভাবিক বন্দোবস্ত। প্রমেয় বা বিদ্যা প্রমাতা এবং তার প্রমাণের অনুরূপ হইয়া রহিয়াছে—কেবল ইতিহাস বলিয়া কেন, সকল বিদ্যাই পাত্র ও উপায়ের (agent and means or methods) যতটা “দৌড়”, ততটাই হইয়াছে ও হইতেছে। জড়বিজ্ঞান পর্য্যন্তও তাই। আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয় দ্বারা পদার্থকে যতদূর জানা যায়, ততদূর পর্য্যন্তই বিজ্ঞানের সীমা, এ কথা কেহ বলিবেন না; যন্ত্রাদির সাহায্যে এ সীমা অনেক বড় হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও হইবে; তা ছাড়া বিজ্ঞানে “থিওরি” (ঈথার, ইলেক্‌টণ প্রভৃতিও) যন্ত্রদৃষ্ট না হইলেও বিদ্যার গণ্ডীতে স্থান পায়। অতএব বিজ্ঞানে আমরা “সাধারণ “নরলোক” এবং “বিজ্ঞানলোক”—অন্ততঃ এই দুইটা স্তর ত’ এখনই পাইয়াছি। কিন্তু মানুষের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তি (parapsychic, occult powers)গুলি উপেক্ষা করিয়াই এই হিসাব। সে শক্তি, এবং তার ক্রমিক উন্মেষ উপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং “বিজ্ঞানলোকের” পর একটা “ঋষিলোক” (নানা স্তরে সাজান) আমাদের মানিতে হয়। সেই সাধারণ “ঋষিলাকেরই” বিভিন্ন স্তর “দেবলোক”, “পিতৃলোক” প্রভৃতি। ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিদ্যাতেই, আমরা “আটপৌরে” বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা যত কিছু জানি বা জানিতে পাই, ততটুকুতেই ইতিহাস বিদ্যার “সীমা” টানিলে চলিবে না। রহস্যশক্তি যখন মানুষের আছে, এবং সে শক্তির অনুশীলন ও বিকাশ যখন হইতে পারে, তখন ইতিহাস বিদ্যারও একটা (নানান্ থাকে সাজান) “ঋষিলোক” স্বীকার করা ভাল। আমরা সে “লোক” স্পর্শ ও পরখ করিতে

ইতিহাসের মর্ম্ম-ব্যাখ্যায় দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা।

ইতিহাসের প্রাথমিক অনুষ্ঠান—তথ্যাদির সংগ্রহ, তাদের বিশ্লেষণ, তুলনা ও শ্রেণীবিভাগ,—একাজটা সাধারণ ভাবে করিয়া যাওয়াই যদিচ ভাল, কিন্তু পরের কাজগুলি—অর্থাৎ, তথ্যের "প্রাণ" অন্বেষণ করা, তাদের ভিতরে প্রচ্ছন্ন তত্ত্বের আবিষ্কার করা, এক কথায় interpretation of History—ভালভাবে করিতে, আমাদের অসাধারণ, অতীন্দ্রিয় লোক হইতে যতটা আলোকরেখা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (direct) পাইতে পারি, ততই মঙ্গল। বিজ্ঞানে বড় বড় সত্যসিদ্ধান্ত অথবা থিওরি যাঁরা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁরা সমীক্ষা-পরীক্ষা-অন্বীক্ষার কাজ সারিয়া এবং সে কাজ হইতে অবসর লইয়া, সময়ে সময়ে যে "ধ্যানী বুদ্ধ" হইতেন এবং ধ্যানজ প্রজ্ঞা বা বোধির মাঝখান হইতেই তাঁরা পরীক্ষিত তথ্যগুলির "প্রাণ"-স্পন্দন ধরিতে পারিতেন, একথা শুনিয়া কোনো সমজদার ব্যক্তিই বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। ইতিহাসের তথ্যগুলির প্রাণ—Subjective, Psychological.—আমাদের অন্তঃকরণবপুর ধমনীগুলিতেই সে প্রাণ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। মিশরে কেন লোকে লিঙ্গপূজা করিত, মৃতদেব "মমি" বানাইয়া সুসজ্জিত সমাধিকক্ষে শোয়াইয়া বসাইয়া রাখিত (জীবদ্দশায় যেমনটা ছিল, অনেকটা তারই অনুরূপ ভাবে); - এ "কেনর"

পারি বা না পারি—সে আলাদা কথা। "ঋষিদের" বিদ্যা কেবল যে "অগেম" বা "শ্রুত" নয়, তার প্রমাণ অনেক আছে। এখানে একটা দিই—মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২৮ প্রভৃতি কয়েকটি অধ্যায়ে, দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠির সংবাদে রহিয়াছে—অনেক তত্ত্বকথায় পূর্ণ। তার মধ্যে ৩১শ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—"মার্কণ্ডেয়োঽপ্রমেয়াত্মা ধর্ম্মেণ চিরজীবিতা ॥ ব্যাসো বশিষ্ঠো মৈত্রেয়ো নারদো লোমশঃ শুকঃ। অন্যে চ ঋষয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মেণৈব সুচেতসঃ॥ প্রত্যক্ষং পশ্যসি হ্যেতান্ দিব্যযোগসমন্বিতান্। শাপানুগ্রহণে শক্তান্ দেবৈরপ্যেহপি গরীয়সঃ॥ এতে হি ধর্ম্মমেবাদৌ বর্ণয়ন্তি সদানঘে। কর্ত্তব্যমমরপ্রখ্যাঃ প্রত্যক্ষাগমবুদ্ধয়ঃ॥ ততো নার্হসি কল্যাণি ধাতারং ধর্ম্মমেব চ। রাজ্ঞি মূঢ়েন মনসা ক্ষেপ্তুং শঙ্কিতুমেব চ॥" ১১—১৫। নীলকণ্ঠ টীকায় "প্রত্যাক্ষাগমবুদ্ধয়ঃ" = "অস্মাকং বেদৈকগম্যমপ্যর্থং প্রত্যক্ষেণ পশ্যন্ত ইত্যর্থঃ"। ফলতঃ, মীমাংসা দর্শনে (পূর্ব্বমীমাংসা, ১অ ৩য় পাদ২ সূত্র, ৩ সূত্র—স্মৃতি = অনুমান, শ্রুতি = প্রত্যক্ষ, পুনশ্চ ১।৪।১৪ সূত্র হইতে; ব্রহ্মমীমাংসা, ৩অ।২ পা। ২৪ সূত্র—"অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ইত্যাদি স্থলেও প্রত্যক্ষ = শ্রুতি, অনুমান = স্মৃতি) শ্রুতিকে "প্রত্যক্ষ" বলার গভীর তাৎপর্য্য ইহাই। সেযাই হৌক, প্রাচীনেরা বিদ্যাকে (আগম, পুরাণাদিকে) একটী অসীম—বহুস্তর বা "লোকে" ব্যাপ্ত বিদ্যা—মনে করিয়া সত্যই করিয়াছেন। দেবলোকে বা ব্রহ্মলোকে "একশত কোটি শ্লোক"—এই রকম ধরণের কথাগুলিকে আমাদের এই ভাবে—Stages of propressively unfolding Science or Knowledge—তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

উত্তর মানবাত্মার অন্তঃপুরেই ঢুঁড়িতে হইবে; অন্য কোথায়ও ঢুঁড়িলে উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।১

লিঙ্গপূজার মর্ম্ম এবং তথ্য-ব্যবসায়ী ইতিহাস।

মানুষের মনে যে দিন হইতে জিজ্ঞাসা জগিয়াছে, সে দিন হইতেই সে এই দুইটি সমস্যাকেই সব চেয়ে বড়; সব চেয়ে "মর্ম্মান্তিক" সমস্যা বলিয়া মনে করিয়াছে:—১ম, একটা কিছু অজানা, অচেনা, অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ বস্তু হইতে, বীজ হইতে যেমন ধারা অঙ্কুর উদ্‌গত হয় তেমনি ধারা, এই পরিদৃশ্যমান, প্রতীয়মান, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ স্পর্শময় জগৎটা বাহির হইয়াছে। যেটা "অলিঙ্গ"—সকল রকমে রূপ ও নাম বর্জ্জিত—তাহাই এই লিঙ্গাত্মক, কি না রূপ নামাত্মক, বিশ্বরূপে আমাদের জ্ঞানের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; যেটা অদ্বৈত, অমিথুন সেটা দ্বৈত হইয়া, মিথুন হইয়া, বহু হইয়া বিশ্ব-প্রজা সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে, মোটেই যাতে "লিঙ্গ" নাই—অর্থাৎ ধরা ছোঁয়ার মতন কিছু নাই—সেটা "লিঙ্গী" হইয়া, যেন স্ত্রী পুরুষ হইয়া, পুরুষ প্রকৃতি হইয়া, আমাদের ধরা ছোঁয়ার ভিতরে আসিয়াছে। এই যে তত্ত্ব, এটা আসলে metaphysical;

---

১ মন্তব্য:—Mankind in its childhood imagined all things to be alive and to have sex like mankind itself. The facts of sex became known from experience; sex was the great mystery of the ancients, and also the readiest explanation of reproduction and life, or even of existence of any kind, and so all things, animate or inanimate, were supposed to be sexual and to produce either their own kind or any other kind of being by processes analogous to those by which human offspring was produced ..... And primitive man extended such ideas to the supernatural beings with whom their imagination peopled the heavens above them, and the world around them and under them, and to many phenomena of nature as sun, moon and planets, as well as to the gods and goddesses, the demons, and the powers of the infernal regions. all of which were supposed to be sexual. All religions are based on sex; some, like the ancient Egyptians, Greek and Roman, or the modern Brahmanic worship of Śiva, very coarsely so according to modern civilized thought; others, like the Christian religion, more obscurely so." রোমকদের কথায়—"Heaven and Earth (the deities Uranas—বরুণ and Gea—গৌ—) were supposed to have been at first permanently united, either in an unending sexual embrace or as an hermaphrodite deity. The same idea was found in many mythologies, in most of which the two principles (Uranas, male, Gea, female) were supposed to have been separated later on by cutting

তবে biological এবং physical planeএ এটা নিজেকে উদাহৃত (illustrated) করিয়াছে। আদিম মানবের মনে একভাবে না একভাবে এ তত্ত্ব, জিজ্ঞাসা অঙ্কুরিত হইয়াছিল—কেমন ভাবে—স্বতই অথবা কোনো ঊর্দ্ধলোক হইতে অনুপ্রাণনার ফলে,—এর আলোচনা আমরা পরে করিব। সে যাই হউক, এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা এবং এই তত্ত্বকে ধরিবার চেষ্টাই, সকল দেশে লিঙ্গ পূজার গোড়ায়। জীবের যৌন সম্পর্কটাকেই বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ করিয়া (cosmically) দেখা, ঐ তত্ত্ব জিজ্ঞাসার এক দেশ, একপাদ মাত্র। মানুষ "ধ্যানী" না হইলে তার অন্তঃকরণে ঐ তত্ত্বের স্ফুরণ হয় না; পক্ষান্তরে আবার, ধ্যানী না হইয়াও কেহ লিঙ্গপূজার পিছনে এ মূল তত্ত্বের স্ফুরণ ধরিতে পারিবে না। শুধু তথ্য-ব্যবসায়ী ইতিহাসে এ স্ফুরণের ছায়া বা প্রতিবিম্ব পড়ে না।

ছান্দোগ্য শ্রুতি ব্রহ্মপুরে যে "দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম" দেখাইয়া, তার ভিতরেও আবার "দহরং অন্তরাকাশং" দেখাইতেছেন, সেই নিখিল চরাচরের বামন মন্দির (microcosm) অভ্যন্তরে সমাহিত হইয়া, "অপহত পাপ্মা, বিরজ, বিমৃত্যু, বিশোক" জ্যোতির শরণাগত না হইলে কেহ লিঙ্গপূজা, যজ্ঞ, মন্ত্র-তন্ত্র, "ম্যাজিক"—এ সব ও অপরাপর অনুষ্ঠানের প্রাণের সংবাদ পাইবেন না—প্রাণের, অনৃত দ্বারা "অপিহিত"(আবৃত) নয়,এমন রূপটি দেখিতে

---

apart (hence *seco*, to amputate, to separate)." দ্যাবা পৃথিবীর সম্মিলিত অবস্থার কথা, তাদের আলাদা হবার কথা—এ সবই বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণে রহিয়াছে—আমরা "সৃষ্টিতত্ত্বে" তার প্রমাণ ও ব্যাখ্যা দিয়াছি। লক্ষ্য করিলে তিনটী স্তর দেখিতে পাই—(১) অদিতি; (২) দ্যাবা-পৃথিবী (সম্মিলিত); (৩) দ্যৌঃ এবং পৃথিবী (আলাদা আলাদা)। এ তিনটী স্তরের উল্লেখে একটা গভীর, সার্ব্বভৌম তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। জড়ে, প্রাণে, অন্তঃকরণে সর্ব্বত্রই অভিব্যক্তির এই তিনটি স্তর—seamless, indifferentiated (অদিতি), differentiated but united (sexual symbolism এ hermaphrodite, androgynous). differentiated and separate (Latin, sexus, from *seco* to cut). "Of course, sex was distinctly apparent in the higher animals and mankind, but the ideas as to sexual process were vague and wholly unscientific. In fact, the earliest references in the oldest mythologies did not always assume two complementary principles or agencies ("পুরুষপ্রকৃতি"? some times spoken of as "antagonistic principles"), but seem to have taught that the creator was of hermaphrodite nature." তার পর সাহেব Old Testament, Tulmud (Hebrew Traditions), Philo (a Jewish philosopher contemporaneous with Jesus), Plato—এ সকল হইতে ঐ "অর্দ্ধনারীশ্বর" প্রজাপতির প্রমাণ দিতেছেন। Plato, "explained the amatory instincts.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

মর্ম্ম বুঝিবার পথ।

পাইবেন না। ছান্দোগ্য তাই বলিতেছেন—"ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতাপিধানং, যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে।" আত্মা স্বরূপে সত্য-দৃষ্টি, সত্যসঙ্কল্প; সত্যকাম হইলে কি হয়—"অনৃত," কি না, একটা মিথ্যা মোহের আবরণে, আমাদের ব্যবহারে সে স্বরূপ ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে; তাই আমাদের ব্যবহারিক দৃষ্টি, কাম সঙ্কল্প সবই কৃপণ ও কুণ্ঠিত। এইজন্য যারা আমাদের "লোক" হইতে চলিয়া যায়, অর্থাৎ সূক্ষ্মাবস্থায় প্রবিষ্ট হয়, তাদের আমরা "ইহ", কি না, এই ব্যবহার জগতে, থাকিয়া আর দেখিতে শুনিতে পাই না। পরের মন্ত্রটি বড় সুন্দর—"অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে, সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ। তদ্ যথাপি হিরণ্য নিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমিমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ॥" মাটির নীচে গুপ্তধন কোথায় পোঁতা আছে না জানিয়া আমরা যেমন বারবার তার উপর দিয়া আনাগোনা করি, এবং চির দিন যে কাঙ্গাল সে কাঙ্গলই রহিয়া যাই, সেই রকম নিখিল সত্যের নিলয় ব্রহ্মপুরে অহরহ গমনাগমন করিয়াও, আমরা মিথ্যার স্তরে ঢাকা বলিয়া, সে সত্যের খনির সন্ধান পাই না, এবং অসত্যের মাঝখানে, অজ্ঞানের ঘোরেই রহিয়া যাই। সেই ব্রহ্মপুরে যে "পরং জ্যোতিঃ"

---

and inclinations of men and women by the assertion that human beings were at first androgynous; Zeus separated them into unisexual halves, and they seek to become reunited." বলা বাহুল্য, যত সোজা করিয়া কথাটা দেখা হইতেছে, তত সোজা ও মোটা (crude or coarse) করিয়া প্লেটো প্রভৃতি দেখেন নাই। যৌন আসক্তি বলিয়া নয়, জড়ে, প্রাণে, অন্তঃকরণে—সর্ব্বত্রই দুইটা পোল যে কেন জড়াইয়া এক হইতে চাহিতেছে—তাহার মূল কৈফিয়ৎ স্মরণ রাখিয়াই প্রাচীন তত্ত্ববিদেরা ঐ সমস্ত কথা কহিয়া গিয়াছেন। "অর্দ্ধনারীশ্বর তত্ত্ব" একটা গভীর ও সার্ব্বভৌম তত্ত্ব। সম্ভবতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথা লইয়া সাহেব লিখিতেছেন:—"The Hindus explain the creation of the different animals in this way. Purusha was alone in the world, and very lonesome. He therefore divided himself into two beings, man and wife; the wife regarded union with him to be incestuous, on account of their former close relationship, and fled from his amorous advances and embraces, and to elude him changed herself to various forms; but Purusha assumed the same shapes as his wife and in these forms succeeded in his pursuit, and begot with her the various

বিদ্যমান, তার নাম "সত্য" ("এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি)।" কিন্তু সাধ করিয়াই যেন, সত্য নিজেকে অনৃতদ্বারা অপিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই ব্রহ্মের আত্মবলি; ইহাই যজ্ঞ। এই অনৃতের ব্যবধানটি সরাইবার জন্যই ছড়ান' অন্তঃকরণটি গুটাইয়া হৃৎপুণ্ডরীককুহরে দহরাকাশে তাকে কেন্দ্রীভূত (focus) করিতে হয়। করিলে, "তৈজস" অন্তঃকরণের বিরল তেজ ঘনীভূত হইয়া সে আবরণ দগ্ধ করিয়া ফেলে। তখন আমরা বুঝিতে পারি, অলিঙ্গই বা কি, লিঙ্গই বা কি। যাই হ'ক—এইটা গেল মানুষের একটা প্রধান সমস্যা। বলা বাহুল্য, যাহাদিগকে আমরা আজিকালি "সুসভ্য" বা "অর্দ্ধসভ্য" বলি, কেবল তাদের অন্তরেই, এ সমস্যা আবদ্ধ নয়। "বর্ব্বর"দের আত্মাতেও কোনো না কোনো ভাবে এ সমস্যার আলোড়ন দেখা গিয়াছে।

২য় সমস্যা, আমরা "কি হই ম'লে"। মরিবার পর কোথায় যাই, এবং কোথায় কি ভাবে থাকি—এইটা জানিতে চাওয়া। ভারতবর্ষে খুব প্রাচীন কাল হইতে মরা পোড়াইয়া ফেলার রীতি আছে; ঋগ্বেদের ও অথর্ব্ববেদের স্থানে স্থানে তার "অনুষ্ঠান" আছে। "সমাধি" দেওয়াও যে ক্বচিৎ কদাচিৎ না হইত এমন নহে। ঈজিপ্টে অন্ততঃ প্রধান প্রধান "পাত্রমিত্র"দের "মমি" বানাইয়া রাখার ব্যাপার দেখিতে পাই। ব্যবস্থা আলাদা, (মিশরে "মমি"

---

animals, of the shapes that his wife had assumed……In one of the compartments of the hewn cave temples of Elephanta, near Bombay, there are a great many figures of ancient workmanship, representing Siva with his Sakti or wife, Parvati, as one being of an hermaphrodite nature. One of these figures is about 16 feet high, having both male and female parts, or being half male, half female. The androgenous form of Siva and Parvati, before separation, was called Viraj. The idea that originally gods and men were hermaphrodite, and had to be separated into uni-sexual beings, account for the word "sex", derived from secus, and this in turn from the word *seco,* to amputate, to cut apart."—"Sex and Sex-worship," Dr. Wall, pp. 2-6.

মৎস্যপুরাণ ২৬০ অধ্যায়ে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির ধ্যান দেওয়া হইয়াছে। তাতে অবশ্য ভিতরকার রহস্য প্রকটিত হয় নাই, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে ভিতরে তত্ত্ব আমরা যে না ধরিতে পারি এমন নয়। ধ্যানের মধ্যে যে জায়গাটা সব চাইতে আমাদের আজগবি বলিয়া ঠেকিবে, সেই জায়গাতেই রহস্যের হদিশ আমাদের দেওয়া রহিয়াছে—"লিঙ্গার্দ্ধমূর্দ্ধগং কুর্য্যাদ্‌ব্যালাজিন কৃতাম্বরম্।" এ রহস্য এখানে বুঝিতে আমরা চেষ্টা করিব না। ঋষিরা মহাদেব প্রমুখ তত্ত্বকে যে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, তার পরিচয় শাস্ত্র খোলসা করিয়া দিতে কসুর করেন নাই। একটা মাত্র নজির

উদাহরণ ঃ—

জন্মান্তর বিশ্বাসের মূল।

প্রথা খুব আগে ছিল না; পরে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিয়াছিল); কিন্তু এ দুয়েরই মূল এক জায়গায়। ভারতীয় প্রথার মূল খোলসা করিয়া দেওয়া আছে—পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়; মিশরীয় প্রথার মূল নানা উপাখ্যানের স্তূপে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ঈজিপ্টের "Book of the Dead" প্রভৃতি চিন্তনীয়। অধ্যাপক সাইস প্রভৃতি ঈজিপ্ট ও ব্যাবিলোনিয়া সম্বন্ধীয় গ্রন্থে "তত্ত্ব" কিছু আলোচনা করিয়াছেন। বর্ব্বর মানুষ স্বপ্নে মৃত স্বজন বন্ধুদের দেখিয়া, স্বপ্ন ও সত্যের মধ্যে বিচার করিতে না পারিয়া, প্রেতের পরলোক ও ছায়াশরীরে বিশ্বাস করিত কি না, তা লইয়া এন্থ্ পোলজিষ্টের শিষ্যশাখা কলহ করিতে থাকুন। আমরা এখানে সে বিচারে ভিঁড়িব না! ভারতীয় ও মিশরীয় প্রথা, বিকাশে বিচিত্র হইলেও, একই মূল হইতে উদ্‌গত হইয়াছে। সে মূল আমাদের অন্তরাত্মার ভিতরেই অন্বেষণ করিতে হইবে। কেবল স্বপ্নে মৃত স্বজনদের দেখিতে পাইয়াই মৃত্যুর পরপারে আত্মার অস্তিত্বে মানুষ বিশ্বাস করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঈজিপ্টের "ka" প্রভৃতি এবং ব্যাবিলনের "zi" প্রভৃতি তত্ত্ব এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। অন্য পুরাতন দেশেও অনুরূপ কিছু ছিল। প্রথমতঃ, আত্মা যে একভাবে না একভাবে রহিয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে মানুষের একটা সহজ, স্বতঃসিদ্ধ (*a priori*) বোধ রহিয়াছে। জড়বাদী লোকয়তিক হইয়া সে সহজ বোধ চাপা দেবার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। কে যেন আমাদের ভিতর হইতেই বলিয়া দেয়—আমরা আছি ও রহিব। অবশ্য জন্মান্তর-বাদী বলিবেন, এ সহজ বোধটি বদ্ধমূল হইয়াছে এই জন্যই যে, আমরা বহু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মজরামরণের মধ্য দিয়া অবিছিন্ন সত্তায় বহিয়া চলিয়া আসিতেছি।

এখানে আমরা উল্লেখ করিতেছি। বায়ুপুরাণ ২৬ অধ্যায়ে সুত লোমশের কাছে বিস্ময়নীয় রহস্য শুনিতেছেন। সেখানে আমরা সর্ব্ববেদ বর্ণময় এবং সর্ব্ববেদময় মহেশ্বরের মূর্ত্তি বিশদভাবে চিত্রিত দেখিতে পাই। এই অধ্যায়টি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমরা স্থানান্তরে এ অধ্যায়ের আলোচনা করিব। পরের অধ্যায়ে ব্রহ্মার ক্রোড়ে নীল লোহিত এক কুমারের আবির্ভাবের কথা, কুমারের ক্রন্দনের কথা এবং ক্রন্দন থামাইবার জন্য ব্রহ্মার সেই কুমারকে "রুদ্র", "ভব" প্রভৃতি নাম দিবার কথা আছে দেখিতে পাই। এখানেও একটা আজগুবি গল্প বলিবার ভঙ্গী; কিন্তু আসলে গভীর তত্ব বিবৃতি পুরাণকার করিয়াছেন। "লিঙ্গম্ ও যোনিকে,' তাঁরা যে কি চক্ষে দেখিতেন, তার প্রমাণ আমরা লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণাদিপুরাণে এবং অপরাপর শাস্ত্রে সবিশেষ পাই। "সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রভৃতিতে এর আলোচনা আমরা করিয়াছি। "তত্ত্ব" প্রাচীনকালে "গভীর"ভাবে ছিল না, পরে দার্শনিক চিন্তা আদিমকালের স্থূলতত্ত্বগুলিকে (যেমন Sex-

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার আমাদের মনের *a priori* সংস্কারগুলিকে ঠিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মপরম্পরা না হউক, পুরুষানুক্রমিকতা (heredity) দিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছিলেন। আদৌ যেটা ভূয়োদর্শনলব্ধ (*a posteriori*) ছিল, সেটা বহু পুরুষপরম্পরার অভিজ্ঞতায় অব্যভিচারী ও "পাকা" হইয়া বর্ত্তমানে সহজ সংস্কার রূপেই আমাদের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। শৈশব হইতে মরণভয় যেরূপ সহজ, আমাদের আত্মায় অবিনশ্বরতার সংস্কারটাও, তেমন স্পষ্ট-ভাবে, নিয়ত সজাগ ভাবে, না হইলেও, সহজ। জীবন-সংগ্রামে প্রথম সংস্কার-টারই ব্যবহারিক মূল্য বেশী হওয়ার দরুণ, সেইটাই আমাদিগকে বেশী রকমে পাইয়া বসিয়াছে। দ্বিতীয়টি সচরাচর অস্ফুট ; একটু বিশ্লেষণ করিয়া, ভাবনার "মোড়" ফিরাইয়া, তবে এটাকে ধরিতে পারা যায়।

জন্মান্তর বিষয়ে অসাধারণ স্মৃতি।

দ্বিতীয়তঃ, সত্যসত্যই জন্মান্তর, অথবা আত্মার অবিনশ্বরত্ব, অলৌকিক প্রজ্ঞার অথবা অসাধারণ স্মৃতির বিষয়ীভূত—হইয়াছে কখনও কখনও, সকল দেশেই। কোনও কোনও ব্যক্তি প্রযত্নের দ্বারা অথবা অকস্মাৎই, নিজের অথবা পরের জন্মমৃত্যু-নিরবচ্ছিন্ন সত্তা "স্মরণ" করিয়াছেন। প্রাচীন মিশর, ভারতবর্ষেও কেহ কেহ করিতেন ; আজিকালিও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। এ স্মৃতির প্রামাণ্য লইয়া বিচার চলে চলুক ; কিন্তু যাঁদের এ স্মৃতি হইয়াছে, তাঁরা আত্মার অস্তিত্ব দেহাবসানেও বিশ্বাস করিবেন। এই পুরুষেরা, আজিকালিকার দিনে "অসুস্থ" (abnormal) দের কোঠায় সাধারণ বিচারে পড়িলেও, প্রাচীন ও মধ্য-যুগে ইঁহারা তত্ত্বদর্শী, রহস্যজ্ঞ, ভাবে পূজিত হইতেন ; এঁদেরই চিন্তার আদর্শে সমাজ তখন নিজেকে অনুপ্রাণিত করিয়া

---

worship) সৃষ্ট করিয়া দেখিয়াছে—এ "ঐতিহাসিক" ধারা আমরা অনুসরণ করি নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে (এবং তদন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, পুরাণগুলিতে সৃষ্টি-প্রসঙ্গে প্রজাপতির দুহিতৃর সংসর্গের কথা আছে ; আমরা "সৃষ্টিতত্ত্ব" ২য় খণ্ডে প্রমাণাদি সহ সে "মিথের" বিশদ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণের মধ্যেই প্রমাণ আছে—ব্রহ্মা=বেদময় পুরুষ (সুতরাং চতুর্মুখ) ; শতরূপা=সাবিত্রী বা গায়ত্রী। গায়ত্রীর জন্ম বেদে, আবার গায়ত্রী ও বেদ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া "সহবাস" করিতেছেন। সুতরাং, ঐ "সহবাসই" ব্রহ্মার আপন কন্যাসংসর্গ। পুরাণ নিজেই এ কথা বলিয়াছেন। তারপর, সাক্ষাৎ ঋগ্‌বেদাদিতেও মূলতত্ত্বগুলি (অদিতি, দক্ষ, প্রজাপতি, ঊষা, ইত্যাদি) কে লইয়া "সম্পর্কের" নানা হেঁয়ালি বিস্তার করিয়াছেন ; সম্পর্ক বিরুদ্ধ কাজও করাইয়াছেন। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, এ সবই অনির্বাচ্য অচিন্ত্য তত্ত্বের ব্যবহারিক, অর্থাৎ বলা কহার যোগ্য ভাবে, অব্যবহার্য্যের ব্যবহার্য্য রূপে কথন।

লইত। মুখ্যতঃ ইঁহারাই—সাধারণ গণমানবের (mass-mindএর) অভ্যন্তরে বড় বড় "Regulative Idea" (নিয়ামক ভাবসংস্কার) গুলি সঞ্চালিত করিয়া দিয়া আসিতেছেন। অথবা, গণমানসে যে সহজ সংস্কারগুলি অস্ফুট, অপরিণত, "অনৃতাপিহিত," সে গুলির মুক্তি, বিকাশ ও পরিণতি সাধনে ইঁহারা সহায়তা করিয়াছেন। এই হিসাবে, এঁরা গণমন-অধিনায়ক।১

ওবিষয়ে বর্ত্তমান যুগের সমীক্ষা পরীক্ষা।

তৃতীয়তঃ, "আত্মিক ঘটনা" (Neo-spiritualistic Phenomena) গুলি আজকালিও কিছু কিছু ঘটিতেছে, এবং সাইকিক্ সোসাইটির আলোচনার বিষয় হইতেছে; আগেও এবংবিধ প্রেতলোক সংক্রান্ত ঘটনা ঘটিত, এবং সাধারণের অভিজ্ঞতা গোচর হইয়াই খটিত। এখন এ জাতীয় ঘটনার ব্যাখ্যায় পণ্ডিতেরা সকলে একমত নন; সকলে হয়ত' Sir Cliver Lodger Sir Conau Doyle প্রমুখ বিচারকদের রায়েই দিতেছেন না। পুরাকালেও মতদ্বৈধ ছিল। কিন্তু প্রেতমূর্ত্তি দেখিলে, অথবা অন্যভাবে তাহাদের পরিচয় পাইলে, সাধারণের বিশ্বাস একরূপ দুর্ণিবার ভাবেই ও দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। পরলোক প্রেত

---

১ মন্তব্য—আদি মানব শরীর এবং তদ্‌বিভূতি সম্বন্ধে এবং অশুভ কর্ম্মবিপাকে তার পতন সম্বন্ধে মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮৩ সর্গে বলিতেছেন—নির্ম্মলানি শরীরাণি বিশুদ্ধানি শরীরিণাম্। সসর্জ্জ ধর্ম্মতন্ত্রাণি পূর্ব্বোৎপন্নঃ প্রজাপতিঃ।। অমোঘ ফল সংকল্পা সুব্রতাঃ সত্যবাদিনঃ। ব্রহ্মভূতা নরাঃ পুণ্যাঃ পুরাণাঃ কুরুসত্তম॥ সর্ব্বে দেবৈঃ সমায়ান্তি স্বচ্ছন্দেন নভস্তলম্। ততশ্চ পুনরায়ান্তি সর্ব্বে স্বচ্ছন্দচারিণঃ॥ স্বচ্ছন্দমরণাশ্চাসন্নরাঃ স্বচ্ছন্দজীবিনঃ। অল্পবাধানিরাতঙ্কাঃ সিদ্ধার্থা নিরুপদ্রবাঃ। দ্রষ্টারো দেবসঙ্ঘানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্। প্রত্যক্ষাঃ সর্ব্ব ধর্ম্মাণাং দান্তা বিগতমৎসরাঃ॥ * * মনুষ্যাস্তপ্ত তপসঃ সর্ব্বাগম পরায়ণাঃ। স্থিরব্রতাঃ সত্যপরা গুরুশুশ্রূষণে রতাঃ॥ সুশীলা শুক্ল জাতীয়াঃ ক্ষান্তাদান্তা সুতেজসঃ। শুচিযোন্যন্তরগতাঃ প্রায়শঃ শুভলক্ষণাঃ॥ জিতেন্দ্রিয়ত্বাদ্বশিনঃ শুক্লত্বান্মন্দরোগিণঃ। অল্পাবাধ পরিত্রাসাদ্ভবন্তি নিরুপদ্রবাঃ।। চ্যবন্তং জায়মানঞ্চ গর্ভস্থং চৈব সর্ব্বশঃ স্বমাত্মানং পরঞ্চৈব বুধ্যন্তে জ্ঞানচক্ষুষা।। ঋষয়স্তে মহাত্মানঃ প্রত্যক্ষাগম বুদ্ধয়ঃ। কর্ম্মভূমিমিমাং প্রাপ্য পুনর্যান্তি সুরালয়ম্॥" উদ্ধৃত শ্লোক কয়টিতে 'দ্রষ্টারঃ" "প্রত্যক্ষাঃ", "প্রত্যক্ষাগমবুদ্ধয়ঃ", "স্বমাত্মানং পরঞ্চৈব বুধ্যন্তে জ্ঞানচক্ষুষা"—এ বিশেষণগুলি এই নরদেবগণকে সূক্ষ্মতত্ত্বার্থদর্শী বলিয়াই দেখাইতেছে। সপ্তর্ষিগণের প্রজাপতিত্ব ও যুগপ্রবর্ত্তকত্বাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ৯২ অধ্যায় (২১) বলিতেছেন—"পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠঃ পুলহস্তথা। অঙ্গিরাশ্চ ক্রতুশ্চৈব কশ্যপশ্চ মহানৃষিঃ। এতে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহাযোগেশ্বরাঃ স্মৃতাঃ॥" এই মহাযোগেশ্বরগণই এই বিশ্বমানব নাটকের মূল সূত্রধর। বর্ত্তমানে "Crowd Psychology" দ্বারা অনেক মানবীয় অনুষ্ঠান ব্যাখ্যাত হইতেছে। ব্যক্তির Psychology আর সঙ্ঘের Psychologyতে তফাৎ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সঙ্ঘভাববেদনাদিকে ব্যক্তির ভাববেদনাদির যোগফল (resultant) রূপে সব সময় ও পূরাপুরি বোঝা যায় না। সময় বিশেষে পশ্চাতে একটা লোকোত্তর প্রেরণাও স্বীকার করিতে হয়।

পুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এ অভিজ্ঞতাগুলি একটা বড় জবর গোছের প্রমাণ (Edivence) রূপে পরিগণিত না হইয়া যায় না।

ইচ্ছানুরূপ ভাবনা।

চতুর্থতঃ, আমাদের ইচ্ছানুরূপ ভাবনাও যে না হয় এমন নয়। আমাদের শত্রু মিত্র, আত্মীয় বন্ধু কাহারও সহিত সম্পর্কটা, মরণের সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হইয়া গেল, এটা দেখিতে আমরা চাই না; আমরা নিজেরাও "আর রহিব না" এটা ভাবিতে ক্ষুব্ধ হই, ব্যাকুল হই; সুতরাং ইচ্ছা (wish and sentiment) নিজের অনুরূপ বিশ্বাস প্রসব করিয়া আমাদিগকে ভুলাইতে চায়। বলা বাহুল্য, স্বপ্ন দেখা; ইচ্ছা আছে সুতরাং মরণের পর বাঁচা কল্পনা করা;—এ সব মামুলি সাইকোলজির কৈফিয়ৎগুলি এখন, এই "অলৌকিক" তত্ত্ব পরীক্ষার দিনে, নেহাৎ কাঁচিয়া যাইতেছে। এ বিশ্বাসের মূল যে—আত্মার গভীর স্তরে নিহিত, সে পক্ষে সন্দেহ করা ক্রমেই যেন দুরূহ হইয়া দাঁড়াইতেছে।১

এ বিশ্বাসের মূল নানাদিকে প্রসারিত।

মূল যেখানেই হউক, মূল একটা আছেই। প্রমাণ শাস্ত্রের (Logic এর) কাঠগড়ায় উঠিয়া সে মূল অমূলক (without probative value) দাঁড়াইবে কি না তার ভবিষ্যদ্বাণী করার দিন এখনও আসে নাই। তবে এ মূলের ফেঙরাগুলি পৃথিবীর সকল দেশে সকল কালেই বিস্তৃত ও গভীরভাবে নিজেদিগকে ছড়াইয়া দিয়াছে। ভারতীয় শবসংস্কার ও মিশরীয় শবসংস্কার—আলাদা ভাবে হইলেও—একই মূল হইতে রস টানিয়া নিজেদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে ও বিকশিত করিয়াছে। মিশর "মমি" করিয়া জীবনটাকে যেন অবিচ্ছিন্ন (in unbroken

---

১ একটা অতীত "সত্য" বা স্বর্ণ-যুগের স্বপ্ন-সম্বন্ধে Edward Carpenter ("Pagan and Christian creeds," p. 138) যা বলিতেছেন, সেটা ভাবিয়া দেখার মত। কথা সত্য হইলে, এ স্বপ্নের মূলে একটা কিছু বাস্তব থাকারই সম্ভব। "The references to a supposed far-back state of peace and happiness are indeed numerous. So much so that latterly, and partly to explain their prevalence, a theory has been advanced which may be worth while mentioning. It is called the "Theory of intra-uterine Blessedness," and, remote as it may at first appear, it certainly has some claim for attention. The theory is that in the minds of mature people there still remain certain vague memories of their pre-natal days in the maternal womb—memories of a life which, though full of growing vigour and vitality, was yet at that time one of

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

continuity) করিয়া রাখিতে চাহিল (অবশ্য এ ছাড়া, অন্য রকমের অনুষ্ঠানও ছিল); ভারতবর্ষ দেহটাকে চিতায় ভস্মীভূত করিয়াই দেহীর সত্তা-প্রবাহটিকে অক্ষুণ্ণ থাকার পথ করিয়া দিল। ধূমবর্ত্ম, জ্যোতিবর্ত্ম এবং আর এক "ইতর" বর্ত্ম—দেহীর মহাপ্রয়াণের মহাপথ। "মহাপথ" শব্দটা ছন্দোগ্য শ্রুতি স্বয়ংই ব্যবহার করিয়াছেন,—"তদ্ যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমং চামুং" ইত্যাদি।৩ তেমনি ইহলোক ও পরলোক ব্যাপিয়া এক মহাপথ আতত রহিয়াছে। এ পথ মাটি, ইট পাথরে তৈয়ারী নয়। সুতরাং, এ মাটির শরীরটা লইয়াই কেহ এ পথে প্রয়াণ করিতে পারে না। মাটীর দেহের সঙ্গে বন্ধনটা ছিন্ন করিয়া, যথা সম্ভব স্থূলের পাশ কাটিয়াই, এ পথে সহজে "হাঁটিতে" পারা যায়। সূক্ষ্ম দেহরথ সূক্ষ্ম রশ্মি দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া এ পথে চলিয়া থাকে—"এ-

---

absolute harmony with the svrroundings, and of perfect peace and contentment, spent within the body of the mother—the embryo indeed standing in the same relation to the mother as St. Paul says we stand to God, "in whom we live and move and have our being," and that these vague memories of the intra-uterine life in the individual are referred back by the mature mind to a postage in the life of the race. Though it would not be easy at present to positively confirm this theory, yet one may say that it is neither improbable nor unworthy of consideration, also that it bears a certain likeness to the former ones about the Edengardens, etc. The well-known parallelism of the Individual history with the Race-history, the "recapitutation" by the embryo of the development of the race, does in fact afford an additional argument for its favourable reception." বৈজ্ঞানিকেরা জ্ঞাত আছেন যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ তার ক্রমবিকাশ বা পরিণতি ("ontogeny")র ভিতর দিয়া তার জাতি (raceএর) ক্রমবিকাশের ইতিহাসের স্তরগুলির ("phylogeny") পুনরভিনয় করিয়া থাকে। অভিব্যক্তিবাদের সপক্ষে এটা একটা বলবৎ প্রমাণ বলিয়া অভিজ্ঞেরা মনে করেন। কোনো এক রকম প্রাণী বহু লক্ষ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে নানা পরিণতির মধ্য দিয়া তার বর্ত্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে। সেই পরিণতিগুলি গর্ভবাসের কালে ভ্রূণ সংক্ষেপে, তাড়াতাড়ি "রিহার্সাল" দিয়া লয়। এদেশের শাস্ত্র ভ্রূণের "মানসিক রিহার্সালের কথা"—তার জন্মজন্মান্তরের স্মৃতির কথাটাই—বিশেষভাবে বলিয়াছেন। তবে, তাঁদের তত্ত্ববিদ্ সূত্র অনুসারে—গর্ভবাসে ভ্রূণের সকল রকমে "রিহার্সাল" হওয়াই উচিত—biological well as psychological। জন্ম ও মরণের মাঝখানে "প্রেততত্ত্ব" আমরা পরে স্থানান্তরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের অনেক "স্বপ্ন", "অস্পষ্ট অনুভূতির" মূল রহিয়াছে সত্যকার জীবনের (ব্যক্তিগত ও জাতিগত) গভীরস্তরে।

[২] ভারতীয় শব সংস্কারের তত্ত্ব পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়, মিশরীর সংস্কারের তত্ত্ব প্রধানতঃ "The Book of Dead" গ্রন্থে অনুসন্ধেয়। পরে আলোচনা করিব।

[৩] ছা. উ. ৮।৬।২

তৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে।”১ স্থূল জীর্ণ রথটা মরণের সঙ্গে সঙ্গে পোড়াইয়া ফেলাই ভাল; তা করিলে বোঝা অনেক পাত্‌লা হইয়া গেল। দেহের বাহিরেই যে মহাপথ আতত রহিয়াছে এমন নয়; ভিতরেও নাড়ী জালের অভ্যন্তরেও চলিবার পথ। ছান্দোগ্য ২ এক মন্ত্র উদ্ধার করিতেছেন—“শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য, স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিসংনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্ নমৃতত্বমেতি, বিষ্বঙ্‌ঙন্যা উৎক্রমেণ ভবন্তি। একশ এক মুখ্য নাড়ী হৃদয় হইতে বাহির হইয়া দেহে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে; তাদের মধ্যে একটা (সুষুম্না) উপরে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত গিয়াছে; যাঁরা মরণকালে এ মার্গে উৎক্রমণ করেন তাঁরা অমৃত লোকের যাত্রী; আর যাঁরা অন্য সব নাড়ীপথে বাহির হন, তাঁরা শুধু বাহিরই হন।

ইহলোক ও পরলোকের মাঝখানে সেতু।

অন্যস্থানে আত্মাকে সেতু ও বিধৃতি বলা হইয়াছে।৩ ইহলোক ও পরলোকের মাঝখানে এই সেতু, অথচ সেই সেতুর আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, পরিমাণ নাই; “নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুঃ” ইত্যাদি। দিবারাত্রি জরা মৃত্যু—কিছুই সে সেতু উত্তীর্ণ হইতে পারে না, কিনা, তার অবধি, ইয়ত্তা করিতে পারে না। এ সেতুর উপর দিয়া স্থূল রথ চলে, বাধা নাই, কিন্তু নিজের স্থূলত্বের ধর্ম্মেই বড় আয়াসে বিলম্বে চলে। সূক্ষ্ম রথ রশ্মিময় ও রশ্মিবাহিত রথ—অনায়াসে চলে; “স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মন স্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি”মন কোনো জায়গায় ফেলিতে বা লইতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়েই তিনি আদিত্যমণ্ডলে গিয়া উপস্থিত হন (“তিনি”, কিনা, যিনি ওঁকার ধ্যান করিতে করিতে উৎক্রান্ত হন)। এই জন্য ভারতবর্ষে দেহের মরণ-সংস্কার মানে আদিত্য-বিদ্যুচ্চন্দ্রমাদিরূপী অগ্নিতেই তাকে আহুতি দেওয়া। এ সংস্কারে তার ঐহিকের সঙ্গে বাঁধন “কাছি” গুলি দগ্ধ করিয়া দেবার ব্যবস্থা হয়।

মিশরে ও ভারতে লিঙ্গপূজা ও শবসংস্কার একরূপ বীজ হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরিণতিতে বৈচিত্র্য হইয়াছে। এখানে তুলনার ক্ষেত্র নয়,

---

১ ছা. উ., ৮।৬ ৫

২ ছা, উ., ৮।৬।৬

৩ ছা. উ., ৮।৪।১

সংস্কার মূলে এক, পরিণতিতে বিচিত্র।

তবু একটা কথা বলিয়া রাখা চলে। ভারতে, অন্ততঃ বর্ণাশ্রমীদের ভিতরে, ঐ পূজা ও সংস্কারের আসল আধ্যাত্মিক রূপটি (প্রকৃতিটি), মন্ত্রে ও অনুষ্ঠানে, অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস হইয়াছে। এখনও লিঙ্গপূজক যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, যে সকল অনুষ্ঠান করেন—তাদের ভিতর, সেই অলিঙ্গসত্তার লিঙ্গশক্তিরূপে অভিব্যক্তি– এই মূলতত্ত্বের চিন্তাটি সজাগ রহিয়াছে।১ যে মূর্ত্তি বা যন্ত্রে পূজা, যে মন্ত্রে পূজা এবং যে তন্ত্রে বা প্রক্রিয়ায়, পদ্ধতিতে পূজা—সে যন্ত্র মন্ত্র ও তন্ত্রের মধ্যে অলিঙ্গাত্মা ও লিঙ্গাত্মার সম্বন্ধটি স্পষ্ট করিয়াই দেওয়া রহিয়াছে; যিনি "চোখ খুলিয়া" পূজা করেন, তাঁর লিঙ্গপূজাটিকে আজগবি ম্যাজিক্ অথবা ফ্যালিক ওয়ারশিপ্ (প্রাকৃত যৌন সম্পর্কের পূজা) মনে করা আদতেই চলে না। মিশরে কিন্তু সম্ভবতঃ এ তত্ত্বের বিস্মৃতি আসিয়াছিল; আইসিস্ আইরিসের লিঙ্গ খুঁজিয়া পাইলেন না। কেন, তার হদিশ ভুলিয়া গিয়া, প্রাকৃত লিঙ্গের প্রতীককেই যেন পূজা করিতে মত্ত হইল; লিঙ্গপূজার প্রকৃতি সেখানে যেন বিকৃতিতে দাঁড়াইয়াছিল। অধ্যাপক সাইস প্রভৃতি কেহ কেহ তাঁদের ঈজিপ্ট সম্বন্ধে লেখায় এইরূপই মনে করিয়াছেন। "Religions of Ancient Egypt and Babylonia" গ্রন্থে (p. 27) সাইস বলিতেছেন যে মিশরে মূল বিশ্বাসগুলি কখনই ঠিক "homogeneons, coherent" হয় নাই; তাদের

---

১ মন্তব্য—স্কন্দাদি পুরাণে অনেক স্থলেই অপূর্ব্ব লিঙ্গতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে ("সৃষ্টিতত্ত্ব" ও "ব্রহ্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য)। লিঙ্গপুরাণ (পূর্ব্বভাগ, ৭৫ অধ্যায়) হইতে কিঞ্চিৎ তুলিয়া শুনাইতেছি:— পরম আনন্দজনক বিশুদ্ধ নিত্য নির্গুণ সর্ব্বগ লিঙ্গ শিব যোগি হৃদয়ে বাস করেন। হে দ্বিজগণ! লিঙ্গ দুই প্রকার উক্ত হইয়াছে,—বাহ্য ও আভ্যন্তর। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। বাহ্য লিঙ্গ স্থূল আভ্যন্তর সূক্ষ্ম। যাঁহারা স্থূল জ্ঞানী কর্ম্মযজ্ঞরত, তাহারা স্থূল লিঙ্গার্চ্চনা করিয়া থাকে। যেহেতু. স্থূল শরীর অজ্ঞানীদের চিন্তার বিষয়, তাহারা সূক্ষ্ম শরীর চিন্তা করিতে পারে না। আধ্যাত্মিক লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় না। যে ব্যক্তি সমস্ত বস্তুই বাহ্যিক বলিয়া কল্পনা করে, সে মূঢ়। যেমন অজ্ঞানীদের মৃৎকাষ্ঠাদি কল্পিত স্থূল লিঙ্গ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ সূক্ষ্ম মায়াশূন্য অব্যয় লিঙ্গ জ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ বিষয় হয়। অন্য তত্ত্বার্থবাদীরা বলেন যে, নির্গুণ সগুণ, এ অর্থ বিচারে প্রয়োজন নাই। যেহেতু সকলই শিবময়।" ঐ পুরাণের পূর্ব্বভাগ, ২৭ অধ্যায়ে লিঙ্গপূজার বিধি দেওয়া হইয়াছে। ২৫-৩০ শ্লোক বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। পদ্মাসন কল্পনা করিতে হইবে— কিন্তু. সে পদ্মের পত্র, কর্ণিকা প্রভৃতি যে কি (অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি; চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি; অনন্তাদি চারিটি কোণ; অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, চিত্ত—চারিটা দিক্; গুণত্রয়; আত্মত্রয়—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ) তব ঐ পূজাবিধি আমাদের নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখণ্ডে কেদার খণ্ড (৬ষ্ঠ অধ্যায় ২৫--২৯ শ্লোক) আমাদের লিঙ্গের বিভুত্ব ও ব্যুৎপত্তি কহিয়াছেন:—

একটা "philosophical basis" দেবার চেষ্টা হয় নাই। "He had none of that inner introspection which distinguished the Hindu,. none of that desire to know the cause of things which characterized the Greek. The contradictions never troubled him" অন্ততঃ পক্ষে আমরা, সজীব অনুষ্ঠান ভাবে, অনেক দিন মিশরে, গ্রীসে ও অন্যান্য দেশে এ পূজা হারাইয়াছি বলিয়া, এটাকে fossil ভাবেই দেখিতেছি; ভারতবর্ষে যে "ধ্যানটি" এখনও জীবিত, সে ধ্যানটিকে মিশরীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে স্পষ্ট খুঁজিয়া না পাইয়া. তার বাইরের খোলসটাকেই (যেমন erotic symbolism টাকেই) শুধু দেখিতেছি।

অতীত হয় রূপান্তরিত, নয়ত' গুপ্ত।

অতীতের অনেক বড় বড় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এখন প্রাণহীন হইয়া, হয় রূপান্তরিত হইয়া এখনও কায় ক্লেশে টিকিয়া আছে, নয়ত টোটেন খামেনের সমাধি-গহ্বরের মতন লুক্কায়িত এণ্টিকুইটিজের মাঝখানে কবর পাইয়াছে। এ দুই রকমের কোনো রকম হইলেই সেটার যথার্থ "প্রাণ" আর ধরিতে পারা সহজ হইবে না। তার ভাঙ্গা চোরা, বিকৃত কয়েকটি "খোলস" লইয়াই তার তাৎকালিক স্বরূপ সম্বন্ধে নানা রকমের কল্পনা জল্পনা আমরা করিতে থাকিব। মিশর প্রভৃতি দেশের ফ্যালিক্ ওয়ারশিপ ইত্যাদির এক আধটু ভগ্নাংশ কুড়াইয়া লইয়া আমরা

মুনিগণ এইরূপ অভিসম্পাত করিলে তৎক্ষণাৎ তদীয় লিঙ্গ ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। ঐ লিঙ্গ
ভূতল প্রাপ্ত হইয়া সবেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষণমধ্যেই সপ্ত পাতাল,
সমগ্র পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ প্রভৃতি অধঃ ও উর্দ্ধবর্ত্তী সমস্ত স্থান আবৃত করিল। ক্রমে ঐ লিঙ্গ
সমস্ত স্বর্গস্থান ব্যাপিয়া স্বর্গাতীত হইল। তখন না মহী, না দিগ্মণ্ডল, না জল, না পাবক, না
বায়ু, না আকাশ, না অহঙ্কার, না মহৎ, না অব্যক্ত, না কাল, না মহাপ্রকৃতি, কোন দ্বৈতবিভাগই
রহিল না; সমস্তই তৎক্ষণাৎ লিঙ্গে লীন হইয়া গেল। যেহেতু মহাত্মা শিবের লিঙ্গে সমস্ত
জগৎই লয় পাইল. এই জন্যই তখন মনীষিগণ উঁহাকে লিঙ্গ নামে নির্দ্দেশ করিলেন। ১৫-১৯।"
মূলের যে শ্লোকে "লিঙ্গ" শব্দের ব্যুৎপত্তি আছে, সেটি আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—"যস্মাল্লীনং
জগৎ সর্ব্বং তস্মিল্লিঙ্গে মহাত্মনঃ। লয়নাল্লিঙ্গ মিত্যেবং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥২৯॥" পুনশ্চ শব্দ-
তত্ত্বের দিক দিয়া স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বর খণ্ডে অরুণাচল মাহাত্ম্যে, পূর্ব্বার্দ্ধে, দ্বিতীয়াধ্যায়ে লিঙ্গকে
এই ভাবে ধ্যান করা হইয়াছে—"পঞ্চ ব্রহ্মময়ৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পঞ্চাক্ষর বপুর্ধরৈঃ। অকার পীঠিকারূঢ়ো
নাদাত্মা যঃ সদাশিবঃ॥ ৫৮॥" লিঙ্গ সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা এই ভাবেই হইত। কোনো ধর্ম্ম-
বিশ্বাসই (যতই "আদিম" সমাজের হউক না কেন) অর্থহীন, নিতান্ত স্থূল কোনো একটা ধারণা
আঁকড়াইয়া দীর্ঘকাল থাকে না। সমাজের সকলের মধ্যে তত্ত্বচিন্তা অবশ্য পরিস্ফুটভাবে থাকে না
কিন্তু যাঁরা লিঙ্গপূজা প্রভৃতি সংস্কার চালাইয়াছেন এবং যে সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁরা নিতান্ত

অপরূপ কল্পনা জল্পনা করিতেছি। তাদের মনের শৈশব, অস্বাভাবিকতা (abnormality), অস্বাস্থ্য (insanity), যৌন বিকার (sextual perversity),—এ সবের কতই না প্রমাণ তার ভিতরে আবিষ্কার করিতেছি। কাজে কাজেই, এমনও হইতে পারে যে, পাঁচ সাত হাজার বছর আগেকার মিশরীয় লিঙ্গপূজা এখন সজীব নাই বলিয়াই, সেটার সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান ধারণা এতটা "অদ্ভুত" রকমের হইতেছে, এবং সেই কারণেই হয়ত, ভারতীয় সজীব লিঙ্গপূজার সঙ্গে, ভাবে ও ভঙ্গীতে, তার এতখানি ব্যবধান আজ আমরা দেখিতেছি। অতীতকে নূতন করিয়া কল্পনায় গড়িবার (reconstruct করিবার) মাল মসলাগুলি অপ্রচুর হইলে যে গাঁথুনি সুন্দরও হয় না, নিরাপদ্‌ও হয় না, এবং মূল নক্সার অনুরূপও হয় না,—এ সহজ কথাটায় খেয়াল রাখিলে, আমরা অনেক ঐতিহাসিক তুলনা ও বিচারের ক্ষেত্রে হঠকারিতা দেখাইতে বিরত রহিব। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে ; কারণ, ভারতবর্ষের সেই "বৈদিক যুগ" এখন পূরাপূরি চলিতেছে না ; অনেক বিপ্লব বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বহুধা রূপান্তরিত হইয়া চলিতেছে—যদিও মোটের উপরে, যে মূল ধারাটি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সুতরাং, ভারতের সুদূর অতীত যুগ কল্পনায় নূতন করিয়া গড়িতেও, মাল মসলা যা আছে, তাকে, সব সময়ে, যথেষ্ট মনে করিলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। ভারতীয় লিঙ্গপূজা—এর ঐতিহাসিক বীজ আর্য্য সভ্যতাতেই থাকুক আর অনার্য্য-সংমিশ্রণের ফলেই আসুক—এখনও বুঝিবার

"মোটা" কথা লইয়া কখনই তৃপ্ত থাকেন নাই। অনেক সূক্ষ্মতত্ত্বের লোকব্যবহারে "স্থূলত্ব" হইয়াছে সন্দেহ নাই (বঙ্গদেশে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে কিশোরী ভজন, কর্ত্তাভজা ইত্যাদি বজ্রযানাদি বৌদ্ধ-তন্ত্রমূলক "তত্ত্ব" হিসাবে কম সূক্ষ্ম নয়—কার্য্যতঃ অনুষ্ঠানে যাই হইয়া থাকুক না কেন), কিন্তু কোনো সময়েই তত্ত্ব কেবল স্থূলই ছিল, সূক্ষ্ম ছিল না—এমনটা মনে করার ভিত্তি নাই। Dr. Wall এর "Sex and Sex worship" গ্রন্থ হইতে (p, 356) কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—
"In very early, or Aryan times, the deities of India were ideal deities, not represented by idols or Pillars. They were of comparatively high ethical value, but their worship became degraded to a crude and coarse idol worship which still prevails and which abounds in plain and overt symbolism for the penis and vulva. The Hindus represent Siva and his Sakti, or consort, by coarse phallic and yonic symbols, often plain or coarse representations of the male and female sexual parts. India is said to have about three hundred millions of deities, many of which are represented in idols ; a peculiar feature of these idols is that many have four or six or more arms, to indicate the greater power of the Gods ; this idea is however, very ancient, being part of the Asiatic

উপকরণ, পূজার প্রচলিত যন্ত্র, মন্ত্র ও তন্ত্রের মধ্যেই সবিশেষ ভাবে দেওয়া আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাও, সমগ্রভাবে আদি মধ্য অন্ত সকল অবয়বে ও অবস্থায় এ অনুষ্ঠানটিকে দেখিতে না পারিলে, আমাদের দেখা সত্য হইবে না।

ঈজিপ্ট প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা মরিয়া গিয়াছে বলিয়াই হউক, অথবা অপর যে কোনো কারণেই হউক, ভারতবর্ষের লিঙ্গপূজা, শবসংস্কার ইত্যাদির সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য দেখিতেছি। শুধু চেহারা বা ভঙ্গী (detailed expression) লইয়াই যে পার্থক্য এমন না; ভারতবর্ষে পূজা ও সংস্কার তার "ধ্যান" (spiritটিকে) অনেকটা অবিকৃত, অক্ষুণ্ণ রাখিতে বোধ হয় পারিয়াছে; ভারতবর্ষীয় দৃষ্টি যেন অনেকটা বেশী পরিষ্কার, নির্ম্মল।

ধ্যানবৈশারদ্য এবং ধ্যানভ্রংশ।

মিশর প্রভৃতি দেশে যেন ধ্যানভ্রংশ হইয়াছিল; দৃষ্টি ঘোলাটে, মলিন হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং সংস্কারের মর্ম্ম সে সব দেশে গোপন হইয়া গিয়াছে, তার প্রকৃতিও বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে। সাংখ্যাদি শাস্ত্রের পরিভাষা ব্যবহার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, ভারতীয় ভাবটি ও দৃষ্টি যেন বেশী সাত্ত্বিক; অন্য জায়গায় রজঃ ও তমের ভাগ বেশী হইয়াছে; কাজেই খাঁটি বস্তুটি না ফুটিয়া, তার আবরণ-বিক্ষেপ হইয়াছে।

---

folklore from which the Greeks took their ideas of the "Hundred-Handers" in Homeric times. Probably there are more idols in India than in all the balance of the world together; but this great profusion of idols is of comparatively recent date—of post-Buddhistic times." এ সব নিতান্তই ভাসা ভাসা রকমের দেখা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের একটা সাধারণ কুসংস্কার এর মধ্যে স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আমরা পুরাণ হইতে শিবের লিঙ্গ স্খলনের উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছি এর মধ্যে যে গভীর তত্ত্ব নিহিত, তা আমরা পুরাণের বর্ণনা পড়িয়াই সহজে ধরিতে পারি। এ আখ্যায়িকাটি অন্য আকারে অন্য দেশেও প্রচলিত ছিল। রহস্যবিদেরাই রহস্য জানিতেন অন্য লোকে গল্পই শুনিয়া যাইত। মিশর দেশে লিঙ্গপূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা চলিয়াছিল, তার বিবরণ আমরা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারের লেখা হইতে (p. 448) শুনাইতেছি:— "Very early in savage communities certain mysteries were kept from the general knowledge of the public and imparted only to members of certain secret societies; the organizations celebrated and perpetuated certain stories about Gods or Goddesses, as for instance in Greece the Eleusynian mysteries about Demeter and Proserpina. So there were mysteries in ancient Egypt about Osiris and Isis. Osiris was the Good Principle; he was at enmity with his brother Seth (Typhon), the Bad Principle, and the two were in endless

মূল ভারতীয় সাধনার মধ্যেই—ব্রহ্মচর্য্য

কারণটা বোধ হয় ভারতীয় সাধনার গোড়ায় ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্যার স্থান দেওয়াতেই অন্বেষণ করিতে হইবে। সেই ছান্দোগ্য যেরূপ বলিয়াছিলেন—"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ স্মৃতিলম্ভঃ," সেইটাই ভারতীয় সাধনার কেন্দ্রস্থানে বসিয়াছিল বলিয়াই, ভারতে লিঙ্গপূজার সঙ্গে সঙ্গে "অলখ নিরঞ্জনের" চিন্তা. এবং মোটের উপর, প্রতিমা পূজার সঙ্গে সঙ্গেই নিগুর্ণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের নির্ব্বিকল্প সমাধিও চলিয়াছে। যেই লিঙ্গপূজা "সজ্ঞানে" করে, তাকে এটা বুঝিতে হয় যে, অলিঙ্গ সত্তায় লিঙ্গের আরোপ না করিয়া কোথায়ও কোনও ব্যবহার হয় না, কোনো ভাবাচিন্তা, বলা কওয়া হয় না; সুতরাং, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, কোনও উপাসনাও হয় না। আবার যেই স্থূলতঃ কোনো প্রতিমা পূজা করে, তাকে "হংসঃ সোঽহং স্বাহা" মন্ত্রে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বে গড়া জগৎ বিলোমক্রমে পরমাত্মায় একবার আহুতি দিয়া, আবার সেই পরমাত্মা হইতেই অনুলোমক্রমে তাকে সৃষ্টি বা নির্ম্মাণ করিতে হয়; এ ভাবে যে "ভূতশুদ্ধি" করিয়া লইল, তারি ভৌতিক উপচারে, ভৌতিক মৃৎপাষাণাদি আধারে পূজা আত্ম-চৈতন্যেরই লীলা-বিলাসের আনন্দে ভরপূর হইয়া উঠে; নতুবা, মাত্র "ভূতে পাওয়া।" ভারতবর্ষে পূজাদির পদ্ধতির ভিতরে এই প্রকৃত ভাবটি চেতাইয়া রাখার চেষ্টা হইয়াছে। "আহারশুদ্ধি" ছিল এ ভাবটি চেতাইয়া রাখার একটা উপায়। "আহার"

---

conflict for the salvation or destruction of human souls. Seth schemed to destroy Osiris, so he made a beautiful chest, and at a celebration offered to present it to anyone who could lie down in it. When Osiris tried it, Seth closed the lid and had it nailed up and then threw it in the Nile. Isis then wandered about Egypt hunting her husband Osiris. (The same folklore myth that we find in the Greek story of Demeter, or, in the Assyrian myth of Ishtar.) She finally found the chest but it was empty; Seth had found it and taken out the body of Osiris which he cut into little bits which he scattered all over Egypt. Isis hunted the fragments and buried each one on the spot where she found it, which accounts for the numerous graves of Osiris in Egypt. She found all the parts except the phallus, the genital organs; so she had a realistic model of these parts made and dedicated them in a temple, where they were worshipped, and this accounts for the introduction of phallic worship in Egypt. This Osiris myth formed the nucleus of the Osiris Mysteries or the teachings of one of the secret societies of antiquity."

মানে শুধু স্থূল ভৌতিক আহার নয়, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা সূক্ষ্মভূত আহারও আহার। আর একটা উপায় ছিল—আচার্য্যের নিকট দীক্ষা ও গুরু-শুশ্রূষা। এই দুইটা জড়াইয়া—ব্রহ্মচর্য্য; তাহাই যজ্ঞ, তাহাই তপঃ। অন্যদেশে ব্রহ্মচর্য্যের দৃঢ়ভিত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনের সর্ব্ববিধ সংস্কার সর্ব্বথা হইত বলিয়া মনে হয় না; তাই বোধ হয়, সে সব দেশে, একই অনুষ্ঠান, মূলে অভিন্ন হইয়াও, পরে বিকৃত হইয়া, অনেক পরিমাণে, শ্রেয়োভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষেও ব্রহ্মচর্য্যরূপ ভিত্তির শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান গুলির বিকৃতি, বৈকল্য, প্রাণহীনতা, সুতরাং, বৈয়র্থ্য বাড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের তত্ত্ব হয় গুহানিহিত হইয়া পড়িতেছেন, নয় কেবলমাত্র শাস্ত্রবপু ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সত্যকার যজ্ঞশালায় অথবা পূজামণ্ডপে; এখন তিনি বিরলপ্রচার। শ্রীমদ্ভাগবত: মহাপুরাণে রাজা পরীক্ষিৎ যে বৃষরূপী চতুষ্পাৎ ধর্ম্মকে কলির দ্বারা নিগৃহীত হইতে দেখিয়াছিলেন, উত্তরোত্তর সেই বৃষকে আমরা বিকলাঙ্গ, অপহৃতগৌরব হইতেই দেখিতেছি।১

বলা বাহুল্য, উপযুক্ত "স্মৃতিলম্ভ" না হইলে ইতিহাসের পুরাণী তনু প্রত্যক্ষ করা যায় না। সত্ত্বশুদ্ধি-ব্যতিরেকেও স্মৃতিলম্ভ হয় না। ইতিহাসের অস্থি

---

১ যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রত্যেক পুরাণ এবং মন্বাদি ধর্ম্ম সংহিতাগুলিও বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। তার মধ্যে গরুড় পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ২২৭ অধ্যায়ে যুগক্রমের যে বিবরণটি রহিয়াছে তার কিয়দংশ আমরা এখানে শুনাইতেছি। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সত্যযুগে "ধর্ম্মপাতা হরিঃ শ্বেতঃ" (৬) ত্রেতায় "রক্তো হরিঃ" (৯), দ্বাপরে "পীততাঞ্চাচ্যুতে গতে" (১০), কলিতে "কৃষ্ণতাঞ্চ চ্যুতে গতে (২২)—এইভাবে বর্ণতত্ত্ব এবং যুগতত্ত্ব সম্মিলিতভাবে কথিত হইয়াছে।—এক্ষণে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরাদি যুগের অবস্থা কহিতেছি শ্রবণ কর। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম জানিবে। সত্য, দান, তপস্যা ও দয়া ইহারাই যথার্থ ধর্ম্ম। হরিই ধর্ম্ম পালন করেন। যে সকল মনুষ্য এইরূপে হরিকে জানেন, তাঁহারা চারি সহস্র বর্ষ জীবিত থাকিতে পারেন। সত্যযুগের অবসান কালে ক্ষত্রিয় সকল বিপ্রগণকে পরাজিত করিবে, আর বৈশ্য ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইবে। অমিতবলশালী বিষ্ণু রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিবেন। ত্রেতাযুগে সত্য, দান ও দয়া এই পাদত্রয়াত্মক ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিবে, মনুষ্য সকল যজ্ঞ পরায়ণ হইবে; পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এই যুগে সকল মনুষ্যই বিষ্ণুতে অনুরক্ত থাকিবে: মনুষ্যের আয়ুর সংখ্যা সহস্রবর্ষ জানিবে। ক্ষত্রিয়েরা রাক্ষসকে বিনাশ করিবে। দ্বাপর যুগে ধর্ম্মের দুই পাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, এই সময় অচ্যুত পীতবর্ণ হয়েন। এই যুগে লোকের আয়ুঃসংখ্যা চারিশত বৎসর। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রজাতে পৃথিবী পরিপূর্ণ থাকিবে। এই যুগে বিষ্ণু মনুষ্য সকলকে অল্পবুদ্ধি দেখিয়া ব্যাসরূপ ধারণপূর্ব্বক এক বেদকে চারি অংশে বিভক্ত করেন। ব্যাসরূপী বিষ্ণু শিষ্যদিগকে ঐ বেদ অধ্যাপন করান। * * * পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, চারি বেদ, ষড়ঙ্গ, ন্যায়, মীমাংসা, আয়ুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ ইহারা অষ্টাদশ বিদ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বাপর যুগের অবসানে হরি পৃথিবীর ভার হরণ করেন; পরে ধর্ম্মের একপাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অচ্যুত হরি স্বয়ং কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েন। অতঃপর লোক সকল দুরাচার ও নির্দ্দয় হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় পুরুষে

অলৌকিক স্মৃতিলম্ভ এবং লৌকিক পরীক্ষা।

সঞ্চয় কাজটা প্রত্নবিৎ বৈজ্ঞানিক রীতিতেই করিবেন। অলৌকিক স্মৃতিলম্ভ (যথা, clairvoyance) দ্বারা তথ্যোদ্ধার কাজটাও চলে; এমন কি, স্থল বিশেষে (clairvoyance) বা সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োগ ছাড়া হয়ত গত্যন্তর নাই; কিন্তু, সচরাচর, আমরা পূর্ব্বে যে সমস্ত হেতু দেখাইয়াছি, সেই সব কারণে, তথ্যোদ্ধার, তথ্যসংস্কার কাজটি "লোকায়ত" (ordinary) ভাবেই চলিতে দেওয়া ভাল। অসামান্য (Extraordinary) কোনোও জ্ঞান তত্ত্ববিৎদের মুখে শুনিলেও, সেটা দিগ দর্শনের মতন, একটা লিঙ্গক (suggestion or hypothesis) এর মতন ব্যবহার করাই উত্তম। সমীক্ষা—পরীক্ষা দিয়া সেটাকে যাচাই করিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু তথ্যের ভুমি ছাড়াইয়া যেই তত্ত্বের ভূমিতে উঠিতে উপক্রম করিব, অমনি আমাদের উত্তরোত্তর বেশী পরিমাণে "ধ্যান" ও বিজ্ঞানের শরণ লইতে হইবে। এখানে inner perception, intuition চাই-ই চাই। না হইলে, তথ্যের হাড়গোড় যোড়া লাগিবে না; স্নতরাং, অতীতের আসল কাঠামো খানা আমরা পাইব না। আবার কাঠামো পাইলেও, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে না; ইতিহাসের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য (spirit and purpose) আমরা বুঝিব না। ছোট ছোট অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানেরও

বিদ্যমান আছে, কালসহকারে সেই সকল গুণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যখন লোক সকল প্রভূত শক্তিবিশিষ্ট হয়, লোকের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি প্রবল থাকে, তাহারই নাম সত্যযুগ। এই যুগে সমস্ত লোক তপস্যায় রত হয়। যে কালে প্রাণিমাত্রের কাম্য কর্ম্মে ও যশে শক্তি হয়, সেই কালে ত্রেতাযুগের আবির্ভাব জানিবে। এই যুগে রজোগুণের প্রাবল্য হইয়া থাকে। যে সময়ে লোভ, অসন্তোষ, মান, দম্ভ, মাৎসর্য্য ও কাম্য কর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে, সেই কালে দ্বাপর-যুগের উৎপত্তি নিশ্চয় করিবে। এই কালে রজঃ ও তমোগুণ প্রবল হয়। যে কালে সর্ব্বদা মিথ্যা আচরণ, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসাদি কাবণ স্বরূপ সুখ ও মোহ, ভয় দৈন্য এই সমস্ত প্রবল হইয়া উঠে, তাহাকে কলিকাল বলা যায়। * * * কিন্তু কলিকালে সকলেরই একটী মাত্র মহাগুণ বিদ্যমান থাকে। এই কালে লোক সকল কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে। সত্যযুগে যজ্ঞাদি দ্বারা, ত্রেতাযুগে জপদ্বারা, দ্বাপরে হরির পরিচর্য্যা দ্বারা ফল লাভ হয়, আর কলিকালে কেবল হরিনাম কীর্ত্তন করিলেই উক্ত সমগ্র কার্য্যের ফল লাভ করিতে পারে।" অবশ্য, লোকের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আয়ুর পরিমাণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। সে মতদ্বৈধের সমাধানের চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। আধুনিক বিজ্ঞানে যেমন ধারা একটা "unity of culture" গড়িয়া উঠিয়াছে—একই বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানগুলির তথ্য ও সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে একটা সঙ্গতি থাকা চাই বলিয়া যেমনধারা বিজ্ঞানাচার্য্যেরা মনে করিতেছেন—তেমনি ধারা আমরা বলিতে পারি যে, প্রাচীন বিদ্যারও ("Ancient Wisdom"এর) একটা unity ছিল; কাজেই, সে বিদ্যার বিভিন্ন অঙ্গে সত্যকার

না ; কেননা, বড়কে লইয়াই, বড়র মাঝখানে থাকিয়াই, ছোট ছোট। তারপর, ধ্যান নহিলে, একটা দেশের বা যুগের ঐতিহাসিক কাঠামোখানাকে বিশ্বমানবের ইতিহাসের অঙ্গীভূত করিয়া যথার্থ ভাবে দেখা যাবে না। সর্ব্বশেষে, ধ্যান নহিলে, বিশ্বমানবকেও কল্পকল্পান্তররূপী এবং বিশ্বভুবনরূপী বৈশ্বানরের অবয়ব করিয়া দেখিতে পারিব না—যে বিশ্বরূপের মধ্যে কুরুক্ষেত্র-সমরের মতন কোটি কোটি জাগতিক ঘটনাকে প্রবিষ্ট, কুক্ষিগত দেখিয়া অর্জ্জুনের সংশয়াপনোদন হইয়াছিল। ইতিহাসের প্রাথমিক অনুষ্ঠানে "অসাধারণ" বোধটিকে একটু আড়ালে রাখা চলিলেও, সত্যকার ইতিহাসের অবয়বসংস্থানে ও নির্ম্মাণে ঐ বোধই প্রধান শিল্পী। সকল নিপুণ শিল্পীকে সঙ্কল্পিত নির্ম্মাণের একটা "যন্ত্রমূর্ত্তি" (plan) আগে ধ্যান করিয়া লইতে হয় ; পুরাবিৎ বা পুরাণকারের মাঝে যে শিল্পী রহিয়াছেন, তাঁকেও ইতিহাসের একটা পূরা নকসা (শক্তিকূটের সংস্থানরূপে) ভাবিয়া লইতে হয়।

ইতিহাসের যন্ত্রমূর্ত্তির বিষয় আমরা বলিলাম। যে সকল বাহ্য ও অন্তর,

---

গরমিল থাকা বিদ্বানেরা স্বীকার করিতেন না। কালভেদ, অনুক্রমণিকাভেদ, অধিকার ও প্রয়োজন ভেদ—এ সব সূত্র ধরিয়া সাম্প্রদায়িকেরা শাস্ত্রভেদের সমন্বয় করিতে যত্ন করিয়াছেন। সত্যকার সঙ্গতি ছিল বলিয়াই সমন্বয় হইতে পারিয়াছে। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা অনেকে অতীত বিদ্যাকে "organic unity"ভাবে না লইয়া একটা "medlay of truths, half-truths and untruths" ভাবেই লইয়া থাকেন। এটা অবশ্য সে বিদ্যার সঙ্গে আত্মীয়তা অথবা ঘনিষ্ঠ পরিচয়েরই অভাবসূচক। আয়ুর কথা পুরাণে এক রকম পাই, আবার মন্বাদি স্মৃতিতে আর এক রকম পাই। বেদের সংহিতাতে "শত শরৎ", অর্থাৎ একশ বছর আয়ুর কথাই আছে। স্পষ্টতঃ "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" রহিয়াছে। শ্রুতির সঙ্গে স্মৃতি বিরোধ করিতে সাহস করেন না ; অথচ মনুসংহিতায় (১ অ, ৮৩ শ্লোকে) দেখি—"অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ। কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ূর্হ্রসতি পাদশঃ ॥" কৃত বা সত্যযুগে ৪০০ বৎসর আয়ু ; ত্রেতাদিতে এই পূর্ণ আয়ুর এক পাদ এক পাদ করিয়া হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কুল্লূকভট্ট টীকায় ৪০০ বৎসর = স্বাভাবিক আয়ুঃ বলিয়াছেন,—উপযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা যে আয়ুর চাহিতেও বেশী আয়ুঃ সম্ভবপর হইতে পারে এবং হইতও। পাতঞ্জল দর্শনে (২ পা, ১৩ সূত্রের উপর মন্তব্যে) স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু মহাশয় কর্ম্ম দ্বারা আয়ুর হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি আবশ্যকীয় কথা বলিয়াছেনঃ—"কিরূপে প্রাণায়াম দ্বারা আয়ুবৃদ্ধি ও পরদার গমনাদিতে আয়ুঃক্ষয় হইবার কথা শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে ? আয়ুর বৃদ্ধি বা হ্রাস হইতে পারে না সত্য বটে, কিন্তু আয়ুঃকাল পরিমাণ দিন মাস বৎসর রূপে নহে, উহা স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস (অজপা হংস মন্ত্র) দ্বারা নির্দ্দিষ্ট. ঐ শ্বাস প্রশ্বাসের সাংখ্যরূপ আয়ূঃকাল কখনই অন্যথা হয় না. প্রাণায়ামাদি দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ধীরভাবে হয়, কুম্ভক করিলে একেবারেই শ্বাস প্রশ্বাস হয় না, সুতরাং অনায়াসেই দীর্ঘ জীবন হইতে পারে। অন্যদিকে পাপ কার্য্যে শ্বাসের গতি ব্যগ্র ভাবে হইতে থাকে, সুতরাং শ্বাসের সংখ্যা অল্পকাল মধ্যেই শেষ হওয়ায় অল্প জীবন হইয়া থাকে। সিদ্ধ যোগিগণের কথা পৃথক্, উহাদের অলৌকিক সমাধি প্রভাবে অঘটনেরও ঘটনা হয়, শঙ্করাচার্য্যের আয়ুঃকাল ষোড়শ বর্ষ বা তৎপরিমিত (দিনরাত্রি কতবার স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ইতিহাসের যন্ত্রমূর্ত্তি।

লৌকিক ও লোকাতীত শক্তির সংহতিতে ইতিহাসের ঘটনা একটার পর একটা ঘটিয়া যায়, সেই শক্তিপুঞ্জকে ইতিহাসের যন্ত্রমূর্ত্তি বলে। যিনি সেই শক্তিব্যূহের আলেখ্য চিত্রিত করিতে পারেন, তিনিই ইতিহাসের যন্ত্রবিৎ। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক দেশ, জাতি (Race) ও যুগের ইতিহাসের নিজস্ব এক একটা যন্ত্র আছে। "যজ্ঞতত্ত্বে" মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্রের বিষয় বুঝিতে গিয়া, এই সত্যটি আরও পরিষ্কার করিয়া বুছিতে চেষ্টা করিব। এখানে, ইতিহাসে সে সত্যের সম্বন্ধ কি ভাবে, তাহাই আমরা আলোচনা করিলাম। একটা বড় ভাবের (Ideaর) অভ্যুদয় ও পতন; কোনো একটা বড় মুভ্‌মেণ্টের উপচিতি অপচিতি—এ সকল ভাল করিয়া বুঝিতে "যন্ত্রের" আরাধনা করিতে হয়। যেমন ধারা, সকল প্রাচীন দেশে যজ্ঞ (বা Sacrifice)—এই ভাব ও অনুষ্ঠানটি এক ভাবে না একভাবে ছিল, দেখিতে পাই। এ ভাবের মূল কোথায়?

হয় তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আছে) শ্বাস প্রশ্বাস ছিল. ভগবান্ ব্যাসদেব বরপ্রদানে উহাকে দ্বিগুণ করিয়াছিলেন। উৎকটভাবে উপায়ের অনুষ্ঠান করিলে প্রারব্ধ ফল সম্পূর্ণ তিরোহিত নাই হউক কথঞ্চিৎ অল্প বহু হইতে পারে।" এটা হইল একদিকের কথা। যোগশাস্ত্রে এ কথার মূল রহিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ সে মূল যথার্থ। তারপর, আয়ু পরিমাণ জিনিষটাকে অন্য ভাবেও দেখা যাইতে পারে। আমরা কাল বা সময়কে বাঁধাবাঁধি রূপে লইয়া থাকি—ভাবি যেন আমাদের বর্ষমান আর নিখিল জীবের বর্ষমান একই হইতে বাধা আছে। পুরাণে মনুষ্যমান পিতৃমান, দেবমান এবং ব্রাহ্মমান—এইভাবে সময়ের বিভিন্ন মানের কথা আমরা শুনিতে পাই। কোন স্থানে হয়ত বলা হইল, চতুর্যুগের পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বর্ষ মাত্র (তিলক তাঁহার বেদের প্রাচীনতা প্রতিপাদক গ্রন্থে এই হিসাবটাকেই সত্য হিসাব মনে করিয়াছিলেন); আবার হয়ত পরক্ষণেই শুনিতে পাই যে, এ পরিমাণ মনুষ্যমানে নহে, দেবমানে; অর্থাৎ দেবলোকে বার হাজার বৎসর যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ হইল চতুর্যুগের সম্মিলিত আয়ুঃ। এই রকম বিভিন্ন মানের পরিকল্পনায় একটা গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে—সে তত্ত্ব হইল Timeএর Relativity—কালের সাপেক্ষত্ব। ব্রহ্মারও আয়ুঃ একশত বৎসর, আবার মানুষেরও তাই। এখানে অবশ্য বৎসর একমানের নহে। সত্যযুগের মানুষ সম্ভবতঃ দীর্ঘাকৃতি ছিল, কিন্তু আপন হস্তের সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিতই ছিল। বেদের "শতায়ুর্বৈপুরুষঃ" এ তত্ত্বকে আমরা এইভাবে বুঝিতে পারি। প্রজাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলির মানুষ পর্য্যন্ত সকলেই একশত বৎসর পূর্ণ আয়ু পাইয়াছে বটে, কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে আমাদের বর্ত্তমান মনুষ্যমান দ্বারা বুঝিলে চলিবে না; অর্থাৎ এটা মনে করিলে চলিবে না যে, আমরা যেমন একশত বৎসর পূর্ণ আয়ূ পাইয়াছি, সত্যাদি যুগের মানুষেরাও ঠিক তাহাই পাইয়াছিলেন বা পাইবেন। "পূর্ণ আয়ুঃ" কথাটাকেও যে আড়ষ্ট ভাবে লইলে চলিবে না, তা আমরা বেদান্ত চুঞ্চু মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। আমাদের এবং আমাদের উপরের থাকের জীবের যেমন ধারা আলাদা আলাদা বর্ষমান রহিয়াছে, আমাদের নীচের থাকের জীবদেরও—কীটপতঙ্গাদিরও তেমনি আলাদা রকমের বর্ষমান রহিয়াছে, অথবা থাকা উচিত। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিৎ উইলিয়াম জেম্‌সের কয়েকটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত ক'রয়া শুনাইতেছি :—

এমন ব্যাপক ভাবে এ ভাবটা মানবসমাজে ছড়াইয়া পড়ার হেতু কি ? এ ভাবের পরিণতি ইতিহাসে কি ভাবে, কি আকারে হইয়াছে ? এখন এ ভাব লুপ্ত না রূপান্তরিত ? ইহার ভবিষ্যৎ কি ?—এই গুলিই হইল ইতিহাসের অন্তরঙ্গ সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম ; "যন্ত্রের" বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করিয়াই সমাধানের চেষ্টা হইতে পারে ।

তন্ত্ররাজতন্ত্র[১] এবং অপরাপর তন্ত্রে "শ্রীযন্ত্রের" বিবরণাদি আছে । ঐ যন্ত্র যে নিখিল ভুবনতত্ত্বের শক্তিকূটের প্রতিকৃতি ("graph")—তা শাস্ত্র আমাদের খোলসা করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন । এখন ঐ যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে "বিন্দু", তারপর বিন্দুকে ঘিরিয়া রহিয়াছে "ত্রিকোণ" । ঐ ত্রিকোণ ও বিন্দুকে, স্থূলভাবে, যোনি ও লিঙ্গের—ক্ষেত্র ও বীজের—প্রতিনিধি মাত্র কি মনে করিব ? শাস্ত্র অনেক স্থলে (যেমন "কামকলাবিলাসে") ঐ ভাবে কথা কহিয়াছেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রমর্ম্ম অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিলে একটুকুও সংশয় থাকে না যে, আসল তত্ত্ব আরও অনেক "গভীর" স্তরে রহিয়াছে ।

Suppose we were able, within the length of a second, to note distinctly ten thousand events instead of barely ten, as now ; if our life were then destined to hold the same number of impressions, it might be a thousand times as short. We should live less than a month, and personally know nothing of the change of seasons. If born in winter, we should believe in summer as we now believe in the heats of the carboniferous era. The motions of organic beings would be so slow to our senses as to be inferred, not seen. The sun would stand still in the sky, the moon be almost free from change and so on. But now reverse the hypothesis, and suppose a being to get only one thousandth part of the sensation that we get in a given time, and consequently to live a thousand times as long. Winters and summers will be to him like quarters of an hour. Mushrooms and the swifter growing plants will shoot into being so rapidly as to appear instantaneous creations ; annual shrubs will rise and fall from the earth like restlessly boiling water springs, the motions of animals will be as invisible as are to us the movements of bullets and cannon-balls ; the sun will scour through the sky like a meteor, leaving a fiery trail behind him &c., That such imaginary cases (barring the super-human longevity) may be realized some where in the animal kingdom, it would be rash to deny." .

[১] A. Avalon's Tantrik Textsগুলির মধ্যে অন্যতম । তাঁর সম্পাদিত ঐ তন্ত্রের ভূমিকাটি পাঠ্য ।

"বিন্দু ও ত্রিকোণ"ই হইতেছে মূল যন্ত্র—যে যন্ত্র অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার হইতেছে। সমগ্র শ্রীযন্ত্র ঐ বীজ যন্ত্রেরই অভিব্যক্তি। এ প্রসঙ্গ "যজ্ঞতত্ত্বে" সবিশেষ আলোচনা করিব। ইতিহাসকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি—এ দুইভাবে বুঝিতে হইলে আমাদের ইতিহাসের মূল যন্ত্রের যেটি "বিন্দু" এবং যেটি "যোনি"—সেই দুইটিকেই বুঝিতে হয়। চরমে, বিন্দু = আনন্দ, যোনি = লীলা।

নবম পরিচ্ছেদ।

ইতিহাসের "মন্ত্র"।

ইতিহারে "মন্ত্র"।

ইতিহাসের "মন্ত্র" কি? যে মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া ইতিহাসের জটিল তথ্যসমূহকে পরস্পর-সমঞ্জসভাবে সাজাইয়া তার (১) কারণাত্মক, শক্তিবপু যন্ত্রমূর্ত্তি, এবং (২) কার্য্যাত্মক, স্থূলবপু ব্যাপারমূর্ত্তি—এই দুইটিই মিলিতে পারে, সেইটাই হইল ইতিহাসের "মন্ত্র"। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক জাতি ও যুগের "মন্ত্র"ও আলাদা। কোন এক যুগের চেহারা ভিতরের, কিনা, শক্তির দিক্ দিয়া এবং বাহিরের, কি না, স্থূল স্থূল ঘটনার দিক্ দিয়া দেখার চেষ্টা হইতে পারে। প্রথমটা Dynamic History—বিষয়, যন্ত্র মূর্ত্তি; দ্বিতীয়টা, Graphic History—বিষয়, ঘটনাবলীর যথার্থ বিবৃতি। এই দুই রকম ইতিহাস আঁকিতেই, দেশ বিশেষে, জাতিবিশেষে, ও যুগবিশেষে এক একটা বিশিষ্ট সূত্র (Guiding Principle or Idea)এর অনুসরণ আবশ্যক। মিছরি বা নুনের জলে (solution এ) একটা উপযুক্ত সূত্র ছাড়িয়া দিলে, অথবা প্রকারান্তরে, একটা কেন্দ্র (nucleus) সৃষ্টি করিতে পারিলে, সেটাকে অবলম্বন করিয়া, এবং তারই চারিধারে, মিছরি বা নুনের দানাগুলি সংহত হইয়া এক একটা crystal তৈয়ারি করিতে পারে। ইতিহাসের সলুউসনেও এইরূপ এক একটা সূত্র বা কেন্দ্র উৎপাদন করা আবশ্যক। নতুবা ইতিহাসের তথ্যগুলি দানা বাধে না।

"Seed of Race."

প্রত্যেক জাতির ভিতরে "সাধারণ মানবতা" ত থাকিবেই; কিন্তু,তা ছাড়া, প্রত্যেকের একটা আলাদা "বীজ" "(Seed of Race)" আছে।[1] মিশরের সমাজ বিকাশ, সভ্যতার পরিণতি যে ভাবে হইয়াছিল, ভারতবর্ষে বা চীনে সে ভাবে হয় নাই। শুধু বাহ্য অবস্থাপুঞ্জ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বলিয়াই যে এরূপ হইয়াছে, এমন নয়। প্রাণিবিদ্যা বাহ্য অবস্থাপুঞ্জের প্রভাব কখনই

---

[1] মন্তব্য—এই "বীজ" কেবলমাত্র রক্তের দিক্ দিয়া বা বংশানুক্রমের (heredity র) দিক্ দিয়া দেখিলে পূরা দেখা হইল না। "বীজের"ও স্থূল "যন্ত্র" ও সূক্ষ্ম "যন্ত্র" রহিয়াছে—সূক্ষ্ম যন্ত্র

অস্বীকার করে না; তবে লামার্ক, হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে যতটা ঝোঁক দিয়াছেন, ততটা ঝোঁক না দিলেই হইত। কোনো প্রাণি-জাতির (species এর) ইতিহাস তার বাহিরের অবস্থার দ্বারা, অর্থাৎ, আগন্তুক কারণপটলের দ্বারা, যতটা গড়িয়া উঠে, তার হইতে বেশী গড়িয়া উঠে তার স্বগত (spontaneous) বীজ ধর্ম্মের প্রেরণায়।[1] স্বয়ং ডারুউইন ও পরে ভাইজ-ম্যান—বীজ (Germ-cell)এর স্বগত অভিব্যক্তি-প্রবণতা দেখাইয়া দিয়া সত্যের অনৃতাপিধান অনেকটা উন্মোচন করিয়াই দিয়াছেন। প্রাণীদের স্থূল শরীরটা সম্বন্ধে যেটা সত্য, তাদের সূক্ষ্ম শরীর বা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে সেটা কম সত্য নয়। সমাজ ও সভ্যতাও নিজের নিজের বীজ-ধর্ম্ম প্রভাবেই মুখ্যতঃ বিকাশ লাভ করিয়া থাকে।

সমাজ ও সভ্যতার অভিব্যক্তির বিশিষ্ট বীজ বা রীতিটি বুঝিতে গেলে, তার বীজধর্ম্মের দোহাই না দিয়া উপায় নাই। তার একটা "Germ cell"

হইল ভাববেদনাবিদ্যাদি-সংস্কার ("Culture-system")। রক্তের সঙ্গে বীজের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইতিহাস, বিশেষতঃ ভাবাভিব্যক্তির ইতিহাস বুঝিতে গেলে, সূক্ষ্ম যন্ত্রটার হিসাবই ভাল করিয়া লইতে হয়। Dr. Ludwig Stein এর "Philosophischen Stromungen (translated by Dr. Shishir Kumar Mitra, Cal. University, 1917) Vol. I., pp. 188-189 রক্ত বা বংশানুক্রমের উপর ঝোঁকটা হাল্‌কা করিয়াছে, কিন্তু তা হইলেও, সূক্ষ্মযন্ত্রের দিক্ দিয়া লেখকের উক্তি উদ্ধারযোগ্য:—"What, however, is hereditory, is entirely included in the instincts, the race experiences, and this produces an inclination, a tendency, but no spiritual fatality, no "certainty of the law of nature." It is impossible therefore to draw from race charateristics any logically binding universal conclusions regarding indivitval men, still less, regarding great groups or whole nations. Such conclusions are always problematic, never categorical. The race-romanticist passes lightly with the infallibility of the somnambulist over the logical hedges and ditches, the crevices and precipices of thought. This is artistic conception but certainly not science. To explain history on the basis of a neo-romantic race-construction is to make use of astrology, to cast a horoscope, to raise the study of physiognomy to the rank of a science, to pronounce graphology the highest wisdom. And yet there is in this deep abyss of the Grundlagen a valuable scientific expedient. If we replace the catch word "race" of the animal breeders and plant cultivators by the scientific concept for classification, introduced by Dilthey, namely, "culture-system." we can understand the efforts of Chamberlain. Blood produces only the inclination and is, moreover, uncontrollable and uncheckable. The

আছে। ভাইজম্যান্ যেরূপ দেখাইয়াছেন, সেইরূপ ভাবেই, এ “সূক্ষ্ম” জার্ম সেলও অবিচ্ছিন্ন সত্তায় বহিয়া যাইতে চায়। এটার নাম দিতে পারি বীজ-সন্ততি “(Continuity of the Germplasm)”।

সমাজ বা জাতির “বীজ সন্ততি।”

কোনো সমাজের আসল বীজ প্রকৃতিটি এই ভাবে সন্তত, কিনা, অবিচ্ছেদে বহিয়া যাইতে চায়। আগন্তুক কারণে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে, যে সকল পরিবর্ত্তন আসে, সেগুলি, সচরাচর বীজের প্রকৃতি পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়া, সমাজের ও সভ্যতার বাইরের “কাঠামো”তেই বা কোষগুলিতেই সংলগ্ন হইয়া যায়। আসল “স্বভাব” যেটি তার পরিবর্ত্তন সহজে হয় না। বাইরের খোলস দেখিয়া যতই না ভাবি, ভিতরটা, বীজটাও, বদলাইয়া গিয়াছে, বীজটা কিন্তু সহজে স্বভাবভ্রষ্ট হয় না। আগন্তুক পরিবর্ত্তনগুলি, যেন কতকটা শিথিল ভাবেই, বাইরে লাগিয়া থাকে। এ যুগের পরিবর্ত্তনগুলি যুগান্তরে ঝরিয়া পড়িয়া যায়—গাছের পাতাগুলো ছোট ছোট ফেঙ্ড়া ডালপালার মত। যাঁর একটুখানি মর্ম্মদৃষ্টি আছে, তিনিই ধরিতে পারিবেন যে, এই দুই যুগে বাইরের বিকাশ যতই আলাদা হইয়া থাকুক না কেন, ভিতরটা, প্রাণটা, আসলে একই রহিয়া গিয়াছে। শুধু “ভুষির” কারবারে এই “শস্যের” দৃষ্টিলাভ হয় না। এর জন্য ইন্‌ট্যুইসনের দরকার আছে।

এই মর্ম্ম দৃষ্টি থাকিলে, কোন সমাজ বা সভ্যতার বীজ প্রকৃতিটি[১] বাহির করা দুঃসাধ্য নয়। গ্রীস, রোম, ফিনিসিয়া, ক্রীট্, মিশর—এ সকল দেশের

“culture-symtem,” on the other hand, expresses the collective will of vast circles for the general formation of their mode of life, their laws, their morals, their professions and their social organisation, Far, far behind these great forces of history that shape life which we collectively call the culture system, there appear with civilized people the inherited instincts. One is born, it is true, with one's blood, but one may control one's stored-up race-experience or instincts, through one's will, ennoble them through feeling and govern them through reason. What, however, is changeable exhibits itself as a heuristic characteristic of a concept, not as a regulative, still less, as a constitutive principle. Into a culture-system one enters.”

[১] বীজপ্রকৃতির অভিব্যক্তির মূলে কোনো গভীর উদ্দেশ্য প্রেরণারূপে কাজ করিয়াছে কিনা, তা লইয়া, পূর্ব্বপাদটীকায় উল্লিখিত গ্রন্থকার Edward V, Hartmannএর Evolution সংক্রান্ত মতের আলোচনাপ্রসঙ্গে যে কয়টা কথা বলিয়াছেন, তা আমরা শুনাইতেছি। ডারইউনের ও স্পেন্সারের মতের অসম্পূর্ণতা দেখাইতে তিনি বলিতেছেন:—“Out of the

ইতিহাস পড়িয়া কেহ কেহ বা ঐ ঐ জাতির বীজটি ধরিতে পারেন নাই ; অনেকেরই ভূষির গুঁড়াতে দৃষ্টি অন্ধ হইয়া গিয়াছে। লাসেন, বেবর প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রাচীন ভারতের ধাত বুঝিবার ভঙ্গী দেখিয়া বঙ্কিম বাবু বেজায় খাপ্পা হইয়াছিলেন ; অথচ সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এঁরা এক একজনে দিগ্‌গজ পণ্ডিত। এঁদের ওরিয়েণ্টাল পুরাতত্ত্বের ভূষির আড়তগুলার বিরাট্ বহর দেখিলে, আমাদের মত অল্পবিদ্য লোকদের ভয় পাবার কথা। এঁরা অগাধ-জলধি-সঞ্চারী তিমিঙ্গিল ; আমরা গণ্ডূষ-জল-বিহারী সফরী। তবে, সেদিন কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে বসিয়া বঙ্কিম চন্দ্র যে রায় দিয়া গিয়াছেন, আজ সে রায় পাণ্টাইবার কোনই সঙ্গত কারণ উপস্থিত হয় নাই। ধাত' অনেকেই বুঝেন নাই। বরং, অনেক স্থলেই উল্টা বুঝিয়াছেন। প্রমাণ ক্রমশঃ পাইতে থাকিব।

"ভুষির আড়ত"।

সকল জাতির বীজ গোড়ায় অভিন্ন ছিল কি ভিন্ন ছিল, তা লইয়া বিচার এখন অনাবশ্যক। ভাষা সম্বন্ধে টাওয়ার অব্ ব্যাবেলের যে গল্প চলিয়াছে, জাতি সম্বন্ধে, পার্থক্য বুঝাইবার জন্য তেমন কোনো গল্প আছে কি না জানি না। একেবারে গোড়াতে যাই থাকুক না কেন, আমরা ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষকে যে ভাবে দেখিতেছি, তাতে মানুষ, বীজ ও বিকাশ, এই দুই দিক্ দিয়াই আলাদা। "প্রাচীন প্রস্তর যুগে"—

বীজের বিকাশে পার্থক্য।

---

voluminous anti-Darwinistic literature of the last five years, Edward v. Hartmann therefore draws the conclusion that the theory of descent is well founded but the selection theory of Darwin has nothing positive to offer us. By Hugo de Vries saltatory variations are shown, so that new species can but not must arise through minimal variations. Instead of the "chance" of Darwin, there always appears more clearly and more markedly an "Evolutionary tendency guided by a plan through inner causes." What Darwin's formula would and should do, namely, explain purposive results from mechanical causes, has been shown to be incapable of being done. The Spencerian formula of survival of the fittest retains as before its meaning of preservation of the equilibrium of adaptation of the parts of the organism to one another and of the organism to its environment, but has no more the significance of a fundamental insight into the mechanism of life ; it retains rather the meaning

যখন মানুষের সামাজিক জীবনের মোটাসোটা নিদর্শনগুলো অনেকটা এক রকমই ছিল মনে হয়—তখনও সে আলাদা আলাদা জাতিতে (Raceএ) বিভক্ত। এন্থ্রপোলজিষ্টরা এর প্রমাণ সহজেই দিতে পারেন। শরীরের, এমন কি অস্থিসমূহের, গঠন ও সংস্থান একটা জাতি এবং আর একটা জাতির মধ্যে অবিকল একই নয়। সে সময়কার খুব মোটাসোটা জীবন ব্যাপারগুলোরই "অভিজ্ঞান", পাথর বা হাড় বা অঙ্গারাদিরূপে, মাটি খুঁড়িয়া আমরা পাইতেছি; কিন্তু এটা মনে করার কোনই কারণ নাই যে, মানুষ সে সময় শুধু পাথরের হাতিয়ার বানাইয়া শিকার করিত, কাঁচা বা ঝল্‌সান মাংস খাইত, পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করিত এবং অপত্যোৎপাদন করিত, আর কিছুই করিত না। আর কিছু করার "অভিজ্ঞান" আমাদের সাম্‌নে তেমন উপস্থিত নাই, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। তখনও তার মগজে অন্তঃকরণ বলিয়া একটা পদার্থ নিশ্চয়ই ছিল; এবং তার সুখ দুঃখের বেদনা, কল্পনা জল্পনা, ধর্ম্মবিশ্বাস, ধর্ম্মকর্ম্ম—এ সবই ছিল। একটা জাতির সঙ্গে অপর জাতির এ সব ভাব ও অনুষ্ঠান সে সময়েও না মিলিবারই কথা। প্রত্যেক জাতির "বীজ" তার অনেক আগে হইতেই অবশ্য আলাদা হইয়াছিল। গোড়ায় "ক" ও "খ" এই দুইটা সজীব পদার্থের মাঝে স্বগত ভেদ থাকিলেও, তাদের জীবন মোটামুটি রকমের বলিয়া, ভেদ অনেকটা অস্পষ্ট রহিয়া যায়। মানুষে ও বানরে, এমন কি, অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবে ভূমিষ্ঠ হইলে ও বড় হইলে যতটা ভেদ ফুটিয়া উঠে, ভ্রূণাবস্থায় অবশ্য ততটা ভেদ থাকে না।

---

of a latch or coupling chain. From the time of Democritus, the typical representative of mechanical causality, and Anaxagoras, the discoverer of a purposive world spirit (nous), we have been perpetually oscillating between mechanism and teleology. Wave follows wave. A current of the mechanical view of the world (Democritus, Galileo, Hobbes, Spinoza "Systeme de la Nature) is always followed by a teleological current (Aristotle, Leibnitz). Conformity to law or conformity to an end, so has run the ant-ant of contending philosophical schools and church parties for nearly two thousand and three hundred years. If strict (mechanical) world laws rule in nature, then there is no room for any world intelligence working with purpose. If on the other hand a demiurge, a Divine world architect, constructs a universe full of plan, meaning and end, where can there be anything imperfect purposeless irrational in nature and spirit? Mechanical causalty cannot explain whence the relatively pur-

অথচ মানুষের ভ্রূণ (Embryo) এবং একটা কুকুরের বা কুমীরের ভ্রূণে গোড়া হইতেই স্বগত ভেদ রহিয়াছে। বর্ব্বরসমাজে (অবশ্য আমরা মাটি খুঁড়িয়া তাদের যতটুকু জানিতে পারি) এই জাতিগত ভেদ অবশ্যই ছিল; গোড়ায় হয়ত, "ক" ও "খ" মাঝে ব্যবধানটি তেমন বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। পরে, "ক" ও "খ" যেমন যেমন অভিব্যক্ত (differentiated) হইয়াছে, ততই তাদের মাঝখানে ব্যবধানটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

জাতির পাতিত্য ও সংস্কার।

এই জাতীয় আলোচনার ফলে এবং ইতিহাসের তথ্যগুলিকে বিবেক বিচারের সঙ্গে পরীক্ষা করিয়া, অর্থাৎ both deductively and inductively, আমরা জাতিসমূহের বীজশক্তি না মানিয়া পারি না। জাতিগুলিকে স্বতন্ত্র (isolated) না রাখিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিশ খাইতে দিলে,—রক্তে, ভাষায় এবং আচার ব্যবহারে তাদের আদিম বীজগুলি সত্যসত্যই পরিবর্ত্তিত হইবে কি না; যদি হয়ত, কি ভাবে ও পরিমাণে; চরমে এই সংমিশ্রণের ফলে সকল জাতির একাত্মতা (homogeneity) হবার সম্ভাবনা কতটা; মানবের অভ্যুদয়ের খাতিরে তার আবশ্যকতা আছে কি না; এ সকল প্রশ্ন সমাজ-তত্ত্বান্বেষীর কাছে খুবই দরকারী সন্দেহ নাই। আমাদের প্রাচীনেরা ব্যক্তিবিশেষের মতন, জাতি বা শাখাবিশেষের, কোনো কোনো অবস্থায় "পাতিত্য" স্বীকার করিতেন;[১] এবং অন্য কোনো কোনো অবস্থায়, তাদের "সংস্কার" ও উর্দ্ধগতি ("প্রোমোশন") স্বীকার করিতেন। পাতিত্যে বীজভ্রংশ হইয়াছে, অথবা হবার সম্ভাবনা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠিত-বীজের সঙ্গে

---

poseful, whence beauty and harmony, order and rhythm, in short, the mathematics of nature arise. Transcendental teleology, the so called :finality on the other hand, is choked by the Problem of theodicy. It cannot render intelligible how the illogical and irrational, the erroneous and the clumsy, the miserable and the spoilt, in short, "evil" or the "bad" could enter the world. Or should there be an intermediate synthesis between the eternal opposites, mechanism and teleology ?

[১] মন্তব্য—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায় ভরদ্বাজ ও ভৃগুর মুখে প্রশ্নোত্তর রূপে আমাদের যে বর্ণতত্ত্ব শুনাইয়াছেন, সেটির অনুবাদ (কালীসিংহ) আমরা এখানে সবিস্তার তুলিয়া দিতেছি—"হে ভরদ্বাজ! ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে আপনার তেজ হইতে ভাস্কর ও অনলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি করিয়া স্বর্গ লাভের উপায় স্বরূপ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা. শাশ্বত বেদ. আচার ও শৌচের সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ মনুষ্য

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

পতিতের তাই গুরু সম্পর্ক (বিশেষ যৌন সম্পর্ক) নিষিদ্ধ। বীজ সহজেই স্বভাব হইতে স্খলিত হয় না। তার স্বভাব হইতে ব্যভিচারের একটা মাত্রা আছে ; সে মাত্রা ছাড়াইলে, আর সে স্বভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে না। তখন সে "পতিত" ; "প্রায়শ্চিত্ত" করিলেও অব্যবহার্য্য। যেমন একটা বর্ত্তুল (লাটিম) বেশ ঘুরিতেছে ; ঘুরিয়া শলাকার বিন্দুর উপরেই দাঁড়াইয়া আছে। সমান্য একটুখানি টলাইয়া দিলেও সে আবার নিজের পূর্ব্বাবস্থায় (moving equilibriumএ) ফিরিয়া আসিতে পারে ; কিন্তু বেশী টলিলে, অথবা পুনঃ পুনঃ টলিলে আর দাঁড়াতে পারে না—ছটকাইয়া পড়িয়া যায়। কোনো জাতির বেলাতেও এই রকম। সমাজের ভারকেন্দ্র কোন্ জায়গাটায় নিহিত, তাহা না জানিলে সকল রকম পরিবর্ত্তনের ভিতরেও কোনো সমাজের বীজটার স্থিতি-রক্ষাও হইতেছে কি না, তা বলা যায় না। এটা খুবই দরকারী কথা, এবং ভবিষ্যতে এর আলোচনা আবার আমাদের করিতে হইবে। এখানে, মূল বক্তব্যটী যদি কতকটা স্পষ্ট হইয়া থাকে ত' যথেষ্ট মনে করিব।

কোনো সমাজ বা সভ্যতার যাহা ভারকেন্দ্র—যেটা স্থির থাকিলে সে সমাজ বা সভ্যতাও মোটের উপর স্থির থাকিল—সেইটাই তার বীজ, এবং সেই ভার কেন্দ্র নিরূপণের যেটি মূল সূত্র (guiding principle), সেইটা তার "মন্ত্র"। বলা বাহুল্য, এখানে "স্থির" বলিতে অচল, কূটস্থ, নির্ব্বিকার বুঝিব না।

জাতির সৃষ্টি হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়েরা রজোগুণ, বৈশ্যেরা রজ ও তমোগুণ এবং শূদ্রেরা নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ প্রাপ্ত হইলেন। ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মণ ! সকল মনুষ্যেই ত সর্ব্বপ্রকার গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব কেবল গুণ দ্বারা কখনই মনুষ্যগণের বর্ণ ভেদ করা যাইতে পারে না। দেখুন সমুদায় লোককেই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম প্রভাবে ব্যাকুল হইতে হয় এবং সকলের দেহ হইতেই স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে, অতএব গুণ দ্বারা কিরূপে বর্ণ বিভাগ করা যাইতে পারে। ভৃগু কহিলেন, তপোধন ! ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদায় জগৎই ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণপ্রভাবে কামভোগ প্রিয়,ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষাত্রিয়ত্ব, যাঁহারা রজ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ এইরূপে কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন, অতএব সকল বর্ণেরই নিত্য ধর্ম্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যাঁহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়া বেদময় বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই লোভবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ সতত বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন, এই নিমিত্তই তপস্যা বিনষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ ব্রহ্ম পদার্থ অবগত

যেমন একটা বটগাছের অঙ্কুর হইতে স্বরু করিয়া নানা অবস্থান্তর হইতেছে, অথচ সেটা সকল পরিবর্ত্তনের মাঝে বটগাছই থাকে, আম বা কাঁঠাল হয় না ; যেমন আমার বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য এ সকলের মাঝখানে নির্দ্দিষ্ট আমি বা আমার দেহ বলিয়া একটা কিছু রহিয়া যাইতেছে ; সমাজ বা সভ্যতার পরিবর্ত্তনেও ঐ রকম নির্দ্দিষ্ট একটা প্রকৃতি বা সত্তা বাহাল রহিয়া গেলেই, বলিতে পারি, সে সমাজ বা সভ্যতা টিকিয়া আছে। যে শক্তিবিন্যাস (বাহ্য ও আধ্যাত্মিক) এর ফলে এইরূপ গতি সত্ত্বেও স্থিতি (moving equilibrium) হয়, সেই বিন্যস্ত (configurated) শক্তিকূটকে পূর্ব্বেই "যন্ত্র" আখ্যা দিয়াছি। সে শক্তিকূট আবার এলোমেলো ভাবে সাজান থাকিলে হয় না। একটা "কেন্দ্র" আশ্রয় করিয়া বা লক্ষ্য করিয়া (with reference to a centre) তাদের এবংবিধ বিন্যাস হইয়া থাকে। সেই কেন্দ্রকে বীজ বা "মন্ত্র" বলিতেছি। মিশর, গ্রীস, ভারতবর্ষ, বর্ত্তমান ইউরোপ—এদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ যন্ত্র ও মন্ত্র আছে। আছে বলিয়াই, তারা এক একটা কিছু।

হইতে না পারেন, তাঁহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত এবং জ্ঞান বিজ্ঞান বিহীন স্বেচ্ছাচারপরায়ণ পিশাচ, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে আদিদেব মনে মনে প্রজা সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছিলেন। তৎপর প্রাচীন মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে বেদোক্ত সংস্কার সম্পন্ন স্বকার্য্য নিশ্চয়জ্ঞ প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলত আদিদেবের মানসী সৃষ্টির পর ক্রমে ক্রমে প্রাচীন লোক হইতে নূতন লোকের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে।" মূলে ব্রাহ্মণের সিতবর্ণ. ক্ষত্রিয়ের লোহিত বর্ণ, বৈশ্যের পীত এবং শূদ্রের অসিত বর্ণের কথা আছে (৫ম শ্লোক)। তারপর ইহাও আছে যে' একই মূল শ্বেতবর্ণ কর্ম্মের পরিণাম বশতঃ রক্ত, পীত, এবং কৃষ্ণ হইয়াছিল। এটা একটা খুবই দরকারী কথা। অনুবাদে কিন্তু এ দরকারী কথাটার বিশেষ কোন নাম গন্ধ নাই। সে যাহা হ'ক, আমরা এখানে পাইলাম যে, একটা শ্রেষ্ঠ আদিম আদর্শ কর্ম্মের দ্বারা ভ্রষ্ট ও পতিত হইয়া ক্রমশঃ অপকৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকে মোটের উপর ব্যাপারটা অবশ্য উল্টা মনে করিবেন ও করিতেছেন ! বর্ণ সম্বন্ধে কোন কোন এথ্‌নোলজিষ্টের ধারণা এই যে, কৃষ্ণবর্ণটাই আদিবর্ণ ; পীত, রক্ত এবং শ্বেত এগুলি কৃষ্ণেরই ক্রমিক রূপান্তর। অধ্যাপক সইস তাঁর "The Races of the Old Testament" গ্রন্থে (2nd Ed., 1925) pp. 38 41 বর্ণতত্ত্ব এই ভাবে আলোচনা করিয়াছেন:—"It is probable that a dark skin was characteristic of primitive man. We can explain how the black pigment could have been lost; it is more difficult to explain how it could have been acquired. In an arctic climate animals tend to become what has been called "permanently albinoised;" the bear assumes a white fur and the fox and hare adopt the colour of the snow around them. …… Thanks to geology we now know that the appearance of man in Western Europe was coeval with the period when the larger part of our

জাতির "মন্ত্র" শক্তি।

মন্ত্র একভাবে স্রষ্টার কাজ করে। যেমন ক্রীষ্টালে, জীবকোষে (germ cell এ)। সেখানে একটা কেন্দ্র হইতেই নির্ম্মাণ-শক্তি (creative elan, force) যেন বাহির হইয়া সবটা আস্তে আস্তে গড়িয়া তোলে। সমাজ বা সভ্যতা আদৌ কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং সে গঠনে বীজ-শক্তির স্থান কোথায়—এ প্রশ্নের সমাধান এখন করিয়া কাজ নাই। তবে ইতিহাস লিখিতে বসিয়া, কল্পনায় যদি সেই অতীত সমাজ ও সভ্যতাকে "পুনর্গঠন" (reconstruct) করার প্রয়োজন হয়, তবে, বীজমন্ত্রে গিয়া আরম্ভ না করিলে চলিবে না। অর্থাৎ, যিনিই ভারতবর্ষের পুরাণো ইতিহাস লিখিতে বসিবেন, তাঁরই সর্ব্বাগ্রে ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার বীজমন্ত্রটি "ধ্যান" করিয়া পাইতে হয়।

সে মন্ত্র পাইবার ও মন্ত্রার্থ ভাবনা করিবার প্রণালী সেই—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, সাক্ষাৎকার। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে—ভারতীয় সনাতন জীবন ধারার ভিতরে, সেই মন্ত্রের "বর্ণ" (elements) গুলি দেওয়া আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু গুরুকৃপায় ("গুরু" মানে যিনি স্বয়ং তত্ত্বদর্শী,

---

continent was still suffering from the rigours of an arctic climate. ...... Now Europe is, and always has been, pre-eminently the home of the white race. It would therefore appear probable that it was in Europe, during the long period covered by the close of the last glacial epoch, that the characteristics of the white race stereotyped themselves. The conclusion is confirmed by a fact which has been observed by travellers as well as by ethnologists. The colour of the different races of mankind is intimately connected with the grographical area to which they belong. Colour, in fact, is, for reasons still obscure to us, dependent upon Geography. Europe and that portion of Northern Africa and Western Asia which in the glacial age formed part of Europe, before the creation of the Mediterranean Sea, are the primitive home of the white race; Africa, to which Pāpua and Australia must be added, is the cradle of the black races; the yellow race is confined to Eastern and Central Asia; the brown race to the Mnlayan district and Polynesia; and the copper-coloured race to America. Brown, copper-coloured, and yellow may alike be regarded as faded varieties of a primitive black tint still retained in its purity by the negro, while the process of discoloration has proceeded to its furthest extent in the case of the white. That the charcteristic colours should have been so indelibly imprinted on the several races to which they belong

জাতির "মন্ত্রোদ্ধার"

সুতরাং যিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে পথ চিনাইতে সমর্থ,) সেই মন্ত্রাক্ষরগুলি সংগ্রহ করিয়া "সঙ্কেত" সূত্রানুসারে তাহাদিগকে গ্রথিত করিতে না পারিলে, "মন্ত্রোদ্ধার" করা হয় না। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা অনেকে, এবং আজকালকার দিনে আমরাও অনেকে, বিস্তর পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়াও, "সঙ্কেত সূত্র" সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ গুরুর অথবা অন্তর্য্যামী গুরু-দৈবতের উপদেশ পাইতেছি না বলিয়া (অর্থাৎ, expert advice এবং intuition, এ দুই "রসেই" বঞ্চিত রহিতেছি বলিয়া,) মন্ত্রোদ্ধার করিতে পারিতেছি না ; আর, মন্ত্রোদ্ধারই যখন হইতেছে না, তখন "মন্ত্রসংস্কার" ও "মন্ত্রচৈতন্য" ত' দূরের কথা। বেদ পড়িয়া তাই আমরা বৈদিক রিসার্চ স্কলার হয়ত হইতেছি ; কিন্তু বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছি না। অথচ, এ বুদ্ধি নইলে মৃতসঞ্জীবনী হইবে আর কে? আর কে কল্পনায় অতীত ভারতকে আবার স্বীয় অক্ষুণ্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখাইয়া দিতে পারিবে? তেমন ভাবে প্রতিষ্ঠা না হইলে কি ইতিহাস হয়? ১

---

that mixture of blood alone has caused them to change since the earliest period to which we can trace them back on the monuments of Egypt, proves the length of time during which the ancestors of each were once subjected to certain climatic and geographical influences. The races depicted by the Egyptian artist four thousand years ago are still to-day what they were then ; niether in colour nor in any other of the characteristics which the age can readily perceive has there been any change, In the early youth of mankind the human frame seems to have been more plastic than in those later ages when the traits which separate one race from another had been fixed once for all. A portion of the white race still bears the traces of its darker origin. The pigment which is distributed equally over ths whole skin in the darker races is deposited in patches only in the case of persons who are freckled. It is commonly supposed that freckled are the result of sunburn. This however is an error."

১ মন্তব্য—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩৪১ অধ্যায়ে ভগবান্ বেদব্যাস এই ভাবে ইতিহাসের (বিশেষতঃ যজ্ঞতত্ত্বের) "মূলমন্ত্র" দর্শন করিয়াছেন। অধ্যায়টি আদ্যোপান্ত পাঠ করাই কর্ত্তব্য। আমরা এখানে কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি। দেবতারা কে, সপ্তর্ষিরা কে, যজ্ঞ কি, প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক কর্ম্ম কি—এবং এ সমস্তের প্রেরণা ও প্রতিষ্ঠা কি ভাবে মূলতত্ত্বেই রহিয়াছে, তা মহাভারত আমাদের বেদব্যাসের মুখে শুনাইয়াছেন :—"যে দেবতারা যজ্ঞে ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আবার মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কাহাকে ভাগ

উদাহরণ।

প্রাচীন মিশরে ও ভারতের শবসংস্কার এবং লিঙ্গপূজা সম্বন্ধে দু'চার কথা আগে বলিয়াছি। ভারতীয় সভ্যতার "মন্ত্র" জানা থাকিলে, সেখানকার আর এখানকার ব্যবস্থায় ভেদ ঠিক বুঝিতে পারিব না। ছান্দোগ্যোপনিষদে ৮ম অধ্যায়ে, আত্মজিজ্ঞাসু হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুরাধিপতি বিরোচন উভয়ে, প্রজাপতির নিকট সমিৎপাণি হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, দেখিতে পাই। যে বস্তু অমৃত ও অভয়, সেই বস্তুকেই তাঁরা জানিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁরা দুজনেই এক অপ-হত-পাপ্মা, বিজরঃ, বিমৃত্যু, বিশোক, অপিপাস, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প বস্তুর কথা শুনিয়া ছিলেন। যাঁহাকে অন্বেষণ করিলে ও জানিতে পারিলে "সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্।" রীতিমত ব্রহ্ম-চর্য্য করিতে হইল—বত্রিশ বছর। ব্রহ্মচর্য্য বিনা সত্ত্বশুদ্ধি হয় না, তাই। তারপর প্রজাপতি "উদশরাবে" তাঁদের দুজনকেই নিজের নিজের ছায়ামূর্ত্তি, একবার ব্রহ্মচারীর বেশেই, আর একবার বেশ সুসজ্জিত সালঙ্কার ভাবে, দেখিতে বলিলেন। তারপর তাদের বলিলেন—"তোমরা সেই অমৃত ও অভয়স্বরূপ আত্মাকে দেখিয়াছ।" ইন্দ্র বিরোচন দুজনেই খুসী হইয়া ফিরিলেন। বিরোচন দেহাত্মা বা ছায়াত্মাকেই আত্মা বলিয়া প্রচার করিলেন। ফলে হইল ভোগের পথ প্রশস্ত। ইন্দ্র যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিলেন; সবশুদ্ধ একশত এক বছর প্রজাপতিসমীপে ব্রহ্মচর্য্য করিলেন;

প্রদান করেন, এই সমুদায় বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। মহারাজ জনমেজয় এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহর্ষি বৈশম্পায়ন তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! তুমি আমার নিকট অতি গূঢ় বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ। তপস্যা, বেদ বিদ্যা ও পুরাণবিদ্যা না থাকিলে কেহ ঐ প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বে আমরা ঐরূপ প্রশ্ন করাতে আমাদিগের আচার্য্য মহর্ষি বেদব্যাস আমাদের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও আমি, আমরা পাঁচ জন তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতাম। আমরা সকলেই শৌচাচারপরায়ণ, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলাম। তিনি আমাদিগকে চারি বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করাইতেন। এক্ষণে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরাও একদা সিদ্ধচারণ-সেবিত পরম রমণীয় হিমালয় পর্ব্বতে বেদাভ্যাস করিতে করিতে গুরুর নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আমরা প্রশ্ন করিলে অজ্ঞাননাশী পরাশর পুত্র মহর্ষি বেদাব্যাস আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! আমি পূর্ব্বে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। সেই তপোবলে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদায় অবগত আছি। আমি ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্ষীরোদ নিবাসী ভগবান্ নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রসন্নতানিবন্ধনই আমার ত্রৈকালিক জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। আমি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা কল্পের প্রথমাবস্থায় যে সমুদায়

এবং পরিশেষে আত্মাকে খাঁটিভাবেই জানিয়া ফেলেন। তিনি আসিয়া যে বাণী প্রচার করিলেন, তাহা জীবকে ভোগ-সর্ব্বস্ব হইতে নিষেধ করিল; দেহে মমতা বর্জ্জন করিতে শিখাইল।

"আসুরোপনিষৎ।"

এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিতেছেন—"অসুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারেণেতি সংস্কুর্ব্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে।" —বিরোচনের দেহাত্মবাদ প্রচারের ফলে অসুরদের মধ্যে এই উপনিষৎ প্রচলিত হইল যে, মৃতব্যক্তির শবদেহটাকে গন্ধ-মাল্যাদি-চর্চ্চিত ও বস্ত্রালঙ্কার সজ্জিত করিয়া রাখিয়া দিলে, সে ব্যক্তি যেন পরলোকেও জয়ী হইতে পারিবে। অসুরেরা ইহাই মনে করে। বলাবাহুল্য, এ অসুর বলিতে আলাদা কোনো এক রকমের জীবের রাজ্য বুঝিলে গোল বাধিবে। এ আসুরী প্রকৃতি আমাদের ভিতরেও রহিয়াছে। কোন জাতিবিশেষে, এই দেহাত্মবাদ বলীয়ান্ হইলে, তাদের মধ্যে মৃতব্যক্তির দেহটাকে, ভস্মসাৎ না করিয়া, সেটাকে যথাসম্ভব পার্থিব সম্পদে মণ্ডিত করিয়া রাখাই, যুক্তিযুক্ত ও বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। দেহটা যেখানে তুচ্ছ নয়, সেখানে দেহটাকে মরণের পরও, তুচ্ছ ভাবিতে দেওয়া চলিবে না। একজন চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ তাঁর ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত হইয়াই সমাধিকক্ষে শায়িত হইবেন।

প্রাচীন অর্ব্বাচীন সকল দেশেই গণাত্মার অভ্যন্তরে দুইটি বিরোধী শক্তি বরাবর ক্রিয়া করিয়াছে। একটা শক্তি ঊর্দ্ধমুখী, অপরটি অধোমুখী। একটা

ঘটনা অবলোকন করিয়াছি, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যিনি স্বীয় কর্ম্মবলে মহাপুরুষ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি এবং ঐ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ত্রিলোক সৃষ্টি করিবার জন্য ব্যক্ত অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ অনিরুদ্ধকেও সর্ব্বতোময় অহঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। উনি লোক পিতামহ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। * * * এইরূপে একাদশ রুদ্র ও মরীচি প্রভৃতি দেবর্ষি সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়া লোকসৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ত আমাদিগের সৃষ্টি করিলেন; এক্ষণে আমরা কে, কোন্ অধিকারে অবস্থান ও কিরূপে উহা প্রতিপালন করিব এবং কাহার কিরূপ ক্ষমতা থাকিবে? তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন। * * * ভগবান্ নারায়ণের এই বেদবেদাঙ্গ ভূষিত সুমধুর বাক্য তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে ব্রহ্মাদি দেবগণ! হে তপোধনগণ! আমি তোমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি। * * * তোমরা সকলে সমবেত হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার ভাগ কল্পনা কর, তাহা হইলেই আমি তোমাদিগের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিব। * * * বেদ, যজ্ঞ ও ওষধিসকল তোমাদেরই প্রীতিসাধনার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে; এই সমস্ত বস্তু নিয়মানুসারে ব্যবহৃত

দৈবীসম্পৎ ও আসুরী সম্পৎ ।

স্রোত তাঁর বিশ্বাস, ধারণা, চিন্তাগুলিকে সত্যের দিকে—আত্মার স্বরূপের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছে ; অপরটি সত্যের অনুভূতিটাকে "অনৃতাপিধান" করিয়া দিতে চাহিয়াছে। প্রথমটা দৈবী সম্পৎ, দ্বিতীয়টা আসুরী সম্পৎ। সত্যদর্শী ঋষি যাঁরা তাঁরা সাধারণের মনে দৈবী সম্পৎটিকে রক্ষা করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন ; তদুদ্দেশ্যে তত্ত্বের ও কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন, অধিকার অনুসারে। এই জন্য সকল দেশেই পরলোক সম্বন্ধে, আত্মার নিত্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু না কিছু সংস্কার গণমনেও সজাগ দেখিতে পাই। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশেও তাহাই। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিরোধী শক্তি কাজ করিয়াছে বলিয়া, সে সংস্কার, সব সময় সকল দেশে সমানভাবে সতেজ ও সবল হইয়া কাজ করিতে পারে নাই। দুইটা বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ হইলে যেরূপ হওয়া উচিত, সেই রূপই হইয়াছে। কোনোটাই পূরাপূরি স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে পায় নাই। এখন, যে যে দেশে দৈবী-সম্পৎ বলীয়সী হইয়াছে, সেখানে সত্যদর্শীর উপদেশ ও শিক্ষা, লোকে তেমন ভুলিয়া যায় নাই, সুতরাং, ভাবে ও অনুষ্ঠানে, সত্য তাদৃশ অনৃতাপিহিত হইয়া পড়ে নাই। এই সব দেশে বা যুগে ইন্দ্রের অধিকার ও "উপনিষৎ" বেশীর ভাগ চলিয়াছে। পক্ষান্তরে, যে সব দেশে, আসুরী সম্পৎ বলীয়সী

হইলেই তোমরা প্রীত হইবে। যে অবধি কালাপক্ষয় না হয়,তদবধি তোমরা স্ব স্ব অধিকারানুসারে লোক রক্ষায় নিযুক্ত হও। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই বেদবেত্তা, বেদাচার্য্য ও কাম্য-কর্ম্মপরতন্ত্র। ইহাঁরা প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদিগের এই পথ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে নিবৃত্তি-পথাবলম্বীদিগের বিষয়ও উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। মন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহাঁদিগের বিজ্ঞানবল স্বতঃসিদ্ধ ইহাঁরা সকলেই নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা যোগ ও সাংখ্যজ্ঞান-বিশারদ, মোক্ষধর্ম্মের আচার্য্য ও মোক্ষধর্ম্ম প্রবর্ত্তক। * * * এক্ষণে তোমরা অবিলম্বে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া আপন আপন অধিকারানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও এই ত্রিলোক মধ্যে অচিরাৎ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রাণিগণের কর্ম্ম, গতি ও নিয়মিত আয়ুর বিষয় সমালোচন কর। এই সত্যযুগ সকল কাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সত্য-যুগে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক পশু ছেদন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। এই যুগে ধর্ম্ম চারিপাদ। সত্যযুগের পর ত্রেতা যুগ উপস্থিত হইবে। এই যুগে ধর্ম্ম ত্রিপাদ। তৎকালে যাগ যজ্ঞে পশু সকলকে মন্ত্রপূত করিয়া ছেদন করিবার কিছুমাত্র বাধা থাকিবে না। ত্রেতাযুগের পর দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইবে ; ঐ যুগে ধর্ম্মপাদদ্বয় বিহীন হইবে। ঐ সময় পাপ ও পুণ্য তুল্যরূপ আধিপত্য প্রদর্শন করিবে। দ্বাপরের পর কলিযুগ উপস্থিত হইবে। ঐ যুগে ধর্ম্ম একপাদ মাত্র বিরাজিত

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

হইয়াছে, সেখানে পরলোক আত্মা ইত্যাদি সম্বন্ধে লোকসংস্কার ও লোকশিক্ষা বেশীর ভাগ অনৃতাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। পরলোকে বিশ্বাস, আত্মার নিত্যত্বে বিশ্বাস, এগুলি অস্ফুটভাবে গণমানসে থাকিলেও, লোকেরা ভাবে ও আচরণে, দেহাত্মবাদ ও ঐহিকসর্ব্বস্বতার দিকেই ঢলিয়া পড়িয়াছে। এই খানেই হইল বিরোচনের অধিকার। সত্য-সংস্কার ও সত্যশিক্ষা যে একান্তভাবে দেশবিশেষ বা যুগ বিশেষেরই একচেটিয়া, এটা মনে না করিলেও চলে। তবে, সে সংস্কার ও শিক্ষাকে, "অধঃস্রোতের" প্রভাব হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা সকল দেশ ও সকল যুগ সমান ভাবে করে নাই। ভারতবর্ষে ব্রহ্মচর্য্য, বা সামান্যতঃ সংযম, সত্যসংস্কার ও সত্যশিক্ষাকে অনেক পরিমাণে একটা দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করিতে পারিয়াছিল; তাই স্বাভাবিক অধঃস্রোতঃ প্রখরভাবে বহিয়াও, তাকে ভাসাইয়া অসূর্য্য ও আনন্দালোকের অভিমুখে লইয়া যাইতে পারে নাই। মিশর প্রভৃতি দেশে সেই রকম একটা দৃঢ় ভিত্তির যেন অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই, সে সবদেশে লিঙ্গপূজা, শবসংস্কার – এ সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের এতটা অসঙ্গত বিকৃতি দেখিতে পাই। তাই, ভারতবর্ষে "আর্য্যেরা" আদিত্যাদিরূপ অগ্নিতে শবের হোম করিত; ১ মিশরে অভিজাতবর্গ শবটিকে পার্থিব সম্পদে সাজাইয়া "মমি" বানাইয়া রক্ষা করিত। ২

থাকিবে।" * * * কেবল একমাত্র ব্রহ্মাই নারায়ণকে দর্শন করিবার মানসে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কমণ্ডলু ত্রিদণ্ড হস্তে লইয়া সাঙ্গবেদ উচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অমিত পরাক্রম হয়গ্রীব নারায়কে দর্শন করিবামাত্র প্রণাম করিয়া ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ত্রিলোকের কার্য্য ভার বহন কর। তুমি সমুদায় ভূতের স্থষ্টিকর্ত্তা ও জগতের নিয়ন্তা। আমি তোমার উপর সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যখন দেবগণের কার্য্যভার বহন করা তোমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য হইবে, তখন আমি অংশে অবতীর্ণ হইব। * * এইরূপে নারায়ণ যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান দ্বারা স্বয়ং উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং মুমুক্ষুদিগের প্রধান গতি নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করিয়া অন্যান্য লোকের নিমিত্ত প্রবৃত্তি ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।"

১। এ হোমতত্ত্ব "পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়" অনুসন্ধেয়। আমরা অন্যত্র তার বিবরণ দিয়াছি। আমরা এখানে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা তৃতীয় অধ্যায়ে সাধারণভাবে সূর্য্যে আহুতি সম্বন্ধে যা বলিয়াছেন (৭১-৭৪ শ্লোক), শব সংস্কার রূপ আহুতি সম্বন্ধেও তাহা সত্য—"সূর্য্য আহুতি দ্বারা পরিতৃপ্ত হন, সূর্য্য হইতে বর্ষণ হয়, অনন্তর ধান্যাদি-ওষধি-রূপ অন্ন উৎপন্ন হয়, সেই অন্ন রসরূপে পরিণত

কর্ম্মভূমি ও ভোগভূমি।

ভারতীয় সভ্যতা ও মিশরীয় সভ্যতার "মন্ত্রোদ্ধার" করিতে না পারিলে, ঠিকভাবে এই পার্থক্য বুঝা যাইবে না। পুরাণকারেরা ভারতবর্ষকে মুখ্যতঃ "কর্ম্মভূমি" এবং অন্যান্য দেশকে, মুখ্যতঃ "ভোগভূমি" বলিয়া এই বীজের পার্থক্যটি আমাদের বুঝাইতে চাহিয়াছেন।[৩] এই বীজের তফাৎ না ধরিতে পারিলে, আমরা, তথ্যের গোলক ধাঁধায় পথের হদিশ পাওয়াইযার কোনোও সূত্রগুচ্ছ (clue) হাতে পাইব না। সকল জটিল সমস্যা বোঝার একটা সঙ্কেতআছে। তার যেখানে মূলগ্রন্থি, সেই জায়গায় আরম্ভ করিতে হয়। মূলগ্রন্থি খুলিতে পারিলে, আশে পাশের "গাঁট" সহজেই খুলিয়া আসে। আর, তা না খুলিয়া, আশেপাশের "গিঁট" গুলা ধরিয়া টানাটানি করিলে, সমস্যার গ্রন্থিভেদ হওয়া দূরে থাকুক, সমস্যা আরও জটিল হইয়া তাল পাকাইয়া আইসে। যাঁরা মূলগ্রন্থি খোলার সঙ্কেত না পাইয়া, ভারতের এক টুক্‌রা, চীনের এক টুক্‌রা, মিশরের এক টুক্‌রা—এই ভাবে টুক্‌রাগুলিই আলাদা করিয়া বুঝিতে যান, তাঁরা পদ্ধতির দোষে, সমস্যার গোল আরও পাকাইয়া তোলেন।

হইয়া ক্রমে শোণিত বীর্য্যভাব প্রাপ্ত হয়। ঋতুকালে স্ত্রী পুরুষ সংসর্গ-সম্ভূত বিশুদ্ধ শুক্রশোণিত অবলম্বন করিয়া, ষষ্ঠ ঋতুরূপী প্রভু চেতন, আকাশাদি পঞ্চধাতু বা পঞ্চভুতকে শরীরারম্ভে সহকারী করিয়া থাকেন। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, প্রাণাদি পঞ্চ শরীর বায়ু, জ্ঞান, আয়ু, সুখ, ধৃতি, ধারণা (অর্থাৎ বুদ্ধি ও মেধা) প্রেরণ অর্থাৎ (ইন্দ্রিয় পরিচালন), দুঃখ, ইচ্ছা, অহঙ্কার, প্রযত্ন, আকার, বর্ণ, স্বর, দ্বেষ, মঙ্গল এবং অমঙ্গল এই সকল পদার্থ শরীর গ্রহণেচ্ছু অনাদি আত্মার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের কার্য্য।" সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবশ্য শরীর আহুতি সূর্য্যে হয় না, সূর্য্যের যে পার্থিব রূপ, সেই অগ্নিতেই হইয়া থাকে। তারপর সেই আহুতি বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া আদিত্যাদির অভিমুখে উত্থিত হয় এবং তাহা হইতে (মুক্ত না হইলে) আবার ইহলোক প্রত্যাবৃত্ত হয়। এ সম্বন্ধেও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা তৃতীয় অধ্যায় হইতে কিয়দংশ তুলিয়া আমরা শুনাইতেছি(১৯৩--১৯৭ শ্লোক) —"সেই সকল আত্মজ্ঞগণ ক্রমে ক্রমে বহ্নি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, দেবলোক সূর্য্য এবং বৈদ্যুত তেজ, এই সকলের অধিষ্ঠাতৃদেব সমীপে গমন করেন (কারণ এই সকল স্থান মুক্তিমার্গ)। অনন্তর মানষ পুরুষ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, আর তাঁহাদিগের ইহ সংসারে পুসরাগমন হয় না। আর যাঁহারা যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান দ্বারা স্বর্গ ভোগে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ক্রমে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন পিতৃলোক এবং চন্দ্রমা এই সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেব-লোকে অবস্থান করিয়া পুনরপি ক্রমে ক্রমে বায়ু, বৃষ্টি, জল এবং পৃথিবী, প্রাপ্ত হইয়া ইহ সংসারে পুনরাগমন করেন। যে ব্যক্তি অপ্রমত্ত ভাবে এই পথদ্বয়ের বিবরণ না জানে, সে পরজন্মে সর্প, পতঙ্গ, কীট কিম্বা কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।"

[২] ঈজিপ্টের ও অন্য অন্য শবসংস্কারতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা আমরা পরে বলিব।

[৩] যেমন বিষ্ণুপুরাণ, ২।৩।২২—"যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোহন্যা ভোগভূময়ঃ।"

ভারতের সভ্যতার “বীজ” কিসে,১ চীনেরই বা কিসে,২ মিশরেরই বা কিসে—এই অন্বেষণটা আদৌ করিতে হয়। ভূয়োদর্শনের শেষে (অর্থাৎ inductively) এ মন্ত্রজ্ঞান হইবে,—এই আশায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কিছু তথ্যের নমুনা লইয়া নাড়া চাড়া করার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ততঃ একটা hypothesisএর মতন, আলাচ্য দেশ বা যুগের মন্ত্র প্রকৃতিটি, ছান্দোগ্য যে “দৈবং চক্ষুঃ” বলিতেছেন, সেই দৈব চক্ষুর সাম্‌নে, ভাসিয়া উঠা উচিত। যাঁর ভাসিয়া উঠিল (আপনা হইতেই হউক, আর “গুরু” কৃপাতেই হউক), তাঁরই তথ্য গহনে তত্ত্বান্বেষণ সার্থক হইবে। নহিলে, প্রত্নতত্ত্ব, তথ্য-সংগ্রহ হিসাবে যাই হউক, “তত্ত্ব” হিসাবে, ঝকমারি।

ভারতে তন্ত্রশাস্ত্র এবং তন্ত্রাম্নায় বহুদিন অবধি সবিশেষ প্রচলিত। এ আম্নায় যেমন বিরাট্, তেমনি, স্থূল দৃষ্টিতে জটিল। বেদোদ্যানে দুই চার পদ বিক্ষেপ করিতে না করিতেই অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি “সোমবল্লীতে” সংলগ্নচরণ হইয়া ভূপতিত হইয়াছেন দেখিতে পাই; আগমের অটবীতে তাঁরা পা বাড়াইতেই হয়ত সাহসী হইবেন না। সুধী এবং স্থিরধী সার জন উড্রফ সাহেব সে সাহস করিয়াছেন। তিনি তন্ত্রাম্নায় বুঝিতে ও বুঝাইতে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাতে, কোনো বিদেশীর কেন, আমাদেরি কাহারও প্রভূত গৌরব অনুভব করা স্বাভাবিক। তাঁর এ অসামান্য সিদ্ধির কারণ কি? যে গুণটা ভিতরে থাকিলে বুদ্ধির বিমলতা ও লঘুতা (অর্থাৎ, কোনো

আগমের অটবী।

১। ভারতের সভ্যতার “বীজ” সম্বন্ধে দেশী বিদেশী সকলেরই সার জন উড্রফের “Is India civilised?” (3rd Ed.) গ্রন্থখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

২। চীন প্রভৃতি প্রাচীন দেশ সম্বন্ধে একটা জাবদা বিবরণ দিতে যাইয়া সতর্ক হইয়া কথা
কহিতে হয়।” The Chinese genius was ethical rather than metaphysical. It
wes not concerned with the Infinite, the Eternal and the Absolute ...”—
Dr. Carpenter's Comparative Religion, p 96 মোটামুটিভাবে সত্য; কিন্তু কথাটা
শুনিলে মনে হয় যেন, চীনে তত্ত্ববিদ্যা তেমন গভীর ভাবে হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, ভারত-
বর্ষের মত অতটা না হৌক, চরমতত্ত্বের চিন্তা ও অনুশীলন প্রাচীন চীনেও হইয়াছিল। Lao-tze
(570-400 B. C,) চীনে “Taoism” বাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া খ্যাত। তাঁর গ্রন্থ Taotei-
king” ব্রহ্ম এবং শক্তি তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইনি Confucius চাইতে কিছু জ্যেষ্ঠ
ছিলেন। Father Geiger S. J. চৈনিক ধর্ম্মেতিহাস সম্বন্ধে বই লিখিয়াছেন। তাতে
আমরা পাই—(সার-জন উড্রফের “শক্তি ও শাক্ত” ২য় সংস্করণ, পৃঃ, ২১৬ দ্রষ্টব্য)—“Lao-
tze did not invent Taoism no more than Confucius (557-419 B. C,) inve-
nted Confucianism. It is a characteristtc of these and other Ancient

সংস্কার-বিশেষের অবাধ্যতা) হয়, সে গুণটা অবশ্য স্বভাবতই তাঁর ভিতরে আছে। এই গুণ থাকিলে কল্পনা সংবাদিনী এবং সহানুভূতি মর্ম্মস্পর্শিনী হয়। এ গুণ ছাড়া, তাঁকে রীতিমত তন্ত্রবিদ্যা "শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন" করিতে হইয়াছে। শুধু পুঁথি পড়িয়া এ বিদ্যা অধিগত হবার নয়, এবং তিনিও অধিগত করিতে পারিতেন না। যাঁরা এ আম্নায়ে প্রস্ফুটিত-চক্ষু, তাঁদের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক "শুশ্রূষান্তে" তাঁকে করিতে হইয়াছে। এমনটা না করিলে কেহ—তা তিনি যেমন মেধাবীই হউন না কেন—"মন্ত্রোদ্ধার" করিতে সমর্থ হইবেন না। গ্রীস, রোম, এবং বর্ত্তমান ইংলণ্ড, ফরাসি, আমেরিকা—এ সকল দেশের প্রকৃতি-নিষ্ঠ একটা বৈশিষ্ট্য (Genius of peoples and constitutions) আছে,—এ কথায় সায় আজকাল অনেকেই দিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু সেই Genius বা মুখ্যপ্রাণ বা বীজশক্তিটি আবিষ্কার করা যে রীতিমত সাধনসাপেক্ষ, এটা এখনও অনেকেই ঠিক বুঝিতে পারেন নাই।

যাঁরা এই Geniusটি বুঝিতে তথ্যসমূহের ভূয়োদর্শন (historic induction) টাকেই আঁকড়াইয়া থাকেন, তাঁরা ভুল করেন। ১ এমন কি,

---

Estern Masters that the do not claim to be more than 'transmitters' of a wisdom older than themselves.' Lao-tze was not the first to teach Taoism. He had precursors who however were not authors." Tao-ism খুব সম্ভবতঃ ভারত হইতে চী[illegible] "অনুপ্রবেশ" করিয়াছিল—জড়ের মধ্যে যেন "Osmosis" আছে, cultures বা বিদ্যা[illegible]রও তেমনি ধারা Osmosis আছে। তার ফলে তারা পরস্পরে "অনুপ্রবেশ" করে। [illegible]er Geiger বলিতেছেন—"Taoism is in its main lines a Chinese adaptati[illegible]f the contemporary doctrine of the Upanishads." "Contemporary" [illegible]টা অনাবশ্যক; ব্রহ্মবিদ্যা ভারতে বরাবরই চলিয়া আসিয়াসে।

১। মন্তব্য—সাগর বু[illegible]কগত এট্‌ল্যান্টিক মহাদেশের সম্বন্ধে যিনি প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন, সেই Lewis Spence তাঁর নব প্রকাশিত "The History of Atlantic" গ্রন্থের ভূমিকায় সত্যই বলিয়াছেন :—"It is here that it becomes necessary to say something regarding the writer's own views on the subject of historical science. It must be manifest how great a part inspiration has played in the disentangling of archoeological problems during the past century, By the aid of inspiration, as much as by that of mere scholarship, the hieroglyphs of Egypt and the cuneiform script of Babylon where unriddled. Was it not inspiration which unveiled to Schliemaun the exact site of Troy before he excavated it? Inspirational methods indeed, will be found to be those of the Archoelogy of the future. The Tape Measure school, dull and full of the credulity of incredulity, is doomed.

জাতির বা সভ্যতার “Genius”

জড়-বিজ্ঞানেও কেহ facts নিঙ্‌ড়াইয়া মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতির মতন বড় বড় প্রাকৃতিক সত্য বাহির করেন নাই। নীচু থাকের একরকম “জাব্‌দা সত্য” (Empiric Generalisations) আছে, সেগুলি হয়ত’ আমাদের বহু “দেখা শোনা” ঠিক দিয়া (“sum up”) করিয়াই আমরা পাইয়া থাকি। কেপ্‌লার যদি সব কয়টা গ্রহের বর্ত্ম দেখিয়া বলেন—গ্রহেরা ডিম্বাকার পথে সূর্য্যের চারিধারে ঘোরে, তবে সেটাকে ঠিক ভূয়োদর্শন-লব্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম (Inductive Law) বলিতে জন্‌ ষ্টুয়ার্ট মিলই গররাজি হইবেন। ওটা কয়েকটা তথ্যের মোটামুটি বিবৃতি (summary statement) মাত্র। যে তথ্যগুলি প্রত্যক্ষ জানিতেছি, তাদের বাহিরে (অর্থাৎ, যেগুলি প্রত্যক্ষ জানিতেছি না, অথচ যেগুলি সজাতীয় similar), এ বিবৃতিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া নিরাপদ্‌ নহে। এ বিবৃতি তথ্যগুলির ব্যাখ্যা দেয় না; সুতরাং, নূতন নূতন ক্ষেত্রে, ইহার কতখানি প্রয়োগ চলিতে পারে বা পারে না, তা আমরা বলিতে পারি না। নিউটন যে দিন গতি-বিজ্ঞানের সূত্রগুলি দ্বারা দেখাইয়া দিলেন যে, গতিশীল জড়পদার্থের আইন অনুসারে আট নয়টা কেন, চুরাশি লক্ষ গ্রহ থাকিলেও, ঐ ভাবেই ঘুরিতে বাধ্য থাকিবে; আর যারা একটু হেরফের করিয়া ঘুরে, তাদের সে হেরফের আইনের গুণেই হয়;—সে দিন সত্যকার একটা ব্যাখ্যা পাইলাম। কিন্তু এ ব্যাখ্যা নিউটন পাইলেন কোথায়? পাঁচটা দেখিয়া শুনিয়া কি?—না।

Tradition, it is now being recognised, is, if used with sufficient safeguards, quite as capable of furnishing the historian with trustworthy data as the best attested documentary evidence. Within recent years we have seen the figure of our British Arthur, once dim and mysterious slowly emerge from the mists of legend and take on the qualities and appearance of humanity. The writer can remember when Menes, the first king of the first Dynasty of Egypt, was regarded as purely mythical, whereas he is now known to have existed and to have had fairly numerous forernnners. Even in the month in which these lines are written comes extraordinary evidence from Syria of the discovery of a sculptured head of Christ dating from the second century, and of the finding in the Russian Cyrillic versions of Jesephus of a pen-picture of the great founder of Christianity, which together completely destroy the arguments of those who have sought to prove the mythical character of our Redeemer, during

পাঁচটা দেখাশুনা তাঁর “দৈবচক্ষুঃ” উন্মীলিত করিয়া দিয়াছিল মাত্র; তারপর, সেই দৈবচক্ষুর কল্যাণে তিনি বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিতে ওতপ্রোত “সত্যলোক” দেখিতে পাইয়াছিলেন। পরে আইন্‌ষ্টাইন্‌প্রমুখ পণ্ডিতে সে দৈবচক্ষুঃ আরও ফুটিয়া উঠিতেছে।

তথ্যের রিপোর্টের প্রয়োজন।

বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলিতে খাটিয়া খুটিয়া আমরা একটা রিপোর্ট তৈয়ারি করিতে পারি যে, সোমলতাটাকে লইয়া তখনকার আর্য্যেরা কিভাবে ব্যবহার করিতেন। এ খাটুনির প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ, এ খাটুনি খানিকটা না খাটিলে আমরা সোমরসের “তত্ত্বের” উদ্দেশ পাইব না; যেমন, কতকটা ভূয়োদর্শন না থাকিলে নিউটন বা আর কাহারও পক্ষে গতিবিজ্ঞানের মূলসূত্র কয়টির উদ্দেশ পাওয়া অসম্ভব হইত। বলা বাহুল্য, এ উদ্দেশ শুধু “ঘ্রাণ” পাওয়া। বেদ ও ব্রাহ্মণ “পড়িয়া” আমরা সোমরসের একটা ঘ্রাণ (“scent”) মাত্র পাই। তাও আবার, প্রতিভা না থাকিলে, যে কেহ ঘটনার ঘটার মাঝখানে “রহস্যের” ঘ্রাণ পাইবেন, এমনটা সব সময় আশা করা চলিবে না। বেদেও খাঁটি সোমরসের ঘ্রাণ পাইতে হইলে “সংস্কৃত” নাসা চাই। বাংলা, ইংরাজি, জার্ম্মাণ নাসাতে কুলাইবে না। এ সব নাসা আসল সোমরসের গন্ধ না পাইয়া “গাদের” গন্ধই পাইবেন।

তারপর, ঘ্রাণ পাবার পর, অন্বেষণের পালা। এ অন্বেষণ পূর্ব্বোক্ত দৈবচক্ষুঃ লইয়াই করিতে হইবে। যাঁর দৈবচক্ষুঃ (Intuition) যে পরিমাণে

---

this month, too, it has been conclusively proved that the bodies of Pater and Paul actually rest beneath the pavement of St. Peter's at Rome. We all recall the manner in which we laughed at Sir Harry Johnstone's "mythical" okapi, before it was found, killed and stuffed for exhibition, and how we sneered at Mr, Hesketh Pritchard's giant sloth until that notable traveller discovered its stable and a large piece of its skin in Patagonia. All these were "Traditions" to some, Truths to others." পুনশ্চ, ইতিহাসে কল্পনা ও "বোধির" স্থান দেখাইয়া উক্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন :—"The Atlantean theory has received considerable damage from the wild assertions of enthusiasts, and perhaps from the frequently over-enthusiatic efforts of the writer himself. But to approach it as certain archœologists approach, say, the problems ef pre-history, is to adopt a method extraorinarily vain and futile, for as has already been said, it is only by the aid of imagination and inspirational processes that a problem of such peculiarity and

“ঘ্রাণ” পাওয়া ও সত্যকার পাওয়া।

প্রস্ফুটিত, তিনি সেই পরিমাণে সত্যের কাছাকাছি যাইতে পারিবেন। ঘ্রাণের পর,—শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন; সবশেষে উপভোগ বা উপলব্ধি বা আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া! বেদের পাতাগুলি উন্টাইয়া পাণ্টাইয়া ঘ্রাণ পাওয়া ও শুনিতে পাওয়া পর্য্যন্ত খুব জোর হইতে পারে; তার বেশী নয়। তারপর, আর “ইন্‌ডাকসনের” রাস্তা ধরিয়া চলিলে হইবে না। কোনো উপায়ে “সোমরসের” “রস”টা কি তা জানিয়া ফেলিতে হইবে; “কোনোও উপায়ে” বলিলাম, কেন না, তর্কশাস্ত্রের চতুষ্পাঠীতে সে উপায় শেখান’ হয় না; আমরা যেটাকে প্রচলিত অভিজ্ঞতা বলি, তাও আমাদিগকে সে উপায় সম্বন্ধে দীক্ষা দিতে অক্ষম। শেষকালে খাঁটি সোমরসের “রসিক” হইয়া, আবার “নরলোকে”, তর্কশাস্ত্রের চতুষ্পাঠীতে, ফিরিয়া আসার প্রয়োজন আছে। নিউটনকে ধ্যানের মাঝেই সত্যলোক আবিষ্কার করিয়া, সেটাকে সাধারণ অভিজ্ঞতা ও লৌলিক বিচারের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার জন্য, অনেক “ভূয়োদর্শন” করিতে হইয়াছিল, অনেক হিসাব নিকাশ করিতে হইয়াছিল; সে সকলের ফলে, তাঁর Principia নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। সোমকে জানিয়া, এইভাবে,“সোম” হইতে “পৃথিবীতে” অবতরণ করিতে হয়। আদৌ দেখাশুনা—সঙ্কেতটি, “ঘ্রাণ”টি পাবার জন্য; পরের দেখাশুনা—যে তত্ত্বটি পাইলাম, সে তত্ত্ব যে, আমার অতীন্দ্রিয় রাজ্যে ধ্যানলব্ধ হইলেও, ইন্দ্রিয়গোচর ক্ষেত্রেও নিয়ামক রূপে প্রতিষ্ঠিত—এইটি “যাচাই” করিয়া বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য। মাঝখানে, একবার অতীন্দ্রিয় ভূমিতে “সরিয়া পড়ার” আবশ্যকতা আছে। Induction যেখানে চাই, সেখানে চাই-ই; যেখানে Induction এ কুলাইবে না, সেখানে Induction লইয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না।

---

extraordinary complexity can ever be unravelled. Great archœological discoveries on land are frequently made by accident, as in the case of the epoch-making finds at Cro Magnon and Mas d' Azil. But to wait upon the ocean to disgorge her secrets is to wait upon eternity. * * * The professional archœologist may encounter a hundred things he dislikes and contemns in this history. He may, and probably will, deny it the very name of history. If he does so, I will not feel at all discountenanced, because I am persuaded that the wildest guess often comes as near the target as the most cautious statement when one is dealing with profundities.

দশম পরিচ্ছেদ।

ইতিহাসের "আদিম" স্তর

আদিম অবস্থা ও ব্যবস্থা।

এ কথা ঐতিহাসিক ভাবে সব সময় সত্য নয় যে, প্রাচীন মিশরীরা যে প্রণালীতে তাদের মৃতদেহগুলির প্রসাধন করিয়া রক্ষা করিত, সেইটাই মনুষ্য-সমাজের শবসংস্কার সম্বন্ধে আদিম ব্যবস্থার খুব কাছাকাছি ব্যবস্থা।১ প্রথমতঃ, এই বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়াইয়া, আদিম অবস্থা বা ব্যবস্থা দেখার সম্ভাবনা নাই; ধ্যানদৃষ্টি বা clair-voyance এর প্রসাদাৎ হয়ত দেখা—হইতে পারে; কোনো সাধারণ উপায়ে দেখার সম্ভাবনা নাই। আন্দাজ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তর্কশাস্ত্রে যাকে রীতিমত Induction বলে, তা করিবার মতন উপযুক্ত উপকরণ (data) আমাদের নাই; ভূস্তর খনন করিয়া এবং প্রাচীন স্তূপগুলির উদ্ধার করিয়া, তখনকার অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু আন্দাজ করার "মালমসলা" পাইতে পারি মাত্র। ভূস্তর-মালার কাহিনী (Geological record) এতই অসম্পূর্ণ যে, তার উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসের নক্সাখানা মোটা মোটা রেখাপাতে আঁকা চলিলেও, প্রাণি-জগতের অভিব্যক্তির ইতিহাস, বিশেষতঃ মানবজাতির "ক্রমবিকাশের" ইতিহাস, মোটামুটি ভাবে লিখিতে যাওয়াও নিরাপদ্ নহে। পৃথিবীর স্তর বিন্যাসের এবং জল স্থলের আপেক্ষিক

---

১ মন্তব্য—মিশরীয় সভ্যতাটিকে "প্রাচীনতম" সভ্যতা মনে করার বলবৎ হেতু নাই। আমরা যাকে "recorded history" বলি, তাতেই সভ্যতার অধঃসীমা অন্বেষণ করিতে যাইলে ভুল হইবে। ইউরোপে Cro-magnon জাতি যে রকম ধারা মস্তিষ্কবিশিষ্ট ছিল, এবং তাদের শিল্পকলার যে সব নিদর্শন তারা রাখিয়া গিয়াছে, তাতে তাদের "অসভ্য" বলিতে গেলে সভ্যতার একটা সঙ্কীর্ণ নিদান ও লক্ষণ গড়িয়া লইতে হয়। ব্যাবিলনের সভ্যতার গোড়ায় যে জাতিকে আমরা দেখিতে পাই, সে জাতি হইতেছে "সুমের"। এই সুমের জাতি সম্বন্ধে Sir E. A. Wallis Budge তাঁর "Babylonian Life and History" নামক গ্রন্থে (২য় সংস্করণ, ১৯২৫), ১২ পৃঃ লিখিতেছেন :—The question of the race to which the Sumerians belonged has been the subject of many discussions by Assyriologists and others; some authorities think that they were Turanians, and others that they were akin to the Chinese. One thing however, about them is certain. They were not semites, and their physical forms,

বিন্যাসের (distribution of land and water), হেতুগুলি এমনই জটিল যে, তাদের আলাদা আলাদা ভাবে অনেক সময় আমরা হিসাব লইতে পারিলেও, কোনো প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে, সকলগুলির প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখিয়া চলিতে আমরা অপারগ। পৃথিবীর পৃষ্ঠে এবং অভ্যন্তর ভাগে যে সকল শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাদের একটা সম্পূর্ণ নক্‌সা না আঁকিতে পারিলে, আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না, কোনো স্তর-বিশেষের সঙ্গে অপর একটার কি সম্পর্ক, কোন্‌টা কোন্‌যুগের; কোন্‌টা, মানুষের ইতিহাসের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, সকলের চাইতে প্রাচীনস্তর বলিয়া মনে করিতে হইবে।

এখনকার জলস্থলের সমাবেশ (configuration) অবশ্য চিরন্তন নয়; আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফলে, জল স্থল হইয়াছে বহুবার এবং স্থলও জল হইয়াছে নানা সময়, নানা ভাবে। এখন যে সব জায়গায় জল, সে সব জায়গার মধ্যে কোনো কোনোটা এক সময়ে স্থল ছিল; এখনকার স্থল ঐ ভাবে জল ছিল। এখনকার জলের নীচে যে সব ভূভাগ রহিয়াছে, তাদের সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদেরা অনুমান বা আন্দাজ নানা উপায়ে করিতে সমর্থ হইলেও, তাদের স্তরগুলি এখনও আমাদের সাক্ষাদ্‌ভাবে সমীক্ষা পরীক্ষার বিষয় হয় নাই। স্থলভাগগুলিতে, এক মাইল পর্য্যন্ত গভীর খনি কাটিয়া,

অবস্থার অদল বদল।

---

features and characteristics, as represented on the monuments, suggest that they were an offshoot of a people who may have lived in some part of Northern India or in the neighbourhood of Elan. Mr. Buxton, Lecturer in Physical Anthropology at Oxford, has examined the skull of Sumerian which Prof. Langdon dug up at Kish. According to him, the Sumerian was an Armenoid type, and highly civilized, possessing a head of great brain capacity. The Sumerians were the source whence the Semitic people of Babylonia and of Western Asia generally derived their civilisation, and literally they taught the rest of mankind their letters." এই ত গেল পুরাতন "সভ্য"দের কথা। এরা সকলেই শবসংস্কারাদি ব্যাপারে মিশরীদেরই অনুবর্ত্তন করিত না। তারপর Mr. Lewis Spence প্রমুখ পণ্ডিতদের অনুমান যদি যথার্থ হয় তবে আমাদের এখন হইতে ১১,০০০।১২,০০০ বছর আগে আটলান্টিক সাগরে একটা আটল্যান্টিস মহাদেশ এবং তার অতি পুরাতন সভ্যতার কথা ভাবিতে হয়। এই মহাদেশবাসীরা বোধ হয় সভ্যই ছিল। (Lewis Spence's The History of Atlantic, p. 59 দ্রষ্টব্য)।

আমরা স্তরগুলির সমীক্ষা-পরীক্ষা করার কতকটা সুযোগ পাইয়াছি; কিন্তু পৃথিবীর কুক্ষিদেশে যে বিশাল মিউজিয়াম বিদ্যমান, তার কতটুকু ঐ ভাবে এ পর্য্যন্ত দেখিতে সমর্থ হইয়াছি বা হইতে আশা করিতে পারি? পরীক্ষিত স্তরগুলির বিন্যাস-বিপর্য্যয় (fault) হওয়া প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিদেরা স্বীকার করেন; আমরা নিজেদের ইমারত গুলি যে রকম সুস্থির ভাবে গাথনির পর গাঁথনি তুলিয়া, গড়িয়া যাই, পৃথিবীর অন্তস্তল-নিবাসী প্লুটো দেবতা যে ঠিক সেই রকম সুস্থির ভাবে, একটা থাকের পর আর একটা থাক গাঁথিয়া তুলিয়াছেন, এমন কেহই মনে করেন না। তলার গাঁথনি অনেক সময় উপরে ঠেলিয়া উঠিয়াছে; উপরের গাঁথনি নীচে নামিয়া গিয়াছে: ফলে, স্তর বিশেষ ঠিক একই লেভেলে বিন্যস্ত না হইয়া, ঢেউএর মতন, উর্দ্ধাধঃ ক্রমে, (curve এর মতন), যেন খেলিয়া গিয়াছে। সাগরোর্ম্মি-বিধৌত ভূভাগের ক্ষয় (erosion), নদীর মোহনায় পলি পড়ার ধরণ – এ সকল লইয়া স্তর-বিশেষের বয়স নিরূপণ করার দোষের কিছু নাই; কিন্তু খুব সতর্ক হইয়াই হিসাব করিতে হয়, এবং হিসাবের ফলটিকে "সিদ্ধান্ত" রূপে খাড়া করিতে হয়। ইতিহাসের ভূবিদ্যার প্রমাণের চাইতে জ্যোতির্বিদ্যার প্রমাণ (Astronomical evidence) বলবত্তর; কেন না, ভূস্তরসমূহের গঠনে ও বিন্যাসে অবস্থা-সাম্য (uniformity) যতটা দেখিতে পাই বা মানিতে পারি, গ্রহনক্ষত্রাদির বিন্যাস ও গতি পদ্ধতিতে (in the configuration and motion of celestial bodies), তার চাইতে, তুলনা-রহিত ভাবে বেশী, অবস্থা-সাম্য দেখিতে পাই। ব্রাজিলের খনিতে স্তর বিন্যাস পরীক্ষা করিয়া

সভ্যতার নবীনতা সম্বন্ধে বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের সাধারণ সংস্কার এতটাই দৃঢ় যে, Mr. W. H. Babcock (Legendary Islands of the Atlantis গ্রন্থে, quoted dy Lewis Spence) আপত্তি তুলিয়াছেন :—"It is of no avail to demonstrate its presence in the Miocene, Pliocene, or Pleistocene epoch or indeed, at any time prior to the development of a well organised civilisation among men, or as Plato apparently reasons, between 11,000 and 12,000 years ago. "যাই হউক, Lewis Spence এর মতে কেবল মিশরী বলিয়া নয়, ইউরোপের অনেক পুরতেন ধর্ম্মবিশ্বাস ও সংস্কারের মূল আমাদের Atlantic মহাদেশেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। মিশরে "মমি" করার প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে ছিল। এই প্রথাটি পশ্চিমদেশে খুব প্রাচীন যুগে ব্যাপকভাবে ছিল, তার প্রমাণ উক্ত গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থে ষোড়শ পরিচ্ছেদে দিয়াছেন। তাঁর অনুমান এই যে, ঐ Atlantic দেশে "মমি প্রথা" ছিল, এবং সেইটাই পরে একদিকে আমেরিকা এবং অপরদিকে আফ্রিকা ও ইউরোপ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। স্পেন ও ফ্রান্সের প্রাগৈতিহাসিক Aurignacian জাতি খুব পুরাতন;তাদের মধ্যে"mummificationএর চিহ্নদেখিতে পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার মেক্সিকো

তাহারই নিয়মটি ভারতবর্ষে বা অষ্ট্রেলিয়ায় সর্ব্বতোভাবে প্রয়োগ করা যায় না ; প্রশান্ত মহাসাগরের যে জায়গাটায় আগে একটা বিশাল ভূভাগ ("Land") ছিল, সেখানকার সম্বন্ধে ব্রাজিলি নজির চালাইতে গেলেত, আন্দাজের বেশী এগোনই যাবে না। দেশ সম্বন্ধে ভূবিদ্যা প্রমাণের এই একটা অসম্পূর্ণতা। জ্যোতিষে কোটি কোটি যোজন ব্যবধানেও নিয়ম বদ্‌লায় বলিয়া আমরা মনে করি না। তারপর, কালের হিসাব লইতে গিয়া দেখি ভূবিদ্যার প্রমাণ আরও দুর্ব্বল। দুশত বছরে স্তরবিশেষকে যে পরিমাণে পরিবর্ত্তিত দেখি, দু'লাখ বছরেও পরিবর্ত্তনের সেই ratio টিই যে বাহাল ছিল, এমনটা মনে করিলে নিতান্ত জুলুম হইবে। ভূতত্ত্ববিদেরা স্তর বিন্যাসের হিসাব লইয়া পৃথিবীর যে আনুমানিক বয়স ঠিক করিতে চাহিতেন, সুপ্রসিদ্ধ লর্ডকেল্‌ভিন তাতে রাজি হইতে পারেন নাই। তিনি পৃথিবীর জঠরাগ্নির (Plutonic Energy এর) ক্রমিক অগ্নি-মান্দ্যের (gradual cooliug) হিসাব লইয়া পৃথিবীর আলাদা একখানা ঠিকুজী ছকিয়াছিলেন। তারপর, রেডিয়াম আমরে নামিয়া সে ঠিকুজীখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। কেল্‌ভিন ও ডারউইন—এ দুজনকেই ভূতত্ত্ববিদ্যার প্রচলিত অবস্থা-সাম্যবাদ (uniformitarianism) এর সঙ্গে লড়িতে হইয়াছিল। এখন অবশ্য, নূতন পরীক্ষাদির ফলে, সাম্যবাদ বিজ্ঞানের এলেকা হইতে, প্রায়, পলাতক হইয়া রাজনীতির ও সমাজনীতির গণতন্ত্রতা-বাদ (Democracy, Communism) এর পিছনে আসিয়া লুকাইয়াছে।

পেরু প্রভৃতি অঞ্চলে "মমি" ছিল—"The pictures in the Mexican and Maya native manuscripts provide many representations of mummies"—(p. 22)। এই রকম ধারা "মমি" বানানর সঙ্গে "witchcraft" এর (রহস্যানুষ্ঠান বলাই ঠিক) সম্পর্ক স্পষ্ট। এই রূপ রহস্যানুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল যে মমির আছে এমন নয়, শবদাহের সঙ্গেও আছে এবং ছিল। এ দুই প্রকার অনুষ্ঠানের "রহস্য" কতকটা আলাদা। এবং এই দুই রকমের অনুষ্ঠানই সকল দেশেই প্রচলিত ছিল মনে হয়। তবে কোনো কোনো দেশে একদিকে ঝোঁক্ বেশী দেওয়া হইয়াছিল। অপরাপর দেশে অন্যদিকে ঝোঁক্ বেশী দেওয়া হইয়াছিল। এখনও এ দেশে শব সমাহিত (কতকটা মমির প্রক্রিয়ায়) যে না হয় এমন নয় ; কিন্তু দাহই হইল সাধারণ ব্যবস্থা। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার ঐ লুপ্ত মহাদেশ (Atlantis)কে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্বে ইউরোপে ও আফ্রিকায় এবং পশ্চিমে আমেরিকায় উপর্যুপরি কয়েকটি জাতি ও ভাব-সংস্কার-ব্যূহের ("Culture-complex") এর তরঙ্গ ছড়াইয়া পড়া অনুমান করিয়াছেন। খৃঃ পূঃ ২৬০০০ বছর আগে Aurignacian (Cro-magnon), তারপর ম্যাগডালেনিয়ান্ আজেলিয়ান্ প্রভৃতি স্রোতঃ ঐ কেন্দ্র হইতেই নিঃসৃত হইয়া আসিয়া ইউরোপ আফ্রিকা এবং আমেরিকার মানবীয় সভ্যতার নব নব অবস্থা নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে। স্পেন প্রভৃতি অঞ্চলে "Proto-Iberian"

জ্যোতিষের স্থান ও কাল অবশ্য পৃথ্বী অপেক্ষা বিপুলতর এবং পৃথিবীর ইতিহাসের তুলনায় প্রায় নিরবধি। কিন্তু ঠিক বর্ত্তমান অবস্থায় সৌর জগৎ ও নক্ষত্র জগৎ আবহমান কাল হইতে চলিয়াছে, এটা কেহ মনে করে না।

ইতিহাসে ভূবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা।

লর্ড কেল্‌ভিনের শক্তিব্যত্যয় (Dissipation of Energy) সূত্রটির প্রয়োগ করিয়া,—কেবল হার্বার্ট স্পেন্‌সার কেন্, অনেক জাঁদ্‌রেল বৈজ্ঞানিকই—এখন জগতের প্রলয় (এবং সম্ভবতঃ, উদয়ও) মানিতেছেন; সুতরাং, বিশ্ব একই ভাবে বরাবর ছিল না এবং থাকিবে না। যতদিন রহিয়াছে, ততদিনই যে একভাবে আছে বা থাকিবে, এমনও নয়। তা হইলেও, এক্ষেত্রে অবস্থা-বৈষম্য এতই বিলম্বিত যে, মোটের উপর, জ্যোতিষের প্রমাণে বেদের, ব্রাহ্মণের, জেন্দ-অবেস্তা প্রভৃতির "কাল নির্ণয়ে" মারাত্মক ভুল হবার কথা নয়। তবে, বলা বাহুল্য, এ সব প্রমাণে (যদি গণনার উপাদান ও ফল ঠিক হয়) কালের একটা অধঃসীমা (Lowest limit) পাওয়া যায় মাত্র; অর্থাৎ, ব্রাহ্মণে বা উপনিষদে উত্তরায়ণ কোন্ নক্ষত্রে হইত এর উল্লেখ দেখিলে, অথবা বিষ্ণু পুরাণাদিতে কুরুক্ষেত্র-সমর কালের "অনুমাপক" কোনও বচন দেখিলে, সে সকল লইয়া জ্যোতিষের প্রণালীতে হিসাব করিয়া দেখিয়া, এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, এই সময়ের পরে ব্রাহ্মণগ্রন্থ সঙ্কলিত বা এই সময়ের পরে কুরুক্ষেত্র-সমর হয় নাই। এ রকমের হিসাবেও যে ছিদ্র থাকিতে পারে—একাধিক কারণে—তা আমরা পরে আলোচনা করিব। যাই হউক, জ্যোতিষের প্রমাণ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ হইলেও, ভূবিদ্যার প্রমাণকে অনেক ক্ষেত্রেই, "আন্দাজি" ছাড়া আর বেশী কিছু মনে করা চলে না। অতএব এই প্রমাণে

জাতিও ঐ ভাবে আগন্তুক; প্রাচীন মিশরীদের সঙ্গে অনেকে এদের রক্ত সম্পর্ক দেখিতে পারিয়াছেন। কাজেই শব প্রসাধন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার মূল অনেকদূর পর্য্যন্ত—এমন কি ঐ লুপ্ত মহাদেশ পর্য্যন্ত—অনুসন্ধান করিতে হয়। Cro-magnon জাতি শারীর গঠনে আধুনিক সভ্য মানুষের চাইতেও নাকি শ্রেষ্ঠ, এবং তাদের শিল্পকলার যে নিদর্শন আমরা পাই, তাতে তাদিকে খুব সভ্য বলাই সঙ্গত হয়—অথচ তারা ধাতুর ব্যবহার করে নাই দেখি। এখন এই Cro-magnon জাতি এবং তাদের বিদ্যা যদি লুপ্ত এট্‌লাণ্টিসের একটা "ভগ্নাংশ" (সম্ভবতঃ কতকটা "পতিত") হয়, তবে, সেই লুপ্ত মহাদেশের সভ্যতাটিকে কোনো ক্রমেই নীচের থাকে ফেলা চলে না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা আমরা আবার পরে বলিব। এখন শব-প্রসাধন সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার, ২১৬পৃঃ (History of Atlantis) লিখিতেছেন :—"The Book of the Dead was almost certainty a survival of a Neolithic ritual for the preservation of the body in order that it might live again. We know that

যদি আমরা দেখি যে,পালিওলিথিক্ মানুষ শবদেহটাকে প্রসাধন করিয়া রক্ষারই ব্যবস্থা করিতেছে,—(তাই যে সব সময়ে দেখি এমনও নয়),—তবে, সেই প্রমাণে নির্ভর করিয়া, এ থিওরিটাকে পাকা করিয়া লওয়া চলিবে না যে, শবকে সাজাইয়া রক্ষা করার যে প্রবৃত্তি, সেইটাই মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। এমন কি ঐ একটু প্রমাণ পাইয়া ঠিক "থিওরি" করাও যায় না—একটা Hypothesis মাত্র করা যায়। থিওরির ভিত্তি অনেকটা পাকা হইয়াই গিয়াছে—এইরূপ সচরাচর মনে করা হয়। হাইপথেসিস তার তুলনায় অনেকটা হাওয়ার উপরেই যেন আছে।

বর্ব্বরতা ও সভ্যতার সমসাময়িকতা।

এ বিষয়ে কোনো একটা পাকা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া তোলার আগে, অনেক জিনিষই বেশ ভাল করিয়া মজবুত করিয়া লইতে হইবে। পালিওলিথিক যুগের মতন কোনো একটা যুগই মানুষের আদিম অবস্থার নিদর্শন ও পরিচয় কি না—এই একটা কথা। এর চাইতে বেশী পুরাণো কিছু এখনও পাই নাই বলিয়া (Pre-paleolithic বা Eolithic যুগ ?) দুইটী সম্ভাবনা সরাসরি ভাবে বাতিল করিয়া দিলে চলিবে না। প্রথমতঃ, যে সময়ে স্তরবিশেষের পালিওলিথিক নিদর্শনগুলি পাইতেছি, সেই সময়ে অন্য স্তরে অথবা সেই স্তরেরই

---

the Aurignacian people had such a conception of immortality residing in the bones of the body. As Professor Macalister remarks regarding their practices of painting the bones of the dead with red oxide. "The remarkable rite of painting the bones red should be especially noticed……The purpose of the rite is perfectly clear. Red is the colour of living health. The dead man was to live again in his own body, of which the bones were the frame work. To paint it with the colour of life was the nearest thing to mummification that the Palaeolithic people knew ; it was an attempt to make the body again serviceable for its owner's use. In this connection it is instructive to recall a familiar incident in folk tales,in which the hero, having come to grief, the flesh of his body is restored from the bones, or even from a small splinter of bone, and then resuscitated." Mummification, indeed, is merely an elaboration of this practice, and it is plain that the Egyptian rite of mummification with all its intricate ritual was developed from the Aurignacian practice, which was its germ and seed. The Egyptians, like the Aurignacians, belived red to be the colour of life. They painted the faces of their gods red, and daubed red paint on the

অজানা অংশসমূহে অন্য কোনো রকম নিদর্শন পাবার সম্ভাবনা আছে কি না। "ক" স্তরের যে প্রস্তর-নিদর্শনগুলি পাইলাম, তার সঙ্গে "খ" স্তরের, অথবা "ক" স্তরেরই অপরাংশের, অনাবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি তুলিত হইয়া হয়ত "উচ্চতর" অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে, অথচ, ভূবিদ্যার প্রমাণে, হয়ত. "ক" ও "খ" সমবয়স্ক স্তর। সাদা কথায়, এখন যেমন পৃথিবী-পৃষ্ঠে স্থল বিশেষে সমুন্নত সভ্যতা ও স্থানান্তরে খুব অবনত বর্ব্বরতা সমসাময়িক ভাবেই বিরাজ করিতেছে. পঞ্চাশ হাজার বা লক্ষ বৎসর আগে পৃথিবীর নানা স্থানে নানা রকমের উচ্চাবনত মানব-সমাজ থাকার তেমনি সম্ভাবনাই হয়ত রহিয়াছে। তখনকার দিনের ভূস্তরগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এতই অল্প যে, শুধু প্রস্তরফলকাদি বর্ব্বরতার নিদর্শনগুলিই ততদিন আগেকার পাইতেছি বলিয়া এটা সরাসরি ভাবে বলিয়া ফেলা চলিবে না যে, তখন পৃথিবীতে বর্ব্বরতার অন্ধতামিস্রই শুধু ঘন হইয়া সব ঘিরিয়াছিল। যার কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইতেছি না, তা লইয়া কথা বলা সঙ্গত নয় বটে; কিন্তু যেটার "প্রমাণ" পাইতেছি বলিয়া মনে করিতেছি, সেটার প্রমাণ যদি আবশ্যকের তুলনায় নগণ্য হয়, অকিঞ্চিৎকর হয়, তবে যেটুকু হাতে পাইয়াছি, সেটুকুর কথাই বলা ভাল, তার উপরে কোনো থিওরি বা সত্যসিদ্ধান্ত খাড়া করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। কোনো থিওরি খাড়া করিতে গিয়া এই দুইটাই বর্জ্জন করা উচিত—(১) "ক" বা "খ" স্তরের সমসাময়িক যুগে বর্ব্বরতা বই অন্য কোনোরূপ সামাজিক অবস্থা ছিল না, ইহা মনে করা; এবং (২) তার পূর্ব্বতন কালে বর্ব্বরতাই আরও নিবিড় উৎকটভাবে বিদ্যমান ছিল, এটা মনে করা। এক কথায় প্রস্তর যুগের বর্ব্বরতাই মানুষ সমাজের আদিম অবস্থা, এবং সেই অবস্থা হইতে সুরু করিয়া সমাজ ধীরে ধীরে উন্নতির পথে, অধিকতর বিকশিতশ্রী সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে—ভূতত্ত্ব বা অন্য কোনো

---

cheeks of their mummies. In all probability the Aurignacian, that is the Atlantian, custom of painting the bones of the dead spread along the coast of North Africa until it reached Egypt, where in course of time it took on an appearance of greater refinement, so that no longer the bones but the body was painted in the hues of life. But there is also good reason to believe that along the entire track of Atlantean civilisation from Egypt to Peru, a definite cult of embalmment, the first sings of which we witness in late Aurignacian times in the tying up of the corpse in leather bundles

তত্ত্ব এ সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিবার মতন প্রমাণাদি এখন পর্য্যন্ত সংগ্রহ ও সমাবেশ (collect and co-ordinate) করিতে পারে নাই।

“একটানা” অভ্যুদয়।

দ্বিতীয়তঃ—এ কথাটা এখানে সংক্ষেপে গাড়িয়া রাখিতেছি,—পরে বিশেষ ভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন ও অবসর হইবে যে, মানুষের সমাজ সর্ব্বক্ষেত্রে খুব অধস্তন অবস্থা হইতে, ক্রমেই একটানা ভাবে উর্দ্ধতন অবস্থার দিকে চলিতেছে, এরূপ মনে করার যথেষ্ট ও সঙ্গত হেতু উপস্থিত হয় নাই। প্রাণিজগতে অভিব্যক্তির ধারাটিকে সরল রেখা ক্রমে উর্দ্ধাভিমুখী মনে করার দিন চলিয়া গিয়াছে; অনুকূল অবস্থায় প্রাণি-জাতিবিশেষের অভ্যুদয় (evolntion) যেমন হইয়া থাকে, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে, অথবা বীজ-নিষ্ঠ কোনো কারণেই, তার অধোগতি বা পতন (degeneration) ও তেমনি হইতে পারে। এক রকম বুনো গোলাপ হইতে চাষের গুণে ও কৃত্রিম নির্ব্বাচনের ফলে, এখন হাজার রকমের চমৎকার গোলাপ ফুল পাইয়াছি। কুকুর, ঘোড়া, গরু, পায়রা—এই রকম অনেক জীবই তাদের নিজেদের চেষ্টায় না হউক, আমাদের চেষ্টায়, এখন বিচিত্র অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, বলা বাহুল্য যে, যদি তাদের আবার বন্য স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেই ফেলিয়া রাখা যায়, তবে তাদের “পুনর্মূষিক” হইতে বড় বেশী বিলম্ব ঘটিবে না। এই রকম “পুনর্মূষিক” হবার বিজ্ঞানসম্মত নাম reversion। এই ভাবে revert করার সম্ভাবনা সকল অভ্যুদিত

---

and bandages, slowly took shape until it emerged as a definite cult with well marked characteristics and ritual. I believe that this cult, (the Osirian) originated in Atlantis and spread thence all over North Africa on the one hand and to America on the ether, and that its affiliated custonss took root in most places were it was carried.” Atlantis সম্বন্ধে এখনও অভিজ্ঞদের ভিতরে কতকটা মতদ্বৈধ রহিয়াছে, কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে লুপ্ত Lemuria মহাদেশ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই বলিলেই হয়। বর্ত্তমান Polynesia প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ যে একটা প্রাচীন এবং অধুনা লুপ্ত মহাদেশের ভগ্নাবশেষ, সে মহাদেশ যে দক্ষিণ আমেরিকার বর্ত্তমান চিলি প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—এ সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদেরা অনেকটা একমত হইতে পারিয়াছেন। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপ জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে—তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রবাল দ্বীপগুলির গঠনাদি হইতে, এবং অপরাপর নানাহেতু দেখিয়া, পণ্ডিতেরা Lemuria মহাদেশ স্বীকার করিয়াছেন। এ সম্পর্কে New Zeland এর অধ্যাপক ব্রাউনের “Riddle of the Pacific” গ্রন্থখানি পঠিতব্য। Lews Spence তাঁর “Atlantis in America” নামক গ্রন্থে, ১৮৩ পৃঃ বলিতেছেন :—“Polynesia covers a greater space

জীবসঙ্ঘের ভিতরেই নিহিত রহিয়াছে। মানুষও বাদ যায় না। একটা উন্নত সমাজ, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া, অথবা অতর্কিত কোনো কারণে, তার অভ্যুদয়-প্রবণতা (progressive elan, বা impetus)টি হারাইয়া ফেলিলে, আবার বর্ব্বরতার কাছাকাছিই গিয়া দাঁড়াইতে পারে। এখানকার কোনো কোনো সভ্যজাতি যেমন আগেকার কোনো কোনো বর্ব্বর সমাজের অভ্যুদয়ের ফল, তেমনি আবার এখনকার কোনো কোনো বর্ব্বরজাতি আগেকার সভ্য সমাজের অধঃপতনের ফল। এখনকার অনেক বর্ব্বর জাতির আলোচনা করিলে (ভাষা, ধর্ম্মবিশ্বাস, অনেক আচরণ অনুষ্ঠান), আমরা এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারি। এ পতন আবার সব সময় যে পাপেরই (যাহা দ্বারা সামাজিক কর্ম্মক্ষমতা—social efficiency—হ্রাস হইয়া যায়) ফল, এমনও মনে না করা চলিতে পারে। বরং, সভ্যতা যখন অতি মাত্রায় জটিল, কাপট্য-বিদ্বেষাদি-দোষ-দুষ্ট হইয়া পড়ে, তখন সমাজের শরীরে (organismএ) একটা স্বাস্থ্য প্রতিক্রিয়া (healthy reaction) জাগিয়া, জীবনটাকে সরল, নৈসর্গিক (natural) এবং সংযত করিয়া দিতে যায়। এ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে মানুষ সভ্যতার অনেক ভাব ও ব্যবহার, অনেক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বিষবৎ বর্জ্জন করিতে উদ্যত হইতে পারে ; তাদের মধ্যে কল্যাণ হয়ত দেখিতে পায় না ; জীবনের জটিলতাটাকেই গৌরব এবং আকাঙ্ক্ষা ও ভোগের বাহুল্যটাকেই সম্পদ্ বলিয়া ভাবিতে পারে না। এ প্রতিক্রিয়া গণ-মানসে সব সময় খুব জ্ঞাতসারেই যে দেখা দেয় এমন নয় ; হয়ত, অনেকটা অজ্ঞাতসারেই (sub

---

than most of the larger empires of the world have covered and is occupied by a people more homogeneous in physique, culture and language than the people of any one of the great empires. In handicraft, social and political organisation and religious belief they exhibit the remains of a very high type of civilisation, and it is obvious that they have been segregated from other races for a space of time so prolonged that an indelible and easily distinguishable mark has been set upon them. "We can scarcely avoid the conclusion, says Professor Brown, "that they have lived unitedly under one government and under one social system for a long period ; and that the slow submergence of their fatherland has driven them off, migration after migration, to seek other lands to dwell upon, each marked by some new habit into which they were driven by the gradual narrowing of their cultivable area ... All the indications point to an empire in the east Central Pacific having gone down." এই ত গেল

conscious) এটা আরম্ভ হইতে পারে। ফলে, জনসঙ্ঘ আবার জীবনের মূল উপকরণ ও ব্যবস্থা (first principles) গুলিতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ফিরিয়া যায়। এই ফিরিয়া যাওয়া বা পিছু হাঁটা অবস্থা বিশেষে বর্ব্বরতা প্রাপ্তির ছদ্মবেশ গ্রহণ করে, অথবা, ঘটনাচক্রে, সত্যকার বর্ব্বরতা প্রাপ্তিতে গিয়াই পর্য্যবসিত হয়। এ সকল কথা স্থানান্তরে আবার আমাদের আলোচনা করিতে হইবে।

অতীত সভ্যতার "সংস্কার"।

সুতরাং যেটাকে বর্ব্বরতার যুগ মনে করিতেছি, সেটার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটা কথা সর্ব্বদাই আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। প্রথমতঃ, সেটা হয় ত পূর্ব্বতন কোনোও সভ্যযুগেরই পতনের অথবা প্রতিক্রিয়ার ফল। তা যদি হয়, তবে সে যুগে ভাষায়, ধর্ম্মবিশ্বাসে, লোকাচারে এখন অনেক লক্ষণ দেখা যাইবে, যেগুলি উচ্চতর সভ্যতা ও সাধনারই নিদর্শন, অবশেষ ও স্মারক চিহ্ন। হয় ত যাদের ভাষায়, ধর্ম্মে কর্ম্মে সেই উন্নত লক্ষণগুলি বিদ্যমান, তারা নিজেরাই সে সকলের উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম সম্বন্ধে, বর্ত্তমানে, এমন কি, বহুকাল ধরিয়া, অনভিজ্ঞ। আজ এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের পরীক্ষাদি (practice) যদি পরবর্ত্তী কালে কতক রহিয়া যায়, অথচ তখন সকলে যদি সে সমস্তের "তত্ত্ব" (Theory বা Principles) একেবারে ভুলিয়া যায়—তা হইলে যেমন অবস্থা দাঁড়ায়, তেমনটা অবস্থা কোনো বর্ব্বর-সমাজে ঘটিয়াছে, এরূপ মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত না হইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী কালের জ্ঞান বিজ্ঞান তখন হয় ত লুপ্ত; কেবল লোকের মনে সে সবের অস্ফুট সংস্কার-গুলিই রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, কিন্তু, তখনও সেই প্রাচীন যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান-

---

দুইটা প্রকাণ্ড দেশ সাগর কুক্ষিগত হবার কথা। তাছাড়া, ছোটখাটো নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন যে কত জায়গায় কত হইয়াছে, তা কে বলিয়া শেষ করিবে? আমাদের বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ভৌগলিক ও "ভূতাত্ত্বিক" (Geological) পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমরা আগেই দু'চার কথা বলিয়া রাখিয়াছি। কাশ্মীরদেশ এবং ঐ অঞ্চলের উত্তুঙ্গ হিমালয় পর্ব্বতগুলির ইতিহাস শুনাইয়া গিয়া Sir Francis E. Younghusband তাঁর Kashmir নামক গ্রন্থে (Chapter XII) কতকগুলি আবশ্যকীয় কথা বলিয়াছেন; তিনি M. Hayden প্রমুখ ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর্গের আলোচনার ফল, অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁর বর্ণনা পাঠে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অতীত অবস্থা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হইতে পারে। অবশ্য, যে অতীত এত সুদূর যে, বর্ত্তমান অনেক পণ্ডিতদের মতেই, তখন মানুষ, এমন কি অনেক উচ্চ শ্রেণীর জীবও ভূপৃষ্ঠে দেখা দেয় নাই। ভূতত্ত্ববিদেরা যেটাকে Recent Period বলিয়াছেন, অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মানুষকে তার চাইতে পিছাইয়া লইতে নারাজ। Huronian স্তর হইতে সুরু করিয়া Carboniferous স্তর

মূলক অনেক বিশ্বাস, অনেক আচরণ, অনেক ধর্ম্ম-কর্ম্ম চলিয়া যাইতেছে। লোকে "আচার" ভাবে সেগুলি ধরিয়া রহিয়াছে। "বিচার" করুক আর নাই করুক।

ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছু নাই। এখনকার দিনেও "সভ্য" সমাজে এমন অনেক বিশ্বাস, সংস্কার ও আচরণ চলিয়া যাইতেছে, যে গুলির মূল সুদূর পুরাকালের বর্ব্বর সমাজ হইতে হয়ত উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা পাইয়াছি; সে সকল গণ-মানসের ও গণ ব্যবহারের সম্পত্তি হয়ত' আমাদের পালিওলিথিক ও নিওলিথিক পূর্ব্বপুরুষগণের দান।

অতীতের "দান"

টেইলর, ফ্রেজার, ম্যান্‌হার্ড, স্পেন্‌সার, ওয়েষ্টার মার্ক প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই "দান" পত্র রীতিমত প্রমাণাদি প্রয়োগ করিয়া রেজেষ্টী দলিল করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এ দান মিথ্যা মনে করার কারণ নাই। আমাদের শরীরের অনেক অবয়ব যেমনধারা মানুষের "অমানুষ" পূর্ব্ব-পুরুষদের কাছ হইতে পাওয়া, এবং তাঁদেরই স্মারক চিহ্ন (ডারউইন, হক্‌সলি প্রভৃতি অনেকে এটা খুব ফলাও করিয়া আগেই দেখাইয়াছেন), আমাদের মনের অনেক ধর্ম্ম ও সংস্কারও, তেমনি ধারা, বর্ব্বর মানসের, এমন কি গরিল্লা-শিম্পাঞ্জী-ওরাংওটাং-গিবন-মানসের "জের"। সময়ে সময়ে, সে "জের"গুলার বর্ত্তমানে প্রয়োজনাভাব, সুতরাং উদ্দেশ্যহানি হইয়াছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু সেগুলির প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য এখনও সত্য ও জীবন্ত। আমাদের খুব আটপৌরে সংস্কারের সামিল সেগুলি হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া, আমরা হয়ত তাদের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা তেমন খেয়াল করিয়া দেখি না। আমাদের প্রচলিত বিবাহ-সংস্কার (বিশেষতঃ তার "স্ত্রী-আচার" প্রভৃতি),

---

পর্য্যন্ত—Primary Period; Triassic হইতেCretaceons পর্য্যন্ত—Seconday Period; তার পর Tertiary Period; তারপর Recent Period. মোটামুটি এই ক্রমটি মনে রাখিতে হইবে। "The age of life on earth is estimated by some geologists at about 72,000,000 of years, yet it may be much older or much younger … …"—Dr. Wall "Sex," p. 23. বিষ্ণুপুরাণ, ১ মাংশ, ৩য় অধ্যায়, ১৮ ও ১৯ শ্লোকে যথাক্রমে দিব্যমানে ও মনুষ্যমানে মন্বন্তরের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন—দিব্যমানে, ৮৫২,০০০ বৎসর; মনুষ্যমানে ৩,৬৭,২০,০০০ বৎসর। এই কাল হইল মনু ও সুরাদির কাল—"মন্বন্তরং মনোঃ কালং সুরাদীনাঞ্চ সত্তম॥" (১৭) মনুসংহিতা (১ম অধ্যায়, ৩৪, ৩৫, ৩৬ প্রভৃতি শ্লোকে) দেখি ব্রহ্মা প্রজাসিসৃক্ষু হইয়া দশ প্রজাপতি ও "মনু" সকলকে সৃষ্টি করিতেছেন, কেন না, তাঁরাই সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রজা সৃষ্টি করিবেন। এখানে প্রজা = মানুষ কেবল নয়। অতএব মন্বন্তর বলিতে এমন একটা কাল আমরা বুঝিতে পারি, যে কালে প্রজা সমূহের

মরণ সংস্কার—এগুলি জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে দেখিলে তার মধ্যে আমরা দুই রকমের উপাদানই আবিষ্কার করিতে পারিব। কতকগুলির "দাম" এখনও যথেষ্ট আছে; কতকগুলির "দাম" আগেকার দিনে যতই থাকুক, এখন নাই বলিয়া মনে হয়। আবার এ দু রকমের ছাড়া আরও এক রকমের উপাদান তাদের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। এ উপাদানগুলি কেজো বা অকেজো এ দুয়ের কোনো কোঠাতেই ফেলা যায় না। সেগুলি আমাদের দৃষ্টিতে অর্থহীন। এগুলিকে পাশ্চাত্য এন্‌থ্রপোলজিষ্টরা এনিমিজ্‌ম, টটেমিজ্‌ম, ম্যাজিক প্রভৃতি নামের "ধামা" দিয়া এতদিন "চাপিয়া" রাখিতেছেন। এরা তাদের মর্ম্মকথা আমাদের এখনও শুনাইবার তাদৃশ সুযোগ পায় নাই।

এইজন্য তাদের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আর একটা কথায় আমাদের যথেষ্ট খেয়াল রাখা উচিত। এমন হইতে পারে যে,সে সকল কোনও অন্যথা-লুপ্ত (otherwise lost) অতীত জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত সংস্কার —এখন, তাদের প্রসূতি "বিদ্যার" অন্তর্ধানের ফলে, তারা আমাদের বিশ্বাসে বা আচারে অনেকটা অর্থহীন বলিয়াই ঠেকিতেছে।

লুপ্ত বিদ্যার "জের"।

অর্থাৎ, কোন সুদূর অতীত যুগে বিদ্যার ফলেই তাদের উৎপত্তি ও অনুশীলন হইয়াছিল; এখন, সে বিদ্যা অন্তর্হিত; সুতরাং জ্ঞান-পূর্ব্বক তাদের অনুশীলন এখন হয় না; তথাপি আমাদের মানসে ও ধর্ম্ম কর্ম্মে সংস্কারের ভাবে তারা এখনও টিকিয়া রহিয়াছে—

(Living beings এর অর্থে "প্রজা" আমরা সঙ্কীর্ণ করিয়া লইতেছি) সৃষ্টি ও স্থিতি হইয়া থাকে—a Cycle of Life existence. যাই হোক, এ সম্বন্ধে এখানে আর আমরা আলোচনা করিব না। একটা কথা—কাশ্মীরাদি অঞ্চলের যে ভূতত্ত্ব আমরা শুনিতে পাইতেছি, সে তত্ত্বে, পশ্চিমা পণ্ডিতদের মতানুসারে, মানুষাদি উচ্চশ্রেণীর জীব আমরা খুব প্রাচীন যুগে কল্পনা করিতে পারি না বটে, কিন্তু আমাদের মন্বন্তরের কাল (সাড়ে তিন শত মিলিয়ান বছরের চাহিতেও বেশী) সে ইতিহাসের খুব প্রাচীন কাল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে সন্দেহ নাই। আমরা এখানে "Kashmir" গ্রন্থের XII.th Chapter হইতে কিছু অংশ উদ্দৃত করিয়া শুনাইতেছিঃ— "How these peaks and mountain ranges arose is a fascinating and impressive study. It has been made by Mr. Hyden, who, in the fourth part of the scientific memoir quoted in the previous chapter, has compiled their history from his own personal investigations and the accounts of his fellow observers in the Geological Survey of India. And surely a scientific man could have no more inspiring task than the unravelling of the past history of the mighty Himalaya. Here we have clue after clue traced down, the meaning of each extracted, and the broad general outline of the mountain's story in all its grand impressiveness,

আমরা "হেঁয়ালির" মতন দেখিলেও, তারা মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক রক্ষণশীলতা বশতঃ, এবং সত্যকার সপ্রয়োজন (purposeful, useful) বস্তুর, আমাদের সঙ্কল্পের পরিচালনা বা সহায়তা ছাড়াও স্বাভাবিক নির্ব্বাচন(Natural Selection) হবার সম্ভাবনা থাকা বশতঃ, এখনও বাহাল রহিয়া গিয়াছে। এখনকার রেডিও-মেসেজ প্রভৃতি এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনেক অপূর্ব্ব চিকিৎসা ব্যবস্থা যদি তাদের বিদ্যা (Science) টা যদি কোনো দিন হারাইয়া ফেলে, অথচ তারা কিছু কিছু অনুষ্ঠান হিসাবে টিকিয়া যায়, তা হইলে, তাদের সব খানি "খুঁটিনাটির" মাঝে অর্থ বা উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিয়া, সেগুলিকে, অন্ততঃ সেই সেই অংশে, অর্থহীনই আমাদের ভাবীবংশধরেরা মনে করিবে। ভবিষ্যতের কোনও প্রত্নবিৎ যদি ঐরূপ কোনো একটা বড় লুপ্তবিদ্য বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানের খাটিনাটিগুলিকে ম্যাজিক বা 'তুক্ তাক" মনে করেন, তা হইলেও রহস্যবিৎ বিস্মিত হইবেন না।

সুদূর অতীতকালে বর্ব্বরতার কৃষ্ণপক্ষই ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে গিয়া "প্রস্তর যুগের" অমাবস্যায় পরিণত হইয়াছে—এই জাব্‌দা বিবরণ সম্ভবতঃ ভ্রান্ত। আমরা যে কালে প্রস্তর যুগের আবিষ্কার করিয়াছি, তার সমকালে

---

till one sees the earth pulsating like a living being, rising and subsiding, and rising again, now sinking inward till the sea flows over the depression, then rising into continentul areas, anon subsiding again beneath the water, and finally under titanic lateral pressure and crustal compression, corrugating into mighty folds, while vast masses of granite well up from below, force their way through, lift up the pre-existing rocks and toss themselves upwards into the final climax of the great peaks which distinguish the Himalaya from every other range of mountains in the world.

For millions of years a perpetual struggle has been going on between the inherent earth forcess pressing upward and the opposing forces of denudation wearing away the surface. Sometimes the internal forces are in commotion, or the contracting crust of the earth finds some weak spot and crumples upward, and the mountains win. A period of internal quiescence follows, and the rain and snow, the frost and heat, gain the victory, and wear down the proudest mountains—as they have worn away the snowy glacier mountains which once stood in Rajputana.

Of all this wonderful past the mountains themselves bear irrefutable evidence. * * * And an investigation of the rocks on the flanks of Nanga Parbat has shown that they are of granite which must have been intruded from the interior of the earth.

মানুষের গোড়া।

এবং পূর্ব্বকালে যে সভ্যযুগ ছিল না,[১] এ কথা আন্দাজের জোর ছাড়া অন্য কিছুরই জোরে বলা যায় না। মানুষের সর্ব্বপ্রথম অবস্থা প্রস্তর যুগ বা ঐ রকম একটা কিছু—এ কথাও প্রমাণ-নিরপেক্ষ নহে, স্বতঃসিদ্ধ নহে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত পশ্চিমদেশে অভ্যুদয়বাদ যে মূর্ত্তিতে চলিয়াছিল, তারই কল্যাণে, একদিকে মানুষের দেহ ও মনের "পূর্ব্বপুরুষ" যেমন নরকল্প বানর (anthropoid ape), অন্যদিকে আবার তেমনি তার সমাজের আদি বিগ্রহ—সেই আমমাংসভোজী চিত্রিত নগ্নবপু "প্যালিওলিথিক বা প্রিপ্যালিওলিথিক, ইওলিথিক-ম্যান"। এই উভয় দিকেই প্রমাণের হওয়া ফিরিয়াছে, কাজেই থিওরির পাল অন্যদিকে ঝুঁকিয়াছে। নূতন বায়োলজি বা এন্থ্রপোলজি এখন হলপ করিয়া মানুষের প্রপিতামহকে বানর-সহোদর বলিতে নারাজ। নূতন যে সমস্ত নর কঙ্কাল, শিরোস্থি প্রভৃতির আবিষ্কার হইয়াছে বা হইতেছে, তাদের পরীক্ষা করিয়া কোনো বিশেষজ্ঞই এখন জোর করিয়া বলিতে পারিবেন না যে, যবদ্বীপের পিথেকান্থ্রপস্ ইরেক্টাস্ প্রভৃতিই সরাসরিভাবে (directly) মানুষের আদি পুরুষ[২]। আর এ বিচার এখন মূলতুবি রাখিলেও, এটা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বানর-কল্প নর এক লম্ফেই সেই প্রস্তর যুগ হইতে সভ্যতার এই "সুবর্ণ যুগে" লাফাইয়া আসেন নাই। শুধু উঠাই হইয়াছে এমনও নয়; সময়ে সময়ে, যায়গায় যায়গায়, উপরের দিকে উঠা হইয়াছে; আবার সময়ান্তরে ও স্থানান্তরে, উপর হইতে নীচের দিকে নামাও চলিয়াছে; যেটাকে আমরা পতন (degenertion) বা প্রতিক্রিয়া (reaction) বলিয়াছি, তাও প্রচুর হইয়াছে। সুতরাং, ঠিক গোড়াতে মানুষ যাই থাকুক, পরে বিশ্ব নর-সমাজ, এক যোগেই এবং অবিচ্ছেদেই, অভ্যুদয়ের পথে হাঁটে নাই। কাহারাও বা আগে চলিয়াছে, কাহারও বা পিছু হাঁটিয়াছে; অথবা একদল লোকই আজ আগে চলিয়াছে, কাল পিছু হাঁটিয়াছে। তা যদি হইয়া থাকে তবে, অতীতের "বিদ্যা" পরবর্ত্তিকালে লুপ্ত হওয়া বিচিত্র নহে, অথচ, সেই লুপ্তবিদ্য

---

[১] আমরা এই আলোচনায় "সভ্য." "বর্ব্বর" প্রভৃতি কথাগুলিকে প্রচলিত "প্রত্নতত্ত্বের" লক্ষণ মতই গ্রহণ করিতেছি। আমরা আগে Edward Carpenter প্রমুখ পণ্ডিতের লেখা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, "সভ্যতা" বর্ব্বরতার তুলনায় "পতন" হইতে পারে—অবশ্য উত্থানের জন্যই পতন,—কাজেই বর্ব্বরতাই অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক, সুন্দর ও উৎকৃষ্ট অবস্থা।

[২] কয় বছর আগে "সালেক্কা অভিযানে" উক্ত ভূস্তরের সময় টার্সিয়ারিযুগ হইতে কোয়াটার্নারিযুগে নাকি আগাইয়া আসিয়াছে। ম্যাক্‌কার্ডির "Human Origins" vol. I. প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্ব-বিদ্যার সাধনা ও সিদ্ধির লক্ষণ ও সংস্কারগুলি কতক কতক চলিয়া আসিতে পারে।

বিদ্যা যুগবিশেষের এক চেটিয়া নয়।

অবিদ্যা থাকিলেই বিদ্যাস্থানে “ভয় এব চ”ঃ হবার কথা। বিদ্যা কোনো যুগেরই একচেটিয়া নহে। সকল দিক্ দিয়াই আমরা উন্নতির পথে চলিয়াছি —এই ধারণাটা একটা ভয়াবহ অবিদ্যা-গ্রন্থি হইয়া দাঁড়াইয়েছে। অতীত যুগের বিদ্যা আমরা অতিক্রম করিয়া গিয়াছি; তার যেটুকু সত্য ততটুকুই লইয়াছি, যতটুকু অসত্য তা বর্জ্জন করিয়াছি;—এই ধারণাটি টেকসই কি না সন্দেহ। বিদ্যার কোনো কোনো দিক্ অতীতেই হয়ত ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল; এখন সে দিকটা শুকাইয়া গিয়াছে—তাতে সত্য নাই বলিয়া সব সময় নয়, আমাদের অনুরাগ ও অনুশীলনের অভাবে। এখন আবার বিদ্যার অপর কোনো কোনো দিক্ বেশী করিয়া ফুটিয়াছে বা ফুটিতেছে। প্রধানতঃ জড়বিজ্ঞান এবং জড়বিজ্ঞানের আওতায় এবং জড় বিজ্ঞানের অঙ্গে জড়াইয়া যে বিদ্যা গুল্মবল্লীগুলি বাড়িতে পারে, সেই গুলিই, বিশেষভাবে, এখনকার দিনে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। অতীত কোনো যুগে ঠিক এতটা হইয়াছিল কিনা—অন্ততঃ এ ভাবে—তা আমাদের জানা নাই। কিন্তু অধ্যাত্ম বিদ্যা (বিশেষতঃ তার রহস্যভাগ) মধ্যযুগের পর হইতে বিদ্বৎ সমাজে এক রকম উপেক্ষিতই হইয়া আসিতেছিল; সবে অল্প কিছুদিন হইল, Psychic Research Society, Spiritualistic Research Roci ty প্রভৃতি নব প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসাদে হাওয়া ফিরিতে সুরু করিয়াছে। এখন অতীতের অনেক বিদ্যা—যা আমরা এতদিন এনিমিজম্, ম্যাজিক, যাদুবিদ্যা ইত্যাদি দ্বারা এক রকম উড়াইয়া দিতাম,—সেগুলি আবার ভদ্রসাজে শিষ্ট বৈঠকে নিমন্ত্রিত হইয়া বসিতে পাইতেছে। এখন বুঝিতেছি, প্রাচীনদেরও একটা বিদ্যা ছিল, যেটা আমরা এতদিন জানিতাম না। বস্তুতঃ “সভ্যতা,” “উন্নতি,” “বিদ্যা”—এ সকলকে এক একটা মনগড়া বিবৃতি দিয়া আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়া আমরা যত গোল করিতেছিলাম। এখন বিংশযুগের বিজ্ঞান, রেডিয়াম প্রভৃতির আবিষ্কারের ফলে, এবং আইনষ্টাইন প্রমুখদের অভিনব চিন্তার ফলে, যেমন পূর্ব্ব শতাব্দীর কতকগুলি মনগড়া নিগড় ভাঙ্গিয়া কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা পাইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে, মানুষের আত্ম-সম্বন্ধে ধারণা ও চিন্তাগুলিও “নূতন আত্মিক তথ্য” সমূহের মোহন স্পর্শে অনেক পুরাণো

সংস্কারের শিকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নব বিকাশের আনন্দে আতত, প্রসারিত হইয়া উঠিতেছে। এখন যজ্ঞ, হোম এ সব শুধু "ম্যাজিক"১ নয়; মন্ত্র-তন্ত্র নিছক বুজরুকিও নয়। এ সকলের মাঝে তত্ত্বের ও সত্যের জাগরণের সাড়া বিজ্ঞান উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন।

সভ্যতার বিচারে "মাপকাঠি"।

এ সম্বন্ধেও এখন বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। কথাটা দাঁড়াইতেছে এই রূপ। সুদূর অতীত যুগের সভ্যতা, উন্নতি, বিদ্যা,—এসকল আমাদের বর্ত্তমান "বাজার চলন" মাপকাঠিতে যে পরিমাণে থাকিয়া থাকুক না কেন, একটা সত্যকার মাপকাঠিতে (অথবা ন্যায়ের মাপ কাঠিতে), স্থানে স্থানে সম্ভবতঃ খুব বেশী পরিমাণেই ছিল। পাঁচ সাত হাজার বছর আগেকার মিশরে, ব্যাবিলনে, চীনে বা ভারতবর্ষে সভ্যতার যে "উপকরণ" গুলি আমরা আজও পাই, সে সব উপকরণের (materialsএর) "যাচাই ও দরকষা" এতদিন চলিতেছিল, আমাদের বাজার চলন বাট্‌খারা, মাপকাঠি প্রভৃতিরই সাহায্যে। মিশরে বা অন্য দেশে যদি দেখিতাম যে, ঘর দোর তৈয়ারি করা, রাস্তা ঘাট, গাড়ী নৌকা, সাজ পোষাক এসব তৈয়ারি করা একটু "সভ্য" রকমে হইতেছে, তবেই বলিতাম, মিশর আর

---

১ "ম্যাজিক", 'ব্লাক্ আর্ট', 'উইচ ক্রাপ্ট' সর্‌সারি"—এ সকল একটা স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত রহস্যবিদ্যার অপপ্রয়োগ, যে রহস্যবিদ্যার প্রয়োগ শুভ ও অশুভ—বর্ত্তমান বিজ্ঞান বিদ্যারই মত হইতে পারে, এবং হইয়াছিলও। আমাদের অথর্ব্ববেদে এবং তন্ত্রের মারণাদি ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে এমন একটা বিদ্যা ছিল, যেটার সময়ে সময়ে অপব্যবহার হইয়াছিল। সেই অপব্যবহারের ফল শুভ হয় নাই। কিন্তু বিদ্যার অপব্যবহার দেখিয়া বিদ্যাকেই দোষ দেওয়া যায় না। তবে, যে ক্ষেত্রে সাধারণ্যে অপব্যবহারের আশঙ্কা স্বভাবতঃ খুব বেশী, যেখানে লোক-কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অপব্যবহারযোগ্য বিদ্যার সঙ্কোচের বা নিরোধের চেষ্টা হইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে, সে বিদ্যাকে নিন্দা করিয়া, শিষ্টজনের ধর্ম্মসাধনের অন্তরায়, সুতরাং অগ্রাহ্য করিয়া রাখার চেষ্টা হইয়াছিল; কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যে বিদ্যাকে "গুপ্ত" ভাবে রক্ষা করার চেষ্টাও হইয়াছিল। সমাজের ধীবৃত্তি সাত্ত্বিক হইলে চেষ্টা সফল হয়; অন্যথা, সফল হয় না। তখন রহস্যবিদ্যার অপব্যবহারই অপরিমিত হইয়া দাঁড়ায়—ধর্ম্মের ও সাধনের বাঁধন সে আর কেমন মানে না। ফলে, "ম্যাজিক, ব্ল্যাক আর্ট, সর্‌সারির" বহুল প্রাদুর্ভাব হয়। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানবিদ্যার মতনই সেটা একটা গুরুতর সামাজিক অস্বাস্থ্যের অবস্থা। উৎকট হইলে তাতে সমাজ ধ্বংস হইয়া যায়। সম্ভবতঃ Atlantis প্রভৃতি সুপ্রাচীন সভ্যতা ঐ ভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল—তাদের "পাপের" ঐতিহ্য তাই আমরা এত পাই। পক্ষান্তরে "পাথুরে যুগ" ও "বর্ব্বরতা" এই রকম ধারা সুসভ্য, কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের বিরুদ্ধে একটা প্রবল ও মৌলিক প্রতিক্রিয়া হইলে হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগেই অনেক মনীষী "Back to Nature-এর সঙ্গে সঙ্গে "Back to Savagery" সুরও ধরিয়াছেন।

বর্ব্বর নাই, সভ্য হইয়াছে ; এর সঙ্গে সঙ্গে একটু শিল্প বাণিজ্য, আইন রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থা, সাহিত্য, সুকুমার-কলা থাকিলে ত "সোণায় সোহাগা" হইত। আমাদেরি (বিশেষ ভাবে, ইউরোপীয় "হোয়াইট") সভ্যতার ষ্টাণ্ডার্ট মাপ-কাঠিটি লইয়া তাদের আচার, আচরণ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শিল্পসাহিত্য সব বুঝিতে প্রবৃত্ত হইতাম। আমাদের সভ্যতার বায়ুমান যন্ত্রে (ব্যারোমিটারে) সে সব প্রাচীন জাতির সভ্যতা কয় ডিগ্রী উঠে—এইটাই ছিল আমাদের দেখার জিনিষ। বৈদিক আর্য্যগণ এই "মাপে" সরল কৃষক ; সোমরসের নেশা করিতেন, নানা রকমের "বুজরুকি"ও করিতেন ; কিন্তু, ম্যাকসমূলার ইত্যাদি প্রবীণ অভিজ্ঞেরা সার্টফিকেট দিয়াছেন যে, তাঁরা সামাজিক উন্নতির সিঁড়ির (ladder of social progres-এর প্রথম দুই একটা ধাপ ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁরা কৃষি শিল্প বাণিজ্য[২] এ সব কিছু করিতেন ; "বর্ব্বর"দের

---

[১] Dr. Budge তাঁর "Babylonian Life and History গ্রন্থে একেশ্বরবাদ হিব্রুদেরই নিজস্ব বলিয়াছেন, Prof. E, Delitzsch প্রভৃতির মত ব্যাবিলোনিয়ানদের কাছ হইতে পাওয়া মনে করেন নাই। তাঁর উক্ত গ্রন্থে (p. ix) বলিতেছেন—"It is admitted by all that the Hebrews, together with other semitic peoples inherited some of their legends, folk-lore mythology, customs, laws etc, from the Balylonians. But he who seeks to find in the Babylonian religious texts any expression of the conception of God Almighty as the great, unchanging, just and eternal God, or as the loving, merciful Father, or any expression of the consciousness of sin coupled with repentance, or of an intimate personal relationship to God, will seek in vain. The Hebrew's sublime conception of Yahweh was wholly different from the Babylonian's conception of Bel-Marduk, or Shamash, or Ashur, and the difference was fundamental, Yahweh was One (Deut. vi, 4) ; to the Hebrew there was no other ; Bel-Mardnk, or Shamash or Aishur, was only "Lord of the God", just as Egypt Ra or Amen was kng of the gods. The Babylonians may have devoloped a monotheism comparable to that of the Hebrews, but there is no evidence that they did, and there is no expression of it in the religious texts. And the accounts of the creation given in Genesis and the story of the Flood are not derived from any Babylonian Versions of them known to us. There are many points of resemblance between the cunei-form and the Hebrew Versions, and these often illustrate each other, but the fundamental conceptions are essentially different. The Babylonian God was a development from devils and horrible monsters of foul from, but the God of the Hebrews was a Being who existed in and from the begining, Almighty and Alone and the devils of chaos and evil were from the begining His servants." সেমেটিক মনোথিজমের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তার সাথে প্রাচীন ভারত, ব্যাবিলন, মিশর, চীনের ধর্ম্মমতের একটা "মৌলিক ভেদ" ছিল—এমন মনে করার ভিত্তি নাই।

মতন "অতিপ্রাকৃতে" বিশ্বাস করিলেও, বেশ সরলভাবে তাঁদের চারিধারের জগৎটাকে বুঝিতে চাহিতেন, এমন কি, যায়গায় যায়গায় "একেশ্বর বাদের" অস্পষ্ট গন্ধও একটা পাইয়াছেন দেখিতে পাই। উন্নতির উৎকর্ষ অপকর্ষের হিসাব লইতে যাইব আমরা সেই অধুনা বাতিল "মাপকাঠি"তে, যেটার বড়াই করিতে করিতে ইউরোপের অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দী গলা চিরিয়া ফেলিয়াছিল। সেটার নাম ছিল—"Rationalism," সঙ্কীর্ণ যুক্তি-তন্ত্রতা বা যৌক্তিকতা-বাদ। এই যৌক্তিকতা-বাদের মূল ভিত্তিটাই এখন বেজায় শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই তার উপরে সুস্থির ভাবে আর কোনো সিদ্ধান্তই দাঁড় করান চলিবে না। এ ভিত্তির পরীক্ষাও আমাদের স্থানান্তরে করিতে হইবে।

---

২ "ভবঘুরে" (Nomadic) "রাখালী" (Pastoral), "চাষী" (Agricultural), "কারীগরী" (Industrial)—এই রকম সব 'ধাপ" সমাজবিদেরা উন্নতির মন্দির পানে গড়িয়া তুলিয়াছেন। একটা অবস্থা হইতে আর একটা অবস্থায় কেমন ধারা পরিণতি হয়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অধ্যাপক J. L. Myres "The Dawn of History" গ্রন্থের প্রথম দুই অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। গ্রন্থকার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সংস্থান ও অবস্থাপুঞ্জের উপর ঝোঁক দিয়াছেন। আমাদের পুরাণাদিতেও দেখিতে পাই সত্যযুগে মানবের স্বাভাবিক "রসোল্লাস" বশতঃ ঘর বাঁধিয়া বসবাস করিতে হয় নাই, ভূমিকর্ষণাদি দ্বারা শস্য উৎপাদন করিতেও হয় নাই। সলিলাদি প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ হইতে "সূক্ষ্ম" অন্ন আহার করার সামর্থ্য মানুষের ছিল, শুনিতে পাই। বর্ত্তমানে জন্তুগণ (animals) সাধারণতঃ সাক্ষাদ্ভাবে মাটি, জল, বায়ু প্রভৃতি হইতে তাদের অন্ন আহরণ না করিয়া উদ্ভিজ্জের দ্বারা তৈয়ারি জৈবখাদ্য (ready made protoplasm) গ্রহণ করিয়া থাকে; উদ্ভিজ্জেরাই মাটি, জল ইত্যাদি হইতে জৈবসামগ্রী (protoplasm) তৈয়ারী করিয়া যাইতেছে। সত্যযুগের বর্ণনা হইতে মনে হয়, তখন মানুষ শরীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূতপদার্থ হইতে তাদের পোষক শক্তিগুলি সংগ্রহ করিতে পারিত। এখনও যোগীরা কোনো কোনো অবস্থায় তা করিয়া থাকেন, এমন প্রমাণ আছে। শরীরের স্বাভাবিক ক্ষয়বৃদ্ধির (metabolism) মাত্রা হ্রাস করিয়া এবং বাহিরের দেহাভ্যন্তরের সূক্ষ্ম শক্তি ভাণ্ডারগুলিকে 'ভোগে" লাগাইয়া যোগীরা দীর্ঘকাল "অনাহারে" স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। হিমাচলের কোন স্থানে ("সিদ্ধাশ্রম", প্রভৃতি স্থানে) যদি আমরা এই রকমের বিভূতিসম্পন্ন একটা যোগিসমাজ আবিষ্কার করি, তবে খুব সম্ভবতঃ সে সমাজে কৃষিশিল্পাদি "সভ্যতার" কোনো নিদর্শনই আমরা পাইব না; এমন কি, পুঁথি পত্রও বিশেষ কিছু না থাকারই সম্ভব। এখন, বাহির হইতে বিচার করিয়া এই সমাজকে আমরা সভ্যতার কোন্ থাকে বসাইব? সত্যযুগ সম্বন্ধে বর্ণনা হইতে মনে হয়, তখনকার অতিমানবগণ কতকগুলি স্বাভাবিক-বিভূতিসম্পন্ন ছিলেন; খুব প্রাচীন যুগে পৃথিবীর নৈসর্গিক অবস্থাও সেই রকমের প্রাণীদের অনুকূল ছিল, বর্ত্তমান আকারের প্রাণীদের অনুকূল ছিল না। এবং মনে হয় তখন পার্থিবভূতগুলি বেশী পরিমাণ শক্তিবপুঃ (dynamic) ছিল, জীবগুলিও তাই ছিল। স্থূলতা ও গুরুত্বের অল্পতাবশতঃ তখনকার মানবদেহ বিশেষ কিছু "হাড় পাথুরে" নিদর্শন রাখিয়া যায় নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সভ্যতা বিচারের সূত্র।

সভ্যতা ও মানবাত্মার বিকাশ এখন সঙ্কীর্ণ ভাবে বোঝার চেষ্টা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। বর্ত্তমান যুগে মানবাত্মার কোনো কোনো অঙ্গ হয়ত বেশী পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে; অতীত যুগে কোথায়ও কোথায়ও অপর কোনো কোনো অঙ্গ বেশী পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তখনকার দিনের বিদ্যা, আর আজকাল দিনের বিদ্যা ও সমানাধিকরণ নহে। সমানাবয়ব ও সমানলক্ষ্যও নহে। আমাদের হালের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীনেরা যদি কোনো কোনো বিষয়ে একেবারে "অর্ব্বাচীন" প্রতিপন্ন হন, তবে একথাও আমাদের অবনত-শিরে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁদেরও "সাঙ্গ বেদ বিদ্যালয়ে" আমাদেরও অনেকের এখনও "হাতে খড়ি" হয় নাই। ডয়সেন বা মাক্‌স মূলার সাহেবের মতন উপনিষদ্ পড়িয়া এটা ভাবিলে চলিবে না যে, উপনিষদে যে সব দার্শনিক তত্ত্বের অস্পষ্ট প্রাথমিক "আভাষ" পাই,—নানা রূপক, উপাখ্যান, এবং ক্রমশঃ আগুয়ান অন্বেষণের মধ্যে যে তত্ত্বগুলিকে বিক্ষিপ্ত এবং প্রচ্ছন্ন (unsystematized and hidden) দেখিতে পাই,—ক্যাণ্ট, সোপেন্ হাওয়ার প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের দার্শনিকদের চিন্তায় সেই তত্ত্বগুলি পরিস্ফুট, সুসম্বদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক রীতিতে সজ্জিত হইয়াছে। ক্যাণ্ট, সোপেন্ হাওয়ার প্রভৃতিদের দার্শনিকতা আর উপনিষদের দার্শনিকতা এক জাতিরই নয়। একটা "যৌক্তিকতা বাদ" বা তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, অপরটি যেখানে তর্কে কুলায় না, সেখানে তর্ক না করিয়া, উপলব্ধি ও সাক্ষাৎকারের আয়োজনও করিতে চাহিয়াছেন। শেষোক্ত প্রণালীটিই ভারতীয় হিসাবে (এবং মোটের উপর অন্য অন্য প্রাচীনদেশের হিসাবেও) প্রকৃত দর্শন,[১] সত্যকার "বিদ্যা"।

সেদিনও এদিনের বিদ্যা।

---

[১] "দর্শন", "দৃশ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। দৃশ = দেখা। এ প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ ৺চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার মহাশয় তাঁর প্রসিদ্ধ "শ্রীগোপাল বসুমল্লিক" লেক্‌চার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ২য় ও তৃতীয় বক্তৃতায় কতকগুলি আবশ্যকীয় কথা বলিয়াছেন।—"সংস্কৃত ভাষাতেও চাক্ষুষজ্ঞান অর্থেই সাধারণতঃ দৃশ্ ধাতু প্রযুক্ত হয়। মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন যে চাক্ষুষ জ্ঞানই

সত্যকার বিদ্যা।

সে বিদ্যা সম্বন্ধে ঈশাবাস্য উপনিষৎ বলিতেছেন—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।" মৈত্রি উপনিষৎ (বৃহদারণ্যক—ছান্দোগ্য প্রভৃতির ত' কথাই নাই) ব্রহ্মের কথা বলিতে গিয়া আমাদের শুনাইতেছেন :—"ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র আসীদেকোঽনন্তঃ প্রাগনন্তো দক্ষিণতোঽনন্তঃ প্রতীচ্যনন্ত উদীচ্যনন্ত উর্দ্ধং চাবাঙ্ চ সর্ব্বতোঽনন্তঃ"—এই জগৎ প্রপঞ্চের গোড়ায় যে ব্রহ্ম বা ভূমা বস্তু রহিয়াছেন—তিনি অনন্ত,—পূর্ব্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে ইত্যাদি সকল দিকেই অনন্ত। একথা বলিলে আশঙ্কা হয়, তবে বুঝি, সাগরের মতন, ব্রহ্মেরও দিক্ আছে; সুতরাং, দিক্‌সকল তাঁহাকে "বহন" করিয়া, পরিমিত করিয়া রহিয়াছে; তাহা নহে। "ন হ্যস্য প্রাচ্যাদিদিশঃ কল্প্যন্তেঽথ তির্য্যগ্বাঽবাঙ্‌বোর্দ্ধং বাঽনূহ্য এষ পরমাত্মাঽপরিমিতোঽজঃ"—পরমাত্মা তির্য্যগাদি প্রাচ্যাদি দিক্ নাই; তিনি "অনূহ্য," কি না, ইতরালম্বন-শূন্য; তিনি অপরিমিত ও অজ। তা যদি না হয়, তবে কি ভাবে তাঁকে চিন্তা করিতে হইবে? তাঁকে চিন্তা করা যায় না। "অতর্কোঽচিন্ত্যঃ। এষ আকাশাত্মা। এবৈষ কৃৎস্নক্ষয় একো জাগর্ত্তি।"—এই

দৃশ্‌ধাতুর মুখ্য অর্থ। দৃশ্‌ধাতুর অর্থ চাক্ষুষ জ্ঞান, ইহা নৈয়ায়িকেরাও স্বীকার করেন। উহা সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য চাক্ষুষ জ্ঞান সাধন চাক্ষুরিন্দ্রিয়ের নাম দর্শনেন্দ্রিয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, চাক্ষুষ জ্ঞানের সাধন শাস্ত্রই দর্শন শাস্ত্র। প্রশ্ন হইতে পারে যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ই চাক্ষুষ জ্ঞানের সাধন, শাস্ত্র চাক্ষুষ জ্ঞানের সাধন হইবে কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, দর্শন শাস্ত্র সাক্ষাৎ না হউক, পরম্পরা আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন বটে, কেন না, দর্শন শাস্ত্র আত্ম মননের উপায়। আত্মমনন যোগরূপে পরিণত হইলে আত্মসাক্ষাৎকার হয়। সত্য বটে, আত্মসাক্ষাৎকার চাক্ষুষ কি মানস, তদ্বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে কিন্তু উপনিষদে অনেকস্থলে আত্ম সাক্ষাৎকার অর্থে দৃশ ধাতু এবং ঈক্ষ ধাতু প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব আত্মসাক্ষাৎকার চাক্ষুষ জ্ঞান স্বরূপ এরূপ বলিনেও কোন বাধা হইতে পারে না। যদিও রূপবদ্‌বহির্দ্রব্যই চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে, তথাপি লৌকিক প্রত্যক্ষ স্থলেই তথাবিধ নিয়ম, আত্মার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ লৌকিক নহে, অলৌকিক—যোগজধর্ম্ম জন্য। × × আত্মসাক্ষাৎকার চাক্ষুষ জ্ঞানস্বরূপ না হইলেও বেদে আত্ম সাক্ষাৎকার অর্থে দৃশ্ ধাতুর প্রচুর প্রয়োগ থাকায় আত্ম সাক্ষাৎকারও দৃশ্ ধাতুর অর্থ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং যে শাস্ত্র আত্ম সাক্ষাৎকারের সাধন, তাহাকে অনায়াসে দর্শন শাস্ত্র বলা যাইতে পারে।" × × × ×। অন্য রকমে লক্ষণ দিতেছেন :—"পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, অর্থের সাদৃশ্য অনুসারে সংজ্ঞার প্রবৃত্তি হয়। এই মতে দর্শন শাস্ত্র সংজ্ঞাটি সাদৃশ্য লইয়া হইয়াছে, ইহা বলিলেও কোনও অসঙ্গতি থাকে না। প্রত্যক্ষ ষড়্‌বিধ হইলেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সমধিক পরিস্ফুট এবং অধিকাংশ স্থলে নিঃসংশয় হইয়া থাকে। দর্শন শাস্ত্রে এরূপ দৃঢ়তর ও অকাট্য যুক্তি দ্বারা পদার্থ সকল প্রতিপাদিত হয় যে, তাহা চাক্ষুষজ্ঞানগোচর পদার্থের ন্যায় পরিস্ফুট ও নিঃসংশয়। সুতরাং যে শাস্ত্র চাক্ষুষ জ্ঞানের সদৃশ জ্ঞানের সাধন, তাহাকে দর্শন শাস্ত্র বলিলে কোনও দোষ হইতে পারে না। লক্ষিত পদার্থ উৎপন্ন

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী আত্মা তর্কাতীত ও চিন্তাতীত। যখন সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন তিনিই একা জাগিয়া থাকেন। পরের মন্ত্র বলিতেছেন—তাঁহা হইতেই "খল্বিদং বোধয়তি"; এবং "অস্মিংশ্চ প্রত্যস্তং যাতি"। ভাল, সেই অপরিমিত অচিন্তনীয়, জন্মাদি-বিহীন বস্তু হইতেই সব হইতেছে, এবং তাহাতেই সব অস্তমিত হইয়া যাইতেছে।

ক্যাণ্টের "তত্ত্ব"।

এ বিবৃতি শুনিয়া ক্যাণ্ট বলিলেন—"তথাস্তু"। একটা unknowable "thing in itself" হইতেই সকল নামরূপ উত্থিত হইতেছে, এবং তাতেই পুনশ্চ মিলাইয়া যাইতেছে। পরে, হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সারও প্রকারান্তরে এই কথাটাই বলিয়াছিলেন। ক্যাণ্টের শিষ্যেরা বলিবেন – ক্যাণ্ট কেবল দিক্‌সকল, পরিমাণ ও চিন্তাতর্ককেই thing in itself হইতে নিরস্ত করিয়া থামেন নাই; তিনি উপনিষদের মত এটা বলিতেও চান না যে—ব্রহ্মই আগে ছিলেন; পরে তাঁহা হইতে সমস্ত হইয়াছে; এবং পরে আবার তাঁহাতেই সমস্ত লীন হইয়া যাইবে। অর্থাৎ, কাল ও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ (time and causality)—এ দুইটিরও ঊর্দ্ধে thing in itself। সুতরাং, তাঁর সম্বন্ধে "আগে পরে," "তাহা হইতে"—এ ভাবেও চিন্তা করা চলে না। কাজেই, উপনিষদের যে সাহস হয় নাই, অথবা যে নির্ম্মল দৃষ্টি হয় নাই, ক্যাণ্টের সে সাহস ও নির্ম্মল দৃষ্টি হইয়াছিল।

হয় কিনা, প্রমাণ দ্বারা তাহার অবধারণ করা দর্শন শাস্ত্রের একটি প্রধান বিষয়। দার্শনিকেরা বস্তুর উপলব্ধি মাত্রে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। বস্তুর তত্ত্ব নিরূপণ এবং উপলব্ধির সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। এই প্রক্রিয়া পরীক্ষা শব্দে অভিহিত হয়। পরি-উপসর্গ পূর্ব্বক ঈক্ষ্ ধাতু হইতে পরীক্ষা শব্দ ব্যুৎপাদিত। প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঈক্ষ ধাতু ও দৃশ ধাতু একার্থক। সুতরাং পরীক্ষা শব্দ ও দশন শব্দ তুল্যার্থক বলিলে অসঙ্গত হইবেনা। অতএব পরীক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দর্শন নাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।" 'পুনশ্চ' দর্শন বলিতে যে শাস্ত্রবিশেষ বুঝায়, তা দেখাইতে গিয়া পণ্ডিত মহাশয় লিখিতেছেন:—"দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ যাহাই হউক না কেন, শাস্ত্র বিশেষ যে তাহার প্রসিদ্ধ অর্থ তদ্বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না। যে শাস্ত্র বিশেষে যুক্তি দ্বারা বক্তব্য বিষয় সমর্থিত হয়, সচরাচর তাহাকেই দর্শন শাস্ত্র বলে। এতাবতা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, দর্শন শব্দ ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ বা তাহার সাদৃশ্য লইয়া শাস্ত্র বিশেষে প্রযুক্ত; অথবা শাস্ত্র বিশেষে রূঢ়। কেহ দর্শন শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। চাক্ষুষ জ্ঞান দৃশ্ ধাতুর মুখ্য অর্থ হইলেও জ্ঞানও উহার অপর অর্থ, ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে দৃশ ধাতুর জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিলে, যাহা জ্ঞানের সাধন, তাহাই দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ রূপে প্রতীয়মান হয়। অন্তঃকরণাদি জ্ঞানের সাধন হইলেও তাহা শাস্ত্র নহে। আপত্তি হইতে পারে যে, শাস্ত্র

কিন্তু এরূপ পক্ষপাত করার কোনই ভিত্তি নাই। উপনিষৎ ব্রহ্মের "স্বরূপে" যে সাহস দেখাইয়াছেন, ততদূর সাহস দেখাইতে আর কেহ পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। "অরূপমশব্দমস্পর্শং" প্রভৃতি কেবল "নিষেধ" ("নেতি নেতি"—বৃহদারণ্যক) মুখেই তাঁকে ভাবা বা বলা চলে। তাঁহা হইতে "জন্মাদি" হইয়াছে, এ রকম বলা কেবল একটা "তটস্থ লক্ষণ" (approximate description) দেবার চেষ্টা বই আর কিছুই নয়। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই, আমাদের ঐ ভাবে বলিতে হয়। স্বরূপের অনুভবে মৌন ১—তখন আর বলা কওয়া চলে না। যে মৈত্রি উপনিষৎ হইতে এই তত্ত্বকথা আমরা শুনাইতেছি, সেই মৈত্রি উপনিষৎই একটু আগে বলিয়াছেন—"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপেঽকালশ্চ কালশ্চ"—ব্রহ্মের একটা কালরূপ, আর একটা কালাতীত বা অকালরূপ। পরের মন্ত্রে কালকে "অন্নং" এবং "ব্রহ্মনীড়ং" বলা হইতেছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম কালকে গ্রাস করিয়া থাকেন, এবং কালের নীড় বা আলম্বন ব্রহ্ম। তার পরের মন্ত্রে বলিতেছেন—"কালঃ পচিতি ভূতানি সর্ব্বাণ্যেব মহাত্মনি। যাস্মিংস্তু পচ্যতে কালো যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥" অকালাত্মকে ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কাল সকল ভূত গ্রাম "পচন" করিতেছে, কিন্তু যাঁহাতে, কি না, যে আধারে বা আশ্রয়ে, স্বয়ং কালেরই আবার "পাক" হইতেছে, তাকে যিনি জানেন, তিনিই সত্যকার বেদবিৎ। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র এই তত্ত্বই শুনাইতেছেন:২ "তব রূপং মহাকালো জগৎ সংহারকারকঃ। মহা সংহার সময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি॥ কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥ কাল-সংগ্র

উপনিষদের "তত্ত্ব"।

মাত্রই জ্ঞানের সাধন, অনাদি বেদ হইতে অদ্যতনীয় কাব্য পর্য্যন্ত সকলই অল্পাধিক পরিমাণে জ্ঞানের সাধন বলিয়া শাস্ত্র মাত্রই দর্শন শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে। এতদুত্তরে তাঁহারা বলেন যে, জ্ঞান সামান্য ও জ্ঞান বিশেষ, এই উভয় অর্থে জ্ঞান শব্দের প্রচুর প্রযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। অমর সিংহ বলিয়াছেন—মোক্ষেধীজ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্প শাস্ত্রয়োঃ। মোক্ষ বিষয়ক বুদ্ধির নাম জ্ঞান, শিল্প ও শাস্ত্র বিষয়ক বুদ্ধির নাম বিজ্ঞান। প্রকৃত স্থলে দৃশ ধাতুর জ্ঞান বিশেষ অর্থাৎ মোক্ষ বিষয়ক-জ্ঞান রূপ অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত আপত্তি নিরাকৃত হইতে পারে। কেন না, দর্শন শাস্ত্র মোক্ষ বিষয়ক জ্ঞানের সাধন, অপরাপর শাস্ত্র জ্ঞান সামান্যের সাধন হইলেও মোক্ষ বিষয়ক জ্ঞানের সাধন নহে।'"

১। অমৃতনাদোপনিষৎ ২৪—"অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরং চ" ইত্যাদি; পুনশ্চ ৩; অমৃতবিন্দূপনিষৎ, ১৫, ১৬, ১৭।

২। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৪উ, ৩০, ৩১, ৩২।

সনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী। কালত্বাদাদিভূতত্বাদ্ আদ্যা কালীতি গীয়তে॥” সুতরাং, আমাদের বলা কওয়ার দিক্ হইতে ব্রহ্ম কাল মূর্ত্তিতে সাজিলেও, নিজে - অর্থাৎ, as thing-in-itself—তিনি কালাতীত। তাঁর দিক্ (standpoint) হইতে সৃষ্টিস্থিতিসংহার “আগে পরে ভাবে” নাই। আচার্য্য গৌড়পাদও মাণ্ডূক্য কারিকায় বলিতেছেন ঃ[1]—“উপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মো জাতে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে। প্রাগুৎপত্তেরজং সর্ব্বং তেনাসৌ কৃপণঃ স্মৃতঃ॥” “অতো বক্ষাম্য কার্পণ্যমজাতি সমতাঙ্গতম্। যথা ন জায়তে কিঞ্চিজ্জায়মানং সমন্ততঃ॥” উৎপত্তির পূর্ব্বে সকল পদার্থ অজ ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ যারা মনে করে, তাহারা কার্পণ্যদোষাপহত-স্বভাব, ক্ষুদ্রচিত্ত। এইজন্য, গৌড়পাদাচার্য্য জন্মরহিত এবং সর্ব্বত্র-সম ব্রহ্মস্বরূপ রূপ যে অকার্পণ্য, তাই বলিতেছেন। এই অকার্পণ্য আসিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া যেটি বোধ হইতেছে, সেটি প্রকৃত প্রস্তাবে উৎপন্ন হইতেছে না; অর্থাৎ আসলে উৎপত্তি বলিয়াই কোনোও ব্যাপার নাই।

এই কাল ও কালাতীতের তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে Maeterlinckএর

---

[1] অদ্বৈত প্রকরণ, ১।২; অব্যক্তোপনিষদে প্রজাপতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া বিস্ময়াকুলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—“সোঽভিজিজ্ঞাসত কিং মে কুলং, কিং মে কৃত্যমিতি।” তখন বাক্ (Logos) অদৃশ্যভাবে থাকিয়া তাঁকে বলিলেন—“ভো ভো প্রজাপতে ত্বমব্যক্তাদুৎপন্নোঽসি, ব্যক্তং তে কৃত্যমিতি।” প্রজাপতি—“কিমব্যক্তং যস্মাদহমাসিষম্। কিং তদ্ ব্যক্তং যন্মে কৃত্যমিতি।” “সাঽব্রবীদবিজ্ঞেয়ং হি তৎ সৌম্য তেজঃ। যদবিজ্ঞেয়ং তদব্যক্তম্। তচ্চেজ্জিজ্ঞাসসি মাবগচ্ছেতি।” —যেটি অবিজ্ঞেয়, তাহাই অব্যক্ত। অবিজ্ঞেয় বলাতে দেশ, কাল, কার্য্য কারণাদি সম্বন্ধের অতীত বলা হইল। অথচ, এ অব্যক্ত “তেজঃ” যে হার্বার্ট স্পেন্সারের “অন্নোয়েবল্” নয়, অন্য উপায়ে যে তার “জ্ঞান” হইতে পারে, সেটি শ্রুতি আমাদের এই বলিয়া বুঝাইতেছেন—“যদি জানিতে চাও ত' আমাকে (বাক্‌কে) জান।” ঐকান্তিক ভাবে অবিজ্ঞেয় হইলে, এর কোনো মানে থাকে না। অন্য উপায়ে জানা—শ্রুতি সঙ্গে সঙ্গেই নির্দ্দেশ করিতেছেন (ব্রহ্ম বাকের ‘মুখ’ দিয়া)—“সাঽব্রবীৎ তপসা মাং বিজিজ্ঞাস্বেতি।” সে তপস্যা অবশ্য আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান। ঐ অব্যক্তোপনিষৎ একটু পরে প্রজাপতির সৃষ্টি বিষয়ে উপদেশ দিবার ব্যপদেশে বলিতেছেন—“মষ্যাগ্নৌ স্বাত্মানং হবির্ধ্যায়েৎ তয়ৈবানুষ্টুভর্চ্চা। ধ্যানযজ্ঞোঽয়মেব। জীবপরমাত্মার অভেদভাবনারূপ ধ্যান যজ্ঞ এই তপঃ। সুবালোপনিষৎ প্রথমেই বলিতেছেন—“তদাহুঃ কি তদাসীৎ তস্মৈ স হোবাচ ন সন্নাসন্ন সদসদিতি। তস্মাৎ তমঃ সঞ্জায়তে ভূতাদির্ভূতা দেরাকাশং ইত্যাদি। অতএব গোড়াকার মূলতত্ত্বটি সৎওনা, অসৎওনা, সদসৎও না। সেই অব্যক্ত তত্ত্ব হইতে প্রথমে তমঃ, তারপর হিরণ্যগর্ভোপাধিক অহঙ্কার (ভূতাদি) উৎপন্ন হইল। মুদ্গলোপনিষৎ পুরুষসূক্তের মর্ম্মব্যাখ্যা দিয়া বলিতেছেন—“মহাপুরুষ আত্মানং চতুর্দ্ধা কৃত্যা ত্রিপাদেন পরমে ব্যোম্নিচাসীৎ। ইতরেণ চতুর্থে নানিরুদ্ধ নারায়ণেন বিশ্বান্যাসন্ স চ পাদ নারায়ণো জগৎ স্রষ্টুং প্রকৃতিমজনয়ৎ” ইত্যাদি। এখানে সেই পরম পুরুষের একপাদে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আমরা পাইতেছি। অপর পাদত্রয় “পরমে ব্যোম্নি” রহিয়াছে।

কাল ও কালাতীত।

কয়টা উক্তি উদ্ধৃত করিলে বিষয়টা আরও স্পষ্টতর আলোকে উপস্থিত করা হইবে মনে হয়। কোনো মিডিয়ামের পক্ষে মানুষের ভূত ও ভবিষ্যতের অনেক খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত বলা কি ভাবে সম্ভাব্য হইতে পারে, তারই আলোচনায় তিনি এই কথা কয়টা বলিতেছেন। "The pre-existence of the future is the incomprehensible mystery"—ভবিষ্যৎ যে বর্ত্তমানের ভিতরেই দেওয়া রহিয়াছে (সর্ব্বসারোপনিষদের ভাষায়, "বটকণিকায়ামিব গুপ্ত বটবৃক্ষঃ"—সূক্ষ্ম বটবীজের অভ্যন্তরে গুপ্ত বটবৃক্ষের মতন), এই রহস্যটাই অতর্ক্য ও অচিন্ত্য। এই রহস্যের গভীরতা দেখাইতে গিয়া মেটারলিঙ্ক লিখিতেছেন :—"As I said above, nearly a thousand cases have been collected, representing probably not the tenth part of those which a more active and general search might bring together. The number is evidently of importance and denotes the enormous pressure of the mystery; but, if there were only half a dozen gesnuine cases—and Dr. Maxwells, Professor Flournoy's, Mr. Verralll's, the Marmontel, Jones and Hamilton cases and some others are undoubtedly genuine—they would be enough to show that under the erroneous idea which we form of the past and the present, a new verity is living and moving, eager to come to light.

The efforts of that verity, I need hardly say, display a very different sort of force after we have actually and attentively read those hundreds of extra-ordinary stories which, without appearing to do so, strike to the very roots of history. We soon lose all inclination to doubt. We penetrate into another world and come to a stop all out of countenance. We no longer know where we stand; before and after overlap and mingle. We no longer distinguish the insidious and factitious but indispensable line which separates the years that have gone by from the years that are to come. * * * We discover with uneasiness that time, on which we based our whole existence, itself no longer exists. * * it alters its position no more than space, of which it is doubtless but the incomprehensible reflex. It reigns in the centre of every event, and every event is fixed in its centre; and all that comes and all that goes passes from end to end of our little life without moving by a hair's breadth around its motionless pivot. * * yesterday, recently, formerly, erstwhile, after, before, tomorrow, soon, never, later fall like childish masks, whereas to-day and always cover with their united shadows the idea which we form in the end of a duration which has no subdivisions, no breaks and no stages, which is pulseless, motionless and boundless."

মহাকাল ও মহাকালী।

বলা বাহুল্য, মহাকালকে পরমার্থ দৃষ্টিতে ("Thing-in-itself" ভাবে) দেখা একরকম, আর, কালকে ব্যবহার দৃষ্টিতে (empirically) দেখা অন্য রকম। ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র যে কালীমূর্ত্তির চিত্র সাধকের দৃষ্টির সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন,—তাতে এই দুই ভাবেই মহাকালকে দেখান হইয়াছে। পদতলে যে মহাকাল "শবশিব" রূপে শুইয়া আছেন, তিনি শুদ্ধ, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, কূটস্থ; মেটারলিঙ্ক যে "pulseless, motionless, boundless" কালের রূপে ইঙ্গিত করিলেন, ইনি সেই কালেরই নিত্য, অসংবৃত বপু। ইনিই বুক পাতিয়া দিয়া মহাকালকে অন্যভাবে, অন্য মূর্ত্তিতে লীলা করিতে দিয়াছেন। মহাকালের এই যে লীলাময়ী, নৃত্যচঞ্চলামূর্ত্তি, তিনি মহাকালী—তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিতেছেন। অথচ কেমনে করিতেছেন, তা বোঝে কার সাধ্য? কালের এ লীলা অনির্ব্বচনীয়া, রহস্যময়ী, (an incomprehensible mystery); সুতরাং," ধ্যানে" দেখি,

---

১ ব্যবহারের ভূমিতে নামিয়া আসিলে "কাল" একটা "কঞ্চুক"। কঞ্চুক তিনটিই হউক (পঞ্চরাত্র আগম—" অহির্বুধ্নসংহিতা"), আর পাঁচটিই হউক ("তত্ত্বসন্দোহ" , কাল তাদের অন্যতম। কঞ্চুক বলিতে সঙ্কোচক শক্তি (Contracting Principle) বুঝায়। তার মানে, কঞ্চুকের প্রসাদে তত্ত্ব ও তত্ত্বের অনুভব সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে—ভেদগর্ভ, দ্বৈতগর্ভ হইয়া থাকে। একই অখণ্ড "সুস্থির" কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের চঞ্চলধারারূপে দেখা হয় কাল কঞ্চুকের কল্যাণে। এ কঞ্চুক না থাকিলে বিশ্ব এমন একটা কালে রহিয়াছে, যে কালে ছেদ নাই—অতীত, অনাগত নাই। সুতরাং, এ কাল আশ্রয় করিলে বিশ্বধারাটিকে অতীত, অনাগতভাবে ক্রমশঃ দেখিতে (gradually and partially) আমাদের বাধ্য হইতে হয় না। যে যে বিন্দুতে (pointএ) এই মহাকালের সঙ্গে ব্যবহারিক কালের সংযোগ (conscious connexion) স্থাপিত হয়, সেই সেই বিন্দুতে আমাদের অনুভব প্রজ্ঞা বা ইন্‌টুইসন; তখন আমরা বর্ত্তমানেই অতীত ও অনাগত দুইই দেখিতে পাই। ঐতরেয়োপনিষৎ. ৩অ৷১খ৷৪ বলিতেছেন—"যৎকিঞ্চিদিদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং সর্ব্বং তৎ তৎপ্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে

কালী "মহামেঘপ্রভা ঘোরা"। একজন বিশ্বটাকে লইয়া গড়িতেছেন, ভাঙ্গিতেছেন—ভাঙ্গাগড়ার উপাদান (মুণ্ডাস্থি) লইয়া মালার মতন গলায় ও কটিদেশে পরিতেছেন; সেই মালা হইতেছে জগতের ইতিহাস। আর একজন নিজের নিশ্চল, নির্ব্বিকার, ক্ষোভহীন সত্তার মাঝখানে এ সকল খেলা, নিখিল ইতিহাস, পরিসমাপ্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। এ দুইজন দুইটা আলাদা তত্ত্ব নয়। একই তত্ত্ব। আমরা এক "কোণে" দাঁড়াইয়া ইতিহাসের মালাটাকে যেন একটা ধারার মতন, স্রোতের মতন দেখিতেছি—তাকে ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের নানান্ থাকে সাজাইয়া লইতেছি; কিন্তু যে এ প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল, সে দেখিল—সে মালা দোলন-চলন-হীন, স্থির। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বলিয়া সত্যকার কোনই ভাগই নাই; এমন কিছু নাই, যাহা সত্য সত্যই চলিয়া গিয়াছে, অথবা সত্য সত্যই এখনও আসে নাই। যে গুলিকে চলিয়া গিয়াছে, ভাবি, এবং সে গুলিকে, এখনও আসে নাই, পরে আসিবে, ভাবি—সে সবই এক চির বর্ত্তমানের বক্ষে নড়ন-চড়ন-হীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।১

উপনিষদে বিদ্যার নানান্ থাক্।

কালতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথার বিস্তার আবার আমাদের করিতে হইবে। এখন, এটা লক্ষ্য করিতে বলিতেছি যে, ক্যাণ্ট প্রভৃতিই তত্ত্বকে কালাতীত, ঘটনাতীত (above time phenomena) বলিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন; ভারতবর্ষ তত্ত্বকে খানিক দূর বেশ ধরিতে পারিলেও, "শেষ রক্ষা" করিয়া চলিতে পারে নাই; দার্শনিকচিন্তা বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ হবার আগে যেমনটা অসমঞ্জস ও সসঙ্কোচ হইবার কথা, তেমনটাই হইয়াছিল;—সাধারণ পাশ্চাত্য সমালোচকদের এ ধারণা যথার্থ নয়। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা, সাধকের অধিকার বিবেচনা করিয়া, আচার্য্য

প্রতিষ্ঠিতম্। প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বত্রই প্রজ্ঞানেত্র এবং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত—সেই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। "নীয়তে অনেন ইতি নেত্রং"—এই ব্যাখ্যা ভাষ্যকার প্রভৃতি করিয়াছেন। প্রজ্ঞান = ব্রহ্ম = পারমার্থিক কালতত্ত্ব = অখণ্ড অনুভব সত্তা। প্রকৃত প্রস্তাবে, এতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এবং এর দ্বারা 'নীত" হইয়াই, স্থাবর জঙ্গম সমস্তই ভূত রহিয়াছে। জড়ে ঋতানুবর্ত্তিতা, পশু উদ্ভিজ্জাদিতে সহজ সংস্কার এবং মানুষে "প্রজ্ঞা" —এই প্রজ্ঞানেত্রেরই পরিচয়। ব্যবহারে এই প্রজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা হইয়াছে। এর আলোচনা আমরা প্রসঙ্গান্তরে করিয়াছি।

১ এ প্রসঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্র প্রসিদ্ধ "বিন্দুতত্ত্ব" চিন্তনীয়। বিন্দুতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান মিলিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সার জন উড্রফের "The Garland of Letters" নামক গ্রন্থ এবং

শিষ্য-পরম্পরাক্রমে প্রদত্ত হইত বলিয়া, তার মধ্যে নানান্ "থাক" দেখিতে পাই ; কিন্তু, আসলে, সে বিদ্যা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল ভারতীয় ঋষিকুলের দার্শনিক সাধনার সিদ্ধিতে। সেখানে কোনোরূপ অসঙ্গতি, কার্পণ্য, ভয় আছে, মনে হয় না। পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাদ দিলেও পূর্ণই রহিয়া যায় ১—এ তত্ত্বের উপলব্ধি হইয়াছিল যে মস্তিষ্কে, সে মস্তিষ্কে কার্পণ্য ও কুণ্ঠা বলিয়া কিছু নাই। ভারতের ব্রহ্ম কালাতীত; ঘটনাতীত হইয়াও কালরূপে, ঘটনার ধারা রূপে, নিজেকে ব্যক্ত বা ব্যাকৃত করিয়াছেন। বরং, ক্যাণ্ট প্রভৃতি তাঁদের অজ্ঞেয় Thing in itselfকে লইয়া সর্ব্বথা "শেষ রক্ষা" করিয়া চলিতে অপারগ হইয়াছেন মনে করা যাইতে পারে। কথাটা এখানে খোলসা করার দরকার নাই।

তত্ত্ব "অজ্ঞেয়" নয়।

ভারতীয় "বিদ্যা" যে তুলনায় ন্যূন নয়, তার প্রমাণ - সে বিদ্যা ক্যাণ্ট, স্পেন্সার ইত্যাদির মতন, তত্ত্বকে "অজ্ঞেয়" করিয়া ছাড়িয়া দেন নাই। অতর্ক্য (alogical) এবং অচিন্ত্য (unthinkable) হইলেই তত্ত্ব "অজ্ঞেয়" হইয়া যায় না।২ ভারতের ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্ব জ্ঞানস্বরূপ চিন্ময়, "বিজ্ঞান ঘন"। শ্রুতি শত শত জায়গায় চৈতন্যে আসিয়াই তত্ত্বকে বিশ্রান্ত হইতে দিয়াছেন। আবার সত্য কি শুধুই চিন্ময় ?. সত্য আনন্দস্বরূপ।

সার জন উড্রফ্ এবং বর্ত্তমান লেখকের "Mahamaya" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। লেখকের "Introduction to Vedanta Philosophy" (1927, Calcutta University) ও দ্রষ্টব্য।

[১] অধ্যাত্মোপনিষৎ—শান্তিবচন। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদেও এই প্রসিদ্ধ মন্ত্র রহিয়াছে।

[২] অধ্যাত্মোপনিষৎ এই অজ্ঞেয় বা দুজ্ঞেয় তত্ত্ব সুন্দর ভঙ্গীতে বলিয়াছেন (বৃ, উ, প্রভৃতিতেও এ ভাবের মন্ত্র আছে) :—"অন্তে শরীরে নিহিতো গুহায়া মজ একো নিত্যমস্থ পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী মন্তরে সঞ্চরন্ যং পৃথিবী ন বেদ ····· সএষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ॥"—মূলের বঙ্গানুবাদ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—"শরীরের অভ্যন্তরবর্ত্তি বুদ্ধিরূপ গুহাতে এক অনাদি চৈতন্যরূপ বস্তু সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন, কিন্তু পৃথিবী দেবতা যাঁহাকে জানিতে পারেন না, জল যাঁহার শরীর, যিনি জলের মধ্যে সঞ্চরণ করেন, কিন্তু জলদেবতা যাঁহাকে জানিতে পারেন না, যাঁহার তেজঃ শরীর, যিনি তেজের মধ্যে বিচরণ করেন, তেজঃ যাঁহাকে জানিতে পারেন না, যাঁহার বায়ু শরীর, যিনি বায়ুর অন্তরে বিচরণ করেন, কিন্তু বায়ুদেবতা যাঁহাকে জানিতে পারেন না ; যাঁহার আকাশ শরীর, যিনি আকাশের অন্তরে বিচরণ করেন, আকাশদেবতা যাঁহাকে পারেন না ; যাঁহার মনঃ শরীর, যিনি মনের অন্তরে সঞ্চরণ করেন, কিন্তু মনোদেবতা যাঁহাকে জানিতে পারেন না, যাঁহার বুদ্ধি শরীর, যিনি বুদ্ধির অন্তরে সঞ্চরণ করেন, কিন্তু বুদ্ধি যাঁহাকে জানে না, যাঁহার

তৈত্তিরীয়; বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি শ্রুতি ব্রহ্মের বা আত্মার আনন্দময়ত্বের বাণী শুনাইয়া যেন পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। সে ব্রহ্ম আবার বাইরের, অনাত্মীয় কোনও বস্তু নয়। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—আত্মাই সত্য, আত্মাই বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন। আত্মাই অমৃত ও অভয়। আত্মাকে জানিলে, "অমৃত ও অভয়" হওয়া যায়। ইহাই উপনিষদ্ তত্ত্ব – ইহাই রহস্য। এ তত্ত্ব অধিগত হইলে, সকল গ্রন্থি অপগত হইয়া যায়, সকল শোক দূর হইয়া যায়। সোপেন হাওয়ার, শূন্যবাদী বৌদ্ধদের মতন, কাছে গিয়াও, এ তত্ত্বের নাগাল পান নাই। কাজেই, pessimism এ বিশ্বাত্মার তপ্ত নিশ্বাস যেন ঘনীভূত হইয়া বাহির হইয়াছে। তলাইয়া দেখিলে, ভারতীয় বিদ্যায় বন্ধনের, পরতন্ত্রতার, দুঃখের সত্যকার স্থান নাই। আমরা অনেকে আজকাল অবিদ্যার ভজনা করিতেছি।

সুতরাং, ভারতীয় বিদ্যার পরিণতি ও বিকাশ ক্যাণ্টে, সোপেন হাওয়ারে অথবা হেগেলে—একথা অসম্যগ্‌দর্শীর কথা। সে বিদ্যা ও এ বিদ্যা এক জিনিষই নয়। তার সাধন আর এর সাধন একরূপ নয়। আবার মৈত্রি উপনিষৎ হইতে দুইটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি:—অপর দৃষ্টান্তে "যশ্চৈযোঽগ্নৌ যশ্চায়ং হৃদয়ে যশ্চসাবাদিত্যে স এষ এক ইত্যেকস্য হৈকত্বমেতি য এবং বেদ"—অগ্নিতে জ্যোতীরূপ, হৃদয়ে সাক্ষিচৈতন্য ও অন্তর্য্যামিরূপে এবং সূর্য্যে প্রকাশরূপে একই বস্তু রহিয়াছেন; সেই বস্তু পরমাত্মা, যিনি ইহা জানেন, তিনি সেই পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব লাভ করেন।

সে বিদ্যা ও এ বিদ্যা এক নয়।

অহঙ্কার শরীর, যিনি অহঙ্কারের অন্তরে সঞ্চরণ করেন, কিন্তু অহঙ্কার যাঁহাকে জানিতে পারেন না, যাঁহার চিত্ত শরীর, যিনি চিত্তের অন্তরে সঞ্চরণ করেন, কিন্তু চিত্ত যাঁহাকে জানে না, যাঁহার অব্যক্ত শরীর, যিনি অব্যক্তের অন্তরে বিচরণ করেন, যাঁহাকে অব্যক্ত জানে না, যাঁহার অক্ষর শরীর, যিনি অক্ষরের অন্তরে বিচরণ করেন, যাঁহাকে অক্ষর জানে না, যাঁহার মৃত্যু শরীর, যিনি মৃত্যুর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, কিন্তু মৃত্যু যাঁহাকে জানিতে পারে না, তিনিই এই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা দ্যোতনাত্মক লোক অবস্থিত দীপ্তিশীল নারায়ণ। ইঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না॥" এখানে পাইলাম যে, নারায়ণ ব্যক্ত, অব্যক্ত, অক্ষর এবং মৃত্যু (বা ক্ষয়) এ সকলেরই অন্তরে বিচরণ করেন (এইজন্য, তেজবিন্দুপনিষৎ, ৪ বলিতেছেন—"ত্রিধামা হংস উচ্যতে"—তিন ধাম বা পুরে বাস ও বিচরণ করেন বলিয়া ইনি "হংস"), অথচ, এ সকল কেহই তাঁহাকে জানে না। ব্যক্ত, অব্যক্ত, অক্ষর, ক্ষয়—এ দ্বিবিধ দ্বন্দ্বের অতীত বলাতে তাকে কালাতীত, দেশাতীত ও কার্য্যকারণাতীত করা হইল বটে, কিন্তু শ্রুতি সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন—"দেবো দেব একো নারায়ণঃ"—দ্যুতিমত্ব বা জ্যোতিষ্মত্বই হইল তাঁর পরিচয়। অতএব, পাশ্চাত্য দর্শনের অজ্ঞেয়তা বাদে উপসংহার করা হইল না। তেজবিন্দুউপনিষৎ প্রথমেই ধ্যান তিন রকমের

কিন্তু এ সকলই যে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা, তাহা জানিব কিরূপে? কেবল তর্ক বিচার করিয়া কি? তাহা নহে। "তথা তৎপ্রয়োগকল্পঃ প্রাণয়ামঃ প্রত্যাহারো ধ্যানং ধারণা তর্কঃ সমাধিঃ ষড়ঙ্গ ইত্যুচ্যতে যোগঃ—এক কথায়, "যোগ" হইতেছে, তাঁকে জানিবার উপায়। 'তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন" —অর্জ্জুনকে এ যোগে অধ্যবসায়শীল হইতে বলিয়াছিলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। পাশ্চাত্যদেশে তর্ক বা Logic (empirical অথবা transcendental) ছাড়া তত্ত্বের কাছে লইয়া যাইবার অপর কোনও "গাইড্" মধ্যযুগের রহস্যবাদের অন্তর্ধানের পর বহুদিন, হাজির ছিলেন না; সম্প্রতি বার্গসোঁ প্রভৃতির দর্শনে "ইনটুইসন" দেখা দিয়া খাঁটি পথের হদিশ কতকটা আমাদের দিয়াছে; কিন্তু ভারতের প্রবীণ অষ্টাঙ্গ বা ষড়ঙ্গ যোগের তুলনায় পশ্চিমের এই নূতন পথ প্রদর্শকটি নিতান্তই "শিশু" নয় কি? ১

অধ্যাত্মবিদ্যা অবাস্তব?

একটা দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করিলাম, কিন্তু আরও অনেক দৃষ্টান্ত লইয়া দেখাইতে পারা যাইত যে, ভারতে (এবং সম্ভবতঃ অন্য অন্য প্রাচীন দেশেও কতক কতক) "বিদ্যা" যে আকারে এবং যে প্রকারে (methodএ) অনুশীলিত ও সাধিত হইত, এখন সুসভ্য জগতে, তাহা সে আকারে ও সে প্রকারে অনুশীলিত হয় না। যে প্রাচীন বিদ্যাকে রহস্য বিদ্যা বা mysticism—এই জাব্‌দা লেবেল আঁটিয়া, "অকে'জো", "অবাস্তব" জিনিষের কোটায় ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। সে অধ্যাত্ম বিদ্যা (আত্মা,

---

বলিতেছেন—স্থূল, সূক্ষ্ম, পরমসূক্ষ্ম। এই তিন ধাপ উঠিলে তবে তত্ত্বের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। এই সঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উ, ৬।১, ২, ৩, ৫, ৬ মন্ত্রগুলি আলোচ্য। ২য় মন্ত্রে ব্রহ্ম="কাল কাল"= কালেরও কলনকর্ত্তা।

১ যোগতত্ত্ব একটা খুবই প্রাচীনতত্ত্ব—বেদে ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, এমন কি "প্রাচীন" উপনিষৎ গুলিতে এ তত্ত্ব ছিল না—সাধারণতঃ বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী কালেই এ তত্ত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে—এ অনুমানের কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই। ঋগ্ বেদোদিতে কতকটা প্রচ্ছন্নভাবে, ব্রাহ্মণ আরণ্যকে অপেক্ষাকৃত ব্যক্তভাবে এবং উপনিষৎগুলিকে খোলসা করিয়াই যোগতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। রহস্যানুভূতি এবং রহস্যানুষ্ঠানই ছিল ঐ সকল শাস্ত্রের আসল কথা। এ কথা হালের মানবতত্ত্ববিদেরাও স্বীকার করিতেছেন। তবে, সে রহস্যানুভূতির গভীরতা ও সত্যতা এবং যে রহস্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যের ব্যাপকতা ও সফলতা সম্বন্ধে এখনও অনেকেরই ধারণা নিঃসঙ্কোচ হয় নাই। Dr. Jane Ellen Harrison তাঁর "Ancient Art and Ritual নামক পুস্তিকায় অতীত, আদিম অনুষ্ঠানগুলিকে অনেকটা ঠিকভাবে ধরার দিকেই গিয়াছেন। আদিমযুগ হইতেই সকল সমাজে নানারকমের নৃত্য একটা অনুষ্ঠান হিসাবে চলিয়া আসিতেছে, এ প্রসঙ্গে উক্ত লেখিকা বলিতেছেন :—"Anthropologists who study the primitive

প্রাণ, ইন্দ্রিয়, জগৎ—এ সকলের বিদ্যা) যদি অবাস্তব হয়, যে বিদ্যায় স্বারাজ্য, অমৃত ও অভয় আনিয়া দেয়, সে বিদ্যা যদি "অকেজো" হয়, তবে বাস্তব কোন্ বিদ্যা, কে'জো কোন্ শাস্ত্র ? বর্ত্তমান যুগ যে দুইটা দাবী উপস্থিত করে, তার মধ্যে একটা দাবী হয়ত আংশিক ভাবে যথার্থ হইতে পারে, কিন্তু অপর দাবীটা মোটেই যথার্থ নয়। প্রথম দাবী—আজকাল আমরা সৃষ্টির বাহিরের কাঠামোখানি যতটা বুঝিয়াছি, এবং বুঝিয়া আমাদের কাজে লাগাইয়াছি, প্রাচীনেরা ততটা করিতে পারেন নাই। একভাবে দেখিলে, একথা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অপর দাবীটা—যে বর্ত্তমান যুগ প্রাচীনদের অনুশীলিত বিদ্যাকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে আরও প্রসার ও সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে। এটা যথার্থ নয়। অন্ততঃ প্রাচীন বিদ্যার যেটা আসল অঙ্গ, সেটা সম্বন্ধে এ দাবী যথার্থ নয়। "পুরাতন" উপনিষৎগুলিতে অধিভূত, অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম এই তিন থাকের আলোচনা ও অন্বেষণ দেখিতে পাই। এখন, মোটের মাথায় এটা কেহ স্বীকার করিলেও করিতে পারেন যে, প্রথম থাকের সমীক্ষা ও পরীক্ষায় বর্ত্তমান জগৎ খুবই অগ্রসর হইয়াছেন ; এমনও হইতে পারে যে, পূর্ব্ববর্ত্তীরা যতখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারিতেছি, তার চাইতেও হালের বিদ্যা বেশী আগাইয়া গিয়াছেন। তবে, একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা অগভীর গবেষণায় ও চিন্তায় বেদ প্রভৃতি প্রাচীন বিদ্যার তথ্য ও তত্ত্ব যতটুকু আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি, সেইটুকু অবলম্বন করিয়াই, বেদ ও বিজ্ঞানে, একটা তুলনামূলক সমালোচনা করিতে ছুটিয়া যাই। এবং তার ফলে,

---

peoples of today find that the worship of false gods bowing "down to wood and stone," bulks larger in the mind of the hymn-writer than in the mind of the savage. We look for temples to heathen idols ; we find dancing places and ritual dances. The savage is a man of action. Instead of asking a god to do what he wants done, he does it or tries to do it himself ; instead of prayers he utters spells, In a word, he practises magic, and above all he is strenuously and frequently engaged in dancing magical dances, When a savage wants sun or wind or rain he does not go to church and prostrate himself before a false god ; he summons his tribe and dances a sun dance or a wind dance or a rain dance. When he would hunt and catch a bear, he does not pray to his god for strength to outwit and outmatch the bear, he rehearses his hunt in a bear dance."

CC-0. Agamnigam Digital Preseyation Foundation, Chandigarh

বেদের তরফ হইতে যাহা কিছু হাজির করিতে পারি, তার প্রায় সবটুকুই নিতান্ত অপরিণত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে দিই। বেদের physics তাই নিতান্ত হাস্যাস্পদ; physics কথাটাকে ব্যাপক করিয়া এখানে ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু, বেদবিদ্যা একটু তলাইয়া দেখার প্রয়োজন আছে, এবং তার কথঞ্চিৎ অবসরও উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এই "ইতিহাসের" একখণ্ডে যথাসম্ভব তলাইয়া দেখিয়া, বেদ ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রচলিত ধারণাটির কতকটা পঙ্কোদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব। এখানে না হয়, সাধারণ সমালোচকদের সুরে সুর দিয়াই এটা মানিয়া লইলাম যে, বেদে "বিজ্ঞান" (Science) যা আছে, তা বড়ই "কাঁচা"; কিন্তু পক্ষান্তরে বেদ, বিশেষতঃ উপনিষদ্‌গুলি, যে "বিজ্ঞান" আরুণি, শ্বেতকেতু প্রভৃতি সংবাদে প্রসন্ন গম্ভীর স্বরে আমাদের শুনাইয়াছেন, তার পাশে বর্ত্তমান যুগের তত্ত্বকাহিনী (Philosophy of Matter, Life, Mind)কে অনেকাংশে "চপলং বালভাষিতং" বলিয়া ঠেকে না কি ?

যুগ নির্দ্দেশ।

এখানে বিচার অনাবশ্যক। কথাটা দাঁড়াইতেছে যে, তথ্যগ্রাহী হিসাবে বর্ত্তমান যুগের যতই গৌরব আমরা স্বীকার করি না কেন, তত্ত্বদর্শী হিসাবে প্রাচীন যুগের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, ব্রহ্মবিদ্যার (প্রাণবিদ্যা প্রভৃতি তারই অন্তর্ভুক্ত) যুগ মহিমায় ও গৌরবে কাহারও তুলনায় হীন নয়। প্রাচীন যেন ঋষির যুগ; মধ্যযুগ যেন স্মৃতির যুগ; এখন বিস্মৃতির মাঝে নূতন করিয়া সংগ্রহ সঙ্কলন করার যুগই যেন চলিয়াছে। অবশ্য, সামান্য ভাবেই এই বিবৃতি দিতেছি। দৃষ্টান্ত-

---

"Here, again, we have some modern prejudice and misunderstanding to overcome. Dancing is to us a light form of recreation practised by the quite young from sheer joie de vivre, and essentially inappropriate to the mature. But among the Tarahumares of Mexico the word nolavoa means both "to work" and "to dance" An old man will reproach a young man saying, "Why do you not go and work ?" (nolavoa). He means "why do you not dance instead of looking on ?" It is strange to no to learn that among savages, as a man passes from childhood to youth, from youth to mature manhood, so the number of his "dances" increases, and the number of these "dances" is the measure pari passu of his social importance. Finally, in extreme old age he falls out, he ceases to exist, because he cannot dance ; his dance, and with it his social status, passes to another and a younger."—

প্রাণ, ইন্দ্রিয়, জগৎ—এ সকলের বিদ্যা) যদি অবাস্তব হয়, যে বিদ্যায় স্বারাজ্য, অমৃত ও অভয় আনিয়া দেয়, সে বিদ্যা যদি "অকেজো" হয়, তবে বাস্তব কোন্ বিদ্যা, কে'জো কোন্ শাস্ত্র? বর্ত্তমান যুগ যে দুইটা দাবী উপস্থিত করে, তার মধ্যে একটা দাবী হয়ত আংশিক ভাবে যথার্থ হইতে পারে, কিন্তু অপর দাবীটা মোটেই যথার্থ নয়। প্রথম দাবী—আজকাল আমরা সৃষ্টির বাহিরের কাঠামোখানি যতটা বুঝিয়াছি, এবং বুঝিয়া আমাদের কাজে লাগাইয়াছি, প্রাচীনেরা ততটা করিতে পারেন নাই। একভাবে দেখিলে, একথা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অপর দাবীটা—যে বর্ত্তমান যুগ প্রাচীনদের অনুশীলিত বিদ্যাকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে আরও প্রসার ও সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে। এটা যথার্থ নয়। অন্ততঃ প্রাচীন বিদ্যার যেটা আসল অঙ্গ, সেটা সম্বন্ধে এ দাবী যথার্থ নয়। "পুরাতন" উপনিষৎগুলিতে অধিভূত, অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম এই তিন থাকের আলোচনা ও অন্বেষণ দেখিতে পাই। এখন, মোটের মাথায় এটা কেহ স্বীকার করিলেও করিতে পারেন যে, প্রথম থাকের সমীক্ষা ও পরীক্ষায় বর্ত্তমান জগৎ খুবই অগ্রসর হইয়াছেন; এমনও হইতে পারে যে, পূর্ব্ববর্ত্তীরা যতখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারিতেছি, তার চাইতেও হালের বিদ্যা বেশী আগাইয়া গিয়াছেন। তবে, একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা অগভীর গবেষণায় ও চিন্তায় বেদ প্রভৃতি প্রাচীন বিদ্যার তথ্য ও তত্ত্ব যতটুকু আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি, সেইটুকু অবলম্বন করিয়াই, বেদ ও বিজ্ঞানে, একটা তুলনামূলক সমালোচনা করিতে ছুটিয়া যাই। এবং তার ফলে,

---

peoples of today find that the worship of false gods bowing "down to wood and stone," bulks larger in the mind of the hymn-writer than in the mind of the savage. We look for temples to heathen idols; we find dancing places and ritual dances. The savage is a man of action. Instead of asking a god to do what he wants done, he does it or tries to do it himself; instead of prayers he utters spells, In a word, he practises magic, and above all he is strenuously and frequently engaged in dancing magical dances, When a savage wants sun or wind or rain he does not go to church and prostrate himself before a false god; he summons his tribe and dances a sun dance or a wind dance or a rain dance. When he would hunt and catch a bear, he does not pray to his god for strength to outwit and outmatch the bear, he rehearses his hunt in a bear dance."

বেদের তরফ হইতে যাহা কিছু হাজির করিতে পারি, তার প্রায় সবটুকুই নিতান্ত অপরিণত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে দিই। বেদের physics তাই নিতান্ত হাস্যাস্পদ; physics কথাটাকে ব্যাপক করিয়া এখানে ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু, বেদবিদ্যা একটু তলাইয়া দেখার প্রয়োজন আছে, এবং তার কথঞ্চিৎ অবসরও উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এই "ইতিহাসের" একখণ্ডে যথাসম্ভব তলাইয়া দেখিয়া, বেদ ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রচলিত ধারণাটির কতকটা পঙ্কোদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব। এখানে না হয়, সাধারণ সমালোচকদের স্বরে স্বর দিয়াই এটা মানিয়া লইলাম যে, বেদে "বিজ্ঞান" (Science) যা আছে, তা বড়ই "কাঁচা"; কিন্তু পক্ষান্তরে বেদ, বিশেষতঃ উপনিষদ্‌গুলি, যে "বিজ্ঞান" আরুণি, শ্বেতকেতু প্রভৃতি সংবাদে প্রসন্ন গম্ভীর স্বরে আমাদের শুনাইয়াছেন, তার পাশে বর্ত্তমান যুগের তত্ত্বকাহিনী (Philosophy of Matter, Life, Mind)কে অনেকাংশে "চপলং বালভাষিতং" বলিয়া ঠেকে না কি?

যুগ নির্দ্দেশ।

এখানে বিচার অনাবশ্যক। কথাটা দাঁড়াইতেছে যে, তথ্যগ্রাহী হিসাবে বর্ত্তমান যুগের যতই গৌরব আমরা স্বীকার করি না কেন, তত্ত্বদর্শী হিসাবে প্রাচীন যুগের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, ব্রহ্মবিদ্যার (প্রাণবিদ্যা প্রভৃতি তারই অন্তর্ভুক্ত) যুগ মহিমায় ও গৌরবে কাহারও তুলনায় হীন নয়। প্রাচীন যেন ঋষির যুগ; মধ্যযুগ যেন স্মৃতির যুগ; এখন বিস্মৃতির মাঝে নূতন করিয়া সংগ্রহ সঙ্কলন করার যুগই যেন চলিয়াছে। অবশ্য, সামান্য ভাবেই এই বিবৃতি দিতেছি। দৃষ্টান্ত-

---

"Here, again, we have some modern prejudice and misunderstanding to overcome. Dancing is to us a light form of recreation practised by the quite young from sheer joie de vivre, and essentially inappropriate to the mature. But among the Tarahumares of Mexico the word nolavoa means both "to work" and "to dance" An old man will reproach a young man saying, "Why do you not go and work?" (nolavoa). He means "why do you not dance instead of looking on?" It is strange to no to learn that among savages, as a man passes from childhood to youth, from youth to mature manhood, so the number of his "dances" increases, and the number of these "dances" is the measure pari passu of his social importance. Finally, in extreme old age he falls out, he ceases to exist, because he cannot dance; his dance, and with it his social status, passes to another and a younger."—

স্বরূপে একটা কথা সংক্ষেপে বলা যায়। তত্ত্বদর্শনের ফলে প্রাচীনেরা ইতিহাসের বা যুগপ্রবাহের খাঁটী চেহারাটা দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুর বিশ্বাস; পুরাণাদিতে সে চেহারাটি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট। ইতিহাসের প্রকৃতিটি সেখানে ধরা পড়িয়াছে। বর্ত্তমান যুগে, তথ্যাদির সংগ্রহ ও বিন্যা উত্তমরূপেই চলিতেছে; কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টির অভাবে, ইতিহাসের, অর্থ ভগবানের যুগ-মূর্ত্তির, প্রকৃত প্রাণস্পন্দনটি তেমন ধরা পড়িতেছে না। সমগ্র বিশ্বঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে মানবসমাজেতিহাসের যে কোথায় কি ভাবে সম্বন্ধ, সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট জ্ঞান বা ধারণা এখন সজাগ নাই। সজাগ থাকিলে, আমরা, সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে বসিয়া, "প্যালিওলিথিক ম্যান" থেকে আরম্ভ করিয়া একটানা অভ্যুদয়ের একটা রিপোর্ট খাড়া করিতে হয়ত চেষ্টা করিতাম না। আমরা দেখিতে পাইতাম, সভ্যতার মূল শিকড়গুলি কোন্‌খান হইতে তাদের রসধারা সংগ্রহ করিতেছে; কারা, মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রের কতকটা অন্তরালে থাকিয়াও, মানুষের অন্তরাত্মায়, অধিকার ও অবসর বুঝিয়া, বড় বড় ভাব-বীজ (seeds of ideas or creative ideas) গুলির অনুপ্রেরণা দেন। এটাও আমরা বুঝিতাম. যে, একটা বৃক্ষের জীবনে যেমন ঋতু-বিপর্য্যয় ও ঋতু-চক্রের অনুযায়ী আবর্ত্তন আছে, সমাজ-বৃক্ষের জীবনেতিহাসেও তেমনি উপচয়-অপচয়, বিকাশ-সঙ্কোচ, আবির্ভাব-তিরোভাবের একটা "চক্র" (cycle) আছে, যার ফলে, সময়ে সময়ে, যেন কতকটা মানুষের চেষ্টানিরপেক্ষ ভাবেই, সমাজে ও জাতিবিশেষের ভাগ্যে উত্থান-পতনের তরঙ্গ (curve) খেলিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝিতাম যে, একটা বিকাশ-যুগের (Period of evolutionএর) যেগুলি ফল, সেগুলি সঙ্কোচ-যুগে (Period of involutionএ) হয়ত বীজ (seed) ভাবে

(PP, 30-31)। বাহ্য প্রকৃতির এবং পশুপক্ষীদের সাথে মানুষ যখন নিজের একপ্রাণতা" (Community) অনুভব করে, এবং তাদের আনন্দ ও ছন্দঃ নিজের অনুভবে ও অনুষ্ঠানে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে, তখন মানব "totemism" নামক সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে রহিয়াছে—এরূপ মনে করার কারণ নাই। আনন্দ, ছন্দে, ব্যবহারে "একপ্রাণতা" যখন তত্ত্ব, তখন সে তত্ত্বের সঙ্গে সংযোগটা যেখানে বাহাল রহিয়াছে, সেখানেই সত্য ধারণা ও সংস্কার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, মনে করিতে হইবে। অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত "ম্যাজিক" ভাল, কি উপাসনা (Prayer) ভাল, তা লইয়া বিচার অনাবশ্যক। দুইটাই রাস্তা। রোগ সারাইতে গেলে (১) বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা চলিতে পারে; (২) হিপ্‌নোটিজম্ (সজেস্‌চন্) প্রভৃতি পুরাতন ও আধুনিক উপায় অবলম্বিত হইতে পারে; (৩) শান্তিস্বস্ত্যয়ন, স্তবস্তুতি প্রার্থনা চলিতে পারে। এ সব উপায়ের কোন্‌টা ভাল, কোনটা মন্দ—সে বিচার অনাবশ্যক। তবে

থাকিয়া যায়, আবার সে সমাজের বিকাশের দিন আসিলে, সে গুলি নূতন করিয়া হয়ত ফুটিয়া উঠিতে পারে ; অথবা, সে সমাজ যদি ব্যক্তভাবে তেমন সজীব না থাকিয়া যায়, তবে, তার বীজগুলি, সংস্কার ভাবে, অন্য কোনো বা কতকগুলি সমাজ উত্তরাধিকার-সূত্রে, "দায়ভাগে" প্রাপ্ত হয়। প্রাচীন কোনো সমাজের "বীজ" গুলি তার সঙ্কোচকালে "নিদ্রিত" ত' থাকেই; পরন্তু, এমনও হইতে পারে যে, ভারী কোনো সমাজও হয়ত ঠিক সেই বীজগুলি আত্মসাৎ করিয়া তাদিগকে আপনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত করিয়া লইতে পারে নাই। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যায়, ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার এই হা'ল হইরাছে। ভারতের প্রাণ-সঙ্কোচ দিনে তার বিকাশ ত' নাই-ই; পরন্তু কোনো নবীন সমাজও তাকে নিজের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বিকাশদান করিতে পারে নাই।

বিদ্যার বিকাশে যুগধর্ম্ম।

যুগধর্ম্ম বুঝিলে, সুতরাং এটাও বুঝিতাম যে, অভ্যুদয় ব্যাপারটি সোজাসুজি ভাবে, একটানা ভাবে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র চলিতেছে না। শুধুই তাহাই নয়, বিশ্ব-সমাজের সকল শাখাগুলিই যুগপৎ, সমান ভাবে, অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয় নাই, অথবা হইতেছে না ; সভ্যতা বা বিদ্যারও কোনো কোনো "দিক্" হয়ত যুগ-বিশেষে ও দেশবিশেষে যেমন পরিপুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে, অন্যযুগে বা দেশে হয়ত তেমন হয় নাই। উদাহরণ-স্থলে, আবার সেই প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যার কথাই বলিতে পারি। আমরা ভবিষ্যতে সে বিদ্যার আলোচনা-স্থলে দেখিতে পাইব যে, সে বিদ্যা তার সাধন ও সিদ্ধি, উপায় ও ফল, লক্ষণ ও নিদান—এই দুই দিক্ দিয়াই স্বতন্ত্র রকমের ছিল; বর্ত্তমান বিদ্যা

মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের "ঝাড়া-ফুঁকা" "জলপড়া তেলপড়া" ইত্যাদি যেমন ধারা এখন সুসভ্য ফরাসী প্রভৃতি দেশে suggestion প্রভৃতি আকারে রোগ পীড়া সারানর অভিনব ও সহজ উপায় রূপে গৃহীত হইতেছে, তেমনি আদিম মানবের "ম্যাজিক", "স্পেল" প্রভৃতিও একটী "প্রত্নবিজ্ঞান" এরই সামিল ছিল, এবং ভবিষ্যতে হয়ত রূপান্তরিত হইয়া আবার "সত্য-বিজ্ঞান" আকারে হাজির হইতে পারে, এমন আমরা মনে করিলে করিতে পারি। নানা রকমের ও স্তরের রহস্যানুভূতি ও রহস্যানুষ্ঠান লইয়াই সে প্রত্নবিজ্ঞান ছিল—এক কথায় যোগতত্ত্ব তার মূলে ছিল। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ও ঐতিহ্যগুলিতে সেই গভীর আদিম প্রত্নবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি সাঙ্কেতিক ভাষায় এবং নানা গ'ল্পর আবরণে আমরা দেখিতে পাই। প্রত্যেক অনুষ্ঠানটীর পিছনে কোনো কালে যে একটী জীবন্ত সত্য রহস্যানুভূতি বা যোগজ জ্ঞান ছিল—এমন মনে করার কারণ দেখিতে পাই। ঐ সকল আদিম যুগের নাচের ছন্দোতত্ত্ব ত' রহিয়াছেই তাছাড়া, Suggestion, Anto-suggestion, Animal Magnetism, Psychometry, Divination ইত্যাকার অনেক অধুনা-পরিচিত আকারে "Occult Phenomena" বিদ্যমান ছিল। ছন্দোতত্ত্ব ও যজ্ঞতত্ত্বের কথা আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।

বা Philosophyর Concepts গুলার সঙ্গে তার Concepts গুলার ঠিক মিল নাই; আর সব চাইতে সে অতীত যুগের এইটাই বড় বিশেষত্ব ছিল যে, সে সময় কোনো Concept কেবল মনন দ্বারা (Intellectually) বুঝিয়া বা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া কেহ নিবৃত্ত হইত না; তাহাকে উপায়-বিশেষের দ্বারা "দর্শন" বা উপলব্ধি করিবার যত্ন লওয়া হইত। সেই কারণে ব্রহ্মবিদ্যাটিকে নানাভাবে, নানা দিক্ দিয়া আয়ত্ত করিবার জন্য, অধিকারাদি অনুসারে, নানা পন্থা বা মার্গ "(Paths)" আচার্য্য-শিষ্য-সম্প্রদায়ক্রমে প্রসারিত, প্রচলিত ছিল। এখন বিজ্ঞানে যে রীতি অনুসৃত হইতেছে, তখন অধ্যাত্মরাজ্যেও সেই রীতিই অনেকটা অনুসৃত হইত। "উপনিষৎ"[১] বা "তন্ত্র"—এ সকল কথার মানেও তাই।

তুলনা।

মোটের উপর তুলনা করিয়া দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমান যুগ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎটাকে লইয়া যতই না সমীক্ষা-পরীক্ষা করিয়া থাকুক, এবং সে পরীক্ষাদির ফলগুলিকে যতই না সে তার ঐহিক পুরুষার্থ (প্রধানতঃ অর্থ ও কাম) সাধনে নিয়োজিত করিতে পারুক, অধ্যাত্ম, অধিদৈবত ও আমুষ্মিক (অথবা পারলৌকিক) বিষয়ের অনুশীলনে ও অভিজ্ঞতায়, বর্ত্তমান যুগ অতীতের কোনো কোনো যুগের কাছে কতকটা "বর্ব্বর"। সম্প্রতি জড়বিজ্ঞানের এবং মনোবিজ্ঞানের একটা নূতন "গ্রন্থিভেদ" হইয়া তাদের সামনে একটা অভিনব সূক্ষ্ম জগৎ ধীরে ধীরে উদ্‌ভাসিত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া, আমরা হয়ত আশা করিতে পারি যে, সভ্যতা-দৃপ্ত নবীনের এই বর্ব্বরতা অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই অনেকটা অপগত হইয়া যাইবে। তখন হয়ত নবীন, প্রবীণের ধর্ম্মবিশ্বাস, যজ্ঞ, তন্ত্র-মন্ত্র, আর আর

---

[১] উপ-নি-পূর্ব্বক সদ্ ধাতু হইতে "উপনিষৎ" নিষ্পন্ন। সদ্ ধাতুর মানে অবসাদন, গতি ও বিশরণ। যাহা সংসার বুদ্ধিকে এবং তন্মূলীভূত অবিদ্যাকে অবসন্ন ও শিথিল করে, যাহা আত্মা বা ব্রহ্মকে পাওয়ায় (গতি) এবং যাহা অনাদি অবিদ্যা সংস্কারের বন্ধন বিশরণ করে—সেই ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষৎ। "উপনিষৎ" কথাটা যে "রহস্য" অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তা আমরা দেখিয়াছি। শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ ভাষ্যকারেরা "উপনিষৎ" কথাটার পূর্ব্বভাবে ব্যখ্যা দিয়াছেন। তন্ ধাতু বিস্তার; সেই বিস্তারার্থক তন্ ধাতু হইতে (অথবা "তত্র" ধাতু হইতে) "তন্ত্র" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তন্ত্র an operation which releases and directs forces, and makes a thing grow. Grow কথাটাকে ব্যাপক অর্থে লইতে হইবে যজ্ঞতত্ত্বে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা করিব। উপনিষৎগুলিতে কতকগুলি রহস্যানুষ্ঠান সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে (আমরা আগে বৃ. উ, এবং ছা. উ. হইতে স্থাণুতে সংস্কৃত, মন্ত্রপূত "মন্থ" নিষেকের বিবরণ শুনাইয়াছি)। এখানে শুকরহস্যোপনিষৎ হইতে একটা নমুনা শুনাইতেছি। অনু-

CC-0. Agamnigam Digital Preseyation Foundation, Chandigarh

সব ভাব ও অনুষ্ঠানকে বর্ব্বরতার 'জের' বলিয়াই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। তখন বেদ, অবেস্তা প্রভৃতি সত্যকার বোঝার দিন আসিবে।

প্রাচীন বিদ্যায় স্বতন্ত্র কুঠুরী ?

তখন এটা হয়ত বোঝা যাইবে যে, বর্ব্বর সমাজের অনেক ম্যাজিক, "তুক্‌তাকের" মূল কোন্‌খানে; আর, প্রাচীন কালের একটা সভ্য সমাজেও কেমন করিয়া, অতি উচ্চ, অতি উদার, অতি গভীর, অতি নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানের বা প্রাণবিদ্যা বা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বা মধুবিদ্যার পাশে পাশে যজ্ঞের খুটিনাটি অনুষ্ঠানগুলি চলিত, নানা রকমের "নিরর্থক," "তুচ্ছার্থ," "অস্পষ্টার্থ" ও "বিরুদ্ধার্থ" মন্ত্র-তন্ত্র জটলা পাকাইয়া চলিত। এতদিন নবীন "অধ্যাত্ম, অধিদৈবত" বিজ্ঞানে কথঞ্চিৎ আনাড়ী ছিলেন বলিয়াই, ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে যজ্ঞ হোমের অশোভন অসামঞ্জস্য বই আর কিছু আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁর বিচারে এতদিন প্রবীণের বা প্রাচীনের আত্মা দুইটা সম্পূর্ণ আলাদা কুঠারীতে ভাগ হইয়া পড়িয়াছিল—একটা কুঠারীতে ব্রহ্মবিদ্যা, প্রাণবিদ্যা ইত্যাদি সত্যকার বিদ্যা বাস করিত; অপরটায়, সত্য-বিদ্যার কোনো তোয়াক্কা না রাখিয়া, বিদ্যার নামে মিথ্যা বা অপবিদ্যা নিরুদ্বেগে বসবাস করিতে পাইত। প্রাচীনের ষোল আনা আত্মা সুসম্বদ্ধ বা organised হইতে পারে নাই বলিয়া, এই কুঠারী ভাগের ব্যবস্থা চলিতে পারিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখন আবার বলিতেছি যে, এই বর্ণনা নবীনের অজ্ঞতা-প্রসূত আত্মশ্লাঘার পরিপোষক যতই হউক না কেন, ইহা যথার্থ নয়; এবং এই বর্ণনা দিয়া আমরা প্রাচীনের প্রতি যে অবিচার এতদিন করিয়া আসিতেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত, বর্ত্তমান সভ্যতার মরণের দ্বারাই আমাগের করিতে হইত, যদি না খোদ বৈবস্বত মনু, অথবা তাঁর "ডেপুটিবর্গ,"

ষ্ঠানের মন্ত্রগুলি যে গভীরার্থ-প্রকাশক তা ধরিতে বেগ পাইতে হইবে না।—ওঁ অস্য শ্রীমহাবাক্য মহা মন্ত্রস্য হংস ঋষিঃ। অব্যক্ত গায়ত্রী ছন্দঃ। পরমহংসো দেবতা। হং বীজম্। সঃ শক্তিঃ। সোঽহং কীলকম্। মম পরম হংস প্রীত্যর্থে মহাবাক্য জপে বিনিয়োগঃ। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম অনুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নিত্যানন্দো ব্রহ্ম তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। নিত্যানন্দ ময়ং ব্রহ্ম মধ্যমাভ্যাং বষট্। যো বৈ ভূমা অনামিকা ভ্যাং হুম্। যো বৈ ভূমাধিপতিঃ কনিষ্ঠিকাভ্যাং বৌষট্। একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম করতলকর পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্॥ সত্যং জ্ঞান মনন্ত ব্রহ্ম হৃদয়ায় নমঃ। নিত্যানন্দো ব্রহ্ম শিরসে স্বাহা নিত্যানন্দ ময়ং ব্রহ্ম শিখায়ৈ বষট্। যো বৈ ভূমা কবচায় হুম্। যো বৈ ভূমাধিপতিঃ নেত্রত্-ত্রয়ায় বৌষট্। এক মেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম অস্ত্রায় ফট্। ভূর্ভুবঃ স্বরোমিতি দিগ্বন্ধঃ। ধ্যানম্। নিত্যানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং বিশ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্। একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষিভূতং ভাবাতীতং ত্রিগুণ-

এই বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই, জড়বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান —এসকলের ভিতরে, মোড় ফিরিবার (new orientation পাইবার) একটা সুস্পষ্ট প্রেরণা (impetus) সঞ্চারিত করিয়া দিতেন।

বাঙ্গালী ধারণার সংশোধন।

এনিমিজ্‌ম, টটেমিজ্‌ম, সাবাইজ্‌ম—এ সমস্ত "ইজ্‌ম" কেই এখন সংশোধন, পরিবর্ত্তন, এমন কি, পরিবর্জ্জন করার দিন আসিতেছে। বিজ্ঞানে তড়িদণু (ইলেকট্রণ), রেডিয়াম, রেডিও-মেসেজ প্রভৃতি দেখা দিয়েছে বলিয়া প্রাচীনদের আকাশ, বায়ু ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝিবার সুবিধা আমাদের হইতেছে; কেমন ভাবে, তা আমরা পরে প্রমাণাদি সহ আলোচনা করিব। পক্ষান্তরে, thought-transference, "X-ray vision," "automatic writing," Psychic and mental healing, "animal magnetism," Survival after death, এই সকল নূতন তথ্য (Phenomena) ক্রমশঃ দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে, প্রাচীনদের অধ্যাত্ম, অধিদৈবত এবং পারলৌকিক অনেক "রহস্য" এখন বুঝিতে পারার সূচনা হইতেছে। এতদিন Phenomena গুলিকে অমূলক (হয় illusion, নয় allegory, নয় নিছক imagination) বলিয়া ধরিয়া লইয়াই আমরা ব্যাখ্যা দিতে সুরু করিতাম; কাজেই এনিমিজ্‌ম, টটেমিজ্‌ম ছাড়া অন্য পথ খুঁজিয়া পাইতাম না। এখন যদি বুঝিতে পারি যে, এ সবের তলায় সত্যের ভিত্তি রহিয়াছে, এবং আজ যদি অভিনব সমীক্ষা-পরীক্ষার প্রসাদে, সে গুপ্ত ভিত্তির সন্ধান আমরাও পাইতে আরম্ভ করি, তবে, এই দুইটা কথা মনে করাই স্বাভাবিক হইবে:—প্রথম, সে ভিত্তি যখন পাকা সত্য, তখন তার উপরে প্রাচীনেরা যে রহস্য-বিদ্যার ইমারত খাড়া করিয়াছিলেন, সে ইমারত

রহিতং মদ্‌গুরুং তং নমামি। তারপর ঐ শুকোপনিষৎই তত্ত্বমসি প্রভৃতি চারিটি মহাবাক্যের এক একটা পদ ধরিয়া অঙ্গন্যাস ধ্যানাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিতেছেন। অঙ্গন্যাসাদি এক একটা রহস্যানুষ্ঠান; কিন্তু যে ভাবে, যে মন্ত্রার্থ ধ্যান করিয়া এই সব অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সে সকলের গভীরতা ও উদারতা কল্পনা করিতেও আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক বুদ্ধি অবসন্ন হইয়া আসে। তৎ ত্বং অসি—এই তিনটি পদ লইয়া করন্যাস হইতেছে। তৎ এর বেলা তৎপুরুষ, ঈশান, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব এই পঞ্চব্রহ্ম (পঞ্চব্রহ্মোপনিষৎ দ্রষ্টব্য) ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে লইয়া; ত্বং এর বেলা বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই ভগবচ্ছক্তিব্যূহ; লইয়া ন্যাস করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানও প্রসন্ন গম্ভীর। অসি পদের ন্যাসাদি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—"অসিপদ মহামন্ত্রস্য মন ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। অর্দ্ধনারীশ্বরো দেবতা। অব্যক্তাদির্বীজম্। নৃসিংহঃ শক্তিঃ। পরমাত্মা কীলকম্। জীবব্রহ্মৈক্যার্থজপে বিনিয়োগঃ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

“হাওয়ার” উপরে তৈয়ারি নয়, এবং “হাওয়া” দিয়াই তৈয়ারি নয়; দ্বিতীয়, তাই যদি হয় ত, বর্ত্তমান মানুষেরা কেমনে সেই পুরাতন ভিত্তির পুনঃ আবিষ্কার করিয়া, এবং আবশ্যক মত তার সংস্কারাদি করিয়া, তার উপরে নিজের পূর্ণাবয়ব সারস্বত আয়তন গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিবে? এতদিন জড় বিজ্ঞান ইত্যাদিতে “মাল মসলার” সংগ্রহই বেশীর ভাগ করা হইয়াছে; ভাবী মন্দিরের কোনো কোনো অঙ্গও হয়ত এখানে সেখানে কিছু কিছু গাঁথিয়া ফেলা হইয়াছে; কিন্তু মন্দিরের পূরা নক্‌সাটি এতদিন আমাদের সাম্‌নে ঠিক মেলিয়া ধরা হয় নাই; সুতরাং, বিদ্যার সম্পূর্ণ চেহারাখানি এতদিন আমরা জানিতে পারি নাই। এখন বোধ হয় জানিবার দিন আসিতেছে। কাজেই এখন আমাদের গড়া জিনিষগুলিকে “কষিয়া ঝালাইয়া” লইতে হইবে; এবং কাজের নূতন পত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

“বর্ব্বরতা”র ধারণায় বিকল্প।

নিজেদের এই কাজটা যত অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই আমরা অতীত যুগের, এমন কি বর্ব্বর সমাজেরও, মর্ম্মবিৎ ও প্রাণবিৎ হইতে সমর্থ হইব। ততই আমাদের কল্পনার আয়তন প্রশস্ত হইবে, সহানুভূতির বিষয় বিশাল ও বিচিত্র হইবে। আমাদের প্রচলিত মাপ কাঠিতে আমরা যাদের বর্ব্বর করিয়া ছাড়িয়া দিতেছি, তারা হয়ত (১) আদপে বর্ব্বর নয় (ভারতীয় অবধূত বাউল প্রভৃতিদের বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিয়া যে কেহ বর্ব্বর আখ্যা দিতে পারেন); অথবা (২) কোনো কোনো বিষয়ে অনুন্নত থাকিলেও, অপর কোনো কোনো (এমন কি, হয়ত মুখ্য) বিষয়ে,

---

পৃথ্বীদ্ব্যণুকায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। অব্দ্ব্যণুকায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। তেজোদ্ব্যণুকায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। বায়ুদ্ব্যণুকায় অনামিকাভ্যাং হুম্। আকাশদ্ব্যণুকায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং বৌষট্। পৃথিব্যপ্তেজোবাঘ্বাকাশদ্ব্যণুকেভ্যঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। ভূর্ভুব স্বুবরো মিতি দিগ্বন্ধঃ। অর্দ্ধনারীশ্বর দেবতা, অব্যক্তাদি বীজ, নৃসিংহশক্তি—একথা কয়টা বেশী রহস্যগর্ভ; কিন্তু এই কথা কয়টার মাঝেই তত্ত্বের সঙ্কেত নিহিত রহিয়াছে। তৎ পদের বাচ্য পরমাত্মা বা ব্রহ্ম আর ত্বং পদের বাচ্য জীব—এ দুয়ের অভেদ ভাবনায় এই মহামন্ত্রের বিনিয়োগ করিতে হইবে। অভেদ ত সিদ্ধ হইয়া আছে; অভেদে ভেদ হইয়াছে যে প্রক্রিয়ার ফলে, সে প্রক্রিয়ার নাম সৃষ্টি, অথবা যজ্ঞ, অথবা বলি। এই প্রক্রিয়ার বীজ হইতেছে অব্যক্ত; কেননা, অব্যক্ত না হইয়া থাকিলে, ব্যক্তি বা বিকাশ হয় না। তারপর, অব্যক্তের সৃষ্টি নিমিত্ত প্রথম উন্মুখতা যেন মিথুন রূপে (অর্দ্ধনারীশ্বর), তা আমার শ্রুতি প্রমাণ আলোচনা সহকারে সৃষ্টিতত্ত্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। দুইটা পোল না হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না—জড়ের রাজ্যেও না, প্রাণীর রাজ্যেও না (Sexএর বিকাশ, কোন না কোন আকারে, খুব আদিম জীবের ভিতরেই হইয়াছে দেখিতে পাই)। নৃসিংহশক্তি—বলিতে অমোঘ, শ্রেষ্ঠতম বীর্য্যতম শক্তি বুঝায়;

উন্নত (যেমন, অনেকের মতে ভারতবর্ষের "নিরক্ষর" কৃষক বা সাধারণ জনসঙ্ঘ) ; অথবা (৩) তারা কোনো পূর্ব্বতম উন্নত সমাজের (অবস্থাপ্রাতিকূল্যাদি কারণে) পতিত ও সঙ্কুচিত রূপ (সুতরাং তাদের মধ্যে পূর্ব্ব-উন্নত অবস্থার অনেক সত্যসংস্কার এখনও অজ্ঞাতভাবে, এবং হয়ত কতকটা বিকৃত ও আড়ষ্ট ভাবে, প্রচলিত রহিয়া গিয়াছে) ; অথবা (৪) তারা সত্য সত্যই এখনও "আদিম" বর্ব্বর অবস্থায় রহিয়াছে। "আদিম" কথাটা উদ্ধৃতের চিহ্নযুক্ত করিয়া দিলাম এই জন্য যে, মানুষের বা মানুষ-সমাজের আদিম অবস্থাটিকে বর্ব্বরতা বলিবার অনিবার্য্য হেতু উপস্থিত নাই ; বরং, হয়ত আমাদের "কাল্‌চারের" ভবিষ্যতে এমন দিন ফিরিয়া আসিতে পারে, যখন আমরা মানুষকে "প্যালিওলিথিক ম্যান" হইতে আরম্ভ না করিয়া পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ইঙ্গিত মত, ভগবান্ মনু অথবা ঐ রকম কোনও পূর্ণ-বিকশিত মানব-সত্তাতেই আরম্ভ করিব। তা করিলে, সামাজিক অভ্যুদয়ের ইতিহাসটিকে আবার "ঢালিয়া সাজার" প্রয়োজন হইতে পারে। সত্যের খাতিরে কোপার্ণিকাস গ্যালিলিও টলেমি প্রভৃতির সৌরসিদ্ধান্ত একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছিলেন, আর আমরাই বা, ন্যায়ের ও সত্যের খাতিরে আমাদের ইতিহাসটাকে আমূল সংস্কার করিয়া লইবার বেলা কৃপণ-কুণ্ঠিতসাহস হইব কেন? আমাদের গোত্রের আদিপুরুষ ওরাঙ্‌ওটাং, শিম্পাঞ্জী বা গরিল্লা না হইয়া "দেবতা" হইলে, আমাদের কোনও রূপ লাঘব আছে কি?

প্রায়সকল দেশেরই প্রাচীন চিন্তা, আধুনিক চিন্তার উল্টা ছিল দেখিতে পাই। ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ, গ্রীস, আমেরিকা—সকল দেশেই

তাদৃশ শক্তি না হইলে সৃষ্টি হয় না। নৃসিংহ পূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদে (২য় উপনিষদে)—দেবা হবৈ প্রজাপতিমব্রুবন্নথ কথাহ্যচতে উগ্রমিতি ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—অথ কস্মাদুচ্যতে নৃসিংহমিতি—যস্মাৎ সর্ব্বেষাং ভূতানং না বীর্য্যতমঃ শ্রেষ্ঠতমশ্চ সিংহো বীর্য্যতমঃ শ্রেষ্ঠতমশ্চ তস্মান্ নৃসিংহ আসীৎ পরমেশ্বরো জগদ্ধিতং বা এতদ্রূপ মক্ষরং ভবতি। তারপর উপনিষৎ সংহিতার মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছেন—প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে বীর্য্যায় মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা॥ বিষ্ণু=হংস=সিংহ=সূর্য্য হইতে পারে বটে ; কিন্তু একটা অমোঘ, অপ্রতিহত শক্তি (যার স্থূল স্পষ্ট প্রতীক হইতেছে সূর্য্যের ত্রিবিক্রমে বিশ্বভুবন অধিগত করা) বুঝাইবার জন্যই মন্ত্রে 'মৃগো ন ভীমঃ" এই বাক্যাংশটি রহিয়াছে। এ নৃসিংহতত্ত্বের আলোচনা আমরা আবার স্থানান্তরে করিব। এ সমস্ত নৃসিংহ তাপনীয় প্রভৃতি উপনিষৎগুলিকে অর্ব্বাচীন বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সত্য বা তত্ত্ব কখনই অর্ব্বাচীন হয় না। তত্ত্ব ধরিবার ও বলিবার ভঙ্গী যুগে যুগে ও দেশে দেশে আলাদা হইয়া থাকে ; যুগ বিশেষে দেশ বিশেষে কোন কোন তত্ত্ব গুহ্যাদপি গুহ্য রহিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তত্ত্ব সম্বন্ধে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

প্রাচীনচিন্তা মানুষের উৎপত্তির পিছনে দেবতাকেই বসাইয়াছে। ডারুউইন ও ওয়ালেস দুজনে স্বাধীনভাবে বর্ত্তমান "ইভোলিউসন্" বাদের প্রতিষ্ঠা করেন। ডারুউইন (পরে, হক্সলি, হিকেল প্রভৃতি অনেকে) তাঁর "Descant of Man" নামক গ্রন্থে মানুষকে অপরাপর প্রাণীদেরই মত ক্রমাভিব্যক্তির ফলরূপেই দেখাইয়া গিয়াছেন; কিন্তু ওয়ালেস ("Darwinianism" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) অপর প্রাণীদের বেলায় ক্রমাভিব্যক্তি মানিয়াও, মানুষের মাথা ও আত্মার আবির্ভাবের নিমিত্ত সাক্ষাৎ সৃষ্টিকর্ত্তাকেই তলব করিয়াছিলেন। সে বিচার এখানে তোলা অনাবশ্যক। আজকা'লকার বৈজ্ঞানিকেরা অনেকেই মানুষকে আলাদা পাট্টা লিখিয়া দিতে নারাজ। Pithecanthropus man প্রভৃতি বানর-কল্প "মানুষের" আবিষ্কারের ফলে তাঁদের ধারণা যেন পাকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ধারণা কোন কোন বিষয়ে বদলাইয়াও যাইতেছে। কিন্তু, তা হইলেও, আমাদের মনে হয়, প্রাচীন ঐতিহ্যের সত্যতা পরীক্ষার দিন এখনও চলিয়া যায় নাই। ফলকথা, এন্থ্রপোলজির দিক্ হইতে জাতিতত্ত্ব এখন পর্য্যন্ত একটা দুর্ভেদ্য রহস্যে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ফ্রান্সে ও স্পেনে লুপ্ত "ক্রো ম্যাগ্নন" জাতিটা পঁচিশ, ত্রিশ হাজার বছরের পুরাতন (সেই "প্রত্নযুগ অধ্যায়ের")—অথচ, শারীর সম্পদে (এবং অরিগ্নেসিয়ান্, ম্যাগ্ডালেনিয়ান্ কাল্চারের দিক্ দিয়া দেখিলে মানসিক সম্পদেও) সে জাতি এত উন্নত যে, এখনও তার তুলনা পাওয়া ভার। এ জাতিটা ও অঞ্চলে আসিল কোথা হইতে? সমুদ্র-

---

শ্বেতাশ্বতর উ. ৬।২২ যা বলিয়াছেন, তাই সত্য—বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্। তত্ত্ববিদ্যার একটা অনাদিপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। কোন কোন উপনিষদের ভাষা, বিষয় ও ভঙ্গী "তন্ত্রযুগের" "পৌরাণিকযুগের" মতন বলিয়া, তাদের উপদেশ ও তত্ত্বকথা সেদিনকার হইয়া গেল না; বলা বাহুল্য, তন্ত্র ও পুরাণেরও "বক্তব্য" সেদিনকার নয়। সংহিতার ভাষা archaic হইল কেন, পরবর্ত্তী উপনিষদাদির ভাষা সংস্কৃত হইল কেন—তার কৈফিয়ৎ স্বতন্ত্র। যে সকল মন্ত্র, শ্লোক প্রভৃতি কেবল অর্থভাবনার জন্য, ছন্দঃ অনুসারে কর্ম্মে যাদের বিনিয়োগ করিতে হয় না, তাদের ভাষা যুগে যুগে বদ্লাইবার কথা; অন্যথা, অর্থভাবনা সহজ হয় না। সংহিতা ভাগের মন্ত্র প্রভৃতির শব্দরূপটাই অনেকাংশে আসল; কাজেই, সেক্ষেত্রে, শব্দ (ছন্দঃ, ধ্বনি প্রভৃতির সহিত) যথাসম্ভব অপরিবর্ত্তিত রাখিতেই হইবে; ঠিক ঠিক সেই সেই শব্দের সেই সেই ছন্দঃ ধ্বনি ইত্যাদিতে বিনিয়োগ হইলেই, সেগুলি অভীষ্ট ফল উৎপাদন করিবে, অন্যথা না। মন্ত্রের এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে সকল প্রাচীন সভ্যতাই একরূপ একমত দেখিতে পাই। মূলে একটা সত্য ছিল বলিয়াই, এ সম্বন্ধে ঐকমত্য হইয়াছিল।

গর্ভগত এট্‌লান্টিস্‌, লেমুরিয়া প্রভৃতি মহাদেশ, সাহারা, গোবি প্রভৃতি মরুভূমি মানবেতিহাসের কোন্‌ লুপ্ত গৌরবময় ইতিহাস আমাদের কাছ হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে—তা' কে বলিবে? নৃতত্ত্ববিজ্ঞান লইয়া "গোঁড়ামি" করা মোটেই চলে না; এমন কি, এথ্‌নোলজির (ব্রাচিসেফালি প্রভৃতি) মূল সূত্রগুলি হাতে করিয়াও নয়। সার্‌ আর্থার কিথ্‌ত স্পষ্টই "ancient complex of humanity"র সমস্যার কাছে নতশির হইতেছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সভ্যতার নিদান।

সত্য আর অসত্য, সংস্কার আর কুসংস্কার—এ বিকল্প (alternatives) লইয়াও, প্রয়োগে বা ব্যবহারে, কার্পণ্য দেখাইতে গেলে চলিবে না। যেটা নিজেকে সত্য বলিয়া জাহির করে, সেইটাই নির্ব্বিবাদে সত্য না হইতে পারে; প্রমাণে এবং আত্ম-প্রত্যয়ে সত্যকে সত্য বলিয়া যাচাই করিয়া লইবার জন্য আত্মার যে একটা নিয়ত উদার, উন্মুক্ত, সজাগভাব, সেই ভাবটাই সত্য বা সত্যের আয়তন। তা' ছাড়া সত্যমিথ্যা সব আপেক্ষিক—আমাদের জানার বা বোঝার যতখানি দৌড়, ততখানি জায়গাতেই সত্যমিথ্যা পরস্পরের সঙ্গে "ধরপাকড়" খেলিতেছে। শ্রুতি ব্রহ্মেরই উপনিষৎ (বা রহস্য) নাম "সত্য" বলিয়াছেন। আত্মার নিত্য চেতন, নিরতিশয় উদার, উন্মুক্ত ভাবই ব্রহ্ম। প্রাচীনদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করিতে গিয়া,—এইটাই দেখার দরকার যে, তাঁদের ভিতরে এই উদার, উন্মুক্ত ভাবটি বেশী ছিল, কি আমাদের মধ্যে এটা বেশী আছে। তাঁদের আত্মা বেশী স্বতন্ত্র ছিল, কি আমাদের—এইটাই আসল প্রশ্ন। তাঁরা মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইয়া সোমলতার রস অগ্নিতে আহুতি দিতেন, নিজের জঠরাগ্নিতেও আহুতি দিতেন—এই রকমের একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের সত্যতা লইয়া বিচারে সহসা একটা "কূল কিনারা" পাওয়া সহজ নয়। আমরা সে "রসে বঞ্চিত"১, এবং সে সমস্ত রহস্য ও তত্ত্ব-সম্বন্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছি; অথচ, সহসা তাঁদের আগুনে ঘি ঢালা, সোমরস ঢালা ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে

সত্য বা সত্যের আয়তন।

১। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষৎ এই জগৎটাকে অগ্নীষোমাত্মক বলিয়াছেন। এতে বুঝিতে পারা যায়, অগ্নি ও সোম তাঁদের তত্ত্ব দৃষ্টিতে ঠিক কি ছিল। "The Golden Bough" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক Dr. Frazar, আমরা যার লেখা একটু উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই Dr. Jaue Harrison সত্যই ধরিয়াছেন যে, প্রাচীনদের ম্যাজিক অনুষ্ঠানের মূলে একটা সত্যকার সজীব মনোবৃত্তি ছিল—বাহ্য প্রকৃতিতে যে ব্যাপারগুলি বিরাটের সাজে চলিয়াছে, অন্তঃকরণে যে গুলি সূক্ষ্মের সাজে চলিতেছে, এ গুলিকে কোন কোন সত্য অর্থে বা প্রয়োজনে লাগাইবার জন্য, প্রাচীনেরা তাদের "ছোটখাটো" পুনরভিনয় করিতেন —বৈজ্ঞানিক তাঁর পরীক্ষাগারে যেমন ধারা

আজগবি ও মিথ্যা (অর্থাৎ, কোনো সত্য-প্রয়োজনের ভিত্তিতে, সত্য-উপায়ের সাহায্যে, সত্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়) মনে করিয়া ফেলিতেছি; কিন্তু অনভিজ্ঞ, অপরীক্ষকের "রায়" বলিয়া, এ রায় বাহাল করিতে গেলে অতীতের প্রতি, অপরিচিত ও অপরীক্ষিতের প্রতি ন্যায়সঙ্গত বিচার ও ব্যবহার করা হইবে না। আমরাও আজকাল বিজ্ঞানাগারে কাচের পাত্রাদি লইয়া নানা রকমে ঢালাঢুলি করি, কত কি "হোম যজ্ঞি" করি। অবশ্য উদ্দেশ্য আলাদা; অন্ততঃ, কোনো কোন ক্ষেত্রে, প্রাচীনদের উদ্দেশ্য ও আমাদের উদ্দেশ্য অভিন্ন হইলেও, উপায় ও প্রণালী ও প্রয়োগ আলাদা (যেমন আমরা হয়ত কোনও ব্যারাম সারাইতে শরীরে ইন্‌জেক্‌সন করিয়া শিশি শিশি অষুধ ঢুকাইয়া দিতেছি, প্রাচীনেরা হয়ত কোনো কোনো স্থলে, "ঝাড়ফুঁক," শান্তি স্বস্ত্যয়নের বা গ্রহপূজার পাঁতিও দিতেন; আজকাল আবার আমরাও Psychic healing প্রভৃতিতে সেইরকম করিতে স্থরু করিয়াছি)।১

অতীত সম্বন্ধে উদার কল্পনা।

বিজ্ঞানের আলোক এখনও পৃথিবীতে সমন্তাৎ প্রসারিত হইয়া পড়ে নাই। বিজ্ঞানের "তত্ত্ব" গুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচয় আছে, খুব কম লোকেরই; তথ্যগুলিও সর্ব্বত্র স্থপরিচিত নহে। কাজেই, এমনটা মনে অনায়াসেই করা যাইতে পারে যে, বিজ্ঞানের বড় গোছের একটা পরীক্ষা "আনাড়ীদের" আসরে দেখাইলে, তারা সেটাকে বুজরুকি ভাবিলেও ভাবিতে পারে; অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত মনে করিলেও করিতে পারে। আবার আজকালকার জড়বিদ্যা যদি এক শতাব্দী পরে লুপ্ত হইয়া যায়, কেবল তার প্রয়োগ (application) কিছু কিছু থাকিয়া যায়, তবে, একবিংশ শতাব্দীর প্রাজ্ঞ পুরুষেরা অষ্টাদশ-উনবিংশ-বিংশ

Experiment করিয়া থাকেন, সেইরূপ। এই—Experimentগুলির সাধারণ নাম "যজ্ঞ"। এর দৃষ্টান্ত আমরা হালের গ্রন্থ হইতে দু'চারটা অন্যত্র দিব।

১। শ্বেতাশ্বতর উ: ২য় অধ্যায়ে যোগ সাধন সবিস্তার কথিত হইয়াছে। যোগসাধনের সোপানগুলি একে একে অতিক্রম করিতে থাকিলে, কতকগুলি শারীর ও আধ্যাত্মিক বিভূতি জন্মিয়া থাকে। ঐ অধ্যায়ে ১২ ও ১৩ শ্লোকে শরীর সম্পদের কথা আছে :—"পৃথ্যপ্‌তেজোঽনিলখেসমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্‌॥" জ্যোতিষ্মতী, স্পর্শবতী, রসবতী ও গন্ধবতী—এই চারিটিকে যোগ প্রবৃত্তি বলে। পরের শ্লোক—"লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণ প্রসাদং স্বর সৌষ্ঠবং চ। গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং যোগ প্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি॥" নিখিল যোগ শাস্ত্রেই এই কথা। যোগের দ্বারা ব্যাধি আরাম ত' হইতেই পারে; কিন্তু যোগ বলিলেই ত' যোগ হয় না। সাধারণের জন্য তাই

শতাব্দীর বিজ্ঞান বিদ্যার "রহস্য" না বুঝিয়া, তার প্রয়োগটাকে অনেক পরিমাণে অন্ধ-সংস্কারের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া বসিবেন। তাঁরা আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যা সম্বন্ধে যেটা করিতে পারেন, আমরা আজকাল অতীত বিদ্যা সম্বন্ধে হয়ত তাহাই কতকটা করিতেছি—এটুকু ধারণা করিবার মতন উদার কল্পনা আমাদের অনেকের নাই।

সুসংস্কার ও কুসংস্কার।

সত্য সম্বন্ধে যে কথা, সংস্কার সম্বন্ধেও সেই কথা। সকল "বাহালি" সংস্কারই নিজেকে সুসংস্কার, আর অবাহাল, অপ্রচলিত, অপরিচিত সংস্কার গুলিকে কুসংস্কার বানাইতে চাহিয়াছে। ফলের (resultএর) দিক্ দিয়া সংস্কার প্রভৃতির ভাল মন্দের বিচার করাও সর্ব্বতোভাবে ন্যায্য ও নিরাপদ্ নয়। ফলটাই যথার্থ শ্রেয়স্কর ও প্রেয়স্কর কি না—এ বিচার আগে করিয়া লওয়া দরকার। এখন মানুষ অভাব-বোধটাকে অসম্ভব রূপে বাড়াইয়া, সেই অগ্নিতে অফুরন্ত বিরাট্ নিত্য "অগ্নিহোত্র" যাগ করিতেছে। নিত্য নূতন নূতন উপকরণ প্রস্তুত বা আহৃত হইয়া ভারে ভারে সেই অভাব বেদনার লেলিহান বহ্নি-শিখাতে আহুত হইতেছে; তাতে অবশ্য, বাসনা বা অভাব-ব্যথা "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" কিন্তু তা হইলে কি হয়, এইটাই হইল হালের মুখ্য পুরুষার্থ বা প্রয়োজন। এ প্রয়োজন যাহা দ্বারা সাধিত হইতেছে, তারই আদর করিতেছি; এই প্রয়োজনটার পরিচর্য্যা যাহাদ্বারা হইতেছে না ভাবিতেছি, সেটা সত্যসত্যই পরম উপাদেয় হইলেও, আমাদের কারবারে অনাবশ্যক। উদ্দেশ্য (Standard) ধরিয়া লইয়া তবে প্রয়োজন (utility বা value)এর তারতম্য ঠিক হয়। উদ্দেশ্যটাই তুচ্ছ হইতে পারে, অনৃত হইতে পারে। তা যদি হয়, তবে, কতকগুলি সংস্কার বা বিদ্যা সেই অনৃত উদ্দেশ্যের উপকারক হইয়াছে বলিয়াই, সুসংস্কার বা সত্যসংস্কার হইয়া যাইবে না।

শান্তি স্বস্ত্যয়ন, "ঝাড়ফুক" ইত্যাদি ও ব্যবস্থা ছিল: বরাবরই ছিল। অথর্ব্ববেদের সৌভাগ্য কাণ্ডাদিকে যাঁরা "অবৈদিক" ও অনার্য্য মনে করেন, তাঁরা ভুলিয়া যান যে, ঐ সমস্ত রহস্য প্রক্রিয়ার মূলে একটা সত্যকার বিদ্যা ছিল, এবং সে বিদ্যার ঠাঁই আর্য্যদের পরাবিদ্যাতে না হ'ক, অপরা-বিদ্যাতে সুসঙ্গতভাবে হইতে পারে; বর্ত্তমানে সেই বিদ্যাটিই আবার ফরাসিদেশে "(Nancy School)" এবং অপরত্র জাগিয়া উঠিতেছে। "অসভ্য"দেরও medicine man মণি, মন্ত্র, ঔষধি—এ সবই অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করিয়া থাকে এবং করিয়া আসিতেছে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

অতএব অতীতের উদ্দেশ্য আর বর্ত্তমানের উদ্দেশ্য লইয়া তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে, সত্য কার ভিতরে কতটুকু।১ শুধু ফলের হিসাব লইয়া লাভ নাই।

প্রয়োজনের বিচার।

জীবন-সংগ্রামে উপকারিতার হিসাবটাও মোটা হিসাব। তাতেও সত্য ব্যবস্থাপিত হয় না। উপযোগিতা ও সত্যতা এক জিনিষি নহে। Useful বা উপকারক অনুভূতি ও চেষ্টাকেই সত্য মনে করার এক বাতিক কিছুদিন হইতে হইয়াছে। ইহাই পাশ্চাত্যদেশের Pragmatism অথবা ব্যবহারিকতা-বাদ। তবে "উপকার" বিচার করিতে যাইলেই "অর্থ" বা প্রয়োজনের বিচার আবশ্যক। জীবন-সংগ্রামে যে অনুভূতি বা চেষ্টাগুলি আমাদের টিকিতে ও জয়যুক্ত হইতে সাহায্য করে, সেগুলিকে সাধারণতঃ উপকারক, সুতরাং ব্যবহারিক ভাবে সত্য, মনে করায় কাহারও আপত্তি হওয়া উচিত নয়।২ কিন্তু জীবন-সংগ্রামে, অবস্থাপুঞ্জ (assemblage of conditions) অনেক সময় এমন হওয়া বিচিত্র নয়, যার ফলে হয়ত তুচ্ছ,

---

১। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণাদিতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মূল সূত্রগুলি সবিস্তারে কথিত হইয়াছে। সে গুলি আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে, সংযমের মধ্য দিয়া চিত্তশুদ্ধি, এবং চিত্তশুদ্ধির দ্বারা ক্রমশঃ পরমতত্ত্বোপলব্ধি ও মুক্তিই হইল সে জীবনের আসল কথা। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ (উত্তর খণ্ড, প্রথম অধ্যায়) "নিগম ও আগম" রূপে দুইটা রাস্তা এবং শেষকালে যেথানে গিয়াছে রাস্তা দুইটা আবার মিলিয়াছে, সেটী আমাদের এইভাবে দেখাইতেছেন:—"ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে বর্ণ চতুষ্টয় সৃজন করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মের উৎপাদন করেন। আগম ও নিগম এই উভয় ধর্ম্মের পথ। ঐ দুই পথ দ্বারাই সচরাচর সমুদয় জগৎ রক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে নিগম বেদমার্গ ও আগম তত্ত্বমার্গ। বেদমার্গ কর্ম্ম স্বরূপ ও তত্ত্বমার্গ যোগ স্বরূপ জানিবে। কর্ম্ম বিশেষের নামই যোগ, ঐ যোগ বলেই তত্ত্বলাভ হইয়া থাকে এবং কর্ম্ম স্বরূপ বেদমার্গ হইতে যোগ লাভ হয়। কোন ব্যক্তি কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকাল অবস্থান করিতে পারে না। যাবৎ পর্য্যন্ত তত্ত্ব লাভ না হয়, তাবৎ জীবমাত্রেই কর্ম্মাধীন; অতএব হে বিপ্র! তত্ত্ব প্রার্থী ব্যক্তির বৈধ কর্ম্ম ত্যাগ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। তত্ত্ব লাভের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি কর্ম্ম বিহীন হয়, সে নিঃসন্দেহ অধঃপতিত হইয়া থাকে। তত্ত্ব শব্দের অর্থ অদ্বৈত ভাব, তাহা কেবল বাক্য দ্বারা লাভ হয় না। অথর্ব্ববেদের অন্য নাম ব্রহ্মবেদ স্মরণ রাখিতে হইবে।

২। ইহাই ডার্ব্বিন সাহেবের "Natural Selection" এবং হার্ব্বার্ট স্পেনসারের "Survival of the Fittest." Fittest বা যোগ্যতমের যোগ্যতা অনেক সময় "তুচ্ছ" ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকিতে দেখা যায়। তুষার দেশের কোনো জানোয়ার যদি তার গায়ের রং সাদা করিতে পারে, তবে তার বেমালুম লুকাইয়া থাকার ও শিকার অনুসরণ করার সুবিধা হয়; অন্য কোনো জানোয়ার দৈহিক বল প্রভৃতি গুণে ভার বহিতে সমৃদ্ধ হইলেও তার কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হা'র মানিয়া যাইবে। কীট পতঙ্গদের মধ্যে যারা গাছ পালার রংএর সঙ্গে নিজেদের রং মিলাইয়া বেমালুম থাকিতে পারে, তাদের সুবিধা বেশী। অনেক কীট পতঙ্গ তাদের গায়ের গন্ধের জোরে বাঁচিয়া যায়; অনেকের খুব জমকালো রং আছে বটে, কিন্তু প্রায়ই তাদের "স্বাদ" ভাল না।

এমন কি, ধর্ম্মবিগর্হিত (antimoral), কোনো না কোনো যুদ্ধোপকরণ ("weapon") জাতিবিশেষকে বা সমাজবিশেষকে টিকিয়া থাকিতে, এমন কি, জয়ী হইতেও, সহায়তা করিতে পারে। প্রাণিজগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এমন দেখা গিয়াছে যে, কোনো প্রাণিজাতি (species বা variety) তাদের স্বাভাবিক বর্ণ বা গন্ধের মতন "তুচ্ছ" কোনো একটা ধর্ম্মে (attributeএ) অনুকূল পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিয়া, অথবা দৈবাৎ লাভ করিয়া, তার চাইতে অন্যান্য অংশে শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীকে জীবন-সংগ্রামে হটাইতে সমর্থ হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর অনুশীলন ধর্ম্মের "সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতির" কষ্টি পাথরে সম্ভবতঃ সেই পরাভূত প্রতিদ্বন্দ্বীর "দর" অনেক বেশী। তা হইলে কি হইবে? আহার-সংগ্রহ ও বংশ-বিস্তার—যে প্রাকৃতিক মহাসংগ্রামের মূল "ইস্যু," সেখানে শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া অথবা শত্রুকে ফাঁকি দিয়া যে নিজের খোরাক সহজে যোগাড় করিয়া লইতে পারিবে, এবং যার নিজের বংশ-বিস্তারে কোনো আলস্য থাকিবে না, তারই বিজয় নিঃসংশয়। শত্রু সর্ব্ব-গুণাধার হইয়াও যদি এই ফাঁকি বিদ্যায় (অনেক সময়, চুরিবিদ্যা) লায়েক না হইয়া থাকেন, তবে তাঁকে কোণঠেসা হইয়া থাকিতে হইবে। মানব-সমাজের ইতিহাসেও এই "ফাঁকি" কতকটা নিয়তি (chance) এর সঙ্গে সাট করিয়া জাতিবিশেষকে উন্নতির সিঁড়িতে ধাপে ধাপে উঠাইয়া দিয়াছে, অথবা ঘাড় ধরিয়া নামাইয়া দিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া, অনেক পণ্ডিত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন জিনিষটাকে আমাদের যুক্তি বা ধর্ম্মের এলেকার বাহিরে ফেলিয়াছেন (ultra-rational and unmoral)। এঁদের বিবেচনায় যুক্তির দিক্ দিয়া যেটা সত্য বা সঙ্গত, এবং ধর্ম্মের দিক্ হইতে যেটা প্রশস্ত বা সমীচীন, সেইটাকেই প্রকৃতি দেবী স্বীয় নির্ব্বাচনের মূলসূত্র (Principle of Selection) করিয়া লইতে রাজি হন নাই।

তাঁর দৃষ্টিতে এই সৃষ্টিটা হয় "অন্ন" অথবা "অন্নাদ," অথবা উভয়ই।[১]

কোনো কোনো গাছে কাঁটা থাকায় তার সুবিধা হইয়াছে; কোনো কোনো পাখী পরের "বাসায়" আপন ডিম পাড়িয়া পরের খরচায় তাদের "মানুষ" করিয়া লইতে পারিতেছে বলিয়া বাঁচিয়া আছে। কোনো জানোয়ার ধূর্ত্ততার জোরে, কেহ বা চুরি বিদ্যার কল্যাণে টিকিয়া আছে। ডার্ব্বিন প্রমুখ পণ্ডিতেরা দৃষ্টান্তের পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছেন।

১। প্রকৃতির রাজ্যে প্রজাদেরও মুখ্য প্রয়োজন হইতেছে অন্ন ও প্রজা। প্রজা অন্ন খাইতেছে; কিন্তু সে কিছুদিন বাদে মরিয়া যায়; মরিবার আগে সে আপন আত্মজ প্রজা রাখিয়া যাইতে চায়—যেন, তার মরার পরও অন্ন গ্রহণ চলিতে পারে। এই ভাবে প্রজা সৃষ্টির ভিতর

অন্ন ও অন্নাদ।

প্রচুর অন্নাদ হইতে হইলে "সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতির" দরকার তেমন আছে বলিয়া দেখি না। যে অগ্নি পাচক রূপে আমাদের জঠরে বর্ত্তমান, আর অপর যে একটা অগ্নি নিজে অনঙ্গ হইয়াও অবয়বান্তরে থাকিয়া প্রজাসৃষ্টি করিতেছেন,—এই দুইটা অগ্নিতে উত্তমরূপে "হোম" করিতে যিনি পটু, প্রকৃতি দেবী তাঁরই গলে জয়মাল্য দুলাইয়া দিবেন। "পেটুকের" ও "লম্পটের" পূজা করিতে তাঁর একটুখানিও সঙ্কোচ নাই; কপট ও শঠের আনুগত্য করিতে তাঁর বিন্দুমাত্রও দ্বিধা ভাব নাই। আজ যদি জর্ম্মানি বা আর কেহ ফাঁকি দিয়া "পরের মুখের গ্রাস" কাড়িয়া খাবার একটা নূতন ফন্দী বাহির করিতে পারে, অথবা শত্রু চড়াও হইলে তাকে মারিয়া ফেলার কোনো নূতন বিষাক্ত গ্যাস তৈয়ারি করিয়া ফেলিতে পারে,তবে, কোনো ভদ্র,শিষ্ট, নিরীহ, ধার্ম্মিক জাতিই তার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। যাঁরা "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" (moral government of the world) এই সূত্রে এখনও নির্ভরশীল,তাঁরা হয় প্রাকৃতিক বাছাইএর অসঙ্গতি (moral anomaly) টিকে আভাস মাত্র (apparent, not real) বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান; নয়, তাঁরা প্রকৃতি-রাজ্যের ও মানবাধিকারের মধ্যে যুক্তিমূলক ও ধর্ম্মমূলক (in respect of the sanctions of Reason and Morality) বিরোধ মানিয়া লইয়া, এই ভাবের একটা সমাধান করিতে যান—প্রকৃতির বাছাই "অন্ন-অন্নাদ" সূত্র অনুসারেই হইতেছে বটে; আমরা যে পরিমাণে প্রকৃতির সামিল, সে পরিমাণে আমাদের জাতিগত ও সামাজিক বাছাইটিও ঐ সূত্র অনুসারে চলিতেছে। কিন্তু মানুষের সাধনা ও সভ্যতার লক্ষ্য—বাছাইটিকে ক্রমশঃ যুক্তি ও ধর্ম্মের সূত্রানুযায়ী করিয়া আনা;

দিয়া প্রজা অন্ন-অন্নাদ ("অগ্নিষোমীয়") সম্বন্ধটি চিরন্তন (continuous) করিয়া রাখিতে চায়। প্রজা সৃষ্টির মূলে এই একটী প্রেরণা। Dr. Jane Harrison ('Ancient Art and Ritual," p. 50) বলিতেছেন :—"The two great interests of primitive man are food and children. As Dr. Frazar has well said, if man the individual is to live he must have food; if his race is to persist he must have children. 'To live and to cause to live, to eat food and to beget children, these were the primary wants of man in the past, and they will be the primary wants of man in the future so long as the world lasts.…… These two things, therefore, food and children, were what men chiefly sought to procure by the performance of magical rites for the regulation ot the seasons. From this need for food sprang

গোড়া হইতেই সে চেষ্টা চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে; শিক্ষার ও ধর্ম্ম-বিস্তারের উদ্দেশ্যই সেই দিকে; ফলে হয়ত, মানুষ এমন অবস্থায় গিয়া পৌছিবে, যেখানে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকেরই বাছাই ও নিয়ত জয় হইবে; এখন তা হইতেছে না, এই কারণে যে, আমরা প্রকৃতির এলেকা এড়াইয়া নিজেদের মানবীয় অধিকার এখনও তেমন কায়েম করিতে পারি নাই, তাই এখনও গায়ের জোর, ফাঁকি বাজি, ছলা কলারই "আমোল" চলিয়াছে; ধর্ম্ম, সত্য. মনুষ্যত্ব এখনও তাই নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে নাই।

মানুষ একদিকে বিজ্ঞানে যেমন ধারা প্রকৃতিকে ক্রমশঃ আপনার সেবাদাসী করিতেছে, অন্যদিকে জীবনেও তেমনি প্রকৃতির নাগপাশ হইতে ক্রমেই নিজেকে মুক্ত করিয়া আনিতেছে। নাগপাশ যেমন যেমন খুলিয়া আসিবে, ততই "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" এই সত্যের অনৃতানপিহিত মূর্ত্তি আমরা প্রত্যক্ষ করিতে থাকিব। বর্ত্তমান অবস্থায় ওটা একটা আদর্শ মাত্র। ১ স্পেন্সার প্রভৃতি মহাজনদের দেওয়া এ আশ্বাসের ভিত্তি যতটা থাকুক বা নাই থাকুক, আপাততঃ আমরা ইতিহাসে এ আদর্শের চেহারাখানি স্পষ্ট ধরিতে পারি না; বরং, ধরণ অনেকটা উল্টা বলিয়াই মনে হয়। এমনও মনে হয়, বাহিরে প্রকৃতিকে আমরা যতই "কায়দা" করার চেষ্টা করিতেছি, প্রকৃতিও ভিতরে (অর্থাৎ আমাদের আত্মায়) আমাদের ততই পাইয়া বসিতেছে। প্রকৃতি একদিকে হারিয়া অন্যদিকে জিতিতেছে; হরে দরে সমানই হয়ত থাকিয়া যাইতেছে।

---

seasonal, periodic festival." এই "অশনাপিপাসা" তত্ত্ব আমাদের শ্রুতিতে বহুস্থলে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। ঐতরেয়, উ, ২য় খণ্ডে দেখিতে পাই—"প্রথমোৎপন্ন বিরাট পুরুষেই অশনাপিপাসা সংক্রমিত হইয়াছিল—ইন্দ্রিয় ও দেবতাবর্গের মধ্যে ত' বটেই।—"তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি"—এই বলিয়া দেবতারা ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির উপযুক্ত আয়তন বা শরীর প্রজাপতির নিকট কামনা করিলেন। গো, অশ্ব প্রভৃতির "আয়তন" প্রজাপতি দেখাইলেন, কিন্তু দেবতাদের তাতে "তৃপ্তি" হইল না; তখন, "তাভ্যঃ পুরুষমানয়ত্তা অব্রুবন্" ইত্যাদি। পুরুষ শরীর আনিলে দেবতারা বলিলেন—"সুকৃতং বতেতি পুরুষো বাব সুকৃতম্।" বৃহদারণ্যক, উ, ১ম অধ্যায়ে ৫ম ব্রাহ্মণটি এই প্রসঙ্গে আলোচ্য।—"যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতা" ইত্যাদি। এই অন্ন-অন্নাদ-তত্ত্ব সৃষ্টির এবং জগতের একটা মূলতত্ত্ব। আমরা অন্যত্র এ তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি। তবে, মনে রাখিতে হইবে, হিন্দুর দৃষ্টিতে "অন্ন" কেবল সাধারণ অন্নই নয়, আর অন্নাদ বলিতে কেবল সাধারণ অন্নাদই নয়।

১ ধর্ম্মের পূর্ণ কলেবর এবং প্রতিষ্ঠা আমরা যে অবস্থায় পাই, সেই অবস্থাটিকে এদেশের শাস্ত্রকারেরা "সত্যযুগ" বলিয়া গিয়াছেন। অন্য অবস্থায়, ধর্ম্ম পাদহীন; সুতরাং, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অসম্পূর্ণ সামঞ্জস্য (imperfect adaptation) হইয়া থাকে; কাজেই, "জয়" সব

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মবাদী এবং কর্ম্মফল-বিশ্বাসী হিন্দূর সমাধান অন্যরূপ। তার বিচার সময়ান্তরে করার প্রয়োজন হইবে। এখন কথাটা দাঁড়াইল এই যে, "সত্য-সংস্কার" ইত্যাদি কথাগুলি খুব সতর্ক হইয়া আমাদের ব্যবহার করা উচিত। যে সকল বিদ্যা লুপ্ত বা লুক্কায়িত হইয়া পড়িয়াছে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে তারা টেকে নাই বলিয়াই সেরূপ হইয়াছে; যে সকল বিদ্যা বা সভ্যতা এখন চলিয়াছে, তারা শ্রেষ্ঠ (fittest) বলিয়া চলিয়াছে;—এই ধরণের কথা-বার্ত্তাগুলি একটু সাবধানে কওয়া উচিত। বিদ্যা লুপ্ত বা সভ্যতা সঙ্কুচিত হবার কারণগুলি জটিল।

সভ্যতা চলে কেন?

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উপযোগিতার অভাব, সে কারণ কূটের মধ্যে মুখ্য হইবে, এমন কোন কথা নাই। রোমকেরা গ্রীস জয় করিয়া তাদের বিদ্যা গ্রহণ না করিয়া যদি নষ্ট করিয়া ফেলিত, তবে পশ্চিমদেশের বর্ব্বরতা যুগ সহজে কাটিত কি না সন্দেহ; অথচ বলগর্ব্বিত রোমকদের পক্ষে পরাজিত দুর্ব্বল গ্রীসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার কোনই অলঙ্ঘ্য হেতু ছিল না; তারা তা না করিলেই পারিত। ভ্যাণ্ডালেরা পরবর্ত্তীকালে যখন রোমের সাম্রাজ্য চূরমার করিয়া দিল, তখন তারা যে রোমের অপূর্ব্ব সভ্যতা-সম্পদ্‌টিকেও চূরমার করিয়া দেয় নাই,—এটা পশ্চিমের জোর কপাল বলিতে হইবে। গ্রীসের কাছ হইতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা; আর রোমের কাছ হইতে ব্যবহার-বিদ্যা ও রাজনীতি;—এই দুইটা দান পাইয়াই ইউরোপ, বর্ব্বরের বল্কল ছাড়িয়া, সুসভ্যের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিল। অথচ এই দুইটা "দান" রক্ষা হইয়াছিল অতর্কিত উপায়ে—যেন যুগপ্রবর্ত্তকদেরই অলক্ষিত চেষ্টায়। মুসলমানেরা একহস্তে কোরাণ এবং অপর হস্তে তরবারি লইয়া দিগ্‌বিজয় করিতে বাহির হইয়াছিল; এ কথা সর্ব্বাংশে সত্য না হউক, এটা বোধ

সময় ধর্ম্মেই হইতেছে দেখা যায় না, অনেক সময় অধর্ম্মে হইতেছে দেখা যায়; Fittest তাই সব ক্ষেত্রে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ নয়। এটা অবশ্য একটা বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার অবস্থা। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, প্রথমোঽধ্যায়ে, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে এই কথা কয়টি বলিয়াছেন—"নাধর্ম্মেরমতাং বুদ্ধির্যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাৎ সম্পূর্ণো বৃষরূপধরশ্চরন্। পাতি লোকানিমান্ মূর্ত্তস্তস্মৈ ধর্ম্মায় বৈ নমঃ॥ সত্যং দয়া তথা শান্তিরহিংসা চেতি কীর্ত্তিতাঃ। ধর্ম্মস্থাবয়বাস্তাত চত্বারঃ পূর্ণতাং গতাঃ॥ সর্ব্বপ্রভেদৈঃ সম্পূর্ণা এতে সত্যযুগে মতাঃ। এতেষাং হ্রসতে পাদস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পুনঃ॥ দ্বৌ পাদৌ পাদ একশ্চ কলৌ সোঽস্তে বিনঙ্ক্ষ্যতি।" ৪২-৪৬। এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা আমরা "ধর্ম্মতত্ত্বে" করিব।

হয় ঠিক যে, তাঁদের তরবারি সে কেবল কাফেরের মুণ্ড ভূমি-লুণ্ঠিত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল এমন নহে; সময় সময় ধর্ম্মোন্মাদনায়, সে অসির ফলক হইতে অগ্নি উদ্‌গীরিত হইয়া নানা স্থানের অনেক যত্নরক্ষিত পুরাতন মূল্যবান্ বিদ্যা-বৈভবও ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছিল।২ পরে খালিফেরা অবশ্য বিদ্যার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং কাফেরের কাছ হইতেও বিদ্যা প্রতিগ্রহ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ফলে বাগদাদ প্রভৃতি স্থান, কেবল ইস্‌লাম রাষ্ট্রশক্তিরই নয়, সভ্যজগতের সর্ব্ববিদ্যারই কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। "মূরেরা" স্পেন প্রভৃতি দেশের ভিতর দিয়া অনেক সত্যবিদ্যা সেই সময়কার ইউরোপের আড়ষ্ট চিত্ত-ধমনীগুলিতে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই রকম ভাবে প্রাচীন কালের অনেক বিদ্যা হয়ত রক্ষিত, এবং পরে কতকটা রূপান্তরিত ও সংস্কৃত হইয়াও অভিনব বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেটুকু এইভাবে বাঁচিয়াছে, তাহা সমগ্র অতীত বিদ্যাও নহে, অথবা, সব সময়ে, তার মূল্যবান্, বাঁচার উপযুক্ত, "সার" টুকুই নহে। সারও প্রচুরপরিমাণে আমরা হারাইয়াছি। ভারতবর্ষ, মিশর, চীন, ব্যাবিলন—এ সকল প্রাচীন-দেশ সম্বন্ধেই এ উক্তি প্রযোজ্য।

বিদ্যা ও সভ্যতাবিশেষ লুপ্ত হয় কেন?

লুপ্ত হবার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ যুগবিশেষে মানুষের লক্ষ্য, সুতরাং চিন্তা ও চেষ্টার, কতক কতক "মোড়" ফিরিয়া যাওয়া আমরা দেখিতে পাই। কোনো যুগে হয়ত মানুষ (দেশবিশেষে) পারলৌকিকতার (other-worldliness) দিকে একটু বেশী ঝুঁকিয়া থাকে; ধর্ম্মবিশ্বাস (religious belief and practice) তার জীবনের কেন্দ্রস্থানের কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। পরবর্ত্তী যুগে হয়ত তার ঝোঁকটা বেশীর ভাগ ঐহিকতার দিকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়ের দিকে চলিয়া যাইতে পারে; তখন আর ধর্ম্মবিশ্বাস জীবনের কেন্দ্র না থাকিয়া বিষয়-বুদ্ধি বা ভোগ-স্পৃহা কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইন্দ্র ও বিরোচন যথাক্রমে এ দুইটি যুগের প্রবর্ত্তক ও অধিষ্ঠাতা কি না, তা লইয়া এখানে বিচার অনাবশ্যক। আমরা

---

১ ভারতবর্ষেও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ যে এই ভাবে (বৌদ্ধাধিকারের সময়ে এবং পরে) নষ্ট হইয়াছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই। ভোজদের স্মৃতিশাস্ত্রের "কামধেনু" নামে যে সংগ্রহগ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তার উপক্রমণিকায় মতাদিত্যের কালে বিস্তর শাস্ত্রগ্রন্থ নাশের একটা বিবরণ

কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, তার বিচার করিতেছি না। পুরাষার্থ, সুতরাং পুরুষার্থ-সাধনের মন্ত্র ও তন্ত্র, যে যুগে যুগে কিছু কিছু আলাদা হইতে পারে, এইটাই এখানে আমাদের বক্তব্য। এখন, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের যে বিদ্যা আবশ্যক বা প্রয়োজনীয় ভাবে স্বীকৃত ও অনুশীলিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী যুগ, নিজের পুরুষার্থ বা প্রয়োজন বদলাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া, সে বিদ্যা অনাবশ্যক মনে করিয়া উপেক্ষা করিতে পারে। আদৌ এই উপেক্ষা হয়ত কতকটা অজ্ঞাতসারে, অনিচ্ছাসত্ত্বেই লোকচিত্তে দেখা দেয়। লোকে তখনও হয়ত পুরাতন বিদ্যাকে স্পষ্টতঃ অস্বীকার ও বর্জ্জন করিতেছে না। অন্যদিকে ঝোঁক গিয়াছে বলিয়া, অন্যত্র বেশী অভিনিবেশ ও যত্ন গিয়াছে মাত্র। তখনও হয়ত পুরাতনের "সত্যতা," এমন কি "মূল্যবত্তা" সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসহীন সে হয় নাই। কালে কিন্তু স্বাভাবিক চিত্তপ্রক্রিয়ার ফলে, উপেক্ষা হইতে সংশয় আছে ; এবং সংশয় গিয়া নাস্তিক্যে পর্য্যবসিত হয়। যেটার সাধন-অনুশীলন নাই, তার ফলেরও আস্বাদ পাই না ; এবং তার সমর্থক প্রমাণাদিও আমাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া যায় ; কাজেই, প্রমাণ ও পরিচয়ের অভাবে সেটাতে আস্তিক্যবুদ্ধি চলিয়া যায়। যে কোনো সত্য বস্তুর পানে পরাঙ্মুখ হইলে, সেটা এই ভাবেই ক্রমে "লুপ্ত" হইয়া যায়, নয়ত "মিথ্যা" হইয়া যায়। এই হইল প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ
"ঋতু ধর্ম্ম।"

দ্বিতীয় কারণটি প্রথম কারণেরই রূপান্তর। প্রাণিজগতে ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, অথবা অন্যবিধ যুগধর্ম্মবশতঃ, কতকগুলি পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। এ পরিবর্ত্তনগুলি স্বভাবতঃ "ছন্দোবদ্ধ" (rhythmic)। আমাদের নিত্য জীবনে যেমন জাগরণ স্বপ্নের পালা চলিতেছে, বহির্জগতে যেমন দিবারাত্রির পালা, চন্দ্রমার হ্রাস-বৃদ্ধির পালা চলিতেছে, তেমনি প্রাণিজগতেও দেশ-বিশেষে ও যুগবিশেষে সঙ্কোচ বিকাশের পালা চলিতেছে।১ এর বেশ একটা ছন্দঃ আছে। প্রাণিবিদ্যাবিৎ অনেক সময় রেখা দিয়া আঁকিয়া (by curves) এই সকল ছন্দের চেহারা আমাদের দেখাইয়া দিতে

দেখিতে পাই। ৺পূজ্যপাদ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁর "ফেলোশিপ লেক্‌চার" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে গল্পটি আমাদের শুনাইয়াছেন। নিখিল বিদ্যা যিনি ধারণ করিয়া আছেন, কালে যেটিকে তিনি গোপন করেন ; আবার কালান্তরে যেটিকে তিনি দোহন করেন—তাঁকে অথর্ব্ববেদ (১০।৭) "স্কম্ভ" বলিয়াছেন। "যত্র ঋষয়ঃ প্রথমজা ঋচঃ" ইত্যাদি (১৪); "যস্মাদৃচো অপাতক্ষন্"

পারেন। একটা ব্যাপকব্যাধি বা এপিডেমিকের পর্য্যন্ত রীতিমত curve আছে। সভ্যতা এবং সভ্যতার কলা (aspects) গুলিরও এইভাবে সঙ্কোচ বিকাশ আছে। বসন্তঋতু যেমন নব-কিসলয়-মুকুল-মঞ্জরীর উদ্গমের সময়, শীতকাল বা হেমন্তকাল নয়, তেমনি সভ্যতা বা বিদ্যারও কোনো কোনো কলা, কোনো কোনো যুগেই বিশেষভাবে ফুটিয়া থাকে; অন্য যুগে সে কলাগুলি যেন গুপ্ত থাকে।[1] নবপল্লব-মুকুলমঞ্জরীর বিকাশের পক্ষে মধু মাসেরই "অধিকার", পৌষ মাসের নয়। তেমনি কোনো বিদ্যার কলাবিশেষের বিকাশের পক্ষে কোনো যুগ-বিশেষের "অধিকার," যুগান্তরের অনধিকার। যুগান্তরে অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাইলে তেমন ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য, যুগবিশেষের কলাবিশেষ সম্বন্ধে অধিকার কেন, অন্য যুগের অনধিকার কেন—ইহার কৈফিয়ৎ আছে সন্দেহ নাই। যেমন অষ্টমী তিথির চন্দ্রের কলাগুলি প্রকাশিত করার যে অধিকার, সপ্তমীর বা ষষ্ঠীর সে অধিকার নাই। কেন নাই, তার কারণ অবশ্য নির্দ্দেশ করা যাইবে। যুগবিশেষে মানুষের সাধারণতঃ "ঝোঁক" কোন্ দিকে - তার সন্ধান লইয়া, সে যুগের বিদ্যার কোন্ কলায় অধিকার আছে, আর কোন কলায় নাই, তাহা মোটামুটি বলা যাইতে পারে। তবে ঝোঁক বা tendencies বিচার করা সহজ নয়। জ্ঞাতসারে যে tendencies গুলি কাজ করিতেছে, অজ্ঞাতসারে (sub-consciously) তার চাইতে অনেক বেশী ও বড় tendencies কাজ করিতেছে, একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। জনমানবের সাধারণ ঝোঁক কতকগুলি যেমন থাকে, অসাধারণ ঝোঁকও তেমনি থাকে। অসাধারণ ঝোঁক সব সময়ে সচরাচর কাজ করে না; হয়ত, জনসঙ্ঘের ভিতরে তেমন কাজ না করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের ভিতরেই কাজ করে।

ইত্যাদি (২০); ২৬শে "পুরাণ" সৃষ্টির কথা আছে। ১৯—৫৩।৫৪—কালতত্ত্ব বলিয়াছেন। এই ভাবের মন্ত্র ঋগ্‌বেদাদিতে এবং উপনিষৎগুলিতেও আছে। ফলকথা—স্কম্ভরূপে তিনি সকল ধরিয়া আছেন এবং কালরূপে সকল বিবর্ত্তন করিতেছেন।

[1] পূর্ব্বপাদ টীকায় অথর্ব্ববেদের কালসূক্তের উল্লেখ করিয়াছি। তাতে "তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা" (১); "সপ্তচক্রা" ইত্যাদি কালের চক্ররূপ বর্ণিত আছে। ঋগ্‌বেদে ১।১৬৪ সূক্তের কাল সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ রহস্য মন্ত্রগুলি চিন্তনীয়। ব্রাহ্মণে ও উপনিষদেও কালের চক্ররূপ প্রসিদ্ধ। চক্রের অর নেমি প্রভৃতির কল্পনায় ঋষিদের পরম উৎসাহ। কালকে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক দুই ভাবেই দেখা হইত। অথর্ব্বেদ হেঁয়ালির ভাষায় বলিতেছেন—'পিতা সন্ অভবৎ পুত্র এষাং।" চতুর্যুগ সম্বন্ধে ধারণা পুরাতন নয় বলিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত রায় দিয়াছেন। Religion and Philosophy of the Veda (H. O. S.)—Keith—পৃঃ ৮২ দ্রষ্টব্য। তিনি

সাধারণ ও অসাধারণ "ঝোঁক"।

বর্ত্তমান ইউরোপের দিকে তাকাইয়া এই সাধারণ ও অসাধারণ—দুই রকম ঝোঁকই আমরা মোটামুটি বুঝিতে পারি। ছোট ছোট দলের মধ্যে (in smaller groups) বা শ্রেণীর মধ্যে, অথবা কোনো কোনো ব্যক্তির মধ্যে এমন অনেক ভাবও চিন্তা ও আবেগ এখন সে দেশে দেখা দিতেছে, যেগুলি প্রাচ্যদেশের তত্ত্বদর্শী সাধু মহাজনেরা যত্নপূর্ব্বক সাধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গণমানসে, এমন কি "শিক্ষিত" শ্রেণীর ভূয়িষ্ঠাবয়বেও, সে ভাব ও চিন্তা ও বেদনার সাড়া এখনও জাগে নাই। সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান ইউরোপ বা আমেরিকা তাই এখনও দেহাত্মবাদ, ঐহিকতাবাদের নাগপাশ খুলিতে পারে নাই। তথায় কেহ কেহ যে খুলিতে পারিয়াছেন, এবং খুলিবার ফন্দি অপরকেও দেখাইতে সুরু করিয়াছেন—এ ব্যাপারটার ইঙ্গিত কোন্ দিকে? এ ব্যাপারে আমরা বুঝিতেছি যে, পশ্চিমদেশে বাহিরে "নেশা" যতই জমাট হইয়া থাকুক না কেন, অন্তরাত্মায় একটা সুস্থ ও শান্ত ভাবের প্রতিক্রিয়া গভীর, অপরিস্ফুট ভাবে সুরু হইয়াছে; সে দেশে যাঁরা নিবৃত্তির দিকে, তপস্যার দিকে, শ্রেয়ের দিকে ঝুঁকিতেছেন—তাঁরা ভাবী একটা বিপুল যুগ-পরিবর্ত্তনের অগ্রদূত মাত্র। ভারতবর্ষে আমাদের সমাজের এবং চিন্তার "অচলায়তন" পৃথিবীব্যাপী বিক্ষোভের মাঝে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে; ভারতবর্ষে "শিক্ষিত"দের মধ্যে অনেকে আজকাল পাশ্চাত্যদের মতন ভাবিতে চিন্তিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গণদেবতা

বলেন—বেদে চতুর্যুগ নাই; Epic এবং মনুতে এই ধারণা আমরা পাই। এমত ঠিক নহে! Dr, Jane Harrison তাঁর "Ancient Art and Rstual" গ্রন্থে (p. 52) চক্র আবর্ত্তন (periodicity)এর ধারণা যে সকল আদিম চিন্তা ও অনুষ্ঠানের মূলে তা নানা উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন:—"In his recent *Introduction to Mathematics* (Chap- XII. 'Periodicity in Nature') Dr. Whitehead has pointed out how 'the whole life of Nature is dominated by the existence of periodic events.' The rotation of the eaath produces successive days; the path of the earth round the sun leads to the yearly recurrence of the seasons; the phases of the moon are recurrent.… Even our own bodily life is essentilly periodic. The presupposition of periodicity is indeed fundamental to our very conception of life and but for periodicity the very means of measuring time as, a quantity would be absent. বেদাদি শাস্ত্রে এই periodicity বা rhythm টিকে "ছন্দঃ" বলিয়া চিনিয়া গিয়াছেন। যজ্ঞ ও সৃষ্টি—এ দুয়ের মূলেই দেখিতে পাই ছন্দঃ। এ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় প্রমাণাদি

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

সাক্ষাৎ [illegible] হয় নাই। [illegible] এ পরিবর্ত্তন একদেশব্যাপী, অসাধারণ। ইহারই বা ইঙ্গিত কোন্ দিকে? আমরাও কি নব্যতুর্কী বা জাপানীর মত কালে হইয়া উঠিব—তারই কি সূচনা এটা? বলা শক্ত। বস্তুতঃ, সমাজের বাহির স্তরের স্রোত (surface currents) গুলি দেখিয়া তার অন্তরের স্রোত সব সময়ে ধরা যায় না। বাহিরে যখন এক দিকে বেজায় টান, তখন গভীরস্তরে হয়ত শান্ত, নয়ত বিপরীত দিকে টান বহিতে পারে। এইজন্য যুগবিশেষের মানুষের ঝোঁক মোটামুটি বিচার করিয়া আমরা সেই যুগের, কিসে অধিকার আছে কিসে নাই, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে, অথবা নির্ভূল ভাবে বলিতে পারিব না। বিশেষতঃ একটা যুগ আর অপর একটা যুগের সন্ধির (transition or turning) ক্ষণে, যুগবিশেষের প্রকৃত ঝোঁকটি এবং ঝোঁকের দিক্‌টা বুঝিতে পারা বড়ই শক্ত কথা। সন্ধিক্ষণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি, তিনি হয়ত আমাদেরই মানসের ইচ্ছাময়ী প্রতিমাটি (conscious will) নন। তিনি হয়ত কোনো অদৃশ্য, অজ্ঞাত চিৎশক্তি,—কোনো যুগপ্রবর্ত্তক, যাঁর উপরে হয়ত আমাদের এ বিরাট্ রঙ্গালয়ে যুগপট পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া নূতন যুগাঙ্ক বা যুগগর্ভাঙ্ক সূচনা করিবার অধিকার অর্পিত হইয়াছে। ইহাদের বন্দোবস্তের ফলেই হউক, আর অন্য যে কারণেই হউক, কোনো বিদ্যা বা বিদ্যার কলা যুগবিশেষের অধিকার অনুসারে "প্রকট" হইতে পারে, অথবা "অপ্রকট" হইতে পারে।

আমরা "সৃষ্টিতত্ত্বে" ও "যজ্ঞতত্ত্বে" দিয়াছি। পুরাণ অনেক স্থলে বাক্, প্রণব বা গায়ত্রীকে সৃষ্টির প্রথম কারণরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে (পূর্ব্বখণ্ড, ২৫শ অধ্যায়ে) দেবী দুর্গা তাঁর সখীদ্বয়ের সমীপে বেদসংহিতা পুরাণাদির উৎপত্তি কহিতেছেন।—"পুরা ব্রহ্মা সিসৃক্ষুর্বৈ স্রষ্টুং নব প্রজাপ্রতীন্। অন্ধকারময়ং সর্ব্বং বুবুধে পরমাদ্ভুতম্॥ সহ মূকৈঃ স্বয়ং মূকে চিন্তাপন্নে প্রজাপতে। তপেতি বর্ণযুগলমাকাশাদুদভূন্মহৎ॥ স শব্দঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্তো রবেঃ কিরণবৎ সখি। চক্রে জ্যোতির্ম্ময়ং সর্ব্বং ব্রহ্মা নির্ব্বতি মাপ চ। মুখানি লেভে চত্বারি হঠাদিক্ষু দিদৃক্ষয়া॥ ততো ব্রহ্মা সসর্জ্জাদৌ বাচ এব সুনির্ম্মলাঃ। সসর্জ্জ চতুরো বেদান্ সংহিতা বিবিধা অপি॥" ৪৭। এই যে বাক্—ইহা ছন্দোময়ী এবং ছন্দোরূপিণী। সৃষ্টির একেবারে গোড়ায় এই ছন্দঃ ছিল বলিয়া, সৃষ্টির সর্ব্বাঙ্গে, সকল ব্যাপারে ছন্দ: বা periodicity (rhythm) চলিয়াছে। এর ফলে বিদ্যা ও সভ্যতার ইতিহাসেও আমরা "ঋতু পরিবর্ত্তন" দেখিতে পাই। ঋতু ও ঋত—মূলে একই। প্রাচীন সুমের আকডের সৃষ্টিতত্ত্বে Tiamat হইল গোড়াকার "রাত্রি" ও নিঋ´তির রূপ; Ea (ইলা বা ভারতী) = বাক্; Marduk হইতেছেন Ea বা বাক্ হইতে জাত, অথবা বাক্যে অন্তর্গত (involved), ছন্দঃ বা ঋত। Marduk একটা জালে Tiamat এর "শরীর" টাকে আবদ্ধ করিলেন—জাল = বিধি = শাসন বা Law, order. বজ্রদ্বারা Tiamat এর দেহ বিদীর্ণ করিলেন (একটা হইল পিণ্ডকে, unformed mass কে, আকারিত

তন্ত্রবিদ্যা অন্যযুগে[১] অপ্রকট রহিয়া কলিযুগে বিশেষভাবে প্রকট হইল কেন—বেদাদি শাস্ত্রের বহু "শাখা" এখন লুপ্ত বা গুপ্ত কেন—এ সকল কথা বুঝিতে, বিদ্যা গ্রহণের ও ধারণের পাত্র ও আয়তন (Vehicle) হিসাবে, যুগ যুগান্তরের অধিকার আমাদের বুঝিতে হইবে।

আলোচনার সিদ্ধান্ত।

এই সকল আলোচনার ফলে, এ সিদ্ধান্ত করা আমাদের পক্ষে অনুচিত হইবে না যে, "প্যালিওলিথিক ম্যান" হইতে সুরু করিয়া, একটানা সোজাসুজি সমাজ ও সভ্যতার অভ্যুদয় হয় নাই। সভ্যতা ও বিদ্যাকে সমগ্রভাবে দেখিলেও তা হয় নাই, কলা বা অংশভাবে দেখিলেও হয় নাই। অর্থাৎ, সভ্যতা বা বিদ্যার কোনো কলাই যে সোজাসুজি ভাবে কেবল বাড়িয়াই গিয়াছে, এমনটা মনে করারও কোনো হেতু নাই। ইতিহাস যে প্রমাণ উপস্থিত করেন বা করিতে পারেন, তাতে বরং উত্থান পতন, সঙ্কোচ-বিকাশের curve টাই সত্য হইয়া দেখা দেয়। আমরা কতকগুলি মূলসূত্র ধরিয়া যে curve পাইতেছি (deductively), ইতিহাস নানা দেশের ও নানাযুগের বিবরণ পাশাপাশি সাজাইয়া, ঐ curveটাই "নিগমন" (inductively) করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করি। সরল রেখা পাইবেন না।

প্যালিওলিথিক, লিওলিথিক, ব্রঞ্জ—(ভারতবর্ষে বিশেষভাবে তাম্র; কোথাও বা স্বর্ণ) এই সব যুগকে ক্রমোন্নত মনে করার দস্তুর চলিতেছে। সার জন লাবক্ এর পর হইতে এ দস্তুর কায়েমিভাবেই চলিতেছে।

বা "inform" করা), এবং Tiamat এর একটা চর্ম্মদ্বারা দ্যুলোক এবং অপর চর্ম্মদ্বারা ইহলোক নির্ম্মাণ করিলেন। এখানেও, গল্পের ভিতরে, মূলতত্ত্ব একই নিহিত রহিয়াছে। ঋ. স. (১০।৯০) পুরুষসূক্তের আদি যজ্ঞের কথা এক্ষেত্রে স্মরণীয়। আদি বরাহ ও কূর্ম্ম (যাঁহারা পৃথিবীকে সলিল হইতে উদ্ধৃত করেন) খুব প্রাচীন তত্ত্বচিন্তা সন্দেহ নাই। শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪।১।২।১১); পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (১৫।৫।৩০) শতপথ (৭।৫।১।৫) ইত্যাদি বহু প্রাচীন শাস্ত্রে ঐ ভাবের ধারণা আছে। আমরা "সৃষ্টিতত্ত্বে" এর তুলনা ও আলোচনা করিয়াছি। সভ্যতার দান ব্যাবিলনে করিয়াছিলেন Ea। একটা মূল বন্দোবস্তের ফলে এ জিনিষটা curveএর ভঙ্গীতে পৃথিবীতে সঙ্কোচবিকাশ পাইয়া আসিতেছে।

[১] বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ১১ অধ্যায়ে দেখি—"আদৌ কৃতযুগে দেব ব্রহ্মচারী ভবিষ্যসি দ্বিতীয়ে নারদো ভূত্বা বহুংস্তন্ত্রান্ করিষ্যসি॥ ৬১-৬২॥ তন্ত্রের প্রাচীনত্বের এবং "বৈদিকত্বের" প্রমাণ আমরা অন্য স্থানে দিব। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের ঐ বচনে সম্ভবতঃ পঞ্চরাত্র আগম শাস্ত্রগুলি (নারদ পঞ্চরাত্র ইত্যাদি) লক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু লক্ষণায় নিখিল তন্ত্র বিদ্যাই বুঝিতে হইবে।

কাল্চারযুগের নানান শাখাবিভাগ হইয়াছে। কিন্তু এ পরিচয়টা মানুষের ইতিহাসের যে পূর্ণ পরিচয়, এমন কেহ মনে করিতে পারেন না। পৃথিবীর অনেকাংশে লুপ্ত দেশ মহাদেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত সভ্যতার সম্ভাবনা ক্রমশঃ বাস্তব হইয়া আসিতেছে। প্যালিওলিথিক্ প্রভৃতি যুগেও হঠাৎ বিদ্যা ও সভ্যতার (বিশেষতঃ চারুশিল্পের ভিতর দিয়া) যে সমস্ত বিকাশের যুগ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সব যুগ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধস্তন যুগেরই ক্রমবিকাশের ফলরূপে সব সময়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপে ইউরোপের অরিগ্‌নেসিয়ান্, ম্যাগ্‌ডালেনিয়ান্ কাল্চারের কথা বলিয়াছি। এ সকল যুগের পশ্চাতে এক একটী নূতন প্রেরণা (new impetus) কোনো না কোনো আকারে না মানিয়া বোধ হয় উপায় নাই। লুই স্পেন্স প্রমুখ অনেকে লুপ্ত এট্‌লাণ্টিসের সমুন্নত সভ্যতার "জের" রূপে এ গুলিকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় "রোডেসিয়া" প্রদেশে খৃষ্টপূর্ব্ব বহু শতাব্দীর আগেকার একটা বিরাট্ সভ্যতার নিদর্শন এখনও তার গৌরবচিহ্ন রাখিয়া দিয়াছে; অথচ, যে অঞ্চলে বহুদিন যাবৎ কোনো "সভ্য" জাতি ত' বসবাস করে নাই। বুশ্‌ম্যানেরা এখন সভ্যতার খুব নিম্নস্তরে; কিন্তু কত হাজার বছর আগে তারাও বোধ হয় সুসভ্য ছিল। ভারতে আর্য্যাগমন ব্যাপারটাকে বিলাতী পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব আন্দাজি দুইহাজার বছর আগে লইয়া যান; কিন্তু হারাপ্পা, মহেঞ্জদরো অঞ্চলের প্রত্নিদর্শনগুলি তারও আগেকার ভারতীয় সভ্যতা যুগের (নব্য গোঁড়াদের মতে আর্য্যদের আগে "অষ্ট্রিক," "দ্রাবিড়" এই সব যুগ) একটা উজ্জ্বল আলেখ্য আমাদের বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে সম্প্রতি খুলিয়া ধরিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, সভ্যতার "কার্ব" পূরাপূরি আঁকিয়া ফেলার সময় ও সুযোগ এখনও উপস্থিত হয় নাই।

তারপর, এ কথাটাও আমরা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সভ্যতার (সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার) আবির্ভাব-তিরোভাবের পশ্চাতে উক্ত "ঋতুধর্ম্ম" (Periodicity) স্বাভাবিক ভাবে কাজ ত' করিয়াছেই; তা ছাড়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে' "কর্ম্মদোষে" কোনো কোনো অতীত সভ্যতা ও বিদ্যার "পাতিত্য" ঘটিয়াছে; আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, অতীত কোনো কোনো সভ্যতার "উৎকটতার" বিরুদ্ধে, সহজ, সরল, স্বাভাবিক জীবনের দিকে এক একটা প্রতিক্রিয়াও সম্ভবতঃ হইয়াছে (এট্‌ল্যান্‌টিস্ দেশের "স্বর্ণ" যুগের পর প্যালিওলিথিক্ যুগের "প্রস্তর" ঐ রকম একটা প্রতিক্রিয়া হইলেও হইতে পারে)।

১৩শ পরিচ্ছেদ।

ইতিহাসের "রেখা" (Curve).

গতিরেখা সরল রেখা ?

তবে, বিশ্বমানবের ইতিহাস, এমন কি বিশ্বের ইতিহাস, অখণ্ড সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিলে তার curve কেমন দাঁড়ায়, তাহা লইয়া বিচারের অপেক্ষা রহিয়াছে। আমরা কাল ও যুগধর্ম্মের সবিশেষ আলোচনার স্থলে সে বিচার কিছুটা করিয়া দেখিব। সোজাসুজি সরল রেখাক্রমে অভ্যুদয়—এ দাবী বোধ হয় গোঁড়া বিবর্ত্তনবাদীরাও এখন আর করেন না। বিকাশও যেমন হইতেছে, সঙ্কোচ (Involution) ও তেমনি হইতেছে বা হইয়া থাকে, একথা মানায় আর কাহারও তেমন সঙ্কোচ বা বাধা নাই। বার্গসোঁর মতন যাঁরা নিত্য নব অভিব্যক্তির প্রাকৃতিক প্রেরণায় (Original Creative Impetus এ) বিশ্বাসী, তাঁরাও, ক্ষেত্রবিশেষে মোটামুটিভাবে, সঙ্কোচ বিকাশ স্বীকার করায় আপত্তি করিবেন না। আগে যেটা বীজ ভাবে, অব্যক্ত ভাবে, ছিল, এখন, সেটা গাছের মতন উদ্‌গত হইয়া উঠিতেছে ; পক্ষান্তরে, এখন যেটা গাছের মতন (অথবা ওষধির মতন) পূর্ণাবয়ব, সেটা পরে কেবল তার বীজটা রাখিয়া নিজে তিরোহিত হইয়া যাইবে ;—এই রকম একটা বিবৃতি সমগ্র প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে বার্গসোঁ এবং তাঁর অন্তেবাসীরা হয়ত অসম্মত হইবেন। কিন্তু বিশ্বের এই বিরাট্ বিচিত্র নব নব বিকাশের আবেগের মাঝখানে "বীজ"ও যে ফুটিয়া "ওষধি" হইতেছে, এবং ওষধিও যে বীজ রাখিয়া শুকাইয়া যাইতেছে,—অর্থাৎ, নূতনত্ব, নবীনতার দিকে চিরন্তন প্রবাহের [1] ভিতরে যে ছন্দঃ (rhythm) আছে, আবর্ত্তন

---

[1] বিদ্যা বা "বেদ" যে অব্যয় সে সম্বন্ধে এ দেশের শাস্ত্র একবাক্য। অবশ্য এই "বেদ" কথাটিকে জ্ঞান বা বিদ্যা অর্থেই লইতে হইবে। "প্রমাণতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য। ঋগ্‌বেদের দুইটি ব্রাহ্মণ প্রচলিত—ঐতয়ের এবং কৌষীতকি। এ, বি, কিথ্ তাঁর সম্পাদিত এই গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকায় কৌষীতকি ব্রাহ্মণকে পরে বসাইয়াছেন। এবং পাণিনি যাস্ক প্রভৃতির প্রমাণ দেখাইয়া খৃঃ পূঃ ৬০০-৮০০ পর্য্যন্ত এদের টানিয়া লইতে সম্মত হইয়াছেন। জ্যোতিষের প্রমাণ তিনি তেমন আমোলে আনেন নাই। তাঁর যুক্তি সমূহ অকাট্য নহে। যাই হৌক, প্রাচীন উপনিষৎগুলি যে "প্রাচীন" সে পক্ষে সন্দেহ নাই। কৌষীতকি. উ, (১অ।৬খ, বলিতেছেনঃ—"যজূদরঃ সামশিরা অসাবৃঙ্‌মূর্ত্তিরব্যয়ঃ। স ব্রহ্মেতি স বিজ্ঞেয় ঋষির্ব্রহ্মময়ো মহান্॥" অনেক দিনের পুরাতন বিদ্যাকে (বিশেষ, যদি

(cycle) আছে, তরঙ্গায়িত ভাব (curve) আছে—একথায় সায় দিবেন সকলেই। প্রশ্ন এই যে, এই বিশ্ব ঘটনা প্রবাহটি একটা কি বিরাট্ (cycle) কালচক্রের আবর্ত্তন ? চক্রের একটা পূরা আবর্ত্তনকে যদি একটা "কল্প" বলি, তবে একথা কি মনে করা চলিতে পারে যে, একটা কল্পে বিশ্ব যখন যেমনটা হইয়াছিল, কল্পান্তরেও তখন তেমনটাই হইবে ? স্থষ্টির সময়ে ধাতা কি "যথা-পূর্ব্বং" "কল্পনা" করিয়া থাকেন ? ১

অবশ্য বার্গসোঁ অথবা পশ্চিম দেশের প্রায় কোনো অভ্যুদয়বাদী (Evolutionist) ই এ প্রশ্নের "হাঁ" জবাব দিবেন না। বার্গসোঁর যিনি বিশ্বকর্ত্তা

ধর্ম্মমূলক হয়) অনাদি, সনাতন ইত্যাদি ভাবার "বাতিক্" সকল প্রাচীন "গোঁড়া"দের ছিল ও আছে—সকল দেশেই—এই রকমের একটা কৈফিয়ৎ অবশ্য অনেক হালের পণ্ডিত দিবেন। কিন্তু প্রাচীন "গোঁড়াদের" তত "কাঁচা মাথা" ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁরা "বাক্"কে এবং বিদ্যাকে (যে দুটিকে গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হইয়াছে) সনাতন বলিয়া ধরিতে পারিয়া স্থষ্টির একটা গোড়ার কথাই ধরিয়াছেন। "বাক্" সে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল, "বিদ্যা" সে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল—তার কোনও "বৈজ্ঞানিক" কৈফিয়ৎ হালের পণ্ডিতেরা দিতে পারিয়াছেন কি ? এ দুয়ের মূল উৎস যে "রহস্যের" মাঝে হারাইয়া রহিয়াছে, এটা স্বীকার করিতে বিমুখ হইবেন কে ? মস্তিষ্কের Broca convolutionএর সঙ্গে articulate speechএর সম্বন্ধ না হয় হইল ; কিন্তু কবে কিভাবে, ঐ convolution হইয়াছে ? প্রাচীনেরা এই অনাদি তত্ত্বটিকে নানা রূপকাদির সাজে সাজাইয়া আমাদের কাছে হাজির করিয়াছেন। কৌষীতকির উক্ত মন্ত্র তলাইয়া বুঝিতে হইবে। অব্যয় ব্রহ্মের অঙ্গরূপে যজুঃ সাম প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছেন। এখানে ব্রহ্ম = বাক্ = Logos, সে পক্ষে সন্দেহ করা চলে কি ? ঋগ্‌বেদ সংহিতা দশম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ দেবীসূক্তের ঋষি "বাক্"। তিনি নিজেকে "চিকিতুষী," "ভূর্য্যাবেশয়ন্তী" "দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ," "অহংস্থবে", "অহং বাত ইব" ইত্যাদি রূপে বিবৃত করিয়া, আপনাকে বিশ্বভুবনের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত চিৎসত্তারূপে এবং চিচ্ছক্তিরূপে দেখাইতেছেন। ঋ. স. (১০।১১৪।৮) বলিতেছেন—"সহস্রধা পঞ্চদশান্যুক্থা যাবদ্দ্যাবাপৃথিবী তাবাদিত্তৎ। সহস্রা মহিমানঃ সহস্রং যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক ॥" ছন্দঃ সমূহ সম্বন্ধে ঐ সূক্ত পরের ঋকে বলিতেছেন—"কশ্ছন্দসাং যোগ মাবেদ" ইত্যাদি। এ সকল উক্তির মূলে একটা গভীর তত্ত্ববিদ্যা (Philosophy) রহিয়াছে। লেখকের "স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র" ও এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

১ অবশ্য কল্প প্রভৃতি আবর্ত্তনের কথা শাস্ত্র এত বেশী করিয়া বলিয়াছেন যে, এই জগদ্ ব্যাপারটাকে একটী "perpetual spinning round and round" মনে হওয়া স্বাভাবিক। প্রজাপতি পূর্ব্ব কল্পের "স্মরণ" করিয়া নূতন স্থষ্টি করেন—এই ভাবের কথা বার বার আমরা শুনিতে পাই। কিন্তু তথাপি প্রশ্ন উঠে—তাঁদের ধারণাটা এ সম্বন্ধে ঠিক্ কিরূপ ছিল ? প্রথমতঃ, যাহা পরে ঘটিবে তা যেন আগেই ঠিক হইয়া রহিয়াছে—এভাবের কথা, বেদে ঠিক স্পষ্টভাবে না হইলেও, পুরাণাদিতে স্পষ্টভাবে, অনেকস্থলে আমরা পাই। রাম জন্মিবার আগে রামায়ণ রচনার কথার প্রমাণ আমরা রামায়ণ হইতেই আগে দিয়াছি। অন্যত্রও এ ভাবের কথা আছে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে (পূর্ব্বখণ্ড, ২৭, ২৮, ২৯ প্রভৃতি অধ্যায়ে) মহাভারত ও পুরাণ রচনা উপলক্ষে ঋষিদেরর "বিবাদের" কথা আছে ; ব্রহ্মা, জনক এবং বাল্মীকি—এই তিনজনের

(Elan vital), তিনি প্রতিভাবান্ কবি; নিত্য নূতন সৃষ্টি করিয়াই তাঁর আনন্দ; নকল নবিশ হইতে তাঁর গরজ পড়ে নাই।

দুই পক্ষ। পক্ষান্তরে, জড় বিজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবিতাবাদ (Determinism) একটা অনাদি বীজ (Matter and Motion রূপ) হইতে অপরিবর্ত্তনীয় কতকগুলি "ধারা" (Law) অনুসারে, বিশ্বটার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবস্থা ক্রমে "ব্যাকৃত" হইয়াছে, ইহাই ভাবে। অধ্যাপক হক্‌সলি সে দিন গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন (তাঁর রয়েল সোসাইটিতে সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত কোনো বক্তৃতায়):—আমরা অবস্থাপুঞ্জ যেখানে সঠিক হিসাব করিয়া জানিতে পারি, সেখানে নির্ভুল ভাবে ভবিষ্যৎ গণিয়া দিতে পারি ; যেমন কবে গ্রহণ হইবে, কবে ধূমকেতুবিশেষের পুনরাবির্ভাব হইবে, ইত্যাদি। একটা জটিল রাসায়নিক পরীক্ষায় বিবিধ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অবসানে ঠিক কি ফল পাওয়া যাইবে, তাহাও, যিনি সমজদার ব্যক্তি এবং ভাল করিয়া মালমসলার হিসাব রাখিয়াছেন, তিনি বলিয়া দিতে পারিবেন। তেমনি ধারা যদি কোনও মহাবৈজ্ঞানিক (ম্যাকস্‌ওয়েলের "ভূতের" জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহ) একেবারে সৃষ্টির আরম্ভে মহাশূন্যে সমন্তাৎ প্রধাবিত "এটম্" গুলি এবং তাদের বিচিত্র গতির হিসাব ও তালিকা পূরা রকমে প্রস্তুত করিতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে গণিতবিদ্যার সূত্রগুলির সাহায্যে বিশ্বের যে কোনো একটা ভাবী অবস্থা বা ঘটনা নিখুত ভাবে বলিয়া দেওয়া অসম্ভব হইবেনা। উদাহরণ রূপে, তিনি বলিয়া দিতে পারিবেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর অমুক বৎসরে অমুক তারিখে লণ্ডনে রয়েল সোসাইটীর মঞ্চে দাঁড়াইয়া হকস্‌লি সাহেব তাঁর সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিবেন ; বিংশ শতাব্দীর অমুক বছর হইতে অমুক বছর পর্য্যন্ত ইউরোপে মহা কুরুক্ষেত্র ঘটিবে, এবং তার ফলে, মিত্র শক্তিরা লড়াইএর "মুনাফা" এইভাবে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া

কাছে ঋষিরা নিজেদের মধ্যে রচয়িতা নিরূপণের জন্য গিয়াছিলেন, দেখিতে পাই। সর্ব্বত্রই ঐ এক কথা বেদব্যাসই দ্বাপরে জনসাধারণের অল্পমেধা বুঝিয়া বেদবিভাগ করিবেন, ভারত রচনা করিবেন এবং ষট্‌ত্রিংশৎ পুরাণ (১৮ মহাপুরাণ + ১৮ উপপুরাণ) রচনা করিবেন। এ বন্দোবস্ত আগে হইতেই ঠিক হইয়া আছে। আদি কবি বাল্মীকি বেদব্যাসকে "কাব্যবীজ" দীক্ষা দিয়া তাঁকে এই রচনার নিমিত্ত কবিত্ব সম্পন্ন করিবেন—ইহাও ঠিক হইয়া আছে। এ প্রসঙ্গে বাল্মীকি ব্যাসের কথোপকথন রহস্যগর্ভ ও সুন্দর—পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণেও দেখি—কোন্ কল্পে, কোন্ মন্বন্তরে কারা কারা সপ্তর্ষি হইবেন, কেই বা ব্যাস হইবেন—ইত্যাদি সমস্ত যেন নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। ইহাও নানা যায়গায় দেখি যে,

লইবেন। প্রাথমিক অণু-পরমাণুনিষ্ঠ উত্তেজনার মধ্যেই সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসটা পরিসমাপ্ত ভাবে সংবৃত (folded up) হইয়া রহিয়াছে। ইলেকট্রণ্ প্রভৃতি আসরে দেখা দিয়া হক্‌সলি সাহেবের গণনার "ভিত্তিগুলি" (data) অসম্ভব রকমে জটিল করিয়া দিয়াছে এবং দিতেছে; কিন্তু কোন খাঁটি বৈজ্ঞানিকই এখনও তাঁদের হিসাবের খাতায় বিশ্বাস হারান নাই। আইন্‌ষ্টাইন আসিয়া নিউটনের আঁকের খাতাখানি সারিয়া সুরিয়া দিয়াছেন; কিন্তু বিজ্ঞান Determiuism ছাড়ে নাই। কেল্‌ভিনের মতন অতি বড় জাঁদরেল বৈজ্ঞানিক প্রাণের রাজ্যে অথবা মানুষের ভাবনা চিন্তার রাজ্যে আসিয়া "বাধ্যতার" লাগাম একটু শিথিল করিয়াছেন দেখিতে পাই; যেন প্রাণ ও মানুষের আত্মা জড়ের এলেকার বাহিরে, সুতরাং জড়ের (matter and motionএর) আইন কানুনে বাধ্য নয়। কিন্তু হিকেলের মত গোঁড়া বিজ্ঞানাচার্য্যেরা ঐ রকম "শৈথিল্য"কে মগজের শৈথিল্য (oftening of the brain) না মনে যদি বা করেন, ওটাকে বৈজ্ঞানিকের ভিতরে ধর্ম্মবিশ্বাস, অন্ধসংস্কার প্রভৃতির "জের" মনে করিয়া, কতকটা কৃপার চক্ষে দেখেন। কেহ কেহ বা অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন।

মানুষের কর্ত্তৃত্ব।

ডেকার্ট-শিষ্যেরা, মানুষকে বাদ দিয়া, অন্য সব প্রাণীদের "কলের পুঁতুল" ("Animal Automata") বানাইয়া রাখিয়াছিলেন। জানোয়ার বেচারীদের "চেতনা"—উড়াইয়া দিলেও প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই; কাজেই তাদের চেতনা, সুখদুঃখ বেদনা ইত্যাদি সবই উড়িয়া গিয়াছিল। মানুষের বেলায় চেতনা অস্বীকার করা যায় না (যদিও, গোঁড়া "একজীববাদী"—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর যেটাকে "প্রতিভাসিক" সত্তা বলিতেন, কেবল তাহাতেই আস্থাবান্—"আমি" ছাড়া আর কাহারও মধ্যে চেতনার যথেষ্ট এবং অকাট্য প্রমাণ মানিবেন না), কাজেই, হক্‌সলি প্রভৃতি

বেদ সংহিতা পুরাণাদির আদি বক্তা স্বয়ং গায়ত্রীপতি ব্রহ্মা; তিনিও আবার পূর্ব্বকল্পের বিদ্যা স্মরণ করিতেছেন। ঋষিরা ব্রহ্মার "রচনা" সঙ্কলন করিতেছেন মাত্র। সঙ্কলনও বটে সংক্ষেপও বটে। প্রজ্ঞা বা ধ্যান প্রসাদে যেখানে বিদ্যা পাইতে হইতেছে, সেখানে এই প্রকারই ব্যবস্থা স্বাভাবিক। নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ রহিয়াছে এমন একটা নিখিল বেদাশ্রয় পুরুষের সঙ্গে প্রজ্ঞায় বা ধ্যানে "যোগ" স্থাপন করিয়া ("closing the circuit with the Infinite Reservior of Wisdom") ঋষিদিগকে এই সমস্ত অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বিদ্যা পাইতে হয়। সে বিদ্যা পূর্ণ আধারে পূর্ণ ভাবেই রহিয়াছে; যেমন পাত্র, তেমন তাতে বিদ্যা গৃহীত হইবে।

(Elan vital), তিনি প্রতিভাবান্ কবি ; নিত্য নূতন সৃষ্টি করিয়াই তাঁর আনন্দ ; নকল নবিশ হইতে তাঁর গরজ পড়ে নাই।

দুই পক্ষ। পক্ষান্তরে, জড় বিজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবিতাবাদ (Determinism) একটা অনাদি বীজ (Matter and Motion রূপ) হইতে অপরিবর্ত্তনীয় কতকগুলি "ধারা" (Law) অনুসারে, বিশ্বটার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবস্থা ক্রমে "ব্যাকৃত" হইয়াছে, ইহাই ভাবে। অধ্যাপক হক্সলি সে দিন গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন (তাঁর রয়েল সোসাইটিতে সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত কোনো বক্তৃতায়) ঃ—আমরা অবস্থাপুঞ্জ যেখানে সঠিক হিসাব করিয়া জানিতে পারি, সেখানে নির্ভুল ভাবে ভবিষ্যৎ গণিয়া দিতে পারি ; যেমন কবে গ্রহণ হইবে, কবে ধূমকেতুবিশেষের পুনরাবির্ভাব হইবে, ইত্যাদি । একটা জটিল রাসায়নিক পরীক্ষায় বিবিধ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অবসানে ঠিক কি ফল পাওয়া যাইবে, তাহাও, যিনি সমজদার ব্যক্তি এবং ভাল করিয়া মালমসলার হিসাব রাখিয়াছেন, তিনি বলিয়া দিতে পারিবেন। তেমনি ধারা যদি কোনও মহাবৈজ্ঞানিক (ম্যাকস্ওয়েলের "ভূতের" জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহ) একেবারে সৃষ্টির আরম্ভে মহাশূন্যে সমন্তাৎ প্রধাবিত "এটম্" গুলি এবং তাদের বিচিত্র গতির হিসাব ও তালিকা পূরা রকমে প্রস্তুত করিতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে গণিতবিদ্যার সূত্রগুলির সাহায্যে বিশ্বের যে কোনো একটা ভাবী অবস্থা বা ঘটনা নিখুত ভাবে বলিয়া দেওয়া অসম্ভব হইবেনা। উদাহরণ রূপে, তিনি বলিয়া দিতে পারিবেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর অমুক বৎসরে অমুক তারিখে লণ্ডনে রয়েল সোসাইটীর মঞ্চে দাঁড়াইয়া হক্স্‌নি সাহেব তাঁর সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিবেন ; বিংশ শতাব্দীর অমুক বছর হইতে অমুক বছর পর্য্যন্ত ইউরোপে মহা কুরুক্ষেত্র ঘটিবে, এবং তার ফলে, মিত্র শক্তিরা লড়াইএর "মুনাফা" এইভাবে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া

কাছে ঋষিরা নিজেদের মধ্যে রচয়িতা নিরূপণের জন্য গিয়াছিলেন, দেখিতে পাই। সর্ব্বত্রই ঐ এক কথা বেদব্যাসই দ্বাপরে জনসাধারণের অল্পমেধা বুঝিয়া বেদবিভাগ করিবেন, ভারত রচনা করিবেন এবং ষট্‌ত্রিংশৎ পুরাণ (১৮ মহাপুরাণ + ১৮ উপপুরাণ) রচনা করিবেন। এ বন্দোবস্ত আগে হইতেই ঠিক হইয়া আছে। আদি কবি বাল্মীকি বেদব্যাসকে "কাব্যবীজ" দীক্ষা দিয়া তাঁকে এই রচনার নিমিত্ত কবিত্ব সম্পন্ন করিবেন—ইহাও ঠিক হইয়া আছে। এ প্রসঙ্গে বাল্মীকি ব্যাসের কথোপকথন রহস্যগর্ভ ও সুন্দর—পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণেও দেখি—কোন্ কল্পে, কোন্ মন্বন্তরে কারা কারা সপ্তর্ষি হইবেন, কেই বা ব্যাস হইবেন—ইত্যাদি সমস্ত যেন নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। ইহাও নানা যায়গায় দেখি যে,

লইবেন। প্রাথমিক অণু-পরমাণুনিষ্ঠ উত্তেজনার মধ্যেই সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসটা পরিসমাপ্ত ভাবে সংবৃত (folded up) হইয়া রহিয়াছে। ইলেক্‌ট্রণ্ প্রভৃতি আসরে দেখা দিয়া হক্‌সলি সাহেবের গণনার "ভিত্তিগুলি" (data) অসম্ভব রকমে জটিল করিয়া দিয়াছে এবং দিতেছে; কিন্তু কোন খাঁটি বৈজ্ঞানিকই এখনও তাঁদের হিসাবের খাতায় বিশ্বাস হারান নাই। আইন্‌ষ্টাইন আসিয়া নিউটনের আঁকের খাতাখানি সারিয়া স্বরিয়া দিয়াছেন; কিন্তু বিজ্ঞান Determiuism ছাড়ে নাই। কেল্‌ভিনের মতন অতি বড় জাঁদরেল বৈজ্ঞানিক প্রাণের রাজ্যে অথবা মানুষের ভাবনা চিন্তার রাজ্যে আসিয়া "বাধ্যতার" লাগাম একটু শিথিল করিয়াছেন দেখিতে পাই; যেন প্রাণ ও মানুষের আত্মা জড়ের এলেকার বাহিরে, সুতরাং জড়ের (matter and motionএর) আইন কানুনে বাধ্য নয়। কিন্তু হিকেলের মত গোঁড়া বিজ্ঞানাচার্য্যেরা ঐ রকম "শৈথিল্য"কে মগজের শৈথিল্য (oftening of the brain) না মনে যদি বা করেন, ওটাকে বৈজ্ঞানিকের ভিতরে ধর্ম্মবিশ্বাস, অন্ধসংস্কার প্রভৃতির "জের" মনে করিয়া, কতকটা কৃপার চক্ষে দেখেন। কেহ কেহ বা অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন।

মানুষের কর্ত্তৃত্ব।

ডেকার্ট-শিষ্যেরা, মানুষকে বাদ দিয়া, অন্য সব প্রাণীদের "কলের পুঁতুল" ("Animal Automata") বানাইয়া রাখিয়াছিলেন। জানোয়ার বেচারীদের "চেতনা"—উড়াইয়া দিলেও প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই; কাজেই তাদের চেতনা, সুখদুঃখ বেদনা ইত্যাদি সবই উড়িয়া গিয়াছিল। মানুষের বেলায় চেতনা অস্বীকার করা যায় না (যদিও, গোঁড়া "একজীববাদী"—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর যেটাকে "প্রতিভাসিক" সত্তা বলিতেন, কেবল তাহাতেই আস্থাবান্—"আমি" ছাড়া আর কাহারও মধ্যে চেতনার যথেষ্ট এবং অকাট্য প্রমাণ মানিবেন না), কাজেই, হক্‌সলি প্রভৃতি

বেদ সংহিতা পুরাণাদির আদি বক্তা স্বয়ং গায়ত্রীপতি ব্রহ্মা; তিনিও আবার পূর্ব্বকল্পের বিদ্যা স্মরণ করিতেছেন। ঋষিরা ব্রহ্মার "রচনা" সঙ্কলন করিতেছেন মাত্র। সঙ্কলনও বটে সংক্ষেপও বটে। প্রজ্ঞা বা ধ্যান প্রসাদে যেখানে বিদ্যা পাইতে হইতেছে, সেখানে এই প্রকারই ব্যবস্থা স্বাভাবিক। নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ রহিয়াছে এমন একটা নিখিল বেদাশ্রয় পুরুষের সঙ্গে প্রজ্ঞায় বা ধ্যানে "যোগ" স্থাপন করিয়া ("closing the circuit with the Infinite Reservior of Wisdom") ঋষিদিগকে এই সমস্ত অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বিদ্যা পাইতে হয়। সে বিদ্যা পূর্ণ আধারে পূর্ণ ভাবেই রহিয়াছে; যেমন পাত্র, তেমন তাতে বিদ্যা গৃহীত হইবে।

আচার্য্যেরা নরপুত্তলিকাবাদীদের পৌরোহিত্য করিলেও, চৈতন্য "জবাই" করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু চৈতন্য থাকিলেই বা কি হয়? "কেবলশ্চেতা সাক্ষী নির্গুণশ্চ"—একেবারে সাংখ্যের পুরুষ। "কর্ত্তা" "ভোক্তা" বলিয়া অভিমান সব মিছে; ভোক্তা যদি বা হন, কর্ত্তাত' মোটেই নন। যারা সত্য সত্য কিছু করিতেছে, তারা আমাদের মগজের এবং স্নায়ুযন্ত্রের কেন্দ্রগুচ্ছ। অবশ্য যাঁরা বিজ্ঞান লইয়া থাটেন, তাঁরাই সকলে এ বিষয়ে একমত নন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ উইলিয়াম জেমস্ আমাদের দেহের সকল "বাছাই" (selective) কাজ (তা মগজের দ্বারাই হউক, আর অধস্তন স্নায়ুকেন্দ্রদের দ্বারাই হউক) চেতনকর্ত্তৃক বলিয়া মনে করিতে চাহিয়াছিলেন। যেখানে মগজের অভাবেও (যেমন পরীক্ষিত কুকুর, মূরগী, বেঙ প্রভৃতিদের), দেহের "বাছাই" কাজ কতক চলিতেছে দেখিতে পাই, সেখানে মনে করিতে হইবে, মগজের অধিষ্ঠাত্রী চেতনা (cerebral consciousness) ছাড়া অন্য অন্য স্নায়ুকেন্দ্রগুচ্ছেরও স্বতন্ত্র (ejective) চেতনা আছে; সুতরাং, মগজ কাটিয়া বাদ দিলে, প্রথম চেতনা নিরবলম্ব হইয়া উধাও হন বটে, কিন্তু দ্বিতীয় চেতনা রহিয়া যান, এবং, আবশ্যক মত, ও নিজের অধিকার মত, দেহের কাজটা কিছু কিছু চালাইয়া দেন।

বিচার অনাবশ্যক এবং এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কথাটা এই যে, অনেক বৈজ্ঞানিক এখনও এটম্ ইলেক্‌ট্রণদের গতির হিসাব লইয়া যে বিশ্বের সমগ্র ইতিহাসটা গণিয়া বলিয়া দেওয়া যায়—এ কথায় বিশ্বাস করেন। কাজে'ই

বিজ্ঞানে "কল্প"।

এ দৃষ্টিতে সৃষ্টির আগেকার যে কোনো অবস্থাই, পরবর্ত্তী অবস্থার তুলনায়, বীজ; এবং পরবর্ত্তী অবস্থা মাত্রেই, পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার তুলনায় অঙ্কুর, প্ররোহ বা পাদপ। আজকাল আবার, প্রধানতঃ কেল্‌ভিনের Dissipation of Energy সূত্রটিরপ্র য়োগ করিয়া, এবং অন্য

আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-জন্য জ্ঞানেও আসলে সেই অনন্ত জ্ঞান সত্তার সঙ্গে আমাদের সংযোগ কিছু কিছু স্থাপিত হইয়াছে ("ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি, যঃ প্রাণিতি, য ঈং শৃণোত্যুক্তম্—ঋ° স° ১০ম মণ্ডল, দেবীসূক্ত), কিন্তু সে সংযোগ সুস্থির ও সরল নয়; এইজন্য, ইন্দ্রিয় জন্যসাধারণ জ্ঞান কৃপণ ও কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং সহজ গভীর ভাবে সেই অসীম জ্ঞানসত্তা আমাদের ভিতরে বহিয়া আনিতে পারে। এখন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি সবই "ঠিক" হইয়া আছে মানে এ নয় যে আমাদের ব্যবহারিক কালের হিসাবেই ঠিক হইয়া আছে—হক্‌সলি প্রমুখ পণ্ডিতেরা যে ভাবে এই বিশ্বযন্ত্রের বাধ্য বাধকতা

অন্য যুক্তিতেও সৃষ্টি ও লয়ের আবর্ত্তন (cycle) মানার দিকে কতক বৈজ্ঞানিকের ঝোঁক পড়িয়াছে। তা যদি হয়, তবে সেই পুরাণকারের কল্পই আসিয়া পড়িল।

পুরাণে কল্প।

তবে, অবশ্য বিজ্ঞানের কল্প আর পুরাণকারের কল্প ঠিক একই জিনিষ নয়। পুরাণকারের কল্পে জগতের বীজ উপাদানগুলি জড়পরমাণুপুঞ্জ এবং তাদের বিচিত্র গতিরাশিই কেবল নয়। প্রথম প্রস্থানের দর্শন (অর্থাৎ ন্যায় বৈশেষিক) অণুপরমাণুর "মসলা" দিয়া জগন্নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন বটে; কিন্তু কেবল পরমাণুরাই জগতের মূল পদার্থ নয়। পরমাণু অবশ্য আছেই; তা, ছাড়া কাল আছে, দিক্ আছে, আকাশ আছে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা আছে। কেবল পরমাণুদের সঙ্গে "অদৃষ্ট" যোগ দেওয়াতেই ক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই; ঈশ্বরপ্রযত্নেরও অপেক্ষায় ছিল। উচ্চ প্রস্থানের দর্শনগুলিতে পরমাণুদের "মূল" বলিতেই নারাজ হইয়াছেন। প্রথম প্রস্থানের দর্শন, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিয়া, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অভাব মানিয়াছেন (প্রাগভাব; সুতরাং, এই লৌকিকযুক্তিটাকে সৃষ্টিলয়াদি ব্যাপারেও টানিয়া লইয়া গেলে বলিতে হয়, সৃষ্টির আগে, বিশ্বটা, তার মূল উপাদানগুলির মধ্যে, বীজভাবে অথবা অব্যাকৃত ভাবে ছিল না; এবং আবার, প্রলয়ে ইহা উপাদানগুলিতেই অব্যাকৃত ভাবে রহিয়া যাইবে না)। তবে, বলাবাহুল্য, সৃষ্টি অথবা প্রলয়সম্বন্ধে এ রকমের চিন্তা মানুষের মনে "সাধারণ চিন্তা" মাত্র—ঐকান্তিক ভাবে "বস্তুতন্ত্র" চিন্তা নহে। একেবারে বস্তুতন্ত্র চিন্তা কি—বা আদৌ হইতে পারে কি না, তা বলা শক্ত। উপরের ধাপে উঠিয়া দেখি—"নাশস্ত কারণ লয়:" হইয়া যায়; অথবা "নাসদুৎপাদো-

---

(pre-determination) মানিয়া থাকেন, সে ভাবে pre-determined কিছুই হইয়া নাই। ইহা থাকিলে, সৃষ্টির যে মূলতত্ত্ব আনন্দ ও লীলা—তারই ঠাঁই থাকিত না। বৈজ্ঞানিকের "বিশ্বযন্ত্রে" আনন্দ ও লীলার ঠাঁই নাই। অথচ শ্রুতি আনন্দকেই গোড়া বলিয়াছেন। আনন্দের পরিচয় বা অভিব্যক্তি লীলায়—লীলা ছাড়া আনন্দ নাই। স্বাধীনতা ছাড়াও লীলা হয় না। অতএব একটা "উভয়থা পাশারজ্জু" হইতেছে দেখিতেছি—সৃষ্টি আনন্দের অভিব্যক্তি, সুতরাং আগে হইতে কিছুই একেবারে ঠিক হইয়া নাই; পক্ষান্তরে, প্রজাপতি কল্পান্তরের বিদ্যা এ কল্পে স্মরণ করিতেছেন, ঋষিরাও প্রজ্ঞাদ্বারা অতীত ও অনাগত বিদ্যা জানিতেছেন (যেমন, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে দেখি, মহাভারত আগেই রচিত হইয়া আছে—সুতরাং মহাভারতের ঘটনাগুলি আগেই ঘটিয়া আছে—বাল্মীকি ব্রহ্মার অনুরোধ রক্ষা করিতে অপারগ

নৃশৃঙ্গবৎ,” ইহাই মনে হয়। বীজভাবে, বিশ্বটার সৃষ্টির প্রাক্কালে থাকার দিকেই শাস্ত্রসিদ্ধান্তের স্পষ্ট ইঙ্গিত্ব। তবে সৃষ্টিব্যাপারটাই আসলে ফাঁকি কি না, সে আলাদা কথা। সঙ্কোচ-বিকাশের, বীজপ্ররোহের অবিশ্রান্ত পালা চলিতেছে। ইহাই কালচক্র—কল্পাদির পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন।

এক কল্প ও কল্পান্তরে মিল।

এখন প্রশ্ন—একটা আবর্ত্তন (cycle), আর একটা আবর্ত্তনের মাঝে কোনই কি তফাৎ নাই? একটা মহাকল্প অপর একটা মহাকল্পের কি সর্ব্বথা অনুরূপ? বেদের দশমমণ্ডলের সেই প্রসিদ্ধ সৃষ্টিসূক্তের “যথাপূর্ব্বং” পদটার ঠিক তাৎপর্য্য কি? এ প্রশ্নেরও বিচার এখন করিতে যাইব না; তবে একটা কল্পের অন্ততঃ “আকৃতি” বা “জাতি” (Types) গুলি যে পরবর্ত্তী কল্পেও থাকিয়া যায়, এ সম্বন্ধে বোধ হয় বড় বেশী মতদ্বৈধ নাই। একটা সৃষ্টির ও অপর একটা সৃষ্টির মধ্যে তাই অন্ততঃ আসল “ছাঁচ” বা “কাঠামো” গুলাতে মিল থাকিবে। দুইটা একেবারে একান্তভাবে, হুবহু মিলিয়া যাইবে কি না, তার বিচার এখন তুলিয়া কাজ নাই। জড়বিজ্ঞানবাদীর যুক্তিগুলা বাদ দিলেও, বর্ত্তমানে Psychic Society গুলি যে সমস্ত প্রমাণ—Divination, “x-ray vision” (ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, সূক্ষ্মদৃষ্টি) প্রভৃতি সম্বন্ধে জড়' করিতেছেন, তাতে মনে হইতে পারে (মেটার-লিঙ্ক প্রভৃতির যেমন হইয়াছে) যে, আমাদের বিশ্বের ঘটনাপুঞ্জ (totality of phenomena)কে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে, অথবা কল্পমন্বন্তরযুগাদি বিন্যাসে দেখাটাই আদপে যথার্থ দেখা নয়। সেই সমগ্র ঘটনাপুঞ্জ অচল, অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে; আমরা চিন্তার নিয়মে বাধ্য হইয়া সেটা চালাইয়া লইতেছি, আগু পাছু ভাবিতেছি, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান করিতেছি; এবং, অনাদি অবিদ্যা-সংস্কারের ফলে, স্বরূপে অচল বিশ্ব (এবং বিশ্বনিয়ামক কারণ-

---

হইলেন বলিয়া ব্যাস সেই মহাভারত “শ্লোকবদ্ধ” করিলেন মাত্র; এখানে বিদ্যার একটা শাশ্বতী তনু আর একটা ভাষা—শ্লোকাত্মিকা তনু আমরা পাইতেছি; শেষেরটার আবির্ভাব তিরোভাব, এমন কি, অদল বদলও হইতে পারে। কিন্তু শাশ্বতী বিদ্যার তা নাই।) যেটা ঠিক হইয়া নাই (in-determinate), তার জ্ঞান আগে হইতে হইবে কি প্রকারে? এ সম্বন্ধে মীমাংসার একটা সূত্র আমরা আগেই আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছি;—আধুনিক দার্শনিকেরাও মিডিয়ামদের “prevision ইত্যাদি দেখিয়া একটা মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। সে মীমাংসা সত্য হইলেও আমাদের “অব্যবহার্য্য”। আমরা বুঝিনা, কেমন করিয়া একটা ‘pulseless partless, motionless” কালের মধ্যে, যাহা হইয়া গিয়াছে, যাহা হইতেছে এবং যাহা হইবে—

কূট) চলিয়া, জগৎ হইয়া, ঘটনার ধারা হইয়া, ইতিহাস হইয়া আমাদের ব্যবহার্য্য হইতেছে। ব্যাপারটা ধারণা করা শক্ত; কারণ, ধারণা করিতে গেলে আমাদের ধারণা করার Categories (Time and Causality) গুলিই অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। নিজের কাঁধে নিজে উঠার, অথবা নিজের ছায়া নিজে ডিঙ্গাইবার চেষ্টা করার মতন, এ চেষ্টা। তবে চেষ্টা না করিলেও আর চলিতেছে কৈ? ফলিত জ্যোতিষের ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিয়া দেবার দাবীত' পড়িয়াই আছে; তা ছাড়া, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি (Divination) আর ত' বুজরুকি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না; "আকস্মিক মিল" (chance coincidence) বলিয়াও সব জায়গায় ব্যাখ্যা করা যায় না। (Probability) বা সম্ভাব্যেরও বে-আইনি হবার, খামখেয়ালি হবার কথা নাই। তা যদি ভবিষ্যৎ সঠিকভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে, জানা সম্ভবপর হয়, তবে—ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের মধ্যেই বর্ত্তমান ("বটকণিকায়াং গুপ্তবট-বৃক্ষ ইব")—the pre-existence in the present of the future—মানা ছাড়া গত্যন্তর কি আছে? অর্থাৎ, যেটা হইবে ভাবিতেছি, সেটা বাস্তবপক্ষে, হইয়াই—সিদ্ধ হইয়াই বসিয়া আছে।

কালচক্রের আবর্ত্তন।

নিজের কাঁধে নিজে উঠিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া, ভূতভবিষ্যৎ, অন্ততঃ ব্যবহারে, সত্যই আছে মনে করিয়াই, আগেকার প্রশ্নের উত্তর শোনা যাক্। কাল-চক্রের একটা আবর্ত্তন, আর অপর একটা আবর্ত্তনের মাঝে কিছু কি তফাৎ নাই? কাল কি বিশ্বকে লইয়া একটা সর্ব্বতোভাবে স্থির অক্ষের চারিধারে কেবলই পাক খাইতেছে? অথবা অক্ষটাও নিজে চলিতেছে? গতি-বিজ্ঞানে গতি সাধারণতঃ দুই রকমের দেখান হয়—পাক খাওয়া গতি (Rotation), আর ক্রমেই স্থান-বিচ্যুতি-গতি (Translation)। আমাদের পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিধারে পাক খাইতেছে,

---

সে সমস্তই পরিসমাপ্ত ভাবে দেওয়া থাকিতে পারে। একটা "বিন্দু" বা Dynamic Pointএর ভিতরে বিশ্বটা যে কেমন করিয়া সম্পূর্ণভাবে দেশে, কালে ও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে দেওয়া থাকিতে পারে তাও আমরা বুঝি না। যেটা বুঝি না, সেটা সত্য হইতে পারে না—এ অভিমান যেন আমাদের না হয়। প্রজাপতি ঐ "motionless, pulseless" timeএ রহিয়াছেন বলিয়া ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ (in-determinate হইলেও) দেখিতে পান; ঋষিরাও ধ্যানে ঐ কাল (ব্যবহারিক নয়, পারমার্থিক) আশ্রয় করিতে পারেন বলিয়া সে সমস্ত দেখিতে পান; সাধারণ মিডিয়ামেরাও কিছু কিছু পাইয়া থাকেন। অবশ্য, তাঁদের সেই

আবার পাক খাইতে খাইতে শূন্যে চলিতেছে ; অবশ্য, শেষেরটাও পাক খাওয়া ; প্রথমটা আহ্নিক, শেষেরটা বার্ষিক। কালচক্রের কি দ্বিবিধ গতি আছে ? অর্থাৎ, এটা কি মনে করা চলিবে যে, ইতিহাস (বা জগৎ) পাক খাওয়া গতিতে কল্পে কল্পে প্রবর্ত্তিত হইতেছে ত বটেই, তা ছাড়া নূতনের দিকে অগ্রসরও হইতেছে ; আগে যে স্তরে বা Plane এ পাক খাইয়াছে, এখন হয়ত সে Plane ছাড়াইয়া একটু উপরে উঠিয়াছে বা নীচে নামিয়াছে ? এই দুই রকম গতির সমুচ্চয় করিয়া যে গতির ভঙ্গী আমরা পাই, তাহাকে Spiraline Movement বলে। একটা Spiral (যথা গোল সিঁড়ি) যেমনধারা ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিয়া যায়, অথবা নীচে নামিয়া আসে, ইতিহাসের বেলায়ও সেই রকম হইতে পারে। অভ্যুদয়বাদের সঙ্গে আবর্ত্তনবাদের একটা আপোষে হইতে পারে, যদি ইতিহাসের গতি এই রকম একটা Spiraline Movement হয়। আমরা বিচারে না নামিয়া, এই আপোষ নিষ্পত্তিটাই মানিয়া লইতেছি। বিচারের অবসর পরে আসিবে।

স্পাইরেলের ভঙ্গী।

এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, স্পাইরেলের ভঙ্গী ক্রমে বিশ্বের ঊর্দ্ধগতি (Progress), যতটা সহজ ভাবে চলিয়াছে মনে করি, ততটা সহজভাবে চলিতেছে না। একটা স্পাইরেলের অক্ষদণ্ড (Axis) কোন্‌টা, সুতরাং, তাহার "থাক্" গুলি উত্তরোত্তর ভাবে কেমন [illegible] ভাবে সাজাইতে হইবে,—এ দুইটা সঙ্কেত [illegible]না জানিলে, গতি দেখিয়াই সেটা ঊর্দ্ধগতি, কি অধোগতি, কি তির্য্যগ গ[illegible]ত, তা বলা চলে না। এই গেল এক দফা মুস্কিল। তারপর, মোটের উপর, [illegible]রিখা সমগ্র ভাবে, বিশ্বের ঊর্দ্ধগতি বা অভ্যুদয় মানিলেও,

---

ধ্যানলব্ধ জ্ঞান আবা[illegible]ব্দে আমাদের এই ব্যবহারিক কালের "ভাষা"তেই অনুবাদ করিয়া আমাদের শুনাইতে হ[illegible]য় ; গত্যন্তর নাই। শুনিয়া আমরা বুঝি না, কেমন করিয়া যে অনাগত এখনও নির্দ্দিষ্ট হ[illegible] হয় নাই, সে অনাগত আগে হইতে জানিতে পারা যাইতেছে ; মনে হয়—তা হইলে সবই [illegible] predestined, pre-determined। এর মধ্যে স্বাধীনতা, যদৃচ্ছা বা লীলার কোনও ঠাঁই না[illegible]ই—পুরাণাদিতে অতীতানাগত জ্ঞানের কথা বার বার শুনিয়া আমাদের সেই রকমই মনে হয় ব[illegible]ট। আরও মনে হয়, বেদে যখন এ ভাবের কথা স্পষ্ট পাই না, "পরবর্ত্তী" পুরাণাদিতে পাই—ত[illegible]খন, বোধ হয়, এ ধারণা ভারতীয় আর্য্যদের একটা মূল ধারণা নয় ; বিদেশ হইতে [illegible]রে আমদানি [illegible] একটা ধারণা। ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের সৃষ্টি বিবরণে একটা "Tablet of Fate"এর কথা আম[illegible]রা শুনিতে পাই। এই Fate সামগ্রীটি ঐ অঞ্চলে (মিশর প্রাচীন গ্রীস প্রভৃতি দেশে) গোড়া[illegible] হইতে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন, দেখিতে পাই। স্বতস্বরূপ Marduk Tiamatএর ভর্ত্তা [illegible] Kinguকে জয় করিয়া তার কাছ হইতে ঐ "Tablet of

বিশ্বের প্রত্যেক কলা বা অংশেরই অভ্যুদয় নিয়ত হইতেছে, এমন মানিবার কোনই প্রবল যুক্তি নাই। সুতরাং, প্রমাণান্তর না পাইলে, অথবা অন্য লক্ষণের দ্বারা নির্ণয় করিতে না পারিলে, কেবল মাত্র এই জাব্‌দা অভ্যুদয়ের সূত্রটি অবলম্বন করিয়াই বলা চলিবে না যে, মানবসমাজ বা মানব-সভ্যতা, পাঁচ হাজার বছর আগে যে অবস্থায় ছিল, তার চাইতে, মোটের উপর আগাইয়াই আসিয়াছে। উর্দ্ধগতি বা উন্নতির একটা সঙ্গত সূত্র (Rational Principle) আগে ঠিক করিয়া লইয়া, পাঁচ হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষ, চীন বা মিশরের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের আমেরিকা বা ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের তুলনা করিতে হয়। প্রাণিবিদ্যার (Biologyর) ভিতরে সে সূত্র অন্বেষণ করায় অবশ্য দোষ নাই; কিন্তু নীতি ও আধ্যাত্মিকতার ভূমিতে আসিয়া সে সূত্রটিকে আড়ষ্ট করিয়া ধরিয়া থাকিলে, সে সূত্র সত্যের দিগ্‌দর্শন বা নিরূপক না হইয়া, সত্যের উদ্বন্ধন-রজ্জু হইয়াই দাঁড়াইতে পারে।

প্রাকৃতিক ও যৌন নির্ব্বাচন।

নির্ব্বিশেষ অবস্থা (Homogeneous) হইতে, সরল (simple) অবস্থা হইতে, ক্রমশঃ সবিশেষ (Heterogeneous) জটিল (complex) অবস্থায় যাওয়া প্রাণিরাজ্যে উন্নতির লক্ষণ হইতে পারে; কিন্তু সমাজ ও সভ্যতার বেলা এ লক্ষণের প্রয়োগ সতর্ক হইয়া করিতে হয়। প্রাণিজগতে নূতন নূতন, এবং বিচিত্র শরীর-গঠন-বিশিষ্ট এবং বিচিত্র দেহ-ধর্ম্ম-সম্পন্ন জীবের উৎপত্তিই প্রকৃতির উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। যে জীব যত বিচিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বিচিত্র ধর্ম্ম লইয়া আসরে আসিতে পারে, তার আভিজাত্য তত বড়। ঐ বৈচিত্র্যের সম্পদ্ আবার যদি বেশ সুস্থ ভাবে

Fate” কাড়িয়া লইতেছেন, এবং তাতে আপন ‘শীল” বসাইতেছেন দেখি। এও একটা গোড়ার কথা। ঋত সৃষ্টির পূর্ব্বে Chaosএর ভিতরেও একটা “blind determinism” বাহাল ছিল—যাহার ফলে, Chaos ঐরূপই বজায় ছিল, Kosmos হয় নাই। Tiamatএর “Tablet of Fate” ঐ blind determinism এর প্রতিনিধি। Marduk এর অধিকার আরম্ভ মানে Chaosএর সেই অনাদি “blind determinism”এর অবসান। বিশ্বের (Kosmos এর) সৃষ্টি হবার পর শাসন বা বাধ্যতা (determinism) অবশ্য চলিয়া যাইল না, কিন্তু রূপান্তরিত হইল—Reign of Cosmic Law (ধর্ম্ম) আরম্ভ হইল। এই ব্যাপারটা হইল Marduk কর্ত্তৃক “Tablet of Fate”এ আপন শীলমোহর অঙ্কিত করিয়া দেওয়া। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র ও বৃত্র (বা অহি) এর আখ্যানে ঐ মূলতত্ত্ব আখ্যাত যে না হইয়াছে এমন নয়। আমরা “সৃষ্টিতত্ত্বে” তা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে, “Fate” বলিয়া কোনো তত্ত্ব নাই। ইন্দ্রাদি দেবতারা যে “সোম” পান করিয়া “মত্ত” হইতেছেন—যে সোম হইতে

১৯২৮

সাজান গোছান থাকে (co-ordinated), তবে ত আর কথাই নাই। সে সাজানর উদ্দেশ্য কি, সূত্র কি? প্রকৃতির রণক্ষেত্রে জীব আত্মরক্ষা ও শত্রু-নিপাতের জন্য নিজেকে যতটা ব্যূহের মতন গড়িয়া পিটিয়া লইতে পারিবে, প্রাকৃতিক বাছাইতে তার "পড়তা" ততই বেশী হবার কথা। তা' ছাড়া, যৌন নির্ব্বাচন (sexual selection) ব্যাপারও আছে। শত্রু নিপাত করিয়া অন্নই কেবল নয়, শত্রুর কবল হইতে জায়া সংগ্রহ করার জন্যও জীবকে উপযুক্ত ভাবে বীরের সাজে ও বরের সাজে, এই দুই সাজে সাজিতে হইবে। শিশ্নোদরের প্রয়োজন হাসিল হইয়া গেলে আর তেমন বিশেষ কিছু বাকী রহিল না। নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং তাদের ধর্ম্মগুলির সেই রকম "ব্যূহ রচনা" (co-ordination)ই প্রশস্ত, যেটা জীবকে ঐ দ্বিবিধ প্রয়োজন-সাধনে যোগ্যতা দান করিবে।

বুদ্ধির নির্ব্বাচন।

সমাজ ও সভ্যতার বেলায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও যৌন নির্ব্বাচন ছাড়া আর এক রকমের নির্ব্বাচন বা বাছাই আরম্ভ হয়। সেটাকে পণ্ডিতেরা কেহ কেহ Rational Selection বলিয়াছেন। কোন্‌টা যুক্তিযুক্ত, কোন্‌টা যুক্তিযুক্ত নয়, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ—এই বিবেক (inner discrimination) কতকটা প্রাকৃতিক ও যৌন নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে, কতকটা তাদের বিরোধে, বাছাই এর ভার নিজের হাতে লইতে চায়। অন্ন সংগ্রহ ও জায়া সংগ্রহই এখন আর সমগ্র উদ্দেশ্য, ষোল আনা প্রয়োজন থাকে না। তা' ছাড়া অপর কিছুর দিকে নজর পড়ে; এমন কি, সেই অপর একটা কিছুই মানুষের সত্যকার প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়, অন্ন ও জায়া তার সাধক বা উপায় (means) ভাবেই উপাদেয় বিবেচিত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য, প্রকৃতির "শাসন" (Reign of Natural Law), একেবারে বাতিল করিয়া দিয়া যে ঐ বিবেক বা নীতির শাসন (Reign of Rational and Moral Law) আরম্ভ হইয়া

তাঁদের শৌর্য্যবী [illegible]।যা সবই—সে সোম=রস=আনন্দ; সোমের "মাদন" ("মদ্" ধাতু আনন্দ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে) জন্য ইন্দ্রাদির যে পরাক্রম, সেটা=লীলা। অতএব এ দৃষ্টিতে সৃষ্টিতে [illegible] গোড়াকার কথা "Fate" নয়, আনন্দ ও লীলা। তবে অবশ্য, এ লীলার ভিতরেও "ঋত" [illegible] আছে। ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্র এই ঋতের বাণীতে ভরা। এই ঋতের শাসনকে শ্রুতি (তৈত্তিরীয়. উ., কঠ. উ, প্রভৃতি) অনেক জায়গায় "ভয়" বলিয়াছেন—তাঁরই ভয়ে সূর্য্যচন্দ্রতারকাদি উঠিতেছে, ডুবিতেছে, তাপ দিতেছে, আলোক দিতেছে; বায়ু বহিতেছে; অগ্নি জ্বলিতেছে; ইত্যাদি। Mardukএর মতন ইন্দ্রও জ্যোতিষ্কপুঞ্জকে দৃঢ়, স্থির করিয়া

থাকে, এমন মনে করা চলিবে না। প্রকৃতির শাসনই "লোকায়ত," এবং সচরাচর সেইটাই বলবৎ থাকে; অপর শাসন সেটাকে সংযত, নিয়ন্ত্রিত, অতিক্রম করিয়া যাইতে চেষ্টা করে মাত্র। চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল কোথাও হয় নাই। সাফল্যের মাত্রা অনুসারে মানুষের সমাজ বা সভ্যতার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার, মানুষ করিতে আরম্ভ করে। প্রকৃতি যে প্রবৃত্তির পথ প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, তাহাতে চলিয়াও, যে সমাজ বা সভ্যতা বেশী সংযম বা নিবৃত্তি দেখাইতে পারিয়াছে, সেই সমাজ বা সভ্যতাকে আমরা উপরে আসন দিতে চাহিয়াছি। প্রকৃতি যে অন্ন ও জায়া সংগ্রহের জন্যই আমাদের প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, সে অন্ন ও জায়া আমাদের স্থিতির ও বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই সংগ্রহ করিতে হইবে; নিবৃত্তি মানে একদম সরাসরি ফকিরী বা সন্ন্যাস নহে। সন্ন্যাসীর সমাজ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রবাহ কাটাইয়া যাইতে চায়; প্রকৃতির শাসন হইতে নিজেকে একান্ত ভাবে মুক্ত করিতে চায়। পরমার্থ দৃষ্টিতে সেইটাই হয়ত শ্রেয়ঃ, এমন কি, নিঃশ্রেয়স।

পরমার্থ ও পুরুষার্থ।

কিন্তু একলক্ষে, অথবা সমষ্টিভাবে, নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির সম্ভাবনা অল্প; কাজেই তার আগে অভ্যুদয়। এই অভ্যুদয়ের অভিপ্রায় ও লক্ষণ—পরমার্থের (The Highest Good or Summum Bonum)এর অবিরোধে, এমন কি অনুকূল ভাবে, অর্থ (বা অন্ন) এবং কাম (কি না জায়া) এই দুইটা "স্বাভাবিক" প্রয়োজনের সেবা করা। মনুসংহিতা তাই "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" বলিয়াও, "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং"—প্রবৃত্তির পাতি দিতেছেন। অবশ্য উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি নয়—বৈধ প্রবৃত্তি। প্রকৃতির এলাকাতেও "শাসন" আছে, সুতরাং প্রবৃত্তি একান্ত ভাবে সেখানেও উচ্ছৃঙ্খল নয়, হইতে

নিজ নিজ পথে ধারণ করিয়াছেন—ঋ' স' (৮।১৪।৯)—ইন্দ্রেণ রোচনা দিবো দৃহলানি বৃংহিতানি চ। স্থিরাণি চ পরাণুদে।" কিন্তু মূলদেবতা হইতে যাঁরা উৎপন্ন হইতেছেন, তাঁরা=দেব দীপ্তিশীল ও ক্রীড়াশীল, সুতরাং, লীলাময়)। এইজন্য ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে দেখি—প্রজাপতিই শুধু যে "ঈক্ষা" করিতেছেন এমন নয়, "তেজঃ"ও ঈক্ষা করিতেছেন, "অপ্"ও ঈক্ষা করিতেছেন—এইরূপ। আনন্দ ও লীলা সম্ভাবনা না থাকিলে ঠিক "ঈক্ষা" হয় না—যে ঈক্ষা দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা এক্ষেত্রে অনাবশ্যক। তবে কথাটা এই যে, ঋষিরা ঋতকে আনন্দ ও লীলার সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন। এই কারণে, বিশ্বে একদিকে যেমন ধারা Fateএর আতান্তিক বাঁধন. (absolute determinism) নাই. অন্যদিকে তেমনি আবার "যদৃচ্ছা" ও আত্যন্তিক অনিশ্চিততাও নাই। প্রত্যেক ঘটনায় (এমন কি, যেটা আমরা জড় ঘটনা—physical event—

পারে না। পশুদের প্রবৃত্তিসমূহ সর্ব্বথা উচ্ছৃঙ্খল নয়; বর্ব্বর সমাজেরও নয়। একেবারে উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি লইয়া অর্থ ও কামও পাইবার সম্ভাবনা নাই; পর বা অপর দুই রকমের পুরুষার্থ সাধনের জন্যই আমাদের বিধি (discipline) মানিয়া চলিতে হয়। প্রকৃতির রাজ্যে এ discipline কম কঠোর নহে। জীবজগতের চালচলন লক্ষ্য করিলে, তা স্পষ্টই বুঝা যাইবে। কিন্তু মানবসমাজে, এ discipline ধারা (code)টি সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়। প্রাকৃতিক code টা বাতিল (repeal) না হইয়া সুসংস্কৃত কোডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। প্রাকৃতিক অর্থ বা প্রয়োজন, একটা বড় রকমের অর্থ বা প্রয়োজনের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। মানুষের জীবনটা একটা "যজ্ঞ" হইয়া দাঁড়ায়। লক্ষ্য এই দিকে, প্রবণতা এই দিকে থাকে—সর্ব্বথা সেটা তাহাই হইয়া উঠে না। সভ্যতার উৎকর্ষ বিচারের এইটা মাপকাঠি;—তার লক্ষ্য, তার প্রবণতা (tendency), তার অবস্থা ব্যবস্থা এই দিকে, এবং ইহার অনুকূল, কতখানি—এইটা হইল প্রশ্ন।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সমন্বয়।

দার্শনিক হেগেলের পরিভাষায়, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যেন thesis এবং antithesis, বিরোধের দুইটা পক্ষ। ঢালা প্রবৃত্তিতে প্রাকৃতিক বিবর্ত্তন চলে না; সমাজত' চলেই না; একদম নিবৃত্তিতেও কিছুই চলে না, সব থামিয়া যায়। এই জন্য এই বিরোধের সমন্বয় করিতে হইয়াছে। সেই সমন্বয় হইল synthesis। যে সমাজে synthesis যত সুন্দর হইয়াছে, সে সমাজ—ততই উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরাণকার এই সত্যটি অতি সুন্দর ভঙ্গীতে বলিতেন। ব্রহ্মা, ভূতগ্রাম এবং কীট পতঙ্গাদি তির্য্যক্‌যোনি সব সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তখন উচ্চতর জীব সৃষ্টি করিবার মানসে আবার "তপস্যা" করিলেন। এ তপস্যা

বলি, তাতেও) ঋতের শাসন, ছন্দের শাসন (rhythm, periodicity) আছে, সন্দেহ নাই. কিন্তু আত্যন্তিকভাবে নহে; তার স্বাভাবিক লীলাস্বরূপ একান্তভাবে ব্যাহত করিয়া নহে। The curve of its life history is only approximately amenable to the law of any set equation. আমরা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, অনেক "বাদ-সাদ" দিয়া হিসাব করি বলিয়াই, কোনো ঘটনাকে পুরাপুরি নির্দ্দিষ্ট, বাধ্য ভাবিয়া থাকি। দেখিতে গেলে, তার ভিতরে শক্তি দুইভাবে কাজ করিতেছে। একটা তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি—আনন্দের অভিব্যক্তি বা লীলাশক্তি, অপরটা বিশ্বভুবনের যে ঋত (Law বা ধর্ম্ম) তার শক্তি। দ্বিতীয়টি তাকে যেন একটা নির্দ্দিষ্ট পথেই ঘুরাইয়া লইয়া যাইতে চায়—তাকে এক চুল এদিক ওদিক যাইতে দিতে নারাজ। ইহারই প্রতীক হইল—কালচক্র—the Movement of

Penance অথবা Self-mortification নয়। এর গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। তপস্যা করিয়া প্রথমে যাদের সৃষ্টি করিলেন—তাঁরা এতই "উচ্চ" হইলেন যে, তাঁরা "সংসার" করিলেন না; পূরা নিবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তাহাতে অবশ্য ব্রহ্মার সংকল্প সিদ্ধি হইল না। তখন নূতন করিয়া তপস্যা করিয়া তাঁকে সিসৃক্ষু প্রজাপতিদের সৃষ্টি করিতে হইল। এঁরা রীতিমত "সংসার" করিলেন, এবং ব্রহ্মার অভিলাষানুরূপ প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এখানেও, ব্রহ্মাকে উর্দ্ধস্রোতঃ এবং অধঃস্রোতের বিরোধের একটা সমন্বয় বা আপোষ করিয়া লইতে হইয়াছিল।

মানুষের বাছাই আর প্রকৃতির বাছাই যে এক নয়, তা হক্‌সলি সাহেব (তাঁর "Evolution and Ethics" গ্রন্থে) খাসা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন। আমাদের বাড়ীর ধারে এক টুক্‌রা জমিতে কিছু শাক সব্‌জি, তরিতরকারী তৈয়ারি করিবার ইচ্ছা হইলে নানান্ "আগাছা" নিড়ানি দিয়া তুলিয়া ফেলিয়া "চাষ" দিতে হয়; আবশ্যক মত সারও ফেলিতে হয়। তারপর তাতে আমাদের দরকারী শাক সব্‌জির বীজ ছড়াইলে শাক সব্‌জি হইবে। শাক হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই আবার সেই আগাছাগুলোও গজাইয়া উঠিতেছে; যত্নপূর্ব্বক আবার তাদের "নিড়াইয়া" দিতে হয়; নইলে

Rotation. অপর শক্তিটি তাকে স্বভাবনিষ্ঠ লীলাস্বরূপে বাহাল রাখিতে চায়—স্বাধীন করিয়া রাখিতে চায়। তার ফলে, তার "রুটিনে" একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য (individuality, idiosyncracy, eccentricity) না থাকিয়া যায় না; তার গাত একেবারে কখনই ঠিক লাটিমের পাক খাওয়া হয় না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ (প্রথম অধ্যায়) বলিতেছেন—"কালঃ স্বভাবো নিয়তিৰ্যদৃচ্ছা, ভূতানি যোনিঃ" ইত্যাদি (২); পুনশ্চ, "তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্, দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্। যঃ কারণানি নিখিলানি তানি, কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥" (৩)। কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতপঞ্চক, পুরুষ—এই সকলকে আলাদা আলাদা করিয়া, অথবা মিলিত করিয়া, সৃষ্টির (অথবা প্রত্যেক ঘটনার) কারণ মনে করা সঙ্গত হইবে না। এক ব্রহ্মসত্তা আপন আনর্ব্বচনীয় শক্তি বলে (Fate নয়; লীলা) কাল প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া এই বিশ্বব্যাপার চালাইতেছেন। তার পরের শ্লোকে "তমেকনেমিং" ইত্যাদিভাবে "ব্রহ্মচক্রের" বর্ণনা করিয়াছেন। ষষ্ঠ শ্লোক বলিতেছেন—যিনি এই ব্রহ্মচক্রে বিচরণ করিতেছেন, তিনি 'হংস"। চক্র কিন্তু ব্রহ্মচক্র=আনন্দ। অতএব, প্রত্যেক ব্যাপারের পিছনে অপর যে শক্তি (tendency বা impetus)টি কাজ করিতেছে, সেটিকে আমরা নূতনের দিকে ঝোঁক (progression or motion of translation) মনে করিতে পারি। এক শক্তিতে চক্রে সব ঘুরিতে থাকে; অপর শক্তিতে তারা চক্র অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়, বিশিষ্ট কিছু, নূতন কিছু হইতে চায়। জড়বাদ physical determinismএ একটা শক্তির চেহারা কতকটা দেখিয়াছেন; হেন্‌রি বার্গসোঁ প্রমুখ দার্শনিকেরা অপর শক্তির চেহারা দেখিতেছেন। এ দুই মিলাইয়া তবে গোটাতত্ত্ব। সৌরজগতে গ্রহগণ খাসা নির্দ্দিষ্টপথে সূর্য্যের চারিধারে নড়ন চড়নহীন হইয়া ঘুরিতেছে—কেন ঘুরিতেছে, তার কৈফিয়ৎ নিউটন হইতে

প্রকৃতির বাছাই ও মানুষের বাছাই।

তারাই সব ছাইয়া ফেলিবে। যদি আমাদের শাক শব্‌জি আমাদের নিরলস আদর যত্ন না পায়, তবে তারা টিকে না; প্রকৃতির "আগাছা"ই তাদের মারিয়া ফেলে বা নির্জীব করিয়া রাখিয়া দেয়। শাক সব্‌জি আমাদের "বাছাই;" "আগাছা" গুলি প্রকৃতির "বাছাই"। আমাকে রক্ষক না পাইলে, আমার "বাছাই" টেকে না; নৈসর্গিক অবস্থায় ঐ "আগাছা" গুলোই বাঁচিবার ও বাড়িবার "যোগ্য" বলিয়া, তারাই টিকিয়া যায়। নৈসর্গিক নির্ব্বাচন আর আমাদের কৃত্রিম নির্ব্বাচন—এ দুইটির মাঝে যে বিরোধ রহিয়াছে, তা আমরা এই সামান্য দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিলাম। হক্‌সলি সাহেব বলিতে চান যে, আমরা সমাজগঠনে ও সভ্যতার অনুশীলনে প্রকৃতির স্রোতটিকে অনেকটা উল্টাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এভাবে,—খণ্ডিত ভাবে—দেখিলে, কথাটা বেঠিক নয়।

আত্মরক্ষার প্রয়াস—দুই রকমে।

কিছু বাছাই কৃত্রিম হইলেই সুন্দর, সুসঙ্গত হয় না। বাছাইয়ের সূত্রটি (Principle of selection) সত্য, শিব ও সুন্দর হওয়া দরকার। যে সমাজে ও সভ্যতায় তাহা বেশী হইয়াছে,সেই সমাজ ও সভ্যতাই উন্নত। বৈষম্য বা জটিলতার বৃদ্ধিই উন্নতির মাপকাঠি নয়। বরং Stoicsরা "Live according to Nature" ("স্বভাবের অনুবর্ত্তন করিয়া চল")—এই যে নীতি চালাইয়াছিলেন, তার অভিপ্রায় এমন ছিল না যে, মানুষ আবার পশুতে ফিরিয়া যাক্; কিন্তু এটা অভিপ্রেত ছিল যে, মানুষের জীবন যতটা সম্ভব সরল, সহজ, আড়ম্বরশূন্য ও স্বাধীন হউক। মানুষের সভ্যতার

সুরু করিয়া অনেকে দিয়াছেন। কেপ্‌লারের ছকা পথ ক্রমশঃ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি George Darwin দেখাইয়াছেন যে, গ্রহেরা spiraline movementএ আস্তে আস্তে সূর্য্য হইতে সরিয়া যাইতেছে; পরে আবার হয়ত, সৌরজগতের শক্তিকূটের পরিবর্ত্তন ঘটিলে, ঐ রকম ধারা গতিতে সূর্য্যের দিকেই কাছাইয়া আসিবে এবং শেষকালে, একটা "critical condition"এ উপস্থিত হইলে হয়ত সূর্য্যেই গিয়া পতিত হইবে। Laplace প্রভৃতির আগেকার হিসাব মোটামুটি হিসাব—তার উপর নির্ভর করিয়া জোর করিয়া বলা যায় না যে, বর্ত্তমান জ্যোতিষ্ক সংস্থানটি কায়েমি। একটা Living Cell, এমন কি একটা Atom,—সর্ব্বত্রই ঋতানুবর্ত্তিতা বা বাধ্যতার সঙ্গে সঙ্গে নূতনত্বের দিকে প্রবণতা রহিয়াছে; অর্থাৎ কিছুই একেবারে চক্রে পাক খাইয়াই যাইতেছে না, চক্র হইতে আলাদা হবার দিকেও তার একটা ঝোঁক রহিয়াছে। উচ্চতর জীবগুলিতে এই ঝোঁকটা বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই ঝোঁকটা রহিয়াছে বলিয়াই চক্রভেদ করিয়া মুক্তির দিকে জীব যাইতে পারে। এখন এই দুইটা

বাহিরে জীব জন্তু, এমন কি "বর্ব্বর"দের, যে জীবন, তাতে অনেকটা সরলতা আছে ; সেখানে মানুষ ও জন্তু বিরাট্, জটিল একটা যন্ত্রের সামিল না হইয়া অনেকটা স্বতন্ত্র ও আত্ম-নির্ভর হইয়া আছে। সভ্যতা মানুষের এই সহজ ভাব ও স্বাতন্ত্র্য অনেকাংশে সঙ্কুচিত করিয়া দিতে চাহিয়াছে। যেখানে যত বেশী সেটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে মানুষ ততই "স্বভাবভ্রষ্ট"। মানুষকে প্রকৃতির স্রোতের বিপরীত দিকে চলিতে অবশ্যই হইতেছে ; প্রকৃতির যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেকে সর্ব্বদা বাঁচাইবার জন্য বিব্রত থাকিতে হইতেছে। প্রকৃতির শীতাতপ, ঝড় বাতাস, রোগ, জরা মরণ—এ সকল হইতে নিজেকে সযত্নে রক্ষা করিতে সে চির-ব্যাপৃত। এই আত্মরক্ষা (অথবা Adaptation to the Environment) দুই ভাবে করা যায়। নিজেরই আধ্যাত্মিক (শরীরের ও মনের) শক্তিগুলিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুশীলিত ও উপচিত করিয়া লইয়া আমরা নিজেদিগকে এক একটা সুরক্ষিত, সুদৃঢ় দুর্গের মতন দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিতে পারি ; ইহাই হইল আমাদের পূর্ব্বতন উপদেষ্টাদের বিহিত তিতিক্ষা, শীতোষ্ণদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা ইত্যাদি। বাহিরের উপকরণের—অস্ত্র শস্ত্রের বা

---

tendency এই বিশ্বব্যাপারের মুলেই রহিয়াছে। তার ফলে বিশ্ব কেবল যে নির্দ্দিষ্ট চক্রে কল্প যুগাদি ক্রমে ঘুরিতেছে এমন নয় ; তার একটা উর্দ্ধগতি বা অধোগতি (upward and downward movement)ও হইতেছে। এই দুই ঝোঁক মিলিয়া বিশ্বটাকে একটা spiralএর মতন চালাইতেছে—অবশ্য সে spiral জটিল। পরবর্ত্তী কোনো খণ্ডে আমরা এর সবিস্তর আলোচনা করিব। ঋ· স· ১ম৷৩৫সূ৷২, ৩ ঋক্ সাবিত্রীর আবর্ত্তন ও উর্দ্ধগতি অধোগতি কথা আছে। কেবলমাত্র সূর্য্যের গত্যাভাস (apparent path and motion)টি বলিবার জন্যই এ মন্ত্রদ্বয় কথিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ওটা একটা প্রতীকমাত্র। ঋ· স· ১ম৷৯১সূ৷১ ঋকে সোমকে বলা হইতেছে তিনি যেন আমাদের ঋজু পথে লইয়া যান। সোম=রস বা আনন্দ ("ব্রহ্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য)। কাজেই ঋজুপথ=প্রাকৃতিক চক্রের আবর্ত্তনের পথটিই নয় ; তাতে নিয়ত বাঁধা ঘোরার নাম সংসৃতি ; তাতে আসলে আনন্দ কোথায় ? অতএব, ঋজুপথ—সেই পথ যেটা আমাদিগকে "কেন্দ্রে" লইয়া যাইবে। তুলসী-দাসের দোহায় পাই—চল্‌তি চক্কীর কীলকে আশ্রয় লইতে পারিলে, পিষিয়া মরিবার ভয় নাই। একথাটাও এখানে ইঙ্গিতে পড়িলাম মাত্র। "ঋত" কথাটাকে ব্যাপক ভাবে লইলে, ব্রহ্মনেমির পথটাও যেমন ধারা "ঋতস্য পন্থাঃ", ব্রহ্মচক্রের নাভি বা "ভুবনস্য নাভিতে" যাইবার পথটাও তেমনি ধারা "ঋতস্য পন্থাঃ"। প্রথমটি কুটিল, সীমাহীন ; অপরটি, ঋজু। ঋ· স· ১ম মণ্ডলে সুদীর্ঘ ১৬৪ সূক্তটির প্রসঙ্গ আমরা আগে দু' একবার উত্থাপন করিয়াছি। ঐ সূক্তের মন্ত্রার্থগুলি অনুধাবন করিলে আমরা আলোচ্য বিষয়ের উপর অনেক যায়গায় নূতন আলোকের রেখাপাত দেখিতে পাইব। চক্র, নাভি, অর প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐ সূক্তের ১১, ১২, ১৩, ১৪ ঋক্‌গুলি আলোচ্য ম্যাক্‌কার্ডি প্রমুখ লেখকেরা (Human Origins, Vol. II. Ch. XII) প্রত্নপ্রস্তরযুগ হইতে সুরু করিয়া মানুষের সভ্যতা বিকাশের চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রথমে, "Stone Age Culture Complex". তার গোড়ায় lithic complex এবং fire complex. প্রস্তর এবং অগ্নি এই

আয়োজন অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর খুব কম। নিজের শরীর ও মন এমনই সুগঠিত ও সুদৃঢ় যে, বাইরের আক্রমণ হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য, পরের দ্বারস্থ হইতে হয় না, বাইরের সাজ সরঞ্জামের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। আর এক রকম বন্দোবস্ত—নিজেকে দৃঢ় ও সুস্থ করিবার চেষ্টা তেমন না করিয়া বাহিরের যন্ত্রের (machinery) বা বন্দোবস্তের সাহায্যে নিরন্তর প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিদের সঙ্গে লড়াই করিয়া যাওয়া।

আত্মরক্ষার
দুই ব্যবস্থা।

বলা বাহুল্য, করিয়া উঠিতে পারিলে, প্রথম ব্যবস্থাই ভাল। তাতে লাভ অনেক। প্রথম, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য—এটা বড় কম লাভ নয়। দ্বিতীয়, স্বাস্থ্য; দেহ ও মনের স্ফূর্ত্তি, সুতরাং আনন্দ—পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকারে আজ যখন মানুষের দেহ ও মন দুইটি নিপীড়িত ও স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি-বিহীন (নানা রকমের কৃত্রিম উপায়ে স্ফূর্ত্তি একটু আধটু আনিয়া লইতে হয়)—অর্থাৎ "jaded" হইয়া পড়িয়াছে, তখন, এই দ্বিতীয় দফা লাভটাও যে কত বড়, তা আমাদের বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না। তৃতীয়, যে শক্তিগুলি বাহিরে সাজ সরঞ্জাম ও জীবনযাত্রার "মেসিনারি" বানাইতে ও চালাইতে নিয়োগ করিতেছি, তাদের অনেকটা আমরা "মোড়" ফিরাইয়া সত্যকার আত্মানুশীলন ও আত্মোৎকর্ষে নিয়োগ করিতে পারিব; ফলে, সমষ্টি-মানবের কার্য্যক্ষমতা (total effieciency) ত কমিবে নাই-ই, বরং সেটা উপচিত হইয়া ব্যষ্টির ও সমষ্টির যথার্থ কল্যাণ ঢের বেশী প্রসব করিবে। উপনিষদাদিতে আর্য্যদের যে জীবনের নক্সাটি আমরা দেখিতে

দুইটিকে আশ্রয় করিয়া একটা আদিম সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। আগে অগ্নিচয়ন ও রক্ষাই হইত। পরে মানুষ অগ্নি "মন্থন" কারতে শিখিয়াছিল। আলোচনা পরে করিব। কিন্তু গোড়ার ঐ পথটাই সম্ভবতঃ ঋজু। পরে ক্রমে জটিল—complex হইয়াছে। পুরাণাদিতে যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ অবতারের কথা আছে, তার মধ্যে প্রথমটি (সৃষ্টিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)—বিলীন অবস্থা ও নিগূঢ় অবস্থার সঙ্কেত। দ্বিতীয়টি (কূর্ম্ম) ঐ যে অব্যয় চক্রের কথা বেদ আমাদের শুনাইলেন (ঋতচক্র—Cosmic Order and Rhythm), তারই সঙ্কেত। কেন না. সেই চক্রেই সকল types, সকল laws, সকল relations বিবৃত হইয়া রহিয়াছে। কূর্ম্মদেব মূলে না রহিলে এ চক্র বিশীর্ণ হইয়া যায়, সুতবাং বিশ্ব আর বিশ্ব থাকে না, বাত্রি বা chaos বা Tiamat হইয়া দাঁড়ায়। একটা বিধৃতিশক্তি (a principle of conservation and correlation) সৃষ্টির মূলে চাই-ই চাই। সেই principle—কূর্ম্ম (স্কম্ভ)। আসনশুদ্ধিতে এই আধারশক্তিকে আমাদের ধ্যান করিতে হয়। সমুদ্রমন্থনে (সৃষ্টিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য) এই কূর্ম্মশক্তিই মন্থনদণ্ড মন্দরকে ধারণ করেন। জগৎটা যে spiraline movement তার স্পষ্ট সঙ্কেত

পাই, তাতে বাহিরের সাজসরঞ্জাম ও "মেসিনারির" স্থানটা যে একেবারে ফাঁক তা নয়; কিন্তু বর্ত্তমানের তুলনায়, সেগুলি তেমন বেশী নয় ও তেমন জটিল নয়। লক্ষ্য ছিল—আত্মোৎকর্ষের দিকেই; প্রকৃতির সহিত লড়াই করিতে গিয়া তাঁরা প্রথম পথটাই ধরিয়াছিলেন—যে পথে "বল" (real efficiency) লাভ করা যায়; সুতরাং আত্মাকেও লাভ ও রক্ষা করা যায়। বাহিরে প্রকাণ্ড যন্ত্র ফাঁদিয়া, তারই গোলাম নিজেকে বানাইয়া, প্রকৃত বল লাভ হয় না, সুতরাং আত্মার স্বাধীনতা ও সুখের সেটা খাঁটি পথ নয়। মনুসংহিতার সেই "সর্ব্বমাত্মবশং সুখং সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্"—এইটাই ছিল রীতি ও সূত্র। আগেকার যুগে, প্রাচীন দেশ মাত্রেই এ রীতির অনুসরণ হইত, এমন কেহ মনে করে না। তবে, ভারতবর্ষে বিশেষ ভাবে, এই রীতিই উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় বলিয়া শ্রেষ্ঠেরা বুঝিয়াছিলেন, এবং সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। এই অনুশীলনের চরম ফল ছান্দোগ্যাদি উপনিষদের ভাষায়—স্বারাজ্য সিদ্ধি।

দুই পদ্ধতির প্রভেদ।

এক কথায় বলিতে গেলে, এ রীতি বা পদ্ধতি অন্তর্ম্মুখী, অপরটি বহির্ম্মুখী। প্রাচীনকালেও, মিশর প্রভৃতি কোনো কোনো দেশে হয়ত, ভারতবর্ষের তুলনায় বহির্ম্মুখীনতা বেশী ছিল। বহির্ম্মুখীনতা বেশী হইলে, বাহিরের সাজ সরঞ্জাম ও জীবন যন্ত্রটা অধিকতর বিষম (heterogeneous) ও জটিল (complex) হইয়া উঠে; এবং বর্ত্তমান সভ্যতার দৃষ্টিতে (stand-pointএ), সমাজের সৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি বেশী হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য, সেরূপ

হইতেছে ঐ সমুদ্রমন্থন। মন্দর—মন্থনদণ্ড—সেই শক্তি যার প্রসাদে অভ্যুদয়, উত্থান হইতে পারে। দেবাসুর, বাসুকি এ সবই সেই spiraline movementএর একটা সহকারী হেতু; অপর একটা হেতু (component) কূর্ম্ম স্বয়ং। মন্থনের ফলে "সলিল" কেবলমাত্র যে ঘুরিতেছে এমন নয়, তার ভিতরে একটা ঊর্দ্ধাভিমুখী গতি হইতেছে; ফলে অমৃতাদির উদয় হইতেছে। বিশ্বের ব্যাপারের চেহারাখানা বুঝিতে সমুদ্রমন্থন একটা বেশ ভাল ছবি। তন্ত্রশাস্ত্রে (কোনো কোনো উপনিষদেও) পৃষ্ঠবংশমূলে কুণ্ডলিনী শক্তির কথা আছে—মহাকুণ্ডলিনীর কথাও আছে। এ সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা Sir John Woodroffeএর "The Serpent Power (2nd Ed.) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এখন, ঐ কুণ্ডলী—সোজাসুজি বৃত্ত বা চক্র নয়, spiral (সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা)। আমাদের দেহে শক্তিবিন্যাসের নক্সাই যে ঐ কুণ্ডলী এমন নয়, নিখিল সৃষ্টিতেই শক্তিবিন্যাসের উহাই হইল ভঙ্গী। দেহটাকে আগমশাস্ত্র ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে জ্যোতিষেও জগতের অভিব্যক্তিবাদে cosmic nebulae আদৃত হইয়াছে। আমাদের এই নক্ষত্রজগৎ (galaxy system) এর আকৃতি সম্বন্ধে spiral রূপটি কোন কোন বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদের কাছে গৃহীত হইয়াছে। Professor Easton of Amsterdom Milky wayএর নক্ষত্রপুঞ্জের বিন্যাস ও অবয়বগাঢ়ত্ব (density) পরীক্ষা

হইলেই যে, সমষ্টির যথার্থ কল্যাণ (substantial common good) বেশী হইল, এখন মনে করার কোনো কারণ নাই। বরং বিপরীত হওয়াই সম্ভব। জীবনযাত্রার যন্ত্রের (machineryর) এবং তার সাজ সরঞ্জামের (accessories) সরলতা দেখিলেই সমাজ অনুন্নত রহিয়াছে, সভ্যতা পিছাইয়া রহিয়াছে, ইহা মনে করা চলিবে না। আগে ভারতবর্ষে ঋষিকুলের এবং আজকালও সাধুমহাত্মাদের জীবনটা বড়ই সরল ও সাদাসিধে ; এমন কি, জটা-বল্কলধারী বৃক্ষমূলাশ্রয়ী সেকালের কোনো ঋষিকে দেখিলে, অথবা ভস্মাবৃত নগ্নকলেবর গিরি-কন্দর-শায়ী আজকালকার কোনো অবধূত পরমহংস দেখিলে, আমাদের সহসা "বর্ব্বর" মনে কবা আশ্চর্য্য হইবে না ; কিন্তু খোলসটার মধ্যে যে শাঁসটি রহিয়াছে, তার রসাস্বাদ লইবার সুকৃতি ও ভাগ্য যাঁদের হইয়াছে, তাঁরা কি বলিবেন ? [১]

যান্ত্রিক সভ্যতার কদর।

বর্ত্তমান প্রধানতঃ বহির্ম্মুখী "যান্ত্রিক" সভ্যতার দাম যাচাই করার এখন প্রয়োজন নাই। পাশ্চাত্যের অনেক মনীষী নিজেরাই সে কাজ সুরু করিয়া দিয়াছেন। পশ্চিম দেশে যান্ত্রিক সভ্যতার মাঝখানে আদৌ একটা প্রতিক্রিয়া (reaction) আরম্ভ হয় নাই, এ মনে করা "মোটা নজরের" পরিচয় ; পক্ষান্তরে ও দেশের মনীষীদের অন্তরাত্মা আপনার "ভাবের ঘরের" খোঁজ (searching of the heart) মোটেই লইতে আরম্ভ করে নাই,এ রকমও কোনো "ওয়াকিবহাল" ব্যক্তি ভাবিবেন না। যথার্থ জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও সন্নীতি—এ সব সূক্ষ্ম লক্ষণে বিচার করিলে ত

করিয়া spiral structure অনুমান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি Henry Russell প্রভৃতি galaxyর আবর্ত্তন ধরিতে পারিয়াছেন বলিতেছেন। ফলকথা, নানাদিক দিয়া দেখিলে, এই বিশ্বের গতি একটা লাটিমের পাক খাওয়া নয়। শাস্ত্র সে কথা বলেন নাই। লীলার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যদ্ দৃষ্টি যে কি ভাবে থাকিতে পারে, তার কৈফিয়ৎ আভাষে আমরা আগেই বলিয়া রাখিয়াছে।

[১] মন্তব্য—এই সভ্যতার ইতিবৃত্ত ও স্বরূপ যিনি আলোচনা করিবেন, তাঁর পুরাণের বেন-পৃথু আখ্যায়িকাটি মনোযোগের সহিত পাঠ করা এবং তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। বেন ও পৃথু অবশ্য বেদেও আছেন—পুরাণগুলিতে উর্ব্বশীপুরূরবার মতন এঁদের কথা নানা উপাখ্যানের ভিতর দিয়া পল্লবিত হইয়াছে। সে সমস্ত উপাখ্যান "আষাঢ়ে গল্প" বলিয়া ফেলার নয়। সভ্যতার ইতিহাসের অনেক মূলতত্ত্ব ভিতরে আছে বলিয়া আমরা পদ্মপুরাণ (ভূমিখণ্ড, ২৮ প্রভৃতি অধ্যায়ে ; শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি অপরাপর পুরাণেও উপাখ্যান আছে) হইতে কতক অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি : —সূত কহিলেন—হে দ্বিজসত্তম-

কথাই নাই, মানুষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং "অন্নবস্ত্রের" প্রচুরতা—এই রকমের মোটা লক্ষণেই, পাশ্চাত্য সমাজ যে সর্ব্বথা অথবা যথার্থ উন্নত, এ কথাও সে দেশের সুধীরা আর মনে করিতেছেন না। সে দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনেতা যে সত্যকার গণতন্ত্রতা (Democracy) হইতে বহুদূরে, এ কথা বিশেষজ্ঞরা ভাল মতেই জানেন, এবং ইউরোপের ক্রমাগত রাষ্ট্রবিপ্লবগুলি (political revolutions) তার অকাট্য সাক্ষ্য নিয়ত যোগাইয়া যাইতেছে। আর অন্নের ভাগ বাটোয়ারা (distribution of wealth) যে আদৌ সে দেশে ন্যায়সঙ্গত ভাবে হইতেছে না, তার জলন্ত প্রমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধমান ইউরোপের সোসালিষ্ট, কমুউনিষ্ট মুভ্‌মেণ্ট। এটাও একটা চরম প্রতিক্রিয়া (extreme reaction)। প্রাচীন কালে, এমন কি মধ্যযুগে, স্থানে স্থানে যে অবস্থাটা ছিল, তার চাইতে বর্ত্তমান অবস্থা, রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে,—যে মোটের উপর ভাল, এ কথাও বুকে হাত রাখিয়া বলা যায় না। এ ত গেল মোটা লক্ষণগুলির দ্বারা বিচার। মানুষের প্রকৃত সুখশান্তি ও পরমার্থের দিক্ দিয়া দেখিলে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজ—এখনও আদর্শের যত নীচেই পড়িয়া থাকুক—পূর্ব্বতন, অর্থাৎ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের, সমাজদের অপেক্ষা, মোটের উপর, আদর্শের পানে বেশী অগ্রসর (really progressive),এ বিশ্বাসও উপযুক্ত-ভিত্তিহীন বলিয়া সে দেশের চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরাই অনেকে দেখিতে পাইতেছেন।

উন্নতির বিচারে "নূতন ধারা"।

বর্ত্তমানে আমাদের আগেকার জমাট বাঁধা (crystallized) ভাব ও বিশ্বাসগুলি নূতন নূতন অভিজ্ঞতার "ভাপে" গলিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে ("in the melting pot")। আবার কি ভাবে তারা জমাট বাঁধে, তা দেখার অপেক্ষা না করিয়া, সেই সাবেকী ভাব-বিশ্বাসের ভগ্নাংশগুলি লইয়া গোঁড়ামি করিতে গেলে, সত্যের ও ন্যায়ের দুয়ারে প্রত্যবায় হইবে। আমরা আগে আগেকার অবস্থা হইতে "মোটের উপর" আগাইয়াছি, কি পিছাইয়াছি, তার পুনর্বিচার, মানুষের

গণ! আপনারা শ্রবণ করুন। ইহা স্বর্গ্য, যশস্য, আয়ুষ্য, ধর্ম্ম্য, বেদসম্মিত, ঋষিপ্রোক্ত রহস্য; ইহা আমি আপনাদের নিকট বলিব। * * * পূর্ব্বে অত্রিবংশে অঙ্গনামে অত্রিতুল্য এক প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বেন নামে এক পুত্র হইয়াছিল। সেই পুত্র রাজা হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক

অভিজ্ঞতার নূতন "ধারায়," হওয়া দরকার। "মোটের উপর" কথাটা "গড়পড়্‌তা" কথাটার মতন, জড়বিজ্ঞানে খুব কে'জো ও সত্যকথা হইতে পারে, কিন্তু সমাজ ও সভ্যতার বিজ্ঞানে বড় "মারাত্মক" কথা। অনেক অন্যায়, অসত্য, গলদ ("a multitude of sins") ঐ কথায় "ঢাকা" পড়িয়া যায়।

নূতন সূত্র লইয়া আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, যেগুলি আমরা এতদিন "বর্ব্বর" অথবা "অর্দ্ধসভ্য" অবস্থা বলিয়া আসিয়াছি, সেগুলি সত্য সত্যই তাই কি না। জীবনযাত্রার "যন্ত্রটার" বাহুল্য ও জটিলতাই যে উন্নতির লক্ষণ নয়, তা' সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া এ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বর্ত্তমান নৃতত্ত্ববিদ্যায় কাল্‌চারের কতকগুলি যুগ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তা'তে উন্নতিই প্রমাণিত হয় না। অভ্যুদয়ের স্পাইরেলটি সোজাসুজি সটান উপরের দিকে উঠিয়াই যাইতেছে,—এ সংস্কারের তেমন দৃঢ়ভিত্তি না থাকিতে পারে, এটাও মনে রাখা উচিত। স্পাইরেলের কোনো একটা বৃত্তরেখা সোজাসুজি না হইয়া তরঙ্গায়িত ভাবে হওয়া বিচিত্র নয়; একটা বৃত্ত বা রিং উচ্চতর রিংএর তল বা প্লেনে উঠিবার বেলা সোজাসুজি না উঠিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া, উপরে নীচে স্পন্দিত হইতে হইতে, উঠিতে পারে। জড়বিজ্ঞানে অথবা গতিবিজ্ঞানে আমরা যে সকল গতির নমুনা লইয়া হিসাব করিয়া থাকি, সেগুলি যে, অনেকটা "মনগড়া" (conceptual) নমুনা (model), কোনোটাই সত্যকার গতির একান্তভাবে অনুরূপ নয়, তাহা কার্ল-পিয়ার্সন্, পোঁয়াকারে, ম্যাক প্রভৃতি শিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের লেখা পড়িয়া, আর এখন কেহ অস্বীকার করিবেন না। এখন আবার আপেক্ষিকতাবাদ (Relativity) সার্ব্বভৌম অধিকার লইয়া দেখা দিয়াছে। আমাদের পৃথিবীর সূর্য্যের চারিধারে ঘোরার সত্যকার পথ

স্পাইরেলের সত্যকার চেহারা। একটা দৃষ্টান্ত।

রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। মৃত্যুর কন্যার নাম মহাভাগা সুনীথা; মহাভাগ অঙ্গ সেই সুনীথার পাণিগ্রহণ করিয়া তদীয়গর্ভে বেন নামক ধর্ম্মনাশক পুত্র উৎপাদন করেন। কালাত্মজার আত্মজ বেন মাতামহের দোষে নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মে নিরত হইয়াছিলেন। তিনি কামে, লোভে, মহামোহে বেদাচারময় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা পাপাচারণই করিতেন। মদমাৎসর্য্যে মোহিত হইয়া বেন রাজা পাপ পথেরই অনুগামী হইতেন। তাহার সময়ে জনগণ বেদাধ্যয়ন-বর্জ্জিত ও নিঃস্বাধ্যায়-বষটকার হইল। দেবগণ যজ্ঞে আর সোম পান করিতে পারিলেন না। দুষ্টাত্মা বেন ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য নিত্য এই কথা কহিতেন,—

খুবই জটিল। তবে হিসাবের সুবিধার জন্য জটিলকে কতকটা সরল (simplify) করিয়া লইতে হয়। তা করিতে গিয়া অনেক সত্যকার "খোঁচ-খাঁচ" বাদসাদ দিয়া লইতে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এই বাদসাদ দিয়া লওয়াটাকে "Limitation of the data" বলেন। তারপর পৃথিবী অথবা অপর কোনো গ্রহ, ঐ জটিল বৃত্তাভাসের মত পথে ভ্রংশ-বিচ্যুতিহীন হইয়া, এক চুল এদিকে বা ওদিকে না নড়িয়া ঘুরিতেছে, এমন মনে করারও অনিবার্য্য কারণ নাই। হয়ত এমনও হইতে পারে যে, গ্রহেরা সূর্য্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া আবর্ত্তের মত পাক খাইতে খাইতে, ক্রমশঃ দূরে সরিয়া (progressively away from the centre), বর্ত্তমান অক্ষরেখা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাতে পাক খাইতেছে; সে রেখা হইতে অনড়-ভাবে নয়; সেই রেখাকে হয়ত "মাঝামাঝি" ("mean ভাবে") রাখিয়া এধারে ওধারে, এ পাশে ও পাশে, একটু আধটু স্পন্দিত হইয়া (oscillate করিয়া) পাক খাইতেছে। আমরা সেই "mean"টা লইয়াই হিসাব করি; সাধারণ ভাবে বুঝিতে ও বলিতে গিয়া বলি—সৌরজগতের জড়-বস্তুদের (masses) পরস্পর আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ সম্বন্ধ (gravitational stress) অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে; সুতরাং বাহির হইতে আকস্মিক দুর্ঘটনা আসিয়া না পড়িলে, এ বন্দোবস্ত পাকা, কায়েমি বন্দোবস্ত। অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা এখন বুঝিয়াছেন যে, এ বন্দোবস্ত অথবা কোনো বন্দোবস্তই পাকা নহে। তবে, এটাও তাঁদের সম্ভাবিত মনে করা উচিত হইবে যে, পৃথিব্যাদি যেমন-ধারা আবর্ত্তন গতিতে (eddying motion এ) সূর্য্য হইতে ক্রমশঃ দূরে আসিয়া পাক খাইতেছে, তেমনি আবার, সৌরজগতের শক্তিযন্ত্র (stress

---

তোমরা আর অধ্যয়ন, হোম, দান, যজ্ঞ, কিছুই করিও না। বেনের বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তাহার এই ক্রূর প্রতিজ্ঞা ছিল যে, আমিই ইজ্য. আমিই চেষ্টা এবং আমিই যজ্ঞ। একমাত্র আমাতেই যজ্ঞ বা হোম করিতে হইবে। আমিই সনাতন বিষ্ণু। আমিই ব্রহ্মা; আমিই রুদ্র; আমিই ইন্দ্র; আমিই সূর্য্য এবং আমিই পবন। একমাত্র আমিই হব্য কব্য প্রভোক্তা। বেন রাজা সর্ব্বদা এইরূপ কথাই বলিতেন। অনন্তর একদা মহাবল মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পাপাত্মা বেন রাজের নিকট আসিয়া বলিলেন, রাজা পৃথিবীর পতি; তিনিই সর্ব্বদা প্রজাপালন করেন। রাজা ধর্ম্মমূর্ত্তি, তাঁহা হইতেই ধর্ম্ম রক্ষিত হন। আমরা দ্বাদশবর্ষ নিষ্পাদ্য এক যজ্ঞে দীক্ষিত হইব। অতএব আপনি অধর্ম্মাচার করিবেন না। ধর্ম্মই সাধুগণের একমাত্র গতি। বেন উপহাস করিয়া কহিল,—কে ধর্ম্মের স্রষ্টা? আমি কাহার কথা শুনিব? শ্রুত, বীর্য্য. তপস্যা ও সত্যনিষ্ঠায় ভূতলে কে আমার সমান? আমি সর্ব্বভূতের এবং সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রভব। তোমরা মূঢ়, তাই আমাকে চিনিতে পারিতেছ না। আমি ইচ্ছা করিলে এই পৃথিবী জলপ্লাবিত করিতে পারি এবং ভূতল, নভস্তল রোধ করিতে

system) বদ্‌লাইলে, আবর্ত্তন গতিতেই তারা আবার ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের (অর্থাৎ, কেন্দ্রের) ক্রমশঃ কাছাকাছি (towards) সরিয়া যাইবে; এবং পরিশেষে, তাদের গতিবেগ ও সূর্য্য হইতে দূরত্ব একটা সীমা ("critical value") অতিক্রম করিয়া যাইলে, তারা সূর্য্যে গিয়াই একদম পতিত হইবে। এ কল্পনা নিতান্ত আজগবি না হইতে পারে। ইলেক্‌ট্রণদের এটমের মধ্যে চালচলন, এটমের উৎপত্তি ও ধ্বংস ("disruption") প্রভৃতি বুঝিতে গিয়া বৈজ্ঞানিককে এজাতীয় কল্পনার আশ্রয় না লইতে হইতেছে, এমন নয়। অণুর রাজ্যে যে হাল, বিরাটের রাজ্যেও সেই হাল, হওয়া কি অসম্ভব?

স্পাইরেলের উপমা লইয়া খুব সতর্কভাবে ব্যবহার করা উচিত কোনো একটা ঐতিহাসিক যুগকে বিনা বিচারে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে (directly), উর্দ্ধপ্রবাহ (upward movement) মনে করিবার কারণ নাই। খুব জোর এইটা মনে করা যাইতে পারে যে, যুগমাত্রই (every Epoch of History) কোনো উর্দ্ধলোকে (higher statusএ) যাইবার পথের একটা অংশ অথবা মোড়; সেই হিসাবে, সেটাও উন্নতির বা অভ্যুদয়েরই সামিল। বদরিকাশ্রম, বদরীনারায়ণ যাইতে হইলে হিমালয়ের উপত্যকা অধিত্যকাগুলির ভিতর দিয়া একটা দুর্গম পথে বহুদিন ধরিয়া যাত্রা করিতে হয়। অনেক "চড়াই উতরাই" ভাঙ্গিতে হয়। লক্ষ্য ক্রমশঃ উপরে উঠার দিকেই। কিন্তু সোজাসুজি উপরে উঠা চলে না বলিয়া, নামিয়া উঠিয়া আবার নামিয়া, এইভাবে অনেক আয়াসে পথ অতিক্রম করিতে হয়। যখন "উতরাই" ধরিয়া নামিতেছি, তখন নীচে নামিলেও, সামনের "চড়াই"এ উঠিবার "কিনারা" করিতেছি বলিয়া সে নামাও এক রকম উঠারই সামিল। ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী পন্থার সেটাও একটা ধাপ (stage)।

পথে "চড়াই" "উতরাই"।

পারি। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র করিও না। বেন এই কথা অগ্রাহ্য করিলে মনীষিগণ যখন তাহার গর্ব্ব মোহ অপনীত করিতে কিছুতেই পারিলেন না, তখন তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তেজস্বী বেনকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন এবং জাতক্রোধ হইয়া তাহার বাম উরু মন্থন করিতে লাগিলেন। বেনের সেই মথিত অঙ্গ হইতে এইরূপে পাপিষ্ঠ সকল জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর প্রসন্নমনা ঋষিগণ গতকল্মষ মহাত্মা নৃপোত্তম বেনের দক্ষিণ পাণি মন্থন করিলেন। এই মথিত পাণি হইতে এক দ্বাদশাদিত্য-সন্নিভ পুরুষ উৎপন্ন হইল। তাঁহার হস্তে আদ্য আজগব নামক ধনু, দিব্য শর এবং দেহ রক্ষার্থ মহাপ্রভ কবচ। মহামহাভাগ মহাত্মা পৃথুরাজ জন্মগ্রহণ করিলে সমস্ত ভূতবৃন্দ প্রহৃষ্ট হইল। সমস্ত তীর্থ;

পথ কেবল যে চড়াই-উতরাই হইয়া চলিয়াছে এমন নয়; নানা রকম ভাবে বাঁকিয়া চুরিয়া চলিয়াছে। নদী সমুদ্রের পানে যেমন ধারা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে, সেই রকম। কোনো একটা বাঁক হয়ত লক্ষ্যের প্রতিকূলেই চলিল। যেমন কাশীধামে গঙ্গা উত্তর-বাহিনী হইয়াছেন। তা' হইলেও, সে বাঁকও লক্ষ্যাভিমুখে ক্রমে অগ্রসর হওয়ারই সামিল। অংশভাবে দেখিলে, সেটা প্রতিকূল, অসঙ্গত ও বিরুদ্ধ; সমগ্রভাবে, অথবা সমগ্রটার সঙ্গে জড়াইয়া দেখিলে, সেও অনুকূল, উপকারক। পথের বাঁকগুলি কেন হইল, পথ সোজাসুজি কেন না হইল—তার বিচার করিয়া লাভ নাই। প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টিটাকে যে ভাবে গড়িয়া পিটিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাতে কোনো ব্যষ্টি, সান্ত, সসীম পদার্থই সোজাসুজি আপনার লক্ষ্যে যাইতে অক্ষম; তবে, ছান্দোগ্য-শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন—"আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মাপুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এষ...তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি"। ছাঃ. উ. ৭প্র।১৪ খণ্ডে আশাব্রহ্মের কথা আছে। আশাব্রহ্মের উপাসকও 'যথাকামচারো ভবতি"। ঐ

নানা পুণ্যজল এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ তাঁহার অভিষেকার্থ প্রস্থান করিলেন। পিতামহাদি দেবগণ চরাচর সর্ব্ববিধ ভূতবৃন্দ সেই নরাধিপতি মহাবীর প্রজাপাল পৃথুকে অভিষিক্ত করিলেন। চরাচর যাবতীয় প্রাণী এবং সমস্ত দেব ব্রাহ্মণ সকলেই বেণাত্মজ পৃথুর নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজন্যগণের অধিরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। * * * প্রজারঞ্জন বশতঃ বীর পৃথুর "রাজা" এই নাম হইয়াছিল। বীরবর পৃথু সমুদ্রাভিমুখে প্রয়াণ করিলে ভয়ে জলরাশি স্তম্ভিত হইত। পর্ব্বতগণ তাঁহার আগমনে দুর্গম মার্গ বিলুপ্ত করিয়া সহজমার্গ প্রদান করিত। গিরিগণ কদাচ তাঁহার আজ্ঞা ভঙ্গ করিত না। তাঁহার রাজ্য শাসনকালে সর্ব্বত্র পৃথিবী অকৃষ্টপচ্যা হইল। সর্ব্বত্র কামধেনু বিচরণ করিতে লাগিল। পর্জ্জন্য কামবর্ষী হইলেন। ব্রাহ্মণগণ এবং ক্ষত্রিয়গণ সকলেই বেদযজ্ঞ মহোৎসব করিতে লাগিলেন। বৃক্ষ সকল সর্ব্ব কাম ফল প্রদান করিতে লাগিল। নরগণের দুর্ভিক্ষ, ব্যাধিভয় ও অকালমরণ রহিল না। লোক সকল ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সকলেই সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিল। * * * একদা এই ধরিত্রী প্রজাগণ কর্ত্তৃক জীবন ধারণার্থ উক্ত বীজ গ্রাস করিয়াছিলেন। তখন প্রজাগণ মুনিগণের বচনানুসারে রাজা পৃথুর নিকট গমন পূর্ব্বক বলিল,—রাজন্! আমাদের সুবৃত্তি বিধান করুন। পৃথিবী আমাদের অন্নসমূহ গ্রাস করিয়া নিশ্চল রহিয়াছেন। তখন রাজসত্তম পৃথু প্রজাগণের মহাভয় উপস্থিত দেখিয়া মহর্ষিগণের বচনানুসারে সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে পৃথ্বীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অনন্তর ভয়ে মেদিনী কুঞ্জররূপ ধারণপূর্ব্বক দুর্গম বন্যদেশে আত্মগোপন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ পৃথু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ পৃথ্বীর কুঞ্জররূপে অবস্থানের কথা বলিয়া দিলেন। তখন পৃথু কুঞ্জর রূপিণী পৃথ্বীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং নিশিত শরে তাহাকে তাড়ন করিলেন। পৃথ্বী তখন হরিরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পৃথু রাজাও হরিরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন অনন্তর পৃথ্বী গোরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গে গেলেন। সেখানে গিয়া ব্রহ্মা,

প্রপাঠকের ২৫শ খণ্ডও দ্রষ্টব্য। উর্দ্ধ, অধঃ, উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে, পূর্ব্বে—সকল স্থানেই আত্মা ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এবং সবই আত্মা। যিনি এভাবে সবই আত্মময় দেখেন, তিনি সকল লোকে "কামচার" হইয়া থাকেন। যিনি সব আত্মময় দেখিয়া এ ভাবে "কামচার" হইয়াছেন, তাঁর গতি সরল, সহজ, অপ্রতিহত। আর যাবতীয় পদার্থের গতি কুটিল, ক্লেশসঙ্কুল ও পদে পদে বাধা-প্রাপ্ত। এই সব ইতর পদার্থের পথ যত্ন করিয়া খুঁজিয়া বাছিয়া লইতে হয়। জড়ের রাজ্যেও এই ব্যবস্থা। সেখানেও গতি সেই পথেই হইয়া থাকে, যে পথে বাধা সব চাইতে কম (line of least resistance)। এই জন্য গঙ্গা সাগরসঙ্গমে আসিতে গিয়া কুটিল-গমনা হইয়াছেন; তীর্থ-যাত্রীকেও বদরীনারায়ণ যাত্রা করিতে হইলে চড়াই-উতরাই কতই না ভাঙ্গিয়া চলিতে হয়। জড়বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ কিছু কিছু কামচার হইতেছে বটে, কিন্তু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বিজ্ঞানের পূর্ণাহুতি করিয়া যজ্ঞশেষ-তিলক যতক্ষণ সে ধারণ করিতে না পারিতেছে, ততক্ষণ তার পূরাপূরি কামচার ও স্বরাট্ হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতির শরণাপন্ন হইলেন; কিন্তু কুত্রাপি ত্রাণস্থান পাইলেন না। তখন পরিত্রাতার অলাভে বেণনন্দন পৃথুরই শরণাপন্ন হইলেন। বাণাঘাতব্যাকুলা পৃথিবী পৃথুর পার্শ্বে গিয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আমাকে পরিত্রাণ করুন, পরিত্রাণ করুন। হে মহাভাগ! আমি ধাত্রী, সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা; আমাকে বিনাশ করিলে এই সপ্ত লোকই বিনাশিত হইবে। * * * আমাতেই লোক সকল অবস্থিত; আমিই এ জগতের ধাত্রী; সুতরাং আমার বিনাশে সমুদয় প্রজানাশ নিশ্চিতই। আপনি যদি প্রজাগণের মঙ্গল চাহেন, তবে আমাকে বধ করিবেন না। হে পৃথিবীপাল! আমার কথা শুনুন। হে মহাভাগ! সমস্ত আরম্ভই উপায় দ্বারা সুসিদ্ধ হয়। তোমার প্রজাগণ যাহাতে জীবিত থাকে, তুমি এমন উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্যারম্ভ কর। হে নৃপ! আমাকে বিনাশ করিয়া প্রজাগণের ধারণে পালনে পোষণে কিরূপে সমর্থ হইবে? * * * আমি অন্নময়ী হইয়া এই প্রজাগণের জীবনোপায় বিধান করিব।

পৃথু কহিলেন,— * * * হে ভদ্রে! অদ্য যদি তুমি আমার এই আদেশ পালন কর, তাহা হইলে আমি প্রীত হইয়া নিত্য তোমাকে রক্ষা করিব এবং আমার ন্যায় অন্যান্য রাজগণও তোমার রক্ষা বিধান করিবেন। তখন বাণাঙ্কিতদেহা ধেনুরূপিণী পৃথিবী বেণনন্দন ধর্ম্মাবতার মহামতি পৃথুকে বলিলেন,—মহারাজ! তোমার এই সত্য পুণ্যার্থযুক্ত আদেশ আমি প্রজা নিমিত্ত নিশ্চয়ই পালন করিব। হে নরেশ্বর! সমস্ত কার্য্যই যথাবিহিত উদ্যমে ও উপায়ে সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! আপনি উপায় অন্বেষণ করুন—যাহাতে আপনি সত্যবান্ হইবেন এবং যাহাতে সমস্ত প্রজামণ্ডলী পালন করিতে পারিবেন। হে মহারাজ! যাহাতে মদুপরি জল অবস্থান করিতে পারে, আপনি সেইরূপে আমায় সমীকৃত করুন। সূত কহিলেন,—অনন্তর পৃথুরাজা ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা নানাবিধ মহাপর্ব্বত উৎসারিত করিয়া সর্ব্বস্থান সমান করিয়া দিলেন। তখন হইতে সেই শৈলকুল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। বেণনন্দন পৃথুর অঙ্গ হইতে

গতিবর্ত্ম কুটিল কেন ?

ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানবাত্মা অভ্যুদয়ের পথ খুঁজিতেছে। কিন্তু তার বিজ্ঞান কৃপণ ও কুণ্ঠিত বলিয়া, সুতরাং তার বিশ্বাস অশক্ত বলিয়া, দেশ ও কাল দুইই গতিকে বাধা দিয়া কুটিল, বক্র, তরঙ্গায়িত এবং আয়াসসঙ্কুল করিয়া দিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার, শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা সনাতন-মার্গের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, ফরাসিবিপ্লব, বল্‌শেভিক মুভমেণ্ট, ভারতের জাতীয়তার আন্দোলন—এ সকলই এক একটা বড় ও উঁচু লক্ষ্যের দিকেই গিয়াছে, কিন্তু কোনোটাই সোজাসুজিভাবে, সহজে চলিতে পারে নাই। এক একটা মুভ্‌মেণ্টের গতিবর্ত্ম কত না বক্র, কত না কুটিল, কত না দীর্ঘ, কত না বিচিত্র! ইতিহাসের মুভ্‌মেণ্ট বিশেষগুলি সম্বন্ধে যে কথা খাটে,—ইতিহাসের যুগগুলি, এবং মোটের উপর, ইতিহাসের সমগ্র-ধারাটা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। বদরীনারায়ণ-যাত্রার পাহাড়ে পথের মতন, অথবা গঙ্গাসাগরযাত্রার নদীপথের মতন, ইতিহাসের ধারা কতই না উঠিয়া নামিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে! মোটের উপরে অগ্রসরই হইতেছে,

---

প্রীত মনে স্বীয় বাণরাজি সমুদ্ধত করিয়া লইলেন এবং বাণাঘাতে সর্ব্বত্র কন্দর গর্ত্ত সকল সমীকৃত করিয়া দিলেন। এইরূপে পুণ্যশীল রাজা সমস্ত পৃথিবী সমীকৃত করিয়া তাহার বৎস কল্পনা করিলেন। তিনি পূর্ব্বতন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া দেখিলেন,—অতীত সমস্ত মন্বন্তরেই ভূমি বিষম ছিল; পথ কোথাও ছিল না। ভূমির সাম্য এবং বৈষম্য আপনা হইতেই ঘটিয়াছিল। হে দ্বিজোত্তমগণ। পূর্ব্বে চাক্ষুষ মন্বন্তরের অসমান ধরাতলে গ্রাম, পুর, পত্তন ও দেশসমূহের কোনই মর্য্যাদা দৃষ্ট হয় নাই। কৃষি, বাণিজ্য বা গোরক্ষা-বিধি প্রকৃত হয় নাই। লোকের লোভ মাৎসর্য্য ছিল না। কেহই মিথ্যা কথা বলিত না। কাহারও অভিমান ছিল না। কেহ পাপানুষ্ঠান করিত না। অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তরে পৃথু রাজার জন্মের পূর্ব্বে প্রজাপুঞ্জের উৎপত্তি হয়। এই সকল প্রজা এবং দ্বিজগণ সকলেই বাসস্থান ইচ্ছা করিলেন। প্রজাগণ ভূতলে, পর্ব্বতে, নদীতীরে, কুঞ্জে, তীর্থসমূহে এবং সাগর তটে বাস স্থাপন করিল। ফল, মূল ও মধু তাহাদের আহার হইল। অতি কষ্টে তাহারা আহার সংগ্রহ করিতে লাগিল। বেণনন্দন পৃথু প্রজাগণের এইরূপ কষ্ট দেখিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস এবং নিজের হস্তকে পাত্র কল্পনা করিলেন। এইরূপে পুরুষ সিংহ পৃথু পৃথিবী হইতে সর্ব্বশস্যময় ক্ষীর এবং গুণ সম্পন্ন সর্ব্ববিধ অন্ন দোহন করিলেন। সেই সুধাকল্প পুণ্য অন্ন দ্বারা প্রজাগণ নিজেরা তৃপ্ত হইল এবং দেব ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করিতে লাগিল। এইরূপে বেণনন্দন পৃথুর প্রসাদে প্রজাগণ সুখে জীবন ধারণ করিল। তাহারা দেব ও পিতৃগণকে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগকে অন্নদান করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করিতে লাগিল। পুণ্যশীল প্রজাগণ যজ্ঞ দ্বারা যজন ও জনার্দ্দনকে তৃপ্ত করিতে লাগিল। অন্নদ্বারা দেবদেবকে তৃপ্ত করায় অন্য দেবগণও তৃপ্তি পাইতে লাগিলেন। মাধব প্রেরিত হইয়া পর্জ্জন্য পুনঃ পুনঃ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে পবিত্র ওষধি সকল উদ্ভূত হইতে লাগিল। বেণনন্দন পৃথু দ্বারা শস্যসমূহ সমুৎপাদিত হইয়াছিল। সেই শস্যান্নে প্রজা সকল অদ্যাপি জীবন ধারণ করিতেছে। অনন্তর ঋষিগণ

উঠিয়াই যাইতেছে,—এটা মনে করার কারণ থাকিলেও, কোনো যুগবিশেষকে বা মুভ্‌মেণ্টবিশেষকে, অথবা জাতিবিশেষের সামাজিক অবস্থাটিকে, সোজাসুজি, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, উন্নতি বা অভ্যুদয় মনে করা চলিবে না। সমগ্র পথটার চেহারা দেখিতে না পাইলে, পথের অংশবিশেষকে "চড়াই" বলিব কি "উতরাই" বলিব, লক্ষ্যানুকূল দিকে অগ্রসর বলিব, কি লক্ষ্য হইতে অপসারক বলিব, তা নিরূপণ করা যায় না। উল্টা বুঝার আশঙ্কা নিতান্ত কম নয়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থাটিকে পতন (উতরাই) মনে করি, ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থাটিকে উত্থান (চড়াই) মনে করি, কিন্তু সত্য সত্যই উল্টা বুঝিতেছি কি না, তা কোনো মতেই বুঝা যাইবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইতিহাসের গতিবর্ত্মটীকে পূরাপূরি ভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি। ইতিহাসের মোটের উপর অগ্রসর গতি (progressive trend of History) মানিলেও, যে কোনো একটা বর্ত্তমান অবস্থা বা গতিকে সরাসরি "অগ্রসর হওয়াই" মনে করিলে চলিবে না। উতরাই ভাঙ্গাও যেভাবে বদরীনারায়ণের পথে আগাইয়া পড়া, সেইভাবে অবশ্য ইতিহাসের সব ঘটনা, অবস্থা এবং যুগই "আগাইয়া পড়া" হইতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনেও পাপ ও পতনের অভিজ্ঞতার মাঝখান দিয়াও যেমন মানবাত্মা ক্রমে কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে, ইতিহাসের সেইরূপ। ইতিহাসের কোনো "দানবীয় লীলা" বা

মহাভাগ্য সত্যনিষ্ঠ বিপ্রগণ ও দেবগণ মিলিত হইয়া বসুন্ধরা দোহন করেন। সোম বৎস এবং স্বয়ং দেবগুরু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। তাঁহারা পয়ঃকল্প উর্জ্জ ক্ষীর দোহন করিয়া লয়েন। অমরগণ তাহা দ্বারাই জীবন ধারণ করেন। তাঁহাদের সত্যপুণ্যে সমস্ত জন্তু জীবন ধারণ করে। বসুন্ধরা ঋষিদুগ্ধা হইলে প্রাণিগণ সত্যপুণ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অনন্তর পিতৃগণ পুরাকালে যেরূপ বিধানে এই ধরা দোহন করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। তাঁহাদের দোহন ব্যাপারে অন্তক দোগ্ধা ও সোম বৎস হইয়াছিলেন। তাঁহারা রজত পাত্রে স্বধা ক্ষীর দোহন করিয়াছিলেন। অনন্তর নাগ ও সর্পগণ ধরা দোহন করেন। এই দোহনে প্রতাপবান্ ধৃতরাষ্ট্র দোগ্ধা, তক্ষক বৎস এবং বিষ দুগ্ধ হইয়াছিল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অমিত-পরাক্রম সর্প ও নাগগণ ঐ বিষ দ্বারাই জীবন ধারণ করে। ঘোর রূপ বিষ দ্বারাই সর্প সকল ভয়ঙ্কর হইয়াছে। মহাবল মহাকায় সর্পগণ তদাহার তদাচার তদ্বীর্য্য ও তৎপরাক্রম হইয়া তাহা দ্বারাই জীবন ধারণ করে। অনন্তর অসুর ও দানবদল যেরূপে বসুন্ধরা দোহন করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি। এই অসুর দানবের দোহনে দৈত্যগণের অগ্রণী মহাবল মধু দৈত্য দোগ্ধা. বিরোচন বৎস সার্ব্বকামিক আয়স পাত্র এবং সর্ব্বারাতিবিনাশিত মায়াময় ক্ষীর দোহন হইয়াছিল। মহাপ্রাজ্ঞ মহাকার মহাপরাক্রম মহাবল দৈত্য দানবদল এই মায়া দ্বারাই জীবন ধারণ করে। তাহাদের বল পুরুষকার সকলই এই মায়া। মায়া দ্বারাই দানব দলের জীবন। সেই মায়া দ্বারাই অদ্যাপি অন্য সমস্ত মায়ার প্রবৃত্ত। ঐ মায়াই অসুরগণের বল। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! শুনিয়াছি, পুরাকল্পে মহাত্মা যক্ষগণও সর্ব্বাধারা বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন। এই দোহনে সর্ব্বজ্ঞ,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"আসুরিক অধিকার" ও, এইভাবে দেখিলে, ব্যর্থ হয় নাই। বিশ্বমানবের অভিজ্ঞতার হিসাবের পাকা খাতায় সেগুলিও অবশ্য লাভের অঙ্ক হইয়াই জমা হইয়াছে। কয় বছর ধরিয়া ইউরোপে যে মহাকুরুক্ষেত্র হইয়া গেল, তাও এ হিসাবে নিষ্ফল হয় নাই; তার ধ্বংসলীলা যতই না রুদ্র হইয়া থাকুক, এবং তার মূলে আবেগটি,—কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যতই না অসাধু-ভাব হইতে উত্থিত হইয়া থাকুক, এবং তার ফলে, জগতের বৈষম্য ও অন্যায়, নানা দিকে, যতই না দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকুক, বিশ্ব-মানবের বদরীনারায়ণ যাত্রার পথে ইহাও একটা ভয়াবহ "উতরাই," সুতরাং, পুরোবর্ত্তী "চড়াই"এর জন্য আবশ্যক ভূমিকা সন্দেহ নাই। ব্যক্তির জীবনে পাপছাড়া, রোগ শোক প্রভৃতিও, এইভাবে কল্যাণের রাস্তা পাকা (pave) করিয়া দিয়া যায়।

তত্ত্বদৃষ্টিতে, এইভাবে মন্দ বলিয়া, অসত্য ও অশোভন বলিয়া কিছুই নাই, বা হইতেছে না। সত্য-শিবসুন্দরের লীলা বিগ্রহ ও লীলা-নিকেতন যখন এই বিশ্ব, তখন এর ভিতরে অসত্য, অশিব, অসুন্দর থাকিবে কেমন করিয়া?

সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ, যক্ষরাজসুত, অষ্টবাহু, মহাতেজা, দ্বিশীর্ষ, সুমহাতপা, মহামতি, রজতনাভ দোগ্ধা হইয়াছিলেন। তিনি মণিধত্রের পিতা পুণ্যাত্মা প্রাজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান্। মহাপ্রাজ্ঞ বৈশ্রবণ বৎস হইয়াছিলেন। সুবিস্তৃত আয়স পাত্রে অন্তর্দ্ধানময় ক্ষীর দোহন করা হইয়াছিল। যক্ষগণ এই অন্তর্দ্ধান ময় ক্ষীর দ্বারাই সর্ব্বদা জীবন ধারণ করে। অনন্তর মহাবল রাক্ষসগণ এবং পিশাচগণ এই ধরা দোহন করিয়াছিল। তীব্রকোপপরাক্রম রাক্ষস পিশাচগণ সুপ্রজা ও ভোগাভিলাষেই এই দোহনে লিপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের দোহনে পয়োনির্ম্মিত উৎপ্লুত নৃকপাল পাত্র, মহাবল রজতনাভ দোগ্ধা, সুমালী বৎস, শোণিত ক্ষীর হইয়াছিল। রাক্ষস, পিশাচ, যক্ষ ও অন্যান্য দারুণ ভূত সঙ্ঘ সেই ক্ষীর দ্বারা জীবন ধারণ করে। অনন্তর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক বসুধার দোহন হইয়াছিল। এই দোহনে সুরুচি নামক মহামতি পুণ্য গন্ধর্ব্ব দোগ্ধা এবং সুবিদ্বান্ চিত্ররথ বৎস হইয়াছিলেন। পদ্মপাত্রে গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক গীত দোহন করা হইয়াছিল। গন্ধর্ব্বগণ এ দোহনে শুদ্ধ গীতি সুক্ষীররূপে দোহন করেন। গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ এই গীত দ্বারাই জীবন ধারণ করে। মহা পুণ্য পর্ব্বতগণও বসুন্ধরায় দোহন করিয়াছিল। এ দোহনে শৈলজ পাত্র মেরু দোগ্ধা এবং হিমবান্ বৎস হইয়াছিলেন। বিবিধ রত্ন ও অমৃত তুল্য ওষধি সকল ক্ষীর হইয়াছিল। সমস্ত পর্ব্বত সেই ক্ষীর দ্বারাই সম্বর্দ্ধিত। অনন্তর কল্পদ্রুমাদি বৃক্ষগণ বসুধার দোহন করেন। তাঁহাদের দোহনে পলাশ পাত্র, শাল দোগ্ধা, প্রক্ষ বৎস এবং ছিন্ন দগ্ধ প্ররোহণ ক্ষীর হইয়াছিল। অনন্তর গুহ্যক, চারণ, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণও সর্ব্ব-কামদায়িনী পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। পাত্র ও বৎস বিশেষে লোক সকল যাহা যাহা ইচ্ছা করে, তাহা দ্বারা সেই ক্ষীরই তাহাদিগকে এই দোহনে প্রদত্ত হইয়াছিল। * * * মধুকৈটভের মেদে পরিবর্দ্ধিতা। তাই ইনি ব্রহ্মবাদিগণকর্ত্তৃক "মেদিনী" নামে অভিহিতা। পরে ইনি বেণনন্দন প্রাজ্ঞ পৃথুর দুহিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া পৃথী নামে পরিচিতা। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। সেই রাজা এই বসুধা পালন করেন এবং ইহাকে গ্রামাধার, গৃহাধার, পুরপত্তনমালিনী, শস্যশালিনী, সমৃদ্ধা ও সর্ব্বতীর্থময়ী করিয়া দেন। এইরূপে এই দেবী বসুমতী সর্ব্বদা সর্ব্বলোকময়ী।

ব্যবহারিক ভেদ।

অথচ আমাদের ব্যবহারে তা সব আছে। ব্যবহারের জন্য তাদের প্রয়োজন আছে। কথার কথায় সে প্রয়োজন উড়িয়া যাইবে না। কাজেই পাপকে পাপ, পুণ্যকে পুণ্য বলিতে হয়; অসত্য, অশিব ও অসুন্দর না মানিয়া, আমাদের উপায় নাই। সুরাধিকার ও অসুরাধিকার তাই আলাদা; উত্থান ও পতন, সোজা ও বাঁকা এক জিনিষ নয়। ব্যক্তির জীবনে কাজবিশেষ ও অবস্থাবিশেষ তাই হেয়; ইতিহাসেও তাই। এই ব্যবহারের দিক্ দিয়া, ইতিহাসের অবস্থা, ঘটনা ও যুগগুলিকে বুঝিতে গিয়া, তাদের গায়ে এক একটা নম্বর মারিয়া দিতেই হয়। সব একাকার মনে করা চলে না।

বর্ত্মটিকে দুই ভাবে দেখা।

এখন, এই ব্যবহারিক "চড়াই উতরাই," পাপপুণ্য—আমরা দুই ভাবে বিচার করিবার চেষ্টা করিতে পারি। দার্শনিকের দৃষ্টিতে সত্তা তিন রকমের, পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রতিভাসিক। পারমার্থিক দৃষ্টিতে, ইতিহাসে যা ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে—সবই সত্য, সবই শিব, সবই সুন্দর। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভেদ আছে, দ্বৈত আছে, আলাদা বোধ আছে। নহিলে ব্যবহার চলে না। সুতরাং ব্যবহারে, ইতিহাসে সত্য সত্যই উত্থান পতন আছে, সুরাধিকার ও অসুরাধিকার আছে। ইতিহাসের

বেণনন্দন সর্ব্বকর্ম্মকৃত মহাভাগ পৃথু এইরূপ প্রভাব-সম্পন্ন রাজেন্দ্ররূপে পুরাণে পরিপঠিত। সনাতন, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইঁহারা যেমন দেব ও ব্রহ্মবাদিগণের নমস্কার্য্য, নৃপোত্তম পৃথুও তেমনি ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের নমস্য। যিনি বর্ণসমূহ ও আশ্রমসমূহের স্থাপক, সেই আদিরাজ সর্ব্বলোক পাতা বেণাত্মজ পৃথু পার্থিবত্বকামী ব্যক্তিগণ ও মহাভাগ পার্থিবগণেরও নমস্কার্য্য।"

এই পৃথুচরিতে প্রায় সকল প্রাচীন ঐতিহ্যের একটা তত্ত্ব আমরা বিবৃত দেখিতেছি—মানুষ "প্রকৃতিস্থ" হইয়াই সৃষ্ট হইয়াছিল—পরে মানুষের "পতন" হইয়াছে (tradition of fall) বেণ সেই পতনের বীজের প্রতীক—বেণের ভিতরেই পাপবুদ্ধি এবং সকল পাপের বীজীভূত অভিমান জাগিয়াছিল। বেণের ঐ পতনের পূর্ব্বে মানুষের অবস্থার সঙ্গে পশুদের অবস্থার এক বিষয়ে মিল ছিল—সেটা হইতেছে সহজ, স্বাভাবিক ঋতানুবর্ত্তিতা এবং স্বাভাবিক "রসোল্লাস"। তবে অবশ্য মানুষ পশুদের "Paragon" ছিল। কাজেই তার ভিতরে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে দয়াসন্তোষাদি ধর্ম্ম চতুষ্পাৎ হইয়া বিরাজ করিত। অধর্ম্মের সঙ্গে লড়াই করিয়া যে ধর্ম্ম (born out of conflict), সে ধর্ম্ম তখন ছিল না—কাজেই, পুরাণকার বলিয়াছেন, তখন ধর্ম্ম ছিল না। সদ্ভাব, সদাচার, তপস্যা তখন instinctive। বেণের অবস্থা conflictএর অবস্থা। Conflict দেখা দেয়, যখন ভাব ও আচার আর সহজ ও স্বাভাবিক থাকে না। বেণের পতন বিবৃত করিতে পুরাণকার তাঁর রাজসভায় এক অদ্ভুত পুরুষের আগমনবার্ত্তা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

বর্ত্ম গঙ্গা প্রবাহের মত কুটিল, বদরীনারায়ণ যাত্রার পথের মত উচ্চাবচরূপে তরঙ্গায়িত। এখন এই কুটিল, উচ্চাবচ বর্ত্মটিকে দুই ভাবে দেখা যাইতে পারে। প্রথম, লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া সমগ্রভাবে দেখা। পুরাণকার এই ভাবে দেখিয়াছেন। দ্বিতীয়, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, অল্প অল্প করিয়া (piece-meal) দেখা। আমরা সচরাচর যেরূপ দেখি। গোটা করিয়া দেখিলে, কোন্ মুভ্‌মেণ্ট, যুগ বা অবস্থা উন্নত ও শ্রেয়োবহুল, আর কোন্‌টা তা নয়, বিপরীত,—তা' ধরিতে পারি, এবং ধরায় ভুলের, "বিপর্য্যয়ের" (উল্টা বুঝার) তেমন আশঙ্কা নাই। কিন্তু অল্প অল্প করিয়া দেখায়, কার্পণ্যদোষ আসিয়া পড়ার আশঙ্কা প্রবল। যেটা আদপে উন্নত নয়, শ্রেয়স্কর নয়, ভাল নয়, সেটাকে তাই মনে করিয়া ফেলিতে পারি; অথবা উন্নতি ও শ্রেয়ের মাত্রা লইয়া গোলে পড়িতে পারি। দার্শনিকের পরিভাষা ব্যবহার করিয়া বলিতে পারি—এ রকম দেখা প্রাতিভাসিক দৃষ্টি।

ইতিহাস এই প্রাতিভাসিক দৃষ্টি লইয়া দেখিতে বসিলে, অনেক আভাস (appearance), সত্য (reality) সাজিয়া চলিয়া যাইবে; এবং অনেক সত্য,

---

শুনাইয়াছেন—সে পুরুষ নাকি জিনধর্ম্ম (এটা পরবর্ত্তী কোনো চাপান হইলে হইতে পারে অথবা লক্ষণায়, জিন পুরুষ—একটা আদিহীন চিন্তার ধরণ—attitude)। সে পুরুষ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনেক নিন্দা করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিবেক ও দয়ার (অহিংসার) সুখ্যাতি করিয়াছেন। এক কথায় সে পুরুষ হইতেছেন অভিমান—আত্মাভিমান—the Principle of Subjectivity and Separation (Separation ও Sinএ দুইই যে এক ধাতু নিষ্পন্ন এবং সমানার্থক তা Edward Carpenter প্রভৃতি কেহ কেহ দেখিয়াছেন)। এর দ্বারা স্বাভাবিক, সহজ ব্রহ্মাত্মা বা বিশ্বাত্মা বোধটি ব্যাহত হইয়া যায়। মানুষ নিজেকে (Ego কে) আলাদা এবং আত্ম-প্রয়োজন (an end unto itself) বলিয়া ধারণা করিতে আরম্ভ করে (বেণের উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য)। He (the Individual) becomes his own "measure", his own "end". আমরা আগেকার আলোচনায় দেখিয়াছি যে, মানবীয় সভ্যতার বিকাশে এই প্রকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (Individual Separatenessএর) বোধ একটা স্তর, এবং একটা আবশ্যকীয় স্তর। পূর্ব্বেকার বিশ্বাত্মবোধ (Sense of Universal Community) এর তুলনায় এটা একটা "উতরাই" বটে, এবং এর ফলে সংঘর্ষ, শাসন, বিধিনিষেধ, দুঃখকষ্ট ইত্যাদি আবির্ভূত হয় বটে, কিন্তু তথাপি, ভাবী অবস্থার ("আত্মজ্ঞান" – knowledge of the true-Self—Universal-Self) তুলনায়, অথবা তার সম্বন্ধে, এটা একটা "চড়াই" সন্দেহ নাই। বেণচরিত্র মুছিয়া ফেলিবার মতন নহে। বেণ হইতেই পৃথু, এবং পৃথু হইতেই সর্ব্ববিধ বিধিব্যবস্থা। এই বিধিনিষেধাত্মক ধর্ম্মের শাসনাত্মক শাস্ত্রের আবশ্যকতা তখন ছিল না, যখন সদ্‌ভাব ও সদাচার ও সিদ্ধি সহজ ও স্বাভাবিক ছিল এবং যখন সাম্য ছিল। এ সাম্যের অবস্থাটিকে স্পেন্‌সারের লক্ষণ মাফিক কেহ যেন অনুন্নত আদিম (primitive) অবস্থা মনে না করেন। দার্শনিক ডাঃ মার্টিণো ধর্ম্ম নীতির জীবনটাকে তিনটী স্তরে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন—প্রথম, পাশবিক প্রবৃত্তির স্তর (এ স্তরে দ্বন্দ্ব নাই, সুতরাং, মার্টিণোর

ইতিহাসে প্রাতিভাসিক দৃষ্টি। সুতরাং সতর্কতা।

মিথ্যা, অযথার্থ, অসম্মত মাত্রা ও চেহারা লইয়া হাজির হইবে। কোন্‌টা সভ্যতা ও উন্নতির অবস্থা, কোন্‌টা তা' নয়; অথবা দুইটা অবস্থায় তুলনা করিয়া দেখিলে, কোন্‌টায় উন্নতির উপকরণ-সংস্থান ও প্রবণতা বেশী; – এ সকল প্রশ্নের জবাব প্রাতিভাসিক দৃষ্টি লইয়া করিতে যাইলে, কোনই ব্যবস্থা হইবে না। মধ্যযুগের ইউরোপের তুলনায় বর্ত্তমান ইউরোপ আসলে আগাইয়াছে কি পিছাইয়াছে, ভারতবর্ষের সভ্যতার তুলনায় পশ্চিমের সভ্যতা আসলে উন্নত কি না, এর জবাব দিতে গিয়া নিষেধমুখে (negatively) এই তিনটি কথা বলা যায়ঃ—১ম—মানবের একটানা অভ্যুদয় হইতেছে, অতএব আগের অবস্থার

হিসাব মত নীতি বা morality নাই); দ্বিতীয়, সাধারণ মানুষের স্তর (এ স্তরে দ্বন্দ্ব আছে, বিবেক আছে, morality ও আছে)। কিন্তু এই দ্বিতীয় স্তরটাই চরম নয়। "দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর" একটী স্তরও সাহেব স্বীকার করিয়াছেন; সে স্তরে সদ্‌ভাব ও সদাচার সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া যায়—দ্বন্দ্ব বা conflict নিবৃত্ত হইয়া যায়। এটা শান্তির অবস্থা। এ অবস্থাটাকে সাহেব saint বা মহাপুরুষের অবস্থা বলিয়াছেন; এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মের (Religion এর) প্রভাব ব্যতিরেকে এ চরম ভূমিতে আরূঢ় হবার সম্ভাবনা অল্প। বেণের আগেকার অবস্থা অনেক পরিমাণে এই চরম ভূমির কাছাকাছি অবস্থা। অত্রিপুত্র অঙ্গ, অঙ্গপুত্র বেণ। উপাখ্যানে দেখি অঙ্গ অনেক তপস্যা করিয়া শ্রীভগবান্‌কে পরিতুষ্ট করিয়া পুত্র লাভ করেন। যম বা মৃত্যুকন্যা সুনীথার ক্ষেত্রে বেণের উৎপত্তি। পুরাণকার বলিতেছেন—ক্ষেত্রের পাপেই বেণের "পাপমতি" হইয়াছিল। এ সকলের ভিতরে গভীর রহস্য আছে। অত্রি=অত্তি=অদিতি (শ্রুতির প্রমাণেই—যে প্রমাণ আমরা স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়াছি—আমরা এ সমীকরণ করিতেছি)। এ অদিতি=ব্রহ্ম। অঙ্গ (অঙ্ক)=অগ্নি=আত্মা। শাস্ত্রকারেরা এ রকম ধারা "তত্ত্ব" মনে রাখিয়াই অনেক সময় উপাখ্যান বলিতেন [শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণে পুরঞ্জয় প্রভৃতি উপাখ্যান, এবং আরও অনেক উপাখ্যানের মূলতত্ত্ব এ ভাবেই অন্বেষণ করিতে হইবে। শ্রুতিও আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগে ঐ ভাবে সূক্ষ্ম চিন্তা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ভাগে ঋতু, ছন্দ ইত্যাদি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানগুলিকে (যথা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ. ৩ অধ্যায়ে, ৪র্থ খণ্ডে—'নব কপালো ভবতি নব বৈ প্রাণাঃ প্রাণানাং কৢপ্ত্যৈ প্রাণানাং প্রতিপ্রজ্ঞাত্যৈঃ"; "বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ স্বয়ৈবৈনং তদ্দেবতয়া স্বেন চ্ছন্দসা সমর্দ্ধয়তি"; ইত্যাদি অনেক স্থলেই বাহ্য অনুষ্ঠান ও উপকরণগুলিকে আধ্যাত্মিকভাবে ও ব্যাপকভাবে দেখার ব্যবস্থা রহিয়াছে। পুরোডাশ নবকপালে রহিয়াছে। সে নয় কপাল যদি নব প্রাণ হয়—এই নব দ্বার পুরে যে প্রাণ নবধা বিরাজ করিতেছেন—তা হইলে পুরোডাশটা দাঁড়াইল কি? যজ্ঞকে যদি বিষ্ণু—সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ব—মনে করা যায় তবে যজ্ঞের ছন্দঃ উপকরণাদি হইল কি?) সূক্ষ্ম ভাবে বুঝিয়া গিয়াছেন। এ সূক্ষ্ম চিন্তা বরাবরই ছিল।]

অঙ্গের অধিকার প্রথমে স্বাভাবিক ব্রহ্মাত্মবোধ এবং রসোল্লাসেরই অধিকার। এ অধিকারে মানুষ (তার ভিতরকার Spirit বা আত্মা—the Collective Spirit, Age Spirit কেই "অঙ্গ" বলা হইতেছে) আপনাকে পূর্ণেরই "অঙ্গ" (organically related to the whole) মনে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

চাইতে পরের অবস্থা উন্নত ও সত্য নয়। ২য়—একটানা অভ্যুদয় না হইলেও, মোটের উপর (স্পাইরেলের ভঙ্গীতে) উন্নতি হইতেছে, অতএব মোটের উপর, বর্ত্তমান অতীতের চাইতে অগ্রসর,—এও সোজাসুজি ভাবে সত্য নয়। ৩য়—প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম নির্ব্বাচনে, বর্ত্তমান পশ্চিমের সভ্যতাই যখন "যোগ্যতম" (fittest) বলিয়া দেখা যাইতেছে, তখন ইহার ভিতরেই সত্য ও শ্রেয়ঃ—এ দুইয়ের ভাগ বেশী আছে.—এ প্রয়োগ ঠিক ও অব্যভিচারী নয়।

করে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন, আলাদা (separate) করে না; কাজে কাজেই, এ অবস্থায় মানুষ নিজেকে সমগ্র মানুষ, সমগ্র প্রাণী, এমন কি বিশ্বের সঙ্গে একাত্মায় সূত্রিত মনে করে—অনুভব করে (feels, not merely thinks)। "বর্ব্বরদের" ভিতরে এই ঐকাত্ম্যের বোধ (sense of community with tribe, animals, plants and other objects of Nature) কতক পরিমাণে এখনও যাহা রহিয়াছে; অবশ্য বিকৃতি ও বৈরূপ্য কতকটা হওয়া স্বাভাবিক এবং হইয়াছেও। এই স্বাভাবিক "দৈবীসম্পৎ" যুগের অবতার মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ। ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশেও "পশু" অথবা অর্দ্ধপশু অর্দ্ধ মানব অবতারেই সভ্যতার প্রথম কল্প, প্রবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এ সব একটা সঙ্কেত। তা' ছাড়া, এ সব সেই স্বাভাবিক অবস্থার কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে, যখন মানুষ আপনার মধ্যে, জাতির মধ্যে, পশু প্রাণীর মধ্যে, "জড়ের" মধ্যে একই "আদি দেবতা"কে অনুভব করিত; কাজেই, মৎস্য বা কূর্ম্ম রূপের ভিতর দিয়া সেই আদি দেবতার বাণী শুনিতে তার কোনই আপত্তি ছিল না—বাতাস, মেঘধ্বনি, প্রস্রবণের শব্দ—এ সবের ভিতরেও সে বাণী সে শুনিত। বলা বাহুল্য, এটা একটা উন্নতভূমি। অবশ্য, মৎস্য, কূর্ম্ম—এ সকলের অন্য রহস্যও আছে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ (এদের অন্য মানে আছে)—এতিনে মানুষ জন্তুদের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তা (community) সম্বন্ধে একান্তভাবে নিঃসংশয়; নরসিংহে মানুষ নিজেকে অপর প্রাণীদের সত্তা হইতে "ভেদ" করার সূত্রপাত করিয়াছে। গোড়ায় অভেদানুভূতি; তারপর, ভেদাভেদ অনুভব (নর+সিংহ); তারপর, ভেদেরই অনুভব। শেষের এই স্তরে মানুষ নিজেকে প্রাণিসত্তারই একজন মনে না করিয়া, যেন আলাদা করিতেছে; নিজের ভিতরে যা আছে, পশুতে তা নাই ভাবিতেছে ("Man is a rational animal"),—যে ভাবনার অতিশয় হইয়াছিল ডেকার্ট শিষ্যদের সেই ধারণায়—মন এবং আত্মা মানুষেই আছে, অপর প্রাণীতে নাই। এ ভেদদৃষ্টি সত্য নয়। এ ভেদের ফলে আমাদের পতনই হইয়াছে, উন্নতি হয় নাই। "In books and hymns of bygone days, which dealt with the religion of 'the heathen in his blindness,' he was pictured as a being of strange perversity, apt to bow down to 'gods of wood and stone.' The question why he acted thus foolishly was never raised. It was just his 'blindness'; the light of the gospel had not yet reached him."—Ancient Art and Ritual, p. 29. পুনশ্চ—"The beast dances found widespread over the savage world took their rise when men really believed, what St. Francis tried to preach: that beasts and birds and fishes were his "little brothers". Or rather, perhaps, more strictly, he felt them to be his great brothers and his fathers, for the attitude of the Australian towards the kangaroo, the North

আমরা পাদটীকায় যে পৃথুচরিত সবিস্তার উদ্ধৃত করিয়াছি, তাতে (এবং পুরাণের সত্যাদিযুগের বিবৃতিতে) দেখিতে পাই যে, পৃথুই হইয়াছিলেন আদি রাজা ; তাঁর অধিকারের আগে বর্ণাশ্রম-বিভাগ ছিল না, তিনিই সে বিভাগ করিয়া দেন। তলাইয়া দেখিলে এ ব্যাপারের সঙ্গে ঋগবেদ

American towards the grizzly bear, is one of affection tempered by deep religious awe. The beast dances took back to that early phase of civilization which survives in crystallized from in what we call totemism. "Totem" means tribe, but the tribe was of animals as well as men. In the Kangaroo tribe there were real leaping Kangaroos as well as men Kangaroos. The men Kangaroos when they danced and leapt, did it not to imitateKangaroos—you cannot imitate yourself—but just for natural joy of heart because they were 'Kangaroos'; they belonged to the Kangaroo tribe, they bore the tribal marks and delighted to assert their tribal unity. What they felt was * * * "participation," unity, and community. Later, when man begins to distinguish between himself and his strange fellow-tribesmen, to realize that he is not a Kangaroo like other Kangaroos, he will try to revive his old faith, his old sense of participation and evenness, by conscious imitation. Thus though imitation is not the object of these dances, it grows up in and through them." (p. 46). এ বিবৃতিতে আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্র পুরাপুরি সায় দিতে পারিবেন না বটে, কিন্তু আসল জিনিষটা এখানে কতক ধরা পড়িয়াছে সন্দেহ নাই।

যাই হ'ক, অঙ্গ মৃত্যুকন্যা সুনীথাকে বিবাহ করিয়া (বিষ্ণুপুরাণ ১১।১৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তাঁতে বেণ নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। মৃত্যু = যম = পাপপুণ্যের দণ্ডদাতা। মৃত্যুকে শ্রুতি "শ্রম"ও বলিয়াছেন। অঙ্গের যে সত্য অধিকার চলিয়াছিল, তা যেন কোনো নৈসর্গিক কারণে "শ্রম প্রাপ্ত" হইয়াছিল—সৃষ্টির সকল স্রোতঃ বা বেগই ছন্দের নিয়মে শ্রমপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তখন তার অপচয় হয়, পরিবর্ত্তন হয়। যমের কন্যাকে বিবাহ করা মানে দুইটী—(১) অঙ্গের সেই সত্য অধিকার শ্রমপ্রাপ্ত হইয়াছিল ; (২) সে অধিকার হইতে এমন অপর একটা অধিকারের সূচনা হইয়াছিল, তার মূলে রহিয়াছে পাপপুণ্য ভেদ জ্ঞান, দণ্ডবিধি। পুরাণও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে বেণের পাপ তার "মাতামহ" হইতেই আসিয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে যে, অঙ্গ = একটা যুগ আত্মা (Spirit of an Age) ; বেণ = অপর একটা যুগ আত্মা। অর্থাৎ, আমরা এখানে সভ্যতা বা মানবসমাজের "অভিব্যক্তির" দিক্ দিয়াই কথাগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। পুরাণের বেণোপাখ্যানের ঐ একটি অভিপ্রায় ছিল, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। অন্য অভিপ্রায়ও ছিল। পুরাণ কথা "একঘেয়ে" নয়। "বেন" কথাটি সুন্দর, কমনীয়, প্রিয় অর্থে ঋগ্‌বেদাদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের অনেক সূক্তে বেন রহিয়াছেন। আত্মাই পরমপ্রেমাস্পদ। ব্যবহারিক আমি (Empirical, pragmatic Ego) কেই সুন্দর, কমনীয়, প্রিয় ভাবিয়াই গোল হইয়াছে—বেণের অধিকার সুরু হইয়াছে। অঙ্গের সত্যাধিকারের পর বেণের অধিকার আরম্ভ হইলেই, অর্থাৎ, ব্যক্তি নিজেকেই প্রিয়, নিজেকেই স্বপ্রয়োজন, আর সবকে "ইতর" মনে করিতে আরম্ভ করিলেই—প্রথমে অব্যবস্থা, উচ্ছৃঙ্খলতা, "অরাজকতা" হওয়াই স্বাভাবিক ; স্বাভাবিক ধর্ম্মের পর বিচার-বিধি-নিষেধগত ধর্ম্মের আরম্ভ হবার আগে (অর্থাৎ, সন্ধির দশায়) ব্যক্তির বা

সংহিতার দশমমণ্ডলের প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তের, গীতার সেই "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ," এবং অপরাপর শাস্ত্রবচনের বিরোধ নাই। পৃথু শ্রীভগবানেরই অবতার—পৃথিবীকে দুহিতৃরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহা হইতে ধর্ম্ম-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার নিখিল তত্ত্ব "দোহন" করিবার নিমিত্ত সে অবতার। তার আগে পৃথিবী সকল "বীজ" গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সে বীজ কেবল যে শস্যের বীজ, এমন নয়। সকল ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার বীজ পৃথিবী গ্রাস করিয়াছিলেন—পৃথিবী-সত্তায় সে সমস্ত বীজ অব্যক্ত

ব্যক্তিত্বের উচ্ছৃঙ্খল হবার কথা। এ উচ্ছৃঙ্খলতায় (১) পূর্ব্ব স্বাভাবিক সৎসংস্কারগুলি (springs of action and institutions) গুপ্ত হইয়া যায়. (পৃথিবী দ্বারা "বীজ" গ্রাসের এই একটা দিক্; অপর দিকটা আমরা আগে দেখিয়াছি) ; (২) প্রতিবিধানের নিমিত্ত শাসনাত্মক শক্তি (রাজা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা) এবং বিধি-নিষেধাত্মক ধর্ম্ম (বর্ণাশ্রম প্রভৃতি) এর আবশ্যকতা হয়। আদি রাজা পৃথু এই তৃতীয় যুগাত্মার প্রতিনিধি। অঙ্গ, বেণ ও পৃথুকে মানবেতিহাসের তিনটি মূল অবস্থার প্রতিনিধি মনে করিতে হইবে। বেণ ভেদবুদ্ধিগর্ভ, সুতরাং, তাঁর বামাঙ্গ বিশেষ মন্থনের ফলে উচ্ছৃঙ্খল ভোগ-পরায়ণ নিষাদাদির উদ্ভব ; এবং তাঁর দক্ষিণাঙ্গ বিশেষ মন্থনের ফলে সাক্ষাৎ রাজমূর্ত্তি. ধর্ম্মমূর্ত্তি পৃথুর উদ্ভব। এই পৃথু যে ভগবানের "অবতার", সে পক্ষে সন্দেহ কি? পৃথু=বিস্তীর্ণ, উরু। পৃথিবীর অন্তর্লীন সত্তাবীজটিকে দোহন করিয়া তাকে ফুটাইয়া বিকশিত করিয়া তোলেন বলিয়া ইনি পৃথু। ধর্ম্মব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ইনি পৃথিবীকে কর্ষণ (agriculture) করেন; পুরগ্রামনগরাদির পত্তন করেন। ইনি সভ্যতার মর্ম্মস্থলবাসী একটি Spirit. আমরা বর্ত্তমানে সভ্যতা বলিতে যা বুঝি, তার পত্তন ও ব্যবস্থাপন করিয়াছেন এই Divine Spirit immanent in the history of the human race. কেবল, মানুষই বা বলি কেন, নিখিল প্রাণিজাতিই দেখিতে পাই পৃথুকে অগ্রণী করিয়া পৃথিবীতত্ত্ব দোহন করিয়া আপন আপন "সার" লাভ করিতেছেন। দানবেরা যে সার দোহন করিতেছেন, সেটি হইল "মায়া"—যার নাম হইয়াছে "ম্যাজিক"। এট্লাণ্টিস্ প্রভৃতি দেশের যে বর্ণনা প্লেটো আমাদের দিয়াছেন, তাতে এদের মধ্যে দানবীয় বিদ্যা বেশী চলিয়াছিল মনে হয়। সে যাই হ'ক—পৃথু যে শাস্তা রাজার মূর্ত্তি, তা আমরা বুঝিতছি—(১) তিনি "আজগব ধনু" ("আদ্যমাজগবং নাম ধনুর্গৃহ্য মহারবম্। শরাংশ্চ বিভ্রদ্রক্ষার্থং কবচং চ মহাপ্রভম্॥—বায়ু পুরাণ, ৬২।১২৭) হস্তে করিয়াই ভূমিষ্ঠ হইলেন ; (২) পৃথিবীকে ধনুর্ব্বাণ লইয়া তাড়না করিলেন—এই দুই সাঙ্কেতিক নিদর্শন দ্বারা। তৎপূর্ব্বে "তপস্যা"ই ছিল (যেমন, অঙ্গের পুত্র লাভের নিমিত্ত) উপায়। পৃথু নূতন পথ দেখাইলেন। সভ্যতার এ রহস্যমূর্ত্তি সুন্দর নয় কি? পৃথুচরিতে ভূতত্ত্বাদিরও যে ভাবনা আছে, তা আমরা একটুখানি অবহিত হইলেই ধরিতে পারি। ভূতত্ত্বের প্রমাণে জানিতে পারি যে, পৃথিবীর স্থলভাগ বহু স্থলে বহুবার জলমগ্ন হইয়াছে। সকল পুরাতন ঐতিহ্যেই যে "flood"এর কাহিনী আছে দেখিতে পাই, তার মূল অবশ্য সৃষ্টিতত্ত্বের কোনো একটা গোড়ার কথায় (ব্যাবিলনের "অব্‌জু", বেদের "অপ্‌সু" ইত্যাদি) সন্দেহ নাই। কিন্তু কোনো কোনো দেশ তলাইয়া যাওয়ার স্মৃতিতেও তার মূল থাকিতে পারে। প্রায়ই স্থূলের সঙ্গে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মের সঙ্গে স্থূলের চিন্তা চলিয়াছিল, দেখিতে পাই। এখন, এই জলের তলে তলাইয়া যাওয়ার প্রতীক হইতেছে "মীন" বা মৎস্য (অবশ্য, এর সূক্ষ্মতত্ত্বও আছে ; সৃষ্টিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য).i Submergence এখানে লক্ষিত। মৎস্য, মার্কণ্ডেয়াদি

(latent, involved) হইয়া পড়িয়াছিল। বলা বাহুল্য, পৃথিবী-সত্তা বলিতে কেবল একটী জড়পিণ্ডের সত্তা বুঝায় না। এই পৃথিবী সত্তা হইতেই প্রাণী, চৈতন্যবিশিষ্ট জীব, তাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম—সবই প্রসূত হইয়াছে। পৃথিবীর যে স্তব ঐ পৃথু-চরিতে রহিয়াছে, তাতে এটা স্পষ্ট। পৃথুরূপী ভগবান্ অব্যক্ত তত্ত্বগুলিকে (বর্ণাশ্রম, রাষ্ট্র, গ্রাম, নগর, পুর ইত্যাদি institutions) ক্রমশঃ দোহন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য—এ দ্বৈধও সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মের মূলে রহিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তার পূর্ব্বতন অবস্থা এবং পরের "যুগ"গুলি প্যালিওলিথিক, নিওলিথিক, ব্রঞ্জ, লৌহ—এই ভাবে সাজানই যথেষ্ট কি ?

পুরাণে মনুর অঞ্জলিতে এই "মীন" দেখা দিয়াছেন। See Macdonell's History of Sanskrit Literature, p. 216 ; ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকে এ "প্লাবন রহস্য" সেমেটিকদের কাছ হইতে পাওয়া মনে করেন। কিথের মতে শতপথ ব্রাহ্মণ ১৮।১।১ ইত্যাদিতে প্লাবনের স্পষ্ট প্রথম উল্লেখ। অথর্ব্ববেদের ১৯।৩৯।৮এ উল্লেখের কথা Whitney অস্বীকার করেন। আমরা সৃষ্টিতত্ত্বে এর আলোচনা করিব। মীন শেষকালে, জলপ্লাবনের সময় নিখিলের বীজ ধারণ করিয়া লইয়ারহিতেছেন। আমরা অন্য প্রসঙ্গে সবিস্তার এই জীবন রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। তারপর কূর্ম্ম হইতেছেন—আধারশক্তির (stability বা equilibrium এর) সঙ্কেত ; যার দ্বারা ভূপৃষ্ঠের সংস্থান (configuration) বিধৃত হইয়া থাকে—দেশ, মহাদেশ, নদী হ্রদ, পর্ব্বত, সাগর, মহাসাগর—এ সকলের সংস্থান বজায় থাকে। শেষকালে, বরাহ হইতেছেন উদ্ধার শক্তির upward movement বা upheavalএর সঙ্কেত। এই শক্তিদ্বারা জলমগ্নভূমি আবার ঠেলিয়া উঠিয়া থাকে ; পাহাড় পর্ব্বত আভ্যন্তরীণ চাপে ঠেলিয়া উঠিয়া থাকে ; ইত্যাদি। অবশ্য, মোটামুটি দিক্ দিয়া সঙ্কেত কয়টা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। তত্ত্ব কয়টা সার্ব্বভৌম (universal) তত্ত্ব। সঙ্কোচ বিকাশ এবং তাদের সাম্য (equilibrium), অপচয় উপচয় এবং তাদের সাম্য,সৃষ্টি লয় এবং তাদের সাম্য—এ তিনটি বুঝাইতে ঐ তিন সঙ্কেত। জীবদেহে anabolism এবং katabolism এবং stabilityর সঙ্কেত ঐ তিনটি ; জ্যোতিষ্ক জগতে "eddying away" motion,"edding in" motion এবং stable motionএর সঙ্কেতও ঐ তিনটি ; এটমে, অন্তঃকরণে,সমাজে, ইতিহাসে—সর্ব্বত্র ঐ ত্রিমূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইব। এখন, পুরাণের বর্ণনায় দেখিতেছি যে, পর্ব্বত নদ নদী (স্বয়ং পৃথিবীই)—এ সমস্ত পৃথুর আজ্ঞা পালন করিত ; পৃথু পর্ব্বত, উপত্যকা গুহা এ সবকে সমঞ্জস করিয়া দিয়া, পৃথিবী পৃষ্ঠের জল স্থলের সংস্থান, ভূমির সরসতা ইত্যাদি ঠিক করিয়া দিয়াছেন—যাতে,সে সংস্থান প্রজাধারণের ও প্রজাপলনের ঠিক উপযোগী হয়। আগে অঙ্গের অধিকারে প্রজাবর্গের প্রাণ "মজ্জাগত" ছিল, অর্থাৎ, তখন দেহের উপাদান ও গঠন এমন ছিল যে, ভূমি, জল, বাতাস প্রভৃতির সূক্ষ্ম পোষক রসেই (ঋ· স· ১ম মণ্ডল ৯০ সূক্তের প্রসিদ্ধ "মধু বাতা" মন্ত্রে যে রসকে "মধু বলিয়াছেন ; ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উৎপনিষৎও যেটিকে কখনও "রস", কখনও "মধু" বলিয়াছেন ; মধু শব্দের অপভ্রংশ অন্য ভাষাতেও আছে)। তাঁদের জীবন রক্ষা হইত ; এ ব্যবস্থার নাম ছিল স্বাভাবিক "রসোল্লাস"। নিখিল পদার্থে ওতপ্রোত যে সূক্ষ্ম রসসামগ্রী (মধু বা "আনন্দ মাত্রা")—সেইটাই "অন্ন"ভাবে আহার করার সামর্থ্য তখন ছিল। আমাদের এই স্থূল ও বিশিষ্ট (proteid) অন্নভুক্ এই শরীরের নজিরে ঐ কৃতযুগের শরীর বুঝা যাইবে না। তবে আমরা আগে বলিয়া রাখিয়াছি যে, যোগীদের দৃষ্টান্তে কতকটা বুঝা যাইতে পারে। পরে এই আদিম শরীর গঠন বদলাইয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যে সুদূর অতীতের কথা চিন্তা করিতেছি, তখন পৃথিবীর নৈসর্গিক

কৃত বা সত্যযুগে মানবসঙ্ঘের যে ছবি আমরা অঙ্কিত দেখিতে পাই, সে অবস্থায় একটা স্বাভাবিক "রসোল্লাস" ও সাম্য বিদ্যমান থাকায় বর্ণাশ্রম, রাষ্ট্র, পুর, বিধি-নিষেধাত্মক ধর্ম্মব্যবস্থা—এ সকলের প্রয়োজন হয় নাই। তখন পৃথিবীতত্ত্বে এ সকলের "বীজ" প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল—তাদের বিকাশের অবকাশ হয় নাই। বেণের অধিকারে পাপ ও পুণ্যের দ্বৈতত্ত্বের অধিকার হইয়া, ঐ সকল বীজ-বিকাশের সম্ভাবনা হইয়াছিল—তার পূর্ব্বে হয় নাই। কৃতযুগে এ সকল (institutions) ধর্ম্মকর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গুলির অসদ্ভাব দেখিয়া শাস্ত্রকারেরা দুই ভাবে তার বর্ণনা দিয়াছেন—তখন ধর্ম্ম ছিল না ; তখন ধর্ম্ম চতুষ্পাৎ অথবা পূর্ণ ছিল। আমরা পরে আবার এ প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিব।

অবস্থা খুবই আলাদা রকমের ছিল—তখন পৃথিবীর অবস্থা সকল বিষয়ে অধিক "তেজস্কর" ও "উত্তেজনাপূর্ণ'' (more dynamic and turbulent) ছিল ; আগ্নেয়গিরি অনেক ছিল এবং তাদের অগ্ন্যুৎপাদন ভীষণ ভাবে হইত ; ভূভাগগুলির উঠিয়া পড়া ও ধসিয়া যাওয়া প্রাঃই ও বিপুল ভাবে হইত ; পাহাড় পর্ব্বত দ্রুতগতিতে তৈয়ারি হইত, আবার হয়ত বসিয়া যাইত (পুরাণে যে দেখি পর্ব্বতদের "পাখা" ছিল, উড়িয়া বেড়াইত,—এ হইতেছে ঐ সব নৈসর্গিক ভূবিপ্লবেরই সঙ্কেত। কবে কোথায় পাহাড়পর্ব্বত হইত, তার ঠিকানা ছিল না ; ইন্দ্র বজ্রদ্বারা পর্ব্বতদের পাখা কাটিয়া দেন—মৈনাক পলাইয়া গিয়া সাগরকুক্ষিতে আশ্রয় লয়—এ সকলও ভূতত্ত্বের ইতিহাসে সত্য ঘটনা ; আমরা "সৃষ্টিতত্ত্বে'' কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব)। ঘরদোর বাঁধিয়া পুরনগর দেশ মহাদেশ পত্তন করিয়া, চাষবাস করিয়া নিশ্চিতভাবে বসবাস করার মতন অবস্থা সেকালে ধরিত্রীর ছিল না। পৃথুকে সভ্যতাপ্রতিষ্ঠাত্রী ভাগবতী শক্তিরূপে আমরা চিনিতে চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সে ভাগবতী শক্তি বা প্রেরণা যুগপৎ দুই মূর্ত্তিতে কাজ না করিলে হয় না। প্রথমে—কৃষি-রাষ্ট্র-সমাজ ব্যবস্থাদিমূলক সভ্যতা বিকাশের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থাপুঞ্জ (terrestrial, physical conditions) প্রবর্ত্তিত হওয়া চাই (উপযুক্তক্ষেত্র না হইলে বীজের বিকাশ হইবে কেন ? আধুনিক পণ্ডিতেরাও প্রাকৃতিক অবস্থা ও সভ্যতার আকৃতি প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে খুবই সাভিনিবেশ হইয়াছেন)। দ্বিতীয়—অনুকূল অবস্থাপুঞ্জের মধ্যে নূতন আকারে সভ্যতার পত্তন করা চাই। পৃথু এই দ্বিবিধ ভাগবতী ব্যবস্থারই সঙ্কেত। পৃথু ধরিত্রীর physical configurtionটাকে তৎপ্রতিষ্ঠিত সভ্যতার অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সভ্যতার পরিচয়।

সত্যকার স্বারাজ্য।

পশ্চিম দেশের অনেক সুধীব্যক্তি যেমন মনে করিতেছেন, তেমনি যদি মনে করা যায় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার এখন অধোগতি চলিতেছে ; ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের ভিতরে একটা উর্দ্ধাভিমুখী প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ যতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠুক না কেন, জনসাধারণ এবং "গড়" মানুষের দিক্ দিয়া দেখিলে, এখনও সামাজিক জীবন-রেখার (curve of social lifeএর) ঢালুর (downward phase এর) দিকেই ঝোঁক রহিয়াছে, তা' হইলে নিতান্ত অসঙ্গত কিছু মনে করা হইল না। পশ্চিম অধুনা প্রবল হইলেও, সত্যকার "স্বে মহিম্নি" প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারে। প্রকৃত "স্বারাজ্য" অধিগত হওয়া চাই। স্বারাজ্য কেবলমাত্র, রাজনীতি বা অর্থনীতি ক্ষেত্রে যেটাকে স্বারাজ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যেটা স্বারাজ্য নয়, সেই রকমের পশ্চিমের আমদানি এবং পশ্চিমের বর্ত্তমান বন্দোবস্তের "মার্কামারা" স্বারাজ্য হইলে হয় না। এ স্বারাজ্য আধ্যাত্মিক স্বারাজ্য —যে স্বারাজ্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, মানসিক, (cultural) এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যথার্থ ভাবে, পূর্ণভাবে আনিয়া দিবে, অথচ, সে নিজে এ সকল "একপে'শে," আংশিক স্বাধীনতার চাইতে বড়, এবং অংশগুলির পরম্পরের সম্বন্ধ, এবং প্রত্যেকটার প্রকৃতির, নিয়ামক। আমাদের দেহে মুখ্যপ্রাণ যে আসন অধিকার করিয়া আছে, আধ্যাত্মিক স্বারাজ্য সমাজ-ব্যবস্থায় (Social Economyতে) সেই আসন অধিকার করিবে। অবয়বগুলির নিজের নিজের আলাদা আলাদা "প্রাণ" আছে ; কিন্তু সকলের নিয়ামক (organiser) রূপে একজন কেহ তাদের উপরে না

১। অতীব প্রাচীন যুগে এট্লান্‌টিস্ প্রভৃতি লুপ্ত মহাদেশের সভ্যতার প্রভাব কেহ কেহ মানিতেছেন। Mr. Lewis Spence প্রাচীর দিকে না তাকাইয়া পাশ্চাত্য সুধীবৃন্দকে ঘরের দিকে এবং পশ্চিমে (অর্থাৎ এট্লান্‌টিকের দিকে) তাকাইতে বলিতেছেন। পরবর্ত্তী-কালের ধর্ম্ম সভ্যতা প্রভৃতি অবশ্য প্রাচীন হইতে আমদানি।

থাকিলে, তারা কেহই পূর্ণ ও চরিতার্থ হয় না ; তাদের পরস্পরের সম্বন্ধও বেশ সুসমঞ্জস হয় না। আধ্যাত্মিক স্বারাজ্য[১] (Spiritual Autonomy) এমন একটা জিনিষ, যেটা থাকিলে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা-দীক্ষা-গত স্বারাজ্য যথার্থ ভাবে ও মাত্রায় থাকে, আর যেটা না থাকিলে, তাদের ভাব ও মাত্রা দুইই অসত্য হয় (যেমন পশ্চিমের বর্ত্তমান ব্যবস্থার ডিমোক্র্যাসি, একোনমিক্ সল্‌ভেন্সি প্রভৃতি অসত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনেকে ভাবিতেছেন), এবং পরস্পর পরস্পরের সাধক না হইয়া, অনেক ক্ষেত্রে, বাধকই হইয়া দাঁড়ায়।

প্রাচীর জাগরণ।

প্রাচীতেও দেখি কোনো কোনো দেশ বেশী "জাগিয়াছে" ; কোনো কোনো দেশ জাগিবার মুখে ; কোথাও কোথাও বা এখনও জাগরণের তেমন সাড়া নাই। যারা জাগিয়াছে বা জাগিতেছে, তাদের হুঁসিয়ার হওয়া দরকার। পশ্চিমের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য কতকটা পশ্চিমের "বর্ম্মে" ও "অস্ত্রশস্ত্রে" তাকে সাজিতে হইতেছে ; কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার হইবে যে, অন্ধ অনুচিকীর্ষার ফলে যে আত্মবিক্রয়, সুতরাং আত্মহানি, হয়, কোনোরূপ রাষ্ট্রীয় বা অর্থনৈতকি সম্পদের বিনিময়ে তাকে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, সুতরাং, ও ভাবে সত্যকার আত্মরক্ষাই হয় না। বরং ধীর সমাহিত ভাবে, তাকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে,—এমন কোনো উপায় তার নিজেরই বহুযুগব্যাপী তপস্যার মাঝখানে মজুত আছে কি না, যার দ্বারা সে, উপস্থিত যথাসম্ভব অল্পমাত্রায় পশ্চিমের "ধরণ" ধরিয়াও, নিজের আত্মরক্ষাও করিতে পারে, স্বারাজ্যলাভও করিতে পারে, এবং শুভ অবসর আসিলে, প্রতীচীর কর্ণধারও হইতে পারে। প্রয়োজন—যোগ ও ক্ষেম। সত্য আত্মাকেই "অনন্যচিত্ত" হইয়া পর্য্যুপাসন করিলে, আত্মাই তার দ্বারে যোগ ও ক্ষেম দুইই বহন করিয়া আনিবেন। ইহা ভগবদ্‌বাক্য।[২] সংশয়ে সর্ব্বনাশ।

প্রতীচীও হয়ত আপন সত্তার মাঝখানে একটা "স্বাস্থ্য-প্রতিক্রিয়া"

---

[১] ছা. উ. "স্বারাজ্য" এর কথা কয়েকবার বলিয়াছেন।

[২] গীতা, ৯.২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

প্রতীচীতে স্বাস্থ্য-প্রতিক্রিয়া।

(healthy reaction) অনুভব করিতেছে। এ প্রতিক্রিয়াটিকে সতেজ করিয়া তোলার দিকে যত্ন করিতে হইবে। বলদৃপ্ত প্রতীচী এখন কাহারও কাছে "সমিৎপাণি" হইয়া উপস্থিত হইবে না। এখন একদিকে তার নিজেরই বিজ্ঞান যেমন জড়বাদ ও দেহাত্মবাদের "অনন্দাপুরী" হইতে বাহির হইবার জন্য নূতন নূতন পরীক্ষার আলোক ও সত্যের সূত্র অন্বেষণ করিয়া চলিবে, অন্যদিকে তার কর্ম্মজীবনও রাষ্ট্রে, সমাজে, শিল্পে, বাণিজ্যে নূতন নূতন বিপ্লবের স্ফুরণের ফলে, পুরাতন গণ্ডীগুলি একে একে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, নিজে নিজেই নব নব, এবং উত্তরোত্তর বিকশিত, স্বাধীনতা অনুভব করিতে থাকিবে। তাকে চালাইবার অধিকার এখনও কেহ অর্জ্জন করে নাই। দীর্ঘ নিদাঘের তাপে বিশ্বের আত্মা একটা ঊষর-ভূমির মতন রসহীন, সন্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। পশ্চিমের আকাশে দুইখানা বড় বড় মেঘ দেখা দিয়া ক্রমেই যেন গিলিতে চাইতেছে, এবং সাম্‌নে আগাইয়া আসিতেছে। একখানা মেঘ তার সত্যকামা মহীয়সী বিজ্ঞানবিদ্যা, অপরটা তার অধীর উদ্বেল জীবনাবেগ—অবিশ্রান্ত, বিপুল কর্ম্ম-চাঞ্চল্য। এই দুইয়ের মাঝে যে বিজলি খেলিতেছে, সেইটাই পশ্চিমের বর্ত্তমান ভাষা—স্বর ও ছন্দঃ। উপনিষদের ভাষায়—বিজ্ঞান দ্যুলোক; কর্ম্ম (রাষ্ট্রে, সমাজে, শিল্পে, বাণিজ্যে, যুদ্ধবিগ্রহে) পৃথিবী; এ দুয়ের মাঝে পশ্চিমের দূর-বিতত অন্তরীক্ষ—সাহিত্য ও কলা। বিজ্ঞান তার শির; কর্ম্ম তার হস্তপদ; সাহিত্য কলা তার হৃদয়। পর্জ্জন্য দেবতা বিশ্বমানবের প্রাণরূপী "অন্ন" বর্ষণ করিবেন। বৃত্র বা অহি কোথাও প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বর্ষণের প্রতিরোধ করিয়া রহিয়াছে। এ বৃত্রসংহারের নিমিত্ত যে বজ্র-নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইবে, সে বজ্রের উপকরণ যোগাইবার জন্য দধীচির মতন একটা লোকোত্তর ত্যাগের, একটা অসামান্য আত্মবলির অপেক্ষা রহিয়াছে। বৃত্র বা অহি এ ক্ষেত্রে অভিমান। এ অভিমান নির্ম্মূল করার নিমিত্ত যে ত্যাগ বা বলির প্রয়োজন আছে, সে বলি এখনও ইউরোপের যজ্ঞশালায় প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। যে দিন প্রস্তুত হইবে, সে দিন যীশুখৃষ্টের দেশ, শাক্যমুনির দেশ, দধীচির দেশ আবার পৌরোহিত্য করিবার জন্য সাদরে আহূত হইবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বর্ত্তমান যুগটাকে এইভাবে কোনো সুদূর তীর্থযাত্রার পথে একটা "উতরাই" মনে করা যাইতে পারে। এখন উঠা নয়, নামা চলি-

প্রাচী ও প্রতীচীর ওঠা ও নামা।

তেছে। অবশ্য উঠিবার জন্যই এ নামা; বড় হবার জন্যই ছোট হওয়া। খৃষ্টান ইউরোপ পাশ্চাত্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল (বিনয় বা Humility) হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছে। সে মূলেরও মূল—প্রেম (Love)। প্রেম নহিলে আসলে দীনতা আসে না। যাহাই হউক, ইউরোপ নিজ কর্ম্মফলে এখন গড়াইয়া যাইতেছে। গড়াইয়া পড়ার একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় না গিয়া পৌছিলে, উঠিবার সময় হইবে না। প্রাচী যেন এতদিন গড়াইয়া পড়িয়াছিল; তার ভিতরে আত্মপ্রত্যয়ের একান্ত অভাব হইয়াছিল; এখন আত্মপ্রত্যয় আসার সঙ্গে সঙ্গে উঠা সুরু হইয়াছে। খানিক দূর উঠা না হইলে, তার পক্ষে প্রতীচীর পানে সমবেদনা ও সহায়তার দৃঢ়, সবল, অকম্পিত, হস্ত প্রসারিত করিয়া দেওয়া সম্ভবপর ও শোভন হইবে না।

চক্রের ভিতরে চক্র। বিশ্লেষণের তিনটি সূত্র।

এই ভাবে কুটিল ভঙ্গীতে, জটিল রীতিতে ইতিহাস চলিয়াছে। চক্রের মধ্যে চক্র—cycle এর মধ্যে sub-cycle রহিয়াছে। বড় চাকাটার গতি যেদিকে, তার ভিতরকার ছোট চাকাটার গতির দিক্ হয়ত তার বিপরীত হইতে পারে। অর্থাৎ কোনো বড় একটা উত্থানের যুগের মাঝে মাঝে ছোট ছোট দু' একটা পতনের যুগ থাকিতে পারে। উত্থান ও পতন—এ দুইই দেশ,কাল ও বস্তু—এই তিন সূত্র ("co-ordinates") লইয়া বুঝিতে হয়। প্রথম দেশ।—যেকালে ইউরোপে উন্নতি চলিতেছে, সে কালে হয়ত এসিয়া বা আফ্রিকায় পতন চলিতেছে। যুগপৎ সকল দেশে, অথবা মানব-সমাজের সর্ব্বাবয়বেই যে, উন্নতি চলিবে, এমন কোনো কথা নাই। উন্নতি চলিলেও এক ভাবে, এক মাত্রায় না চলাই সম্ভব। তারপর কাল।—এক হাজার বছর ধরিয়া কোনো দেশে একটানা উন্নতিই চলিবে এমন নয়; তার ভিতরে মাঝে মাঝে পতনের যুগ, বিশ্রাম বা সঙ্কোচের যুগ থাকিতে পারে। মোটের উপর, সব খণ্ডযুগগুলি জড়াইয়া হয়ত উন্নতিই বলা যাইতে পারে। তারপর বস্তু।—উন্নতি কার বা কিসের? সে বস্তুটা সোজা কোনো একটা জিনিষ নয়; সেটা মানুষের আত্মা, মানুষের সমাজ, মানুষের বিদ্যা ও সভ্যতা। এর নানান্ দিক্, নানান্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এখন এমন হইতে পারে যে, যুগবিশেষে বা

দেশবিশেষে কোনো কোনো দিক্, কোনো কোনো অঙ্গ বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্য যুগে বা দেশে অন্য কোনো কোনো দিক্ বা অঙ্গ বেশী ফুটিয়াছে। মোটের উপরে, কোন্ যুগ বা দেশ বেশী উন্নত, তার বিচার সংখ্যা বা পরিমাণের (quantitative principle) দিয়া করা যায় না; প্রয়োজন ও মূলের সূত্র (qualitative principle or principle of values) অবলম্বন করিয়া তুলনা করিতে হয়। সে সূত্র ঠিক করা এবং প্রয়োগ করা সহজ নয়।

চিন্তাশীল প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু তাঁর "The Epochs of Civilization" গ্রন্থে এরূপ একটা সূত্র ঠিক করিয়া লইয়া তার ব্যবহার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ক্ষেত্র বড়ই বিসংবাদিত (debatable)। ধরণী-পৃষ্ঠে মানবের অভ্যুদয় অধঃপতনের স্রোতগুলির এইরূপ জটিল সংমিশ্রণ দেখিয়া আমাদের তুলনা-মূলক বিচার খুবই সতর্ক হইয়া করা আবশ্যক। ১ম—দেশবিশেষে যে গতি দেখিতেছি, তার মুখ সত্যই কোন্ দিকে তা' বলা শক্ত। ২য়—সে গতি যদি ঊর্দ্ধমুখীই হয়, তবুও এটা বলা শক্ত যে, সভ্যতার ঠিক কোন্ কোন্ দিকে উন্নতি হইতেছে, আর কোন্ কোন্ দিকে হইতেছে না। ৩য়—সে সময়ে দেশান্তরে গতি ঊর্দ্ধমুখী হইবেই, এমন কোন কথা নাই। ৪র্থ—একটা বড় পতনের যুগের মধ্যেই হয়ত সেই উত্থানের খণ্ডযুগটি অন্তর্নিবিষ্ট থাকিতে পারে। ৫ম—উত্থিতের পতন এবং পতিতের উত্থান দুইই বার বার হইতেছে; সুতরাং কেহ পিছাইয়া আছে দেখিলে এটা ভাবা চলিবে না যে, সে বরাবরই পিছাইয়া আছে; পক্ষান্তরে, কেহ বর্ত্তমানে আগে চলিতেছে দেখিয়া এটা ভাবিলে হইবে না যে, সে আগাগোড়া আগে আগেই চলিতেছে। ৬ষ্ঠ—শুধু তাই নয়; এখন যে পিছে পড়িয়াছে, সে হয়ত, সভ্যতার আসল, অথবা অপর কোনো কোনো দিকে, আগে এতটা আগাইয়া ছিল যে, বর্ত্তমানের কোনো অগ্রসর সমাজই ততটা আগাইতে পারে নাই; অর্থাৎ ইতিহাসের ধারার অবিচ্ছিন্ন উর্ম্মিমালা রূপটি (curve) আঁকিতে গিয়া, বর্ত্তমান লহরী-চূড়াটাকেই সব চাইতে উঁচু বা বড় চূড়া করিয়া আঁকার কোনো কারণ নাই। কথা কয়টি বলিতে ও শুনিতে খুবই সোজা; এতে আপত্তি করার কেহ কিছু দেখিবেন না। কিন্তু, জটিল ব্যাপারের হিসাব লইতে বসিয়া অনেক স্থলেই সহজ কথাগুলিই আমরা ভুলিয়া যাই।

অভ্যুদয় বিচারে সতর্কতা।

কর্ম্ম ও ইভোলিউশন্‌।

বিবর্ত্তনবাদ আলোচনা করার যখন অবসর আসিবে, তখন আমরা দেখিতে পাইব যে, যেমন পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের পুরুষানুক্রমিকতাবাদ (Heredity) আমাদের শাস্ত্র-দৃষ্টিতে কতকটা আলাদা রকমে বুঝিয়া লইতে হইবে, তেমনি-ধারা ও দেশের ঐতিহাসিক বা সামাজিক ক্রমোন্নতিবাদও (evolution), আমাদের কিঞ্চিৎ অন্য ভঙ্গীতে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য প্রাণিবিজ্ঞানে (Biologyতে) অবিনশ্বর "লিঙ্গ দেহ" বা আত্মার অদ্যাপি স্বীকার নাই। একটা জীব "চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ" করিয়া মানুষ হইতেছে, আবার মানুষ হইয়া, কৃতকর্ম্ম অনুসারে উচ্চতর যোনি অথবা তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইতেছে ; খোলস বদলাইলেও, সে একটা অবিনশ্বর বস্তু (imperishable entity) ; তার কর্ম্মের নিয়ম বা "অপূর্ব্ব" (equation) অনুসারে, দেশ ও কালের অসীম পটে, সে তার বিচিত্র, কুটিল জীবনরেখা (curve of life history) আঁকিয়া চলিয়াছে ; ইহার আদি নাই, অন্ত আছে কি-না, তাও জানি না ; কর্ম্মের গতি অনুসারে কোনো একটা বংশধারায় (line of heredity) আসিয়া সে ক্বচিৎ লব্ধপ্রবেশ হয় ; হইলে, সেই ধারারই বিশিষ্ট সংস্কারগুলিই তার মধ্যে বিশেষভাবে জাগিয়া উঠে ; অবান্তর বহু সংস্কার তার ভিতরে রহিয়াও, তখনকার মতন "চাপা" থাকিয়া যায় ; মরণ বা উৎক্রান্তির পর, সে লাইনটা ছাড়িয়া হয়ত অন্য লাইনে প্রবিষ্ট হয় ; তখন সেই লাইনের উচিত (appropriate) ধর্ম্ম ও সংস্কারগুলি তার মধ্যে অভিব্যক্ত হয় ; এই রকম অবিশ্রান্ত লাইনে লাইনে ঘুরিয়া বেড়ানর নাম সংসৃতি।—এই রকম ধারা সিদ্ধান্ত এখনও বায়োলজি শাস্ত্রের সরকারি দপ্তরে শীলমোহর হইয়া নথিভুক্ত হয় নাই। তবে অবশ্য, ও দেশের Psychic ও Spiritualistic Research ক্রমে চিন্তার হাওয়া এই দিকেই ফিরাইয়া আনিতেছে।

জীবব্যষ্টি ও জীব সমষ্টির তুলনা।

জীব ব্যষ্টির (Individual) বেলায় যেমন দুইটা জিনিষ—একটা অবিনশ্বর স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণদেহবিশিষ্ট আত্মা বা জীব স্বীয় "অদৃষ্ট" ও কর্ম্ম অনুসারে চলিতেছে ; নানা ভোগের নিমিত্ত নানা ভোগায়তন গড়িয়া বা বাছিয়া লইতেছে ; আর কতকগুলি জাতি, "আকৃতি" বা বংশও (Types) অবিনশ্বর ভাবে চলিয়া আসিতেছে ; সংসারী জীব, কর্ম্ম ও ভোগের প্রয়োজনে, তাদের কোনোটায় হয়ত এ

জন্মে প্রবেশ করে, এবং প্রবেশ করিয়া, তারই বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও সংস্কার বিশেষভাবে প্রাপ্ত হয় ;—জীব-সমষ্টি বা সমাজের বেলাতেও তেমনি ধারা দুইটা জিনিষ লক্ষ্য করার ও বোঝার আছে।

প্রত্যেক সমাজের "আত্মা"।

জাতির "মরণ"।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক জাতি (Race) এবং প্রত্যেক সমাজের একটা একটা বিশিষ্ট "আত্মা" আছে। সেটা যেন সেই জাতি বা সমাজের বীজ। গাছটা শুখাইয়া বা মরিয়া গেলেও যেমন তার বীজ রহিয়া যায়, এবং অন্য যায়গায় অনুকূল অবস্থা পাইলে, আবার অঙ্কুর হইয়া গজাইয়া উঠে ; জাতির বীজের বেলাও অনেকটা সেইরূপ। যতদিন জাতিটা নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে, ততদিন ত' কথাই নাই। তারপর ধরা যাক্ সে "মরিয়া" গেল। এ মরিয়া যাওয়ার মানে কি ? ব্যক্তির বেলাতে যেমন, এখানেও তেমনি। জাতিটা কেবল তার বাইরের খোলসটা হয়ত ফেলিয়া দিল। সর্পের নির্ম্মোক (খোলস) ত্যাগের মত; সকল জাতি ও সমাজই মাঝে মাঝে "খোলস ছাড়ার" জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইতেছে। এটা সজীবতারই লক্ষণ। কিন্তু খোলস ছাড়ার রকমারি আছে। একটা সাপ খোলস ছাড়িলে, অথবা একটা গাছ তার ত্বক্ ফেলিয়া দিলে, আকৃতি প্রকৃতিতে সচরাচর তেমন বদলায় না ; সুতরাং সেটা যে সেই সাপ বা সেই গাছ, এটা চিনিয়া লইতে আমাদের গোল হয় না। প্রাচীন মিশর বা আসেরিয়া যুগে যুগে "খোলস ছাড়িত" সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি কতকদিন পর্য্যন্ত তারা, আসলে, সেই মিশর বা আসেরিয়াই ছিল। কিন্তু বাইরের চেহারাটা একেবারে বদলাইয়া গেলে, আমরা তার নাম দিই "মরণ"। ব্যক্তির বেলাতেও তাই। এ মরণে সমাজ ও সভ্যতার চেহারাটাই ফিরিয়া যায়। হয়ত তখন (ক) সে জাতিটি মূর্ত্তভাবে আর না থাকিয়া একেবারে লোপ পাইয়া যায়, কিন্তু তার অবিনশ্বর "বীজ"টা রাখিয়া যায় (কোথায় এবং কি ভাবে তার বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন) ; নয় ত, (খ) অন্য জাতির সহিত রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে আকৃতি প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হইয়া যায় (এ ক্ষেত্রেও, তার নিজস্ব বীজটা "মিশ্র" জাতির "ধাতুতে" প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়া যায়—কেমন ভাবে তারও বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন ; (তবে এ প্রসঙ্গে, সুপ্রসিদ্ধ মেণ্ডেলের "Dominant" ও "Recessive" ঘটিত Lawটা স্মরণীয়) ; নয়ত, (গ) রক্ত-সংমিশ্রণ কতক কতক হইলেও, সে বাহ্যতঃ

(biologically) মোটের উপর সেই আগেকার জাতিতেই রহিয়া যায়, কিন্তু তার খোলসটা (ভাষা, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম, সমাজ-ব্যবস্থা, শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি) এতটা বদলাইয়া ফেলে যে, তাকে আর আসলে (socially and culturally) সেই আগেকার জাতিই ভাবা যায় না। আমরা কিন্তু এটা বলিতে চাই যে, সে অবস্থাতেও তার "বীজাত্মা" নষ্ট হইয়া যায় নাই ; সেই শ্রুতির ভাষায়, "গুহাপ্রবিষ্ট" হইয়া, প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে বই নয়। ব্যাসদেবের নন্দন শুকদেব যদি "ব্রক্ষিষ্ঠ"দের সংসর্গে প্রতিপালিত না হইয়া কাফ্রি বা বুশমানের সমাজে বাল্যাবধি প্রতিপালিত হইতেন, তা হইলেও, বাহ্যদৃষ্টিতে ও ব্যবহারে তিনি যতই কাফ্রি বা বুশমান বনিয়া যান না কেন, স্বরূপে তিনি পরাশর-ব্যাস-গোত্রজই রহিয়া যাইবেন। "বুনো" অবস্থা হইতে ফিরাইয়া তাঁকে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত করিলে, তাঁর কাফ্রি বা বুশমানের খোলস খসিয়া পড়ায় তাদৃশ বিলম্ব ঘটিবে না।

বীজের প্রকৃতিরক্ষা।

অধ্যাপক ভাইজমান (Weismann) তাঁর Continuity of the Germ-plasmবাদ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যেরূপ অনুমান করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রেও অনেকটা সেইরূপ অনুমান করা চলিতে পারে। জরায়ুর মধ্যে Germcellটি দুইভাগে বিভক্ত হইল ; একটা ভাগ অবিকৃত, অপরিবর্ত্তিত ভাবে রহিল (যেন সাংখ্যের "পুরুষের" প্রতীক, অথবা, কোনো কোনো আণবিক থিওরির কেন্দ্রস্থিত "পজেটিভ-চার্জ-"টির প্রতিনিধি, অথবা শাক্ত তন্ত্রের "শিবের" বিগ্রহ) ; অপর ভাগটা বিভক্ত, বিবর্ত্তিত, ব্যাকৃত, হইয়া ভ্রূণের দেহটা গড়িতে লাগিল (যেন, "প্রকৃতি", "নেগেটিভ চার্জ", "শক্তি")। ভ্রূণ দেহ যখন গঠিত হইল, তখন Germcellএর বা বীজের অর্দ্ধাংশ তার ভিতরে অবিকৃত ভাবেই প্রচ্ছন্ন (encased বা sheathed) রহিয়া গেল। তার পর, তার বীজ, (শুক্র) হইতে যখন সন্তান জন্মিল, তখনও পিতার বেলায় যেমন হইয়াছিল, সন্তানের বেলাতেও তেমনি হইল, অর্থাৎ, সন্তানের দেহও জনকবীজের (parental germcellএর) অর্দ্ধাংশেরই পরিপুষ্টি ও পরিণতি ; একার্দ্ধ এখানেও অবিকৃত, অবিচ্ছিন্ন ভাবই রহিয়া গিয়াছে। এইভাবে পুরুষপরম্পরায় বীজের মুখ্য অংশটি "এক রকম" অবিকৃত অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিয়া আসে। "এক রকম" বলার উদ্দেশ্য—Germcellএর মুখ্য অংশটির ভিতরে পরিবর্ত্তন সহজে ঘটেনা,

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"বংশধরেরা" স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্ম (acquired characters) দ্বারা তার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না বলিলেই হয়; কিন্তু কোনো কোনো "মর্ম্মভেদী" (deep acting) কারণে, পরিবর্ত্তন আসিলেও আসিতে পারে। যতক্ষণ সেই মুখ্য অংশে (যেটাকে "পুরুষ" বলিয়াছি) গুরু পরিবর্ত্তন না ঘটে, ততক্ষণ বংশ বা জাতি স্বভাবে বাহাল রহিয়া যায়; গুরু পরিবর্ত্তন ঘটিলে, সে অন্য বংশ বা জাতিতে বিবর্ত্তিত হইয়া যায় (একটা Species হইতে আর একটা Species এর সৃষ্টি হয়; এ প্রসঙ্গে, হিউগো ডিভ্রাইসের Mutation Theory স্মরণযোগ্য)। Galton প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বংশ বিবর্ত্তনের নিয়মাদির আলোচনা করিয়া যে কতকগুলি সূত্র নিবন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, সেইগুলি অবলম্বন করিয়া Eugenics বা সুপ্রজনন বিদ্যা বলিয়া একটা নূতন বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে, এবং পশ্চিমদেশের মানব সমাজ না হউক, উদ্যানে ও পশুশালায়, সেই বিদ্যার কিছু কিছু প্রয়োগও হইতেছে।

সত্যরূপী ব্রহ্মের চারি পাদ।

সে যাহা হউক, জাতির "বীজ" এবং সে বীজের স্থায়িত্ব (Continuity and persistence) স্বীকার করা আজকাল আর তেমন অন্ধসংস্কারাচ্ছন্নতার ফল নয়। বহুরূপীর সাজ দেখিয়া বিচার করার দিন চলিয়া গিয়াছে। একটা জাতি বা সমাজের বীজ বা শস্য (Seed or Essence) কোথায় এবং কি ভাবে নানান্ বিচিত্র খোলস (crust or sheath) এর মাঝে সেটা কখনও ব্যক্ত, কখনও অব্যক্ত, কখনও বা ব্যক্তাব্যক্ত ভাবে রহিয়া যায়, তার তল্লাস লইবার দিন আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, ভাইজম্যান প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বীজাত্মার যতটুকু পরিচয় লইয়া ছাড়িয়াছেন, সেইটুকুই তার, প্রকৃতির ও রীতির, পূরা পরিচয়—এমন না হইতে পারে। তাঁদের বিজ্ঞানাগারে অণুবীক্ষণ যন্ত্র, রাসায়নিক পরীক্ষার টেষ্টটিউব আর "মুচি" (crucible) এর বেশী আর কেহ বা কিছু এখন প্রবেশাধিকার পান নাই। X-ray ঢুকিয়াছেন; সাইকিক রিসার্চ্চ যেটাকে "X-ray Vision" বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি এখনও "এড্মিশন" পান নাই। এই জন্য বিজ্ঞান বিদ্যার গতি শামুকের গতি। ব্যক্তির আত্মার "সংসৃতি" বা জন্ম-জন্মান্তর আমরা যেভাবে মানিয়া থাকি, জাতির আত্মার সংসৃতি ততটা ব্যাপকভাবে মানার সাহস ওদেশে বিজ্ঞান বিদ্যার এখনও হয় নাই। তবে সত্যরূপী ব্রহ্মের চারিটি পাদ সোজা হইয়া উঠিলে, সত্য গোটা হইয়া খাড়া

হইবেন। পশ্চিমের জড় বিজ্ঞান-বিদ্যা তার একপাদ, সে দেশের নূতন রহস্যবিদ্যা (Psychic Research প্রভৃতি) অপর এক পাদ, অতীতের যোগও ব্রহ্মবিদ্যা অপর একটা পাদ; আর সত্যদর্শী গোচর ও অগোচর (seen and unseen) পুরুষদের প্রভাবে "মন্ত্রচৈতন্য" ইহার শেষ পাদ। কোনো পাদ অচল হইলে চলিবে না। এখনকার বিজ্ঞান বিদ্যা আর অতীতের ব্রহ্মবিদ্যা (অবশ্য আমরা সেটাকে যতটা যেভাবে বুঝি), এই দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে গিয়া, সত্যদেব যে বেজায় খোঁড়াইতেছেন, টলিতেছেন, আছাড় খাইতেছেন, ইহা দেখিয়া হাসি না হাসাই ভাল।

আগে যে তিন শ্রেণীর জাতি বলিলাম, হিন্দু জাতি তার কোনো শ্রেণীতেই পড়ে না। এ জাতি খোলস বদলাইলেও "মরে" নাই; অর্থাৎ, খোলস তেমন "মারাত্মক" ভাবে বদলায় নাই; ভাষায়, ভাবে, আচার আচরণে, ধর্ম্মকর্ম্মে, সমাজ-ব্যবস্থায় বর্ত্তমান জাতি অতীতের জাতির সঙ্গে খুবই মেলে; বৈষম্যের চাইতে সাম্যই বেশী। দ্রাবিড়, মঙ্গোল, কোলেরিয়ান্ প্রভৃতি অনার্য্যরক্ত কিছু কিছু আর্য্যরক্তে মিশিয়া "dominant" (মুখ্য ও প্রবল) হইতে পারে নাই, "recessive" (গৌণ, দুর্ব্বল) হইয়াই আছে। যাহা হউক, সে কথার আলোচনা এখানে নয়। এখন জাতি সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, প্রত্যেক জাতির একটা "আত্মা" আছে; জাতি "খোলস" বদলাইলেই সে আত্মা নষ্ট হইয়া যায় না। সে "আত্মা" মানে বিশিষ্ট কতকগুলি সংস্কারের (or tendencies) একটা সূক্ষ্ম যন্ত্র ("a system")। কোনো জীব যখন সেই সেই জাতির জীবন ধারায় আসিয়া পড়ে (is born into it), তখন তার ভিতরকার সেই সেই সংস্কারগুলিই সাধারণতঃ ফুটিয়া উঠে, যে সংস্কারগুলি তার বর্ত্তমান "জাতির" সংস্কারের অনুগত। শব্দ বিজ্ঞানে (Acousticsএ) যেটাকে Law of Resonance বলে, সেই নিয়মের অনুযায়ী ক্রিয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ, জাতির মধ্যে যে সুরগুলি বাজিতেছে, তাদেরই অনুরণন সাধারণতঃ ব্যক্তির ভিতরে হইয়া থাকে। এ নিয়মের যে কুত্রাপি ব্যভিচার হয় না, এমন নয়। জাতির আত্মা সম্বন্ধে এই গেল প্রথম কথা।

জাতির "আত্মা"
—কাকে বলে ?

জাতির আবার নানান্ থাক্ আছে। অভ্যুদয়ের দিক্ দিয়া সে থাক্গুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—উত্তম, মধ্যম, ও অধম। গীতা ও

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

কর্ম্মবশতঃ জাতির উত্থান-পতন।

সাংখ্য শাস্ত্রের পরিভাষা ব্যবহার করিলে বলিতে হয়—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। এখন দ্বিতীয় কথাটা এই যে, ব্যক্তির বেলায় যেমন অভ্যুদয়ের বিচিত্র রেখা (curve) আছে, জাতির বেলাতেও তেমনি আছে। মোটের উপর, কর্ম্মই এই curveএর নিয়ামক। কর্ম্মের দ্বারাই প্রধানতঃ প্রত্যেক জাতি নিজের উপযুক্ত ভোগায়তন অর্জ্জন বা নির্ম্মাণ করিয়া লয়। এখন, কর্ম্মের ফলে এমন হইতে পারে যে, কোনো জাতির "বীজ" উন্নত হইয়া উত্তমের থাকে চলিয়া গেল; একটা জাতি উচ্চতর জাতিতে (Higher Raceএ) পরিণত হইল। এ পরিণতি কেবল আমাদের এই সাধারণ প্রতীতির (ordinary perception) লোকেই যে হইতে হইবে, এমন কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ব্যক্তিকে যেমন বরাবর এই সাধারণ প্রতীতির লোকেই বাঁধিয়া রাখার কোনো কথা নাই; সে যেমন সূক্ষ্ম কলেবর ধারণ করিয়া আমাদের অপ্রতীত লোকেও সংসরণ করিতে পারে; জাতির বেলাতেও তেমনি, তার আত্মাটিকে এই দৃষ্টলোকের ভিতরেই চিরকাল পূরিয়া রাখার কোনো এক্তার আমাদের নাই। এমন হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে—কোনো একটা জাতি ইহলোক হইতে "নিশ্চিহ্ন"ভাবে মুছিয়া গিয়া (যদিও একবারে তা হয় কি না সন্দেহ) উর্দ্ধতন বা অধস্তন কোনো অতীন্দ্রিয় লোকে গিয়া তার কর্ম্মনির্ম্মিত ও কর্ম্মসাধক উপযুক্ত ভোগায়তন খুঁজিয়া পাইল। এখন অতীন্দ্রিয় লোকের, পরলোকের সাড়া আমরা হয়ত "বৈজ্ঞানিক রীতিতেই" কিছু কিছু পাইতে সুরু করিয়াছি; কাজেই, জাতির আত্মার সংসৃতিমার্গ (curve of history) এই পৃথিবীর পৃষ্ঠেই সবটা আঁকিয়া ফেলিতে হইবে, এমন কথা নাই। একটা জাতি সমগ্রভাবে এইরূপ "উধাও" না হইয়া, এমন হইতে পারে যে, তার একটা শাখা (subrace বা section) উৎকট পুণ্য বা পাপের ফলে তার জীবন রেখাটিকে পৃথিবীর ম্যাপ হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়া, উচ্চস্তরের লোকে অথবা নিম্নস্তরের লোকে নিয়া ফেলিল। অবশ্য, তার ফলে, সে রেখাটাই নিজে বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত হইয়া গেল না। আমরা পৃথিবীর ম্যাপে খুঁজিয়া না পাইলেই বলি, জাতিটা নিশ্চিহ্নভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শুধু তাই নয়—পৃথিবীর ম্যাপেই যদি আকৃতি প্রকৃতি বদলাইয়া, হয়ত ঠাঁইও বদলাইয়া যে জাতি রহিয়া যায়, তবে তাকে আর আমরা সনাক্ত করিতে

জাতির “জন্মান্তর”।

পারি না; অর্থাৎ জাতির বা জাত্যংশের “জন্মান্তর” সূক্ষ্মলোকে (উর্দ্ধতন বা অধস্তন) হইতে পারে, অথবা আবার এই পৃথিবীতেই হইতে পারে। যদু-বংশ ধ্বংশের “অবশেষ”টুকু যদি সাগর পার হইয়া আমেরিকায় গিয়া পেরু বলিভিয়ায় অথবা মেক্সি-কোতে একটা নূতন জাতিরূপে দেখা দিয়া থাকে, তবে তাকে সে ছদ্মবেশের ভিতর হইতে চিনিয়া ফেলা আমাদের পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিবে। প্রবাসী হবার আগেই “যদুবংশের” ভিতরে সম্ভবতঃ একটা বীজগত পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়া থাকিবে; যে বড় বা মূল জাতি (Parental Race) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, তাঁর সঙ্গে পার্থক্যের একটা নিগূঢ় বীজ যে সম্ভবতঃ গর্ভে করিয়াই গিয়া থাকিবে; তারপরে, নূতন দেশের নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থা দিনে দিনে সেই পার্থক্যটিকে আরও গভীর ও বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছে; নূতন দেশে নূতন রক্তের সংমিশ্রণ ও কিছু কিছু ঘটিয়া থাকিবে; ফলে, ভাষা, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম কর্ম্ম—এসবই খুব বেশী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তবে, যতই পরিবর্ত্তন হউক না কেন, ভিতরে (in essence) মূলের সঙ্গে মিল না থাকিয়া যায় না। এনথ্রপোলজিষ্ট মাথার খুলি ইত্যাদির মাপ লইয়া কে কার সগোত্র, কে কার সগোত্র নয়—ঠিক করিবার চেষ্টা করেন। অধ্যাপক সার্জি প্রভৃতি ঐ জাতীয় প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার বুনিয়াদ (Base) টি ভূমধ্যসাগরের উপকূল-নিবাসী প্রাচীন আর্য্যেতর জাতি-দের সভ্যতার ভিতরেই নিহিত; আর্য্য-সভ্যতা যে পুরাণো বুনিয়াদের উপর কতক কতক কারিগরি করিয়াছে মাত্র। তেম্‌নি মাথার খুলি ইত্যাদির মাপ লইয়া আমেরিকা-প্রবাসী “যদুবংশের” সঙ্গে ভারতীয় আর্য্যশাখার মিল বা অমিল খোঁজার চেষ্টা চলিতে পারে। এন্‌থ্রপোলজিষ্টের কাজ ভাষাতত্ত্ববিৎ, লোকাচার-ধর্ম্মাচারবিৎ পণ্ডিতেরা অন্য দিক হইতে, অনেকটা আগাইয়া দিতে পারেন। তবে কাজটা যে ভাবেই চলুক, আর কাজের ফল যাই-ই হউক, একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে যে, পৃথিবীর ম্যাপেই অনেক পুরাতন জাতি তাদের “গোত্র” লুকাইয়া, ছদ্মবেশ ধরিয়া, মূল বাস্তুদেশ হইতে প্রবাসী হইয়া, অজ্ঞাতবাস করিতেছে; মূল সভ্য জাতি কোথাও কোথাও এখনও (রূপান্তরিত ভাবে) সভ্য রহিয়া গিয়াছে; কোথাও কোথাও বা সভ্যতা হারাইয়া বর্ব্বরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা যে অবস্থাটাকে “বর্ব্বরতা”

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

বলিতেছি, সেটা সভ্যতার "অস্বাস্থ্যে"র বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার ("Back to Nature," "Back to the savage") ফল হইলে হইতে পারে, সুতরাং, সে অবস্থা যে আমাদের পাদটীকায় অলোচিত অঙ্গের সত্যাধিকারের কাছাকাছি একটা অবস্থা হইলে হইতে পারে,—এ সম্ভাবনার কথাও আমরা আগে বলিয়াছি। আসল সভ্যতার বা বিদ্যার মূল কথা দুইটি—ব্রহ্মাত্মতা-বোধ এবং সদাচার (যে সদাচার চতুষ্পাৎ ধর্ম্মরূপে কৃতযুগে বিদ্যমান থাকে শুনিতে পাই)। এই আসল দুইটা জিনিষ "সভ্যের" চাইতে "অসভ্যের" ভিতরে বেশী থাকিলে থাকিতে পারে। যদি থাকেত', অসভ্যই খাঁটি সভ্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জাতির "বাস্তু"।

জাতির মূল বাস্তু।

পৃথিবীর ম্যাপটা সম্মুখে বিছাইয়া জল ও স্থলের বর্ত্তমান সন্নিবেশ (distribution) সম্বন্ধে যেমন একটা "অচলায়তন" খাড়া করার চেষ্টা অনুচিত, বর্ত্তমান জাতি সমূহের ভূভাগ বিশেষে মৌরশী দখলি সত্ত্বও সাব্যস্ত করিতে যাওয়া তেমনি অনুচিত। কোন ভূভাগ বিশেষে কোন জাতিই কায়েমি ভাবে বসবাস করে নাই। ইংরেজ, জার্ম্মান রোমান, পারসিক—এরা যে কেহ তাদের বর্ত্তমান বাস্তুবাটীতেই আবহমানকাল হইতে বাস করিতেছে না, এ সম্বন্ধে এখন বড় কেহ সন্দেহ করে না। মানব সমাজ বা দলবদ্ধ গোষ্ঠী গোড়ায় "ভবঘুরে" (nomadic) অবস্থাতেই ছিল, পরে সুস্থির হইয়া জায়গায় জায়গায় ভিটা গাড়িতে শিখিয়াছিল—এইটাই অব্যভিচারী সত্য বলিয়া কাহাকেও আমরা মানিয়া লইতে বলি না। তবে এটা ঠিক যে, নানা কারণে কোনো ভিটাতেই তারা একান্ত সুস্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে বেশী দিন পারে নাই। সমগ্র জাতিটাই, অথবা তার অংশবিশেষ, তার "মূল বাস্তু" ছাড়িয়া "দেশান্তরী" হইয়াছে। "মূল বাস্তু" বলিলাম আপেক্ষিক বা "তটস্থ" ভাবে। সত্য সত্যই কোন্‌টা কোন্ জাতির মূল বাস্তু তা বলা শক্ত। তবে,কোনো বাস্তুতে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিলে, জাতিটা সেই বাস্তু ধর্ম্মের দ্বারা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষই হিন্দু আর্য্যদের মূলবাস্তু কি না, সে পক্ষে অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন; আজকাল অনেক পণ্ডিতেরই এই মত যে, ভারতবর্ষ তাঁদের মূল বাস্তু নয়। কিন্তু তা না হইলেও, হাজার হাজার বছর ধরিয়া ভারতবর্ষে বাসের ফলে, তাঁরা এমন একটা আকৃতি প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেটাকে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, আর্য্যদের কোনো শাখা যদি গিয়া স্কাণ্ডিনেভিয়ায় বাস করিয়া থাকে, তবে, সেখানকার বৈশিষ্ট্যই সে শাখা কালে অর্জ্জন করিয়াছিল সন্দেহ নাই। সে বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট ও পাকা হইয়া যাইলে (সেটা দীর্ঘ-সময়-সাপেক্ষ), কোনো জাতিকে তার বাস্তুদেবতার স্তন্যে লালিত, পালিত মনে করা যাইতে পারে, সুতরাং তখন সে বাস্তু তার "ধাত্রী," "মাতৃভূমি" এবং মূল বাস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

দেশাত্মা ও বীজাত্মা।

ভারতীয় আর্য্যেরা আর্কেটিক দেশ হইতেই আসিয়া থাকুন, আর মধ্য এসিয়া বা অন্য দেশ হইতেই আসিয়া থাকুন, তা' লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই থামে নাই, সহসা থামিবেও না; কিন্তু হাজার হাজার বছর ভারতবর্ষে বসবাসের ফলে, ভারতীয় আর্য্যেরা এখন ভারতীয়ই হইয়াছেন; ভারতবর্ষ তাঁদের মূল বাস্তু হইয়াছে; দ্রাবিড় জাতি অথবা অষ্ট্রিক ও মঙ্গল জাতি, এখন তাঁদের আগন্তুক, "রবাহুত" (tresspasser) মনে করিতে পারিবেন না। কোনো দেশের অন্ন আবহাওয়া, স্থূলসূক্ষ্ম নানা রকমের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবের তিল তিল সমুচ্চয়ের ফলে বাসিন্দা জাতির যে প্রকৃতিটি গড়িয়া উঠে, সে প্রকৃতিটিকে "দেশাত্মা" বলিতেছি। এ দেশাত্মাটি দেশে দেশে একই নয়। কোনো জাতির গোত্র ধরিয়া তার যে মূল প্রকৃতিটি আমরা আগেই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, তার নাম আমরা দিয়া রাখিয়াছি—"বীজাত্মা" (The Seed of Race)। তা ছাড়া যুগবিশেষে সকল দেশও জাতির উপর ঠিক একই ভাবে কাজ করে না। একই সূর্য্য-কিরণে বৃক্ষলতাদের হরিৎ পদার্থের প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রাণনব্যাপার নির্ব্বাহ হয়, আবার সেই সূর্য্যকিরণেই কত শত ছোট ছোট বীজাণু কীটাণু গতাসু হইয়া যায়। কোন যুগবিশেষের শক্তিতে কোনো কোনো জাতির "শ্রীবৃদ্ধি", কোনো কোনো জাতির বা শ্রীহানি বা অবসাদ। বর্ত্তমান ও অতীত যুগে দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই।

যুগের সাধারণ ও অসাধারণ ক্রিয়া। —যুগাত্মা।

অবশ্য যুগের সাধারণ ক্রিয়া ও অসাধারণ ক্রিয়া—দুইই আছে। সাধারণ ক্রিয়ায় (general actionএ), কোনো যুগে হয়ত প্রায় সকল জাতির ভিতরেই একটা চাঞ্চল্য, একটা উত্তেজনার ঝড় বহিয়া গেল। যেমন সূর্য্যের কিরণে গাছ-পালার পাতায় এবং বীজাণু কীটাণুতে—এ দুয়েতেই একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এক ক্ষেত্রে উত্তেজনা গঠনের ও রক্ষণের সহায়তা করে, অপর ক্ষেত্রে তাহা সঙ্কোচ ও ধ্বংশের হেতু হয়। এইটা হইল সূর্য্য কিরণের অসাধারণ ক্রিয়া (special action)। যুগশক্তি সম্বন্ধেও একথা খাটে। কোনো জাতি যুগ-বিশেষের শক্তির উত্তেজনার ফলে, এবং উত্তেজনার উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া, হয়ত সত্যকার কল্যাণ ও অভ্যুদয় কিছু অর্জ্জন করিতে পারিল; আর একটা

জাতি হয়ত, সেই উত্তেজনায় তার "রক্ষাকবজ"ই হারাইয়া বসিল, এবং ধ্বংশের পথে গড়াইয়া পড়িল। কোনো জাতির বেলায়, যুগবিশেষ, তার শক্তিকূট বা "যন্ত্রের" যে একটা সবিশেষ রূপ (শ্রেয়স্কর অথবা অশ্রেয়স্কর) ফুটাইয়া তোলে, সেই রূপটি হইল, সেই জাতির "যুগাত্মা"। বলাবাহুল্য, অসাধারণ ক্রিয়ার দিক্ দিয়া দেখিলে, একই যুগে একটা জাতির যুগাত্মার সঙ্গে অপর একটা জাতির যুগাত্মা মিলিবে না। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে যেটি যুগাত্মা (Time Spirit অথবা Time Spiritএর ভারতীয় বৈশিষ্ট্য), জাপানে বা তুর্কিতে সেটি নয়, ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে সেটি নয়। মোটের উপর, বিশ্ব-মানবের একটা সাধারণ যুগাত্মা হয়ত এ সময়ে সজীব ও সজাগ রহিয়াছে; তার ভিতরে, এশিয়া মহাদেশের একটা স্বতন্ত্র যুগাত্মা আছে ("শ্বেত প্রভাব" বা White Domination বর্জ্জন করিয়া নিজের শক্তি জাহির করাই হয়ত সে Pan-Asiatic Time Spiritএর ধর্ম্ম ও পরিচয়); তার মধ্যে আবার জাপানে ও ভারতবর্ষে ও অপরাপর দেশে আলাদা আলাদা যুগাত্মা আছে। এ সকল যুগাত্মাগুলির মিল কোনো কোনো অংশে আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার গরমিলও যেখানে, সেখানটাতেও খেয়াল রাখিতে হইবে। এ গরমিল সর্ব্বপ্রকারে মুছিয়া ফেলিয়া, সকল এশিয়াটিক্, এশিয়ান্ যুগাত্মার মিলন ঘটান দুঃসাধ্য—হয়ত, সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়ও নয়। দেশাত্মার বেলাতেও সেই কথা। ভারতবর্ষে এখন যুগাত্মা কি এবং তার পরিচয় কিসে—এ প্রশ্ন খুব প্রয়োজনীয় হইলেও, এখানে তার জবাব জরুরি নয়।

তিনের অপভ্রংশ।

প্লেটো রাষ্ট্রতন্ত্রের তিনটি বিভাগ করিয়া তাদের প্রত্যেকেরই এক একটা করিয়া "অপভ্রংশ" নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আমরাও এস্থলে, বীজাত্মা, দেশাত্মা ও যুগাত্মার এক একটা অপভ্রংশ কল্পনা করিতে পারি। অপভ্রংশ দুই কারণে হইতে পারে। ধরা যাক্—"ক" ও "খ" দুইটি জাতি; তাদের বীজাত্মা, দেশাত্মা ও যুগাত্মা আলাদা আলাদা। এখন "খ" যদি বিজিত হইয়া "ক"র শাসনাধীন হয়, এবং শুধু রাষ্ট্রের দিক্ দিয়া নয়, অন্যদিক্ দিয়াও "ক"র প্রভাব যদি প্রবল হয়, তবে, (১) "খ"র বীজাত্মা ধ্বংশ হইয়া না গেলেও, সঙ্কুচিত ও নিস্তেজ হইয়া রহিবে (পরতন্ত্রতার মূলেই বীজাত্মার নিস্তেজ হওয়ার কথা রহিয়াছে; আবার পরতন্ত্রতার ফলে, তার সঙ্কোচ ও নিস্তেজ হওয়া আরও বেশী হয়); (২) "খ"র নিজস্ব দেশাত্মা ও

গাত্মা দুইই ক'র দেশাত্মা ও যুগাত্মাদ্বারা আক্রান্ত, আবিষ্ট ("possessed") এবং কথঞ্চিৎ অভিভূত হইয়া পড়িবে; এই আগন্তুক দেশাত্মা ও যুগাত্মা, স্বাভাবিক দেশাত্মা ও যুগাত্মাকে হয় চাপিয়া, মুগ্ধ করিয়া নিজের অনুচিকীর্ষু করিয়া তুলিবে; নয়, তার সঙ্গে একটা অনর্থাবহ "সঙ্কর" (cross) ঘটাইয়া বসিবে; নয়ত, তার সঙ্গে একটা অসমঞ্জস রফা করিয়া লইয়া অসঙ্গত "শাসনদ্বৈধ" (dyarchy or dual government) সৃষ্টি করিবে। তিন ক্ষেত্রেই, আগন্তুক, অস্বাভাবিক দেশাত্মা ও যুগাত্মাকে "অপভ্রংশ" বলিতে হইবে। পাশ্চাত্য জাতির রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ শাসনের প্রভাবে ভারতবর্ষে দেশাত্মা ও যুগাত্মার এই ত্রিবিধ অপভ্রংশই আমরা দেখিতেছি।

অপভ্রংশের প্রকারান্তর।

অপভ্রংশ অন্য রকমেও হইতে পারে। রাজনীতি ক্ষেত্রে অথবা অন্নবস্ত্রের প্রয়োজনে পরতন্ত্রতা (dependence) হয়ত হয় নাই, অথচ কোনো জাতি নিজের আত্মরক্ষার উপায় এবং আত্মাভ্যুদয়ের পথ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ও সংস্কার বদলাইয়া ফেলিয়া, হয়ত' অন্য একটা জাতির অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। অনুকরণ না করিলে নিজেকে বাঁচাইবার উপায় নাই, অথবা যার অনুকরণ করিতেছি, তার আদর্শ ই মোটের উপর উৎকৃষ্ট—এই রকম একটা ভাব চিন্তা লইয়া হয়ত একটা পুরাতন জাতি নিজেকে "নবীন" ("up-to-date") করার চেষ্টা করিতে পারে। সে চেষ্টায় যদি তার সাবেক বুনিয়াদ অটুট থাকেত', বিশেষ কোনো কথা নাই; কিন্তু তা না হইয়া যদি, সে আপনাকে যথাসম্ভব অপরের ছাঁচে ঢালাই করিতে যায়, তবে বলিতে হইবে যে, তারও নিজস্ব দেশাত্মা ও যুগাত্মা একটা আগন্তুক দেশাত্মা ও যুগাত্মা দ্বারা আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। এও এক রকমের পরতন্ত্রতা—"cultural conquest of one race by another." জাপান ও নবীন তুর্কী অবস্থার চাপে, অথবা "উচ্চতর সভ্যতার" অনুচিকীর্ষায় কতকটা এই রকম আধ্যাত্মিক দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে বা দিতেছে কি না, তাও তথ্যগ্রাহী ভাবুকেরা ভাবিয়া দেখিবেন।

বীজাত্মা সতেজ থাকিলে, এই অপভ্রংশগুলি হবার সম্ভাবনা অল্প থাকে। পক্ষান্তরে, যে যে উপায় অবলম্বনে বীজাত্মা সতেজ ও "স্বে মহিম্নি" প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সেই সেই উপায় দ্বারাই অপ-দেশাত্মা অথবা অপ-যুগাত্মার "আবেশ" কাটাইয়া জাতি নিজেকে মুক্ত ও নিজের জীবনকে স্বাভাবিক করিতে পারে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

তিন ভাবের পরীক্ষক।—
কূপ-মণ্ডূকতা।

জাতীয় কল্যাণের জন্যই যে [illegible] আবেশ কাটাইবার আবশ্যকতা আছে,এমন নয়; কোনো জাতি নিজেকে—নিজের বিশিষ্টভাবসাধনা ও কর্ম্মসাধনা—ঠিক ভাবে কোনো মতেই বুঝিতে পারিবে না, যতক্ষণ না তার বুদ্ধি-বিবেকের উপর হইতে ঐ রকম বিজাতীয় আবেশের ঘোর সরিয়া যাইতেছে। কোনো সংস্কারের দ্বারাই যিনি বাধ্য নন, অথচ কল্পনা যাঁর অপরিসীম ও সমবেদনা যাঁর সর্ব্বতোগামী, তিনিই তথ্যের ও তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষক, সন্দেহ নাই। এভাবে "আপ্ত" যাঁরা, তাঁদের বাক্য প্রমাণ। কিন্তু "আপ্ত" বাদ দিয়া সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর পরীক্ষক আমরা পাই। ১ম—বিজাতীয় এক দেশাত্মা-যুগাত্মা অন্য এক দেশাত্মা যুগাত্মাকে পরীক্ষা করিতেছে। (পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন দেশের সভ্যতা যে ভাবে পরীক্ষা করিতে গিয়াছেন); ২য়—পরীক্ষক বা আলোচক (critic), হয়ত বাহ্যতঃ সজাতীয়, কিন্তু "অপভ্রংশ আত্মা" দ্বারা অভিভূত বলিয়া, আসলে বিজাতীয়; যেমন, পাশ্চাত্য সংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া আমরা কেহ কেহ ভারতবর্ষকে "খাঁটি" করিয়া বুঝিতে গিয়াছি, এবং না বুঝিয়াও বুঝিলাম ভাবিয়াছি; ৩য়—জাতির নিজ আত্মাই নিজেকে পরীক্ষা আলোচনা করিতেছে; অর্থাৎ, ভারতীয় দৃষ্টি লইয়াই ভারতকে বুঝিতে চাহিতেছে। বলা বাহুল্য, এই ত্রিবিধ পরীক্ষকের মধ্যে শেষের পরীক্ষকই বিশ্বস্ত। তাঁর [illegible] "কূপমণ্ডূক" হবার আশঙ্কা কিছু আছে বটে; তবে ভরসার কথা এই যে, পরে[illegible] কূপের সঙ্গে নিজেরটার তুলনা করিতে না পারুন, অন্ততঃ নিজের কূপটা তিনি [illegible]বেন, এবং [illegible] সম্বন্ধে তাঁর ভুল হবার সম্ভাবনা তেমন নাই। অন্য কূপের বেঙ যদি কূপে কূপে বেড়াইয়া দেখিবার ক্ষমতা ধরিয়া থাকেন ত, তিনি আর কূপের মণ্ডূকই নন; তিনি সাগরের বাসিন্দা, সাগরের খবর রাখেন। কিন্তু দেশে দেশে ঘুরিলেই, আর দেশ বিদেশের কালচার চাকিয়া বেড়াইলেই সাগরের বাসিন্দা হওয়া যায় না, এবং বিভিন্ন দেশের "দেশাত্মা" ও "বীজাত্মার" পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলে, নিজের কূপে বসিয়াই পরের কূপের "চর্চ্চা" করা ছাড়া বড় বেশী কিছু ঘটিয়া উঠে না। তাতে, নিজের কূপে বসিয়া লম্ফঝম্পের বহর অনুসারে, "এ কূপটা এত বড়, ও কূপটা এত বড়"—ইত্যাকার "তুলনা" যতই করা চলুক না কেন, তাতে কিন্তু সত্যের কোনো কিনারা

স্পর্শ করা হইতেছে কি না বলা যায় না। নিজের "কূপটি" ভাল মতে বোঝার পক্ষে সেটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে "দেখা" চাই, অর্থাৎ, সেখানকার বাসিন্দা হওয়া চাই। তার উপর, তুলনা করিয়া, যাচাই করিয়া বোঝার জন্য (১) যদি অন্য কূপ "দেখিয়া', আসার সম্ভাবনা থাকে ত' উত্তম; না থাকে ত' অন্ততঃ (২) "ঘরে বসিয়াই" যতটা পারা যায় পরের খাঁটি খবর লইবার চেষ্টা করিতে হয়। ঘরেরই হউক আর পরেরই হউক, সন্ধান পাইবার এবং পাইয়া বুঝিবার একটা বিশিষ্ট "সাধনা" আছে; এবং সে সাধনা ঘরের সন্ধান লইয়াই সুরু করিতে হয়।

এ, বি, কিথ্ সাহেব তাঁর "Religion and Philosophy of the Vedas" গ্রন্থে (পৃঃ ৫৪ ইত্যাদি) সত্যই বলিয়াছেন যে, "আর্য্য', (Virchow যেটাকে "Pure myth" বলিয়াছিলেন; ম্যাক্স মূলার বলেন—যারা আর্য্য ভাষা বলে, তারাই আর্য্য; "Aryan race is as inadequate as a dolichocephalic grammer or a brachycephalic grammer") সভ্যতার কোন্ ভাগ যে নিজস্ব, আর কোন্ ভাগ যে আগন্তুক (Pre-Aryan or due to foreign influence), তা নির্ণয় করা মোটেই সহজ নয়। একই "মাল" (যেমন, উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব) কেহবা আর্য্য-বৈশিষ্ট্যসম্ভূত (finest expression of true Aryan spirit), কেহবা মূলতঃ অনার্য্য-সংসর্গ হইতে প্রাপ্ত (fundamentally non-Aryan and in essance Dravidian—যথা, G. W. Brown—Studies in honour of Bloomfield, pp. 75 ff,) বলেন। প্রতিমাপূজা, যতিধর্ম্ম, জন্মান্তরবাদ—এ সব সম্বন্ধেও 'এটা [illegible] ওটা দ্রাবিড়', বা [illegible] 'আর্য্য, ওটা ঐ[illegible]', এভাবে নির্দ্দেশ করাও সহজ নয়। রুদ্র প্রভৃতি দেবতা সম্বন্ধেও ঐ কথা। আমাদের মনে হয়, এ সব গোড়াকার তত্ত্ব ও ভাব লইয়া জাতিদের ভিতরে "মহাজন ও খাতক" সম্পর্ক দেখাইতে যাওয়ায় লাভ নাই। এ সমস্ত "বীজ" কোনো জাতির এক চেটিয়া নয়—যতই না এদের বিকাশে বৈচিত্র্য হইয়া থাকুক। মানুষের যে সমস্ত প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা পাই, তাতে পৃথিবীর নানা স্থানে "অসভ্য" সমাজের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের মিলই বেশী দেখিতে পাই—পাথরের হাতিয়ার তৈয়ারি, "ম্যাজিক', অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনেক বিষয়ে। অথচ, সকলে পরামর্শ করিয়া করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। "মহাজন ও খাতক" থিওরিও বিশেষ সাহায্য করে না। পরবর্ত্তী যুগে, মিশর, ভারত, ব্যাবিলন, চীন, পেরু প্রভৃতি দেশে ধর্ম্মবিশ্বাস

ও আখ্যায়িকাগুলিও মুখ্যতঃ একরকম আকারেই গড়িয়া উঠিয়াছিল, দেখি। D. Mackenzie "Indian Mythology and Legend" গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, এদেশে প্রজাপতি, ব্রহ্মা, সোম প্রভৃতি এবং মিশরে Horus, Ra, Ptah, Khnumu প্রভৃতির মধ্যে কতটা ঘনিষ্ঠ মিল রহিয়াছে। ব্রহ্মা এবং Ra দু'জনেই অণ্ডজ। Horus প্রজাপতি ব্রহ্মার মতনই কারণার্ণবে পদ্মসম্ভব। চীনে P'an Kuও তুলনীয়। অন্য দেশেও এইরূপ অনেকটা। তলাইয়া দেখিলে মনে হয়, কতকগুলি মানব-সাধারণ গভীর উৎস হইতেই এই সমস্ত বিশ্বাস, ভাব ও অনুষ্ঠানের ধারাগুলি নিঃসৃত হইয়াছে। পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইয়াছে সন্দেহ নাই। সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন (বিকাশ বা সঙ্কোচ) ধীরে ধীরে না হইয়া এত অকস্মাৎ ও বিপুল আকারে হইয়াছে যে, তাকে "evolution" না বলিয়া "mutation" বলাই সঙ্গত। প্যালিওলিথিক্ শিল্পকলার দিক্ দিয়া এরকম ধারা হঠাৎ পরিবর্ত্তন পাশ্চাত্য পরীক্ষকেরা লক্ষ্য করিয়াছেন; এবং লুই স্পেন্স প্রভৃতি কেহ কেহ ব্যাখ্যার গরজে "লুপ্ত এট্‌লান্টিস্" প্রভৃতিও মানিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে, আমাদের মনে হয়, তিনটি সম্ভাবনায় যথেষ্ট খেয়াল রাখা আবশ্যক। ১ম—মানুষসাধারণ হেতুসমূহ হইতে এই সমস্ত সাধারণ বিশ্বাস, ভাব ও অনুষ্ঠানগুলির উদ্ভব; ২য়—লোকোত্তর ভূমি হইতে মানুষে এ সমস্তের "বীজাধান" ও প্রেরণা; ৩য়—বিভিন্ন মানুষ-সমাজের সংসর্গ এবং আদানপ্রদান (এই শেষেরটির ভিতরে লুপ্ত এট্‌লান্টিস্ বা লেমুরিয়ার "দান" গুলিও ধর্ত্তব্য)।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ইতিহাসে সতর্কতা।

ইতিহাস, বিশেষতঃ ভাবাভিব্যক্তি ও সমাজাভিব্যক্তির ইতিহাস লিখিতে বসিয়া কত সতর্ক হইয়া, কতদূর অধিকারী হইয়া, এবং কতদিকে অন্যথাভাব ও অন্যথাসিদ্ধির কত সম্ভাবনা মনে আঁচ করিয়া লইয়া, চলিতে হয়, তাহা এই দীর্ঘ ভূমিকায় সংক্ষেপে অনেক কথার অবতারণা করিয়া দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইতিহাসের খাঁটি তথ্য এবং বিকৃত, আংশিক তথ্য বা তথ্যাভাস—এ দুয়ের মধ্যে সতর্কভাবে বাছাই করার প্রয়োজন দেখাইয়াছি।১

তথ্য ও বৈতথ্য—দুয়ের মাঝে নানান্ "ধাপ" (grade) আছে। যেমন, ভারতবর্ষে প্রাচীন আর্য্যেরা সোমলতার রসকে "ভৌতিক" রস ভাবিয়া স্তবস্তুতি করিতেন, যজ্ঞে ব্যবহার করিতেন এবং "সেবন" করিতেন—শুধু এই কথাটা বলিলে, তথ্যও হইল না, বৈতথ্য (মিথ্যা) ও হইল না।

তথ্যের একদেশদর্শী।

আর্য্যেরা সত্যসত্যই সোমবল্লীর রস নিঙ্গড়াইয়া বাহির করিয়া যজ্ঞে ব্যবহার করিতেন, এবং নানা রকমের "মন্ত্র তন্ত্র" সহযোগে তাহা সেবন করিতেন। যাঁরা কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক বা অন্যরূপ ব্যাখ্যা দিবার পক্ষপাতী, তাঁরা তথ্যের একদেশদর্শী। যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি কোনোকালেই একেবারে রূপক বা প্রতীক ছিল না; অথবা, এক বলিতে গিয়া, সেটা আদৌ না বুঝাইয়া, অপর একটা কিছু বুঝাইত না। সত্যসত্যই যজ্ঞ ছিল, এবং

---

[১] Dr. A. A. Macdonell সাহেবের "A History of Sanskrit Literature" ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে "আধুনিক শিষ্ট সমাজে" পরিগৃহীত একখানা গ্রন্থ। ঐ গ্র হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া আমরা শুনাইতেছি:—" Though it has touche excellence in most of its branches, Sanskrit literature has mainly achieved greatness in religion and philosophy, The Indians are the only division of the Indo-European family which has created a great national religion—Brahmanism—and a great world-religion—Buddhism, while all the rest, far from displaying originality in this sphere, have long since adopted a foreign faith, The intellectual life of the Indians has, in fact, all along been more dominated by religious thought than that

মন্ত্র আওড়াইয়া, নানা রকমের "তুক্‌তাক্‌" করিয়া যজ্ঞের আগুনে ঘি ঢালার ব্যবস্থা সত্য সত্যই ছিল। শ্রুতি কামদুঘা; শ্রুতি দোহন করিয়া নানারকমের "তাৎপর্য্য" বাহির করা খুবই চলে। নানা স্তরের "তত্ত্ব" শ্রুতিবাক্যগুলির মধ্যে দেওয়া ছিল; এবং ঋষিরা, ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে, নানা স্তরের তত্ত্ব শ্রুতি-স্বরভি দোহন করিয়া পাইয়াছিলেন, এবং অধিকার বিচারে "সেবন" করিয়া চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য, স্পষ্ট আধিভৌতিক "ব্যাখ্যা"টা যেমন সত্য, প্রচ্ছন্ন আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ব্যাখ্যাও তেমনিধারা সত্য; এবং এ সকল ব্যাখ্যা যে আমাদেরই "মন গড়া" এমন নয়। বাহ্য অগ্নিহোত্র এবং আন্তর (বা আধ্যাত্মিক) অগ্নিহোত্র—এ দুই-ই গোড়াগুড়ি প্রচলিত ছিল; যাঁরা বাহ্য অগ্নিহোত্র করিতেন, তাঁরা আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্রের রহস্য অবগত হইতে সচেষ্ট থাকিতেন; বাহিরে ও ভিতরে দুই অগ্নিহোত্রের মিলন ঘটাইতে না পারিলে, তাঁরা কৃতকৃত্য নিজেদের কখনই মনে করিতেন না।

আগে বাহিরের অনুষ্ঠানটাই ছিল, পরে তার ভিতরে একটা "রহস্য" ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে—বিলাতী পণ্ডিতদের সাধারণ এ মত অপসিদ্ধান্ত;

বাহ্য ও আধ্যাত্মিক যুগপৎ।

আগেই আমরা বলিয়াছি যে, বাহ্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠাতাকে সকল সময়ে "শিশু," আর আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠাতাকে "প্রবীণ" মনে করিয়া, অথবা এ "থিওরি" লইয়া বেদব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলে সমূহ বিপদ্‌। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক – এ দুই অনুষ্ঠানই যুগপৎ পাশাপাশি চলিয়া আসিয়াছে। কোনো কোনো অনুষ্ঠাতা হয়ত রহস্যটির দিকে খেয়াল কিছু কম রাখিয়া বাহ্য অনুষ্ঠানটার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়া থাকিবেন তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া, অথবা চেতাইয়া দেবার জন্য শ্রুতি নানা

---

of any other race. The Indians moreover, developed independently several systems of philosophy which bear evidence of high speculative powers. The great interest, however, which these two subjects must have for us lies, not so much in the results they attained, as in the fact that every step in the evolution of religion and philosophy can be traced in Sanskrit Literature."

"The importance of ancient Indian literature as a whole largely consists in its originality. Naturally isolated by its gigantic mountain barrier in the north, the Indian peninsula has ever since the Aryan invasion formed a world apart, over which a unique form of Aryan civilisation

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ইতিহাসে সতর্কতা।

ইতিহাস, বিশেষতঃ ভাবাভিব্যক্তি ও সমাজাভিব্যক্তির ইতিহাস লিখিতে বসিয়া কত সতর্ক হইয়া, কতদূর অধিকারী হইয়া, এবং কতদিকে অন্যথাভাব ও অন্যথাসিদ্ধির কত সম্ভাবনা মনে আঁচ করিয়া লইয়া, চলিতে হয়, তাহা এই দীর্ঘ ভূমিকায় সংক্ষেপে অনেক কথার অবতারণা করিয়া দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইতিহাসের খাঁটি তথ্য এবং বিকৃত, আংশিক তথ্য বা তথ্যাভাস—এ দূরের মধ্যে সতর্কভাবে বাছাই করার প্রয়োজন দেখাইয়াছি।[১]

তথ্য ও বৈতথ্য—দুয়ের মাঝে নানান্ "ধাপ" (grade) আছে। যেমন, ভারতবর্ষে প্রাচীন আর্য্যেরা সোমলতার রসকে "ভৌতিক" রস ভাবিয়া স্তবস্তুতি করিতেন, যজ্ঞে ব্যবহার করিতেন এবং "সেবন" করিতেন—শুধু এই কথাটা বলিলে, তথ্যও হইল না, বৈতথ্য (মিথ্যা) ও হইল না। আর্য্যেরা সত্যসত্যই সোমবল্লীর রস নিঙ্গড়াইয়া বাহির করিয়া যজ্ঞে ব্যবহার করিতেন, এবং নানা রকমের "মন্ত্র তন্ত্র" সহযোগে তাহা সেবন করিতেন। যাঁরা কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক বা অন্যরূপ ব্যাখ্যা দিবার পক্ষপাতী, তাঁরা তথ্যের একদেশদর্শী। যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি কোনোকালেই একেবারে রূপক বা প্রতীক ছিল না; অথবা, এক বলিতে গিয়া, সেটা আদৌ না বুঝাইয়া, অপর একটা কিছু বুঝাইত না। সত্যসত্যই যজ্ঞ ছিল, এবং

তথ্যের একদেশদর্শী।

---

[১] Dr. A. A. Macdonell সাহেবের "A History of Sanskrit Literature" ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে "আধুনিক শিষ্ট সমাজে" পরিগৃহীত একখানা গ্রন্থ। ঐ গ্র হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া আমরা শুনাইতেছি:—" Though it has touche excellence in most of its branches, Sanskrit literature has mainly achieved greatness in religion and philosophy, The Indians are the only division of the Indo-European family which has created a great national religion—Brahmanism—and a great world-religion—Buddhism, while all the rest, far from displaying originality in this sphere, have long since adopted a foreign faith, The intellectual life of the Indians has, in fact, all along been more dominated by religious thought than that

মন্ত্র আওড়াইয়া, নানা প্রকারের 'তুক্‌তাক্' করিয়া যজ্ঞের আগুনে ঘি ঢালার ব্যবস্থা সত্য সত্যই ছিল। শ্রুতি কামদুঘা ; শ্রুতি দোহন করিয়া নানারকমের "তাৎপর্য্য" বাহির করা খুবই চলে। নানা স্তরের "তত্ত্ব" শ্রুতিবাক্যগুলির মধ্যে দেওয়া ছিল ; এবং ঋষিরা, ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে, নানা স্তরের তত্ত্ব শ্রুতি-সুরভি দোহন করিয়া পাইয়াছিলেন, এবং অধিকার বিচারে "সেবন" করিয়া চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য, স্পষ্ট আধিভৌতিক "ব্যাখ্যা"টা যেমন সত্য, প্রচ্ছন্ন আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ব্যাখ্যাও তেমনিধারা সত্য ; এবং এ সকল ব্যাখ্যা যে আমাদেরই "মন গড়া" এমন নয়। বাহ্য অগ্নিহোত্র এবং আন্তর (বা আধ্যাত্মিক) অগ্নিহোত্র—এ দুই-ই গোড়াগুড়ি প্রচলিত ছিল ; যাঁরা বাহ্য অগ্নিহোত্র করিতেন, তাঁরা আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্রের রহস্য অবগত হইতে সচেষ্ট থাকিতেন ; বাহিরে ও ভিতরে দুই অগ্নিহোত্রের মিলন ঘটাইতে না পারিলে, তাঁরা কৃতকৃত্য নিজেদের কখনই মনে করিতেন না।

আগে বাহিরের অনুষ্ঠানটাই ছিল, পরে তার ভিতরে একটা "রহস্য" ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে—বিলাতী পণ্ডিতদের সাধারণ এ মত অপসিদ্ধান্ত ;

বাহ্য ও আধ্যাত্মিক যুগপৎ।

আগেই আমরা বলিয়াছি যে, বাহ্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠাতাকে সকল সময়ে "শিশু," আর আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠাতাকে "প্রবীণ" মনে করিয়া, অথবা এ "থিওরি" লইয়া বেদব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলে সমূহ বিপদ্। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক – এ দুই অনুষ্ঠানই যুগপৎ পাশাপাশি চলিয়া আসিয়াছে। কোনো কোনো অনুষ্ঠাতা হয়ত রহস্যটির দিকে খেয়াল কিছু কম রাখিয়া বাহ্য অনুষ্ঠানটার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়া থাকিবেন তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া, অথবা চেতাইয়া দেবার জন্য শ্রুতি নানা

---

of any other race. The Indians moreover, developed independently several systems of philosophy which bear evidence of high speculative powers. The great interest, however, which these two subjects must have for us lies, not so much in the results they attained, as in the fact that every step in the evolution of religion and philosophy can be traced in Sanskrit Literature."

"The importance of ancient Indian literature as a whole largely consists in its originality. Naturally isolated by its gigantic mountain barrier in the north, the Indian peninsula has ever since the Aryan invasion formed a world apart, over which a unique form of Aryan civilisation

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

“ফন্দি” অবলম্বন করিয়াছেন। কঠ, ছান্দোগ্য প্রভৃতি সকল উপনিষদের আসল লক্ষ্যই হইতেছে এই দিকে—কেমন করিয়া অগ্নিহোত্রী যাজ্ঞিকেরা অনুষ্ঠান-বাহুল্যের মাঝেও তত্ত্বের সূত্রটি হারাইয়া দিশেহারা হইয়া না যান। অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠান কোনোখানেই তাঁরা উড়াইয়া দেন নাই। কেহ কেহ রহস্যবিৎ হইয়া এবং রহস্যের সত্য পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বাহ্য অগ্নিহোত্রাদিতে নিরীহ ও অধ্যবসায়শূন্য হইতেন বটে; কিন্তু শ্রুতি, যে বাহ্য অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজেকে সংস্কৃত করে নাই, তাহাকে আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্রাদির অনধিকারী সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। বাহ্য অনুষ্ঠানটিকে পূর্ণ ও অবিকল ভাবে সম্পাদন করার দিকে শ্রুতির বিধি ছিল। কেননা, পূর্ণ ও অবিকল ভাবে কোনও অনুষ্ঠান করার চেষ্টা না করিলে, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠারূপ ব্রতের প্রতিষ্ঠা হয় না; এবং সে ব্রতের প্রতিষ্ঠা না হইলে বীর্য্য বা তেজঃ লাভ হয় না; এবং বীর্য্যলাভ না হইলে আত্মলাভ হয় না।

মৈত্র্যুপনিষৎ গোড়াতেই বলিতেছেন—“ব্রহ্মযজ্ঞো বা এষ যৎ পূর্ব্বেষাং চয়নং তস্মাদ্ যজমানশ্চিত্বৈতানগ্নীনাত্মানমভিধ্যায়েৎ।” পূর্ব্বগামীরা অগ্নি চয়ন করিয়া যে যজ্ঞ করিতেন, সে যজ্ঞ ব্রহ্ম যজ্ঞ; অতএব যজমান এই সকল অগ্নি চয়ন করিয়াই আত্মাকে ধ্যান করিবেন। সে যজ্ঞও আবার পূর্ণ ও অবিকল ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক—“স পূর্ণঃ খলু বা অদ্ধাঽবিকলঃ সংপদ্যতে যজ্ঞঃ”। পূর্ব্বগামীদের মধ্যে কেহ কেহ বাহ্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইয়াছেন, এমন কথা শ্রুতিতে থাকিলেও, শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন:—“অতোঽনগ্নিহোত্রানগ্নিচিদজ্ঞানভিধ্যায়িনাং ব্রহ্মণঃ পদব্যোমানুস্মরণং বিরুদ্ধং তস্মাদগ্নির্যষ্টব্যশ্চেতব্যঃ স্তোতব্যোঽভিধ্যাতব্যঃ”—যাঁরা যথাবিধানে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, অগ্নিচয়ন প্রভৃতি করেন না, তাঁরা ব্যোমবৎ “তদবিষ্ণোঃ পরমপদং” অনুসন্ধান করিতে অসমর্থ

বাহ্য অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা।

---

rapidly spread, and has ever since prevailed. When the Greeks, towards the end of the fourth century B. C., invaded the North-West, the Indians had already fully worked out a national culture of their own unaffected by foreign influences. And, in spite of successive waves of invasion and conquest by Persians, Greeks, Scythians, Muhammadans, the national development of the life and literature of the Indo-Aryan race remained practically unchecked and unmodified from without down to the era of

হন। সুতরাং অগ্নির চয়ন প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য। ছান্দোগ্য এবং অন্যান্য শ্রুতিও নিবৃত্তি মার্গের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিলেও, সত্ত্বশুদ্ধি-বিধায়ক অগ্নিহোত্রাদির পরিত্যাগের ব্যবস্থা দেন নাই। "অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা"—ইহাই তাঁদের পূর্ব্ব মীমাংসা; এবং "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"—ইহা তাঁদের উত্তর মীমাংসা। পূর্ব্ব মীমাংসা "নাকচ" করিয়া দিয়া উত্তর মীমাংসা নয়। পূর্ব্ব মীমাংসা পূর্ব্ব ভূমি বা অধিকার, উত্তর মীমাংসা উত্তর ভূমি বা অধিকার। শারীরক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্ব-মীমাংসার "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্য মতদর্থানাং"—এই নীতির খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু সে খণ্ডনের মূল কথা এই যে, ব্রহ্মাববোধ ও ব্রহ্মজ্ঞান "ক্রিয়া" বা "ক্রিয়াজন্য" নহে। "নন্থ জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া। ন। বৈলক্ষণ্যাৎ। ক্রিয়া হি নাম সা, যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে, পুরুষ চিত্তব্যাপারাধীনাচ। যথা "যস্মৈ দেবতায়ৈ হবি গৃহীতং" * * "সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েত" ইতি চৈবমাদিষু। ধ্যানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং তথাপি পুরুষেণ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং, পুরুষতন্ত্রত্বাৎ। জ্ঞানং তু প্রমাণজন্যম্। প্রমাণং চ যথাভূতবস্তুবিষয়ং, অতো জ্ঞানং কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুমশক্যম্।"—ইত্যাদি বিচারে ব্রহ্ম-জ্ঞান ক্রিয়া-সমুৎপাদ্য বলিয়া শঙ্করাচার্য্য মনে করিতে পারেন নাই। আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। তবে, "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" এই আরম্ভ সূত্রের "অথ" পদটির ব্যাখ্যায় তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে—"তস্মাৎ কিমপি বক্তব্যং যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যত ইতি। উচ্যতে, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকঃ, ইহামুত্রার্থ-ভোগ-বিরাগঃ, শম-দমাদি-সাধন-সম্পৎ, মুমুক্ষুত্বং চ। তেষু হি সৎসু প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ঊর্দ্ধং চ শক্যতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুং চ, ন বিপর্য্যয়ে। তস্মাদথশব্দেন যথোক্ত-সাধন-সম্পত্ত্যানন্তর্য্যমুপদিশ্যতে।" বলা বাহুল্য যে, অহেতুকরূপে এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্নতা আসিতে পারে না; তার জন্য রীতিমত "সত্ত্ব শুদ্ধি" চাই, এবং সত্ত্বশুদ্ধির

British occupation. No other branch of the Indo-European stock has experienced an isolated evolution like this. No other country except China can trace back its language and literature, its religious beliefs and rites, its domestic and social customs, through an uninterrupted development of more than three thousand years."

"A few examples will serve to illustrate this remarkable continuity in Indian civilisation. Sanskrit is still spoken as the tongue of the learned by thousands of Brahmans as it was centuries before our era. Nor has it

নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাদি চাই। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক, এই ভাবে পরম্পরা সম্বন্ধে, অগ্নিহোত্রাদি বাহ্য অনুষ্ঠানের চরম ফল উৎপাদনের পক্ষে উপযোগিতা খাঁটি বেদান্তের আচার্য্যগণ মানিয়া গিয়াছেন।

অন্বয় ও ব্যতিরেক সিদ্ধান্ত।

অধিকন্তু, অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানের আকার প্রকার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে, আমরা ব্যতিরেক মুখে একটা এবং অন্বয় মুখে দুইটা সিদ্ধান্ত—এই তিনটা সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়াই মনে করার হেতু দেখিতে পাই। ১ম—অনুষ্ঠানগুলি গোড়ায় অর্থহীন ম্যাজিকের "তুক্‌তাক্", অথবা ঐ ধরণের একটা কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না; অর্থাৎ পশ্চিমের অনেক পণ্ডিতে এগুলির যে নিদান দেখাইয়া থাকেন, সে নিদান অনেক স্থলেই অসার বলিয়া মনে হয়। ২য়—বরং এক একটা "রহস্য" (প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ও অর্থ) লইয়াই এগুলি চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ৩য়—অনেক জায়গায় পরে হয়ত সে "রহস্য" একেবারেই লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছিল; কাজেই বাহ্যতঃ, সে সব ক্ষেত্রে, অনুষ্ঠানগুলি অনেকটা, অথবা সম্পূর্ণরূপে, অর্থহীন তুক্‌তাকেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখনকার বর্ব্বরসমাজ প্রচলিত অনেক অনুষ্ঠানের মূল এই প্রকারে রহস্যবিস্মৃতির মধ্যেই ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে "বুনোরা" এমন অনেক অনুষ্ঠান এখনও শুধু অন্ধ বিশ্বাসে করিয়া যাইতেছে, যে গুলি হয়ত,এক সময় তাদেরই সভ্যতর "পূর্ব্ব পুরুষেরা" (আমরা সভ্য জাতিরও, অধঃপতনের ফলে বা অন্য কারণে. বর্ব্বরতা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছি) "সজ্ঞানে" প্রতিপালন করিত; অথবা যে গুলি, এমন সভ্য জাতির অনুচিকীর্ষার ফলে অথবা দীক্ষার প্রসাদে প্রাপ্ত, যারা "সজ্ঞানে" (উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝিয়াই) প্রতিপালন করিত।

---

ceased to be used for literary purposes, for many books and journals written in the ancient language are still produced. The copying of Sanskrit manuscripts is still continued in hundreds of libraries in India, uninterrupted even by the introduction of printing during the present century. The Vedas are still learnt by heart as they were long before the invasion of Alexander, and could even now be restored from the lips of religious teachers if every manuscript or printed copy of them were destroyed. A vedic stanza of immemorial antiquity, addressed to the sun-god Savitri, is still recited in the daily worship of the Hindus. The god Vishnu, adored more than 3000 years

ভারতবর্ষের “আদিম অসভ্য”দের অনেক আচার অনুষ্ঠান, এই দুই রকমে বুঝা যাইতে পারে। কতকগুলি তাদের নিজস্ব; হয়ত সুদূর অতীত কালে যখন তারা সভ্য ছিল, তখন তারা সেগুলির রহস্য জানিত ও বুঝিত; পরে বর্ব্বরতা-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে রহস্য তারা ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু রহস্য ভুলিলেও, অন্য রকম বিশ্বাস লইয়া, সে গুলি এখনও তারা পালিয়া যাইতেছে। আবার কতকগুলি অনুষ্ঠান হয়ত তাদের নিজস্ব নয়; দ্রাবিড় সভ্যতা, আর্য্য সভ্যতার সংস্পর্শে ও প্রভাবে দীর্ঘকাল থাকিয়া, তারা সে অনুষ্ঠানগুলি (রহস্য না বুঝিয়াই বা বোঝার অধিকারী না হইয়াই) নিজেদের ভিতরে “শোষণ” করিয়া লইয়াছে।

এটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কোনো সভ্যসমাজই সর্ব্বস্তরে সমভাবে সভ্য নয়; সুতরাং, এটা হওয়া খুব স্বাভাবিক যে, অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানের (Practiceএর) সূত্র (Theory) অথবা রহস্য (Spirit), সে সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের জ্ঞানের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। বিজ্ঞানের অনেক রকম ব্যবহার আমরা এই বিজ্ঞানযুগে প্রায় প্রতিনিয়তই করিতেছি; কিন্তু আমরা অনেকেই সে সব ব্যবহার কেন, কি ভাবে করিলাম, তা বুঝি না; দু’চারজন রহস্যবিৎ থাকেন, যাঁরা Theory or Principles জানেন; অনেকে থিওরির চেহারাটা ওপর ওপর দেখিয়াছেন মাত্র; বেশীর ভাগ লোকে, থিওরি সম্বন্ধে কোন ধারণাই রাখে না, এমন কি, ধারণা করিবার মতন সামর্থ্যও রাখে না, অথচ ফল পাইবার বিশ্বাসে, শ্রেষ্ঠেরা আচরণ করিতেছে দেখিয়া, অন্ধ ভাবে, তারাও বিজ্ঞান-সংহিতার বিধিগুলি যথা সম্ভব পালিয়া যায়। একথা দৃষ্টান্ত দিয়া খোলসা করার আব-

প্রত্যেক সমাজে সভ্যতার নানা স্তর।

---

ago, has countless votaries in India at the present day. Fire is still produced for sacrificial purposes by means of two sticks, as it was in ages even more remote. The wedding ceremony of the modern Hindu, to single out but one social custom, is essentially the same as it was long before the christian era.” উদ্ধৃত অংশের উপর কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা অনাবশ্যক। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস নাই, এর কৈফিয়ৎ সাহেব যেভাবে দিয়াছেন, তা আমরা তাঁর লেখা উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি। সঙ্গে সঙ্গে বেদের প্রাচীনতা সম্বন্ধেও সাহেবের অভিমত আমরা তুলিয়া দিতেছিঃ— “History is the one weak spot in Indian literature. It is, in fact, non-existent. The total lack of the historical sense is so characteristic, that the whole course of Sanskrit literature is darkened by the shadow

শুকতা নাই। বিজ্ঞান-বিদ্যার বেলা যেমনটা হয়, সামাজিক নীতিবিদ্যা ও ধর্ম্ম-কর্ম্মের বেলাতেও তেমনটা হইয়া থাকে। দু'চারজন রহস্যবিৎ, মর্ম্মজ্ঞ রসজ্ঞ থাকেন। সকল দেশে এবং সকল কালেই ঐ রকম। বাকি সকলে এ বিষয়ে ন্যূনাধিক পরিমাণে অজ্ঞ। সমাজের—এমন কি খুব উন্নত সমাজ, যেখানে সকলেই লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, "ভোটের" অধিকার পাইয়াছে, সেখানেও —পনর আনা লোক ধর্ম্ম কর্ম্ম, সামাজিক বিধি ব্যবস্থা আচার আচরণের তত্ত্ব বা রহস্য সম্বন্ধে ঘোরতর অজ্ঞ। অথচ, তারা গতানুগতিক ভাবে কতকটা এবং কতকটা "অন্ধ" ইষ্টসাধনতা জ্ঞানে, সে গুলি পালিয়া যাইতেছে। গীতার ভাষায়—সমাজের পনের আনা লোকই, "অজ্ঞ কর্ম্মসঙ্গী"। এটা করিলে পাপ, ওটা করিলে পুণ্য; এটায় অমুক দেবতা তুষ্ট হবেন, ওটায় অমুক রুষ্ট হবেন;—এই রকমের বিশ্বাস (সব সময়ে যে অমূলক, তা নয়) তাদের অধিকাংশ প্রবৃত্তির মূলে। তত্ত্ব বা রহস্য বোঝে না, এবং বোঝার সামর্থ্যও সচরাচর ধরেনা বলিয়া, "বিদ্বান্" যিনি, তিনি সত্য (কি না, মোটের উপর লোক-কল্যাণকর) অনুষ্ঠানগুলি (স্বয়ং অনুষ্ঠানের অন্যবিধ প্রয়োজন না থাকিলেও) "যুক্ত" হইয়া আচরণ করিবেন; অন্যথা সাধারণ্যে "বুদ্ধিভেদ" উপস্থিত হইবে। আর বুদ্ধিভেদ হইলে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, সুতরাং, অধ্যবসায়-তৎপরতা কিছুই থাকে না।

---

of this defect, suffering as it does from an entire absence of exact Chronology. So true is this, that the very date of Kalidasa, the greatest of Indian poets, was long a matter of controversy within the limits of a thousand years, and is even now doubtful to the extent of a century or two. Thus the dates of Sanskrit authors are in the vast majority of cases only known approximately, having been inferred from the indirect evidence of interdependence, quotation or allusion, development of language or style. As to the events of their lives, we usually know nothing at all, and only in a few cases one or two general facts. Two causes seem to have combined to bring about this remarkable result. In the first place, early India wrote no history because it never made any. The Ancient Indians never went through a struggle for life, like the Greeks in the Persian and the Romans in the Punic wars, such as would have weaded their tribes into a nation and developed political greatness. Secondly, the Brahmans, whose task it would naturally have been to record great deeds, had early embraced the doctrine that all action and existence are a positive evil, and could therefore have felt but little inclination to chronicle historical events."

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

সমাজগুলির প্রতিবেশিত্ব।

একটা অসভ্য সমাজের ভিতরেই এই রকম বিদ্যা উপরের স্তরগুলির কোথাও কোথাও থাকে, বাকি জায়গাতে থাকে না। ভূতপূর্ব্ব-সভ্যতা-ভ্রষ্ট অসভ্য সমাজে সকল স্তরেই না বুঝিয়া "পালিয়া যাওয়া" থাকে, কিন্তু বিদ্যা লুপ্ত হইয়া যায়। আর, সভ্যসমাজের পাশে থাকার দরুণ সে সমাজের আচার আচরণ ও সংস্কারগুলি নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়া, অসভ্য সমাজ, অবিদ্যা-পূর্ব্বক, অনেক সত্য ও তত্ত্ব জীবনের "কাজে খাটাইয়া" যায়, এবং আখেরে, তাদের ফলভাগীও হইয়া থাকে। "পাশে থাকা" বলিতে বর্ত্তমান অবস্থায় এবং বর্ত্তমান যুগের "প্রতিবেশিত্ব" (neighbourhood) বুঝিলে বড় ভুল হইবে। ধরাপৃষ্ঠে জলস্থল বিভাগ কতবার ঠাঁই বদলাইয়াছে তার ঠিকানা নাই; আর জাতিগুলিও যে কত সময়, কতবার কাছাকাছি হইয়াছে, আবার দূরে ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে, তারও ঠিকানা নাই। সাঁওতাল, ভীল, কোল এখন আমাদের প্রতিবেশী; কাজেই আমাদের প্রভাব তাদের উপর যতটা বা তাদের প্রভাব আমাদের উপর যেটুকু, তা' বুঝিতে কষ্ট হয় না। [illegible], ইণ্ডোচীনে, জাভা, সুমাত্রায়, প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের বর্ব্বরেরাও যে কোনো দূর অতীতে আমাদের বা অপর কোনো সভ্য জাতির প্রতিবেশী ছিল বা থাকিতে পারে, একথা শুনিলে আমরা ম্যাপের দিকে তাকাইয়া কতকটা অবিশ্বাসে শিরঃ সঞ্চালন করি। ওয়ালেস, ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা প্রাণিজগতে "জ্ঞাতি কুটুম্ব" খুঁজিতে গিয়া কিন্তু আবশ্যকমত 'সাগর ডিঙ্গাইতে" ভয় পান নাই। ভয় পান নাই বলিয়াই, ওয়ালেস সাহেব না হউন, ডার উইন-সাহেব, মানুষকে, হনুমান না হউক "জাম্বুবানের", গোষ্ঠীভুক্ত করিতে সাহসী হইয়াছেন।

"Such being the case, definite dates do not begin to appear in Indian literary history till about 500 A. D. The Chronology of the vedic period is altogether conjectural, being based entirely on internal evidence. Three main literary strata can be clearly distinguished in it by differences in language and style, as well as in religious and social views. For the development of each of these strata a reasonable length of time must be allowed; but all we can here hope to do is to approximate to the truth by centuries. The lower limit of the second vedic stratum cannot, however, be fixed later that 500 B. C., because its latest doctrines are presupposed by Buddhism, and the date of the death of Buddha

জাতিদের বাস্তু সনাতন নয়।

সে যাহা হউক, পৃথিবী-পৃষ্ঠে জাতিগুলির বর্ত্তমান সমাবেশটিকে সনাতন ভাবিবার কোনই কারণ নাই। বায়ুমণ্ডলে বায়ুর নানাদিকে গতির মতন, বিশ্বমানব সমাজে নানান্ দল নানাদিকে ছড়াইয়াছে ও ছড়াইতেছে। একবার নয়, বারবার। আর্য্য জাতি যদি আর্কেটিক দেশেরই আদিম অধিবাসী বলিয়াই সাব্যস্ত হন (লোকমান্য তিলকের সিদ্ধান্তের ব্যাপ্তি ঠিক ততদূর নয়), তা' হইলে, এইটা ভাবিয়াই বসিয়া থাকিলে চলিবে না যে, সে জাতি, "শেষ" গ্লেসিয়ার যুগেই হউক আর যখনই হউক, একবার মাত্র ভারতবর্ষ বা ইরাণের দিকে অভিযান করিয়াছিলেন, বাস্—আর না। জাতির দেশ ছাড়িয়া বাহিরে অভিযান যে কেন হয়, তার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। নানা কারণে হইয়া থাকে। তবে যদি অন্যরূপ মনে করার বলবৎ প্রমাণ উপস্থিত না থাকে ত, এইটা মনে করাই স্বাভাবিক যে, সে কারণগুলি আচম্বিতে দেখা দিয়া আচম্বিতে মিলাইয়া যায় না; যে কুটিল রেখা (curve)র কথা আগে বার বার বলিয়াছি, সেই রকম curve এর ভঙ্গীতে তারা কাজ করিতে থাকে; সুতরাং তাদের ক্রিয়াও আকস্মিক ও ক্ষণিক নহে। যদি ইতিহাস অন্য রকম মনে করার সঙ্গত কারণ না দেখাইতে পারে ত', ইহাই ভাবিতে হইবে যে, আর্য্যজাতির মেরুনিবাস হইতে প্রবাস যাত্রার স্রোত একবার নয়, বারবার ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের দিকে চলিয়াছে।

এইভাবে আর্য্যাভিযান স্রোতের (Streams of Aryan Emigration-এর) একটা পর্য্যায় (Series) আমাদের মানিতে হয়; প্রথম স্রোত কবে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল (অবশ্য, এমিগ্রেশন থিওরি আপাততঃ মানিয়া এই

---

has been with a high degree of probability calculated, from the recorded dates of the varions Buddhist Councils to be 480 B. C. With regard to the commencement of the vedic age, there seems to have been a decided tondency among Sanskrit scholars to place it too high. 2000 B. C. is commonly represented as its starting-point. Supposing this to be corrcct, the truly vast period of 1500 years is required to account for a development of language and thought hardly greater than that between the Homeric and the Attic age of Greece. Professor Max Muller's earlier estimato of 1200 B., C., formed forty years ago, appears to be much nearer the mark. A lapse of three centuries, say from 1300—1000 B. C., would amply account for the difference between

কথা বলিতেছি, তা কে বলিবে? হয়ত প্রথম স্রোত আসা ও দ্বিতীয় স্রোত আসার মাঝে শত সহস্র বৎসরের ব্যবধান ছিল। হয়ত এমন হইতে পারে যে, প্রথম ধারাটি ভারতবর্ষে আসিয়া কিছু দিন পরে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল; এমন কি হয়ত চারিধারের অনার্য্য সভ্যতার প্রভাবে বিকৃত ও স্বভাবভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল; সমগ্রভাবে না হইলেও, আংশিক ভাবে। তার প্রভাব ও চিহ্ন কিন্তু ভারতে রহিয়া গেল। তারপর হয়ত শত শত বৎসর পরে, দ্বিতীয় স্রোতটি আসিয়া উপস্থিত হইল। এটি আসিয়া প্রথমবারের ক্ষীণ আর্য্য-প্রভাবটিকে একটু চেতাইয়া ও জাঁকাইয়া দিল। কিন্তু এ দ্বিতীয় বারের "ধাক্কা" (Stimulus or Impetus)তেও হয়ত ভারতবর্ষ "আর্য্য" (Aryanised) হইল না। তারপর, তৃতীয় স্রোত (Aryan Stimulus) আসিল; চতুর্থ, পঞ্চম, ইত্যাদি। আলাদা আলাদা ভাবে এ প্রস্তাবগুলি যা' করিতে পারে নাই, সমুচ্চয়ে ("Summation of Stimuli") বহুদিনে হয়ত তারা সে কাজ করিল। ভারতে আর্য্যপ্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। অনার্য্য প্রভাব, একেবারে অস্তমিত না হইলেও, আর্য্যপ্রভাবের দ্বারা অভিভবগ্রস্ত হইল।

অভিযানের
"সিরিজ"।

---

what is oldest and newest in Vedic hymn poetry. Considering that the affinity of the oldest form of the Avestan language with the dialect of the Vedas is already so great that, by the mere application of phonetic laws, whole Avestan stanzas may be translated word for word into Vedic, so as to produce verses correct not only in form but in poetic spirit; considering further, that if we knew the Avestan language at as early a stage as we know the Vedic, the former would necessarily be almost identical with the latter, it is impossible to avoid the conclusion that the Indian branch must have separated from the Iranian only a very short time before the beginnings of Vedic literature, and can therefore have hardly entered the North-West of India even as early as 1500 B. C. All previous estimates of the antiquity of the Vedic period have been outdone by the recent theory of Professor Jacobi of Bohn, who supposes that period goes back to at least 4000 B. C. This theory is based on astronomical calculation connected with a change in the beginning of the seasons, which Professor Jacobi thinks has taken place since the time of the Rigveda. The whole estimate is, however, invalidated by the assumption of a doubtful, and even improbable, meaning in a vedic word, which forms the very

আর্য্য ও অনার্য্য —অন্নাদ ও অন্ন।

অবশ্য, ঋষিরা শ্রুতিতে জগতে যে "অন্ন অন্নাদ", অগ্নিষোমীয় সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আর্য্য অনার্য্যদের ভিতরেও সেই অগ্নিষোমীয় সম্পর্ক দাঁড়াইয়া যায়। অর্থাৎ, আর্য্যেতর সভ্যতা (সভ্যতা অল্পবিস্তর, একভাবে না হয় অন্যভাবে, সকল সমাজেই ছিল এবং আছে; আমরা যাদের বর্ব্বর আখ্যা দিই, তাদের ভিতরেও আছে; "ঐতিহাসিক"দের মতে, আর্য্যজাতির আগমনের আগে ভারতবর্ষে, এমন কি ইউরোপেও, কেবল বন্য বর্ব্বরেরাই বাস করিত না; অনেক সুসভ্য ও সমৃদ্ধ আর্য্যেতর জাতি বাস করিত; জাতিতত্ত্বের দিক্ দিয়া আলোচনা Racial History of Man, Dixson, 1923, এবং রিজলির বই প্রভৃতি দ্রষ্টব্য;) বিজেতা আর্য্যসভ্যতার কাছে "অন্ন" বা "সোম" রূপে গৃহীত হয়। ইহার ইংরাজি নাম—assimilation. তবে, আর্য্য খাইয়াই যান, আর অনার্য্য তার খোরাক যোগাইয়াই যান, এমন নয়। দুয়ের মধ্যে দস্তর মত "খাওয়া-খাওয়ি" চলে। ফলে দুইটটাই বেশ বদলাইয়া যায়। বিজেতা আর্য্যসভ্যতার আকৃতি প্রকৃতিই মোটামুটি বাহাল থাকিয়া যায়। সভ্যতা বস্তুটাকেই আর্য্যেরা নিজেদের ধারণা-মত "গড়ন" দিতে থাকেন। আর্য্যদের সংস্কারমত সভ্যতার একটা যথার্থ আকৃতি আছে; যে সভ্যতার আকৃতি সেই আদর্শের সঙ্গে মেলে না, সে সভ্যতা "অসভ্যতার" সামিল হইয়া যায়, কাজেই শিষ্টজন-পরিগৃহীত আর থাকে না; অনার্য্যজুষ্ট হইয়া থাকে।

---

starting-point of the theory. Meanwhile we must rest content with the certainty that vedic literature in any case is of considerably higher antiquity than that of Greece." Jacobi সাহেবের বৈদিককাল সম্বন্ধে গণনা এক কথায় ম্যাক্‌ডোনেল উড়াইয়া দিলেন; লোকমান্য তিলকের ("Orion" গ্রন্থে এবং "Arctic Home" গ্রন্থে) এ সম্পর্কে গবেষণা ও সিদ্ধান্তের "নাম গন্ধ"ও তিনি করিলেন না। অথচ, এই সমস্ত কল্পনা জল্পনার মূল ভিত্তি যে কত কাঁচা, তা তাঁরা নিজেরাই কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছেন। মিত্তানি রাজাদের সন্ধিবিগ্রহ পত্রখানি এই বিংশ শতাব্দীতেই "আবিষ্কৃত"; তার ফলে, বৈদিক কাল ১,০০০—১,৫০০ খৃঃ পূঃ এর অনেক আগে হইয়া যায় না কি? ফল কথা, এই সমস্ত আন্দাজি কথা লইয়া বেশী আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। জ্যোতিষের প্রমাণ, ভূতত্ত্বের প্রমাণ—এগুলি বেশী নির্ভরযোগ্য; কিন্তু সে সব প্রমাণের দ্বারা ঠিক কতদূর নিগমন হইল, আর কতটা হইল না—সে পক্ষে পরীক্ষককে সাবধান হইতে হয়। তারপর, লিপির ব্যবহার সভ্যতার একটা বড় নিদর্শন বলিয়া সাধারণ ধারণা (আমরা অন্যরূপ মনে করিয়াছি)। ভারতে কবে লিপিব্যবহার সুরু হইল, এবং ভারতের অনেক বিদ্যা নিজস্ব (original) হইলেও, এ বিদ্যাটি "ধার করা", তা ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব, বুলার সাহেবের মৌলিক গবেষণার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া, এই ভাবে দেখাইতেছেন:—

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ভারতবর্ষেই কেবল যে বাহির হইতে স্রোত আসিয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে কোনো স্রোত বাহিরে যায় নাই, এমন মনে করাও উচিত নয়।

ভারতবর্ষ হইতে বহিঃস্রোতঃ।

আর্য্যেরা আসিবার আগে (আমরা এখানেও বিলাতী মতের অনুসরণ করিয়াই কথা বলিতেছি), যে সকল জাতি ভারতে বাস করিত, তারাও ভারতের বাহিরে গিয়া থাকিবে; এবং আর্য্যেরা "উপনিবেশ" স্থাপন করার পরও, এরূপ অভিযান একাধিকবার হইয়াছে। প্রাগ্‌দ্রাবিড়, দ্রাবিড়, আর্য্য – এ ভাবে ইতিহাসের "থাক্" করিয়া লওয়া বড়ই মোটা হিসাব। প্রাগ্‌দ্রাবিড়ের যুগে আর্য্যেরই একটা স্রোত ভারতে আসিয়া থাকা অসম্ভব নয়; আমরা যখন হইতে "আর্য্যযুগ" বলিয়া গণনা করি, তখন হয়ত আর্য্যস্রোতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধারাগুলি অভিনব ধারায় মিশিয়া সংহত ও উপচিত হইয়া প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু ঠিক সেদিন হইতেই আর্য্যেরা ভারতের আসরে আসিয়া দেখা দিলেন; এটা না মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তার আগে যে স্রোতগুলি আসিয়াছিল, তারা ভাষায়, ভাবে, আচারাচরণে "অনার্য্য-প্রধান" ভারতে কি কি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল, এটা অবশ্য প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানের বিষয়। এত দূরবর্ত্তী যুগ যে, অনুসন্ধান সহজ নয়; কিন্তু চলিতে থাকুক। প্রমাণ না মিলা পর্য্যন্ত, যেখান হইতে "নিশানা" পাইতেছি, সেইটাকেই গোড়া মনে করিতে হইবে, এমন কোনো ন্যায়ের জরুরি "গরজ" নাই। স্বাভাবিক নিয়মে, জাতিদের গতিবিধি কি ভাবে হইয়া থাকে, সেটায় খেয়াল রাখিলে, আমরা এখন যেখানটায় কোনো জাতির প্রথম পদচিহ্ন দেখিলাম, সেই খানটাতেই তার প্রথম পদক্ষেপ, এরূপ মনে করিব না।

"The older inscriptions are also important in connection with Sanskrit literature as illustrating both the early history of Indian writing and the state of the language at the time. The oldest of them are the rock and pillar inscriptions, dating from the middle of the third century B. C., of the great Buddhist king Asoka, who ruled over Northern India from 259 to 222 B. C., and during whose reign was held the third Buddhist Council, at which the canon of the Buddhist scriptures was probably fixed. The importance of these inscriptions can hardly be over-rated for the value of the information to be derived from them about the political, religious, and linguistic conditions of the age. Found scattered all over India, from Girnar (Giri-nagara)

প্রকৃতিতে সভ্যতা একই।

সভ্যতা স্বরূপে বা প্রকৃতিতে আর্য্য সভ্যতা; জগতের নানান্ সভ্যতা তারই অপভ্রংশ বা বিকৃতি—তত্ত্বদর্শীদের অনেকে এই রকম একটা কথা বলিয়া থাকেন। আমরা এখন যেটাকে আর্য্যসভ্যতা বলিয়া জানিতেছি, সেইটাই দেখি কত বিচিত্র, ভারতে ও ভারতের বাহিরে। সেই বৈচিত্র্যগুলার যদি একটা অভিন্ন মূল বা আদর্শ তুলনামূলক সমালোচকের রীতিতে কল্পনা করিয়া লই, তবে সেটাও যে, তত্ত্বদর্শীদের প্রজ্ঞালোচিত "মূলসভ্যতা," এমন মনে করিতে পারা যায় না। সুতরাং সে মূলসভ্যতাটাকে "আর্য্য" নাম দিলে গোল হইতে পারে। কেননা, "আর্য্য" নামটির আসল লক্ষণ বা অর্থ আমরা নানা জটিলতা, গোলযোগের ভিতরে হারাইয়া বসিয়া আছি। যেমন হিন্দুর দৃষ্টিতে ধর্ম্ম ধর্ম্মই, তার আর হিন্দু ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ইত্যাকার রকমারি হয় না; সভ্যতার বেলায়ও তেমনি। সভ্যতা সভ্যতাই; তার আর আর্য্য অনার্য্য ইত্যাদি ভেদ নাই। ভেদ যাহা হইয়াছে, বিকৃতিতে; প্রকৃতিতে বা মূলে সভ্যতা একই। তবে এমন হইতে পারে যে, আর্য্য-সভ্যতারই বর্ত্তমান বা প্রাচীন কোন কোন শাখাতে, সেই প্রকৃতি বেশী বজায় রহিয়াছে, অথবা ছিল; কাজেই "লক্ষণায়" সভ্যতাকে আর্য্য-সভ্যতা বলা চলিতে পারে। সে যাহা হউক, সভ্যতার কোন্‌টা প্রকৃতি কোন্‌টা বিকৃতি, তাহা লইয়া এক্ষেত্রে বিচার করিয়া লাভ নাই; কেননা, বর্ত্তমান অবস্থায়, তাহা লইয়া একটা আপোশ হবার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তবে তত্ত্বদর্শীদের ও কথার একটা দিক্ এখানে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে।

---

in Kathiawar to Dhauli in Orissa, from Kapur-di-Giri, north of the Kabul river, to Khalsi, thy have been reproduced, deciphered, and translated. One of them, engraved on a pillar erected by Asoka to commemorate the actual birth-place of Buddha, was discovered only at the close of 1896.

These Asoka inscriptions are the earliest records of Indian writing. The question of the origin and age of writing in India, long involved in doubt and controversy, has been greatly cleared up by the recent palæographical researches of Professor Buhler. That great scholar has shown, that of the two kinds of script known in ancient India, the one called Kharoshthi, employed in the country of Gandhara (Eastern Afganistan and Northern Punjab) from the fourth century B. C. to 200 A. D., was borrowed from the Aramaic type of semetic writing in use

ধরা যাক্, ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে “প্রাগৈতিহাসিক” যুগে ঐ আসল মূল (আর্য্য) সভ্যতা বিরাজিত ছিল। ভারতবর্ষেই সে সভ্যতা আবদ্ধ ছিল না। ভারতের বাহিরে মেরু প্রভৃতি দেশেও সে সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। যে সকল জাতি (peoples) সে সভ্যতার অধিকারে বাস করিত, তাদের শরীর-গঠন মোটের উপর এক ছিল কি না, এবং ভাষাও একই মূল ভাষার শাখা ছিল কি না, সে প্রশ্নের আলোচনা করিয়া কাজ নাই। তারপর, ধরা যাক্, কখনো কখনো কোনো কোনো আভ্যন্তরীণ অথবা আগন্তুক কারণে, সে সভ্যতা ভারতবর্ষে সঙ্কুচিত ও বিকৃত হইয়া গিয়াছিল ও গিয়াছে। প্রাগ্-দ্রাবিড় যুগের কোনো কোনো ভাগে হয়ত ভারতীয় সভ্যতা এই ভাবেই সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে—সেই সেই সময় বন্য বর্ব্বরদের আমোল। পরে দ্রাবিড় প্রভৃতিদের আমোলে, সে সঙ্কোচ অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কোনো কোনো দিকে হয়ত সভ্যতার এমন সব “হ্রাস বৃদ্ধি” ও বৈকল্য ঘটিয়াছে যে, সে সভ্যতাকে অাগবত ভারতীয় সভ্যতার খাঁটি চেহারা মনে করা যাইতে পারে না। সে কৃষ্ণরূপেই বিকৃতি। ভাষাবিৎ (Philologist) গণ এবং এন্থ্রপোলজিষ্টগণ আদিম রূপ ধরিয়া ও দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্য্যদের কোনো স্পষ্ট মিল দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া ভড়কাইলে চলিবে না। ভাষা আর্য্য-সেমেটিক প্রভৃতিদের মধ্যে এবং শারীর গঠন ব্র্যাসিসেফালিক্ ডলিকোসেফালিক্, ককেশিয়ান, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতিদের মধ্যে আলাদা আলাদা হবার কারণ যাই হউক না কেন, সভ্যতার বিকাশ ও পরিণতি সর্ব্বপ্রকারে ভাষা ও শরীরগঠনের সূত্র ধরিয়াই চলিয়াছে, এমন মনে করার কারণ নাই। “টাওয়ার অফ ব্যাবেল” ঘটনার পর মানুষ নানা দলে নানা ভাষা কহিতে সুরু করিলেও তাদের সভ্যতার আত্মীয়তা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই!

মূল ভারতীয় সভ্যতা
—“আর্য্য”।

---

during the fifth century B. C. It was always written from right to left, like its original. The other ancient India script, called Brahmi is, as Buhler shows, the true national writing of India, because all later Indian alphabets are descended from it, however dissimilar many of them may appear at the present day. It was regularly written from left to right, but that this was not its original direction is indicated by a coin of the fonrth century B. C. the inscription on which runs

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

এক মূল সভ্যতার বিচিত্র পরিণতি।

এ বিচারে এখানে আর অগ্রসর হইবে না, তবে একই মূল ভারতীয় সভ্যতা সঙ্কোচের ফলে আদিম "দস্যু"দের সভ্যতা, কথঞ্চিৎ বিকৃত অস্বাভাবিক বিকাশের ফলে দ্রাবিড় সভ্যতা, এবং পুনশ্চ, কথঞ্চিৎ স্বাভাবিক বিকাশের (অথবা স্বপ্রতিষ্ঠিততার) ফলে আর্য্য সভ্যতা, পরে আবার বিকৃতির ফলে বৌদ্ধ সভ্যতা, এবং আবার যথা-সম্ভব স্বভাবে ফিরিয়া আসার চেষ্টায় হিন্দু সভ্যতা—এই ভাবে, সঙ্কোচ-বিকাশ, বিকার-স্বভাব, এই দ্বৈধের মাঝখান দিয়া হেলিয়া দুলিয়া পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে, এ কথা মনে করিলে, ফাইলোলজিষ্ট বা এন্থ্রোপোলজিষ্টের তরফ হইতে কোনো মারাত্মক আপত্তি উঠিতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। (আমরা পরের এক পরিচ্ছেদে পুনশ্চ এ প্রসঙ্গ সংক্ষেপে পাড়িব।) খুব প্রাচীন যুগে, যখন ভারতের সভ্যতা ভারতেও ছিল, ভারতের বাহিরেও কোথাও কোথাও ছিল, তখন সে সভ্যতার বিশাল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে "রক্ত" চলাচল যেমন স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি, তেমনি যখন ভারতে, আভ্যন্তরীণ বা আগন্তুক কোনো কারণে, মূল সভ্যতার সঙ্কোচ বা বিকার ঘটিয়া [illegible] ন, [illegible] র। সে [illegible] বাহির হইতে (মেরু প্রভৃতি দেশ হইতে), সেই সভ্যতারই এক [illegible] উ" [illegible] হয়া এক্ষেত্রে আসিয়া হয়ত তাকে স্বাস্থ্য ও সবলতা পুনঃ প্রদান করিয়া [illegible] হৃদয়ে বা অন্য কোনোও অন্তরঙ্গে তাজা রক্তের অভাব হইলে, হস্তপদাদির ধমনী

---

from right to left. Dr. Buhler has shown that this writing is based on the oldest Nortnern semetic or phœnician type, represented on Assyrian weights and on the Moabite stone, which date from about 890 B. C. He argues, with much probability, that it was introduced about 800 B. C. into India by traders coming by way of Mesopotamia."

References to writing in ancient Indian literature are, it is true, very rare and late ; in no case, perhaps, earlier than the fourth century B. C., or not very long before the date of the Asoka inscripiions. Little weight, however, can be attached to the argumentum ex silentio in this instance. For though writing has now been extensively in use for an immense period, the native learning of the modern Indian is still based on oral tradition. The sacred scriptures as well as the sciences can only be acquired from the lips of a teacher, not from a manuscript, and as only memorial knowledge is accounted of value ; writing and M. S. S. are rarely mentioned. Even modern poets do not

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

বহিয়াও যে[illegible] আসিতে পারে, অনেকটা সেইরূপ। এরূপ হইয়া থাকিলে, মেরুপ্রদেশ হইতে “বৈদিক” সভ্যতা ভারতে নূতন আমদানি হয় নাই; ভারতে যা’ ছিল (এবং মেরু প্রভৃতি দেশেও যেটা ছড়াইয়াছিল), সেইটা, কতকগুলি কারণে ভারতে তার “টান” বা “চাহিদা” উপস্থিত হইলে, বাহির হইতে ভারতে সরবরাহ হইয়াছিল। ভারতে সঙ্কোচ বা বিকার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই এই চাহিদা। গৌড়দেশে বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আগমন ব্যাপার যেরূপ, এও অনেকটা সেইরূপ। পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়া গৌড়ে হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি নূতন পত্তন করিয়া গেলেন, এমন কেহ মনে করে না।

ভগবানের জাতিরূপে সমষ্টিবিগ্রহ।

তারপর, আগে যেরূপ মনে করিয়াছি, বাহির হইতে ভারতবর্ষে তাজা রক্তের প্রবাহ একদিন একবার বহিয়াই থামিয়া গিয়াছিল, এটা মনে করা উচিত নয়। ধাক্কা বার বার আসিয়াছিল; আসিয়া সমুচ্চয়ে, সংহতিতে কাজ করিয়াছিল; ভারতীয় সভ্যতার সঙ্কোচ ও বিকার দূর করিয়া দিয়াছিল। “যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্ল[illegible]র্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্”—এ ভাগবত অ[illegible] কলেবর ধারণ করিয়া আসিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ রামকৃষ্ণরূপেই [illegible] অবতীর্ণ হন, এমন নয়; এক একটা সমষ্টিবিগ্রহ অথবা জাতিরূপ ধরিয়াও [illegible]নি কখন কখন আসিয়া থাকেন। প্রাচীনেরা অরণি ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন (“মন্থন”) করিতেন, আবার আবশ্যক মত অগ্নি “চয়ন”ও করিতেন। ভারতবর্ষে অরণি ক্ষীণ হওয়া বশতঃ, অথবা মন্থনকারীর হস্ত বলহীন হওয়া প্রযুক্ত, মন্থনে বিদ্যারূপ অগ্নি যখন উৎপন্ন হয় নাই, তখন ভারতের বাহিরে, যেখানে যেখানে সে হোমাগ্নি তখনও জীবিত ছিল, সেখান সেখান হইতে সে অগ্নি চয়নের উপায় হইয়া থাকিবে। এ যেন আত্মাই আত্মাকে চেতাইয়া দিতেছে। এ দৃষ্টিতে “বৈদিক সভ্যতা” ভারতে আগন্তুক আপতিত কোনো একটা জিনিষ নয়,—যেটা আদৌ অবৈদিক

---

wish to be read, but cherish the hope that their works may be recited. This immemorial practice, indeed, shows that the beginnings of Indian poetry and science go back to a time when writing was unknown, and a system of oral tradition, such as is referred to in the Rigveda, was developed before writing was introduced. The latter could, therefore, have been in use long before it began to be mentioned. The paleogra-

সভ্যতার মাঝখানে পড়িয়া, লড়াই করিয়া তাহাকে হস্তগত করিয়াছিল, এবং "শূদ্র" বানাইয়া পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছিল। এ দৃষ্টিতে ভারতের ভিতরে মূলে সে সভ্যতা ছিল, ইহাই মনে করা হইতেছে; বাহির হইতে একাধিকবার সেইটাই আবার আসিয়াছে, যখন যখন ভারতীয় সভ্যতার বিপ্লব ও গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। আসিবার কালে ভারতের বাহিরের (মেরু প্রভৃতি দেশের) অনেক "নিদর্শন" অবশ্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে; বৈদিক সাহিত্যে সেই সব নিদর্শন দেখিয়া আমরা সাব্যস্ত করিয়া ফেলি—বৈদিক ঋষিদের আড্ডা মেরুপ্রদেশে ছিল; মঙ্গোলিয়ায় ছিল; ককেশিয়ায় ছিল; গোবি মরুভূমির অংশবিশেষ কোনো কালে জলপূর্ণ বা সরস ছিল, তখন তারই চারিধারে ছিল; ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব কল্পনা জল্পনার কূলকিনারা নাই। দুই চারিটা মেরুর নিদর্শন পাইলে মেরুদেশে, দুই চারিটা ককেশিয়ার নিদর্শন পাইলে ককেশিয়ায়,—এই রকম ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া তুলসীদাসের সেই প্রসিদ্ধ বচনটাই আমরা সোদাহরণ করিয়া দিতেছি:—"নাভিকা সুগন্ধ মৃগ নাহি পাওত, ঢূঁড়ত ব্যাকুল হোই॥" আমরা হাইপথেসিস্ করিয়া "আর্য্যজাতি" টাকে একটা বিশিষ্ট সভ্যতাসংস্কারব্যূহ (culture-complex) রূপেই প্রধানতঃ গ্রহণ করিতেছি।

মূল আর্য্য বা বৈদিক সভ্যতার ডালাপালাগুলো সম্ভবতঃ হিমালয়ের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়াও দূরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু মেরুশাখায় মিড-এশিয়াটিক শাখায়, পারস্য শাখায়, ককেশিয়-শাখায় শাখামৃগত্ব করিতে করিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এ অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলটা কোথায় রহিয়াছে। এ প্রসঙ্গের আলোচনা স্থানান্তরে আবার আমাদের করার প্রয়োজন হইতে পারে। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে যে "আর্য্য প্রভাব" দেখিতে পাই, সেটা উত্তরকালে আগন্তুক আর্য্য-সভ্যতার সঙ্গে দীর্ঘ সহবাসের ফলে দেখা দিয়াছে, এমন

মূল আর্য্য-সভ্যতার বিস্তৃতি।

---

phical evidence of the Acoka inscriptions, in any case, clearly shows that writing was no recent invention in the third century B. C., for most of the letters have several, often very divergent forms, sometimes as many as nine or ten. A considerable length of time was, moreover, needed to elaborate from the twenty-two borrowed Semitic symbols the full Brahmi alphabet of forty-six letters. This complete alphabet, which was

মনে না করিয়া, এমনটাও ত মনে করা যাইতে পারে যে, একটাই আদিম মূল সভ্যতা নানা কারণে রূপান্তরিত হইয়া "দ্রাবিড়" আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল; পরে, সেই মূল সভ্যতারই "প্রবাসী" একটা শাখার ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের ফলে এবং তার সংঘাতে সেটা তার "দ্রাবিড়" রূপ, বা খোলস যথাসম্ভব ত্যাগ করিয়া আবার স্বভাবে ফিরিয়া আসিয়াছিল; সুতরাং আর্য্যবস্তুটিই তার "শাঁস" (Essence), দ্রাবিড় বস্তুটি, সে শাসের তুলনায়, "খোসা" (Accidents)। ভাষাবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান, আপাততঃ আপত্তি তুলিতে, না হয় বিরত হউন। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, অনেক মামলা বেশ সহজ হইয়া আসিবে। বৈদিক আর্য্যেরা "জাতি" মানিতেন না, দ্রাবিড়দের কাছ হইতে শিখেন; প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিতে শিখেন; লিঙ্গপূজা শিখেন; আরও কত কি শিখেন যার "নাম গন্ধ"ও তাঁহাদের খাঁটি ঋগ্‌বেদাদিতে নাই;—এ সকল কথা শাখা-বিহারী পল্লবগ্রাহীর কথা। বেদে যা যা স্পষ্টতঃ রহিয়াছে (প্রচ্ছন্ন ভাবে নাই এমন কিছু দেখিনা), তার সঙ্গে এ সব "ধার করা" বিদ্যার কোনই অসামঞ্জস্য নাই; অসামঞ্জস্য থাকিলে মিশ খাইত না, সমন্বয় হইত না। বেদ ও তন্ত্রের মধ্যেও বিরোধের "আভাস" আছে; সত্যকার বিরোধ নাই; থাকিলে এমন সুন্দর সমন্বয় হইত না। বিরোধ দেখা যায়—পল্লবগ্রাহিতায়। পূর্ণ করিয়া দেখিলে বিরোধ নাই।

জাতিদের ভাবের আদান-প্রদান ব্যাপারে কে যে মূল মহাজন, আর কে

---

evidently worked out by learned Brahmans on phonetic principles, must have existed 500 B. C., according to the strong arguments adduced by Professor Buhler. This is the alphabet which is recognised in Panini's great Sanskrit grammar of about the fourth century B. C., and has remained unmodified ever since. It not only represents all the sounds of the Sanskrit language, but is arranged on a thoroughly scientific method, the simple vowels (short and long) coming first, then the diphthongs, and lastly the consonants in uniform groups according to the organs of speech with which they are pronounced. Thus the dental consonants appear together as t, th, d, dh, n, and the labials as p, ph, b, bh, m. The Europeans, on the other hand, 2,500 years later, and in a scientific age, still employ an alphabet which is not only inadequate to represent all the souuds of our languages, but even preserves the random order in which vowels and consonants are jumbled up as they were in the Greek adaptation of the primitive Semitic arrangement of 3,000 years ago."

বা কাহারা তার খাতক, এটা নিরূপণ করা কত শক্ত, তা' আমরা এই সমস্ত আলোচনার ফলে বুঝিতে পারিলাম। আমরা যে সকল হেতু উপস্থাপিত করিয়াছি, সে সকল হেতুর বলে, এইটা মনে করাই যুক্তিযুক্ত হইবে যে, প্রধান প্রধান ভাব, বিশ্বাস বা চিন্তাগুলির (এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনুষ্ঠানের) "বীজ" গোড়া হইতেই মানবীয় সত্তার ভিতরে রহিয়াছে; দেশে, কালে ও পাত্রে সে বীজসমূহের বিকাশ, সঙ্কোচ, পুনর্বিকাশ, বিকৃত পরিণতি, অন্যথা বিকাশ, তাহা হইতে আবার পূর্ব্বাবস্থার দিকে প্রতিক্রিয়া—এই ভাবে একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বীচিবিক্ষোভ ভঙ্গিমায় চলিয়া যাইতেছে। এইটা হইল তাদের পরিণতির curve। এ curve এর নিয়ামক (determining) equation এ, আমাদের কাছে অভিব্যক্ত ও প্রতীত "দেশ, কাল ও পাত্র"ই কেবল যে "terms," এমন নয়। অতীন্দ্রিয় ও "লোকোত্তর" শক্তিগুলিও নানা ভাবে এ curveএর গতির নিয়ামক হইয়া থাকে। সাধারণ ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা এ curveটির অংশ বা খণ্ড (segments or elements) গুলি কিছু কিছু ধরিতে বুঝিতে পারা যায়; ইহাকে সমগ্রভাবে ধারণায় পাইতে হইলে ইন্‌টুইশন্ বা তত্ত্বদৃষ্টি ছাড়া উপায় নাই।

সভ্যতা বিকাশের Curve।

আমরা "মূল সভ্যতা" কথাটাকে একটা "Original Culture Complex" (আদি-বিদ্যা-সংস্কারগুচ্ছ) অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। ভারতবর্ষ এবং অন্য দেশেরও প্রাচীন ঐতিহ্য এই রকমের একটা আদি "বিদ্যার" পানেই ইঙ্গিত করে। লোকোত্তর ভূমি হইতে সে বিদ্যার "দীক্ষা" মানুষ পাইয়াছিল, ভাবে। রক্ত ও ভাষা বিভিন্ন হবার কারণ যাই হৌক, এই মূল সভ্যতার প্রশ্ন আর মানুষেয় আদি রক্ত ও ভাষার প্রশ্ন—ঠিক একই প্রশ্ন নয়।

মন্তব্য—আমরা আগে ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের "Principles of vedic translation" নামক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থে প্রসিদ্ধ Sanskrit Dictionaryর অন্যতর লেখক Rothএর অভিমত বিবৃত করিয়াছেন:—"Roth, then, rejected the commentators (Yāska, Sāyana etc.) as our chief guides in interpreting the Rigveda, which, as the earliest literary monument of the Indian, and indeed of the Aryan ruce, stands quite by itself, high up on an insolated peak of remote antiquity. As regards its more peculiar and difficult portions, it must therefore be interpreted mainly through itself; or to apply in another sense the words of an Indian commentator, it must shine by its own light and be self-demons-

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ঐতিহাসিক বিচারে মূল সূত্র।

এইবার "আধ্যাত্মিক" ইতিহাস লিখিবার কয়েকটি মূলসূত্রের উল্লেখও সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করিব। সে মূল সূত্রগুলির সম্বন্ধ তিনটির সঙ্গে—প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমাতা। আমাদের পরীক্ষা করিতে হইবে—ইতিহাসের প্রমাণ কি, প্রমেয় কি, এবং প্রমাতা কি বা কে। প্রমাণ বলিতে পূর্ব্বগামীরা যা বুঝিতেন, আমরাও তাই বুঝিব—"প্রমাকরণং প্রমাণং"—ইতিহাস সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান—তথ্য ও তত্ত্বে খাঁটি জ্ঞান—যাহা দ্বারা বা যে যে উপায়ে হয়, তাহাই ইতিহাসের প্রমাণ। প্রমেয় বলিতে বুঝিব—আধ্যাত্মিক ইতিহাসের ঠিক আলোচ্য বিষয় কি, এবং সে বিষয়ের যথার্থ আকৃতি-প্রকৃতি কি। প্রমাতা বলিতে বুঝিব—ইতিহাসের প্রমাণপ্রয়োগ ও পরীক্ষা করায় "ইন্দ্রিয়" কি; প্রকৃত অধিকারী পরীক্ষক কে। বলা বাহুল্য, এ তিনেরই পরস্পরের অপেক্ষা রহিয়াছে। আমাদের আগেকার আলোচনায়, এ তিনেরই কতকটা "হদিশ" আমরা পাইয়াছি। তবে কথাগুলি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া এবং সাজাইয়া বলা দরকার।

প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা।

বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীতে "ঐতিহ্য" সম্বন্ধে বলিতেছেন—

---

trating. Roth further expressed the view that a qualified European is better able to arrive at the true meaning of the Rigveda than a Brahman interpreter. The judgment of the former is unfettered by theological bias; he possesses the historical faculty, and he has also a far wider intellectual horizon, equipped as he is with all the resources of Scientific scholarship. Roth therefore set himself to compare carefully all passages parallel in form and matter, with due regard to considerations of context, grammar, etymology, while consulting, though, perhaps, with insufficient attention, the traditional interpretations. He thus subjected the Rigveda to a historical treatment within the range of Sanskrit itself. He further called in the assistance rendered from without by the comparative method, utilising the help afforded not only

ঐতিহ্য।

"যচ্চানির্দ্দিষ্টবক্তৃকং প্রবাদপারম্পর্য্যমাত্রং—'ইতি হোচুর্বৃদ্ধাঃ'— ইত্যৈতিহ্যং, যথা "ইহা বটে যক্ষঃ প্রতিবসতি' ইতি, নতৎ প্রমাণান্তরং, অনির্দ্দিষ্ট-প্রবক্তৃকত্বেন সাংশয়িকত্বাৎ। আপ্ত-বক্তৃকত্বনিশ্চয়ে ত্বাগম এব।" যেটা প্রবাদ-পরম্পরা মাত্র, যার বক্তা নির্দ্দিষ্ট নহে, সেটা প্রমাণ নহে। তবে যে ঐতিহ্যের মূলে আপ্তবাক্য নিশ্চিত রহিয়াছে, সেটা আগম, সুতরাং প্রমাণ। তবেই দেখিতেছি, প্রবাদের বক্তা নির্দ্দিষ্ট বা সনাক্ত হইলেই হইল না; তিনি রীতিমত বিশ্বস্ত বক্তা বা "আপ্ত" হওয়া চাই।

হলওয়েল সাহেব "অন্ধকূপ হত্যার" বিবরণ জাহাজে বসিয়া লিখিয়া "যশস্বী" হইয়া গিয়াছেন; সে হত্যার স্মারক শ্বেতস্তম্ভও নির্ম্মিত হইয়া অদ্যাবধি সুরক্ষিত হইতেছে। কিন্তু হলওয়েল সাহেব "রীতিমত বিশ্বস্ত" কি না—সুতরাং অন্ধকূপের শ্বেতস্তম্ভ সত্যস্বরূপ ভগবানের দিকে "শ্বেত-বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন" করিয়া রহিয়াছে কি না, তা লইয়া এদেশে ও বিদেশে পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন, এবং হলওয়েল বৃত্তান্তে দারুণ সংশয় উত্থাপন করিয়াছেন। অনেক ঐতিহ্য ও প্রবাদেরই বুনিয়াদ এভাবে কাঁচা। পশ্চিমে যাঁরা ইতিহাস লিখিতে বসিতেন, তাঁরা সকলেই যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের উপদেশ মত সত্যাশ্রয়ী, সত্যনিষ্ঠ হইয়া কাজে হাত দিয়াছেন, এমন মনে করারও উপযুক্ত হেতু নাই। সাধারণতঃ, ইতিহাসের সেবকেরা ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট থাকেন বলিয়া তাঁদের বাক্য প্রমাণ হয় না। ১ম—তথ্য বা তত্ত্বকে পূরাপূরিভাবে ও যথার্থভাবে দেখার অধিকার বা সামর্থ্য তাঁরা লইয়া আসেন নাই। ২য়—তথ্য বা তত্ত্ব যতটুকু যে ভাবে

---

by the Avesta, which is so closely allied to the Rigveda in language and matter, but also by the results of comparative philology, resources unknown to the traditional scholar. সাহেব তাঁহার নিজের মন্তব্য লিখিতেছেন—'One of the defects of Saynna is, in fact, that he limits his view in most cases to the single verse he has before him. A detailed examination of his explanations, as well as those of Yaska, has shown that there is in the Rigveda a large number of the most difficult words, about the proper sense of which neither scholar had any certain information from either tradition or etymology. It must, indeed, be admitted that from a large proportion of Sayana's interpretations most material help can be derived, and that he has been of the greatest service in facilitating and accelerating the comprehension of the Veda. But there is little

দেখার যোগ্যতা তাঁদের আছে, ততটুকু সেভাবে দেখিবার উপযুক্ত উপকরণ ও উপায় তাঁদের কাছে হাজির নাই। এই দুইটা হইল "বুদ্ধিগত" (intellectual) দোষ। তা ছাড়া, ৩য় তাঁদের ভিতরে রাগ-দ্বেষ-সংস্কার, থিওরি ইত্যাদি নানা রকমের থাকার দরুণ, অপক্ষপাতে, নির্ম্মল উদার দৃষ্টিতে তাঁরা সকল তথ্য বা তত্ত্ব সমীক্ষা পরীক্ষা করিতে অপারগ। এইটি হইল "নৈতিক" (moral) দোষ। এ দোষ হয়ত কিছুটা জ্ঞাতসারে, কিন্তু বেশীর ভাগ অজ্ঞাতসারেই, কাজ করিয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দুর্লভ।

ইতিহাসে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে "প্রত্যক্ষ প্রমাণ" কমই পাওয়া গিয়া থাকে। যিনি কোনো ঘটনার বা যুগের ইতিবৃত্ত লিখিতেছেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া, এমন কি স্বকর্ণে শুনিয়া, লেখার সুবিধা এক রকম পান না বলিলেই হয়। প্রধানতঃ পরের উক্তির (অনির্দ্দিষ্ট-বক্তৃকই হউক আর নির্দ্দিষ্ট-বক্তৃকই হউক) উপরেই তাঁর নির্ভর বেশী। তা ছাড়া, অতীত ঘটনা বা যুগের কতক কতক "নিদর্শন" তিনি হয়ত দেখিতে শুনিতে পাইতে পারেন। এই নিদর্শনগুলি নয় "কাগুজে" (documentary , নয় "পাথুরে" (inscriptional)। কথা দুইটাকে লক্ষণায় কিছু ব্যাপক ভাবে বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ কাগজে লেখা নিদর্শনই কাগুজে, আর পাথরে খোদাই নিদর্শনই পাথুরে—এ রকমের আড়ষ্ট ভাবে মানে করিলে চলিবে না। বলা বাহুল্য, ইতিহাসের এই তিন রকম "মসলাই" ভেজালশূন্য, খাঁটি নয়। অতীত ঘটনাদি সম্বন্ধে পরের উক্তি (তুলনা বিচারাদি দ্বারা যাচাই করিয়া লইলেও) সর্ব্বথা বিশ্বাস্য নয়; যারা সাক্ষ্য দিতেছে, তারা (১) হয়ত নিজেরা দেখে শোনে নাই;

---

information of value to be derived from him, that, with our knowledge of later Sanskrit, with the other remains of ancient Indian literature, and with our various philological appliances, we might not sooner or later have found out for ourselves." বিলাতী পণ্ডিতদের এ দাবী সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা আগেই বলিয়াছি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদক মার্টিণ হৌগ রোথ-বোট্‌লিঙ্কের "অভিধান" শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই; কেন পারেন নাই, তাও আমরা শুনিয়াছি। যাস্ক, সায়ণাদির ত্রুটি সম্বন্ধে বিলাতী পণ্ডিতদের ঐ সব উক্তি সর্ব্বথা বিচারসহ নয়। "শারদ", "সমুদ্র,", "অদিতি" ইত্যাদি বৈদিক শব্দসঙ্কেতগুলি এঁরা নানা জায়গায় নানাভাবে ভাঙ্গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাতে দোষই হইয়াছে, এমন মনে করার সঙ্গত কারণ নাই। এক একটা Vedic Text (মন্ত্র) রহস্যার্থপূর্ণ; মন্ত্ররচনার কৌশল (সাহেবরাই কৌশল স্বীকার করিয়াছেন) দেখিলে স্বতই মনে হয়, মন্ত্রে একই "কাটা ছাঁটা" অর্থ না বুঝাইয়া, বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অধিকারে ও অনুক্রমে, বিভিন্ন অর্থ বুঝানই অভিপ্রেত ছিল। এক একটা Mystic Text

পূর্ব্বের ঐতিহ্য সঙ্কলন করিতেছে মাত্র; এবং সঙ্কলন করিতে গিয়া হয়ত, কতকটা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, "রং চড়াইয়া" ফেলিতেছে; (২) সম্ভবতঃ নিজেরা রাগ-দ্বেষাদি-সংস্কারাধীন হওয়ার দরুণ পক্ষপাতশূন্য নয়; (৩) স্পষ্ট রাগ-দ্বেষাদি না থাকিলেও, তথ্যের সর্ব্বাংশে সমান মনোযোগ দিতে পারে নাই, সুতরাং একদেশদর্শী, অস্পষ্টদর্শী, বিকৃতদর্শী হইয়া পড়িয়াছে; (৪) হয়ত তারাও, ভালমতে সমীক্ষা-পরীক্ষা করিতে গেলে যে সব উপকরণ সাম্‌নে হাজির পাওয়া দরকার, সে সবের কিছু কিছু পাইয়াছিল, সবগুলি পায় নাই। নানাজনের নানা সাক্ষ্য তুলনা করিয়া এবং নিদর্শনমূলক প্রমাণের সঙ্গে মিলাইয়া, তথ্যের কতকটা সম্ভাবনা (Probability) মাত্র আদায় করিতে পারা যায়, নিশ্চয় (Certainty) পাবার কোনই ভরসা নাই। ঐতিহাসিক তথ্য অনেকগুলি "সাদাসিধে" রকমের আছে—যেমন অমুক সালে অমুক স্থানে পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল। অনেক তথ্য আবার বিস্তৃত ও জটিল – যেমন, অমুক অমূক কারণে, অমুকের দোষে বা গুণে, এইভাবে পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, এবং তার ফল ঠিক এইটাই। তথ্য যে ক্ষেত্রে বিস্তৃত এবং জটিল, সে ক্ষেত্রে পরোক্ষ সাক্ষ্য ত' একান্ত বিশ্বাসযোগ্য নয়ই; এমন কি, অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের উপরও তেমন নির্ভর করিতে পারা যায় না। কেন,তা মনোবিজ্ঞানের কয়টা সহজ সূত্রের সাহায্যেই বোঝা যাইতেপারে। ঐতিহাসিক তথ্য-প্রামাণ্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা প্রমাণ শাস্ত্রে (Science of Evidence and Proof হইয়া থাকে। মানুষের ভাবাভিব্যক্তির ইতিহাস লিখিতে বসিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে প্রামাণ্য বিচার আমাদের করার প্রয়োজন

বিভিন্ন স্থলে ও প্রসঙ্গে আলাদা করিয়াই বুঝিতে হইবে। ঋ· স· ১।১৬৪ (সাহেবীমতে "আধুনিক") সূক্তের ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৬. ২৭, ২৮ ইত্যাদি ঋক্‌গুলি সবই রহস্যগর্ভ (mystic) সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেকই আছে। অনেক স্থলে ভাষা সাধারণ হইলেও, অর্থ রহস্যপূর্ণ। এগুলিকে একই অর্থে ব্যবহার না করাই উচিত; এবং একই অর্থে ব্যবহৃত হইত, এরূপ মনে করাও উচিত নয়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি কোনো মন্ত্রগুলি একভাবে, আরণ্যক অন্যভাবে, উপনিষৎ আরও একভাবে- ভাঙ্গিতেছেন। ঠিকই করিতেছেন। বেদমন্ত্রগুলির উদ্দেশ্য, প্রয়োজন, সম্বন্ধ —এ সবই আমরা ভুলিয়াছি বলিয়া মনে করি, কোনো মন্ত্রের "রচয়িতা" একটা মানে মনে রাখিয়াই মন্ত্র রচিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ আরণ্যাদি সে মানে ধরিতে না পারিয়া নিজেদের "মনগড়া" মানে চাপাইয়াছেন; যাস্ক সারণাদি "কূলকিনারা" না পাইয়া নিজেদের খুসিমত মানে করিয়াছেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। মন্ত্রের অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব-বারিধিতে "কূলকিনারা" না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই বলিয়া, যিনি যেদিক্ দিয়া যতটুকু "কিনারা" করিয়াছেন, ততটুকু মিথ্যা হইবে এমন নয়। "বেদতত্ত্ব" ও "প্রমাণতত্ত্ব" আলোচনা প্রসঙ্গে এ সকলের বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইব। এখানে বিলাতী সংস্কারের আরও দু'একটা নমুনা দিতেছি। জন্মান্তরবাদ ভারতের

নাই। এ ইতিহাসে সে বিচার যে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক এমন বলি না। কেননা ভাবাভিব্যক্তির দুইটা দিক্ আছে। একটা বাহ্য, একটা আন্তর। ভাবের বেলায় আন্তর দিক্‌টাই আসল দিক্। কিন্তু অভিব্যক্তি বা বিকাশ আলোচনা করিতে গিয়া, বাহিরে কি কি পরিচয়ে, কোন্ কোন্ দেশ, কাল বা পাত্রে, এবং কোন্ কোন্ ব্যবহারে (অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে) ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তা দেখা দরকার। যেমন ভাগবত ধর্ম্ম বা গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম অবশ্য মনুষের আত্মারই ধর্ম্ম, এবং আত্মারই বিবিধ অনুরাগ বিরাগ, স্মৃতি অনুভূতি, সাধন ও চেষ্টার ভিতর দিয়াই এ ভাবধর্ম্ম বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এইটা হইল এ ভাবের আন্তর বা "আধ্যাত্মিক" দিক্। কিন্তু তথাপি এ ভাব সম্বন্ধে বাহিরের দিক্ হইতেও কতক পরিচয় পাইবার প্রয়োজন আছে। প্রথমত:—বাহিরের কোন্ কোন্ যায়গায় এ ভাবের পরিচয় আমরা পাইতেছি, অর্থাৎ, কোন্ কোন্ বাহ্য লক্ষণে এ ভাবের অস্তিত্ব এবং বিকাশ সূচিত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ কোন্ দেশে, কোন্ সময়ে এবং কোন্ পাত্রে বা পাত্র সমষ্টিতে ইহা প্রথমে ফুটিয়া পরে সঙ্কোচ-বিকাশের ভঙ্গিমায় চলিয়াছে। তৃতীয়তঃ—মানুষের ব্যবহারিক জীবনের (সমাজের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে) এ ভাবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কি ভাবে চলিয়াছে।

ইতিহাসের দিক্ হইতে এই তিনটা গুরুতর প্রশ্ন। আন্তর ও বাহ্য —এ দুইটা দিক্ মিলাইয়াই ইতিহাস লিখিতে হয়। মৃতদেহ বা শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া শারীর সংস্থান (Anatomy) লিখা যায়, শারীর ধর্ম্ম (Physiology) বুঝা

"আস্তিক" ষড়্‌দর্শন, জৈন এবং বৌদ্ধ—এই সকলেই স্বীকৃত। হিন্দুর চিন্তা ও অনুষ্ঠানের একটা মূলভিত্তিই হইল এই তত্ত্ব। বিলাতের অনেকেরই সংস্কারে জন্মান্তরবাদের সংস্কার একটা "অদ্ভুত সংস্কার"। এ সম্বন্ধে ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব উক্ত গ্রন্থে (pp. 386-388) যা বলিয়াছেন, তা উল্লেখযোগ্য—The theory that every individual passes after death into a series of new existences in heavens or hells, or in the bodies of men and animals, or in plants on earth, where it is rewarded or punished for all deeds committed in a former life, was already so firmly established in the sixth century B. C., that Buddha received it without question into his religious system; and it has dominated the belief of the Indian people from those early times down to the present day. There is, perhaps, no more remarkable fact in the history of the human mind than that this strange doctrine, never philosophically demonstrated, should have been regarded as self-evident for 2500 years by every philosophical school or religious sect in India, excepting only the

ভাবের ইতিহাস ও অভাব-অপভাবের ইতিহাস।

বা লিখা যায় না। তেমনি, ভিতরে ভাবের ঠিক "প্রাণ" বা স্বরূপটি ধরিতে না পারিয়া, কেবল বাহিরের "খোলসের" বিশ্লেষণ, পরিমাপ ও বিবরণ করিয়া কেহ সত্যকার ভাবের অভিব্যক্তির ইতিহাস লিখিতে পারিবেন না। সাধারণ বিলাতী পণ্ডিতেরা আমাদের অনেক বিশিষ্ট "ভাবের" প্রাণ সংবাদ বা "রহস্য" তেমন রাখেন না, অথবা রাখিতে তাদৃশ মনোযোগী হন নাই; এই কারণে তাঁদের লেখা ভারতীয় ভাবের ইতিহাস, ভাবের ইতিহাস না হইয়া, অভাবের বা অপভাবের ইতিহাস হইয়াছে। এই জন্য বাহিরের "মাল মশলা" সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে, অন্তরের যেটি "রহস্য", সেটির ধ্যান করা দরকার।

ভাবের "প্রাণ।"

আত্মার বা জীবের তিন রকম শরীর প্রাচীনেরা মানিয়া গিয়াছেন—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। কারণ শরীরটাকে "বীজ শরীর" বলিলেও চলে। কেবল জীবের নয়, ভাবেরও এই রকম ত্রিবিধ বপু। স্থূল বপু যেটা সেটা দেশ কাল পাত্রে, সমাজের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে নানাভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। যে কোন ভাবের (আগেকার ভাগবত ধর্ম্মই হউক আর আজকালকার বল্‌সেভিজিমই হউক) এই প্রকার একটা ব্যক্ত বিরাট্ বিগ্রহ আছে। সে বপু অবশ্য স্থাণুর মতন অচল নহে। প্রতিনিয়ত বিবর্ত্তিত, পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

Materialists. By the acceptance of this doctrine the vedic optimism, which looked forward to a life of eternal happiness in heaven, was transformed into the gloomy prospect of an interminable series of miserable existences leading from one death to another. The transition to the developed views of the Upanishads is to be found in the Catapatha Brahmana (above, P. 223).

"How is the origin of the momentous doctrine which produced this change to be accounted for? The Rigveda contains no traces of it beyond a couple of passages in the last book which speak of the soul of a dead man as going to the waters or plants. It seems hardly likely that so far-reaching a theory should have been developed from the stray fancies of one or two later Vedic poets. It seems more probable that the Aryan settlers received the first impulse in this direction from the aboriginal inhabitants of India. As is well known, there is among half-

Statical নয়, dynamical। তার ভিতরে, অর্থাৎ, মানুষের আত্মায় আত্মায় সে ভাবের একটা সূক্ষ্ম বপু রহিয়াছে—সে তনুও বিচিত্র ভাবে বিবর্ত্তন-শীল। সে রূপ আবার "ঘট ঘট আলগ" বা আলাদা। এইটী সমষ্টিভাবে লইলে, যেন ভাবের হিরণ্যগর্ভ-বিগ্রহ, অথবা "প্রাণ"। বিরাট্ বিগ্রহ কার্য্য-বিগ্রহ —Totality of the effectual manifestations of the Idea in History and Society. হিরণ্যগর্ভ-বিগ্রহটাকে ভাবের যেন ক্রিয়মাণ বা শক্তি-বিগ্রহ বলিতে পারা যায়। মানুষের আত্মায় আত্মায় "Moving Impulse" অথবা Energyরূপে ইহা অশেষরূপে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। বৌদ্ধ ভাব, খৃষ্টভাব—যে কোন একটা বড়ভাব এই রকম মানব-সঙ্ঘের আত্মায় একটা প্রেরণা বা উচ্ছ্বাস রূপে, বিচিত্র সঙ্কোচ বিকাশের ভঙ্গিমায়, কাজ করিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে।

এই আন্তরিক বিচিত্র বিকাশের মূলে সেই ভাবের (Idea র) একটা রহস্য বীজমূর্ত্তি (কারণ দেহ) সকল অভিব্যক্তির মূল অধিষ্ঠান (fundamental ground অথবা elan vital) রূপে স্বীকার করিতে হয়। যেমন বটের গাছ অশেষ রকমের (আকারে প্রকারে) হইতেছে বা হইয়াছে; কিন্তু বটের এমন একটা বীজশক্তি (যন্ত্র) আমাদের স্বীকার করিতেই হয়, যে শক্তি বিবিধ দেশ,কাল, পাত্রে বিবিধ ভাবে কাজ করিয়াও, বট গাছকে বট গাছ হইয়াই বাড়িতে দিয়াছে; সেই যন্ত্র বা বীজশক্তিটাই বটের সাধারণ ধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম। পরধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্কর হইলে, এই স্বধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং, বটগাছ আর বটগাছ থাকে না।

ভাবের "বীজ" ও সঙ্কর।

মোটামুটি এই আলোচনায় আমরা ভাবের তিনটি মূর্ত্তি পাইতেছি—স্থূল

---

savage tribes a widespread belief that the soul after death passes into the trunks of trees and the bodies of animals. Thus the Sonthals of India are said even at the present day to hold that the souls of the good enter into fruit-bearing trees. But among such races the notion of transmigration does not go beyond a belief in the continuance of human existence in animals and trees. If therefore the Aryan Indians borrowed the idea from the aborigines, they certainly deserve the credit of having elaborated out of it the theory of an unbroken chain of existences, intimately connected with the moral principles of requital. The immovable hold it acquired on Indian thought is doubtless due to the satisfactory explanation it offered of the misfortune or

ভাবের ত্রিমূর্ত্তি।

বা কার্য্যরূপ ; সূক্ষ্ম বা ক্রিয়মাণ রূপ ; বীজ বা কারণ রূপ। প্রথম রূপটি বহিশ্চেতঃ, অর্থাৎ, বাহিরের সমীক্ষা পরীক্ষা দ্বারা, ধরিতে হয় (কিন্তু কেবল, বহিশ্চেতের সাহায্যে বুঝা যায় না) ; দ্বিতীয় রূপটি অন্তশ্চেতঃ, কি না "ভাবরাজ্যে" অভিনিবেশ (Psychical introspection and analysis) করিয়া ধরিতে হয় ; আর চরম রূপটি,—যেটি নিগূঢ়, বীজ, "প্রাণস্য প্রাণ", যেটি—সেটী ধরিতে হইলে "ধ্যানের" শরণ লইতে হয়। সচরাচর যেটাকে ভাববিশ্লেষণ (Psychological analysis) বলে, তাতে এ বীজাত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না, যেমনধারা মরা জীবকোষ (cell) বিশ্লেষণ করিয়া প্রাণশক্তির (Life) বিশ্লেষণ হইল, মনে করা যায় না। রাসায়নিক বিশ্লেষণে মরা সেলের মাল মসলাগুলি ধরা পড়িতে পারে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে বিশ্লেষণ আমাদের দেখাইয়া দিবে না সেই রহস্য শক্তিটাকে, যে শক্তি একটা একটা "জড় বিন্দু" (কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন—C. H. N. O.) গ্রেপ্তার করিয়া, তাহাদিগের যোগে একটা জীবন্ত কোষ বা সেল নির্ম্মাণ করিবে, এবং নানান্‌ভাবে ভাঙ্গন গড়নের কৌশলে, সেই জীবকোষটাকে একটা পুষ্টাঙ্গ জীবশরীরে পরিণত করিতে পারিবে। প্রাণের যে সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংশের লীলা, তার কোনো পরিচয় অথবা কৈফিয়ৎ আমরা রাসায়নিক বিশ্লেষণে পাইব না। ভাবের বেলাতেও কেবল সাধারণ "সাইকোলজিকাল" বিশ্লেষণে ভাবের বীজাত্মা বাহির হইবে না। জীবের স্থূল দেহটা চিরিয়া "ষট্‌চক্র" আবিষ্কারের চেষ্টার মত, সে চেষ্টাও বিফল হইবে।

---

prosperity which is often clearly caused by no action done in this life. Indeed, the Indian doctine of trans nigration, fantastic though it may appear to us, has the twofold merit of satisfying the requirement of justice in the moral government of the world and at the same time inculcating a valuable ethical principle which makes every man the architect of his own fate. For us every bad deed done in this existence must be expiated, so every good deed will be rewarded in the next existence. From the enjoyment of the fruits of actions already done there is no escape ; for, in the words of the Mahabharata, "as among a thousand cows a calf finds its mother, so the deed previously done follows after the doer." এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সইসের ঈজিপ্ট ও ব্যাবিলনের জন্মান্তরবাদের আলোচনা দ্রষ্টব্য। জন্মান্তরবাদ তা হইলে আর্য্যেরা আদিম অধিবাসীদের কাছ হইতে কর্জ্জ করিয়াছিলেন ; আর এই কর্জ্জ করা সম্পত্তি তাঁদের আসলের আসল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিলাতী মতের সমালোচনা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। আমরা অন্য গ্রন্থে পরীক্ষা করিব। এখানে আর একটী কথা

তিন রকমে দেখা।

ভাবাভিব্যক্তির যেটা বাহিরের অবয়ব (যেটাকে আমরা স্থূল, বিরাট্, কার্য্যবিগ্রহ বলিয়াছি), সেটা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা এক রকম, আর গোটা করিয়া দেখা অন্য রকম। খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখায় দোষ নাই, যদি উপসংহারে সে সব দেখার সমুচ্চয় (synthesis) করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই যে বাহিরের দেখা, এটা তিন রকমের। সম্পূর্ণ দেখা, অসম্পূর্ণ দেখা, বিকৃত দেখা। প্রথমটি সাত্ত্বিক; দ্বিতীয়-তৃতীয় রাজসিক-তামসিক। অসম্পূর্ণ দেখা অবশ্য যথার্থ দেখা নয়; তবে ইহা যথার্থ দেখার সাধক হইতে পারে, অথবা বাধক হইতে পারে। বাধক হয় তিন কারণে। যদি অংশ বা খণ্ডগুলি যথাযথ ভাবে সম্বদ্ধ ও সজ্জিত না হয়, তবে টুক্‌রা টুক্‌রা দেখিয়া আমরা পূর্ণ বা গোটা জিনিষের কোনোরূপ আঁচ করিতে পারিব না। অস্থিসঞ্চয় করিলেই হয় না; অস্থি-সংস্থান করা চাই। তার পর,খণ্ডগুলি যদি বিকৃতিদুষ্ট (distored, deformed, malobs rved) হয়, তবে তাদের যোড়া তাড়া দিয়া গোটা সত্যের চেহারা মিলিবে না। শেষকালে আবার খণ্ডকেই যদি গোটা ভাবিয়া বসিয়া থাকি, তা হইলেও, গোটা জিনিষটা পাইব না। বাধক হবার এই তিন দফা নিদান। সাধক হইতে পারে দুই অবস্থায়। যদি টুকরাগুলি ঠিক পাওয়া হয় এবং ঠিকভাবে সাজান হয়; আর যদি অরুন্ধতী দর্শন ন্যায়ে (rule of approximation) অথবা "মণিপ্রভায়াং মণিভ্রমঃ" এই ন্যায়ে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

—অথর্ব্ববেদ যে এ বিদ্যার একটী নয়, পরবর্ত্তী একটী সংযোগ, এবং অথর্ব্ববেদের প্রতিপাদ্য ও আলাদা রকমের, তাও সাহেব পণ্ডিতেরা প্রায় এক বাক্যেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গোপথ ব্রাহ্মণে এবং অন্যান্য কোনো কোনো স্থলে (যথা মহাভারতে) অথর্ব্ববেদের নাম "ব্রহ্মবেদ" এবং অথর্ব্বদের বেদসারত্ব কীর্ত্তিত হইলেও, ত্রয়ীর সঙ্গে অথর্ব্ববেদের যে একটী পার্থক্য (ঠিক বিরোধ নয়) ছিল—এ কথা সাহেবেরা অনেকেই বলেন। তিলকের গীতাভাষ্যভূমিকাও দ্রষ্টব্য। এ সম্বন্ধে ম্যাক্‌ডোনেল্ল সাহেবের কথাগুলি (pp 185-189) আমরা শুনিতেছি। As a whole, it is a heterogeneous collection of spells. Its most salient teaching is sorcery, for it is mainly directed against hostile agencies, such as diseases, noxious animals, demons, wizards, foes, oppressors of Brahmans. But it also contains many spells of an auspicious character, such as charms to secure harmony in family and village life, reconciliation of enemies. long life, health, and prosperity, besides prayers for protection on journeys, and for luck in gambling. Thus it has a double aspect, being meant to appease and bless as well as to curse."

"In its main contents the Atharva-Veda is more superstitious than the Rigveda. For it does not represent the more advanced religious beliefs of the

অযথার্থ হইয়াও, "সংবাদী" হয়, কিনা, যাথার্থ্যের প্রাপক হয়,তবে তাহা সাধক নাম পাবার যোগ্য।

ভিতরদিকে এবং বাহিরদিকে প্রশ্ন।

ভারতবর্ষের কোনো একটা বিশিষ্ট ভাব, যেমন যজ্ঞ বা মন্ত্র, ভিতরেরও জিনিষ, বাহিরেরও জিনিষ। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের নানা দিকে নানা ভাবে যজ্ঞ বা মন্ত্রের অভিব্যক্তি. কার্য্যতঃ কি ভাবে হইয়াছে ও হইতেছে, এইটা হইল বাহিরের দিকে প্রশ্ন। কি ভাবে কেমন করিয়া কি কি লইয়া যজ্ঞ তাঁরা করিতেন; আগে কি ভাবে করিতেন; পরেই কি ভাবে করিতেন; দেশ, কাল, পাত্রভেদে যজ্ঞের কি কি ভেদ হইত বা হইয়াছে; সমাজের সর্ব্ববিধ ব্যবহারের (অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের) মধ্যে যজ্ঞের স্থান কোথায় ছিল, এখনই বা কোথায় আছে; সমাজের বিকাশে যজ্ঞানুষ্ঠান কিভাবে কতটুকু সাহায্য করিয়াছে; সমাজের বৈশিষ্ট্য গঠনে এর কতটুকু দান; ধর্ম্ম কর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র—এ সকলের মধ্যে যজ্ঞের ভাব (Idea) টা কি ভাবে কাজ করিয়াছে. এবং তার ক্রিয়ার ফলে সে সমস্ত কি ভাবে "আকারিত" (moulded) হইয়াছে; এক কথায়, ভারতীয় সভ্যতার বিচিত্র বিকাশে ঐ Ideaর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কি ভাবে, কতটুকু হইয়াছে; এই বিরাট্ আলোচনাই যজ্ঞ সম্বন্ধে বাহিরের আলোচনা; "যজ্ঞবরাহের" যে কার্য্যতনু তারই পরীক্ষা। মন্ত্র সম্বন্ধেও এই কথা।

উদাহরণ।

এখন, ভারতীয় যজ্ঞ বা মন্ত্রের Ideaটা মোটেই না বুঝিয়া কেহ তাদের কার্য্যবিগ্রহ দেখিয়া কিছু বুঝিবেন না। মন্ত্রের মধ্যে আদি ও সর্ব্বপ্রধান মন্ত্র হইতেছে প্রণব। এ প্রণব জিনিষটা যে আর্য্য ঋষি ও সাধক সম্প্রদায়ের জ্ঞানে ও বিশ্বাসে কি, তাহা না জানিয়া কেহ ভারতীয় জীবনের সর্ব্বাবয়বে মন্ত্রের বাহ্য বিকাশ (অর্থাৎ মন্ত্রের স্থূল, কার্য্য রূপটি) বুঝিতে পারিবেন না। সুতরাং গোড়াতেই এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রণব বা ঐ রকম একটা

---

priestly class, but is a collection of the most popular spells current among the masses, who always preserve more primitive notions with regard to demoniac powers. The spirit which breathes in it is that of a prehistoric age. A few of its actual charms probably date with little modification from the Indo-European period; for, as Adalbert Kuhn has shown, some of its spells for curing bodily ailments agree in purpose and content, as well as to some extent even in form,

কোনো ভারতীয় বিশিষ্ট ভাবকে, ভিতর দিক্ ও বাহিরের দিক্, এই দুই দিক্ দিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। শুধু একদিক্ দিয়া বুঝিতে গেলে, সেই বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্যের তীক্ষ্ণ ভাষায় মূর্দ্ধা বিপতিত—মাথা খসিয়া পড়িবে; যে প্রতিভা লইয়া সকল তত্ত্ব বুঝিতে হয়, সে প্রতিভা আমাদের মগজের ভিতরে প্রস্ফুটিত হইবে না। আগে বাহিরের দিক্, অর্থাৎ, প্রণববাদ আর্য্যদের ধর্ম্মে কর্ম্মে, অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে কি ভাবে নিজের "গড়ন" দিয়াছিল—বুঝিরা, তার পর, উন্নয়ন বা আরোহ নীতিতে (inductively) প্রণবের ভিতরের দিক্‌টা বুঝিব, একটা মারাত্মক সংস্কার। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে জড় বিজ্ঞানের আরোহ পদ্ধতিতে, ভাবের নিগূঢ় খবর, অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্বে, পৌঁছিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি সুকৃতিবশে প্রণব-দৈবতের স্বরূপ পরিচয় পান, তবে তাঁরও, বাহিরে, নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের ভিতরে সে স্বরূপ ওতপ্রোত ও জাগ্রৎ না দেখা পর্য্যন্ত, তৃপ্তিলাভ হইবে না। ব্রহ্ম (যাঁর শাব্দিক বাচক প্রণব) যেন "তৃপ্ত" হবার জন্যই, আনন্দের জন্যই, নিজেকে ভিতর বাহির করিয়াছেন; এ ভিতর বাহিরের ঊর্দ্ধে অশব্দ তুরীয় ধামে – যিনি নিজেকে তুলিতে পারিয়াছেন, তাঁর অবশ্য কোনই বালাই নাই; কিন্তু যতক্ষণ লীলা, সুতরাং ব্যবহার চলিতেছে, ততক্ষণ, ভিতরকে বাহিরে দেখিয়া এবং বাহিরকে ভিতরে দেখিয়া তবে "সাধ মিটাইয়া" দেখা হয়। বালক ধ্রুব নারদের দেওয়া দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে প্রথমতঃ বাসুদেবকে "দহরবেশ্ম," অর্থাৎ হৃৎপুণ্ডরীকের মাঝেই দেখিলেন; তার পর, নয়ন মিলিয়া বাহিরেও অভীষ্ট দেবতাকে দেখিয়া তবে চরিতার্থ হইলেন। ভিতর বাহির এই দ্বৈধ লইয়াই যখন সৃষ্টির কাণ্ডকারখানাটা চলিতেছে, আত্মা নিজেকে বাহির করিয়া অথচ ভিতরে পূরিয়া রাখিয়া ("গুহাহিত" হইয়া)

---

with certain old German, Lettic and Russian charms. But with regard to the higher religious ideas relating to the Gods, it represents a more recent and advanced stage than the Rigveda. It contains, indeed, more theosophic matter than any of the other samhitas. For the history of civilisation it is on the whole more interesting and important than the Rigveda itself.

The oldest name of this Veda is Atharvangirasah, a designation occurring in the text of the Atharva-Veda, and found at the beginning of its Mss. themselves. This word is a compound formed of the names of two ancient families of priests the Atharvans and Angirases. In the opinion of Professor Bloomfield the former term is here synonymous with "holy charms," as referring to auspicious practices, while the latter is an equivalent of "witchcraft charms." The term

-১৫৮

অযথার্থ হইয়াও, "সংবাদী" হয়, কিনা, যাথার্থ্যের প্রাপক হয়, তবে তাহা সাধক নাম পাবার যোগ্য।

ভিতরদিকে এবং বাহিরদিকে প্রশ্ন।

ভারতবর্ষের কোনো একটা বিশিষ্ট ভাব, যেমন যজ্ঞ বা মন্ত্র, ভিতরেরও জিনিষ, বাহিরেরও জিনিষ। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের নানা দিকে নানা ভাবে যজ্ঞ বা মন্ত্রের অভিব্যক্তি কার্য্যতঃ কি ভাবে হইয়াছে ও হইতেছে, এইটা হইল বাহিরের দিকে প্রশ্ন। কি ভাবে কেমন করিয়া কি কি লইয়া যজ্ঞ তাঁরা করিতেন; আগে কি ভাবে করিতেন; পরেই কি ভাবে করিতেন; দেশ, কাল, পাত্রভেদে যজ্ঞের কি কি ভেদ হইত বা হইয়াছে; সমাজের সর্ব্ববিধ ব্যবহারের (অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের) মধ্যে যজ্ঞের স্থান কোথায় ছিল, এখনই বা কোথায় আছে; সমাজের বিকাশে যজ্ঞানুষ্ঠান কিভাবে কতটুকু সাহায্য করিয়াছে; সমাজের বৈশিষ্ট্য গঠনে এর কতটুকু দান; ধর্ম্ম কর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র—এ সকলের মধ্যে যজ্ঞের ভাব (Idea) টা কি ভাবে কাজ করিয়াছে এবং তার ক্রিয়ার ফলে সে সমস্ত কি ভাবে "আকারিত" (moulded) হইয়াছে; এক কথায়, ভারতীয় সভ্যতার বিচিত্র বিকাশে ঐ Ideaর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কি ভাবে, কতটুকু হইয়াছে; এই বিরাট্ আলোচনাই যজ্ঞ সম্বন্ধে বাহিরের আলোচনা; "যজ্ঞবরাহের" যে কার্য্যতনু তারই পরীক্ষা। মন্ত্র সম্বন্ধেও এই কথা।

উদাহরণ।

এখন, ভারতীয় যজ্ঞ বা মন্ত্রের Ideaটা মোটেই না বুঝিয়া কেহ তাদের কার্য্যবিগ্রহ দেখিয়া কিছু বুঝিবেন না। মন্ত্রের মধ্যে আদি ও সর্ব্বপ্রধান মন্ত্র হইতেছে প্রণব। এ প্রণব জিনিষটা যে আর্য্য ঋষি ও সাধক সম্প্রদায়ের জ্ঞানে ও বিশ্বাসে কি, তাহা না জানিয়া কেহ ভারতীয় জীবনের সর্ব্বাবয়বে মন্ত্রের বাহ্য বিকাশ (অর্থাৎ মন্ত্রের স্থূল, কার্য্য রূপটি) বুঝিতে পারিবেন না। সুতরাং গোড়াতেই এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রণব বা ঐ রকম একটা

---

priestly class, but is a collection of the most popular spells current among the masses, who always preserve more primitive notions with regard to demoniac powers. The spirit which breathes in it is that of a prehistoric age. A few of its actual charms probably date with little modification from the Indo-European period; for, as Adalbert Kuhn has shown, some of its spells for curing bodily ailments agree in purpose and content, as well as to some extent even in form,

কোনো ভারতীয় বিশিষ্ট ভাবকে, ভিতর দিক্ ও বাহিরের দিক্, এই দুই দিক্ দিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। শুধু একদিক্ দিয়া বুঝিতে গেলে, সেই বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্যের তীক্ষ্ণ ভাষায় মূর্দ্ধা বিপতিত—মাথা খসিয়া পড়িবে; যে প্রতিভা লইয়া সকল তত্ত্ব বুঝিতে হয়, সে প্রতিভা আমাদের মগজের ভিতরে প্রস্ফুটিত হইবে না। আগে বাহিরের দিক্, অর্থাৎ, প্রণববাদ আর্য্যদের ধর্ম্মে কর্ম্মে, অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে কি ভাবে নিজের "গড়ন" দিয়াছিল—বুঝিরা, তার পর, উন্নয়ন বা আরোহ নীতিতে (inductively) প্রণবের ভিতরের দিক্‌টা বুঝিব, একটা মারাত্মক সংস্কার. আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে জড় বিজ্ঞানের আরোহ পদ্ধতিতে, ভাবের নিগূঢ় খবর, অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্বে, পৌছিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি স্বকৃতিবশে প্রণবদৈবতের স্বরূপ পরিচয় পান, তবে তাঁরও, বাহিরে, নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের ভিতরে সে স্বরূপ ওতপ্রোত ও জাগ্রৎ না দেখা পর্য্যন্ত, তৃপ্তিলাভ হইবে না। ব্রহ্ম (যাঁর শাব্দিক বাচক প্রণব) যেন "তৃপ্ত" হবার জন্যই, আনন্দের জন্যই, নিজেকে ভিতর বাহির করিয়াছেন; এ ভিতর বাহিরের উর্দ্ধে অশব্দ তুরীয় ধামে - যিনি নিজেকে তুলিতে পারিয়াছেন, তাঁর অবশ্য কোনই বালাই নাই; কিন্তু যতক্ষণ লীলা, সুতরাং ব্যবহার চলিতেছে, ততক্ষণ, ভিতরকে বাহিরে দেখিয়া এবং বাহিরকে ভিতরে দেখিয়া তবে "সাধ মিটাইয়া" দেখা হয়। বালক ধ্রুব নারদের দেওয়া দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে প্রথমতঃ বাসুদেবকে "দহরবেশ্ম," অর্থাৎ হৃৎপুণ্ডরীকের মাঝেই দেখিলেন; তার পর, নয়ন মিলিয়া বাহিরেও অভীষ্ট দেবতাকে দেখিয়া তবে চরিতার্থ হইলেন। ভিতর বাহির এই দ্বৈধ লইয়াই যখন সৃষ্টির কাণ্ডকারখানাটা চলিতেছে, আত্মা নিজেকে বাহির করিয়া অথচ ভিতরে পূরিয়া রাখিয়া ("গুহাহিত" হইয়া)

---

with certain old German, Lettic and Russian charms. But with regard to the higher religious ideas relating to the Gods, it represents a more recent and advanced stage than the Rigveda. It contains, indeed, more theosophic matter than any of the other samhitas. For the history of civilisation it is on the whole more interesting and important than the Rigveda itself.

The oldest name of this Veda is Atharvangirasah, a designation occurring in the text of the Atharva-Veda, and found at the beginning of its Mss. themselves. This word is a compound formed of the names of two ancient families of priests the Atharvans and Angirases. In the opinion of Professor Bloomfield the former term is here synonymous with "holy charms," as referring to auspicious practices, while the latter is an equivalent of "witchcraft charms." The term

নিজের সঙ্গে লুক্কোচুরি খেলিতেছেন, তখন ভিতর ও বাহির এ দুয়েতেই না গিয়া, এ নিত্য ব্রজলীলায় লীলাসহচর কে হইবে? সুতরাং, একটা মূল বন্দোবস্তের ফলে, কোনো আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক বিষয়কে, আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়া না দেখিলে পূরা দেখাও সত্যকার দেখা হয় না।

বাহিরটাই, স্থূলটাই বিচিত্র, বিবিধ; আত্মায় সকল মানুষ এক; সেখানে দেশ, কাল, পাত্রের বিচার নাই; এটা হাল্‌কা কথা। আত্মা মানে পরমাত্মা বুঝিলে, তাহা এক সন্দেহ নাই; কিন্তু জীব, জীবের অন্তঃকরণ (বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ও মন, এবং তাদের অশেষ প্রকার ধর্ম্ম ও সংস্কার) বুঝিলে, সেটা "ঘটে ঘটে" আলাদা। যেমন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান থাকা মানুষের সাধারণ "সম্পত্তি" হইলেও, কোনও একটা বিশেষ ধরণের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান তা নয়. ভাব সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। আমরা আগেও বলিয়াছি, এখানেও বলিতেছি যে, ভাবের সামান্যরূপ একটা থাকিলেও, দেশে দেশে, যুগে যুগে, সমাজে সমাজে, এমন কি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, তার একটা অসাধারণ বিশিষ্টরূপও আছে। বহুশতাব্দীর সাধনা এবং অনুশীলন পশ্চাতে থাকিলে সে বিশিষ্ট রূপটি এমনই বিচিত্র হইয়া উঠে যে, কেবল মাত্র "সামান্য জ্ঞান" পুঁজি করিয়া সে বিশিষ্ট রূপের হাটে কারবার করিতে আসিলে, বেকুব বনিতে হয়। যজ্ঞ Sacrifice, মন্ত্র Incantation—এই রকমের এক একটা সামান্য জ্ঞানে, ভারতের যজ্ঞ বা মন্ত্র আসলে যা, এবং ব্যবহারে ও ফলে যা হইয়াছিল, তা বুঝিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

---

atharvan and its derivatives, though representing only its benevolent side, would thus have come to designate the fourth Veda as a whole. In its plural form (atharvanah) the word in this sense is found several times in the Brahmanas, but in the singular it seems first to occur in an Upanished. The adjective atharvana, first found as a neuter plural with the sense of "Atharvan, hymns" in the Atharva-Veda itself (Book XIX) is common from that time onwards. The name Atharva-Veda first appears in Sutras about as early as Rigveda and similar designations of the other samhitas. There are besides two other names of the Atharva-Veda, the use of which is practically limited to the ritual texts of this Veda. In one of these, Bhrigu * *

* * * * takes the place of that of the Angirases. The other, Brahma-Veda, has outside the Atharvan literature only been found once, and that in a Grihya Sutra of the Rigveda.' "Sorcery", "Witchcraft" ইত্যাকারে নাম সেই কুকুরকে ফাঁসি লট্‌কাইবার ব্যবস্থা। ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদেও যাদুবিদ্যা বা "যাতু" বিদ্যার অভাব নাই; এমন কি, বৃহদারণ্যক উপনিষদের (শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত) মতন উপনিষদেও আছে। ও বিদ্যা একটা পুরাতন বিদ্যা বা Science।

তিনভূমিতেই বৈশিষ্ট্য।

অতএব ভাবের রাজ্যে ঢুকিয়া আমরা বিশ্বমানবতার সাধারণ জমিনে গিয়া দাঁড়াইলাম. সুতরাং, সেখানে এক দেশ বা যুগের লোকের পক্ষে অন্য দেশ বা যুগের "অন্তরঙ্গ" তথ্য পাইবার কোন রকম বাধা থাকিল না; যত তফাৎ ছিল স্থূলে; সূক্ষ্মে বা ভিতরে গিয়া আর কোনই ভেদ নাই;—এ চিন্তা বিচারসহ নহে। মানবতার অভিব্যক্তির তিনটা ভূমিতেই – স্থূল, সূক্ষ্ম ও বীজ—দেশে দেশে, যুগে যুগে, পাত্রে পাত্রে, বৈশিষ্ট্য আছে। প্রণব সম্বন্ধে বা অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে ভারতীয়েরা এক অপরূপ ও বিচিত্র ভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া গিয়াছেন; তাঁদের বৈশিষ্ট্য কেবল আচার অনুষ্ঠানেই আবদ্ধ ছিল না। এ কথা যে কতদূর খাঁটি, তা আমরা কেবলমাত্র এই একটা জিনিষ ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, ভারতের যজ্ঞ বা মন্ত্রের বিশিষ্ট রূপগুলি ভাষান্তরিত করিয়া ঠিক বোঝানর উপায় ত নাই-ই, এমন কি ভারতীয় চিন্তার মূল বিষয় বা বাচ্য (Predicables)গুলি —যথা, "চিৎ", "আনন্দ," "প্রাণ," "আকাশ," "তেজঃ," "রস," "মন." "আত্মা"—এ সমস্তই অন্য ভাষায়, এক কথায় বা সংক্ষেপে, বিবৃত করার যো নাই; এ সবই untranslatable। এটা যে কেবল মাত্র ভারতেরই বিশেষত্ব এমন নয়; মিশরী, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীনদের এবং ইংরাজ, ফরাসি প্রভৃতি নবীনদের বিশিষ্ট-সাধনা-লব্ধ অনেক অভিজ্ঞতা ও "ভাব মূর্ত্তির" (thought-forms এর) উপর আমাদের ভাষার পোযাক টানিয়া পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে যাইলে, নিতান্তই জুলুম করা হইবে।

ভাবেতিহাসের প্রমেয় বা বিষয় (Subject-matter) এইরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণে লক্ষিত বলিয়া, প্রমাতা (অর্থাৎ, যিনি ইতিহাস লিখিবেন) সে বিষয়ে অধিকারী হওয়া আবশ্যক। অধিকার উত্তম, মধ্যম, অধম। শাস্ত্রে আপ্তের

প্রাচীনকালে সকল দেশেই যেরূপ বহু প্রচলন ছিল,তাতে এ বিদ্যার সফলতা কিছু না কিছু প্রমাণিত হইয়া যায়; তারপর, এই Psychic ও Spiritualistic Research এর দিনে সে বিদ্যার ভিত্তি নূতন করিয়া, অনেকক্ষেত্রে বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের দ্বারাই, পরীক্ষিত হইতেছে। হঠ-কারিতার সঙ্গে মতামত প্রকাশ না করাই ভাল। সকল বিদ্যার শুভ ও অশুভ দুই রকমেরই প্রয়োগ ছিল এবং আছে। অশুভ প্রয়োগের বাড়াবাড়ি হইলে সাবধান হওয়া আবশ্যক। অথর্ব্ব বেদের পরাবিদ্যা ত' বটেই, "অথর্ব্বাঙ্গিরস" বিদ্যাও (যেটা দুইটী Bloomfield সাহেব Good and Evil Magic বলিলেন) আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ত্রয়ীতে বিদ্যার কোনো কোনো অংশে "জোর" দেওয়া ছিল, অথর্ব্ববেদে অরূপ কোনো কোনো অংশে

যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, সেই লক্ষণ যাঁহাতে আছে, তিনি উত্তম অধিকারী।

অধিকার ত্রিবিধ।

অন্তঃকরণকেও ইন্দ্রিয়ের সামিল ধরিয়া আমরা বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়ের দোষ দুইটি—আবরণ ও বিক্ষেপ। ইন্দ্রিয় আমাদের কাছে বিষয় কিছু কিছু প্রকাশ করে বটে, কিন্তু অনেকটাই গোপন করিয়া রাখে। এই একটা দোষ। আর রাগ-দ্বেষ-সংস্কারাদি বশতঃ ইন্দ্রিয় চঞ্চল বিক্ষিপ্ত বলিয়া পদার্থের আলোক স্থিরভাবে ধরিতে পারে না; কাজেই বুদ্ধিতে বিষয়ের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেটা বিম্বের অনুরূপ না হইয়া, বিরূপ হইয়া থাকে। দার্শনিকেরা তড়াগের জলে প্রতিবিম্ব পড়ার উদাহরণ দিতেছেন। প্রথমতঃ জল স্বচ্ছ হওয়া দরকার; দ্বিতীয়তঃ, স্থির হওয়া দরকার। বৈরূপ্য বা বিকৃতি হওয়াটা দ্বিতীয় দোষ। ইন্দ্রিয়ের এই দুইটা দোষ যাঁর নাই, তিনিই আপ্ত। তিনিই প্রমেয় সম্বন্ধে সমগ্রদর্শী ও যথার্থদর্শী। এ “দর্শন” শুধু যে সাধারণ (common) সমীক্ষা পরীক্ষা, এমন নহে; রহস্য দৃষ্টি, ধ্যান দৃষ্টি, আবশ্যকমত, এ দর্শনের অন্তর্গত। সুতরাং সাধারণ ইতিহাস-লেখক যে “প্রমাণ” লইয়া চলেন, এ প্রমাতা সে প্রমাণ “অতিক্রম” করিয়া যাইতে পারেন।

শ্রুতি বা আগম কেন মানা হইত?

বলাবাহুল্য, সাধারণ প্রমাণে প্রমেয়ের সমগ্র গ্রহণ, এমন কি, যথার্থ গ্রহণও হয় না। আগেকার পণ্ডিতেরা শ্রুতি বা আগম মানিতেন, এইজন্য। শঙ্করাচার্য্য শ্রুতির প্রামাণ্যকে যে “রবেরিব রূপবিষয়ে” অতীন্দ্রিয় বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও অব্যভিচারী বলিয়াছেন, তার কারণ এই যে, শ্রুতি অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ (কিছু বিশিষ্ট ধরণের, তা' আমরা স্থানান্তরে আলোচনা করিব)। আচার্য্যেরা তাই শ্রুতিকে “প্রত্যক্ষ” এবং স্মৃতিকে “অনুমান” বলিতেন। এ প্রত্যক্ষ প্রাগুক্তদোষদ্বয়-লেশ-বিরহিত, সুতরাং আমাদের প্রত্যক্ষের চাইতে প্রমাণ হিসাবে বলবৎ। আমাদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে, শ্রৌত প্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় বিষয়ে; সুতরাং এদের এলাকা আলাদা,

---

জোর দেওয়া হইয়াছিল। সাহেবের উক্তি ঠিক হয় নাই যে (p. 194)— ‘Under a sense of the exclusion of their veda from the sphere of the sacrificial ritual, they lay claim to the fourth priest (the *brahman*), who in the vedic religion was not attached to any of the three vedas, but being required to have a knowledge of all three and

বিরোধের ভয় নাই ; একথা মোটা কথা, সূক্ষ্ম হিসাবে টেকে না। যাহা হউক, এ আলোচনাও আমরা স্থানান্তরে করিব। ভাবের এমন কতক কতক অবস্থা বাস্তব আছে, যেখানে উঠিবার জন্য, আমাদের মানসিক প্রক্রিয়ার চলিত ধাপগুলি ছাড়াইয়া যাইতে হয়। সে সব স্তর "দেখিতে" আমাদের "রহস্যানুভব" (mystic experience), অসাধারণ বৃত্তি বা অবস্থা (প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি) হওয়া আবশ্যক। যোগশাস্ত্রে চিত্তের ক্ষিপ্তাদি পাঁচটি অবস্থার কথা আছে ; শেষের দুইটা অবস্থা—একাগ্র ও নিরুদ্ধ ' যোগ" বলিয়া প্রসিদ্ধ ; অথবা, একাগ্রতার অবস্থাটাকে "যুঞ্জান" বলিয়া, নিরুদ্ধ অবস্থাটাকেই "যুক্ত" বা যোগ বলা যায়। আমাদের সাধারণ চিত্ত-ব্যাপারের মধ্যে এই "যুঞ্জান-যুক্ত" অবস্থাটাও অজ্ঞাতসারে, স্বাভাবিক ভাবে হইতেছে ; লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক, নিজের আয়ত্ত ভাবে, এ অবস্থা আনিতে পারিতেছি না। এই জন্য, বর্ণ-বৈচিত্র্যের (Colour-bandএর) সব কয়টা "গ্রাম" (ultra violet এবং ultra red) আমরা যেমন দেখিতে পাই না, তেমনি ভূতবস্তুর এবং ভাব বস্তুরও সকল রকম অবস্থা আমরা দেখিতে পাই না। উর্দ্ধ সপ্ত এবং অধঃ সপ্ত—এই চতুর্দ্দশ লোকের মধ্যে কয়টা লোক ("plane") আমরা সচরাচর দেখিতে পাই ? ভূতবস্তুর কথা যাক্, ভাব বস্তুর "super-conscious" এবং "sub-conscious" অবস্থাগুলি আমরা দেখি না। অথচ ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন দেশে, এই সকল অতীন্দ্রিয় স্তরগুলি সম্বন্ধে সবিশেষ সাধন ও অনুশীলন চলিয়াছিল, যে সকল প্রাচীন দেশের ভাবাভিব্যক্তির সমগ্র ও যথার্থ ইতিহাস, আমরা আমাদের এই "সামান্য" বুদ্ধি বিচার লইয়াই, লিখিতে সাহসী হই।

উদাহরণ—
"উন্নতভূমি।"

প্রণবের যে নাদবিন্দু, শান্ত বা অশব্দ প্রভৃতি অবস্থার কথা শ্রুতিতে এবং যোগতন্ত্রাদিশাস্ত্রে এত দেখিতে পাই, সে সব অবস্থা সাধারণ ধাপ ছাড়াইয়া না উঠিয়া বুঝিব কেমন করিয়া ? শিবসংহিতা প্রভৃতিতে যে ঘটাবস্থা, পরিচয়াবস্থা, নিষ্পত্ত্যাবস্থা ইত্যাদি অবস্থার কথা, যোগভাষ্যাদিতে যে সব "ভূমির" কথা বলা আছে, সাধন ব্যতিরেকে, "প্রবেশ" না করিয়া, সে সবের বোদ্ধা; আলোচক, পরীক্ষক হই কেমন

---

of their sacrificial application, acted as superintendent or director of the sacrificial ceremonial. Ingeniously availing themselves of the fact that he was unconnected

করিয়া ? তন্ত্রে যে ষট্‌চক্র ভেদের উত্তরোত্তর প্রস্ফুটিত, উন্নত অবস্থার বিবরণ দেখিতে পাই, তারই বা সমজদার হই কেমন করিয়া ? এ সব ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার একটা কণামাত্র, বাদ দিলেও চলে ;—এ কথা বলিতে কে সাহসী হইবে ? ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার প্রায় সব কয়টা তারই এ রকম "রহস্যানুভূতির" স্বরে, ধ্বনিতে ঝঙ্কার দিতেছে। নিতান্ত বধির ছাড়া কেহ না শুনিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং ভাবাভিব্যক্তির এই রহস্যস্তরগুলি বাদ রাখিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা চলে না। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রের ত কথাই নাই ; যে ষড়্‌দর্শন তত্ত্ব বা পদার্থ লইয়া এমন চুলচেরা সব বিচার করিয়াছেন, সে ষড়্‌দর্শনও আগম বা আপ্তপ্রমাণকে শিরোধার্য্য করিয়া তবে বিচারে ইতি দিয়াছেন। তাঁরা এটা ভোলেন নাই যে, অতীন্দ্রিয় "গ্রাম" (stages) গুলি বাদ দিয়া এদেশের ভাবের, অনুভূতির, কল্পনার কোনো বিবরণই দেওয়া যায় না ; আর সে বিবরণ দিতে গেলে আপ্তপ্রমাণ ছাড়া উপায় নাই।

দ্বিবিধ অসাধারণ প্রমেয়।

কথাটা সোজা। প্রমেয়—যেখানে অসাধারণ, সেখানে তার প্রমাণ ও প্রমাতা দুইই অসাধারণ না হইয়া পারে না। প্রমেয়ের অসাধারণত্ব দুইরকমের হইতে পারে। প্রথম—এমন সব অভিজ্ঞতা (experienecs), সেগুলি আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার ভূমি স্পর্শ করে না। যেমন অনেক অলৌকিক বিষয়ের বা পদার্থের জ্ঞান ; আজকাল যেমন কেহ কেহ মিডিয়ামের সাহায্যে, অথবা নিজেরাই, পরলোকগত আত্মা, সূক্ষ্মদেহী আত্মা প্রভৃতি দেখিতেছেন। আগেও কেহ কেহ দেখিতেন। অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দীর যৌক্তিকতাবাদের আমোল যতদিন চলিয়াছিল, ততদিন এ সব "অভিজ্ঞতা" অমূলক ধরিয়া লইয়াই, ভ্রমের বা অধ্যাসের সচরাচর যে রকম ব্যাখ্যা "বাজারে" চলে, সেই রকম ব্যাখ্যার কবলেই আহুতি দেওয়া হইত। কিন্তু এ দুই ক্ষেত্রে তফাৎ আছে। সাধারণের বিশ্বাসের বস্তু যতদিন সত্য বলিয়া আমরা (কি না,

---

with any of the three Vedas, they put forward the claim of the fourth Veda as the special sphere of the fourth priest. That priest, moreover, was the most important as possessing a universal knowledge of religious lore (*Brahma*), the comprehensive esoteric understanding of the nature of the gods and of the mystery of the sacrifice. Hence the *Gopatha Brahmana* exalts the Atharva as the highest religious lore, and calls it the *Brahmaveda*. The claim to the

পরীক্ষকেরা) মনে করি, ততদিন ভ্রম বা অধ্যাস (illusion, hallucination) প্রভৃতি সচরাচর যে ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হয়, সেই ভাবে তার ব্যাখ্যা দিই। এবং সে ব্যাখা আমাদের সাধারণ অনুভূতির কষ্টিপাথরে কষিয়াই করিয়া থাকি। যেমন অসভ্য মানুষ স্বপ্নে মৃত আত্মীয়কে দেখিয়া এবং স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে বিচার করিতে অসমর্থ হইয়া, মরণের পরও তার সূক্ষ্ম দেহী ভাবে বিদ্যমানতায় বিশ্বাস করিল; অথবা জড় জগতে কোনো কোন বস্তু চলিতেছে দেখিয়া (সূর্য্য, চন্দ্র, মেঘ, নদী, বাতাস ইত্যাদি), এবং নিজেদের অভিজ্ঞতায় চলাটা প্রাণীরই ধর্ম্ম এইটা ঠিক করিয়া বসিয়া, তারা “সরলভাবে” বিশ্বাস করিল যে, মাটি, পাথর, জল, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য্য—এ সকলেরই প্রাণ আছে, এমন কি, চেতনাও আছে। এ রকমের ব্যাখ্যা আমাদেরি শৈশবের অভিজ্ঞতার সূত্র প্রয়োগ করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু সত্য সত্যই যদি পরলোক থাকে, সূক্ষ্মদেহী আত্মা থাকে, জড়েরও প্রাণ ও সংজ্ঞা থাকে, তবে আমাদের প্রমেয়ের গণ্ডীই বড় হইয়া গেল; এবং উপযুক্ত প্রমাণের আশ্রয় লইয়া এবং নিজেদিগকে উপযুক্ত প্রমাতা করিয়া লইয়া, তবে সে প্রমেয়ের পরীক্ষা আমাদের করিতে হইবে। এতদিন যে নূতন অভিজ্ঞতার দুয়ার আমাদের কাছে ইহা রুদ্ধ ছিল, এখন সে দুয়ার খুলিয়া ফেলিয়া আমাদিগকে তার ভিতরে “প্রবেশ” করিতে হইবে। সে প্রবেশ যেমন যেমন হইবে, তেমন তেমন অতীত যুগের অনেক “মিথ্যা সংস্কার”, অনেক “হেঁয়ালি,” অনেক “গল্প”, অনেক “রূপক”, অনেক “আজগবি কথা” আমরা নূতন দিক্ দিয়া নূতন ভাবে দেখিতে ও বুঝিতে শিখিব।

আর এক রকমের অসাধারণতা। দৃষ্টান্ত।

প্রমেয়ের অসাধারণতা আর এক রকমের হইতে পারে। প্রমেয় (ভাব, সংস্কার প্রভৃতি) ঠিক যে আমাদের চলিত অভিজ্ঞতার বাহিরে এমন নয়। আমাদের চল্‌তি অভিজ্ঞতার মাঝেই সে ভাব প্রভৃতি দেওয়া রহিয়াছে; যখন খেয়াল যায়, তখন তাদের চেহারা যে একটু আধটু দেখিতে না পাই, এমনও নয়। কিন্তু তাদের পূর্ণ রূপটা আমরা দেখি না। অর্থাৎ, সে সব ভাববিশেষের কোনো কোনো স্তর আমাদের স্ফুটজ্ঞান

---

latter designation was doubtless helped by the word *Brahma* often occurring in the *Atharva Veda* itself with the sense of ‘charm,’ and by the fact that the Veda contains a larger amount of theosophic matter (Brahmavidya) than any other

বা পরিচয়ের মাঝে থাকিলেও, তার অনেক উঁচু ও নীচু স্তর (superconscious and sub-conscious) আমরা দেখিতে পাই না। একটা বড় curveএর খানিকটা দেখা যে রকম, সেই রকম। যেমন ভক্তি বা প্রেম জিনিষটা আমাদের চল্‌তি অভিজ্ঞতার বাহিরে নয়। কিন্তু নারদ-ভক্তিসূত্রে, শাণ্ডিল্য সূত্রে, ভাগবতে এবং বৈষ্ণবাদির ভক্তিসন্দর্ভে ভক্তি বা প্রেমের যে সব অবস্থা, স্তর, লক্ষণ দেওয়া আছে, আমরা অনেকেই সে সবের আস্বাদ পাই নাই। নারদ-ভক্তিসূত্র বলিতেছেন—"অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্" ; "মূকাস্বাদনবৎ"। "প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে"। গুণমাহাত্ম্যাসক্তি-রূপাসক্তি ইত্যাদি একাদশ রকমের প্রেমের কথা বলিয়াছেন ; সে সবের কয়টা বা কতটুকু আমরা স্বয়ং আস্বাদ বা উপলব্ধি করিতে পারি ? আবার শাণ্ডিল্য সূত্র—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—বলিয়া শ্রীভগবানে পরানুরাগস্বরূপ যে ভক্তির ব্যাখ্যা করিতেছেন, তার কতকটুকু আমরা যে না বুঝি এমন নয়, কিন্তু ষোলকলায় তাকে নিজের অনুভবের মধ্যে পাওয়া কি সচরাচর আমাদের ভাগ্যে ঘটে ? বিষ্ণুপুরাণ যে পরানুরক্তি বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন—"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপ সর্পতু ॥ যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবত্যৌ যথা। মনোমে রমতাং তদ্বৎ পরমাত্মনি কেশবে" ॥ শাণ্ডিল্য সূত্র গৌণী ও পরাভক্তির মধ্যে যে বিচার করিতেছেন, তার কতকদূর পর্য্যন্ত আমরা অনুভবের ভিতরে আনিতে পারি, সবটা পারি না।—"তৎপরিশুদ্ধিশ্চ গম্যা লোকবল্লিঙ্গেভ্যঃ" - লোকের সাধারণ ব্যবহারে যে সকল লক্ষণ (লিঙ্গ) দ্বারা প্রীতি ও তাহার পরিপাকাবস্থা বুঝিতে পারা যায়, ভগবানে "রতি" উৎপন্ন হইলে, এবং রতির পরিপাক হইতে থাকিলেও, তেমনি কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ দিয়া তা বুঝিতে পারা যায়। ভাষ্যকার শ্রীভবদেব ভট্ট এই প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—"যথালোকে নায়িকায়া নায়কে প্রীতিঃ কটাক্ষভুজক্ষেপস্মিত-পরিহাসাদিনানুমীয়তে, তথা ভক্তানাং ভাগবতপ্রীতিস্ত-

---

Samhita" ইত্যাদি। কোনরূপ কৌশল করিয়া অথর্ব্ববেদের বেদত্বে, এমন কি বেদসারত্বে,প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—এমন মনে না করাই উচিত। রাজারা "Wtchcraft" এ খুব বিশ্বাস করিতেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহাদি ব্যাপারে অথর্ব্ববেদের এই সমস্ত প্রক্রিয়ার সহায়তা লইতেন—কাজেই, অথর্ব্ববেদ, গোড়াতে বেদবাহ্য হইলেও, পরে চতুর্থ বেদরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল—এ অনুমানও ঠিক নয়। পুরাণাদিতে অথর্ব্ববেদের যে প্রতিষ্ঠা আমরা দেখিতে পাই, তাতে মনে করা স্বাভাবিক যে, একটা সত্য ঐতিহ্য আশ্রয় করিয়াই পুরাণ সেরূপ প্রতিষ্ঠা দিতেছেন। বিষ্ণুপুরাণ (তৃতীয়াংশ ৩-৬ অধ্যায়ে) বেদবিভাগ, বেদের বিভিন্ন শাখা ও সম্প্রদায়—যেভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাতে

ন্নাম-কথা-শ্রবণাদ্যুত্তরকালীন লোমাঞ্চাশ্রুপাত-প্রভৃতিভির্লিঙ্গৈঃ ভক্তির্ব্যাপ্যত্বে সতি ভক্তবৃত্তিভিরনুমেয়েত্যর্থঃ।" আমাদের লৌকিক প্রণয়ের "নমূনা" দেখিয়া অলৌকিক প্রীতি বুঝিবার কথা বলা হইল; কিন্তু কিছু কিছু ও ভাবে বোঝা গেলেও, আসলে যে সে জিনিষ আমরা বুঝিতে পারি না, এবং যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিও "মূকস্বাদনবৎ" তা বলিতে বুঝাইতে পারেন না, তা ভক্ত রসিকেরা তাঁদের সন্দর্ভ, পদাবলী প্রভৃতিতে অতি অপরূপ ভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। বেশী বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন; ভক্তি, প্রীতি, অনুরাগ, প্রেম এ গুলি আমাদের সাধারণ মনোবৃত্তির সামিল হইলেও, এদের এক একটা অসাধারণ (transcendent) অবস্থাও আছে; সুতরাং এ হিসাবে, আমাদের চল্‌তি অভিজ্ঞতার প্রমেয়ের মধ্যে থাকিয়াও (immanent হইয়াও) এরা তার অতীত। বৈষ্ণবেরা "রস" বস্তুটিকে যে ভাবে বুঝিয়াছেন; "রতি" ও "শৃঙ্গার"; "আলম্বন," "উদ্দীপন"; "বিভাব", "অনুভাব", "ব্যভিচারী ভাব";—ইত্যাদি যে ভাবে বুঝিয়াছেন, সে ভাব আমাদের সহজ ভাবের মাঝেও নিজেকে উদাহৃত করিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু পরিপূর্ণ ও স্বাভাবিক ভাবে, সে ভাব আমাদের অনুভব ও ধারণার চাইতে অনেক বড়।

অপর উদাহরণ।

শুধু কি প্রেম?—জ্ঞান, মনঃসংযোগ, মনের প্রত্যাহার, সঙ্কল্প, যত্ন—এ সকল সাধারণ মনোবৃত্তিরই অসাধারণ স্তর, রূপ ও অবস্থা আছে; যাঁরা সবিশেষ অনুশীলন করিবেন, তাঁদেরই উপলব্ধিতে সে রূপগুলি ধরা পড়িবে; বাকি আর সকলের অনুভবে "কিঞ্চিদ্ব্যক্ত" রূপেই থাকিয়া যাইবে।

আত্মার যেমন পাঁচটা কোষের কথা তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শ্রুতি বলিয়াছেন, তেমনি আমাদের অভিজ্ঞতার অনেকগুলি "কোষ" আছে। বাহিরের অনুভবগুলি সরাইয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়; সেগুলি সরাইয়া আরও ভিতরে ঢুকিতে হয়; এই রকম। এক একটা "কোষ" যেমন যেমন অতিক্রম করিয়া

দেখা যায়, সে সমস্ত শাখা ও সম্প্রদায়ের অনেকেই অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অথচ, ঐ শাখা, সম্প্রদায় প্রভৃতি পুরাণের "কল্পিত" মনে করার কারণ নাই। পুরাণগুলি একবাক্যে বলিতেছেন—বেদ একই (বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৪।১৫ ইত্যাদি), পরে ইহা চতুর্ধা বিভক্ত হইয়াছিল। এখানে সেই এক বেদ—Ancient Lore বা Wisdom। সেই একই বিদ্যার বিভাগ কেবল একবার নয়, বিভিন্ন মন্বন্তরে বিভিন্ন বার (বর্ত্তমান শ্বেতবরাহকল্পে এপর্য্যন্ত ২৮ বার হইয়াছে; বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশে এবং অপরাপর পুরাণে প্রমাণ দ্রষ্টব্য) হইয়াছে। বেদব্যাস একজন নয়; অনেক। এই পুরাতনী বিদ্যার ঐক্য (unity) প্রাচীনেরা নিঃসংশয় হইয়া স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ

যাইতেছি, আমাদের অভিজ্ঞতার রাজ্য ততই প্রসারিত হইতেছে; আমাদের ভাব-প্রকৃতির "প্রমেয়" ততই বড় হইতেছে; শেষকালে, "ব্রহ্ম", কি না, নিরতিশয় রূপে বড় যেটা, সেইটায় পৌছিলে, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্য।

মানুষের মন সকল দেশে, সকল যুগে একই ভাবে চিন্তা করিয়াছে, "নূতন কথা" কিছুই নাই—এ ধারণা একটা ভ্রান্ত ধারণা। প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক যুগের চিন্তায় এক একটা বিশেষত্ব আছে। বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং শিল্পে তার প্রয়োগই হয়ত বিশেষত্ব; ভারতবর্ষ প্রভৃতি কোনো কোনো প্রাচীন দেশে হয়ত এইটাই বিশেষত্ব না হইয়া, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দিকের ভাব, চিন্তা এবং তত্ত্বের স্ফুরণটাই বিশেষত্ব হইয়াছিল। অন্ততঃ সেই দিকে তাঁরা বিশিষ্ট একটা কিছু হইয়াছিলেন বা হইতে চাহিয়াছিলেন—বর্ত্তমানযুগের মতনই ঠিক নয়। সেই দিক্‌টার স্ফূর্ত্তি তাঁদের বৈশিষ্ট্য। তাঁদের ভাবেতিহাস লিখিতে বসিয়া আমাদের প্রতিনিয়ত মনে রাখিতে হইবে যে, ভাবের রাজ্যে তাঁদের প্রমেয় এবং আমাদের প্রমেয় ঠিক মিলিয়া যায় না; এমন কি, সেটা এত বড় ও বিচিত্র হইতে পারে যে, আমাদের চল্‌তি অভিজ্ঞতাটুকুই পুঁজি করিয়া হয়ত তার সওদা করিতেই পারা যাইবে না।

প্রমেয় বড়—দুই রকমে।

প্রমেয় পদার্থ বড় হইতে পারে দুই রকমে। কেহ যাদুঘর দেখিতে যাইয়া শুধু যদি তার প্রস্তরফলক স্তূপাদির ঘর কয়টা দেখিয়া আসেন, তাঁর প্রমেয় অপেক্ষাকৃত ছোট; আর যদি কেউ সব যাদুঘরটা না দেখিয়া না ফেরেন ত', তাঁর প্রমেয় অপেক্ষাকৃত বড়। তবে,এ ক্ষেত্রে ছোট বড় দুই দেখাই এক প্রমাণে—চাক্ষুষ প্রমাণ। প্রমেয় এখানে আলাদা "থাকের" নয়। কিন্তু ধরা যাক্—আকাশের তারাগুলি দেখিব ভাবা গেল। এখানে শুধু

ব্রহ্মবিদ্যার আকর অথর্ব্ববেদের সনাতন ধারা স্বীকার করিতেই হয়। ব্রহ্মবিদ্যার পাশে "যাতুবিদ্যা" বিরাজ করিতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলে চলিবে না। বিদ্যায় পর ও অপর—এই দুই অঙ্গ রহিলেও, বিদ্যা এক (Unity of Knowledge or Science) পশ্চিমের পণ্ডিতেরা মানিবেন না কি?। যাতুবিদ্যা মিথ্যা বলিয়া শতপথ ব্রাহ্মণাদিতে নিন্দিত হয় নাই (বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান মিথ্যা বলিয়া কেহ কেহ আজ্‌কাল এর নিন্দা করিতেছেন না); পরাবিদ্যার সঙ্গে সুসমঞ্জস ভাবে সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইত না বা হয় নাই বলিয়াই নিন্দা। ঋগ্‌বেদাদি বেদত্রয় প্রধানতঃ দৈবযজ্ঞপ্রয়োজন বলিয়া, কতকটা আলাদা ভাবে ("ত্রয়ী") কথিত হইয়াছে।

চোখে যতটা দেখা যায়, ততটা দেখিয়া থামিতে পারি ; আবার দূরবীণ হাতে করিয়াও দেখিতে পারি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, প্রমেয় বড়, এবং সেটা অংশবিশেষে "সূক্ষ্ম" থাকের বলিয়া, তার প্রমাণও আলাদা ; সে প্রমাণ "ভৌতিক "চক্ষু নয়, "দিব্যচক্ষু"। এই রকম, আমার যদি পাঁচ বছরের আগেকার ঘটনা মনে করিতে হয়, তবে সাধারণ "স্মৃতিশক্তির" সাহায্যেই মনে করিতে পারি। খুব শৈশবের ঘটনা, পূর্ব্ব-জন্মের ঘটনা, পরলোক-প্রয়াত আত্মার "তথ্য"—এই রকম কিছু জানা প্রয়োজন হইলে, সাধারণ স্মৃতিপ্রমাণে কুলায় না ; হয় উপযুক্ত মিডিয়ামের শরণ লইতে হয়, নয় নিজেকেই, যোগশাস্ত্রবিহিত "সংযম" দ্বারা ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রমেয় আলাদা স্তরের ; সুতরাং প্রমাণও আলাদা।

সূক্ষ্মতথ্য জানার উপযুক্ত উপায়।

বাহ্য জগতে (জড়ের রাজ্যে ও প্রাণিসমূহের রাজ্যে) সূক্ষ্ম তথ্য জানিবার দরকার হইলে উপযুক্ত "যন্ত্র" (apparatus) ব্যবস্থার করা প্রয়োজন ; আধ্যাত্মিক জগতেও সূক্ষ্ম তথ্য (subtle, occult phenomena) জানার জন্য যোগশাস্ত্রে যে অসাধারণ উপায় (সংযম) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। ভারতবর্ষের অনেক ভাবাভিব্যক্তি আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার "তল" (plane) ছাড়াইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই ; সুতরাং আমাদের চল্‌তি সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনার প্রমাণ পুঁজি করিয়াই সে সব ভাবের খাঁটি বিবৃতি ও ব্যাখ্যা দিতে পারিব, এমন মনে করা অন্যায়। এ ক্ষেত্রে প্রমেয় কেবল যে "সমতলেই" বড় এমন নয়, তাদের তলই আলাদা। শ্রুতি, পুরাণ, তন্ত্রের ভাবনা-চিন্তা-ধ্যানের ধারাগুলি যিনি

অথর্ব্ববেদের প্রয়োজন কতকটা অন্যরূপ ছিল বলিয়া, তার উল্লেখ অনেক জায়গায় আলাদাভাবে হইয়াছে। সকল বেদের "রহস্য" অথর্ব্ব বেদে বলিয়াও তার নাম ব্রহ্মবেদ, এবং তাই যজ্ঞে "ব্রহ্ম" নামক পুরোহিতটিকে এই বেদে অভিজ্ঞ হইতে হইত। যাই হউক, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত, আলোচনা আমরা প্রবন্ধান্তরে করিব। তবে একটা কথা এই যে, গোড়ায় অথর্ব্ববেদের বেদবাহ্যত্ব মানিয়া লইলেও (আমরা তা মানিতেছি না ; আমরা "বেদ" কথাটিকে ব্যাপক ও গভীর অর্থে গ্রহণ করিতেছি, এবং সে অর্থে বেদবিদ্যা একই, এবং সে বিদ্যায় অথর্ব্ব-বেদ-নিরূপিত পরা ও অপরা দুইই অন্তর্নিবিষ্ট।) সে বেদের অর্ব্বাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইল না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও মানেন যে, অথর্ব্ববেদের বহু অংশ খুবই প্রাচীন, এবং অথর্ব্ববেদোক্ত যাতুবিদ্যার মূল খুঁজিতে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক যুগে যাইতে হইবে। ধরা যাক্—যে ভাবেই হউক, সে বিদ্যা বেদবিদ্যার অঙ্গে স্থান পাইয়াছিল। এখন, সে বিদ্যায় ব্রহ্ম সম্বন্ধে, সৃষ্টি সম্বন্ধে, জন্মান্তর সম্বন্ধে অথবা অন্য অন্য তত্ত্ব সম্বন্ধে যা কিছু শুনিব, তাহাই "পরবর্ত্তী" যুগের কথা মনে করিব

সাবধান হইয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই একথা মানিবেন। আমরা সাধারণ অনুভূতির জমিনে দাঁড়াইয়া যদি উপনিষদের আদিত্য, প্রাণ প্রণব, অথবা তন্ত্রের ভূতশুদ্ধি—এই রকমের এক একটা ভাবনার স্রোত লক্ষ্য করিত' দেখিতে পাইব যে, সে সকল ভাবনা যেন একটা অব্যক্ত রহস্য ভূমি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আবার একটা অব্যক্ত রহস্যের দিক্-চক্রবালে গিয়া মিশিয়া যাইতেছে। প্রাচীনেরা আদিত্যের উদয় ও অস্ত যেমনধারা দেখিতে উপদেশ দিতেন, তেমনি। মাঝখানে খানিকটা আমাদের সাধারণ অনুভবের "লোক" স্পর্শ করিয়াছে; আগা ও মুড়ো আমাদের সাধারণ অনুভূতির বাহিরে; এ স্রোত বা ধারাটিকে ষোল আনা দেখার দরকার হইলে, সাধু সন্ন্যাসীরা যেমনধারা নর্ম্মদা প্রভৃতি পুণ্য নদীর "পরিক্রমা" করেন, আমাদেরও তেমনিধারা আগাগোড়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। এইজন্য বলিতেছি—প্রমাণ আলাদা রকমের চাই।

যাথার্থ্য ও কাজচালান সত্য।

যদিবা ধরিয়াও লওয়া যায় যে, এ সব অসাধারণ অনুভূতি "যথার্থ" (true) নহে, কোনো কোনো রূপ অধ্যাসের (hallucination প্রভৃতির) ফল, তা হইলেও আলাদা প্রমাণ আশ্রয়ের আবশ্যকতা আছে। যথার্থের একটা সুস্পষ্ট এবং অবিসংবাদিত লক্ষণ আমরা যতটা সহজলভ্য মনে করি, আসলে তা' নয়। এক কথায়,আমরা যেটাকে "যাথার্থ্য" বলি, সেটা কাজ-চালানো সত্য; অর্থাৎ, আমাদের সাধারণ কাজ কর্ম্ম যেটাকে প্রতিষ্ঠিত ("standard") মনে করিয়া চলিতেছে, সেইটাই আমাদের সত্য। কাজ বদলাইলে, এবং আমাদের "দেখার" মোড় ফিরিয়া গেলে, সেটা সত্য না হইয়া হয়ত অপর একটা কিছু আমাদের সত্য হইয়া দাঁড়ায়। গীতার প্রসিদ্ধ "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং" ইত্যাদির এই একটা মানে। ধরিয়া লওয়া যাক্ যে,

---

—এ প্রতিজ্ঞা করিলে অন্যায় হইবে। শ্রৌত সূত্রগুলিতে অথর্ব্ববেদের তেমন উল্লেখ নাই কিন্তু গৃহ্যসূত্রগুলিতে অথর্ব্ববেদের অপরা বিদ্যার বহুল প্রয়োগ ("বিধান") আছে;—এতেও মনে হয়, প্রয়োজনের পার্থক্য থাকার দরুণ এরূপ হইয়াছিল। ম্যাক্‌ডোনেল (p. 192) কথাটি ধরিয়াছেন; কিন্তু তবুও শেষকালে বলিতেছেন—"but this appears to mean nothing more than that the grihya sutras belong to a later date"। গৃহ্যসূত্রের যে সঙ্কলন কয়খানা আমরা বর্ত্তমানে পাইতেছি, সেগুলি পুরাণো কি নূতন—সে হইল আলাদা কথা; কিন্তু, গৃহ্যসূত্র জিনিষটাকে "পরবর্ত্তী" মনে করা, আর গৃহ্যসূত্রের আলোচিত তত্ত্বগুলিকেই পরবর্ত্তী করা—একই কথা হইয়া দাঁড়ায়। Domestic এবং Sacrificial Ritual—এ দুয়ের

যোনি মুদ্রা প্রভৃতির অনুষ্ঠানে ললাটাভ্যন্তরে যে বিদ্যুদ্দামসন্নিভ পুণ্ডরীকাকৃতি জ্যোতিঃ (এবং তার মধ্যে প্রণব, সিদ্ধ ও দেবতাদের মূর্ত্তি) দর্শন হয়, যে অনাহত শব্দ অবিচ্ছেদে অবিশ্রান্ত ওঁকার ধ্বনির মতন, শুনিতে পাওয়া যায়,—সে গুলো সব অধ্যাস (hallucination); ও সব, মনের কল্পনাকে "সত্য" বলিয়া মনে করা বই আর কিছু নয়। এটা ধরিয়া লইয়াও, বিবৃতি ও ব্যাখ্যা দেবার আবশ্যকতা আছে। অধ্যাস—অন্যরূপ না হইয়া ঠিক অমনটাই - কেন হইল, তার কৈফিয়ৎ পাওয়া দরকার।

অধ্যাসের কৈফিয়ৎ দুই রকমে।

কৈফিয়ৎ দুইভাবে দেওয়া যায় মনে করা যাইতে পারে।—প্রথমতঃ,আমরা নিজেরাই হয়ত ঐ রকম একটা কিছু দেখিব বা শুনিব, "প্রত্যাশা" করিয়াই মুদ্রার অনুষ্ঠান করিয়াছি; স্নতরাং, যে জ্যোতিঃ দেখিলাম বা যে ধ্বনি শুনিলাম, সেটা "auto-suggestion" এর (স্ব-নিদেশের) ফলে, দেখিলাম বা শুনিলাম। এই এক কৈফিয়ৎ। দ্বিতীয়তঃ, সে "নিদেশ"হয়ত জ্ঞাতসারে আমরা নিজেদিগকে দিই নাই; শাস্ত্র বা গুরু দিয়াছেন; এবং সে নিদেশ চেতনার অব্যক্ত ভূমিতে (sub-conscious regionএ) কাজ করিয়া, আমাদিগকে ঐ জ্যোতিঃ দেখাইয়াছে, অথবা ঐ শব্দ শোনাইয়াছে। আধুনিক অনেক মনস্তত্ত্ববিৎ (ফ্রয়েড প্রভৃতি) অচরিতার্থ বাসনাগুলি ঐ রকম অব্যক্ত ভূমিতে থাকিয়া কি রকমে আমাদিগকে অনেক স্বপ্ন দেখায়, তার ব্যাখ্যা দিতেছেন। পুণ্ডরীকাকৃতি জ্যোতিঃ দেখার অথবা অনাহত শব্দ শোনার মূলেও ঐ রকম কতকগুলি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-নিদেশ-নির্ম্মিত অস্পষ্ট, অব্যক্ত, অচরিতার্থ বাসনা থাকা আশ্চর্য্য নয়।

কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে, বিচার করিতে গেলে দেখিতে হয়, মানুষ গৃহস্থালী করিতে শিখিল আগে, কি যজ্ঞ করিতে শিখিল আগে। যে দিন থেকে শিখিয়াছে, সে দিন থেকেই এ দুয়ের ব্যবস্থা (ঋত) চলিয়া আসিতেছে; সে সব ঋতের সঙ্কলন যবেই যেভাবে হইয়া থাকুক্ না কেন। রোহিত, ব্রহ্মচারী রূপে সূর্য্য (অথর্ব্ববেদ. ১১।৪), প্রাণ (১১।৪), কাম (৯।২), কাল (১৯। ৫৩, ৫৪), এমন কি উচ্ছিষ্টরূপেও (১১।১৭) ব্রহ্মবস্তু যে অথর্ব্ববেদে ভাবিত হইয়াছেন—এ সকল ম্যাক্‌ডোনেল প্রভৃতি নিজেরাই স্বীকার করিতেছেন। তবে সেখানেই বড় বা গভীরভাবের কথা, সেখানেই পরবর্ত্তীকাল—এই সূত্র পণ্ডিতেরা আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন—except for metrical form it belongs to the Brahmana type of litarature (p 201)। ভাষাগত প্রমাণ (Linguistic proof) এর উপর নির্ভর করিয়া কতকদূর সপ্রমাণ করা যায়; কতকদূর যায় না। একই শ্রুতির ভিতরে কিয়দংশের (শব্দপ্রধান) ভাষা ঠিক একই ভাবে বজায় রাখা আবশ্যক হইতে পারে—অপরাংশের ভাষা (যেখানে ভাব বা অর্থই প্রধান) কিছু

কৈফিয়ৎ যে ভাবেই দেওয়া হউক, এটা অবিসংবাদিত হওয়া উচিত যে, যেটার কৈফিয়ৎ আমরা দিতেছি, সেটার যথার্থ, অর্থাৎ, ঠিক ঠিক চেহারাটি আমাদের সাম্‌নে হাজির থাকা দরকার।

বিবৃতি ও ব্যাখ্যা।

বাহ্য অনুভূতিতে বাদ সাদ।

ব্যাখ্যার আগে বিবৃতি; এবং বিবৃতিতে দোষ থাকিলে, ব্যাখ্যা কখনই অনবদ্য হইবে না। এখন ভাবিয়া দেখা উচিত যে, বিবৃতি দুই ভাবে পাওয়া যাইতে পারে; পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ। তার মধ্যে, পরোক্ষ বিবরণে তাদৃশ আস্থা স্থাপন করা যায় না (যেমন, "শোনা সাক্ষ্যে" করা যায় না।), এবং যেখানে অপরোক্ষ বিবরণ (direct evidence বা description) পাওয়া সম্ভবপর, সেখানে পরোক্ষ বিবরণ লইয়াই ব্যাখ্যা যুড়িয়া দেওয়া সমীচীন নয়। পরোক্ষ প্রমাণের গলদ দুই জায়গায়। প্রথম, যে নিজে দেখিয়াছে, সে যতই বর্ণনা-কৌশলী হউক না কেন, কখনই তার প্রত্যক্ষ অনুভবের সব খানা অপরের কাছে বলিতে পারে না; তার প্রত্যক্ষের খানিকটা, হয়ত আসলটাই, "অ-বলা" (uncommunicated) থাকিয়া যায়। দ্বিতীয়, যেটুকু সে বলিতে পারিল, সেটুকুর ভিতরেও কোথায় কেমন "জোর" (emphasis বা importance) দিতে হইবে, সে বিষয়ে তার নিজের হয়ত তেমন জ্ঞান অথবা মনোযোগ নাই (সুতরাং ঠিক ঠিক যেমনটা অনুভব, তেমনটাই না বলিয়া, কতকটা "রং চড়াইয়া" বা "রং মাথাইয়া"—toning up or toning down করিয়া—বলিতে পারে), অথবা, তার "রং" ঠিক হইলেও, অপরে,—যে তার "সাক্ষ্য" শুনিতেছে,—তারই মনোযোগের অভাবে অথবা সংস্কারবিশেষের জুলুমের দরুণ, "রং" অন্য রকম হইয়া পড়িল। বক্তা যেখানটায় হয়ত "গৌরব" করিয়াছে, শ্রোতা সেইখানটায় "লাঘব" করিয়া বসিল। বক্তা যেখানে "তিন সত্যি" করিয়া দিব্য দিতেছে, শ্রোতা হয়ত সেখানটায় "অর্থ-বাদ", "অতিরঞ্জন", "অতিশয়োক্তি"—এই রকম একটা

কিছু বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু শেষের ক্ষেত্রে, ভাষা "নূতন" হইল বলিয়া, ভাবটাও নূতন হইবে, এধন কোনো কথা নাই। তা ছাড়া, ভাষাও কোন যুগেই এক ঘেয়ে হয় না। ব্যাকরণের নিয়মগুলিও একই যুগের একই ভাষার সকল শাখাগুলির মধ্যে একরূপ হয় না। তা ছাড়া ছন্দে ("ছান্দস") সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। শব্দপ্রধান মন্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষায় এমন ভঙ্গীতে (Styleএ) নিবদ্ধ, যেগুলি সম্ভবতঃ প্রচলিত সংস্কৃতের অপরাপর ভঙ্গী হইতে কিছু স্বতন্ত্র। সমর্থশব্দ (মন্ত্র) যেখানে লক্ষ্য, সেখানে শব্দের যে মূর্ত্তি সব চাইতে বেশী উপযোগী (most suitable) হইবে, সেইটিই গৃহীত হইবে। বৈদিক যুগেও বটে, বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক

ভাবিয়া লইল। সাক্ষীর "শিব" পরীক্ষকের ও বিচারকের নথিতে "বানর" সাজিয়া দেখা দিতে পারেন। হামেশাই এইরূপ ঘটিতেছে। যেখানে মারাত্মক রকমের গরমিল হয়, সেইখানেই গোল বাধে। সাক্ষী জবরদস্ত হইলে বিচারকের নথি ছিঁড়িয়া ফেলিতে বাধ্য হইতে হয়; আর সাক্ষী যেখানে "বেচারী", সেখানে তার সাক্ষ্য যে আকারে নথিতে উঠে, সেই আকারেই সরকারী শীল মোহরের কল্যাণে পাকা দাঁড়াইয়া যায়।

ভিতরের অনুভূতিরও বাদ সাদ।

বাহ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা ঘটনা লইয়া যেখানে মাম্‌লা, সেখানেই যখন এমনটা হাল, তখন ভিতরের অনুভূতির বেলাত কথাই নাই। আমাদের চেতনা সচরাচর উপস্থিত প্রয়োজনের বেশী নিজেকে অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত থাকে না। ইংরাজীতে বলিতে গেলে—our consciousness is pragmatic। যতটুকুতে অভিনিবেশ করার দরকার, ততটুকুতেই চেতনার আলো বেশ ঘোরালো হইয়া পড়ে; বাকি জায়গাতে তাহা বিরল, না থাকার সামিল। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, চৈতন্য বা অনুভূতি (Experience) পূরাপূরি ভাবে ঐ গণ্ডীটুকুতেই পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে না। আকাশের দিকে চাহিয়া অভিজিৎ নক্ষত্রটাই দেখিতেছি বলিয়া, তখন আমার পূরা অনুভূতির বিবৃতি ঐ অভিজিৎ নক্ষত্রের দেখার হিসাবটুকু দাখিল করিয়াই দেওয়া চলে না। তখনকার পূরা অনুভূতি অনেক বড়, অনেক গভীর। কোনো গণ্ডী টানিয়া বলিয়া দেওয়া যায় না যে, পূরা অনুভূতি এই পর্য্যন্তই, আর নয়। সব সময়েই পূরা অনুভূতি এক একটা সীমাহীন বিশ্ব (indefinable uinverse)।

অনুভূতির তিন "ভূমি"।

তুরীয় ভাবের কথা বাদ দিলেও, এই অনুভবাবাত্মক বিশ্ব "ত্রেধা নিদধে পদম্"—তিনটী লোক বা "ভূমি" স্পর্শ করিয়া থাকে। সেই তিনটা ভূমিকে মোটামুটি ভাবে আমরা—Subconscious, Conscious and Super-conscious এই তিন নাম দিতে পারি। পূরা অনুভবের Sub-conscious ও Super-conscious ভূমিত স্পষ্টতঃ চেতনার অঙ্গীকৃত এলাকার বাহিরেই। প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে, যে ভূমিকে

ও পৌরাণিক যুগে বিশেষভাবে, বীজমন্ত্রগুলি এতদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইত, এখনও হয়। এর মানে এ নয় যে, তান্ত্রিকযুগে ঐ বীজমন্ত্রে সাধারণ রচনা হইত বা লোকে কথাবার্ত্তা কহিত। শব্দপ্রধান

normal consciousness এর এলাকার সামিল বলিয়াই আমরা মনে করিয়া থাকি, সে ভূমিরও খুব সামান্য এক রত্তিই আমাদের চেতনার অভিনিবেশকেন্দ্র স্পর্শ করিয়া থাকে ; বাকি প্রায় সবটাই তার চারিধারে যেন একটা অস্পষ্ট, অস্বীকৃত গোধূলি আলোর (twilightএর) মতন জড়াইয়া বা ছড়াইয়া থাকে। চিত্রের আধার পটটাকে (backgroundকে) বাদ দিয়া যেমন চিত্র হয় না, তেমনিধারা ঐ গোধূলি আলোর মত অস্পষ্ট অথচ ব্যাপক অনুভূতিপুঞ্জকে বাদ দিয়া কোনো বিশিষ্ট স্পষ্ট অনুভূতি (যেমন, অভিজিৎ তারার) হয় না। এই অস্পষ্ট অনুভূতিরাশিকে চেতনার অব্যক্ত ভূমিতে (Sub-conscious and Super-consciousএ) ফেলাও ঠিক নয়। এই অস্পষ্ট অনুভূতিরাশির “ভান” হয়, অথচ হয়ও না—অর্থাৎ, বিশেষ ভাবে হয় না।

“কার্‌বারি” চৈতন্য।

আমরা আগে দৃষ্টান্ত লইয়া দেখাইয়াছি যে, আমাদের সাধারণ পরিচিত মনোবৃত্তি বা অনুভবগুলি শুধু “সাধারণ ভূমিতে”, সাধারণ চেতনার কেন্দ্রস্থলেই, নিজেদিগকে পূরিয়া রাখে না। অসাধারণ অনেক অনুভূতি ত আছেই—যেগুলি অসাধারণ অবস্থায়, অসাধারণ ব্যক্তিবিশেষেই হইয়া থাকে। তা ছাড়া সাধারণ অনুভূতিগুলাও “ত্রিপাদ”—চৈতন্যের তিনটী ভূমিই স্পর্শ করিয়া থাকে। এদের সামান্য একরত্তি লইয়াই আমাদের দরকার ও কারবার; সুতরাং সেইটুকুতেই আমাদের সচরাচর অভিনিবেশ হয়। বাকি সবটা থাকিয়াও না থাকার মতন। যেখানে গরজ নাই, খেয়াল নাই, সেখানে নিজের মৌরশী সম্পত্তিও বেওয়ারিস করিয়া ফেলিয়া রাখিতে আমাদের আপত্তি নাই। বিরাট্ বিশ্বরূপকে ক্ষুদ্র বামন সাজাইতে না পারিলে আমাদের ভবের হাটে কারবারই চলে না। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার—চারিধারেই সে আলো ছড়াইয়া রাখে। আমরা বাহ্য অনুভবের বিষয়গুলিকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতেছি—তাদের বিশ্লেষণে

শাস্ত্রে একটা বিশিষ্ট বাণী (Special vocabulary and Construction)—যেটাকে শাস্ত্র প্রভৃতি “বাক্” বলিয়াছেন—থাকাই স্বাভাবিক। ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতায় এবং এখনও অনেক আদিম সমাজে এই রকম সব সমর্থ শব্দ বা “মন্ত্রের” অস্তিত্ব দেখিতে পাই—যেগুলির ভাষা সাধারণ শিষ্টপ্রয়োগের এবং ইতর প্রয়োগের ভাষা হইতে বিভিন্নই ছিল এবং আছে। এখনও এই বাংলাদেশে সাধারণ রোজা-ওস্তাদের ভিতরে অনেক মন্ত্র তন্ত্র প্রচলিত আছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের ভাষা বাংলা, কোথাও কোথাও বা আধাবাংলা ; ফলকথা, ভাষা, আমাদের কাণে, কতকটা যে অদ্ভুত রকমের, তাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগরী অথবা রবীন্দ্রনাথী

"বাদ সাদ" যত কম যায়, সেদিকে আমাদের কত না সতর্ক দৃষ্টি! কিন্তু নিজের আত্মার অনুভব জিনিষটা, আমাদের কাছে সব চাইতে নিকট ও আত্মীয় হইলেও, তাকে আমরা যত কম বুঝি এবং যতটা অপূর্ণ, বিকল ও বিকৃত ভাবে অঙ্গীকার করি, তত বোধ হয় বাহিরের কোনোও "অনুভবকে" করিনা। এই ভাবে, আমার "ঘরের" খবরের চাইতে অভিজিৎ তারার খবর বেশী সাচ্চা ও গোটা খবর। সুদূরবর্ত্তী অদৃশ্য তারার ফটো বা স্পেক্ট্রো এনালিসিস্ সহজ; কিন্তু নিজেরই কোনোও একটা অনুভবের সাইকো-এনালিসিস্ সহজ নহে।

আপ্ত অনুভূতি চরম আদালত।

সহজ নহে বলিয়া বড়ই সাবধানে কথা কহিতে হয়। নিজের নিজের কাজ-চালানো মাপকাঠি (Pragmatic measure) লইয়া সকল মনের, সকল অবস্থার সব অনুভূতিগুলির "মাপ" লইতে যাওয়া একটা সর্ব্বনেশে কুসংস্কার। সে মাপকাঠি নিজের ভিতরটাই খাঁটি করিয়া ও গোটা করিয়া বোঝার পক্ষে যে কত অনুপযোগী, তা আমরা দেখিয়াছি, এবং বর্ত্তমান Psycho-analysis এর প্রসারের কল্যাণে, ক্রমশঃ আরো ভাল করিয়া দেখিতেছি। অন্য জাতীয় অনুভূতিতে, অতীত সমাজের অথবা "বর্ব্বর" সমাজের অনুভূতিতে, অতীন্দ্রিয়-বিভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুভূতিতে, আমাদের "বাজার চলন" মাপকাঠি যে কত না "সুদূর-পরাহত", তা আর বিচার করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে কি? এ মাপ কাঠির ব্যবহার, সহস্র ত্রুটি সত্তেও, করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই—এ অজুহাত টিকিবে না। শেষ পর্য্যন্ত নিজের অনুভূতিই প্রমাণ; সকল প্রমেয়কেই সাক্ষ্য সাবুদ লইয়া এই চরম আদালতে তাদের মাম্‌লা নিষ্পত্তি করিতে হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্বানুভূতি রীতিমত আপ্ত অনুভূতি না হইলে, তাহাকে লইয়া একটা চরম আদালত খাড়া করা চলে না।

ভাষায় সাপের মন্তর রচিলে চলিবে কিনা, বলিতে পারি না। তাদের ভাষা যে archaic এমন নয়, strange, mystic রকমের। অনেক সময় hybrid. মন্ত্র-তন্ত্র বিশ্বাসীর দিক দিয়া দেখিলে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক, এবং মন্ত্রের ও তন্ত্রের ঐ "হেঁয়ালিটাই" কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সাহেব পণ্ডিতেরা মন্ত্রের এই "রহস্য"টায় খেয়াল রাখেন না। তাই ম্যাক্‌ডোনেল লিখিতেছেন (p. 183)—"As a natural result, the formulas of the Yajurveda are full of dreary repetitions or variations of the same idea, and abound with half or wholly unintilligible interjections, particularly the syllable *Om*, The

আপ্ত অনুভূতির লক্ষণ।

আপ্ত অনুভূতির লক্ষণ মোটামুটি তিনটি—স্বচ্ছতা, লঘুতা, ও প্রকাশ (বা পূর্ণতা)—সাংখ্যাদি শাস্ত্রে সত্ত্বগুণের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তাই। “স্বচ্ছতা” বলিতে বুঝিতে হইবে—অনুভূতির মধ্যে সচরাচর যে কোয়াসায় ঘেরা, পরদায় ঢাকা, নিজেকে “গোপন” করার ভাব থাকে (আমাদের কারবার চালাইতে অনুভূতিগুলাকে এই ভাবে কূর্ম্মের মতন আত্মসঙ্কোচ, আত্মগোপন করিতে হয়; জলে-ভাসা বরফের চাপের মতন নিজেকে প্রায় গোপন করিয়া একটুখানি জাহির করিতে হয়), সেই ভাবের অভাব। এক কথায় আপ্তকে, বিচারককে কার্‌বারি বাছাই বুদ্ধি, অথবা পক্ষপাত যথাসম্ভব বর্জ্জন করিতে হয়। “লঘুতা” বলিতে বুঝিব—পরীক্ষকের অনুভূতি নিজেরই ছাঁচে (mouldএ) একান্ত ভাবে বাঁধা থাকিলে চলিবে না; বিভিন্ন অবস্থার অনুভূতি নিজের ভিতরে “কল্পনা” করার সামর্থ্য থাকিবে; ইংরাজীতে যাহাকে divine gift of imagination এবং যাহাকে sympathy বলে। ভগবানের এই “দান” যাঁর ভিতরে নাই, তিনি “পরকায় প্রবেশ” অথবা পর-আত্মায় প্রবেশ, বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রের মর্ম্মপুরীতে প্রবেশ করার ছাড়-পত্র পাইবেন না।

ভুলের নমুনা।

সভ্যতা সম্বন্ধে—সভ্যতার উপকরণ লক্ষণাদি সম্বন্ধে—নিজের যা বদ্ধমূল সংস্কার, তার অন্যথা দেখিলে, তিনি তাঁর ধারণা বা সংস্কারেরই অনুরূপ গড়ন দেওয়া উচিত কি না, সে বিচার না করিয়াই, বর্ব্বরতার কল্পনা বা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া থাকিবেন। কাল যদি নৈমিষ্যারণ্য বা বদরিকাশ্রমের মাটী খুঁড়িয়া তিনি বল্কল, মৃদ্‌ভাণ্ড অথবা শিলাপাত্রাদি বই অন্য কোনো “উন্নত” অবস্থার নিদর্শন খুঁজিয়া না পান, তবে তিনি

---

following quotation from the *Maitrayani Samhita* in a good example: *Nidhayo va nidhayo va om va om va om va e ai om svarnajyotih.* Here only the last word, which means 'golden light', is translatable.” ক্রো-ম্যাগ্‌নন্‌ প্রভৃতি “আদিম” মানুষের শিল্পকলা যেমন ধারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গেই বিজড়িত, তাকে শুধু “শিল্পকলা” ভাবে দেখিলে যেমন ভুল হইবে, ঋগ্‌বেদাদির মন্ত্রগুলিকে মাত্র কবিতা ভাবে দেখিলে তেমনি ভুল করা হইবে। সেগুলি মন্ত্র। ঋগ্‌বেদ সংহিতার দশমমণ্ডলে অল্প কয়েকটী সূক্তেই “ম্যাজিক” (অথর্ব্ববেদে যেমন আছে) দেখিয়া বিলাতী পণ্ডিতেরা ভুল করিয়াছেন। প্রত্যেক সূক্তই এক একটা রহস্যানুষ্ঠানের নিমিত্তই বিনিযুক্ত। এমন কি ঋ' স' ১০।১২৯ সূক্ত

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

তাঁর "বাজার চলন" মাপ কাঠিতে হিসাব করিয়া, সেই দিব্যজ্ঞান-তপস্যা-যোগবিভূতি-সম্পন্ন সর্ব্ববিধ-বাহ্যাড়ম্বর-ত্যাগী ব্যাস, বশিষ্ট, শুকদেব, বামদেব, কণ্ব-ভরদ্বাজপ্রমুখ বরেণ্য ঋষিসমাজকে প্যালিওলিথিক্ অথবা নিম্নতম নিওলিথিক বর্ব্বরদের সামিল করিয়া লইবেন। মাথায় জটা রাখিত, অরণি ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাদন করিত, বনের ফলমূল খাইত, মাটির বা পাথরের সামান্য তৈজসপত্র যাদের সম্বল ছিল, ধাতুর ব্যবহার যারা "জানিত" না, বন্য হরিণ প্রভৃতি পশুদের সঙ্গেই যারা বনে "ঘরকন্না" করিত, যজ্ঞ হোম প্রভৃতি নানান রকমের "ম্যাজিকে" যারা সমর্পিত-প্রাণ হইয়া থাকিত, তাদের সভ্যতা, তাদের "কাল্চার" যদি চিলিয়ান্, আস্থুলিয়ান্, মুস্টারিয়ান,সলুট্রিয়ান্, অরিগ্নেসিয়ান্ ম্যাগ্ডালেনিয়ান্ প্রভৃতি নিম্নতম মানবীয় "কালচারের" কোঠায় না পড়িবে, তবে পড়িবে কি ?

পাশ্চাত্য নরতত্ত্ববিদেরা এটা ভাল মতেই জানেন যে, প্রধানতঃ ইউরোপ এবং আমেরিকায় স্থানবিশেষ তাদের কুক্ষিগত "যাদুঘরে" সভ্যতার পরিণতির যে মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে, (that portion of his history which is chiefly known is the fragment which happens to take place in Europe—Kroeber, Anthropology, p. 21) সেই মূর্ত্তিটাই সমগ্র মানুষ সমাজের বিকাশের অবিকল মূর্ত্তি মনে করা যায় না। চিলিয়ান্ প্রভৃতি কাল্চারের নাম, নিয়ান্ডার্থাল, পিল্টডাউন প্রভৃতি লুপ্ত প্রাচীন মানবের নাম —এ সমস্তই ইউরোপের স্থানবিশেষের "রহস্যোদ্ভেদ"। ভূবিদ্যায় অথবা পদার্থবিদ্যায় স্থানবিশেষের নমুনা পরীক্ষা করিয়া যে আন্দাজ বা অনুমান করা চলে, প্রাণিবিদ্যায়, বিশেষতঃ, মানুষের ইতিহাসে, সে রকমের আন্দাজ সর্ব্বথা এবং নিরাপদে করা যায় না। মোটের উপর, প্রত্নপ্রস্তর, নবপ্রস্তর, ধাতু—এই রকমের পরিণতির নিদর্শন আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই বটে (আমাদের ভারতবর্ষেও পাই), কিন্তু কোনো রকমের সিদ্ধান্ত করিবার আগে কয়টা

("Song of Creation" বলিয়া ম্যাকডোনেল যেটার "তারিফ" করিয়াছেন ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন—"But even here may be traced some of the main defects of Indian philosophy—lack of clearness and consistency, with a tendency to make reasoning depend on mere words"—p. 137), ঋ· স·, ১০·১৯১ সূক্ত এ সকলেরই মন্ত্ররূপে ব্যবহার হইত ; এখনও পুরুষসূক্ত এবং ঐ শেষোক্ত সূক্ত (অঘমর্ষণ) এর মন্ত্ররূপে ব্যবহার হইয়া থাকে (প্রাচীন সূত্র এবং ধর্ম্ম সংহিতা গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য)। প্রাচীনদের একটা সাধারণ ধারণা—সৃষ্টিতত্ত্বের চিন্তার ফলে, যে তত্ত্বের সৃষ্টি,

সম্ভাবনায় আমাদের যথেষ্ট খেয়াল রাখিয়া চলিতে হয়ঃ—(ক) স্তরগুলি পৃথিবীর সকল অঞ্চলে সমসাময়িক নয় (যেমন, ইউরোপে যখন প্রস্তরযুগ চলিতেছিল, তখন প্যালেষ্টাইন্ প্রভৃতি দেশে ধাতুযুগ স্রু হইয়াছে ; এখনও পৃথিবীতে কোনো কোনো জাতি প্রায় প্রস্তরযুগেই রহিয়াছে) ; (খ) অপরীক্ষিত অন্য ভূভাগে (বিশেষতঃ, অধুনা-লুপ্ত এট্‌লান্টিস্, লেমুরিয়া প্রভৃতি দেশে অথবা অধুনা বাসের অনুপযোগী সাহারা, গোবী প্রভৃতি স্থানে। স্তর-বিন্যাস ঠিক এরকমের নাও হইতে পারে, অথবা এদের চাইতে পুরাতন, অথচ উন্নত, সভ্যতার রহস্য গর্ভে ধারণ করিতে পারে (হয়ত, প্রস্তরযুগের আগে কোথাও ‘ স্বর্ণযুগ”ই ছিল) ; (গ) এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, একটা প্রকাণ্ড যুগ-চক্রের আবর্ত্তনের (যেমন, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি, আবার সত্য-ত্রেতা দ্বাপর-কলি) সবটা না দেখিতে পাইয়া, মাত্র খানিকটা দেখিয়াই, আমরা সভ্যতার কতিপয় সোপান উত্তরোত্তর উন্নতির দিকেই উঠিয়াছে ভাবিতেছি ; (ভূ-বিদ্যাতেও অধুনা যুগচক্র ধরা পড়িয়াছে। (ঘ) প্রস্তর নিদর্শনগুলিই যেমন, আমাদের কল্পিত নৈমিষারণ্যে) সভ্যতার অনুন্নততা প্রতিপন্ন করে না ; (ঙ) প্রাচীন ঐতিহ্য (আদি স্বর্ণযুগ ; যুগচক্র ইত্যাদি। প্রমাণিত করার মতন পর্য্যাপ্ত উপকরণ এখনও মজুদ না হইলেও, এটা ঠিক নয় যে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য মতটাই অনড়ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। আর Race এর উৎপত্তি সম্বন্ধে সমস্যার এখনও যে সমাধান হয় নাই, একথা কিথ্, ক্রোবার (পৃঃ ৩৪) প্রভৃতি ও দেশের অভিজ্ঞেরাও স্বীকার করেন।

তার “জয় হয়। কাজেই, তারা কেবল কৌতুহলবশবর্ত্তী হইয়া “সৃষ্টি গান” করিতেন না। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, যজ্ঞে প্রযোজ্য মন্ত্রগুলির ভাষা স্বতন্ত্র রকমের ছিল ; সঙ্গে সঙ্গে ভাষা অন্য অন্য আকারেও ছিল ; তার কোনো কোনোটা “আরণ্যক উপনিষৎ” (রহসি বা নিভৃতে রহস্যোপদেশ) এর “উপযুক্ত” ভাষা ছিল। মোটের উপর, শ্রুতিমন্ত্রের শব্দপ্রধানতা। এইজন্য আরণ্যক উপনিষদেরও ভাষা “নির্দ্দিষ্ট” ছিল, এবং ভাবের “উপযুক্ত” ভাষা সেখানেও আশ্রিত হইয়াছিল। এবং ভাষাও সাধারণ প্রচলিত ভাষা হইতে সম্ভবতঃ আলাদা ছিল। সংহিতাভাগের জন্য এক ভাষা (তার মধ্যেও “যোগ্যতা” হিসাবে স্তর আছে) ব্রাহ্মণের বিধি অর্থবাদ এবং আরণ্যক-উপনিষদের জন্য আর কোনো কোনো ভাষা (তাও নানা স্তরের)—পূর্ব্বোক্ত কারণে আসিতে পারে, এবং সম্ভবতঃ ছিল। এই যুক্তিতে আমরা ভাষার

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সভ্যতার প্রাচীনতা।

মানবের প্রত্ন নিদর্শন।

পশ্চিমা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মতে মোটামুটি খৃঃ পূঃ ১০,০০০ দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে, প্যালস্‌টাইন প্রভৃতি দেশে নব-প্রস্তরযুগের সূচনা হইয়া থাকিবে। ইউরোপে তখনও প্রত্নপ্রস্তরযুগ চলিতেছে। তার পূর্ব্বে কত সহস্র শতাব্দী ধরিয়া যে ধরাপৃষ্ঠে প্রাচীন প্রস্তরযুগ (প্যালিও লিথিক্ ও ইওলিথিক) একটানা, "একঘেয়ে" ভাবে চলিয়াছিল, তার ঠিকানা নাই। মানবাস্তিত্বের নিদর্শন (কৃত্রিম প্রস্তরফলক বা Eeoliths) কেহ কেহ বা পৃথিবীর সুদূর প্রাচীন "ইওসিন" নামক স্তর বিন্যাসের যুগ হইতে পাইয়াছেন মনে করেন; কেহ কেহ বা মনে করেন, অপেক্ষাকৃত বহুপরবর্ত্তী "প্ল্যাইওষ্টিসিন্" যুগ হইতে সুরু করিয়া মানবের নিদর্শন নিঃসংশয়রূপে পাওয়া গিয়াছে। (যবদ্বীপের পাইথেকান্‌থ্রপস্‌কে এই পরবর্ত্তী যুগে কেহ কেহ ফেলিতেছেন।) পূর্ব্ব অনুমান যথার্থ হইলে (অধ্যাপক কিথের দেওয়া হিসাব মানিয়া লইয়া) অন্ততঃ ৪,৫০,০০০০ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বছর আগে মানুষ পৃথিবীতে দেখা দিয়াছে; এই পঁয়তাল্লিশ লক্ষের ভিতর শেষ দশ বার হাজার বছর মানুষ "লাফে লাফে" উন্নতির পথে হাঁটিয়াছে; বাকি সুদীর্ঘ পূর্ব্ব যুগটা সে একরকম কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—সভ্যতার দিক্ দিয়া, "কাল্‌চারের" দিক্ দিয়া তার, সমষ্টিজীবন যেন আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য অগ্নির ব্যবহার ও নির্ম্মাণ, কৃষি, পশুপালন, আয়ুধনির্ম্মাণ—এসবগুলি ওর মধ্যে এক একটা বড় বড় ঘটনা। শেষের অনুমান গ্রাহ্য করিলেও, এইরূপ আড়ষ্টভাবে, "বুনো" ভাবে পড়িয়া থাকার কাল ৪।ঃ লাখ বছরের কম হইবে না। এই "প্রত্নতাত্ত্বিক"

প্রমাণে বেদাঙ্গগুলির প্রাচীনত্ব অর্ব্বাচীনত্ব সাব্যস্ত করার পক্ষপাতী নই। তারপর, উপনিষৎগুলি সম্বন্ধে বিলাতী ধারণা সর্ব্বথা উপাদেয় নয়। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি বড় উপনিষৎগুলিকে "আলাদা আলাদা টুকরার জোড়াতালি" ইত্যাদি মত নির্ব্বিবাদে গ্রহণযোগ্য নয়। ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব (pp, 218-219) উপনিষৎগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে এইরূপ বলিতেছেন :— "Though the Upanishads generally form a part of the Brahmanas, being a continuation of their speculative side (Jnana-kanda), they really repre-

দৃষ্টিতে সভ্যতা তাই নিতান্তই সেদিনকার ছেলে। মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসের তুলনায় "সভ্যতার" ইতিহাসের কাল নগণ্য বোধ হয়। আর, মানুষ তার ইতিহাসের যতটুকু "খোদাই" করিয়া বা লিখিয়া রাখিয়াছে, অর্থাৎ তার Recorded History, তা ত ৫।৭ হাজার বছরের আগে কোনোমতেই যায় না। কোথায় পঁয়তাল্লিশ লাখ বা ৫।৭ লাখ, আর কোথায় বা ৫।৭ হাজার বছর! উক্ত ক্রোবার প্রভৃতি লেখকের বইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগগুলির আন্দাজি সময়নির্দ্দেশের একটা চেষ্টা হইয়াছে। অধ্যাপক সোলাসের "Ancient Hunters" (নূতন সংস্করণ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানবের জীবনেতিহাসে এটা একটা বড়গোছের সমস্যা। অত বড় এক দীর্ঘ সুষুপ্তির পর সবে এই কয়দিন নবীন জাগরণ! কল্পনার দিক্ দিয়া কেমন যে অসম্ভব, অবিশ্বাস্য বলিয়া ঠেকে। মনে হয় যেন পৃথিবীর জঠরলুক্কায়িত বিরাট যাদুঘরের অনেক অতর্কিত, অনাবিষ্কৃত প্রকোষ্ঠে মানবেতিহাসের এমন সব রহস্য এখনও "গোপন" হইয়া রহিয়াছে, যেগুলির সন্ধান পাইলে ইতিহাসের বর্ত্তমান কাঠামোখানাই আমূল বদলাইয়া যাইবে। প্লেটো প্রভৃতির "লুপ্ত এট্লান্টিস্" গল্পের মধ্যে রহস্যের উদ্ধার করিতে যাইয়া ডাঃ শ্লীমান, আরও কেহ কেহ, ইতিহাসের অনেক অতি প্রাচীন "বিপ্লবকারী" তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়েছেন; গল্প বলিয়া, "সোলারমিথ" ইত্যাদি বলিয়া উড়াইয়া দিলে, ইতিহাস চিরদিনের তরে পঙ্গু, অন্ধ ও দীন হইয়াই থাকিত। ডার্উইনের সময়ে ভূগর্ভের "রেকর্ড" যতটা অসম্পূর্ণ ছিল, এখন ততটা না থাকিলেও, বাস্তবের এবং আবশ্যকের তুলনায় সামান্য।

কতকগুলি জমাট বাঁধা (stereotyped) ধারণা ও সংস্কার লইয়া পুরাতনের মর্ম্মোদ্ঘাটনের চেষ্টা করা কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত নহে, এবং সময়ে সময়ে

---

sent a new religion, which is in virtual opposition to the ritual or practical side (Karma kanda). Their aim is no longer the obtainment of earthly happiness and afterwards bliss in the abode of Yama by sacrificing correctly to the Gods, but release from mundane existence by the absorption of the individual soul in the World-Soul through correct knowledge. Here, therefore, the sacrificial ceremonial has become useless and speculative knowledge all-important."

"The essential theme of the Upanishads is the nature of the world Soul. There conception of it represents the final stage in the development from the World-Man, Purusha, of the Rig Veda to the World-Soul,

সভ্যতার সূত্র এবং তার প্রয়োগ।

নিরাপদ্‌ও নহে। জীবন যাত্রার কতকগুলা সাজসরঞ্জাম (মাটি পাথরের—ধাতুনির্ম্মিত হইলে আরও ভাল), কতকগুলা স্থাপত্যশিল্প, চিত্রকলা প্রভৃতির নিদর্শন পাইলে, তবে যুগ বিশেষকে বা সমাজ বিশেষকে "সভ্য" মনে করিব, অন্যথা মনে করিব না, এই প্রতিজ্ঞাই সত্য ও ন্যায়ের দিক্ দিয়া ভিত্তিহীন। ঈজিপ্ট, ক্রীট, ব্যাবিলনে (এবং সম্প্রতি সিন্ধু উপতক্যায়) মাটি পাথর খুঁড়িয়া ঐ জাতীয় মসলাগুলি প্রচুর পাইতেছি বলিয়া ঐ ঐ দেশের পুরাযুগকে সভ্য বলিব; আর নৈমিষারণ্যের মাটি খুঁড়িয়া (গঙ্গা উপত্যকার গভীর পলিমাটির স্তরের নিম্নে পৃথ্বী এখনও পরদানশীন রহিয়াছেন) ঐ রকমের কোনো নিদর্শন পাইতেছি না - অথবা যা পাইতেছি তা খুবই "সাদাসিধা" (simple, undeveloped) বলিয়া, নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিকুলকে বর্ব্বরের সামিল করিয়া রাখিব, এমন প্রতিজ্ঞা করা চলিবে কি? (হারাপ্পা এবং মহেঞ্জদারোর সমকালে গঙ্গা উপত্যকায় অন্য রকমের সভ্যতা বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব নয়।) জীবনের কতকগুলা বাহ্য উপকরণ ও সাজ সরঞ্জামকে সভ্যতার, উন্নতির "লিঙ্গ", নিদর্শন, প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া, নিশ্চিন্তমনে সেই প্রমাণের প্রয়োগে পৃথিবীর প্রাচীন অর্ব্বাচীন জাতিগুলির গায়ে এক একটা লেবেল আঁটিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় কি? লাবাক্, টাইলার প্রভৃতির হাত ধরিয়া চোখ বুজিয়া কতদিন চলিব? সেই হার্‌বার্ট স্পেন্‌সারের মামুলি সূত্র—জীবন যাত্রার আয়োজন অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানগুলি যত বিকশিত, যত জটিল, সমাজ ততই উন্নত, অভ্যুদয়বিশিষ্ট—এখনও পশ্চিমের পণ্ডিতেরা অনেকে দ্বিধাশূন্যচিত্তে চালাইয়া যাইতেছেন। এথ্‌নোলজিক কল্‌চারের স্তরবিভাগ মুখ্যতঃ (চিলিয়ান্ সলুটিয়ান্, অরিগ্‌নেসিয়ান্‌প্রভৃতি) জীবনের

Atman; from the personal Creator, Prajapati, to the impersonal source of all being, Brahma. Atman in the Rigveda means no more than "breath"; wind, for instance, being spoken of as the atman of Varuna. In the Brahmanas it came to mean "soul" or "self". In one of their speculations the pranas or "vital airs", which are supposed to be based on the atman are identified with the Gods, and so an atman comes to be attributed to the universe. In one of the later books of Catapatha Brahmana (x. vi. 3) this atman, which has already arrived at a high degree of abstraction, is said to "pervade this universe". Brahma (neuter) in

বাহিরের খোসার হিসাব লইয়াই চলিতেছে; বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আদর্শ বা Standard ধরিয়া,যে যুগ বা জাতি তার যতটুকু কাছাকাছি আসিতে পারিয়াছে, তাকে বিশ্বসভ্যতার বৈঠকে সেইখানে আসন দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থায়, বিচারক ও পরীক্ষকের বুদ্ধির যে নৈর্ম্মল্য ও "লঘুতার" কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তারই কার্পণ্য বিশেষভাবে সূচিত হয়। এই রকম লেবেল আঁটার বন্দোবস্ত করিয়া বিচারক ইহাই সপ্রমাণ করিতেছেন যে, তিনি তাঁর অভ্যস্ত সংস্কার ও ধারণার মধ্যেই একান্তভাবে বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছেন। A. L. Kroeber, Anthropology (1923), পৃঃ ৮ বলিতেছেন :—Whatever seemed most different from our customs was therefore reckoned as earliest. পুনশ্চ পৃঃ ৯—assumptions of classic evolutionistic school of anthropology." আবার —"evidence of a tendency towards easy smugness of feeling oneself superior to all the past."

যে লক্ষণ-নিদর্শন দেখিয়া পশ্চিমের পণ্ডিতেরা সভ্যতা বা বর্ব্বরতার লেবেল আঁটিয়া থাকেন, সে সব লক্ষণ-নিদর্শন ঈজিপ্টে, ক্রীটে, কার্থেজ, ব্যাবিলন, নিনেভে, টায়ার ইত্যাদি অঞ্চলে প্রচুর মিলিয়াছে ও মিলিতেছে; কিন্তু নৈমিষারণ্য বা সুন্দরবনের মাটির নীচে সে সকল নিদর্শনের আপাততঃ একান্ত অসদ্ভাব; বরং যে সব সাজসরঞ্জাম সেখানে—আমাদের প্রস্তাবিত দৃষ্টান্তে দেখিতেছি, সে সব অষ্ট্রেলিয়ার ওয়ারামুঙ্গাদের কল্‌চারের "দাগ" ছাড়াইয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে বিচার করিব কোন-নীতিতে? নির্ব্বিচারে, এথনোলজির কল্‌চার শ্রেণীবিভাগ-সূত্র যে এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সঙ্গত নয়, তা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। আমরা বিশেষ ভাবেই জানি যে, জীবনের বাহ্য আড়ম্বর, সাজ

বিচার কোন্ নীতিতে ?

---

the Rigveda signified nothing more than "prayer" or "devotion". But even in the oldest Brahmanas it has come to have the sense of "universal holiness", as manifested in prayer, priest, and sacrifice. In the Upanishads it is the holy principle which animates nature. Having a long subsequent history, this word is a very epitome of the evolution of religious thought in India. These two conceptions, Atman and Brahman are commonly treated as synonymous in the Upanishads. But, strictly

সরঞ্জামের সঙ্গে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ও মানসিক ঋদ্ধি ও উন্নতির নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধ নাই; সুতরাং বাহ্য দৃষ্টিতে ওয়ারা মুঙ্গার মত থাকিয়াও, যে কেহ আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিকাশের উচ্চপদবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। [উক্ত ক্রোবার সাহেব তাঁর গ্রন্থের ১৩।১৪।১৫... পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ক্রোমাগ্‌নন্ প্রভৃতি পরবর্ত্তী "ফসিল"সমূহ অনেকের মতে বর্ত্তমান মানবের পূর্ব্বপুরুষ; কিন্তু হাইডেল্‌বার্গ, পিল্টডাউন প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি বিভিন্ন "শাখা" (collateral). কিথ্, গ্রিগরি প্রভৃতির দেওয়া বংশাবলী দ্রষ্টব্য। একবারে নরবানর হইতে নরের উৎপত্তি সম্বন্ধে "ক্লাশ" থিওরি প্রভৃতি চিন্তনীয়। ফলকথা, মানুষের গোড়া এখনও রহস্যসমাবৃত]

বাইরের লক্ষণ-নিদর্শন লইয়া সভ্যতার উৎকর্ষ-অপকর্ষ তুলনা করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই—এ কথা বলিলেই ন্যায়শাস্ত্রের দোষ এড়াইয়া যাওয়া হইল না। যেখানে সভ্যতার অন্যরূপ অবিসংবাদিত নিদর্শন বা অনুমাপক না পাইতেছি, সেখানে বাহিরের সাজ সরঞ্জামের "বিকাশের" সূত্রই অবলম্বন করিতে হইবে—এ নীতি সুষ্ঠু ও সাধু নহে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, পরেও প্রসঙ্গান্তরে দেখাইব যে, বাহিরের খোলসের বিকাশে অন্তরের আধ্যাত্মিক বর্ব্বরত। বিকাশের যে "মাপকাঠি" (criterion) পাওয়া যায়, সে মাপকাঠি সত্যকার সভ্যতা বা সত্যকার উন্নতির পরিমাপক অসন্দিগ্ধরূপে নাও হইতে পারে। বাহিরের খুব জাঁকজমকের সঙ্গে আধ্যাত্মিক "বর্ব্বরতা" ঘরকন্না করিয়া থাকিতে পারে, এবং বুদ্ধিবৃত্তির জটিলতা ও তীক্ষ্ণতা এবং কলাসৌন্দর্য্যের বোধের ক্রমবিকাশ সব সময়ে আধ্যাত্মিক শ্রেয়ঃপদবীতে উন্নীত করিয়া দিবার সোপানশ্রেণী নাও হইতে পারে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার সকল বাহ্যাড়ম্বরই যে আধ্যাত্মিক কল্যাণ সুতরাং প্রকৃত উন্নতির, বাধক না হইয়া সাধকই হইয়াছে, এ কথা জোর করিয়া কয়জন বলিবেন? কার্থেজের পুরাতন শ্রী ও সম্পদ্ দেখিয়া অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ

---

speaking, Brahman, the older term, represents the cosmical principle which pervades the universe, Atman the psychical principle manifested in man; and the latter, as the known, is used to explain the former as the unknown." আমরা "ব্রহ্মতত্ত্বে" দেখাইতে চাহিয়াছি যে, "ব্রহ্ম" কথাটার পরিভাষা এবং "আত্মা" কথাটার পরিভাষা ঋগ্‌বেদাদিতে সঙ্কীর্ণ ছিল না। মন্ত্র প্রভৃতি অর্থে "ব্রহ্ম" শব্দের প্রয়োগ

অবাক্ হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি, কার্থেজে ঘরওয়া বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া হানিবলের অসামান্য রণদক্ষতাকে যদি বিফল করিয়া না দিত, তবে ফিনিসীয় “বর্ব্বরতার” আক্রমণে “সভ্যতার”, অর্থাৎ রোমকসমাজের, কি শোচনীয় পরিণাম হইত, তা ভাবিয়া অনেক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক শিহরিয়া উঠিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে “সভ্যতা” মানে অবশ্য রোমক সভ্যতা—ভাষা, ব্যবহার ও রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়া যে সভ্যতা বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যতরা জননী; অপরা জননী অবশ্য গ্রীস। তবেই দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য জহুরিদের বিচারে কার্থেজ অপূর্ব্ব-পার্থিব-শ্রীমণ্ডিত হইয়াও “সাচ্চা” সভ্যতার দাবী করিতে পারে না।

কেবল “খোসা” দেখিয়া বিচার চলে না।

শুধু কি কার্থেজ? প্রাচীন “ইষ্ট” বা প্রাচী সম্বন্ধেই মোটামুটি এই কথা। মিশর, ব্যাবিলন, এশিয়া মাইনর, মহেঞ্জদারো প্রভৃতি অঞ্চলে মানবাত্মার “সাজ-পোষাকের” গৌরব নিতান্ত কম ছিল না; কিন্তু সে সভ্যতাকে বর্ত্তমান ইউরোপ বরণ, এমন কি, আদর করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন। কেন? তাঁদের বিবেচনায় প্রজাপুঞ্জের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা, সামাজিক বৈষম্য ও অত্যাচার, কুসংস্কার ও অশেষ অর্থহীন, এমন কি, কুৎসিত প্রথার জুলুম, ধর্ম্মের বহির্ম্মুখীনতা এবং নীতির সঙ্কীর্ণতা—এই সকল আধ্যাত্মিক দীনতা ও ব্যাধির চিহ্নগুলিকে “ইষ্টের” কোনো জাঁকালো পরিচ্ছদই ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই। সুতরাং, সে সভ্যতা বাহিরের বহু মনোমদ জটিলতা সত্ত্বেও বর্ব্বরতারই সামিল, অন্ততঃ পক্ষে নিম্নস্তরের সভ্যতা ইহাই হইল সাধারণ পাশ্চাত্য পরীক্ষকদের সরকারি উচ্চ আদালতের রায় (Official verdict)। তাঁদের এ বিচার ঠিক হইয়াছে কি না, তাহা লইয়া এ ক্ষেত্রে বিচার নিষ্প্রয়োজন। এখন ওদেশেরই কোনও কোনও সুধী যেন সুপ্তোত্থিতের মতন উঠিয়া নূতন “চোখে” ঘর ও পর—এ দুইকেই দেখিতে সুরু করিয়াছেন।

এবং শ্বাসবায়ু, দেহ প্রভৃতি অর্থে “আত্মা” শব্দের প্রয়োগ—বরং ব্রহ্ম ও আত্মার ব্যাপকতার সর্ব্বাত্মকতারই সঙ্কেত ছিল; ছিল বলিয়াই আরণ্যক উপনিষৎ ভাগে (অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে রহসি, অরণ্যে তত্ত্বোপদেশ দেওয়া হইত, সে ক্ষেত্রে), সে সঙ্কেত ভাঙ্গিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। বেদের সংহিতাভাগে যজ্ঞপ্রয়োজনে ব্রহ্ম অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে ভাবিত হইলে হইতে পারেন; ভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু, যজ্ঞাদির এক একটা রহস্যের দিক্, তত্ত্বের দিক্ বরাবরই ছিল—সেই দিকটা বুঝিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থের আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগ। অতএব যজ্ঞশালায় একই “ব্রহ্ম” বা “আত্মা” শব্দটাকে কতকটা “খাটো” করিয়া দেখা

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর যৌক্তিকতাবাদের মোহ আজ যেন বিন্ধ্যগিরির মতন তার গর্ব্বোন্নত শীর্ষ সত্য ও ন্যায়ের পদতলে নোয়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।* সাধারণ্যে এখনও কিন্তু নেশা কাটে নাই; এখনও Civilisation মানে পশ্চিমের বাহালি Civilisation।

বিচার-বৈশারদ্য।

সে যাহা হউক, এ কথা ঠিক যে, পশ্চিমের জহুরিরাও রঙ্গীন কাচের জলুসে সব সময় ভুলিয়া তাকে সাচ্চা জরওয়া ভাবেন না। ভাবিলে মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতিকে তাঁরা সভ্যতার বৈঠকে পিছনের বেঞ্চে (Back seat) বসাইয়া রাখিতেন না। প্রাচীন গ্রীকেরা পারস্য, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশের জাঁক জমকের কথা না জানিতেন এমন নয়, কিন্তু তথাপি তাঁদের বিচারে, গ্রীসের বাহিরে আর সব "বর্ব্বর"। প্রাচীন ভারত ও চীনেও এ মনোভাব কিছু ছিল। গ্রীসের মানসপুত্র ইউরোপও প্রায় সেই রকমই ভাবিয়া থাকেন। টুটানখামেনের সমাধি-কক্ষ দেখিয়া একদিকে তাঁর চক্ষু যতখানি বিস্ময়বিস্ফারিত হইয়া থাকে, অন্যদিকে নিজ সংস্কারের বিরোধী অনেক উপকরণ অনুষ্ঠানের সন্নিবেশ সেখানে দেখিয়া তাঁর নাসাও ততখানি কুঞ্চিত হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, বুদ্ধির যে লঘুতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিচারকেরা সেই সাত্ত্বিক লঘুতার (সর্ব্ব-সংস্কার-স্বতন্ত্রতার) অসদ্ভাব দেখাইতেছেন। কথাটা দাঁড়াইতেছে এই যে, বাহিরের নিদর্শন দেখিয়া আধ্যাত্মিক বিকাশ অনুমান করা সর্ব্বথা নিরাপদ্ নহে; পশ্চিমের পণ্ডিতেরাও সব সময়ে তা করেন না। কিন্তু সময়ে সময়ে করিয়াও থাকেন; তাহাতে মারাত্মক ভুলের সম্ভাবনা হয়। বর্ত্তমান সময়েও পৃথিবীতে স্থানে স্থানে এমন কোনো কোনা সম্প্রদায় আছেন, যাঁরা বাহিরের আকার ও আসবাবে ওয়ারা-মুঙ্গাজাতির মতন বা কাছাকাছি

হইতেছে; আবার অরণ্যে সেই একই শব্দকে ব্যাপক ও বিশুদ্ধ করিয়া দেখাইতেছেন। এমন কি আরণ্যক উপনিষৎ ভাগেও, নানান্ "ধাপের" ("অন্নং ব্রহ্ম" ইত্যাদি) ব্যবস্থা রহিয়াছে দেখিতে পাই। থাকাটাই স্বাভাবিক। যজ্ঞশালায় দেখাও ঠিক খাটো করিয়া দেখা নয়—যদি মনে রাখা যায় যে, ছোট ও তুচ্ছকে (অর্থাৎ, যেটা আমাদের ব্যবহারে ছোট ও তুচ্ছ হইয়াছে) বড় ও মহৎ বলিয়া জানাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান আনন্দ—এটা যেমন ব্রহ্মবাদ; ঐ তৃণ গাছটা, ঐ ধূলিরেণুটা, ঐ শব্দটা ব্রহ্ম—এও তেমনিধারা ব্রহ্মবাদ। তৃণাদি ব্যবহারিক "তুচ্ছ" পদার্থগুলির বেলা ব্রহ্মত্ব "গোপন" বলিয়াই, সেক্ষেত্রে ব্রহ্মবুদ্ধি বিশেষ করিয়া করা আবশ্যক। যে ক্ষেত্রে অল্পত্ব বুদ্ধি, দ্বৈতভাবনা স্বাভাবিক, সেখানেই বিশেষ করিয়া ভূমার কথা, অদ্বৈত ভাবনার কথা কহা উচিত। এইজন্য, আরণ্যকোপনিষৎ

হইয়াও, প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়ের খুব উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত।

সে সব ক্ষেত্রে তাঁদের জীবন যাত্রার সাদাসিধা, এমন কি, সময়ে সময়ে বীভৎস, উপকরণ, তাঁদের চিন্তিত ও অনুসৃত জীবনাদর্শের (Philosophy of Lifeএর) অনুমোদিত মনে করাই উচিত। উপকরণের বাহুল্য ও বৈচিত্র্য, তাঁরা আধ্যাত্মিক পরম শ্রেয়োলাভের অন্তরায় মনে করিয়াই হয়ত বর্জ্জন করিয়া থাকিবেন।

এখন, বর্ত্তমান কালে যাহা দেখিতেছি, সুদূর প্রি-প্যালিওলিথিক, প্যালিওলিথিক, এপি-প্যালিওলিথিক বা নিওলিথিক যুগে, স্থল বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে, তার সম্ভাবনা আদৌ থাকিতে পারে না কি? এখন বাহিরের নগ্নতা

বিচারের আগে কি দরকার ?

দেখিয়া যেমন সাধু ফকির দরবেশপ্রভৃতি সম্প্রদায়কে নির্ব্বিচারে "বর্ব্বর" করিয়া রাখা যায় না, তেমনি প্রাচীন যুগেও বাহিরের নগ্নতা ও দীনতা দেখিয়া মানুষমাত্রকেই বুনো মনে করা যায় কি? তখনকার অনেক আচার অনুষ্ঠানে টটেমিজ্‌ম্‌, সামানিজ্‌ম, ম্যাজিকের লেবেল আঁটা রহিয়াছে; কিন্তু লেবেল আঁটিয়াছেন কারা এবং কোন্ বিচারে? এখনও অনেক আধ্যাত্মিক-বিকাশ-সম্পন্ন জ্ঞানী অগ্নিহোত্রীদের অনুষ্ঠানে পশ্চিমের এথ্‌নোলজিষ্ট বাহ্যতঃ এ সব লেবেল খুবই আঁটা দেখিবেন; কিন্তু তাহাতে প্রমাণিত হইল কি? সম্ভবতঃ এই দুইটা কথা নয় কি? ১ম, নিজেদের আদৃত কল্‌চারের সঙ্গে সমঞ্জস নয় বলিয়া, এবং নিজেদের কলচারকেই অভ্যুদয়ের বর্ত্তমান পরাকাষ্ঠা মনে করেন বলিয়া, পশ্চিমা পণ্ডিতেরা ও সব আপনাদের না-বুঝা "বিজাতীয়" অনুষ্ঠানগুলিকে কলচারের নিম্নতম কোঠায় ফেলিতেছেন, যেমন না বুঝিয়া এবং বুঝিবার সম্যক্ চেষ্টা না করিয়া, এখনও অনেকে মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতিকে "হিং টিং ছটের" সামিল করিয়া সুলভ আত্মপ্রসাদ

প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম বস্তুকেই যজ্ঞশালায় মন্ত্র, পুরোহিত,—এই রকম করিয়া দেখাইয়াছেন। এ সব ক্ষেত্রে "ব্রহ্ম", 'প্রাণ", "আত্মা" প্রভৃতি (স্থূল ও সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াও) এক একটা সূত্র—যে সূত্রসমূহের অনুসরণ অরণ্যে নিভৃতে আচার্য্যের অন্তেবাসী হইয়া (উপ+নি+সদ্) করিতে হইত। তন্ত্রশাস্ত্রেও "পঞ্চতত্ত্ব" লইয়া উপাসনা যে অদ্বৈত ভাবনা দৃঢ় ও সুস্থির করার জন্যই, সে বিষয়ে শাস্ত্র সন্দেহ করিতে দেন নাই। পঞ্চতত্ত্বশোধনের মন্ত্রগুলি প্রণিধানযোগ্য। যে তত্ত্ব সঙ্কীর্ণ (যেমন সুরা), এমন কি অশিব বলিয়া আমাদের ব্যবহার, সেই তত্ত্বকেই সাক্ষাৎ "ব্রহ্মময়ী", "শিবময়ী" শক্তিরূপে ধারণা করিতে হইবে। আমরা যাহাদিগকে আজকাল আদিম অসভ্য বলি, তাদের ভিতরে (যতই অবুদ্ধিপূর্ব্বক

আস্বাদ করিতেছেন ?—২য়, পক্ষান্তরে, যাঁরা নিজেরা ঐ সব "ম্যাজিকের" অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁরা শুধু এই জ্ঞান ও বিশ্বাসে করিতেছেন যে, ঐ সকল অনুষ্ঠানের মুলে "ঋত ও সত্য" নিহিত আছে ? বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির কতকগুলি গূঢ় রহস্যের সন্ধান পাইয়াই যেমন ওয়ারলেস্ প্রভৃতি কতকগুলি (সাধারণের জ্ঞানে) "আশ্চর্য্য" ও অদ্ভুত অনুষ্ঠান করিতেছেন, তেমনি প্রাচীন, মধ্য ও বর্ত্তমান যুগের কোনো কোনো সমজদার রহস্যানুষ্ঠাতা সম্ভবতঃ প্রকৃতির অপর কতকগুলি নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান পাইয়াই যজ্ঞ-মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতির অনুষ্ঠানে আস্থা ও যত্ন রাখিয়াছেন,—এমন হইতে পারে না কি ? যতক্ষণ প্রামাণ্যের চরম আদালতে যজ্ঞ-মন্ত্র-তন্ত্র ভিত্তিহীন ও "জাল" বলিয়া সাব্যস্ত না হইতেছে, ততক্ষণ আমাদের সংস্কারের সঙ্গে খাপ খায় না বলিয়াই, এবং আমাদের বাজার চলন মাপকাঠিতে খাটো ও তুচ্ছ দেখায় বলিয়াই, আমাদের সে গুলিকে "বাতিল" করিয়া দেওয়া চলিবেনা। গরবিনী অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দী বড় গলা করিয়া যাই বলুন না কেন, আজকালিকার "New Thought" এবং বিজ্ঞানের "দ্বিজত্ব" লাভের দিনে, অ-বুঝা, অপরীক্ষিত মানবেতিহাসের তথ্যগুলি সম্বন্ধে খুব সতর্ক হইয়াই কথা বলা উচিত। ফল কথা, সমীক্ষা, পরীক্ষা, অন্বীক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। শেষকালে সেই নির্ম্মলা, মর্ম্মোদ্ভাষিণী প্রজ্ঞাত' আছেনই।

প্রত্নতাত্ত্বিক তদন্তের দুইটা সূত্র।

এসব মামলায় প্রত্নতাত্ত্বিকদের সরকারি তদন্ত এ পর্য্যন্ত দুইটা সূত্র অনুসারে চলিয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ—অতীত যুগের কারুশিল্প ও জীবনযাত্রার অন্যবিধ মাল মসলার ভিতর দিয়া তখনকার "কল্‌চারের" যে পরিচয় পাওয়া যায় (ঈজিপ্ত, গ্রীস, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে যেরূপ পাওয়া গিয়াছে)। দ্বিতীয়তঃ—অতীত মানবের শরীর গঠন (physical characteristic) আলোচনা করিয়া তাহার মানসিক ও নৈতিক বিকাশ সম্বন্ধে যে অনুমান বা "হাইপথেসিস্" করা যায়। বলা বাহুল্য, এ দুইটি

হউক) এই সরল, সহজ ব্রহ্মভাবনা বা অদ্বৈত ভাবনা রহিয়াছে—পাথর, জল, গাছপালা বাতাস, মেঘ, নক্ষত্র—এ সকলের ভিতরেই এবং পশুপক্ষী ও নিজের ভিতরেও—সর্ব্বদা তারা "মন" বা ঐ রকম কোনো একটা নামে ব্রহ্মকে ডাকিতেছে এবং তার সাড়াও পাইতেছে। অতএব পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা "ব্রহ্ম", "আত্মা", "প্রাণ" ইত্যাদির যে রকম ধারা "ক্রমবিকাশ" আমাদের আঁকিয়া দেখান, সে রকম ধারা ক্রমবিকাশ অন্ততঃ

ধারাই তথ্য হইতে একটা কিছু অনুমান (Induction) করার রীতি। এ দুইটি ধারা ছাড়া অপর একটা ধারাও সচরাচর প্রয়োগ হইয়া থাকে—সেটি সাধারণ সত্য বা সিদ্ধান্ত হইতে বিশিষ্ট সত্য অনুমান (Deduction) করার রীতি। জগতের ইতিহাসে মোটের মাথায় একটানা ক্রমাভিব্যক্তিবাদ মানিয়া লইয়া, মানুষকে নিম্নতন ইওলিথিক স্তর হইতে ক্রমশঃ নানা ক্রমোন্নত অবস্থার ভিতর দিয়া বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় আনা হইয়া থাকে—ইহাই হইল সভ্যতার ইতিহাস লিখিবার মূল গৌরচন্দ্রিকা (preamble); এই মূল ধারার প্রয়োগ করিয়া—বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আদর্শ (standard) রূপে গ্রহণ কয়িয়া—আমরা বুঝিবার চেষ্টা করি, অতীত যুগের কোথায় কতটুকু সেই আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। C. Read, The Origin of Man (2nd., 1925) গ্রন্থে দেখাইতে যত্ন করিয়াছেন যে মাংসাহার ও শিকার করাই হইল আদি মানুষের বানর হইতে তফাৎ হবার মূল কারণ (prime variation); এ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল Oligocene যুগে; প্রথম সমাজ—'hunting pack'; তারপর—magic-working gerontocracy, তারপরে wizard-king or priest-king শাসিত সমাজ। Morris এর Man and His Ancestors গ্রন্থও দ্রষ্টব্য। অনেকেই এভাবে আদি মানবকে শিকারীর সাজেই সাজাইয়াছেন।

উদাহরণস্বরূপ ভাবিয়া থাকি বা ভাবিতে পারি—বর্ত্তমান কালে কোনো দার্শনিক, কবি, সাধক বা আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে নগ্নাবস্থায়, ভস্ম-লিপ্ত-কলেবরে, চিমটা কমণ্ডলু লইয়া গিরিগুহায় পশুর মতন বাস করিতে হয় না; বসনে অশনে, ভূষণে—সামাজিক আচার ব্যবহারে, গার্হস্থ্য ধর্ম্মে অন্য কোনো "সভ্য" জীবের মতন থাকিয়াই, তিনি দার্শনিক বা সাধু হন ও হইতে

বৈদিক সাহিত্যে আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষৎ—এই চতুষ্পাদ বেদের সম্বন্ধ আমরা ঠিক বুঝি না বলিয়াই ঐ রকমধারা ক্রমবিকাশ দেখিতে চাই ও পাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সংহিতাগুলির, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির এবং উপনিষৎগুলির "যুগ বিভাগ" করিয়াছেন—অর্থাৎ, কোন্ কোন্ স্তর আগেকার, কোন্ কোন্ স্তর পরবর্ত্তী—এই রকম সব। এ সম্বন্ধে বিলাতীমতের নমুনা ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের VI-IX অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। উপনিষৎগুলির "স্তর" সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে (p. 226) দেখিতে পাই :—"It must not of course be supposed that the Upanishads, either as a whole or individually, offer a complete and consistent conception of the world logically developed. They are rather a mixture of half-poetical,

উদাহরণ।

পারেন ; অধিকন্তু তাঁর সাধু বা সিদ্ধ হবার জন্য কোনরূপ অর্থহীন “ম্যাজিকের” (মন্ত্র তন্ত্রাদির) জঞ্জালে নিজের জীবনটাকে জড়াইয়া রাখিতে হয় না। মানসিক ও নৈতিক বিকাশের যে সাধারণ সরল রাস্তা সভ্য সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, সেই রাস্তাতেই বীর ও ধীর পদক্ষেপে চলিয়া তিনি শেষ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারেন। এরূপ চিন্তার মূলে যে কতখানি সত্য আছে বা না আছে - সেটা আলাদা কথা।

চলিবার নানান্ পথ।

ধরা যাক্ যে, হালের বিচারক যেরূপ ভাবিতেছেন, তাই ঠিক - সাধু বা জ্ঞানী হবার জন্য প্যালিওলিথিক ওয়ারামুঙ্গা সাজিবার কোনই সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু তা হইলেও, ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, আত্মার চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার রাস্তা সকল যুগ, সকল দেশ, সকল সম্প্রদায় সমান ভাবে বানাইবার চেষ্টা না করিতে পারে ; এমন কি, এই বর্ত্তমান সুসভ্য যুগেও, পাশ্চাত্য দেশেই, “রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ” ঋজু কুটিল নানা পথ নানা সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক, ব্যবহারে তেমন না হইলেও, হয়ত কল্পনায় ও সিদ্ধান্তে, জুষ্ট হইতে পারে। একই রাজপথ বাহিয়া নিখিল মানবাত্মা তীর্থযাত্রী হইলে শোভাযাত্রা হিসাবে সেটা খুবই জাঁকালো হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কার্য্যতঃ সেরূপ সম্মিলিত অভিযান কখনও হয় নাই, কস্মিন্‌কালে হইবে বলিয়াও মনে হয় না। রাস্তা নানান্ দিক্ দিয়া নিজেকে পাতিয়া রাখিবে ; এবং প্রাচীন অর্ব্বাচীন সকল কালেই কোনো কোনো রাস্তা হয়ত পল্লী বা নগরের প্রকাশ্য রাজপথ ছাড়িয়া—সামাজিক জীবনের সাধারণ বর্ত্ম ত্যাগ করিয়া—বনে জঙ্গলে, গিরিগুহা ভাঙ্গিয়াই

---

half-philosophical fancies, of dialogues and disputations dealing tentatively with metaphysical questions. Their speculations were only later reduced to a system in the Vedanta philosophy. The earliest of these can hardly be dated later than about 600 B. c., since some important doctrines first met with in them are presupposed by Buddhism. They may be divided chronologically on internal evidence, into four classes. The oldest group, consisting, in chronological order, of the Brihadaranyka, Chhandogya, Taittiriya, Aitareya, Kaushitaki, is written in prose which still suffers from the awkwardness of the Brahmana style. A transition is formed by the Kena, which is partly in verse and partly in prose, to a decidedly later class, the Kathaka, Ica, Cvetaevatara, Mundaka, Mahanarayana, which

প্রসারিত রহিবে ; এবং সে সব রাস্তায় যে দুই চারিজন হাঁটিবে, তারা ছাই মাখিয়া, জটা বাঁধিয়া, ডোরকৌপীন পরিয়া, চিমটা হাতে করিয়া, সাম্‌নে ধুনি জ্বালাইয়া হয়ত আমাদের সেই প্যালিওলিথিক "সভ্যতার" কথাই বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দিবে। তা দিলেও আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, সে রাস্তাও একটা "চলতি" রাস্তা—পুরাতন, মধ্য, বর্ত্তমান সকল যুগেই। সে চল্‌তি রাস্তাটা দুর্গম, অনাবশ্যক-ক্লেশ-সঙ্কুল ইত্যাদি ভাবিয়া আমরা অনেকেই আজকাল সে পথে না হাটিতে পারি ; কিন্তু "No Thoroughfare" বলিয়া সে রাস্তা বন্ধ করিয়া দিতে পারি কি, এবং যাঁরা সে পথে আগে বা সম্প্রতি হাঁটিতেছেন, তাঁহাদিগকে, সাজ পোষাকে প্যালিওলিথিক দেখিতেছি বলিয়াই, অন্তরের বা আত্মার দিক্ দিয়াও চিলিয়ান্ বা প্রি-চিলিয়ান বানাইয়া রাখিতে পারি কি? [ম্যাক্‌কাডি Human Origin, Vol. II. p. 23 বলিতেছেন—In boldness, skill in execution and successful outcome, some of the Neo নিওলিথিক trepanations would be a credit even to a modern practitioner. উক্ত গ্রন্থকার এবং বিশেষভাবে লক্‌ইয়ার দেখাইয়াছেন যে, সে যুগের ডল্‌মেন, মেন্‌হির, ক্রম্‌লেক প্রভৃতি স্থাপত্য নিদর্শনে অনেক জ্যোতিষের অভিজ্ঞতা জড়িত রহিয়াছে। এ সমস্ত কি বর্ব্বরতা ?]

বর্ত্তমান সময়েই উন্নত "কলচার" নানা সাজে পৃথিবী-পৃষ্ঠে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হৃষীকেশে সাধু-সম্প্রদায়ের চেহারা তার একটা সাজ ; আবার সুসভ্য

---

are metrical, and in which the Upanishad doctrine is no longer developing, but has become fixed. These are more attractive from the literary point of view. Even those of the older class acquire a peculiar charm from their liveliness, enthusiasm, and freedom from pedantry, while their language often rises to the level of eloquence. The third class, comprising the Pracna, Maitrayaniya, and Mandukya, reverts to the use of prose, which is, however, of a much less archaic type than that of the first class, and approaches that of classical Sanskrit writers. The fourth class consists of the later Atharvan Upanishads, some of which are composed in prose, others in verse," ভাষার তরফ হইতে এবং আভ্যন্তরীণ প্রমাণের (internal indence) দ্বারা এই রকম ধারা স্তরবিন্যাসের চেষ্টা হইয়া থাকে। যেমন, মৈত্রি, বা মৈত্রায়ণ একখানা বড় ও ভাল উপনিষৎ। এর ভাষা অনেকটা আধুনিক (classical) সংস্কৃতের মতন ; এর ভিতরে অপরাপর উপনিষদের মন্ত্রাদি কিছু কিছু তোলা আছে ; এতে সাংখ্যমতের, এমন কি বৌদ্ধমতের "ছায়া" আছে ;—অতএব এই উপনিষৎ

প্যারী, বার্লিন, লণ্ডন বা নিউইয়র্কে তার অপর একটা সাজ; এ দুয়ের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ, তার বিচার করা সহজ নহে, এবং বর্ত্তমানে আমরা তাহা করিতেছি না। তবে, মোটের উপর, প্যারী বা বার্লিনের ফ্যাসানটাকে ভাল বলিয়া ধরিয়াই লও-য়াও, খাঁটি হৃষীকেশের ফ্যাসানটাকে সরাসরি বর্ব্বরতার সামিল ভাবা যায় না। শেষোক্তটির সঙ্গে যাঁরাই একটুখানি সত্যকার পরিচয় স্থাপন করিতে চেষ্টা কয়িয়াছেন, তাঁরাই আশা করি, আমাদের মতনই ভাবিবেন।

প্যারীর ফ্যাসান ও হৃষীকেশের ফ্যাসান।

বাহির হইতে দেখিলে, অথবা এরোপ্লেন হইতে ক্যামেরা লইয়া ফটো তুলিয়া সেই ফটো পশ্চিমের কোনও এন্‌থ্রপোলজিষ্টদের সোসাইটিতে পাঠাইয়া দিলে, কোনো একটা বড় কুম্ভমেলায় সমাগত নাগা প্রভৃতি সাধুমণ্ডলীর সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে কোনও এক আদিম ("Primitive") অনুষ্ঠানে সমবেত বুনো সমাজের খুব অল্প পার্থক্যই দেখা যাইবে। কিন্তু খাঁটি সাধুদের কাছে ঘেঁসিয়াছেন যাঁরা, তাঁরা কেহই মোটের উপর, তাঁহাদিগকে খুব বড় রকমের কল্‌চারের দাবী হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারিবেন না। অথচ সে কল্‌চারের বাহিরের পোষাক কত না "আদিম," আজগবি, এমন কি বীভৎস ("disgusting")! সে গঞ্জিকার ধূম, আর সে হাড় কপালের জঞ্জালের মধ্যে পৈশাচিকতা, অন্ধতমিস্রা ছাড়া কোনওরূপ আধ্যাত্মিক শ্রী ও সম্পদ্ যে বাস করিতে পারে, তা "মরমের" সন্ধানী ছাড়া কেবল পোষাকের ও খোলসের কারবারী ধরিতে পারিবেন না।

খানি বুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে "রচিত"। এ অনুমানের কোনো মূলই পাকা নয়। ভাষাগত প্রমাণ সর্ব্বথা নির্ভরযোগ্য নয়। এ সম্বন্ধে দু'চার কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। এলোমেলো ভাবের চিন্তা আগে, শৃঙ্খলাবদ্ধ, "সাজানো" চিন্তা পরে—এ যুক্তিও টেকসই নয়। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতির চিন্তা মোটেই "এলোমেলো" নয়। মনে রাখিতে হইবে যে, উপনিষৎগুলি নানা অধিকারের মুমুক্ষুর সাধন শাস্ত্র। ক্যাণ্ট, সোপেন্ হাওয়ার যেভাবে "দর্শন" রচনা করিতে বসিয়া গিয়াছিলেন, সেভাবে কেহ বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি রচনা করেন নাই। "জমাটবাঁধা" কোনো ধারণা লইয়া রচনা হয় নাই; অন্তেবাসীর অন্তশ্চক্ষুঃ ধীরে ধীরে ফুটাইয়া দিবার নিমিত্ত এই সকল অধ্যাত্ম বিজ্ঞান (practical Spiritual Science)। ভাষা ঠিক একঘেয়ে কোনো দেশে কোনো যুগেই থাকে নাই; তখনও ছিল না। "ধ্যান" দ্বারা ভাব ও ভাষা—এই দুইই উপযুক্তভাবে পাইতে হইত। কোনো একভাবের কথা একভঙ্গীতে বলিতে একই ভাষা যোগ্য—যেমন, রবিবাবুর কোনো একটা ভাব ব্যক্ত করিতে রবিবাবুর ভাষাই যোগ্য, এবং রবিবাবু তাঁর ধ্যানে (inspiration)

কাল্‌চারের ইতিহাস-বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা।

অন্য দেশেও রকমারি করিয়াছিল—কিন্তু ভারতবর্ষে বিশেষভাবে চারিটি আশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস এই আশ্রম ধর্ম্ম কীর্ত্তনে কখনই আলেন না। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া যদি কিছু মনে করা যায়ত, এই আশ্রম ধর্ম্ম তার মেরুদণ্ড। ঋগ্‌বেদে তেমন স্পষ্ট উল্লেখ নাই, অতএব এ ধর্ম্ম তখন ছিল না, এ যুক্তি বিচারসহ নয়। আমরা গ্রন্থান্তরে ঋগ্‌বেদাদির প্রমাণের আলোচনা করিব। তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ; তুরীয়, যতি বা প্রব্রজ্যা। ইংরাজিতে এক কথায় বলিতে গেলে, প্রথমটি forest life দ্বিতীয়টি nomadic life। পশ্চিমের কল্‌চারের সরকারী ইতিহাসে এই দুই প্রকার জীবনেরই স্থান খুব নিম্নে। আদিম বর্ব্বর সমাজ কেমন ধারা "বুনো" জীবন ও "ভবঘুরের" জীবনের ভিতর দিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক জীবনের ধাপে উঠিয়াছে, তাহা দেখাইতে ও দেশের পণ্ডিতেরা বিস্তর নজির যোগাড় করিয়াছেন, এবং বিস্তর কালি কলম খরচ করিয়াছেন। বুনো জীবন আর "রাখালি" (pastoral) জীবনের বৈশিষ্ট্য কোথায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Institutions) গুলির অভিব্যক্তিতে কার অংশ, কার দান কতটুকু, এ দুয়ের "আপোশ" কেমন করিয়া হইল, এবং সে আপোশের ফলে সমাজের কি "গড়ন" হইয়াছে—এসব কথা লইয়াও আলোচনা, গবেষণা প্রচুর। সে আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

তবে লক্ষ্য করিবার জিনিষটা এই—খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ উন্নত সমাজেও আশ্রম ব্যবস্থার সেই বুনো ও ভবঘুরে জীবনে আপাত . আপাত দৃষ্টিতে)

ভাব ও ভাষাকে সম্মিলিতভাবেই পাইয়া থাকেন। এখন আমরা উপনিষদের ভাব (সজীবভাবে) বুঝি না, সুতরাং তার ভাষাও বুঝি না। তাই মনে করি, একই ভাব নানান্ ভাষায় ভঙ্গীতে বলা হইয়াছে—বৃহদারণ্যক এখানে এক রকমে ওখানে আর এক রকমে; মুণ্ডক অন্য রকমে; কঠ, আবার অন্য রকমে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু, যেমন ধারা রবিবাবুর কোনো এক কবিতার ভাব মাত্র সেই কবিতার ভাষার মধ্যেই দেওয়া আছে, অন্যত্র (অথবা শেলি, কীট্‌স প্রভৃতির কবিতায়) "সেই রকমের ভাব" থাকিলেও, ঠিক সেই ভাবটা নাই, এমন কি থাকিতেও পারে না,—উপনিষদাদিতেও তাই, সবিশেষভাবে তাই। উপনিষদে ভাবের ও ভাষায় যাঁরা পুনরুক্তি (repetition) দেখেন, তাঁদের এ কথায় খেয়াল রাখা আবশ্যক। কতকগুলি ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদক মন্ত্র (ঋ স. তেই "পুর্ব্বী" বা "প্রত্না গিরঃ"—অথবা পুরাতনী বাণীর কথা আছে) স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; সেগুলি দুইখানি উপনিষদে "স্বাধীনভাবে" থাকিতে পারে; একই উপনিষদে একাধিকবার থাকিতে পারে। আমরা

ফিরিয়া আবার একটা কল্পনা ও বন্দোবস্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক সুগঠিত, সুপরিচালিত জীবনেই শেষের দুই ধাপে এইরূপ Back to Nature এর একটা প্রেরণা ও প্রশ্রয় রীতিমত ভাবে দেওয়া হইত। যে দ্বিজ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা মানসিক ও নৈতিক শক্তি পূরা মাত্রায় সঞ্চয় করিয়া লইতেন; যে ব্যক্তি গার্হস্থ্যে পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া, অপত্যোৎপাদন, ধনোপার্জ্জন, ত্যাগ প্রভৃতি দ্বারা আত্মার ও সমাজের শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ই সাধন করিতেন, এবং ঋণত্রয় হইতে নিজেকে মুক্ত করিতেন; সেই ব্যক্তিই প্রৌঢ়দশায় সংসারের সকল ভোগের উপকরণ ত্যাগ করিয়া, জটা-বল্কল ধারী, পাণিপাত্র, কন্দফলমূলাশী তপস্বী হইয়া বনবাসী হইতেন; তিনিই আবার শেষ বয়সে কৌপীন-দণ্ডকমণ্ডলুধারী, "অনিকেত," স্থিরমতি, সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ," সমলোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চন, সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া মূর্ত্তিমান্ সত্য-মঙ্গল-দৈবতরূপে পরিচরণ করিতেন, এবং অন্তিমে যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করিয়া "ব্রাহ্মীস্থিতি" লাভ করিতেন।

উন্নত সমাজে আশ্রমমার্গ।

বানপ্রস্থ ও যতি—এই দুই শেষ আশ্রমেই "বুনো" ও "ভবঘুরে" (forest and nomadic life) জীবনের বাইরের খোলসটা পূরাপূরি

পুঁথি কিনিয়া পড়িব বলিয়া উপনিষদের সৃষ্টি হয় নাই। মুমুক্ষুকে অধিকার অনুসারে তত্ত্বোপদেশ ও সাধনোপদেশ দেবার জন্যই উপনিষৎ। কাজেই, দুইজন মুমুক্ষুকে কোনো আধ্যাত্মিক 'স্তরে" একই উপদেশ দিতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে যে উপদেশ দিলেন, জনককেও প্রকারান্তরে সেই উপদেশ দিলেন; দুই উপদেশের কোনো অংশে ভাব ও ভাষায় মিল থাকাই স্বাভাবিক। Practical Science মাত্রেই এইরূপ হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যের ৬ষ্ঠ প্রপাঠক ও ৭ম প্রপাঠকের তত্ত্বোপদেশে অনেকাংশে মিল থাকিলে, বিস্ময়ের কারণ নাই। "প্রপাঠক" কথাটাই লক্ষ্য করার মত। পাশ্চাত্য System of Philosophy (অথবা আমাদেরই এক একটী "দর্শন") ভাবে নয়, Practical Science of Self-realization ভাবে দেখিলে, অসঙ্গতি, অস্পষ্টতা, পুনরুক্তি প্রভৃতি "দোষ" আমরা আর দেখিতে পাইব না। তারপর, সাংখ্য, এমনকি বৌদ্ধমতটাকে, তত্ত্ব হিসাবে, আমাদের শাস্ত্র নূতন বা আগন্তুক একটা কিছু মনে করেন না। নূতন করিয়া কোনো তত্ত্বের প্রচলন হয় নাই। কোনো কোনো যুগে তত্ত্ববিশেষের অধিক বিকাশ বা সঙ্কোচ হইয়াছে মাত্র। সাংখ্যাদির মূলতত্ত্ব বেদেই আবিষ্কার করা যাইতে পারে। শতপথ ব্রাহ্মণ শ্রমণ, অর্হৎ, প্রতিবুদ্ধ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া post-Buddhistic প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছেন না। আসুরির নাম আছে; অতএব সাংখ্য-দর্শন রচনার যে কাল আমরা নির্দ্দেশ করিব, তারপর শতপথ ব্রাহ্মণ (অন্ততঃ ঐ অংশ) রচিত হইয়াছিল—এ যুক্তিও অকিঞ্চিৎকর। পুরাণে কর্দ্দম প্রজাপতিদের অন্যতম। কর্দ্দম-দেবহূতির

বানপ্রস্থ ও যতির বাইরের দিক্।

স্বীকার করার ধরণধারণ দেখিতে পাই ; অথচ, সেই খোলস যিনি পরিতেছেন, তিনি সচরাচর মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের খুবই উন্নত পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন —তিনি হয়ত রাজর্ষি ভরতের মতন একজন পুণ্যশ্লোক মহারাজ-চক্রবর্ত্তী, অথবা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের মতন একজন মহাতপাঃ মহাজ্ঞানী ব্রহ্মর্ষি। মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে বানপ্রস্থ ও চতুর্থাশ্রমের বিধি নিষেধ সবিস্তর কথিত হইয়াছে। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে দেখিতে পাই "বানপ্রস্থেরা স্বধর্ম্মানুসারে মৃগ, মহিষ, বরাহ, শার্দ্দূল ও বন্য মাতঙ্গ সমাকীর্ণ অরণ্যে তপোনুষ্ঠান এবং পবিত্র তীর্থ, নদী ও প্রস্রবণ প্রভৃতি বিবিধ প্রদেশ প্রদর্শনপূর্ব্বক সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। গ্রাম্য বস্ত্র, আহার ও উপভোগে তাঁহাদের অভিরুচি থাকে না। তাঁহারা বন্য ফলমূল পত্র ও ওষধি পরিমিতরূপে ভোজন ; ভূমি, পাষাণ, বালুকাময় প্রদেশ, কর্কর ও ভস্মের উপর শয়ন ; কাশ, কুশ, চর্ম্ম ও বল্কল পরিধান ; কেশ, শ্মশ্রু, নখ ও লোম ধারণ ; নিয়মিত সময়ে স্নান এবং যথা নিয়মে বলি ও হোমের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। * * * অনবরত শীত, উত্তাপ, বৃষ্টি ও বায়ু সহ্য করাতে উঁহাদের ত্বক্ সমুদয় ভিন্ন এবং বিবিধ নিয়ম ও আহার সঙ্কোচ দ্বারা মাংস ও শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়,"—ইত্যাদি। অন্তরঙ্গ সাধন ও রহস্যের কথা বাদ দিলে, এখানে বানপ্রস্থের যে চিত্র পাইলাম, তার সঙ্গে বুশম্যান, হটেনটট্ বা ওয়ারামুঙ্গার চিত্রের পার্থক্য কতটুকু? বানপ্রস্থের "বলি ও হোম" অষ্ট্রেলিয়ার বুনোদের "ম্যাজিক" অনুষ্ঠানেরই নিকট কুটুম্ব বলিয়া আপাততঃ ঠেকে না কি? অথচ বানপ্রস্থের পূর্ব্বাশ্রমে (গার্হস্থ্যে) সংযমের ও ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভোগের আয়োজনও নিতান্ত মন্দ নয়। শান্তি পর্ব্ব বলিতেছেন—"গৃহস্থাশ্রমে মাল্যাভরণ ধারণ, বস্ত্র পরিধান, তৈল মর্দ্দন,

---

পুত্র কপিল "আদিবিদ্বান্", এবং তিনিই সাংখ্যতত্ত্ব প্রবর্ত্তন করেন (নূতন "সৃষ্টি" করেন নাই ; তত্ত্বের বা তত্ত্বজ্ঞানের নূতন সৃষ্টি হয় না)। সে কোন্ যুগের কথা? ফলকথা, তত্ত্ববিদ্যার "বীজ" গুলিকে অনাদি মনে করিয়া আমাদের শাস্ত্র (অপরাপর দেশেরও প্রাচীন শাস্ত্র) ঠিকই ধরিয়াছেন। পুরাণে সৃষ্টি বিবরণে প্রথমেই দেখি প্রজাপতি আগে ব্রহ্মজ্ঞ সনকাদি মানস পুত্রগণের সৃষ্টি করিতেছেন ; তাঁরা ব্রহ্ম লইয়াই থাকিলেন ; কাজেই ব্রহ্মাকে অপরাপর প্রজাপতি সৃষ্টি করিতে হইল। এতেও মনে হয়, শাস্ত্র ব্রহ্মবিদ্যাকে জ্যেষ্ঠ করিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই দেখি ব্রহ্মা—" স ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ"। জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠবিদ্যা ব্রহ্মা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কথাটা উল্টা

গন্ধদ্রব্য সেবন, নৃত্য দর্শন, গীতবাদ্য শ্রবণ, বিহার ও চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্যপেয়াদি বিবিধ দ্রব্যের উপভোগে অসীম সুখ লাভ হইয়া থাকে।” গৃহস্থাশ্রমে “ত্রিবর্গ” সাধনের আয়োজন অনুষ্ঠান প্রচুর রহিয়াছে। ত্রিবর্গ, কি না, কাম, অর্থ, ধর্ম্ম।

চতুর্থ আশ্রম।

চতুর্থ বা পরিব্রাজকাশ্রমের “খোসাটা” দেখিয়াও এন্‌থ্রপোলজিষ্টদের “ভবঘুরে” (nomadic) জীবনের কথাই মনে পড়িবে। শান্তিপর্ব্ব বলিতেছেন—“পরিব্রাজকেরা অগ্নি, ধন, কলত্র ও অন্যান্য ভোগ্য দ্রব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন। (মোক্ষ ব্যতীত) ধর্ম্মার্থ-কামে কদাচ আসক্ত হয় না। কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন, সকলেরই প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং কায়মনোবাক্যে জরায়ুজ অণ্ডজ ও উদ্ভিদ্‌গণের কোনো অপকার সাধন করেন না। তাঁহাদের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। তাঁহারা নিরন্তর পর্ব্বত, পুলিন, বৃক্ষমূল ও দেবগৃহে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভিক্ষার্থ কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না, যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন এবং কদাচ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহঙ্কারে অভিভূত বা পরনিন্দা ও পরহিংসায় প্রবৃত্ত হন না। ... ... যিনি সঙ্কল্পহীন বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ চিত্তে শাস্ত্রানুসারে মোক্ষাশ্রম আশ্রয় করেন, তিনি ইন্ধনশূন্য জ্যোতির ন্যায় প্রশান্তভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।” ভিতরকার ভাব ও সাধনা কত উচ্চ? কিন্তু বাহিরে পরিব্রাজকের নগ্নপ্রায় ভস্মানুলিপ্ত, লক্ষ্যহারা যাযাবর কলেবর দেখিয়া এথ্‌নোলজিষ্ট কি আঁচ করিবেন, তা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

আসল কথা, এই যে চতুরাশ্রমের একটা নক্‌সা আমরা পাইতেছি, তাহা

করিয়া দেখেন—আগে যজ্ঞাদি সম্বন্ধে জ্ঞান, তারপর তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাসা ভাসা টুক্‌রা টুক্‌রা জ্ঞান, শেষকালে যাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলি, সেই বিদ্যা। ব্যক্তির জীবনের বিকাশে “আগে পরে” এইভাবে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের সামাজিক জীবনের বিকাশে এমন কোনো “যুগ” সম্ভবতঃ ছিল না, যখন উচ্চ ও মধ্য ও নিম্ন সকল রকমেরই আধ্যাত্মিক-উৎকর্ষসম্পন্ন “সাধক” বর্ত্তমান না ছিলেন (কৃতযুগে সকলেই “তুল্য”, কিন্তু বৈষম্যে সৃষ্টি বলিয়া, সে “তুল্য” আপেক্ষিক বা approximate অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে)। “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,” “প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ” প্রভৃতি কতকগুলি (mystic formulae) রহস্য মহাবাক্য আবহমান কাল হইতে উক্ত অবিচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিক চিন্তার ধারায় ভাসিয়া চলিয়া আসিয়াছে। বৃহদারণ্যক বা কোনো

এ সম্বন্ধে আসল কথা।

"বৈদিক যুগ" হইতে ভারতীয় জীবন-নীতি (Philosophy of Life) এবং জীবন-ব্যবস্থার (Institutions of Life) একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এমন কি, মুখ্য অঙ্গ। সে জীবন নীতি সম্প্রতি পাশ্চাত্য সমালোচকদের দৃষ্টিতে সর্ব্বথা উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে ; প্রথম দুইটি আশ্রমের স্বাধ্যায় ও পঞ্চযজ্ঞ অনেকাংশে তাঁহাদের কাছে "কুসংস্কারের" আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন মনে হইতে পারে ; শেষ দুইটি আশ্রমের লক্ষ্যে তাঁহাদের অনুমোদন থাকিলেও, উপায়ে বা শাসন-পদ্ধতিতে অনেক অনাবশ্যক, আত্মপীড়াজনক (self-mortification) কঠোরতা ও "বর্ব্বরতা" তাঁরা দেখিতে পাইতে পারেন। কিন্তু দুইটা কথা কিছুতেই ভুলিলে চলিবে না— প্রথমতঃ, যাঁরা এমনধারা জীবনের নক্‌সা (scheme) ছকিয়া তার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁরা গভীর চিন্তা ও রহস্যানুভূতির ফলে জীবনের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সম্বন্ধে কতকগুলি মূল তত্ত্বের (fundamental principles and laws) সন্ধান পাইয়াছেন মনে করিয়াই সেরূপ নক্‌সা ছকিয়াছিলেন ; এবং তাঁদের সংহিতা-ব্রাহ্মণ আরণ্যক-উপনিষৎ, তাঁদের শ্রৌত গৃহ্যাদি সূত্র, তাঁদের মীমাংসাদি দর্শন, তাঁদের স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস—এক কথায় তাঁদের নিখিল, যুগায়ত তত্ত্বচিন্তা ও তত্ত্বানুসন্ধানটিই (speculative thought and enquiry)—তাঁদের সেই রকম নক্‌সা ছকিবার মূলে ছিল। সুতরাং, দ্বিতীয়তঃ - তাঁদের সেই তত্ত্বচিন্তা ও তত্ত্বচিন্তানুরূপ জীবন-ব্যবস্থা বর্ত্তমান যুগের "আলোকে" নিজেদের খুঁত যতই জাহির করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি না কেন, একথা অবি-

---

উপনিষৎ সেগুলি "সৃষ্টি" করিতেছেন না—"নূতন" বলিতেছেন না। মহানারায়ণোপনিষদে (৩৮, ৩৯, ৪০ অনুবাক) সে ত্রিসুপর্ণ বিদ্যা রহিয়াছে, তার মূলমন্ত্রগুলি ঋ· স· হইতেই গৃহীত সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে মন্ত্রগুলির গূঢ়মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া এই ত্রিসুপর্ণ বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত ছিল— বরাবরই রহস্য বিদ্যাভাবে ছিল। পুনশ্চ, অগ্নিহোত্র একটা প্রসিদ্ধ বাহ্য যাগ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বাহ্য অনুষ্ঠানটাকে আধ্যাত্মিকভাবে আচরণ করার প্রথাও রহস্যবিদ্যার অন্তর্গতভাবে প্রচলিত ছিল (মহনারায়ণোপনিষৎ, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১ অনুবাকগুলি দ্রষ্টব্য ; প্রাণাগ্নিহোত্র নামক উপনিষৎখানি আদ্যোপান্ত দ্রষ্টব্য ; তা ছাড়া, মৈত্রি, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি অপরাপর অনেক উপনিষদেই আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্রের কথা আছে।) যজ্ঞ উড়াইয়া দিয়া নয়, যজ্ঞকে idealize করিয়া লইয়া উপনিষৎ। মহানারায়ণ উপ (৮০ অনুবাকে) "বিদুষঃ" যজ্ঞের কথা বলিতেছেন—"তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী শরীরমিধ্মমুরো বেদির্লোমানি বর্হি র্বেদঃ শিখা হৃদয়ং যূপঃ কামঃ আজ্যং মন্যুঃ পশুস্তপোঽগ্নির্দমঃ শময়িতা দক্ষিণা বাগ্‌ ধোতা প্রাণ উদ্‌গাতা চক্ষুরধ্বর্য্যূর্মনো ব্রহ্মা শ্রোত্রমগ্নীৎ॥" প্রত্যেক উপনিষৎ রহস্য

সংবাদিত যে, সে তত্ত্বচিন্তা অমন গভীর ও সতর্ক ভাবে যাঁরা করিতে পারিয়াছিলেন, এবং সে জীবনবর্ত্ম অমন সমঞ্জস, দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ভাবে রচিয়া যাঁরা বীরের মতন তার "শেষ পর্য্যন্ত" চলিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন, তাঁরা আর যাই হউন না কেন, "বর্ব্বর" ছিলেন না।

প্রাচীন এট্‌লাসে রংয়ের বৈচিত্র্য।

বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর "এট্‌লাস" যেমন সবখানটায় পাশ্চাত্য সভ্যতার রঙে সুরঞ্জিত করিয়া আঁকা যায় না, এবং যে জায়গায় সে রঙ্ ধরে না, সেই জায়গাটাই ঘোর মসীবর্ণ এমন মনে করায় যেমন সঙ্গত কারণ নাই, তেমনি অতীত যুগেও পৃথিবীর এট্‌লাস নানা বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত থাকিতে পারে, এমনটা ভাবার পক্ষে কোনও গুরুতর বাধা নাই। জম্বুদ্বীপে যে রঙ্, কুশদ্বীপেও সেই সময়ে ঠিক সেই রঙ্—এমনটা না হওয়াই বরং স্বাভাবিক; ভারতবর্ষে সভ্যতার যে চেহারা, যে ক্রম, ইলাবৃতবর্ষেও ঠিক সেই চেহারা, সেই ক্রম—এমন হইতেই হইবে, এরূপ কোনও বিধির বিধান নাই। কুশদ্বীপাঞ্চলে যেকালে সভ্যতা পিরামিড্ গড়িয়া নিজেকে জাঁকাইয়া তুলিতেছিল, এবং বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির মত যখন বিধাতার সৃষ্টি পাহাড় পর্ব্বতের সঙ্গে পাল্লা দিতেছিল, সে কালে জম্বুদ্বীপাঞ্চলে, ওরকমের একটা বাহ্য "বৈরাজ" মূর্ত্তি না ফুটিয়া হয়ত সরস্বতী-গঙ্গা-যমুনাতীরে সেই শান্ত, অনাডম্বর নৈমিষারণ্যেরই কাছাকাছি কোনো একটা অবস্থা বিরাজ করিতেছিল। ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে কেবল নৈমিষারণ্য ছাড়া আর কিছু ছিল না—রাজা ছিল না, রাজধানী ছিল না. নগর ছিল না, পল্লী ছিল না – এমন কেহ মনে করে না; ঋগ্‌বেদাদিতে বিচিত্র দুর্গ, একাধিকতল পুরী, বিচিত্র আয়ুধ, পোত প্রভৃতির

বিদ্যার এক একটা "মুখ" আমাদের (মুমুক্ষুর) কাছে প্রকাশিত করিয়াছেন। যতগুলি উপনিষৎ প্রচলিত আছে, সেগুলি সহৃদয় ও সজাগভাবে পাঠ করিলে সন্দেহ থাকে না যে, প্রত্যেকটাই এক এক তত্ত্ববিদ্যা উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেছেন। যে কোনো একখানা উপনিষৎ (সাহেবেরা সেগুলি চতুর্থস্তরের ও পরবর্ত্তী যুগের বলেন, সেগুলিরও কোনো একখানা) পড়িলে ঐ ধারণা না হইয়া যায় না—জাবালদর্শনোপনিষৎ, মুদ্গলোপনিষৎ, গর্ভোপনিষৎ, আত্মবোধোপনিষৎ—এ সকলের নাম কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেকটাতেই তত্ত্ববিদ্যার এক একটা "মুখ" আমাদের কাছে প্রদর্শিত হইয়াছে। জাবালদর্শনোপনিষৎ সত্য, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির উচ্চাঙ্গের ব্যাখ্যা দিয়া, তৃতীয় প্রভৃতি খণ্ডে শারীর সূক্ষ্মযন্ত্র (ত্রিশিখ মণ্ডল প্রভৃতি) এবং সেই সূক্ষ্মযন্ত্রের সাহায্যে সাধনার বিস্তার করিতেছেন—প্রাণাপানাদির ভেদ ও সংস্থান, ইড়াপিঙ্গলা সুষুম্নাদি নাড়ী সংস্থান এবং দেহমধ্যেই নিখিল তীর্থ ও দেবতা দেখাইয়া দিতেছেন। এ একটা আবহমান কাল প্রচলিত রহস্য বিদ্যা। তার মধ্যে

কথা আছে; কিন্তু, নৈমিষারণ্যের আদর্শের প্রভাব সর্ব্বত্র প্রসারিত থাকায়, হয়ত, সে সমস্ত রাজধানী, দেবায়তন প্রভৃতি পিরামিড্ ইত্যাদির মতন নিজে-দিগকে অত বিরাট্ করিয়া, জটিল করিয়া, পাকা পোক্তা করিয়া, রাখিতে চায় নাই।

নৈমিষারণ্যের আদর্শ।

নৈমিষারণ্যের আদর্শ মানে—একটা সরল, স্বাভাবিক, যথাসম্ভব আড়ম্বর-শূন্য জীবনের আদর্শ; যে আদর্শে প্রবৃত্তির অবশ্য স্থান আছে, কিন্তু নিবৃত্তিরই পরিচারিকা ভাবে; সে আদর্শ অবশ্য অর্থ ও কামের সেবা ও উপভোগে সম্মতি দিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্ম ও মোক্ষের বাধক না হইয়া সাধক হয়, এমন সর্ত্ত করিয়া লইয়া; ব্রহ্মচর্য্যে সেই সর্ত্তের পাকা দলিল তৈয়ারী হইত; গার্হস্থ্যে সেই সর্ত্তানুযায়ী অর্থ ও কামের সেবা হইত; বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষবে—নিবৃত্তির মধ্য দিয়া চরম পুরুষার্থ মোক্ষেরই উপাসনা করা হইত। অর্থ ও কামের সেবায় তাই জীবন যাহাতে অতিমাত্রায় জটিল, কৃত্রিমতাপূর্ণ ও নিজের আড়ম্বরের ভারে নিজেই ক্লিষ্ট ও নিষ্পেষিত না হইয়া পড়ে—সে দিকে বরাবর তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। নৈমিষারণ্যের আদর্শ মানে ইহাই। এ আদর্শে ক্ষত্রিয় রাজার ঐশ্বর্য্য, বৈশ্য বণিকের বৈভব, শূদ্রশিল্পীর শিল্পচাতুর্য্য একেবারে অনবকাশ, "বাতিল" হইয়া যায় নাই। কিন্তু সে ঐশ্বর্য্য, বৈভব ও শিল্পসৌষ্ঠব ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিদের বিদ্যা ও তপস্যায় নির্ম্মিত আদর্শের আকৃতি ও প্রকৃতি হইতে বিচ্যুত, বহির্ভূত হইয়াও পড়িতে পায় নাই। বহিরঙ্গ সকল অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানেই একটা সংযমের কথা, সীমার কথা, বিধির সঙ্গে সঙ্গে নিষেধের কথা চলিয়া আসিয়াছে।

৪র্থ খণ্ডে ৩৫—৬৩ শ্লোকগুলি সবিশেষ রহস্যগর্ভ; উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, তীর্থস্থানাদি সমস্তই দেহাভ্যন্তরে দেখান হইয়াছে (প্রসঙ্গক্রমে বাহ্যদৃষ্টির কিঞ্চিৎ নিন্দাও করা হইয়াছে)। এখন, এই তত্ত্বগুলি দেখাইবার নিমিত্তই উক্ত উপনিষৎ। ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তের মর্ম্মব্যাখ্যা দিবার নিমিত্ত (পুরুষসূক্ত বাহ্য অনুষ্ঠানেও সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইত এবং হইয়া থাকে) মুদ্‌গলোপনিষৎ—"তস্মাদেতৎ পুরুষসূক্তার্থমতিরহস্যং রাজগুহ্যং দেবগুহ্যং গুহ্যাদপি গুহ্যতরং নাদীক্ষিতায়োপদিশেৎ। নানূচানায়।" ইত্যাদি। আমরা বাছিয়া বাছিয়া উপনিষৎ লইতেছি না। প্রত্যেক উপনিষৎই অসীমতত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে একটা অংশে বা কোন কোন অংশে আমাদের ধ্যান-ধারণার সজীব সংযোগ স্থাপিত করিয়া দিতেছেন। উপনিষৎ বিশেষ "কবে" রচিত হইয়াছিল—এ প্রশ্নের জবাব যেভাবেই নেওয়া যাক্ না কেন, তাতে বড় একটা কিছু আসিয়া যায় না। উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে বিদ্যা, তার "date" নাই; একটা বিশিষ্ট

সভ্যতার আদর্শ এবং বৃহদ্‌যন্ত্র।

ব্যোমযান, বাষ্পচালিত তাড়িতচালিত বৃহদ্‌যন্ত্র যে নৈমিষারণ্যের কল্‌চারের একেবারে অজ্ঞাত ছিল, এমনও মনে হয় না। কিন্তু ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুস্থতা ও স্বাতন্ত্র্যের একটা আদর্শ সম্মুখে খাড়া রাখিয়া, তাঁরা ব্যাপকভাবে, লোকায়তভাবে, "বৃহদ্‌যন্ত্র" চালাইবার অমত করিয়া গিয়াছেন—মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে তাই ও সব সম্বন্ধে "নিষেধ" দেখিতে পাই। ওসকল যেন একটা আসুরিক, দানবীয়, সভ্যতার উপযোগী উপকরণ - পদ্মপুরাণ বৃহস্পতিকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের সাজ সাজাইয়া যে সভ্যতার কর্ণমূলে নাস্তিক্যের ও দেহাত্মবাদের মন্ত্র দিবার ভার দিয়াছিলেন। এই এক কারণে হয়ত খুব প্রাচীনযুগে ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্তে ব্যাবিলনের বিরাট্‌ প্রাসাদ অথবা মিশরের অতিকায় পিরামিড্‌ গড়িয়া উঠে নাই। ওরূপ প্রাসাদ বা পিরামিড একটা খুব বড় জমাট (organised) "যান্ত্রিক" সভ্যতার ক্রোড়েই বাড়িয়া উঠিতে পারে—যেমন বর্ত্তমানের ক্রুপ্‌ প্রভৃতি কারখানা, পানামা স্যুয়েজ ক্যানাল, আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেল, স্কাইস্ক্রেপার ইত্যাদি। দেশ নৈমিষারণ্যের পদতলে মাথা নোয়াইয়া—সুতরাং জীবনকে যথা সম্ভব সরল, স্বাভাবিক ও আড়ম্বরমুক্ত করিয়া রাখার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, খুব সম্ভবতঃ ব্যাবিলন-নিনেভে-থিবস-মেম্ফিস ইত্যাদি, অথবা ক্রুপ স্কাই স্ক্রেপার ইত্যাদি, গড়িয়া তুলিতে পারিবে না। সে সব গড়িয়া তোলার জন্য সমাজের প্রাণে একটা বিশিষ্ট প্রবৃত্তি মনের ও দেহের একটা অর্জ্জিত নৈপুণ্য, এবং সমাজের ভাণ্ডারে উপযুক্ত ভাবে সঞ্চিত কতকগুলি আয়োজন উপকরণ ও বন্দোবস্ত বিদ্যমান থাকা চাই। ইংরাজিতে বলিতে গেলে—এসমস্ত একটা particular type of civilization এর সঙ্গে organic, এবং সে civiliza-

---

ভাষার পরিচ্ছেদে সে বিদ্যা কবে (আমাদের জানা শোনায়) প্রচারিত হইয়াছিল—এ প্রশ্নের তেমন কোনো দাম নাই। অশোক কবে রাজত্ব করিয়াছিলেন বা মেগাস্থিনিস কবে তাঁর *Ta Indica* লিখিয়াছিলেন,—এ সকলের জবাব জরুরি; কিন্তু আধ্যাত্মিক বিদ্যার বেলা date এর সওয়াল জবাব জরুরি নয়। বিশেষতঃ যে বিদ্যার উৎস হইতেছে প্রজ্ঞা (Inspiration), সে বিদ্যা "কাল" "রচিত" হইলেও, তার আদি কা'লকে নয়। যে বিদ্যা রহিয়াছে (হয়ত সূক্ষ্মভাবে), সেই বিদ্যাকে ব্যক্তি নিজের প্রজ্ঞায় ধরিতে পারিলেন মাত্র। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী অপর অনেকেও (coherer থাকিলে) সম্ভবতঃ ধরিয়া গিয়াছেন। এইজন্য প্রজ্ঞালব্ধ (intuitional বা inspirational) বিদ্যার বেলা date এর তর্ক বাজে তর্ক। আমাদের শাস্ত্র তাই বেদ (অনন্তজ্ঞানরাশিকে) ব্রহ্মেরই শব্দবপুঃ বলিয়া গিয়াছেন। এ বপুঃ অক্ষয়, অব্যয়। একটা উপনিষৎ—is a record of firsthand spiritual, mystic experience।

tion এ অন্যদিক্ দিয়া, বা প্রকারান্তরে "আধ্যাত্মিকতা" যে মাত্রাতেই থাকুক না কেন, তাহা মুখ্যতঃ "mechanistic."

মূল বক্তব্য।

আমরা এই শেষোক্ত সভ্যতাটাকেই বড় মনে করিয়া অধুনা বিচার করিতেছি। কিন্তু বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান সভ্যতার চল্‌তি চেহারাখানা যে ভাল, অতীতের যে কোনো একটা আলেখ্যের তুলনায় মোটের মাথায় সুন্দর ও সমুন্নত—এ কথা স্বতঃসিদ্ধও নহে, সর্ব্ববাদিসম্মতও নহে। আমরা পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াছি। আমাদের মূল বক্তব্য এই যে, হালের সভ্যতার আদর্শে "মূল্যবান্" মালমসলা অতীতের কোনো স্তরে বা যুগে যত বেশী দেখিব, ততই সে স্তর বা যুগকে সভ্য ভাবিব; পক্ষান্তরে, সে সব মালমসলার দৈন্য অথবা অসদ্ভাব দেখিলে, অসভ্যতা বা বর্ব্বরতা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারিব না;—এ বিচার-রীতির গোড়ায় গলদ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমরা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সে সব মালমসলার দৈন্য অথবা অসদ্ভাব কেবল মাত্র যে একটা সরল, সুস্পষ্ট "জীবনবেদের" অনুমোদিত এবং বিহিত হইতে পারে, এমন নয়; তাহা আবার একটা সমুন্নত, সত্য ও সুন্দর আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষণ ও অনুমাপকও হইতে পারে।

আর্কিওলজির (প্রত্নতত্ত্বের) "তথ্য"গুলি অনেক সময় গ্রাহ্য ও মূল্যবান্ হইলেও, সে গুলির সাহায্যে আমরা যে "তত্ত্বের" সার দোহন করিতে যাই, সে তত্ত্ব সব সময়ে খাঁটি ও সারালো হয় না। কেননা, শুধু "সর্ব্বোপনিষদো গাবঃ" হইলেই ত হইল না; স্বয়ং গোপালনন্দন দোগ্ধা, নর-ঋষির অবতার স্বয়ং

কবে এ "record" হইল—সেটা বাজে জেরা। হাজার বছর আগে হইতে পারে, কা'ল হইতে পারে, আজ হইতে পারে; mystic experienceটি নিত্য; যখনই উপযুক্ত "পাত্র" উপস্থিত, তখনই তার record হইতেছে ও হইবে। নারদ-সনৎকুমার, আরুণি-শ্বেতকেতু, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য—এ সব এক একটা record এর নজির মাত্র। এ সম্বন্ধে আস্তিকমত বিষ্ণুপুরাণ (তৃতীয়াংশ ২-৬ অধ্যায়) হইতে কিয়দংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি ঃ—"মনু, সপ্তর্ষি দেবরাজ, দেবগণ ও মনুপুত্র ভূপালগণ,—ইহাঁরা প্রতি মন্বন্তরে উৎপন্ন হন। হে দ্বিজ! এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে সহস্র চতুর্যুগ অতীত হইলে এক কল্প কথিত হয়। অনন্তর ঐ কল্প পরিমিত রাত্রি হয়। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! সেই রাত্রিকালে ব্রহ্মচারী হরি জল বিপ্লবে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। হে বিপ্র! ভগবান্ আদিবিভু সর্ব্বভূতাধার জনার্দ্দন কল্পান্তে সকল ত্রৈলোক্য গ্রাস করিয়া আপনার মায়াতে অবস্থিতি করেন। অনন্তর তাদৃশ নিশাবসানে প্রতিকল্পেই অব্যয়াত্মা ভগবান্ প্রবুদ্ধ হইয়া রজোগুণাশ্রয়ে পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেবগণ ও সপ্তর্ষিগণ,

পার্থ বৎস, সুধী ভোক্তা না হইলে,"গীতামৃতং""মহৎ" না হইয়া, হয়ত "গোপন" রহিয়া যায়, নয়ত নষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, যে সকল মূলনীতি (Principles) অনুসরণ করিয়া, ঐতিহাসিক তাঁর প্রত্নতথ্যাবলীরূপ গাভীটি দোহন করিয়া জগতের কল্‌চারের অভিব্যক্তির ইতিহাসরূপ দুগ্ধ পাইতে ইচ্ছা করেন, সে সকল মূলনীতি, তাঁর নিজের জ্ঞানে ও বিশ্বাসে যতই অসন্দিগ্ধ, যতই "টেকসই" বিবেচিত হউক না কেন, আসলে যে সকল বস্তুহীন, ভ্রান্তসংস্কারবিজৃম্ভিত হইলেও হইতে পারে।

ভুলের ফাঁদ।

নৈমিষারণ্যের জমিনের নীচে মাটি, পাথরের আসবাব আর হোম যজ্ঞি করার চিহ্ন দেখিয়া কল্‌চারের ইতিহাস-লেখককে কিরূপ অপসিদ্ধান্তের এবং "ব্যস্ত সমস্ত" সিদ্ধান্তের ফাঁদ এড়াইয়া চলিতে হয়, তাহা আমরা দু'একটা উদাহরণ দিয়া স্পষ্ট করার প্রয়াস পাইয়াছি। ফাঁদ চারিধারে অতর্কিত ভাবে পাতাই রহিয়াছে। খোদ আচার্য্য মাক্‌স মূলার ডাঃ মার্টিন হগের কৃত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদের সমালোচনায় কি লিখিতেছেন? "However interesting the Brahmanas may be to students of Indian literature, they are of small interest to the general reader. The greater portion of them is simply twaddle, and what is worse, theological twaddle. No person who is not acquainted beforehand with the place which the Brahmanas fill in the history of the Indian mind, could read more than ten pages without being disgusted. To the historian, however, and to the ancient and to the philosopher they are of infinite importance—

ইহারা সকলেই বিষ্ণুর ভুবনস্থিতিকারক সাত্ত্বিক অংশ। হে মৈত্রেয়! জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু চারিযুগে যে প্রকার যুগানুযায়ী ব্যবস্থা করেন, তাহা শ্রবণ কর। তিনি সত্য যুগে সর্ব্বভূত-হিতার্থে মহর্ষি কপিলাদিরূপ অবলম্বন করিয়া সকল প্রাণীকে উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান প্রদান করেন। ত্রেতাযুগে সেই প্রভু চক্রবর্ত্তিরূপে দুষ্টগণের নিগ্রহ করত ত্রিভুবন রক্ষা করেন। তিনি দ্বাপরযুগে বেদব্যাসরূপ ধারণপূর্ব্বক এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, পশ্চাৎ শত শাখায় বহুলীকৃত করেন এবং পুনর্ব্বার উহা অনেক অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন। সেই হরি এইপ্রকার বেদব্যাসরূপে বেদ বিভাগ করিয়া, পশ্চাৎ কলির শেষে কল্কিরূপ গ্রহণ করত দুর্ব্বৃত্তদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবেন। অনন্তস্বরূপ বিষ্ণু এইরূপে নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং অন্তকালে ধ্বংস করিয়া থাকেন; সেই বিষ্ণু ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহই নাই। * * *

to the former as a real link between the ancient and modern literature of India; to the latter as a most important phase in the growth of human mind, *in its passage from health to disease.*" শেষের কয়টা কথা italics করিয়া দিলাম। ঋগ্‌বেদের মানবাত্মার যে সরল ও সুন্দর স্বাস্থ্যের চেহারাখানি দেখিতে পাই, (Eggeling শতপথ ব্রাহ্মণের ভূমিকায় "childlike intellect of the primitive Aryans" বলিয়াছেন) ম্যাক্স মূলারের মতে, ব্রাহ্মণে সে চেহারা ব্যাধিতে পঙ্গু, বিকৃত ও কুৎসিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এই ব্যাধির ভিতর দিয়াই, অন্ততঃ পক্ষে তিন হাজার বছর ধরিয়া, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত হিন্দুধর্ম্মের সমগ্র আনুষ্ঠানিক বিকাশ হইয়া আসিয়াছে। শুধু আনুষ্ঠানিক বিকাশই বা বলি কেন, ভারতীয় মনীষা ও তপস্যার মহীয়সী সিদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বেদের আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগ—তাও ঐ ব্রাহ্মণের অফুরন্ত যজ্ঞাদি কল্পের ক্রোড়েই স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করিয়াছে। ভারতীয় সাধনার ও ভাব-বিকাশের ইতিহাসে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বাদ দিয়া আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠে নাই। ম্যাক্সমূলার "ভারতীয় মনের অভিব্যক্তিতে ব্রাহ্মণগ্রন্থের স্থান" বলিয়া যেটার ইঙ্গিত [যেমন, সোম (অবেস্তা = হোম) তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিলে কথাটা সহজে ধরিতে পারা যায়। সোম স্বর্গে ও পৃথিবীতে কি ভাবে কেন; সোম = চন্দ্র কি ভাবে কেন; সোম রাজা কেন; সোম সমুদ্র এবং বজ্র কেন; এ সকল তত্ত্বই তলাইয়া বুঝিতে যত্ন করিতে হইবে। আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব

একটা নমুনা।

মহাত্মা বিষ্ণু বেদব্যাসরূপে যুগে যুগে যে প্রকারে বেদ বিভাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা যথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পরন্তু হে ভগবন্ মহা মুনে! কোন্ কোন্ যুগে কে কে বেদব্যাস হন এবং শাখা সকলের কয় প্রকার ভেদ, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! বেদরূপ বৃক্ষের সহস্র প্রকার শাখা-ভেদপ্রযুক্ত সেই সমুদায় শাখার বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে অসমর্থ, অতএব সংক্ষেপে তাহার বিষয় শ্রবণ কর। হে মহামুনে! ব্যাসরূপী বিষ্ণু, প্রতি দ্বাপর যুগেই জগতের মঙ্গলের জন্য এক বেদ বহুভাগে বিভাগ করেন। তিনি মানবগণের বীর্য্য, তেজ ও বলের অল্পতা দেখিয়া সর্ব্বভূতের হিতের জন্য বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন। সেই প্রভূ বিষ্ণু যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করেন, সেই মূর্ত্তির নামই বেদব্যাস। হে মুনে! যে যে মন্বন্তরে যিনি যিনি বেদব্যাস হইয়া যে প্রকারে বেদের শাখাভেদ করেন, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর। এই বৈবস্বত মন্বন্তরে সকল দ্বাপর যুগেই মহর্ষিগণ পুনঃ পুনঃ অর্থাৎ অষ্টাবিংশতিবার বেদ বিভাগ করিয়াছেন। হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ! প্রতি দ্বাপর যুগে বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া যে অষ্টাবিংশতিসংখ্যক বেদব্যাস

এবং যজ্ঞতত্ত্বে সে যত্ন করিব।] করিলেন, সে স্থান যে কতখানি "ভিতরের" কাছাকাছি, তা বিচক্ষণ কোনো ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিতে হইবে কি? পরীক্ষক ও বিচারকের বুদ্ধির যে লঘুতার কথা আগে বলিয়াছিলাম, তার মানে, তর্কশাস্ত্রে গোলযোগের পদার্থ না হইলেও, ব্যবহার-ক্ষেত্রে তা লইয়া যত গোল। পশ্চিম দেশের পণ্ডিতেরা প্রধানতঃ জড়বিজ্ঞানে ও প্রাণিবিজ্ঞানে যে সত্যৈকনিষ্ঠা ও সংস্কার-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই প্রশংসনীয়; এবং সে নিষ্ঠা ও স্বাধীনতার ফলও ফলিয়াছে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে, ইতিহাসের নানা বিভাগে (ধর্ম্মেতিহাস, ভাবেতিহাস ইত্যাদিতে), তাঁরা অনেকে "বৈজ্ঞানিক রীতির" উপাসক বলিয়া যতই বড়াই করুন না কেন, আসলে, নিজেদের বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারের গোলামি খারিজ করিতে না পারিয়া, তাঁরা অনেকস্থলেই, এবং সম্ভবতঃ নিজেদের অজ্ঞাতসারেই, পরচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া সত্য ও ন্যায় অপেক্ষা অনৃত ও অন্যায়ের অপদেবতারই অর্চ্চনা একটু বেশী করিয়া ফেলিয়াছেন। ফলে, তাঁদের অনেকের লেখা অন্য জাতির সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি, তথ্য সংগ্রহের দিক্ দিয়া যতই দামী হউক না কেন, তত্ত্ব হিসাবে "বিজ্ঞান" হয় নাই।

লঘুতা ছাড়া আরো একটা বুদ্ধিসম্পদ্ প্রমাতার থাকা চাই—সেটা হইতেছে জ্ঞানের বা অভিজ্ঞতার উদারতা ও বিশালতা। "ম্যাজিক," "মিস্টিসিজম," টটেসিজম প্রভৃতি কিছুতেই ঠিকমত বুঝিব না, তাদের মর্ম্ম, সার বা তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারিব না, যতক্ষণ না সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (অন্ততঃ পরোক্ষভাবেও) সে সব বিচিত্র ও অসাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতার একটা নিবিড় পরিচয় স্থাপন করিতে পারিতেছি। প্রাচীন

অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পরিচয় বলিতেছি। এই মন্বন্তরের প্রথম দ্বাপরে ভগবান স্বয়ম্ভূ স্বয়ং বেদ বিভাগ করেন। দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রজাপতি মনু বেদব্যাস হন। এই প্রকার তৃতীয় দ্বাপরে উশনা, চতুর্থে বৃহস্পতি, পঞ্চমে সবিতা, ষষ্ঠে মৃত্যু, সপ্তমে ইন্দ্র, অষ্টমে বশিষ্ট, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা, একাদশে ত্রিবৃষা, দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরীক্ষ, চতুর্দ্দশে বপ্রী, পঞ্চদশে এয্যারুণ, ষোড়শে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে কৃতঞ্জয়, অষ্টাদশে ঋণজ্য, ঊনবিংশে ভরদ্বাজ, বিংশে গৌতম, একবিংশে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হর্য্যাত্মা, দ্বাবিংশে রাজশ্রবার কুলজাত বেণ, ত্রয়োবিংশে সোম-শুষ্ণার গোত্রীয় তৃণবিন্দু, চতুর্ব্বিংশে ভার্গবান্বয় ঋক্ষ—যিনি বাল্মীকি বলিয়া অভিহিত হন, পঞ্চবিংশে মৎপিতা শক্তি, ষড়বিংশে আমি, সপ্তবিংশে জাতুকর্ণ, অষ্টাবিংশে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। এই অষ্টাবিংশতি পুরাতন বেদব্যাস। ইঁহারাই প্রত্যেক দ্বাপর যুগের প্রথমে এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। মৎপুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়নাখ্য বেদব্যাস মুনি অতীত হইলে ভবিষ্য

বিদ্যার মূলে সত্যবিজ্ঞান ছিল বা আছে—এই সংস্কার (presumption) লইয়াই পরীক্ষায় নামিতে হইবে। বর্ত্তমানে সচরাচর এর বিপরীত সংস্কার লইয়াই পরীক্ষায় নামা হয়—অর্থাৎ, গোড়াতেই ধরিয়া লওয়া হয় যে, এনিমিজম, টটেমিজম, স্যামানিজম, ম্যাজিক্, সর্সারি, মন্ত্রতন্ত্র, যজ্ঞ, দেবদেবী, লোকোত্তর শক্তি, যোগবিভূতি—এ সবই অসত্যে, অনেক সময় বুজরুকিতে, প্রতিষ্ঠিত। সত্যে প্রতিষ্ঠিত ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া যদি সত্য পাওয়া না যায় (অবশ্য থাকিলেও না পাওয়ার যদি সঙ্গত কারণ না থাকে), তবে বরং, সে সমস্ত মানুষের শৈশবের অমূলক চিন্তা বলিয়া সরাইয়া দেওয়া চলিবে। বর্ত্তমানে ম্যাজিক প্রভৃতি কতকটা সহৃদয়ভাবে বুঝার চেষ্টা চলিতেছে ; কিন্তু সজ্ঞানে, উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে বুঝার চেষ্টা এখনও "শিষ্টসমাজে" তেমন হইতেছে না। ঐতিহ্য বা tradition, এমন কি, আখ্যায়িকা (mythology)ও এখন সত্যমূলক ধরিয়া দোহনের চেষ্টা চলিতেছে। [Thus Dugald Stewart, the philosopher, wrote an essay in which he endeavoured to prove that not only Sanskrit literature, but also the Sanskrit language, was a forgery made by the crafty Brahmanas on the model of Greek after Alexander's conquest. Indeed, this view was elabarately defended by a professor at Dublin as late as the year 1838.—Macdonell's His. S L, p. 2.]

দ্বাপর যুগে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বেদব্যাস হইবেন। * * * * তিনি ঋগ্‌বেদ, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ স্বরূপ ; তিনি ঋক্ যজুঃ ও সামবেদের সার স্বরূপ ; তিনি শরীরিগণের আত্ম স্বরূপ। তিনি একমাত্র বেদস্বরূপ, অথচ শাখাদিভেদে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই বেদকে বহু শাখায় বিভক্ত করেন। তিনিই বেদের শাখারচয়িতা, তিনিই সমস্ত শাখা স্বরূপ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ এবং অনন্ত।"

"পরাশর কহিলেন, ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত ঋক যজুঃ প্রভৃতি ভেদসমন্বিত বেদ লক্ষ শ্লোক পরিমিত। এই বেদ হইতেই সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ প্রদানকারী অগ্নিহোত্র প্রভৃতি দশ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তৎপরে অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপর যুগে সেই চতুষ্পাদ বেদকে, একীভূত দেখিয়া মৎপুত্র ধীমান্ ব্যাসদেব, পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভাগ করেন। এই প্রকার অন্যান্য বেদব্যাসগণ, আমিও পূর্ব্বে বিভাগ করিয়াছিলাম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপেই সমস্ত চতুর্যুগে বেদ সকলের শাখা ভেদ হইয়াছে, তুমি অবগত হও। * * * ব্রহ্মা বেদব্যাসকে আজ্ঞা করিলে তিনি বেদ বিভাগ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ বেদপারগ চারিজন শিষ্য গ্রহণ করিলেন। সেই মহামুনি,—পৈল, বৈশম্পায়ন ও জৈমিনিকে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের শ্রাবক রূপে গ্রহণ করেন। অথর্ব্ব বেদজ্ঞ সুমন্তুও সেই

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ইতিহাসে রহস্যবাদ।

বর্ত্তমানের অনেক অসভ্য জাতি ও অর্দ্ধ সভ্য জাতি এবং অতীতের প্রায় সকল জাতিই তাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে “ম্যাজিকের” বাহুল্যের পরিচয় দিয়াছে (বর্ত্তমান “সুসভ্য” জাতিদের মধ্যে ম্যাজিক একবারে নাই বলিলে সত্যের অযথা সঙ্কোচ করা হইবে)। এখন এই “ম্যাজিক” তত্ত্বটা কি? সঙ্কীর্ণ ও ব্যাপক দুই অর্থেই “ম্যাজিক” কথাটার ব্যবহার আছে। “Black Magic,” “Magic as opposed to Religion”—এ সকল সঙ্কীর্ণ অর্থের উদাহরণ; শতপথ ব্রাহ্মণের “যাতু” বিদ্যাও তাই। আমরা ব্যাপক অর্থে (রহস্য-বিদ্যা ও রহস্যানুষ্ঠান) ব্যবহার করিতেছি। বলা বাহুল্য, সাধারণ নব্য সমালোচকদের বিবেচনায় আমাদের (হিন্দুদের) বৈদিক হোমযজ্ঞ, তান্ত্রিক মন্ত্র যন্ত্র—এ সবই ম্যাজিকের সামিল; তবে অবশ্য, আমরাও অর্দ্ধ সভ্য জাতির সামিল। আমাদের জ্ঞান বিশ্বাসে এই ম্যাজিক তত্ত্ব, ধর্ম্মের রহস্য তত্ত্ব—যে তত্ত্ব “নিহিতং গুহায়াম্”। আমাদের সমগ্র ধর্ম্মসাহিত্য এই রহস্যে ভরপূর; ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, দর্শন, পুরাণ সে রহস্য কতক কতক ভাঙ্গিয়া দেখাইয়াছেন; সবটা ভাঙ্গিয়া দেখাইবার ভার দিয়াছেন—আচার্য্য ও গুরুর উপরে; আর ব্রহ্মচারী, হোতা, অগ্নিহোত্রী প্রভৃতির নিজেদের সাধনার্জ্জিত অভিজ্ঞতার উপরে। পশ্চিম দেশে সভ্যসমাজের স্তরবিশেষে (বিশেষতঃ রোমান্ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানবিশেষে) ম্যাজিক এখনও রহিয়াছে; মধ্যযুগে ম্যাজিক ও রহস্যবাদের জোর বাহাল ছিল; অতীত কালের ত কথাই নাই।

ম্যাজিকের অধিকার।

ধীমান্ বেদব্যাসের শিষ্য হইলেন। অনন্তর তিনি সূতজাতীয় মহাবুদ্ধি মহামুনি রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণ পাঠের শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদ এক প্রকার ছিল। বেদব্যাস ঐ যজুঃপ্রধান বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন” ইত্যাদি। বেদাদি বিদ্যার স্মরণাতীত কাল হইতে অবিচ্ছেদে প্রবাহের কথায় শাস্ত্র গ্রন্থগুলি ভরা। সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি যাঁরা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব লইয়া বিচার করিয়াছেন, তাঁরাও সকলে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এ বিদ্যার “আদি” কেহ স্মরণ করিতে পারেন না, এমন কি, আধ্যাত্মিক

সঙ্কীর্ণ হেতুবাদ।

পশ্চিমের সঙ্কীর্ণ হেতুবাদ (যে হেতুবাদে সেই অগষ্ট কোম্‌ভের ভাবাভিব্যক্তির স্তরবিভাগ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছিল—প্রথমে, মাইথোলজিকাল যুগ, তার পরে থিওলজিকাল, তার পরে মেটাফিজিকাল, তার পরে বৈজ্ঞানিক বা পজিটিভ্। উদাহরণ—ভারতবর্ষে ঋগ্‌বেদাদি সংহিতায় প্রথম যুগ, ব্রাহ্মণ ও কল্পগৃহ্যসূত্রাদি ভাগে দ্বিতীয় যুগ, উপনিষৎ-দর্শন ভাগে তৃতীয় যুগ উদাহৃত হইয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় "কল্‌চার" এই তিনটি অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বা পজেটিভ যুগে উপনীত হইতে পারে নাই বলিলেই হয়; ভারতবর্ষে আয়ুর্বিজ্ঞান জ্যোতিষ ইত্যাদি যা কিছু ফুটিয়াছিল, তাও মোটের উপর "empiric" রহিয়া গিয়া ঠিক "বিজ্ঞান" বলিয়া দাবী করিতে পারে না; বাকসের পাতার রস খাইলে কাশি সারে—এটা "দেখা শুনা" তথ্য বটে; কিন্তু কেবল এই কথাটি বলিলে, কাসি কেন হয়, বাকসের রসে কেন, কেমন করিয়া সারে, তার কোনই হদিশ মিলে না; কারণের কোনই বার্ত্তা দেয় না বলিয়া, এ ধরণের তথ্য empiric) এতদিন সেই সাবেকি ম্যাজিক ও রহস্যবাদের যে বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিতেছিলেন, তাহা এখন আবার কিছুদিন হইতে একটু নূতন করিয়া "ভোল" ফিরাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কারণ সেই সাবেকি হেতুবাদেরই চক্ষে এই নূতন শতাব্দী জ্ঞানাঞ্জনশলাকার প্রয়োগ করিয়া তার দৃষ্টিকে অপেক্ষাকৃত উদার ও নির্ম্মল করিয়া দিয়াছে। ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে হয়ত কালে আগষ্ট কোঁতের সেই ভাবাভিব্যক্তির সরল ঊর্দ্ধ রেখাটি বাঁকিয়া গোল হইয়া বৃত্তে পরিণত হইবে; অর্থাৎ, হালযুগের "পজিঁটিভিজ্‌ম" আর অতীতের তথাকথিত মাইথোলজি ও রহস্যবাদ মিশিয়া যাইবে—শেষোক্ত পদার্থ মানুষের অসাধারণ, কিন্তু নিসংশয়, প্রত্যক্ষানুভূতি বলিয়াই গ্রাহ্য হইবে।

বিভূতিসম্পন্ন পুরুষেরাও এর আদি স্মরণ করিতে পারেন না—এ বিদ্যার সঙ্কোচবিকাশ হইয়াছে, কিন্তু কখনই প্রথম "জন্ম" অথবা শেষ "মরণ" হয় নাই। শ্রুতির "প্রাচীন ভাগে" (ঋ· স·) "revelation"এর নাম গন্ধ নাই—এইরূপ ম্যাক্‌ডোনেল প্রমুখ সাহেবেরা মনে করিয়াছেন—"various individual gods are, it is true, in a general way said to have granted seers the gift of song, but of the later doctrine of revelation the Rigvedic poets know nothing (Sans. Lit., p. 66)। এ কথা যে ঠিক নয়, তা আমরা বেদতত্ত্ব ও প্রমাণতত্ত্বে দেখাইতে চেষ্টা করিব। *argumentum ex silentia* যে আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়, তা ম্যাকডোনেলই কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন।

ম্যাজিক ও রিলিজন।

যেমন বিজ্ঞানের অনেক "অভিজ্ঞতাই" উপযুক্ত পরীক্ষকেরই প্রত্যক্ষযোগ্য, সাধারণের নয় ; তেমনি, ম্যাজিক ও রহস্যবাদেরও অনেক অভিজ্ঞতা, একেবারে নির্জ্জলা দিবা স্বপ্ন না হইয়া, উপযুক্ত পরীক্ষকের প্রত্যক্ষযোগ্য হইলে হইতে পারে। পশ্চিম দেশেই আজকাল অনেকে এ সম্ভাবনা মানিতে স্বুরু করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ্যে সেই সংকীর্ণতা ও অন্ধতাই "র‍্যাসনালিজম্" ও "কল্‌চারের" নামে কাটিতেছে। যাঁরা সচরাচর ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদির সাহায্যে সভ্যতার ইতিবৃত্ত লেখেন, তাঁরাও অনেকে এখনো এই ভূয়া rationalism এর মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই এখনো তাঁদের লেখায় "ম্যাজিক" "রিলিজন" প্রভৃতির অপূর্ব্ব তুলনা মূলক লক্ষণ পাইতেছি। "Some anthropologists separate magic from religion, and define the former as a process whereby the service of the god is enforced, and the latter as a process to secure by appeal and obedience the goodwill and favour of the god. Another theory is that magic was a means of leaguing oneself with the evil powers as opposed to the religious adoration of, and ceremonial connection with, the good powers. Among the most primitive peoples it is recognized that there is a right and a wrong way of obtaining supernatural aid. Individuals, like Faust, might form a compact with the devil and obtain favours denied to pious folk, who, however, secured full reward for their piety in the after life"—Donald Mackenzie, Palaeolithic Magic and Religion. বলা বাহুল্য, ম্যাজিক, উইচ্‌ক্রাফ্‌ট, সর্‌সারি ইত্যাদি আকারে যে পদার্থের সঙ্গে ইউরোপের মধ্যযুগ পরিচিত ছিল,

---

কিন্তু সে যাই হউক, সামান্যতঃ বিদ্যার প্রজাপতিমূলত্ব বা অনাদিত্ব যে আমাদের প্রাচীনশাস্ত্র সম্মত. সে পক্ষে সন্দেহ করা চলে না। উপনিষৎগুলিত' (যথা মুণ্ডক) যত্রতত্র বিদ্যার পারম্পর্য্য দেখাইতে যাইয়া ব্রহ্মা বা প্রজাপতি হইতেই স্বুরু করিয়াছেন। এ কথা বলাও যা, আর বেদকে "শ্রুতি" বা "শব্দ" (revelation) বলাও তাই। ব্রহ্মা বা প্রজাপতি নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ রহিয়াছে ("যস্য বাচকঃ প্রণবঃ")—এমন এক সত্তা। সে সত্তা নিত্য। আমরা সান্ত জীব, কোনো উপায়ে যদি সেই মহাসত্তার সঙ্গে নিজেদের "সংযোগ" স্থাপন করিতে পারি, তবেই সে বিদ্যা আমাদের যোগত্যানুসারে আমাদের ভিতরে আসিল।

সঙ্কীর্ণ হেতুবাদ।

পশ্চিমের সঙ্কীর্ণ হেতুবাদ (যে হেতুবাদে সেই অগষ্ট কোম্‌ভের ভাবাভিব্যক্তির স্তরবিভাগ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছিল—প্রথমে, মাইথোলজিকাল যুগ, তার পরে থিওলজিকাল, তার পরে মেটাফিজিকাল. তার পরে বৈজ্ঞানিক বা পজিটিভ্। উদাহরণ—ভারতবর্ষে ঋগ্‌বেদাদি সংহিতায় প্রথম যুগ, ব্রাহ্মণ ও কল্পগৃহ্যসূত্রাদি ভাগে দ্বিতীয় যুগ, উপনিষৎ-দর্শন ভাগে তৃতীয় যুগ উদাহৃত হইয়াছিল , কিন্তু ভারতীয় "কল্‌চার" এই তিনটি অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বা পজেটিভ যুগে উপনীত হইতে পারে নাই বলিলেই হয় ; ভারতবর্ষে আয়ুর্বিজ্ঞান জ্যোতিষ ইত্যাদি যা কিছু ফুটিয়াছিল, তাও মোটের উপর "empiric" রহিয়া গিয়া ঠিক "বিজ্ঞান" বলিয়া দাবী করিতে পারে না ; বাকসের পাতার রস খাইলে কাশি সারে—এটা "দেখা শুনা" তথ্য বটে ; কিন্তু কেবল এই কথাটি বলিলে, কাসি কেন হয়, বাকসের রসে কেন, কেমন করিয়া সারে, তার কোনই হদিশ মিলে না ; কারণের কোনই বার্ত্তা দেয় না বলিয়া, এ ধরণের তথ্য empiric) এতদিন সেই সাবেকি ম্যাজিক ও রহস্যবাদের যে বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিতেছিলেন, তাহা এখন আবার কিছুদিন হইতে একটু নূতন করিয়া "ভোল" ফিরাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; কারণ সেই সাবেকি হেতুবাদেরই চক্ষে এই নূতন শতাব্দী জ্ঞানাঞ্জনশলাকার প্রয়োগ করিয়া তার দৃষ্টিকে অপেক্ষাকৃত উদার ও নির্ম্মল করিয়া দিয়াছে। ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে হয়ত কালে আগষ্ট কোঁতের সেই ভাবাভিব্যক্তির সরল ঊর্দ্ধ রেখাটি বাঁকিয়া গোল হইয়া বৃত্তে পরিণত হইবে ; অর্থাৎ, হালযুগের "পজিটিভিজ্‌ম" আর অতীতের তথাকথিত মাইথোলজি ও রহস্যবাদ মিশিয়া যাইবে —শেষোক্ত পদার্থ মানুষের অসাধারণ, কিন্তু নিসংশয়, প্রত্যক্ষানুভূতি বলিয়াই গ্রাহ্য হইবে।

বিভূতিসম্পন্ন পুরুষেরাও এর আদি স্মরণ করিতে পারেন না—এ বিদ্যার সঙ্কোচবিকাশ হইয়াছে, কিন্তু কখনই প্রথম "জন্ম" অথবা শেষ "মরণ" হয় নাই। শ্রুতির "প্রাচীন ভাগে" (ঋ· স·) "revelation"এর নাম গন্ধ নাই—এইরূপ ম্যাক্‌ডোনেল প্রমুখ সাহেবেরা মনে করিয়াছেন—"various individual gods are, it is true, in a general way said to have granted seers the gift of song, but of the later doctrine of revelation the Rigvedic poets know nothing (Sans. Lit., p. 66)। এ কথা যে ঠিক নয়, তা আমরা বেদতত্ত্ব ও প্রমাণতত্ত্বে দেখাইতে চেষ্টা করিব। *argumentum ex silentia* যে আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়, তা ম্যাকডোনেলই কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন।

ম্যাজিক ও রিলিজন।

যেমন বিজ্ঞানের অনেক "অভিজ্ঞতাই" উপযুক্ত পরীক্ষকেরই প্রত্যক্ষযোগ্য, সাধারণের নয়; তেমনি, ম্যাজিক ও রহস্যবাদেরও অনেক অভিজ্ঞতা, একেবারে নির্জ্জলা দিবা স্বপ্ন না হইয়া, উপযুক্ত পরীক্ষকের প্রত্যক্ষযোগ্য হইলে হইতে পারে। পশ্চিম দেশেই আজকাল অনেকে এ সম্ভাবনা মানিতে সুরু করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ্যে সেই সংকীর্ণতা ও অন্ধতাই "র‍্যাসনালিজম্" ও "কল্‌চারের" নামে কাটিতেছে। যাঁরা সচরাচর ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদির সাহায্যে সভ্যতার ইতিবৃত্ত লেখেন, তাঁরাও অনেকে এখনো এই ভূয়া rationalism এর মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই এখনো তাঁদের লেখায় "ম্যাজিক" "রিলিজন" প্রভৃতির অপূর্ব্ব তুলনা মূলক লক্ষণ পাইতেছি। "Some anthropologists separate magic from religion, and define the former as a process whereby the service of the god is enforced, and the latter as a process to secure by appeal and obedience the goodwill and favour of the god. Another theory is that magic was a means of leaguing oneself with the evil powers as opposed to the religious adoration of, and ceremonial connection with, the good powers. Among the most primitive peoples it is recognized that there is a right and a wrong way of obtaining supernatural aid. Individuals, like Faust, might form a compact with the devil and obtain favours denied to pious folk, who, however, secured full reward for their piety in the after life"—Donald Mackenzie, Palaeolithic Magic and Religion. বলা বাহুল্য, ম্যাজিক, উইচ্‌ক্রাফ্‌ট, সবসারি ইত্যাদি আকারে যে পদার্থের সঙ্গে ইউরোপের মধ্যযুগ পরিচিত ছিল,

---

কিন্তু সে যাই হউক, সামান্যতঃ বিদ্যার প্রজাপতিমূলত্ব বা অনাদিত্ব যে আমাদের প্রাচীনশাস্ত্র সম্মত, সে পক্ষে সন্দেহ করা চলে না। উপনিষৎগুলিতে (যথা মুণ্ডক) যত্রতত্র বিদ্যার পারম্পর্য্য দেখাইতে যাইয়া ব্রহ্মা বা প্রজাপতি হইতেই সুরু করিয়াছেন। এ কথা বলাও যা, আর বেদকে "শ্রুতি" বা "শব্দ" (revelation) বলাও তাই। ব্রহ্মা বা প্রজাপতি নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ রহিয়াছে ("যস্য বাচকঃ প্রণবঃ")—এমন এক সত্তা। সে সত্তা নিত্য। আমরা সান্ত জীব, কোনো উপায়ে যদি সেই মহাসত্তার সঙ্গে নিজেদের "সংযোগ" স্থাপন করিতে পারি, তবেই সে বিদ্যা আমাদের যোগত্যানুসারে আমাদের ভিতরে আসিল।

তারই ধারণার উপর ম্যাজিকের উক্ত লক্ষণ খাড়া করা হইয়াছে। অন্য অনেক দেশেও মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতিতে ম্যাজিকের ঐ প্রকার প্রয়োগ হইয়াছিল, এবং হয়ত, বর্ত্তমানেও কিছু কিছু হইতেছে। কিন্তু অপপ্রয়োগ বা অপব্যবহার দেখিয়াই কোনো জিনিষের ধারণা করিতে যাওয়া অন্যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে, ম্যাজিকের সঙ্গে দানবীয় ও পৈশাচিক শক্তিসমূহেরই (Evil Powers) একটা কায়েমি বন্দোবস্ত থাকিবে, ম্যাজিকের অনুশীলককে গেটের ফাউষ্টের মতন একজন পিশাচসিদ্ধ পুরুষ হইতে হইবে, এমন কোনো "বেদ-বিধি" নাই।

ম্যাজিকের তত্ত্ব।

ম্যাজিকের যা তত্ত্ব তা এই :–এই বিশ্ব শক্তিবিগ্রহ (dynamic) ; সে শক্তি যে জড়শক্তিই এমন নহে ; জড়শক্তি বিশ্বশক্তিরই অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ও স্থূল অভিব্যক্তি ; প্রাণশক্তি, চিৎশক্তি তার উত্তরোত্তর অধিক ব্যাপক ও সূক্ষ্ম ও মৌলিক (fundamental) বিকাশ ; এই বিবিধ শক্তি পরস্পরের সঙ্গে বিজড়িত ও সম্বদ্ধ ; শক্তিভাণ্ডারের হ্রাস বৃদ্ধি (আয়ব্যয়) যদি একান্তই তুল্য মনে করিতে হয় (Conservation of Energy), তবে শক্তির এই বিবিধ অভিব্যক্তি সাকল্যে ধরিয়াই সেটা হইতে পারে ভাবিতে হইবে ; এই বিরাট্ শক্তিবিগ্রহের এক একটা কেন্দ্র এক একটা বস্তু-ব্যক্তি (individual thing ; একটা কেন্দ্রের সঙ্গে সমগ্র শক্তিকূটের, স্থতরাং অপর সকল কেন্দ্রেরই, নিয়ত ও নিবিড় ভাবে আদান-প্রদান (action-reaction) চলিতেছে ; কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধারায় এই আদান প্রদান চলিতেছে—সেইগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম ; প্রাকৃতিক নিয়মের কতকগুলি আমরা কিছু কিছু জানি, এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, তাদের প্রয়োগ করিয়া থাকি ; অধিকাংশই, বিশেষতঃ উচ্চস্তরের এবং সূক্ষ্ম ভূমির যে গুলি, সে গুলি নিয়ত কার্য্যকরী হইলেও, আমরা তাদের সঙ্গে

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজাপতির সঙ্গে সম্পর্ক না হইয়া, গুরুপরম্পরার ভিতর দিয়াও সম্পর্ক ঘটিতে পারে। সেই "পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ" হইতে আমাদের গুরু পর্য্যন্ত একটা "chain of vital and psycho-dynmic connections" রহিয়াছে—যেটাকে শাস্ত্রে অনাদি-বিদ্যাসম্প্রদায় বলিয়াছেন। বাক্ ও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার যে নির্ম্মল ও সত্যপ্রবাহ—সেইটাই বেদে "সরস্বতী" ("সৃ" ধাতু লক্ষ্য করিবার মত)। এ প্রবাহ কতকটা ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের ভিতর দিয়া হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু বিশেষভাবে, যোগজজ্ঞানের ভিতর দিয়াই। যোগতত্ত্ব অবশ্যই "অবৈদিক" ও "অর্ব্বাচীন" নয়। বাহ্য অগ্নিতে আহুতি ছিল ; সঙ্গে সঙ্গে প্রাণাদি আধ্যাত্মিক অগ্নিতেও যে আহুতি ছিল, সে কথা আমরা একাধিকবার

যেন অপরিচিতের মতনই ব্যবহার করি ; অথচ, সেই সকল উচ্চস্তরের নিয়ম গুলি জানিলে, এবং সাধনা দ্বারা তাদের স্বপ্রয়োজনে (পুরুষার্থ সাধনে) ব্যবহার করিতে পারিলে, আমরা সেই বিশ্বশক্তির বিপুল ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, সর্ব্ববিধ সিদ্ধি ও বিভূতি, এবং অভীপ্সিত হইলে, পরা নির্বৃতি, করায়ত্ত করিতে পারিতাম।

শক্তি-সাধনা।

সুতরাং এই শক্তি-সাধনা পিশাচ-সাধনা হইতে হইবে, এমন কোনো কথাই নাই ; ইহা বিশ্বাত্মিকা, বিশ্বাশ্রয়া মহাশক্তির সাধন ; তার সঙ্গে নিজের কেন্দ্রের এরূপ যোগ-স্থাপন, যাতে সে মহাশক্তি নিজের ভিতর প্রবাহিত হইয়া আসিয়া নিজের ক্ষুদ্রতা, দীনতা ও কার্পণ্য দূর করিয়া দিতে পারে ; ইহা যেন ক্ষুদ্র কূপকে সাগরের বেলার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া বড় করিয়া তোলা। ডোনাল্ড ম্যাকেঞ্জি সাহেব ম্যাজিককে "tapping of a Universal Power" বলিয়া যে বর্ণনা দিয়াছেন, তা ঠিক ; তবে, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, অষ্ট্রেলিয়ায়—বর্ব্বরেরা যতই না রহস্য ভুলিয়া এবং বিকৃত করিয়া ম্যাজিকের প্রয়োগ তাদের দৈনন্দিন জীবনে করিতে থাকুক, সকল সভ্যদেশেরই ম্যাজিক-অনুষ্ঠাতারা কিছু না কিছু রহস্যবিৎ ছিলেন ; অর্থাৎ, ম্যাজিকের যে "তত্ত্ব" আমরা খোলসা করিয়া বলিলাম, সে তত্ত্ব তাঁদের জ্ঞানে ও সাধনার কতকটা স্পষ্ট চেহারা লইয়াই হাজির ছিল। "A vague conception of a Universal Power"—ম্যাকাঞ্জি সাহেবের এ উক্তি ওয়ারামুঙ্গাদের সম্বন্ধে

বলিয়াছি। আধ্যাত্মিক অগ্নি কখনও প্রাণ, কখনও বা আত্মার (চৈতন্যের) মূর্ত্তি। কিন্তু অগ্নিসম্পর্কীয় বহু মন্ত্র লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, নিত্য, অক্ষয় বেদ (বা Eternal Wisdom) অগ্নির দ্বারা লক্ষিত হইত। ঋ· স· অগ্নিকে পুনঃ পুনঃ "অমর" ("বিশ্বায়ু", ১।১২৮।৮ ইত্যাদি অগণিত স্থলে) বলিয়াছেন। এখন, অগ্নির ঋগবেদপ্রথিত বিশেষণ হইতেছে "জাতবেদাঃ (১।১২৭ ১) বিশ্ববেদাঃ" (১।১২৮।৮), "বিদ্বান্" (১।১৮৯।১) ; এ বিশেষণ গুলিও অগণিত স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। ৮।৪৩।১৯—"অগ্নিং ধীভির্ম্মনীষিণো মেধিরাসো বিপশ্চিতঃ ;" ৮।৪৮।৬—"অগ্নিং ন মা মথিতং সং দিদীপঃ প্রচক্ষয় কৃণুহি বস্যসো নঃ ; ৮।৬০।১২—"অগ্নিং ধীষু প্রথমং" ইত্যাদি ; ৮।৪৪।১২—"অগ্নিঃ প্রত্নেন মন্মনা ... কবিঃ ... " ; ৮।৪৪।২১ —"অগ্নিঃ শুচিব্রততমঃ শুচির্ব্বিপ্রঃ শুচিঃ কবিঃ ;" ৮।৯১।২২—"অগ্নিমিন্ধানো মনসা ধিয়ং সচেত মর্ত্ত্যঃ ; ৮।৪৯।৩—"অগ্নে কবির্ব্বেধা অসি হোতা ... " ; ইত্যাদি ইত্যাদি অগণিত মন্ত্রে অগ্নির যে সমস্ত বিশেষণ রহিয়াছে, সে সমস্ত বিশেষণ ভৌতিক অগ্নির পক্ষে সঙ্গত করিতে যাইয়া "কবিত্বের অতিশয়োক্তি" প্রভৃতি বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে কি ? পুনঃ পুনঃ দৃঢ়ভাবে ঋষিরা অগ্নিকে বিশ্বায়ুঃ, অজর, জাতবেদাঃ কবি, মেধাবী ইত্যাদি বলিতেছেন ; একটা "inner Spiritual Light বা Fire" যে লক্ষিত, সে পক্ষে সন্দেহ করিলে,

যথার্থ হয় হউক; কিন্তু প্রাচীন ও বর্ত্তমান যুগে যে সকল রহস্যবিৎ মন্ত্র-যন্ত্র, যজ্ঞ-হোম, যোগতপঃ ইত্যাদি "ম্যাজিক" লইয়া ঘাঁটিয়াছেন, তাঁদের অনেকেরই সম্বন্ধে এই উক্তি সর্ব্বথা যথার্থ নহে।

প্রকৃত রহস্য বিদ্যা।

ভারতবর্ষে ঐ সব ম্যাজিকের ব্যাখ্যাকল্পে যে সকল ব্রাহ্মণ উপনিষৎ তন্ত্র পুরাণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, শুধু যে সকলের পল্লবগ্রাহী না হইয়া যাঁরা তাদের সারের খবরদার এবং রসের রসিক হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, ম্যাজিকের পিছনে একটা বিশাল এবং পরিণতাঙ্গ রহস্য-বিদ্যা (Mysticism) ছিল, এবং ম্যাজিকের অনুষ্ঠাতারা যে সকলে সব সময়ে সে বিদ্যার "শাঁসজল" ত্যাগ করিয়া আচার অনুষ্ঠানের ছোবড়া চিবাইয়াই মরিতেন, এমন নয়। ধর্ম্ম সাহিত্য একটু অনুরাগী হইয়া পড়িলেই এটা বুঝিতে পারা যায়; উপযুক্ত আচার্য্য বা গুরুর অন্তেবাসী হইয়া, যে তত্ত্ব হয়ত গ্রন্থাদিতেও "গুহানিহিত" হইয়া রহিয়াছে, তাদের সন্ধান ও আস্বাদ লইতে পারিলে ত কথাই নাই।

রিলিজন ও ধর্ম্ম।

রিলিজন বলিতে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ যা বুঝিয়া থাকেন, তার সঙ্গে ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের "ধর্ম্ম" কথাটার ব্যাপ্তি ঠিক হুবহু মিলিয়া যাইবে না। ধর্ম্মের ব্যাপ্তি এত বড় যে, জীবনের কোনো দিক্‌টাই, কোনো কাজই তার বাহিরে পড়িতে পারে না। সারা জীবনটাই কল্যাণ বা শ্রেয়ের পথে (যেটাকে প্রাচীনেরা অপূর্ব্ব ভাষায় কখনও "ঋতং" কখনও "সত্যং" বলিতেন) যাহা দ্বারা বিধৃত হয়, সেই ঋত বা সত্যই হইতেছে ধর্ম্ম। পশ্চিম দেশের ধর্ম্মের ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত ছোট—এমন কি, সদাচার, সন্নীতি (moral life-

---

জুলুম হয় না কি? যজ্ঞবেদিতে যে অগ্নিকে ঐ সমস্ত মন্ত্রে স্তুতি করা হইত বা হয়, অরণ্যে বা রহসি সেই অগ্নিকেই "স্ব-শরীরে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপং সর্ব্বসাক্ষিণম্" (অন্নপূর্ণোপনিষৎ, ৪অ।৩৬) রূপে উপদেশ করা হইত না কি? এই অগ্নিরই অপর এক রূপ সূর্য্য। অথর্ব্ববেদীয় সূর্য্যোপনিষদে এই সূর্য্যের বা আদিত্যের ব্রহ্মত্ব কথিত হইয়াছে। "আদিত্যাদ্বেদা জায়ন্তে। ... অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম। আদিত্যোঽন্তঃকরণমনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারাঃ। আনন্দময়ো জ্ঞানময়ো বিজ্ঞানময়ঃ।" এখানে আর প্রমাণ প্রয়োগ অনাবশ্যক। এটা নিশ্চিত যে, অগ্নির আধ্যাত্মিক রূপটি (আত্মা এবং নিত্য সত্যবেদ) বরাবরই ঋষিদের দৃষ্টিতে উন্মেষিত ছিল। বিদ্যার প্রাচীনতা সূচক (প্রত্ন, পুরাণ) বিশেষণগুলারও অভাব বেদাদিতে নাই। পূর্ব্বতনেরা বিদ্যার যে পথ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, আমরা আবার সেই পথ অনুসরণ করিতেছি—যিনি

and conduct) থেকেও ধর্ম্মকে সময় সময় আলাদা করিয়া দেখা হইয়াছে সে দেশে। পরমকল্যাণময় ভগবানে বিশ্বাস, এবং প্রার্থনা উপাসনাদি উপায়ে ভগবানে আত্মনিবেদন এইটাই হইল সে দেশে প্রচলিত রিলিজনের মূর্ত্তি; অবশ্য Religion of Nature (প্রকৃতি পূজা), Religion of Humanity (অতিমানবের পূজা), এ সব কথাও মাঝে মাঝে একটু আধটু ওদেশে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। এখন, এই রিলিজনের সঙ্গে প্রাচীন ধর্ম্মের এবং ম্যাজিকের একার্থতা নাই। যিনি হয়ত ঠিক ভগবানে বিশ্বাস লইতে পারেন নাই, অথচ ঋত ও সত্য অঙ্গীকার করেন, এবং তাহার অনুবর্ত্তন করেন (যেমন, কর্ম্মপ্রাধান্যবাদী মীমাংসক, অথবা প্রকৃতি-পুরুষ-বাদী নিরীশ্বর সাংখ্য অথবা প্রতীত্যসমুৎপাদবাদী বৌদ্ধ), তিনি ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে যান না। অবশ্য, সাধারণতঃ ভগবানে বিশ্বাস ও ভগবৎ-পূজাকেই ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থলেই বসান হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া 'কেন্দ্র" ছাড়া আর কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না, এমন মনে করা হয় নাই।

ম্যাজিক ও ধর্ম্ম।

আমরা পূর্ব্বে ম্যাজিকের যে "তত্ত্ব"কথা বলিয়াছি, সে তত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্বই; সেই বিশ্ববীজ শক্তিকে জগৎপিতা বা জগজ্জননী বলিয়া চিনিয়া তাঁর পূজা উপাসনা করিলে ত ভালই; কিন্তু সেরূপ চেনা না ঘটিলেও, এবং পূজা ও উপাসনা ছাড়া অন্য উপায়ে, অন্য প্রণালীতে সেই মহাশক্তি নিজের "কেন্দ্রে" আকর্ষণ, উদ্বোধন করিয়া লইতে পারিলেও, কাজ অতন্তঃ খানিকদূর পর্য্যন্ত আট্‌কাইবে না। কূপ সাগরের সাক্ষাৎ পাইলে এবং সাগরের সঙ্গে তাদাত্ম্য স্থাপন করিতে পারিলে, সাগরের সত্য পরিচয় (তিনি যে সত্য শিব সুন্দর ভগবান্) হইতে বঞ্চিত রহিবে

পরিচালনা করেন, তাঁকে ঋগ্‌বেদ বহুস্থলেই "সাবিত্রী" বলিয়াছেন (প্রসিদ্ধ গায়ত্রীর মন্ত্রে ইতি "সবিতা")—সেই দেবতাই বিপশ্চিৎদের অনুষ্ঠান বুঝেন এবং তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিয়া থাকেন (ঋ· স· ৫ম।৮১সূ।১,২ ঋক্ দ্রষ্টব্য)। ৫।৭৫।সূ প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—"মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্" ("masters of mystic lore, hear my invocation"—Wilson)। ২।৩৯.৪ মন্ত্রে "পূর্ব্বীভিঃ" এই পদের দ্বারা পূর্ব্বেকার ঋক্ প্রভৃতি লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া সায়ণাচার্য্যের অনুমান। তাহা হইলে, এই বিদ্যা (এবং তার "মন্ত্র") পরম্পরাগত। ঐ ঋকে ইন্দ্রকে "রাজানং চর্ষণীনাং" মনুষ্যদের রাজা বলা হইয়াছে। ৬।৪৩৩—"মহিরস্য প্রণীতয়ঃ পূর্ব্বীরুতঃ প্রশস্তয়ঃ। নাস্য ক্ষীয়ন্ত উতয়ঃ॥" এখানেও "পূর্ব্বী" বিশেষণ। ফল কথা, ঋগ্‌বেদ সংহিতাতেই অনেক মন্ত্র আছে, সেগুলি

না। আসল কথা, ঋত (কিনা সত্য) প্রণালীতে সেই সাগরের সাথে নিজের সত্যকার, সজীব সংযোগ করিয়া নেওয়া। রসস্বরূপ ভূমার ক্রোড়ে "অল্প" নিজের অল্পত্ব হারাইয়া মিশিয়া যাইলে, সে আর রসের রসিক হইতে বাকি থাকিবে না। ভগবানে বিশ্বাস লইয়া তাঁর পূজা (religion of prayer and worship) অবশ্যই এই প্রকার চরিতার্থতা লাভের সরল ও সুন্দর রাস্তা সন্দেহ নাই; ইহাকে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা "ভক্তিযোগ" বলিতেন, এবং ইহার খুবই সমাদর করিয়া গিয়াছেন।

নানা মার্গ।

কিন্তু রাস্তা ঐ একটাই নয়। ঋতের বর্ত্ম একটাই এবং একঘেয়ে হয় নাই; বিশ্বের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সে বর্ত্মও বিবিধ, বিচিত্র হইয়াছে। শেষ কালটায় হয়ত সকলেরই "এক গতি," কিন্তু সুরুতে এবং মাঝখানে, তারা যেন শতমুখী জাহ্নবীর মতই সাগরের পানে অভিসার করিয়াছে। শক্তি-পুঞ্জের সঙ্গে নিজের শক্তি-কেন্দ্রকে সম্মিলিত করা (বিজ্ঞানের ভাষায় to close the circuit with the Infinite Power or Dynamism)র পারিভাষিক নাম—যোগ বা সমাধি। পাতঞ্জল দর্শন প্রভৃতিতে যোগের নানা "অঙ্গ" এবং সমাধির নানা প্রকার ভেদের কথা আলোচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে ঘেরণ্ড সংহিতা যে ছয় প্রকার সমাধির কথা বলিয়াছেন, তাদের দিকে চাহিলেই বুঝা যাইবে যে, ভক্তির পথ তাদের মধ্যে অন্যতম; কিন্তু পথ অপরও ছিল। "শাম্ভব্যা চৈব যে চর্য্যা ভ্রামর্য্যা যোনিমুদ্রয়া। ধ্যানং নাদং রসানন্দং লয়সিদ্ধিশ্চতুর্ব্বিধা। পঞ্চধা ভক্তিযোগেন মনোমূর্চ্ছা চ ষড়্‌বিধা। ষড়্‌বিধোঽয়ং রাজযোগঃ প্রত্যেকমবধারয়েৎ।" শাম্ভবী মুদ্রা দ্বারা ধ্যানযোগ সমাধি,

---

একটা ancient tradition of mystic lore আমাদিগকে স্পষ্টই দেখাইয়া দিতেছে। ৬।৩৪।১—বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।—সেখানেও "পূর্ব্বাঃ" ও "পূরা"। অপরাপর বেদসংহিতায়, ব্রাহ্মণ, অরণ্যক, উপনিষদাদিতে সে ভাবের কথা ত' আছেই। বিলাতী পণ্ডিতেরা ঋগ্‌বেদে "revelation" এর নাম গন্ধ স্বীকার করিবেন না, কিন্তু অন্যভঙ্গীতে (অগ্নি, সাবিত্রী, সরস্বতী, ইন্দ্র, অশ্বিনৌ—এঁদেব বিশেষণগুলির ভিতর দিয়া) বেদ যে নিজেই তাঁর "শ্রুতিত্ব" (প্রজ্ঞানভ্যত্ব) কীর্ত্তন করিয়াছেন, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। ৬।৪৭।১৮—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ॥"—নিখিল রূপের ভিতরে বহুরূপী ইন্দ্রকে যে বেদমন্ত্র চিনিয়াছেন, তিনি যে অন্তর্য্যামীরূপে ঋষিদের ধীবৃত্তিসমূহের প্রেরয়িতা এবং লৌকিক অলৌকিক সর্ব্ববিধ জ্ঞানের প্রসবিতা—এ তত্ত্ব কি সে মন্ত্র দেখিতে পান নাই? ৬।৮।২ বলিতেছেন—"স জায়মানঃ পরমেব্যোমনি ব্রতান্যগ্নির্ব্রতপা অরক্ষত। ব্যন্তরিক্ষমমিমীত সুক্রতুর্ব্বৈশ্বানরো

চেখরী মুদ্রাদ্বারা নাদযোগ সমাধি, ভ্রামরী মুদ্রা কুম্ভক অবলম্বনে রসানন্দ যোগসমাধি এবং যোনিমুদ্রা (ভূতশুদ্ধি ও ষট্‌চক্রভেদ)র সহায়তায় লয়-যোগ সমাধি হইতে পারে ; ভক্তি বা প্রেমের আবেগে ভক্তিযোগ সমাধি, এবং মনোমূর্চ্ছা নামক কুম্ভকের অনুষ্ঠান দ্বারা রাজযোগ সমাধি সাধন করিতে হয়। এই ছয় প্রকারের মধ্যে যে কোন প্রকার উপায়েই পরমাত্মার উপলব্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তির উদ্‌বোধন (তন্ত্রের পারিভাষিক কথায়, “কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ”) হইবে। বৈজ্ঞানিক, আস্তিকই হউন আর নাস্তিকই হউন, প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিলেই (অর্থাৎ “ঋত” অনুসরণ করিলেই) তাড়িত প্রভৃতি শক্তি উৎপাদন করিতে পারিবেন, এবং তার সাহায্যে ওয়্যারলেস পাঠাইতে পারিবেন। তাঁর সাফল্যের মূল রহিয়াছে ঋতানুবর্ত্তিতায়—যা হইতে যা হয়, তা জানা, এবং জানিয়া ঠিকমত সেই বিদ্যার ব্যবহার করা। ব্যবহার “সু” হইতে পারে, “কু” হইতেও পারে ; বর্ত্তমানে বিজ্ঞানবিদ্যার অনেক ক্ষেত্রে হয়ত অপব্যবহারই হইতেছে ; কিন্তু ফলে তাহা হেয় হউক, অথবা উপাদেয় হউক, বিজ্ঞান ঋত, কি না, নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক ধারা বা নিয়মের, অনুবর্ত্তন করিলে “ফল” দিবেই। কোনো ফলের প্রসাদে হয়ত পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটের মতন জনসঙ্ঘের কল্যাণপ্রসূ একটা কিছু গড়িয়া উঠিবে ; অপর কোনো ফলের প্রসাদাৎ হয়ত পইজন্ গ্যাসের সৃষ্টি হইয়া মহামারী রাক্ষসী-লীলা বিস্তার করিবে।

ঋতানুবর্ত্তিতার ফল আমোঘ ।

দুই দফা ফলই কিন্তু ঋতানুবর্ত্তিতার আমোঘ শক্তিতে ফলিয়াছে। হালের বৈজ্ঞানিকও আজকাল যে স্তরে উঠিয়া ঋতের অর্চ্চনা করেন (এই ঋতই বেদের বলিবার ভঙ্গীতে “যজ্ঞ” ; “ঋত” মানে “যজ্ঞ”), সে স্তরকে ঠিক অতীন্দ্রিয় বলা না চলিলেও, তাহা আমাদের সাধারণ পরিচয়ের উপরে ; কাজেই, তাঁর এই তাড়িতশক্তি লইয়া “ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রের” খেলা, আমাদের চোখে, অনেকটা ম্যাজিকেরই সামিল বলিয়া মনে হয়। এখন, এই বৈজ্ঞানিক ম্যাজিসিয়ানের ঋত সাধনার ফলে সভ্যতার একটা

মহিনা নাকমস্পৃশৎ ॥”—এই যে পরম ব্যোম, জায়মান ব্রতপা সুক্রতুঃ অগ্নি বৈশ্বানর, যিনি অন্তরিক্ষ পরিমাপ করিয়াছেন, দ্যুলোক স্পর্শ করিয়াছেন—তিনি শুধুই “কবিত্বের” অগ্নি? ৬।১৩।৩ ঋকে যে অগ্নি “ঋতজাত”’ “প্রচেত”, সে অগ্নি কি জড়তত্ত্ব—প্রজ্ঞানের প্রচেতয়িতা নহেন? ৫।২৫।২—“স হি সত্যো যং পূর্ব্বে চিদ্দেবাসঃ” ইত্যাদি দেবতার আগ্নে

বিকট রাক্ষসী চেহারাও ফুটিয়েছে দেখিয়া, আমরা কি মনে করিব, তিনিও ফাউষ্টের মতন পিশাচসিদ্ধি করিতে বসিয়া গিয়াছেন? তিনি যেটার সাধন করিতেছেন, সেটা হইতেছে ঋত—বেদ যেটাকে যজ্ঞ বলিতেন; ঋতের সাধন সত্য হইলে তার সিদ্ধি অঘোঘ, অব্যর্থ (যেমন ধারা আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে); সেই সিদ্ধিকে শিব ও সুন্দর করিতে হইলে, তাকে মানবীয়, অথবা বিশ্বজনীন, শ্রেয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিতে হয় (যেমন, পাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউট্‌গুলিতে কোনো কোনো বিজ্ঞানবিদ্যা নিযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের প্রমাদে অথবা পাপে যদি বিদ্যা পিশাচের, দানবের কিঙ্করী বনিয়া যায়, তবে সে দোষ বিদ্যার ঘাড়ে কেহ চাপাইবেন কি?

মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি প্রাচীন বা মধ্য যুগের (এবং বর্ত্তমান যুগেরও) রহস্য বিদ্যার, অথবা ম্যাজিকের, একমাত্র মুখ্য, অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নহে।

বিষ ও অমৃত।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান বিদ্যার যেমন শোচনীয় বিকৃতি ও অপভ্রংশ ঘটিয়াছে, প্রাচীন রহস্যবিদ্যারও তেমনি ঘটিয়াছিল। কিন্তু সে বিকৃতি দেখিয়া রহস্যবিৎকে ফাউষ্টের ভূমিকা দিয়া আসরে নামাইয়া দেওয়া সব সময়ে ঠিক হইবে না। মোটের উপর, বিকৃতি যতখানি হইয়াছে, "প্রকৃতি" তার চাইতে বেশী বজায় রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু সমাজব্যবস্থায় আঘাত করে বলিয়া, এবং সে ব্যবস্থা বিশীর্ণ করিয়া দিতে চায় বলিয়া, বিদ্যা ক্ষীরোদধি-মথিত "বিষ"কে আমরা যতটা চিনি, এবং যতটা ভয় করি, সমাজ শরীরের অজ্ঞাতসারে প্রাণসঞ্চারী অমৃতকে তেমনটা চিনি না, এবং তার তেমন সমাদরও করি না। কে কোথায় গিরিগুহায় লোকচক্ষুর অন্তরালে ধ্যানে বসিয়া বিশ্বভুবনে প্রাণের

যে মন্ত্রজিহ্ব বিভাবসুকে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, সে অগ্নি "সত্য"; কিন্তু কোন্ সে অগ্নি? ৫।২০।৩—"হোতারং ত্বা বৃণীমহেগ্নে দক্ষস্য সাধনম্। যজ্ঞেষু পূর্ব্ব্যং গিরা প্রযস্বন্তো হবামহে ॥'; —এই "দক্ষস্য সাধনং", "যজ্ঞেষু পূর্ব্ব্যং"—প্রাচীন দক্ষ অগ্নি কে? যজ্ঞবেদির যে অগ্নি তিনি প্রাচীন ও দক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল সেই অগ্নিই কি লক্ষিত? বেদবিদ্যার সকল অঙ্গে সমান দৃষ্টি রাখিয়া এই জাতীয় প্রশ্নগুলির সমাধানের যত্ন করিতে হইবে। ১।১০৩।১—"তত্ত ইন্দ্রিয়ং পরমং পরাচৈরধারয়ন্ত কবয়ঃ পুরেদম্। ক্ষমেদমন্যদ্দিব্যন্যদস্য সমী পৃচ্যতে সমনেব কেতুঃ॥" এই রহস্যগর্ভ মন্ত্র পুরাতন কবিদের কোন্ "পরমং ইন্দ্রিয়ং" ধারণ করার কথা বলিতেছেন? "—The sages have formerly been possessed of this thy supreme power, Indra, as if it were present with them, one light of whom shines upon the earth, the other in heaven, and both are in combination with each other, as banner (mingles with banner) in battle."—Wilson. Inspirationএ বিশ্বাস

"ওয়ারলেস" ছাড়াইয়া দিতেছেন, তা আমরা বুঝি না, এবং তার ফলে, বিশ্বমানবের অন্তস্তলে সত্য-স্নন্দর দেবতা কি ভাবে কখন জাগ্রৎ হইতেছেন, তাও আমরা ধরিতে পারি না। কিন্তু সমাজ-দেহে মারণ বিদ্যা বা উচ্চাটন বিদ্যা, ব্যাপকভাবে অথবা সঙ্কীর্ণ ভাবে, তার ডাইনীর কটাহ (witch's cauldron) চাপাইয়া পৈশাচিক কাণ্ড স্নরু করিয়া দিলে, তার প্রতিক্রিয়ার তরে সারা সমাজদেহে একটা "সামাল সামাল" পড়িয়া যায়, এবং সে দুষ্টব্রণ কোথায় কি ভাবে বাড়িয়া উঠিতেছে, তা ধরিয়া ফেলিতেও সচরাচর আমাদের তেমন বেগ পাইতে হয় না। ফল যাই হউক না কেন, ম্যাজিকের সেই লক্ষণ—"a compact with the evil powers"—অসাধু লক্ষণ। "ম্যাজিক" নামটাই পশ্চিম দেশে মধ্যযুগের অনেক ভয়াবহ স্মৃতি জড়াইয়া রাখিয়াছে ও নামটার প্রয়োগ যেখানে সেখানে নির্ব্বিচারে করাটাই যুক্তিযুক্ত নয়।

ম্যাজিকের তত্ত্ব ঋত।

আমরা ম্যাজিক তত্ত্ব যে কি তার খোঁজ লইয়াছি। এক কথায় সে তত্ত্ব হইতেছে ঋত (অথবা যজ্ঞ, ঋগ্‌বেদ যেটাকে "ঋতস্য পন্থা" বলিয়াছেন) অনুসরণ করিয়া নিজের অল্পত্বকে ভূমত্বে, ব্রহ্মত্বে, লইয়া যাওয়া। অনুসরণের পথে ক্রমশঃ শক্তির অর্জ্জন; আর সে অর্জ্জিত শক্তির ব্যবহার স্নন্দর না হইয়া জঘন্যও হইতে পারে; হইলে, শক্তি নিজের দৌড় যতটা ততটা সিদ্ধি বা সাফল্য (দৈত্যেরা তপস্যার ফলে যেমন লাভ করিত) অবশ্যই আনিয়া দিবে, কেননা, ঋতের অনুবর্ত্তিতা (মারণাদি স্থলেও) অমোঘ; কিন্তু শ্রেয়ের বা শিবের মার্গ ছাড়িয়া চলিলে, শক্তি, আবার

ঋগ্‌বেদসংহিতার মন্ত্রগুলির পদে পদে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের ত' মনে হয়। অন্য অন্য সংহিতা এবং ব্রাহ্মণারণ্যকাদি গ্রন্থে ত' কথাই নাই। অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, সোম, সরস্বতী প্রভৃতি সকলেই এক এক জন "divine inspirer", "masters of mystic lore", "নেতা" বা "নর", "নৃতম"—"directors and guides" in man's seeking to do and know. তারপর, এই প্রজ্ঞার পূর্ব্ব সম্প্রদায়ে বিশ্বাসও ঋগ্‌বেদসংহিতায় "সকল স্তরেই" দেখিতে পাই। দশম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ দেবীসূক্তে "চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং" এবং পুরুষসূক্তে "ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে"—এইভাবে স্পষ্টতঃ আদিপুরুষ অথবা বাক্ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা ও যজ্ঞবিদ্যার উৎপত্তির, সুতরাং বিদ্যার অনাদিপ্রবাহের, কথা ত' আছেই। তা' ছাড়া, ঋগ্‌বেদ অনেক স্থলে "যুগে যুগে", "পূর্ব্ব্যে যুগে"—এইভাবে সৃষ্টির, এবং সঙ্গে সঙ্গে, বিদ্যাদির বিকাশের, যুগক্রম (পুরাণাদিতে যে ক্রমের বিস্তার আমরা দেখিতে পাইয়াছি) আমাদের দেখাইয়া দিয়াছেন। ঋ° স° ৫।৫২।২৪—"বিশ্বে যা মানুষা

অধিকতর ব্যাপক ঋত বা নিয়মের ফলেই, নিজেকে রিক্ত, অশক্ত করিয়া ফেলে; সুতরাং সেরূপ ব্যভিচার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ব্যভিচার বাদ দিয়া, শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভের জন্য যে ঋতচর্য্যা (শুধু জড়ের ক্ষেত্রে নয়, নিখিল শক্তিক্ষেত্রে), তাহাই যজ্ঞ, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই যোগ; তারই নিরতিশয় পরিণতি হইতেছে সমাধিতে। ভক্তির পথ এই সমাধির, অথবা পরমাত্মায় নিজেকে মিলিত করার, একটা ঋজু, সুন্দর, শুচি, মহাজনজুষ্ট পথ; কিন্তু একমাত্র পথ নয়।

রহস্য মানে কি ?

শেষের থাকে গিয়া পথের আকার যেমনটাই দাঁড়াক্ না কেন (জ্ঞানই হউক, অথবা শাণ্ডিল্য সূত্রের অনুসারে ভক্তিই হউক), সাধনার পথ নানা; এবং সকল পথেই ভালমতে চলিয়া পথিকেরা লক্ষ্যে পৌছিতে পারিবার দাবী করিয়া গিয়াছেন। সে সকল পথই যে আবার আমাদের চল্‌তি অনুভূতির জমিন বহিয়াই বরাবর যাইবে, এমন কোনো কথা নাই; অনুভূতির উচ্চস্তর (supernormal planes)—ভুবঃ এবং স্বঃ – এ দুইই তারা স্পর্শ করিতে পারে। এক কথায়, সাধনার অনুভূতি অনেকাংশে রহস্যানুভূতি (mystic exprience), সুতরাং সাধনার অনুষ্ঠান সময়ে সময়ে রহস্যানুষ্ঠান ("magic") হইতে পারে। আমাদের আটপৌরে জ্ঞানের বাহিরে বলিয়াই তারা "রহস্য"। "রহস্য" হইলেই পচিয়া গেল না; বীভৎস, আজগবি একটা কিছু হইল না। প্রাচীনদের দৃষ্টিতে এই সমগ্র ধারণাটাই হইল ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মের মূল্যের দাবী ওয়ারামুঙ্গাদের ম্যাজিক

যুগা"—এইরূপে সকল মানুষযুগের কথা (all human ages) আমাদের শুনাইতেছেন। ৬।৩৬।৫—"যুগে যুগে বয়সা চেকিতানঃ"; ইত্যাদি। "প্রত্ন" কথাটীর প্রয়োগ ঋগ বেদ বহুবার করিয়াছেন (৬ ১৮।৫—"তন্নঃ প্রত্নং সখ্যমস্তু…")। অনেক মন্ত্রে কতকটা প্রচ্ছন্নভাবে পুরাতনী বিদ্যার (ancient Wisdom and Inspiration) কথা আছে। বাহিরে দেখিলে, তত্ত্ববিদ্যার কথা বলিয়া মনে হয় না। ঋ° স° ১।১২৩।২—"পূর্ব্বা বিশ্বস্মাদ্‌-ভুবনাদবোধি জয়ন্তী" ইত্যাদি, জয়শীলা উষা যে বিশ্বভুবনের আগে "জাগিয়া" উঠেন এই ভাবের কথা আছে। Dawn সম্বন্ধে মন্ত্র লাগসই সন্দেহ নাই; কিন্তু মন্ত্রের গম্ভীরার্থদ্যোতক শব্দগুলি অনুধাবন করিলে (সেরূপ অনুধাবনের পদ্ধতি ব্রাহ্মণে, বিশেষতঃ আরণ্যক উপনিষদে, প্রচলিত ছিল মনে হয়, উষাকে আধ্যাত্মিক ভাবে দেখাইয়া দেওয়াও মন্ত্রের অভিপ্রেত ছিল। Dawn = Dawn of Wisdom or Culture মনে করিলে অন্যায় হইবে না; বরং স্থূলের ভিতরে ঐ রকম একটা সঙ্কেত ঋষি দিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। আমরা "সৃষ্টিতত্ত্ব" দ্বিতীয় খণ্ডে উষাতত্ত্ব তলাইয়া বুঝিতে যত্ন করিয়াছি। তারপর, ১।১২৬।৫—

দেখিয়া বিচার করিলে চলিবে না; যারা তত্ত্ব ভুলিয়া শুধু “পোকাধরা” ভূষি লইয়াই জাবর কাটিতেছেন, তাঁদের দেখিয়াও নয়। ইহার—অর্থাৎ, ইহার তত্ত্ব ও অনুষ্ঠান দুই দিকেরই (both theory and practice এর) সত্য ও সজীব মূর্ত্তি দেখিয়া, তবে দর কষিতে হইবে। আর জহুরি নহিলেই বা দর কষিবে কে? সে যাই হউক, এই “ম্যাজিক” ও “রিলিজন”কে পাশাপাশি—দাঁড় করাইলে, ম্যাজিকের লজ্জায় মরিয়া যাইবার মতন কিছু আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

ভিন্ন “রাজ্যের” অভিজ্ঞতা।

সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা আর কৃপণ কল্পনা লইয়া ভিন্ন “রাজ্যের” (field বা province এর) অভিজ্ঞতা বুঝিতে যাইলে সচরাচর পশ্চিমের পণ্ডিতেরা ম্যাজিকের যা দুর্দ্দশা করিয়াছেন, সেই রকম দুর্দ্দশাই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের হইবে। যাহা সত্য সত্যই হয়ত মহীয়সী গরীয়সী, তাকে আমরা গৌরবের সিংহাসন হইতে নামাইয়া দীনা হীনার পোষাক পরাইয়া আঁস্তাকুড়ে দাঁড় করাইয়া রাখিব। মন্ত্র যন্ত্রের মতন যে সকল তত্ত্ব ও ঋত সত্যলোকে নিজের পরীক্ষিত মহিমায় সুস্থির হইয়া রহিয়াছে, আমরা না বুঝিয়া, বুঝিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া, অম্লান বদনে তাদের মিথ্যার, প্রবঞ্চনার রসাতলে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতেছি। মন্ত্র তাই “meaningless jabber”, বীজ তাই “হিং টিং ছট্”। সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজ অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান যোগ দিলেত’—“একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার দোসর।” তখন সে অভিমান বিজাতীয় অভিজ্ঞতা আর নিজের বা স্বজাতীয় অভিজ্ঞতার মাঝখানে সেই পুরাণোপাখ্যানের

“পূর্ব্বে মনু প্রযতিমাদদে” ইত্যাদিতে যে “পূর্ব্বা প্রযতির” কথা আছে, তার স্থূলমর্ম্ম অবশ্য ঐ মর্ম্মই আমাদের শোনাইয়াছেন। কিন্তু ভাষা cryptic (রহস্যগর্ভ) বলিয়াই মনে হয়। সায়ণাদিকে অনেক “অধ্যাহার” করিয়া মন্ত্রের অনেকাংশে যজ্ঞপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। যেমন, আগেকার মন্ত্রে “জয়ন্তা”, “বৃহতী”, “মনুত্রী” ইত্যাদিতে স্পষ্ট করিয়া বলা নাই, কি জয় করিতেছেন বা দান করিতেছেন, ইত্যাদি। সামান্য প্রয়োগমাত্র রহিয়াছে—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক সকল স্তরেই প্রয়োগ হউক—এঃজন্যই যেন সামান্য এবং অনির্দ্দিষ্ট শব্দ প্রয়োগ। সায়ণাচার্য্য “তমঃ”, “রশ্মি” এই সকল শব্দ অধ্যাহার করিয়া Dawn পক্ষে মানে লাগাইয়া দিয়াছেন: অধিকাংশ মন্ত্রেই এই রকম অধ্যাহারাদি যে করিতে হয়, তা আলোচক ব্যক্তি জানেন। মূলের পদগুলি গম্ভীর ও রহস্য—সাহেবেরা বলিলেন, vague and general terms. মন্ত্রগুলির ভাষা লক্ষ্য করিলে কখনই মনে হয় না যে, কেবল স্থূল বুঝাইবার নিমিত্তই তাদের প্রয়োগ হইয়াছিল—তা হইলে, সংহিতার

বিন্ধ্যগিরির মতন মাথা তুলিয়া উঠে। তখন বিজাতীয় অভিজ্ঞতার ভিতরে প্রবেশ করাই শুধু যে হয় না এমন নয়, প্রবেশ করার চেষ্টা পর্য্যন্ত যেন অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

একটা সাধারণ নমুনা।

একটা নমুনা। সার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল "The Peoples of All Nations" নামক সংগ্রহ পুস্তকে ভারতবর্ষের উপর এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অন্যান্য অনেক জিনিষের যেমন ফটো আছে, সাধু সন্ন্যাসীদের তেমনি অনেকগুলি ফটো আছে। একটা ফটো এই রকমের—একজন বিভূতি-মাখা মাথায় জটাওয়ালা সাধু একটুখানি উচ্চ বেদীতে বসিয়া আছেন; তাঁকে ঘেরিয়া আরও কয়েকজন ঐ রকমের সাধু বসিয়া রহিয়াছেন। মাঝের সাধুটী কি একখানা বই পড়িতেছেন; অপরে তাহা শুনিতেছেন। দৃশ্যপট—কোনো এক গাছতলা, বা ঐ রকমের কিছু। ব্যাপারত' এই। এখন, ছবির নীচে সাহেবের বিবৃতি এইরূপ—"Forbidden by their religion to wash themselves or use water for purposes of cleanliness, the fakirs are addicted to rubbing themselves with ashes, (এই ভস্মস্নানের "তত্ত্ব" যে কত গভীর তত্ত্ব, এবং তার ভিতর দিয়াও সাধুদের যে কি রকম ধারা ব্রহ্মভাবনা করিতে হয়, তার প্রমাণ বৃহজ্জাবালোপনিষৎ এবং ভস্মজাবালোপনিষদে দ্রষ্টব্য,—"ভস্মবায়ুমিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি)—which, as can be seen in the case of the two among this group of dusky wanderers, has the effect, if not of entirely

---

আপাত দৃষ্টিতে স্থূলার্থবোধক ("হংসঃ শুচিষৎ"; "তৎসবিতুর্বরেণ্যং"; ইত্যাদি ইত্যাদি) মন্ত্রগুলিকে লইয়া আরণ্যক-ব্রাহ্মণ (বিশেষতঃ উপনিষৎ) এত গভীর তত্ত্বচিন্তা সুরু করিয়া দিতেন না। রহসি সেরূপ তত্ত্বভাবনার দস্তুর গোড়া হইতেই ছিল বলিয়াই, তাঁরা সেরূপ করিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বেদের শব্দসম্পৎ টিকে গোড়ায় যথাসম্ভব খাটো করার চেষ্টাটাকে সঙ্গত মনে করার কারণ নাই। "ব্রহ্ম", "ঋত" প্রভৃতি শব্দ গোড়াতে ছোট, মোটা রকমেরই মানে বুঝাইত—এটা মনে করার কারণ নাই, বরং, শব্দের প্রয়োগস্থলগুলিতে প্রণিধান করিলে উল্টাই মনে হইবে। তবে, যেখানে কোনো একটা বিশিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান প্রয়োজন, সেখানে, প্রয়োজনে খেয়াল রাখিয়া, অপেক্ষাকৃত খাটো মানেটাই লওয়া উচিত; সম্প্রদায়বিদেরা তাই করিয়াছেন। সময় সময় "যদ্বা" করিয়া সূক্ষ্মস্তরের অর্থটিও তাঁরা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন। আরণ্যকে সেই সূক্ষ্মার্থেই মুখ্য প্রয়োজন, কাজেই সেখানে সূক্ষ্মার্থই বিশেষভাবে ভাবিত হইয়াছে। মহানারায়ণোপনিষৎ প্রভৃতি উপনিষৎ সংহিতার মন্ত্র ("অম্ভস্য পারে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

cleaning them, at least of considerably lightening their darkness. If will be noticed that one is reading to the company.” অযথাভাষণ (mis-statement) এবং তুচ্ছভাষণ (superficial statement)—এই দ্বিবিধ দোষেই এই বর্ণনাটুকু দুষ্ট। প্রথমতঃ, একথা অধিকাংশ স্থলেই সত্য নয় যে, ধর্ম্মশাস্ত্র সাধুসন্ন্যাসীদের স্নান করিতে অথবা বাহ্যশৌচের নিমিত্ত জল ব্যবহার করিতে মানা করিয়াছেন। তাত নয়ই; বরং তাঁদের নিত্যস্নায়ী, এমন কি ত্রিসন্ধ্যা স্নায়ী হবার কথা; এবং প্রায়ই এ বিধি পালিত হইয়া থাকে। ছাইমাখা (তার সঙ্কেত ও উদ্দেশ্য ও উপকারিতা এখানে আলোচনা করিব না) প্রায়ই নিত্যস্নানের পরই করা হয়। এই গেল অযথা ভাষণ। তারপরে যে কথা কয়টি রহিয়াছে, তাতে ঐ “dusky wanderers” (“dusky” কথাটার পিছনে প্রচ্ছন্ন অপযশ থাকা বিচিত্র নয়) দের ছাই মাখিয়া রঙ্‌টা কেমন ধারা ধলা হইয়াছে, তারই উল্লেখ আছে। একজন আবার একখানা বই পড়িয়া শুনাইতেছেন। তা’ হইলে বুঝা যাইতেছে এরা নিতান্ত নিরক্ষর ওয়ারামুঙ্গা নয়। তবে, এই তুচ্ছভাষণের দ্বারা আসল তথ্য জানিতেছি কতটুকু? ছাই মাখিয়া ভূত সাজা ছাড়া, আর একখানা পুঁথি খুলিয়া “সাপের মন্তর” আওড়ান ছাড়া—এর মধ্যে যে আর কিছু থাকিতে পারে, তাহা বিজাতীয় বিদেশী সমালোচকের অভিজ্ঞতা এবং কল্‌চারের অভিমান তাঁহাকে দেখিতে বুঝিতে দেয় নাই। অথচ, সাহেবের ঐ বর্ণনার সঙ্গে আর গোটা দুই কথা জোড়া থাকিলেই সকলে বুঝিত আসল বস্তু ওখানে কি; সাহেব যদি ঐ

ভুবনস্য মধ্যে” ...; “জাতবেদসে সুনবাম সোম”; ইত্যাদি) গুলি লইয়াই অধ্যাত্মভাবনা আরম্ভ হইয়াছে; অবশ্য, শৌচ, অনিষ্ট পরিহার প্রভৃতি বাহ্য উদ্দেশ্যগুলি বর্জ্জন না করিয়াই, সেগুলিকে সম্মুখে উপস্থিত রাখিয়াই, অধ্যাত্মভাবনা করা হইয়াছে। (তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শেষের চারিটী খণ্ডে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ও মহানারায়ণোপনিষৎ রহিয়াছে)। বেদবিদ্যার (সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদের) অঙ্গাঙ্গিভাব এবং ঐক্য (organic unity) সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া মন্ত্রাদির রহস্য বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আগে ঋগ্‌-বেদের প্রকৃতিপূজা ও এমিমিজম্ দ্যোতক মন্ত্রগুলি—তারপর, একেশ্বরবাদ দ্যোতক এবং আধ্যাত্মিক ভাবের মন্ত্রগুলি—তারপর ব্রাহ্মণগ্রন্থের খুঁটিনাটি বিচার—তারপর অরণ্যের রহস্য ভাবনা চিন্তা (mysticism)—তারপর উপনিষদের প্রাচীন অর্ব্বাচীন নানান্ স্তরের ভাবনা চিন্তা—এই রকমের “যুগবিভাগ” এর ধারণা যতক্ষণ আমাদের পাইয়া বসিয়া থাকিবে, ততক্ষণ বেদবিদ্যার সত্য পরিচয় হইতে আমরা বঞ্চিত রহিব। বেদের (“আদিস্তরের” মন্ত্রগুলিতেই) মধ্যে মানুষের অভ্যুদয়ের যে চেহারা আমরা দেখিতে পাই, তাতে, সে অবস্থায় (ইউরোপীয় পণ্ডিতদেরই কথা ধরিয়া লইয়া) ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদের “কাল”

পুস্তকের সমজদার আর ছাইমাখা সাধুদের আলোচনার মর্মগ্রাহী হইতেন, তবে ত আর কথাই ছিল না। সাধু যে বইখানা পড়িতেছেন, সেখানে সম্ভবতঃ গীতা, নয় যোগবাশিষ্ট, নয় অধ্যাত্মরামায়ণ, নয় অষ্টাবক্রসংহিতা (গুরু গীতা), নয় উপদেশসাহস্রী, নয় "গ্রন্থ সাহেব", অন্ততঃপক্ষে তুলসীদাসী রামায়ণ, নয় কবীর দোঁহা। ঐ রকমের একখানা বই পাশ্চাত্যদেশের কাণ্ট, সোপেন-হাওয়ার, স্পেনসার, বার্গসোঁর হাতে দিয়া তাঁহাদিগকে রীতিমত মনন, নিদিধ্যাসন করিতে বলিলে অন্যায় হইবে না; ওদেশের স্বয়ং সেণ্টপলও যদি "তুলসী দাসী" হাতে করিয়া ভগবানের প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া চোখের জল ফেলিতেন, তবে আমরা তাতে আশ্চর্য্য কিছুই দেখিতাম না। আর, সে শ্রেণীর সাধুসম্প্রদায় "পড়াশুনা" ঐভাবে করিয়া থাকেন, তাঁরা "সজ্ঞানে" (intelligently) তা করেন, "সাপের মন্তর" আওড়ান গোছ করেন না—এ কথার সাক্ষ্য অনেক খবরদার নিরপেক্ষ ব্যক্তিই দিবেন। বিদেশী সমালোচক "dusky wanderer"এর ছাইমাখা "নোংরামি"ই দেখিলেন (অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা নোংরামি না; দু'একটা সম্প্রদায়েই বাহ্যশৌচে অবহেলা করার প্রথা আছে; অধিকাংশ সম্প্রদায়েরই সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি ও আগ্রহ), কিন্তু ঐ ছাই-গাদায়" যে প্রচ্ছন্ন, সমুজ্জ্বল, পবিত্র জ্ঞানরূপী জাতবেদাঃ (highest culture) রহিয়াছেন, তাঁর কোনই হদিশ পাইলেন না; তাঁর বিরুদ্ধ-সংস্কার এবং নিজ কলচারের অভিমান তাঁকে সে হদিশ পাইতেও দিল না। অন্য

তখনও উপস্থিত হয় নাই—হবার মতন "মানসিক বিকাশ" আর্য্যদের তখনও হয় নাই—এমন মনে করার কোনই সঙ্গত হেতু নাই। "কবিত্ব" ও "ভাষার" ও "ছন্দের" দিক্ দিয়া দেখিলেও, সংহিতার সম্পদ্ খুবই বেশী; সে সম্পৎ যে ক্ষেত্রে রহিয়াছে, সে ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক "শৈশব" কল্পনা করার কারণ নাই। আগে ঋগ্‌বেদের কবিতাগুলিকে "primitive poetry" মনে করা হইত; এখন তাদের মধ্যে যথেষ্ট skill এর পরিচয় আছে, তা সমালোচকেরা স্বীকার করিতেছেন। আমাদের মনে হয়, শব্দসম্পৎ, ছন্দোবৈভব, কবিত্ব (অর্থ গৌরবের কথা ছাড়িয়া দিলেও)—এ সব লক্ষণের দ্বারা বিচার করিলে, বৈদিক সংহিতা-সাহিত্যের তুলনা পাওয়া ভার। চিত্রশিল্পের নৈপুণ্যাদি দেখিয়া ক্রো-ম্যাগ্‌নন প্রভৃতি প্রাচীন জাতি-দিগকে মনীষা হইতে বঞ্চিত করিতে এখন আমরা ইতস্ততঃ করিতেছি; তার চাইতেও অনেক উচ্চাঙ্গের জিনিষ—কাব্যশিল্পের (মাত্র সেইভাবেই এখন দেখিতেছি) এতটা উৎকর্ষ সংহিতায় দেখিয়াও বৈদিক আর্য্যদিগকে "শিশু" বানাইয়া রাখি কেমন করিয়া? অবশ্য "এনিমিজম্" ইত্যাদির পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাই। কিন্তু প্রশ্ন—যেভাবে পাই, সেটা সত্য না মিথ্যা?—এনিমিজ্‌মের ভিত্তিটা কাঁচা না পাকা? ঋ· স· ২।৪২, ৪৩ সূক্তে পাখী'কে দেবতা বানাইয়া তার কাছ হইতে অনেক প্রার্থনা করা হইতেছে; পাখীর অতীতানাগতজ্ঞানে

রামায়ত প্রভৃতি আরও দু'চারিটি সাধুর ফটো সাহেব দিয়াছেন; কিন্তু তলার বর্ণনা ঐ আগে যেরূপ নমুনা দিলাম, সেই রকমই। বরং স্থলে স্থলে অন্তর্নিহিত ঘৃণা (disgust) আর নিজেকে গোপন করিয়া রাখিতে পারে নাই। "Wandering charlatans trading upon popular superstitions"—এ উক্তি যতি, ভিক্ষু, পরিব্রাজক সকলেরই সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষে খাটিবে কি?

লিঙ্গের বা নিদর্শনের সদ্ভাব থাকিলেই অনুমান চলিতে পারে, অসদ্ভাবে অনুমান চলিতে পারে না—এ কথা ঠিক। মিশরে ব্যাবিলনে উৎকৃষ্ট সভ্যতার খুব পুরাতন নিদর্শন দেখিতেছি, কাজেই সে সব দেশে পুরাতন উৎকৃষ্ট সভ্যতা অনুমান করিতেছি; প্যালিওলিথিক, নিওলিথিক যুগে ঐ সকল নিদর্শনের প্রায় অসদ্ভাব দেখিতেছি, সুতরাং সে সব যুগকে "বর্ব্বর" বানাইতেছি; এরূপ তর্ক তুলিতে গেলে কয়টা কথার আগে মীমাংসা হইয়া যাওয়া দরকার। ১ম, উৎকৃষ্ট সভ্যতা কি, এবং কি লক্ষণে তার উৎকর্ষ অপকর্ষের তারতম্য স্থির করিতে হইবে? ২য়, আমরা যেটাকে উৎকৃষ্ট সভ্যতা মনে করিতেছি, তা ছাড়া অন্য রকমের, অন্য প্রকৃতির সভ্যতাও উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কি না? যদি পারে ত, সে সভ্যতারই বা স্বরূপ কি, প্রকৃতি কি, লক্ষণ কি? ৩য়—এক জাতীয় নিদর্শন বা অনুমাপকের অভাব দেখিলে, সেই জাতীয় সভ্যতার অভাব অনুমান করা চলিতে পারে (যদি অবশ্য নিদর্শনের অভাব ঘটিবার জন্য কোনোরূপ সঙ্গত কৈফিয়ৎ না দেওয়া

মীমাংসার আগে কি কি আলোচ্য।

যেন ঋষি বিশ্বাস করেন। অনুক্রমণিকায় আছে—"কপিঞ্জলরূপীন্দ্র" হইতেছেন দেবতা। এই যে কাকচরিত্র, শাকুনবিদ্যাতে আস্থা—এটা কি একদম বাজে? "New Thought" এর পুরোহিতবর্গকে শপথ করিয়া এর জবাব দিতে বলিতেছি। তৃণ, বর্হিঃ,
দেবতাবুদ্ধি কি বালবুদ্ধি? এ সকল প্রশ্নের চরম মীমাংসা কি হালের বিদ্যা
অথবা এ সমস্ত এখনও বিবেচনাধীন (open questions still)? ফলক
মানুষ ধরাপৃষ্ঠে "মানুষ" হইয়া রহিয়াছে; তার বিদ্যা, তার অনু
বিচিত্র আকারে (শাকুনবিদ্যা প্রভৃতিও বাদ যায় না) ফুটিয়া
রাখিয়াছে? সে সকল বিদ্যাকে "দর কষিয়া" দিবার মতন "কষ্টি
করিতে পারেন নাই। কতক কতকে "দরকষা" সম্ভবপর হই
হয় নাই। মন্ত্র-তন্ত্র, যজ্ঞ-হোম, "ম্যাজিক" ইত্যাদি সে
এ সকল অপরীক্ষিত তত্ত্ব সম্বন্ধে হালের বিচারকের রায় মূলত

ক লক্ষ বৎসর
ান সমূহ যে কত
তার হিসাব কে
র্ত্তমান যুগ আবিষ্কার
অনেকগুলির এখনও
ত পুরাবিদ্যার সামিল।
ই কর্ত্তব্য।

পুস্তকের সমজদার আর ছাইমাখা সাধুদের আলোচনায় মর্ম্মগ্রাহী হইতেন, তবে ত আর কথাই ছিল না। সাধু যে বইখানা পড়িতেছেন, সেখানে সম্ভবতঃ গীতা, নয় যোগবাশিষ্ট, নয় অধ্যাত্মরামায়ণ, নয় অষ্টাবক্রসংহিতা (গুরু গীতা), নয় উপদেশসাহস্রী, নয় "গ্রন্থ সাহেব", অন্ততঃপক্ষে তুলসী-দাসী রামায়ণ, নয় কবীর দোঁহা। ঐ রকমের একখানা বই পাশ্চাত্যদেশের কাণ্ট, সোপেন-হাওয়ার, স্পেনসার, বার্গসোঁর হাতে দিয়া তাঁহাদিগকে রীতিমত মনন, নিদিধ্যাসন করিতে বলিলে অন্যায় হইবে না; ওদেশের স্বয়ং সেণ্টপলও যদি "তুলসী দাসী" হাতে করিয়া ভগবানের প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া চোখের জল ফেলিতেন, তবে আমরা তাতে আশ্চর্য্য কিছুই দেখিতাম না। আর, সে শ্রেণীর সাধুসম্প্রদায় "পড়াশুনা" ঐভাবে করিয়া থাকেন, তাঁরা "সজ্ঞানে" (intelligently) তা করেন, "সাপের মন্তর" আওড়ান গোছ করেন না—এ কথার সাক্ষ্য অনেক খবরদার নিরপেক্ষ ব্যক্তিই দিবেন। বিদেশী সমালোচক "dusky wanderer"এর ছাইমাখা "নোংরামি"ই দেখিলেন (অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা নোংরামি না; দু'একটা সম্প্রদায়েই বাহ্যশৌচে অবহেলা করার প্রথা আছে; অধিকাংশ সম্প্রদায়েরই সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি ও আগ্রহ), কিন্তু ঐ ছাই-গাদায়" যে প্রচ্ছন্ন, সমুজ্জ্বল, পবিত্র জ্ঞানরূপী জাতবেদাঃ (highest culture) রহিয়াছেন, তাঁর কোনই হদিশ পাইলেন না; তাঁর বিরুদ্ধ-সংস্কার এবং নিজ কলচারের অভিমান তাঁকে সে হদিশ পাইতেও দিল না। অন্য

তখনও উপস্থিত হয় নাই—হবার মতন "মানসিক বিকাশ" আর্য্যদের তখনও হয় নাই—এমন মনে করার কোনই সঙ্গত হেতু নাই। "কবিত্ব" ও "ভাষার" ও "ছন্দের" দিক্ দিয়া দেখিলেও, সংহিতার সম্পদ্ খুবই বেশী; সে সম্পং যে ক্ষেত্রে রহিয়াছে, সে ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক "শৈশব" কল্পনা করার কারণ নাই। আগে ঋগ্বেদের কবিতাগুলিকে "primitive poetry" মনে করা হইত; এখন তাদের মধ্যে যথেষ্ট skill এর পরিচয় আছে, তা সমালোচকেরা স্বীকার করিতেছেন। আমাদের মনে হয়, শব্দসম্পৎ, ছন্দোবৈভব, কবিত্ব (অর্থ গৌরবের কথা ছাড়িয়া দিলেও)—এ সব লক্ষণের দ্বারা বিচার করিলে, বৈদিক সংহিতা-সাহিত্যের তুলনা পাওয়া ভার। চিত্রশিল্পের নৈপুণ্যাদি দেখিয়া ক্রো-ম্যাগ্নন প্রভৃতি প্রাচীন জাতি-দিগকে মনীষা হইতে বঞ্চিত করিতে এখন আমরা ইতস্ততঃ করিতেছি; তার চাইতেও অনেক উচ্চাঙ্গের জিনিষ—কাব্যশিল্পের (মাত্র সেইভাবেই এখন দেখিতেছি) এতটা উৎকর্ষ সংহিতায় দেখিয়াও বৈদিক আর্য্যদিগকে "শিশু" বানাইয়া রাখি কেমন করিয়া? অবশ্য "এনিমিজম্" ইত্যাদির পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাই। কিন্তু প্রশ্ন—যেভাবে পাই, সেটা সত্য না মিথ্যা?—এনিমিজ্মের ভিত্তিটা কাঁচা না পাকা? ঋ' স' ২।৪২, ৪৩ সূক্তে পাখী'কে দেবতা বানাইয়া তার কাছ হইতে অনেক প্রার্থনা করা হইতেছে; পাখীর অতীতানাগতজ্ঞানে

রামায়ত প্রভৃতি আরও দু'চারিটি সাধুর ফটো সাহেব দিয়াছেন; কিন্তু তলার বর্ণনা ঐ আগে যেরূপ নমুনা দিলাম, সেই রকমই। বরং স্থলে স্থলে অন্তর্নিহিত ঘৃণা (disgust) আর নিজেকে গোপন করিয়া রাখিতে পারে নাই। "Wandering charlatans trading upon popular superstitions"—এ উক্তি যতি, ভিক্ষু, পরিব্রাজক সকলেরই সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষে খাটিবে কি?

লিঙ্গের বা নিদর্শনের সদ্ভাব থাকিলেই অনুমান চলিতে পারে, অসদ্ভাবে অনুমান চলিতে পারে না—এ কথা ঠিক। মিশরে ব্যাবিলনে উৎকৃষ্ট সভ্যতার খুব পুরাতন নিদর্শন দেখিতেছি, কাজেই সে সব দেশে পুরাতন উৎকৃষ্ট সভ্যতা অনুমান, করিতেছি; প্যালিওলিথিক, নিও-লিথিক যুগে ঐ সকল নিদর্শনের প্রায় অসদ্ভাব দেখিতেছি, সুতরাং সে সব যুগকে "বর্ব্বর" বানাইতেছি; এরূপ তর্ক তুলিতে গেলে কয়টা কথার আগে মীমাংসা হইয়া যাওয়া দরকার। ১ম, উৎকৃষ্ট সভ্যতা কি, এবং কি লক্ষণে তার উৎকর্ষ অপকর্ষের তারতম্য স্থির করিতে হইবে? ২য়, আমরা যেটাকে উৎকৃষ্ট সভ্যতা মনে করিতেছি, তা ছাড়া অন্য রকমের, অন্য প্রকৃতির সভ্যতাও উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কি না? যদি পারে ত, সে সভ্যতারই বা স্বরূপ কি, প্রকৃতি কি, লক্ষণ কি? ৩য়—এক জাতীয় নিদর্শন বা অনুমাপকের অভাব দেখিলে, সেই জাতীয় সভ্যতার অভাব অনুমান করা চলিতে পারে (যদি অবশ্য নিদর্শনের অভাব ঘটিবার জন্য কোনোরূপ সঙ্গত কৈফিয়ৎ না দেওয়া

মীমাংসার আগে কি কি আলোচ্য।

যেন ঋষি বিশ্বাস করেন। অনুক্রমণিকায় আছে—"কপিঞ্জলরূপীন্দ্র" হইতেছেন দেবতা। এই যে কাকচরিত্র, শাকুনবিদ্যাতে আস্থা—এটা কি একদম বাজে? "New Thought" এর পুরোহিতবর্গকে শপথ করিয়া এর জবাব দিতে বলিতেছি। তৃণ, বর্হিঃ, পলাশ—এ সকলে দেবতাবুদ্ধি কি বালবুদ্ধি? এ সকল প্রশ্নের চরম মীমাংসা কি হালের বিদ্যা করিয়া রাখিয়াছেন, অথবা এ সমস্ত এখনও বিবেচনাধীন (open questions still)? ফল কথা, লক্ষ লক্ষ বৎসর মানুষ ধরাপৃষ্ঠে "মানুষ" হইয়া রহিয়াছে; তার বিদ্যা, তার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমূহ যে কত বিচিত্র আকারে (শাকুনবিদ্যা প্রভৃতিও বাদ যায় না) ফুটিয়া উঠিয়াছে, তার হিসাব কে রাখিয়াছে? সে সকল বিদ্যাকে "দর কষিয়া" দিবার মতন "কষ্টি পাথর" বর্ত্তমান যুগ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কতক কতকে "দরকষা" সম্ভবপর হই ছে, বাকি অনেকগুলির এখনও হয় নাই। মন্ত্র-তন্ত্র, যজ্ঞ-হোম, "ম্যাজিক" ইত্যাদি সেক অপরীক্ষিত পুরাবিদ্যার সামিল। এ সকল অপরীক্ষিত তত্ত্ব সম্বন্ধে হালের বিচারকের রায় মুলতবি রাখাই কর্ত্তব্য।

যায়), কিন্তু অন্য জাতীয় সভ্যতারও অভাব সেখানে অনুমান করা চলিবে কি? ৪র্থ ম্যাজিক, এনিমিজম টটেমিজম ইত্যাদি সকলকে বর্ব্বরতারই নিদর্শন ভাবিতেছি, সেগুলি সত্য সত্যই তাই কি না, অর্থাৎ, সেগুলি আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বাহিরে সত্য অভিজ্ঞতা হইলে হইতে পারে না কি? ৫ম সত্য অভিজ্ঞতা হইলে, তাদের ভিতরেও "তত্ত্ব" থাকিতে পারে কি না, এবং নিরপেক্ষ, উপযুক্ত পরীক্ষার পূর্ব্বেই, সে তত্ত্বসমূহকে খারিজ করিয়া দেওয়া চলে কি? ৬ষ্ঠ - ওয়ারামুঙ্গা প্রভৃতি যে সব ক্ষেত্রে ম্যাজিক ইত্যাদির "অর্থহীন" বিকৃতি ও ব্যভিচার দেখিতেছি, সেখানেও তা'দিগকে "আদিম" অবস্থাপন্ন মনে না করিয়া, অন্ততঃ স্থলবিশেষে, উচ্চতর অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট, পতিত মনে করা চলে না কি? ৭ম—ভূগর্ভের যতটুকু পরিচয় আমরা পাইয়াছি, বিরাট্ বহুলক্ষ-বর্ষব্যাপী বিশ্বমানবের ইতিহাসের তুলনায় সে পরিচয়টুকুর নগণ্যতা মনে রাখিয়া, আমরা সভ্যতা এবং বর্ব্বরতার "বাছাই ও লেবেল আঁটা" কাজে একটুখানি বেশী সাবধানতা ও ধীরতা দেখাইলে ভাল করিব না কি? মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশকেই সভ্যতার প্রকৃত কষ্টিপাথর ধরিয়া, কেবলমাত্র জীবনের বাহাড়ম্বরের জটিলতা ও বহুলতা দিয়া সভ্যতার হিসাব লইতে বিরত থাকা উচিত হইবে না কি?

মনের ও হৃদয়ের অনুমান।

যেমন সার ভালেণ্টাইন চিরোলের ছাইমাখা সাধুর, তাঁর হাতের পুঁথিখানার এবং তাঁর ব্যবহারের খোজ না লওয়া পর্য্যন্ত, শুধু গায়ের ছাই ভস্ম দেখিয়াই পরখ করা সঙ্গত হইবে না, যেমন নৈমিষারণ্যের মাটি খুঁড়িয়া সেখানে মাটির ভাড় আর পাথরের আসবাব বই আর কিছু দেখিতে পাইয়া, সেখানকার ঋষিকুলকে বর্ব্বর ভাবা চলিবে না; তেমনি, প্যালিওলিথিক ইত্যাদি "আদিম"মানবেরও মনের ও হৃদয়ের খবর প্রকারান্তরে না পাওয়া পর্য্যন্ত, তাহাকেও সরাসরি বুনো বানাইয়া রাখা চলিবে

মন্তব্য :—নৈমিষারণ্যতত্ত্ব আমরা আগে কিছু বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ঋগ্‌বেদাদির "ভৌগোলিক সংস্থান" (Geographical data) লইয়া বিদেশী পণ্ডিতেরা বিস্তর খাটিয়াছেন। ঋগ্‌বেদসংহিতার কালে আর্য্যেরা কোথায় বাস করিতেন, তারপর পরবর্ত্তী বেদগুলি "রচিত" হওয়ার কালে কোথায়, ব্রাহ্মণগুলি রচিত হওয়ার কালে কোথায়—এ সমস্ত বিচার দ্বারা নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সংক্ষি বিবরণ Macdonell সাহেবের History of Sanskrit

না। আম মাংস খাইত, পশুর ছাল পরিত, পাথরের হাতিয়ার বানাইত, আর নানা রকমের ম্যাজিকের "তুক্‌তাক" করিত—কেবলমাত্র এই পরিচয় তাদের তাদের মনের ও হৃদয়ের অবস্থা অনুমান করার পক্ষে যথেষ্ট নয়; সুতরাং, কেবল সেই ভিত্তির উপরে আদিম মানবের বর্ব্বরতার থিওরি খাড়া করা কোনো মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। ম্যাজিক আমরা বুঝি না, এবং না বুঝিয়া তারে ফাঁসি লট্‌কাইয়াছি; বাগছাল বা অজিন পরিয়াও যে কেহ স্বয়ং মহাযোগেশ্বর মহাদেব হইলেও হইতে পারেন; পাথরের আসবাবে বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু-আশ্রমোচিত কৃচ্ছ্রসাধন ও সরলতা সূচিত হইলেও হইতে পারে; আম-মাংস ভোজনের কেহ সাক্ষী ছিলেন মনে হয় না, সত্য হইলেও, তাতে আত্মা একদম জাহান্নামে দাখিল না হইলেও হইতে পারে। এক কথায়, যে সব ভিত্তির (dataর) উপরে অনুমান বা থিওরি খাড়া করা হইতেছে, তাদের কোনোটাই "অব্যভিচারী" নয়; কাজেই তাদের উপরে কোনো কিছুই পাকাপাকি করিয়া গড়িয়া তোলা যায় না।

নৈমিষারণ্যের আদর্শ বুঝি না কেন?

পশ্চিমের বাহালি সভ্যতার দেওয়া সূত্রটিকেও "ব্রহ্মসূত্র" মনে করার কোনই জরুরৎ নাই। অপর সূত্র, এমন কি তার চাইতেও ভাল সূত্র, লইয়া বিচার চলিতে পারে। মিশর ব্যাবিলন যে কালে স্থাপত্য শিল্প ও কারু শিল্পের যাদু-বিদ্যা দেখাইতেছিল, সে সময়ে নৈমিষারণ্য যদি বানপ্রস্থের জীবন লইয়াই থাকেন, এবং চারিপাশের আর্য্যাবর্ত্তকেও যদি কতকটা সেই আদর্শেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়া থাকেন, তবে, তাই দেখিয়াই এটা ভাবা চলিবে না যে, মিশর ব্যাবিলন যে কালে "সুসভ্য" ছিল, নৈমিষারণ্য সে কালে "বুনো" ছিল। মিশর ব্যাবিলনের আদর এইজন্য করিতেছি যে, আমাদের বর্ত্তমান অনুসৃত আদর্শে তাদের আমরা কতক কতক বুঝিতেছি, এবং আমাদেরি মতন মানসিক বিকাশের কতকটা ধরণ-ধারণ তাদের মধ্যে পাইতেছি; এবং ঠিক সেইটাই পাইতেছি না বলিয়া,

---

Literature বা ঐ জাতীয় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। পঞ্চনদ বা সপ্তসিন্ধুর দেশ হইতে ক্রমশঃ গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায়, পরে বঙ্গদেশে এবং বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যে তাঁরা কৃষ্ণকায় "দস্যু" বা "দাস"দের জয় করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; ভারতবর্ষের যতটা যে সময়ে তাঁদের পরিচিত, ততখানির "ছাপ" তাঁদের সে সময়কার ''সাহিত্যে'' আমরা দেখিতে পাই। যজুর্ব্বেদের "যুগে" কুরুপাঞ্চালের দেশ বৈদিক সভ্যতার "কেন্দ্র" ছিল; ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, শতপথ ব্রাহ্মণে ক্রমশঃ আগাইয়া পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়; শতপথ ব্রাহ্মণের সেই গোতম-

নৈমিষারণ্যের কদর ও তারিফ করিতে অপারগ হইতেছি। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও কল্পনা যথেষ্ট উদার হইলে এটা বুঝিতে পারিতাম যে, মিশর ব্যাবিলন পিরামিড ইত্যাদি গড়িয়া মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের যতটা পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে, নৈমিষারণ্য পিরামিড, প্রাসাদ ইত্যাদি বর্জ্জন করিয়াও, কেবল মাত্র সরল, অনাড়ম্বর আশ্রমধর্ম্মের ভিতর দিয়া হয়ত ঢের বেশী মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়ের প্রমাণ দিয়া গিয়াছে।

প্রত্নতত্ত্বের জেরা।

অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক জেরা তুলিতে পারেন—আশ্রম ধর্ম্ম যে নৈমিষারণ্য পালিতেন, তার প্রমাণ কোথায়? মাটি পাথরের আসবাব দেখিয়া, আর হোম করার চিহ্ন দেখিয়াই আর "ঋষিকুল" কল্পনা করা যায় না; যাইলে, প্যালিওলিথিক ম্যান্‌কেও ঋষি মনে করিতে বাধিত না। অন্বয় মুখে (positive) প্রমাণ কই যে নৈমিষারণ্য "আশ্রমী" বা "অত্যাশ্রমী" ছিলেন? এ জেরার উত্তর এই যে, ম্যাজিক ইত্যাদি যে সকল অনুষ্ঠানের নজির পাইতেছি, তার সাহায্যে যদি তাঁদের ঋষিত্বে দাবী সপ্রমাণ করা চলে ত উত্তম; ইট পাথরের প্রমাণ ছাড়া, বেদ-উপনিষৎ ইত্যাদি লিখিত প্রমাণের জোরে যদি তাঁদের ঋষিত্ব লাভ হয় ত আরও উত্তম; ঐতিহ্য (tradition) যদি মুক্তকণ্ঠে তাঁদের ঋষিত্বের উদ্দেশ্যে মাথা নোওয়াইয়া আসিয়া থাকেত, সে প্রমাণও ফেলিবার নয়; বর্ত্তমান সন্ন্যাসীদের, পরিব্রাজক পরমহংসদের, অগ্নিহোত্রীদের, ব্রহ্মচারীদের জীবন্ত দৃষ্টান্ত যদি মিলে, তার সে দৃষ্টান্তের (analogyর) বলেও অতীত যুগের একটা স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছবি আঁকিয়া ফেলা নিতান্ত গর্হিত কাজ হইবে না। কিন্তু ধরা যাক্—এ সব রকমের প্রমাণের ভিতর কোনো রকমের প্রমাণই আমাদের জুটিতেছে না; অর্থাৎ, নিমিষারণ্যের মাটি খুঁড়িয়া পাথরের আসবাব পাইলাম, হোমের কয়লা আর ছাই পাইলাম, কিন্তু লিখিত প্রমাণ, ঐতিহ্য, দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিক-মূলক প্রমাণ (analogy)—

বিদেঘ-সদানীরার উপাখ্যানটি আমরা আগেই একভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ঋ· স· বিন্ধ্যগিরির, বঙ্গদেশের নাম নাই; সুতরাং তখন আর্য্যেরা এসব দেশে আসেন নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত *argumentun et silentia* লইয়া সিদ্ধান্ত খাড়া করা কতদূর সমীচীন তা' বিবেচ্য। আমাদের বিবেচনায়, ভূগোল লিখিবার জন্য ঋগ বেদাদি নয়। সাধারণতঃ যজ্ঞের পক্ষে, এবং বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের পক্ষে (এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যাদি তত্ত্ব-বিদ্যার পক্ষে; বৃহদারণ্যক উপনিষদে মিথিলায় ব্রহ্মবিদ্যার কতকটা কেন্দ্রস্থান স্থাপিত হইয়াছে, দেখি।) যে যে নদী, পর্ব্বত, দেশ, ভূভাগ প্রশস্ত এবং নির্ব্বাচনযোগ্য—প্রসঙ্গতঃ সেই সেই

এ সকল কিছুই মিলিতেছে না। সেক্ষেত্রে করিব কি? আদিম প্যালিওলিথিক দশাটাই কল্পনা করিব কি?

জবাব কি হইবে?

আমাদের উত্তর—না; আদিম, বর্ব্বর অবস্থা অনুমানের উপযুক্ত অন্বয়মুখী প্রমাণ, অথবা ঋষিকুল অনুমান করার উপযুক্ত প্রমাণ—এ দুয়ের একতর না পাওয়া পর্য্যন্ত রায় মুলতুবি রাখিতে হইবে। আর, রায় লিখিতে গিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, দুই দিকেই প্রমাণ পরীক্ষার মূল প্রশ্ন হইতেছে এই—সমাজ ভিতরের, বিশেষতঃ, আত্মার দিক্ দিয়া, কতটা অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে। শুধু তাই নয়—এও মনে রাখিতে হইবে যে, স্থাপত্যাদি কারুশিল্পের এবং চিত্রাঙ্কণাদি চারু শিল্পের বিকাশ, সমাজের অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানের জটিলতা,সাহিত্যের,এমন কি বিজ্ঞানেরও, বিকাশ সব সময়ে আত্মিক অভ্যুদয়ের অব্যভিচারী নিদান ও লক্ষণ না হইতে পারে। যা দিগকে আদিম, বর্ব্বর প্যালিওলেথিক, নিওলিথিক ইত্যাদি বলিতেছি, তাদের জীবনের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের আত্মার অন্দল মহলে ঢুকিতে পারি নাই বলিয়াই সেরূপ বলিতেছি কি না, এটা বিশেষভাবে বিবেচ্য। আর কাহারও দেবত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ যদি না পাই, তবে তাহার দানবত্ব তাহাতেই প্রমাণিত হইয়া গেল, এমনটা মনে করা চলে কি? ইতিহাসে রায় লিখিবার মতন মামলা যত জুটিয়াছে, রায় মুলতুবি রাখিবার মামলা তার চাইতে ঢের বেশী জুটিয়াছে এবং নথিভুক্ত রহিয়াছে; রায় সঙ্গে সঙ্গে লিখিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই, এবং উচিত রার লিখিতে গেলে নিরপেক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে, বুদ্ধির যে ত্রিবিধ গুণের কথা আগে বলিয়াছি, সে গুণগুলি প্রচুরভাবে বিচারকের থাকা চাই। অভিনব তথ্য ও তত্ত্ব সমীক্ষা ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা চাই; নিজেরি অভিজ্ঞতা ও আদর্শের গর্ত্তে মণ্ডূকতা পরিহার করা চাই; এবং প্রকৃত সত্য ও সুন্দর আদর্শ কি, তাহা না ঠিক করিয়া, অর্থাৎ সাচ্চা জহরতের জহুরী না হইয়া, প্রাচীন অর্ব্বাচীন, চেনা-অচেনা সকল কল্‌চারের "দর কষিয়া" দিবার জন্য ব্যগ্র হইতে গেলে চলিবে না।

নদী পর্ব্বত দেশাদিরই উল্লেখ হইয়াছে। The interest is essentially pragmatic or practical. মনুসংহিতা ২য় অধ্যায়ে ১৭-২৩ শ্লোকে ধর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্যদেশ, ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ,

বিংশ পরিচ্ছেদ

ইতিহাসে ঐতিহ্যের প্রামাণ্য।

সিদ্ধান্তাবগাহী প্রমাণ।

অতীত যুগের কল্‌চারের মাপ লইতে গিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক একদিকে যেমন ঐতিহ্য (oral or written tradition) ও ইটপাথরের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন, নৃতাত্ত্বিক (anthropologist) অন্যদিকে তেমনি শারীর গঠনের বৈলক্ষণ্যের সূত্র ধরিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকের কাজের কিছু হাঁসিল করিয়া দিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব, আখ্যায়িকা-তত্ত্ব (Mythology) এ সকলও সে কাজে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছে। বিচারক রায় লিখিতে বসিয়া এ সকল প্রমাণ উপেক্ষা করিবেন, এমন কথা কেহ বলে না। কিন্তু, এ সকল প্রমাণের কোনোটাই সিদ্ধান্তাবগাহী নহে। ইংরাজিতে যাহাকে Conclusive evidence বলে, তা নহে। ঐতিহ্য ঠিকভাবে বুঝা যে কি মুস্কিল তা' আমরা লিঙ্গপূজা, মন্ত্র-যন্ত্র, ম্যাজিকের দৃষ্টান্ত লইয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা সারা দুনিয়ার ঐতিহ্য বুঝিতে বুঝাইতে গিয়া যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তার বেশীর ভাগই সম্ভবতঃ খাঁটী, সুতরাং, উপাদেয় হয় নাই। আজকাল তাঁদের লেখার সুর কিছু ফিরিতেছে; নিজেদের আলিঙ্গিত সভ্যতাই যে সারাৎসারা, পরাৎপরা, এ মোহ অনেকেরই কাটিয়া যাইতেছে; এবং জড়বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান—এ সকলের অভিনব দিকে এবং অভিনব ক্ষেত্রে অতর্কিত বিকাশ, তাঁদের পক্ষে অতীত ও মধ্যযুগের রহস্যবাদ-মূলক কাল্‌চার তারিফ করাটা ক্রমেই সম্ভাব্য ও সহজ করিয়া দিতেছে। সে কাল্‌চারের সঙ্গে পরিচয় তাঁদের যতই সত্য ও সুস্পষ্ট হইবে,

---

কুরুক্ষেত্রদেশ, মধ্যদেশ, আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতির কীর্ত্তন রহিয়াছে ; বেদমূলক ধর্ম্মের কোথায় সবিশেষ প্রতিষ্ঠা ও বিশুদ্ধি, তাই দেখাইবার নিমিত্ত। পুরাণাদিতে এই তত্ত্ব সবিস্তর কথিত হইয়াছে। পুরাণাদিতে নৈমিষারণ্যের বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাই। নৈমিষারণ্যের স্থানমাহাত্ম্য (culture এর দিক্ দিয়া) বিশিষ্ট রকমের ছিল বলিয়াছি। নৈমিষারণ্যের সভ্যতা বলিতে একটা বিশিষ্ট আদর্শ বুঝায়। আবশ্যক বিবেচনায় আমরা কূর্ম্মপুরাণ (উপরিভাগ, ৪১শ অধ্যায়) হইতে নৈমিষতত্ত্ব শুনাইতেছি :—"সূত বলিলেন,—ত্রিলোকবিখ্যাত এই শ্রেষ্ঠ নৈমিষ তীর্থ মহাদেবের প্রিয়তর ও মহাপাতক নাশন। হে দ্বিজোত্তমগণ! মহাদেবের দর্শনেচ্ছু ঋষিগণের জন্য পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও এই স্থানে তপস্যা করিয়াছেন। হে বিপ্রগণ! মরীচি,

ততই তাঁরা দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের উপর তাঁদের ম্যাক্সমূলারি, বেবরি, উইলসনি অথবা ম্যাক্‌ডোনালি টীকা, হয়ত আসল দিক্ দিয়াই, অসঙ্গত ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া আসিতেছে। "সোলারমিথ" "ম্যাজিক", "থিওলজিকাল টোওয়াড্‌ল" বলিয়া আর "হালে পাণি" পাওয়া যাইতেছে না।

একটা খট্‌কা তাঁদের মনে ক্রমশই জাগিতে থাকিবে—আচ্ছা, মিথের মূলে সত্যই যদি "বিজ্ঞান" থাকে; ম্যাজিকের পিছনে যদি সত্যই পরীক্ষিত রহস্য থাকে, তবে? সে দিন পুনা হইতে এক সাহেব বিলাতের Spectator কাগজে একখানা ছোট চিঠি লিখিয়াছেন; "মিথের" প্রসঙ্গে সে চিঠিখানা আমূল উদ্ধৃত করা উচিত মনে করিতেছি।

Myths and Fossils

(To the Editor of the Spectator)

Sir,—I have read with interest the epitaphs on the Ape man whose fossilized skull was recently discovered at Taungs. In a recent work Professor Keith gives us the following estimates of the periods that have elapsed since the first appearance of mammalian life :—

Eocene Age ...	...	2,400,000	Years
Miocene Age ...	...	1,200,000	"
Pliocene Age ...	...	500,00	"
Pleistocene Age ...	...	400,000	"
	Total...	4,500,000	"

অত্রি, বসিষ্ঠ, ক্রতু, ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশোদ্ভব এই ষট্‌কুলীয় মহর্ষিগণ পূর্ব্বকালে সর্ব্ববরদ বিশ্বকর্ত্তা, চতুর্ম্মূর্ত্তি চতুর্মুখ কমলোদ্ভব, অব্যয় ব্রহ্মার সমীপে যাইয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে দেব! আপনাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! কোন্ উপায় দ্বারা সেই দেবদেব অদ্বিতীয় ঈশানকে আমরা দর্শন করিব বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমরা বাক্য ও মনের দোষ রহিত হইয়া মহামন্ত্রের সমাচরণ কর; যে দেশে আচারণ করিবে, আমি তাহার উপদেশ করিব। পরে মনোময় চক্র মোচনে উদ্যত হইয়া তাহা স্পর্শ করতঃ ঋষিগণকে বলিলেন,—"আমি এই চক্র ক্ষেপণ করিলাম, তোমরা এই চক্রের অনুগমন কর, বিলম্ব করিও না; যে স্থানে এই চক্রের নেমি পতিত হইবে, তপস্তার নিমিত্ত সেই দেশই উত্তম।" এই বলিয়া ব্রহ্মা সেই চক্র মোচন করিলেন, ঋষিগণও তাহার অনুগমন করিলেন। ঐ শীঘ্রগামী চক্রের নেমি যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহা নৈমিষ নামে স্মৃত হইয়া থাকে। ঐ ক্ষেত্র পবিত্র এবং সর্ব্বত্র পূজিত; সিদ্ধ ও চারণগণে আকীর্ণ, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণের সেবিত এই উত্তম নৈমিষ-ক্ষেত্র ভগবান্ শম্ভুর স্থান। ঐ স্থানে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণ পূর্ব্বকালে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

The Mahabharata describes Four successive stages in human evolution—the Satya, Treta, Dvapara and Kali Yugas, to which it assigns the following durations :—

Satya Yuga ...	...	1,728,000	years
Treta Yuga ...	...	1,296,000	,,
Dvapara Yuga ...	...	864,000	,,
Kali Yuga ...	...	432,000	,,
	Total...	4,320,000	,,

The close similarity between the two schemes, especially in the number of ages, the relative durations assigned to them, and the almost identical totals, is manifest. How came Vyasa to anticipate (by 3,000 years) the latest conclusions of our biologists in so recondite a matter ? Can it be true, after all, that there is more to be learnt from the "myths" than from all the fossils in the British and other museums ? —I am, sir, etc.

J. D. Jenkins.

Hamerton House, 23 Kahun Road, Poona.

গল্প এবং প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব।

ভারতের বৈদিক পৌরাণিক এবং অন্য অনেক দেশেরও পুরাণো গল্পগুলির ভিতরে অনেক সময় গভীর বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে ;—এ সন্দেহ অনেকেই করিয়াছেন, এবং সে সন্দেহ একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয় না। অনেক গল্পের মূল যে জ্যোতিষে, ভূতত্ত্বে—তাহা কেহ কেহ দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছেন। অনেক স্থলে সেই সব প্রচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের "চাবিকাটি" পর্য্যন্তও সেই গল্পের মধ্যেই, অথবা অন্যত্র দেওয়া আছে। খুব সাকুব, সাবধান হইয়া খুঁজিয়া বাহির

তপস্যা করিয়া দেবদেবের নিকট উৎকৃষ্ট বর লাভ করিয়াছিলেন। ঐ দেশ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত ষট্‌কুলোদ্ভব ঋষিগণ সমাহিতভাবে সত্র দ্বারা আরাধনা করিয়া দেবদেব মহাদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই তীর্থে দান, তপস্যা, শ্রাদ্ধ ও যাগাদি যাহা কিছু করা যায়, ইহার এক একটী সপ্তজন্মকৃত পাপক্ষয় করে। এই স্থানে পূর্ব্বকালে সত্রউপাসনাশীল মহর্ষিগণের নিকটে সেই ভগবান্ ব্রহ্ম ভাবিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিয়াছিলেন। এই স্থানে বিশ্বদর্শী দেব ভগবান্ মহাদেব প্রমথগণ পরিবৃত হইরা রুদ্রাণীর সহিত অদ্যাপি ক্রীড়া করিয়া থাকেন, শুনিতে পাওয়া যায়। দ্বিজগণ এই স্থানে নিয়মপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গমন হয়,—যেস্থানে গমন করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না।" বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ (পূর্ব্ব খণ্ড, ১৩শ অধ্যায়ে)

করিতে হয়। "থিওলজিকাল টোওয়াড্‌ল," "প্যাসেজ ফ্রম হেল্‌থ টু ডিজিজ্‌" —এ সব অপরীক্ষকের অসহিষ্ণুতার কটূবাণী। আমরা ভবিষ্যতে আখ্যায়িকা অর্থবাদ ইত্যাদির বিচার প্রসঙ্গে চাবিকাঠি খুঁজিয়া দেখিব, এবং পাইলে তার সাহায্যে পুরাণো গল্পের রহস্যপেটিকা খুলিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। সে সব পেটিকা একেবারে অনাদি পিতামহী-মাতামহী-পরম্পরার "ন্যাক্‌ড়া চোকৃড়া"তেই ভরা বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

লোকপ্রবাদ
এবং
তত্ত্ব।

প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা গুলির মূলেত বটেই, অনেক প্রচলিত, লোক-পরম্পরাগত ঐতিহ্যের মূলেও সার কথা আছে। অনেক নিতান্ত সাধারণ গল্পের বা কিম্বদন্তীর মূলেও খাঁটী সত্য কথা থাকে। নেপাল রাজ্যের যে নাতি.প্রশস্ত উপত্যকা-ভূমিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত, সে উপত্যকাভূমি চারিধারেই উচ্চ পাহাড়ে ঘেরা; এক দিকের পাহাড় ফুটা করিয়া রাজধানীর চরণালক্তকরাগ অঙ্গে মাখিয়া বাগমতী নদী বিহারের সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে। Mr. Percy Brown নেপালের বিবরণ লিখিতে গিয়া বলিতেছেন—"The valley of Nepal (the hollow in Nepal some 20 miles long and 15 miles wide, surrounded by a girdle of high hills) originally the bed of a lake 4,500 feet above the level of the sea. The legend runs that long years ago its waters were released by the god Manjusri (মঞ্জুশ্রী , who cleft the surrounding mountains with his sword. Through the chasm thus made, to this day known as the Kotbar, or "sword cut," the lake drained away, leaving a level piece of ground on which the original inhabitants of the district laid the foundations of the state. From that time Manjusri has been the

---

নৈমিষারণ্যের উৎপত্তির বিবরণ অন্যভাবে কথিত হইয়াছে। দুইটা বিবরণই সাঙ্কেতিক—ভিতরকার "তত্ত্ব" একই। আবশ্যকবোধে এই পুরাণের বিবরণটাও আমরা শুনাইতেছি:—"উহার পশ্চিমে পবিত্র নৈমিষারণ্য। তথায় মুনিগণ সতত পুণ্য-ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং সেই স্থানে মানবগণের সত্যহারী কলির প্রদুর্ভাব নাই। ঋষিগণ যে কারণে উহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক সময় সমুদায় মুনিগণ কলি হইতে ভীত হইয়া শিষ্যগণের সহিত কলির সমক্ষে ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। * * * * তখন ঋষিগণ কহিলেন, হে দেব। মানবগণের সন্তাপহারী কলি সমস্ত পৃথিবী অধিকার

patron saint of Nepal, and representations of him, easily identified by his uplifted swords are seen in much of the ancient art of its people. This artistic fancy is in all probability founded on a scientific fact. Geologists are of opinion that at some remote period a convulsion of the earth's surface took place, and that the lake burst its boundaries, its escaping waters forming what is now the Baghmati river."

অপর দৃষ্টান্ত।

আমাদের বঙ্গদেশে গঙ্গানদীর মূল প্রবাহ যে ঐ প্রকার পার্থিব স্তর-বিপর্য্যয়ের ফলে, অন্যদিকে মুখ্য প্রণালী নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া, সাবেক ধারাটীকে একটা "শাখা" রূপে কোনো মতে বজায় রাখিয়াছে—এ কথাও জিওলজিষ্টদের গবেষণায় অযথার্থ প্রমাণিত হইবে না; এবং এইরকম একটা বৈজ্ঞানিক সত্যকে মূল রাখিয়া যে পুরাণকারের পদ্মাসুরের বা পদ্মাবতীর উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল, তাহাতেও বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। টিউটন, গ্রীক, মিশরীয়, ব্যাবিলোনীয়, চীনীয় এ সকল মাইথোলজির মূল হাতড়াইয়া আমরা অতর্কিতভাবে অনেক টাট্কা বৈজ্ঞানিক সত্যের আভাষ, ইঙ্গিত, পরিচয় পাইতে পারি, এবং কিছু কিছু পাইতেছিও। এক নূতন উদ্দেশ্য ও আশা লইয়া সে সকলের মূল ও রহস্য কাণ্ড অন্বেষণ করার দিন আসিয়াছে। ক্বচিৎ কদাচিৎ একটু আধটু অন্বেষণ চলিতেছেও। রীতিমত ভাবে, খোদ বিজ্ঞানাচার্য্যদের দ্বারাই সে অন্বেষণ চলা দরকার। "A re-understanding and re-interpretation of past tradition" আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

করিয়াছে, অতএব হে ব্রহ্মন! আমরা এক্ষণে কোথায় তপোনুষ্ঠান করি, বলুন। ঋষিগণের বাক্য শ্রবণে ভগবান্ ব্রহ্মা চিন্তান্বিত হইলে, তাঁহার লোচন হইতে সহসা কোটি শশাঙ্কের ন্যায় ধবলকায়, শুক্লবর্ণ মালা ও বসন-পরিহিত হস্তদ্বয়ে জপমালা ও কমণ্ডলু বিরাজিত, প্রসন্নাস্য, দ্বিবাহু এবং দ্বিলোচন এক মহাপ্রভু প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ঋষিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? ব্রহ্মা কহিলেন, ইনি সত্ত্বমূর্ত্তি সনাতন নিমিষদেব. ইহাঁর শরীর সত্যকালোচিত। ইনি তোমাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন, তোমরা ইহাঁকে অগ্রসর করিয়া ভূমণ্ডলে গমন কর। ইনি যে স্থানে গমন বা অবস্থিতি করিবেন, তোমরাও সেই স্থানে গমন ও অবস্থিত করিও এবং বিষ্ণুমূর্ত্তিস্বরূপ ইনি যে স্থানে অন্তর্হিত হইবেন, সেই স্থানই তোমাদিগের ইষ্টপ্রদ হইবে; তথায় কলি গমন করিতে পারিবে না। হে সখি! মুনিগণ, শুভপ্রদ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া নিমিষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উত্তর কুরুতে অবতীর্ণ

ভাষার প্রমাণ।

মাইথোলজির মতন ফিললজিও অনেক অসার ভিত্তির উপরে সিদ্ধান্ত খাড়া করিতে গিয়াছে। ভাষার সঙ্গে মনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (প্রাচীনদের সেই "বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতং" প্রার্থনা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য), তাতে ভাষার প্রকৃতি, আকার ও বিকাশ লক্ষ্য করিয়া মনের বিকাশ সম্বন্ধে একটা অনুমান করা অসম্ভাব্য না হইতে পারে। কিন্তু সত্য অনুমানের পথে বিঘ্ন প্রচুর। ভাষা লইয়া আলোচনা করিতে বসিয়া তিনটি জিনিষ দেখিতে হয়—ভাষার গড়ন বা আকৃতি (structure); ভাষার পরিচ্ছদ (vehicle of expression); ভাষার ব্যঞ্জনা (অভিধেয় বা অর্থ গৌরব—wealth of denotation and connotation)। এ তিনের মধ্যে শেষেরটাই হইতেছে ভাষার সার, অথবা শ্রুতির ভাষায় বলিতে গেলে, ভাষার প্রাণ এবং "মধু"। যে ভাষার ব্যঞ্জনা যত বেশী (যত গভীর, যত উচ্চ, যত বিস্তৃত), সে ভাষাকে তত সমৃদ্ধ ভাষা বলিতে পারে। গড়নের এবং পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য, জটিলতা ইত্যাদি লক্ষণ বিচারযোগ্য হইলেও, মানসিক বিকাশের অনুমানে অব্যভিচারী ও প্রবল হেতু নহে। প্রাচীন মিশরীরা চিত্রলিপি ব্যবহার করিত; ফিনিসীয় বা "বণিক্" (কেহ কেহ তাদের সেই বেদের "পণি" বা "অসুর" জাতি বলিয়া আঁচ করিয়াছেন) জাতি প্রথমে সাঙ্কেতিক বর্ণমালা আবিষ্কার করিয়া মিশরী প্রভৃতি জাতিদের তাহা শিখাইয়াছিল;—ভারতীয় প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির মূলও যে ফিনিসীয়, তা ডাঃ বুলারপ্রমুখ পণ্ডিতেরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাহেবের অনুমান, সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৮০০ (কাছাকাছি) তে ভারতে ঐ লিপি প্রচলিত হইয়াছিল। এ প্রত্নতত্ত্ব তথ্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু দুইটা জাতির মানসিক বিকাশের তুলনা করিতে বসিয়া এটা জোর করিয়া বলা যায় না যে, যে জাতি ছবি আঁকিয়া তাদের ভাষার ব্যবহার চালাইতেছে, তাদের চাইতে যে জাতি সাঙ্কেতিক কতকগুলি রেখা-বিন্যাস করিয়া সে ব্যবহার চালাইতেছে, তারা বেশী উন্নত, বেশী অগ্রসর।

হইয়া সমুদর পর্ব্বত ও ছয়বর্ষ দেশ অতিক্রমপূর্ব্বক হিমালয়ের দক্ষিণ ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে সৌরাষ্ট্রদেশের সমীপে এক স্থানে সেই নিমিষদেব অন্তর্হিত হইলেন। তিনি অন্তর্দ্ধান করিলে মুনিগণ সমুদয় স্থাবরাদি বস্তু বিষ্ণুময় দর্শন করিতে লাগিলেন এবং পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আজ অবধি এই স্থান নিমিষক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইল। গঙ্গাতীরের ন্যায় এই স্থানে অবস্থিত যাবতীয় পশু, পক্ষী, লতা, দ্রুম ও

ভাষার পরিচ্ছদ।

ভাষার পরিচ্ছেদ—কারবারী পোষাক—কেমন হইবে বা হইয়াছে, তাহা অবশ্য লক্ষ্য করার ও পরীক্ষা করার জিনিষ। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে, সে চেহারা দেখিয়াই ভাষার "প্রাণ", প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্বন্ধে জোর অনুমান করা চলে না। শিশুতে ছবি আঁকিয়া থাকে বলিয়া, যে যে জাতি ছবি আঁকিয়া তাদের মনের কথা কহিত বা কহিয়া থাকে, তারা "শিশু"—এ অনুমান সমীচীন নহে। ভাষায় কুলায় না এমন ভাবেরও অভিব্যক্তি ছবিতে শিল্পী করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভাবের অভিব্যক্তিতে কাব্য ও সঙ্গীতের চাইতেও যেন চিত্রের নিপুণতা বেশী মনে হয়। মুখরাগাদি ভাবের যতটা নিকট ও সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, ভাষা ততটা নয়, এমন কি, স্বরও সচরাচর ততটা নয়। আর, ভাব ছাড়াও, যেখানে বস্তু আমাদের সাম্‌নে হাজির করার দরকার হয়, সেখানে চিত্র যতটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও স্পষ্ট পূর্ণ ভাবে আমাদের কাছে তাহা হাজির করিতে পারে, ভাষা কিংবা স্বর ততটা ও তেমন ভাবে পারে না। সঙ্কেতের (symbols) কল্যাণে ভাষার রঁজোগুণ (গতি, ক্ষিপ্রতা) বাড়ে, কিন্তু সত্ত্বগুণ (বস্তু বা ভাবের সাক্ষাৎ প্রকাশ) কমিয়া যায়; সুতরাং ভাষা তার বস্তুতন্ত্রতা কতকটা হারাইয়া ফেলে। লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিলে, সাঙ্কেতিক ভাষার কল্যাণে লাভই হইয়াছে, লোকসান হয় নাই, এমন কি, লোকসানের চাইতে লাভই বেশী হইয়াছে—ইহা জোর করিয়া বলা যায় না।

সাঙ্কেতিকতা।

তা' ছাড়া, যতটা সাঙ্কেতিকতা—(symbolism) ভাষার বিকাশের পক্ষে আবশ্যক, ততটা সাঙ্কেতিকতা যে চিত্র-লিপিতেই ফুটাইয়া তোলা অসম্ভব, এমন কথাই বা জোর করিয়া কে বলিবে? স্বাভাবিক লিপি ও সাঙ্কেতিক লিপি লইয়া বিচার এই ভাবে অনেক দূর চলিতে পারে; এবং সে বিচারের ফলে রায় যে সাঙ্কেতিক লিপির পক্ষেই হইবে, এমন কোনও বিধিলিপি হইয়া নাই।

মনুষ্যাদিই নারায়ণ-স্বরূপ। যজ্ঞাদি সমস্ত কার্য্যই এই স্থানে বিশেষ ফলপ্রদ, সমূদয় দ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ প্রশস্ত, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ এবং ভারতের মধ্যে নৈমিষারণ্যই সর্ব্বোত্তম তীর্থ। মুনিগণ এইরূপ বলিয়া তথায় অবস্থানপূর্ব্বক সতত হৃদয়মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে ভাবনা করত সুস্থচিত্তে হোম ও তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ, অদ্যাপি ঐ বৈষ্ণবক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে সর্ব্বদা পুণ্যক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে লোমহর্ষণ-পুত্র মহাজ্ঞানী পবিত্রাত্মা সূত উগ্রশ্রবা ঋষিগণকে বহুপ্রকার পুরাণ-শাস্ত্র শ্রবণ করাইয়াছেন। হে সহচরীগণ! আমি যে তোমাদিগের নিকট নৈমিষারণ্যের বিষয় বর্ণন করিলাম, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ

বরং ব্যঞ্জনা-সামর্থ্য ও বস্তুতন্ত্রতাই যদি লিপি ব্যবহারের মুখ্য লক্ষ্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে, সাঙ্কেতিক লিপির ব্যবহারে সে লক্ষ্য হইতে আমরা ক্রমেই দূরে সরিয়া আসিয়াছি—এরূপ দূরে সরিয়া আসার ফলে, কোনো কোনো দফা লাভ আমাদের হইয়া থাকিলেও,—একথা আমাদের বলিতে হইবে। এই রকমে দূরে সরিয়া আসার নাম দিয়াছি বিকাশ বা পরিণতি (development)।

সত্যকার বিকাশ !

এ বিকাশ যে কতদূর খাঁটি, তাহা ধীর ও নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার দিন আসিয়াছে। আমরা আগে পাদটীকায় লিপি-ব্যবহারের সঙ্গে আত্মাভিমান ("Self-consciousness") এর বোধের বিকাশের কথা বলিয়াছি। কোনো একজাতীয় লিপির ব্যবহার ত' পরের কথা, আদৌ লিপি-ব্যবহারে যে মানবের আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশই সূচিত ও সম্ভাবিত হইয়াছে- এমন মনে করার পক্ষে সন্দেহ আছে। "লিখিতে পড়িতে জানা" মানুষের স্বাভাবিক মেধা, তপস্যা ও স্মৃতি-সামর্থ্য হইতে পতনের অবস্থা হইতে পারে।—যেমন বর্ত্তমান যুগের যন্ত্রপ্রধান সভ্যতার অতিকায় বিকাশের পরীক্ষা করিবার দিন আসিয়াছে, তেম্‌নি। নর্‌স মিথোলজি সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে কার্লাইল বড় আপশোষ করিয়া বলিয়াছেন—আমাদের ভাষা কেমনধারা স্বভাবের' সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, সজীব ভাব ও বস্তুর সঙ্গে, আমাদের সহজ নিবিড় সংযোগটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ; কেমনধারা আমরা কথার কৃত্রিম পরদা টাঙ্গাইয়া সত্যকার জীবন্ত ভাব ও বস্তু হইতে নিজেদের সত্তাটুকুকে তফাৎ, আলাদা করিয়া লইয়াছি। এই পরদা ঘেরা সত্তাটুকুর মধ্যে ময়দানবের মতন কেমনধারা কথায় তৈরি (nominal and conceptual) মায়াপুরী বানাইয়া তারই মধ্যে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে শিখিয়াছি। আমাদের মধ্যে ভাষার যে দিকে, যে ভাবে বিকাশ হইয়াছে, তার ফলে আমরা কেমনধারা আমাদের জীবনের

করিবে, সে কলিকল্মষ হইতে মুক্ত হইবে।" বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর "magnetic chart" প্রভৃতি আঁকিয়াছেন এবং আঁকিতেছেন। Radio-activityর দিক্ দিয়া পরীক্ষা করিয়া ঐ সূক্ষ্ম তৈজস শক্তির বিদ্যমানতার তারতম্য হিসাব করিয়া পৃথিবীর একটা "radio-chart" তৈয়ারি হওয়াও বিচিত্র নয়। প্রস্তরাদিতেও রেডিও-এক্‌টিভিটি লর্ড রেলি আবিষ্কার করেন। তার ফলে, উহা পৃথিবীর বয়স গণনায় টাইম-কিপাররূপে গ্রাহ্য হইতেছে। এখন, আমাদের শাস্ত্রসিদ্ধান্তে, মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তার দিক্ দিয়া দেখিলেও, পৃথিবীর সকল জলস্থল ভাগ "সমান" শক্তিসম্পন্ন নয় (বলা বাহুল্য, প্রাচীনেরা জড়শক্তি ও প্রাণচৈতন্য-

অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞান (experience and science)—এই দুইটাকেই উত্তরোত্তর বেশী কৃত্রিমতার ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইয়াছি। কার্লাইলের এ আপশোষ কি একেবারে ভিত্তিহীন? লিপি ব্যবহারে,' বিশেষতঃ সাঙ্কেতিক লিপি-ব্যবহারে, এই "মায়াপুরী"কি বেশী জটিল, অবাস্তব ও বিরাট্ হইয়া পড়ে নাই?

সাঙ্কেতিকতায় ক্ষতি।

প্রাচীনেরা বিদ্যুৎ দেখিলে বা মেঘগর্জ্জন শুনিলে যতটা নিবিড় ও সহজ ভাবে সে অনুভূতিতে ডুবিয়া যাইতে পারিতেন, আমরা ততটা যেন পারিতেছি না। আমাদের অতিমাত্রায় সাঙ্কেতিক ভাষা (বিশেষতঃ লিপির পঠন ও লিখন) এবং অতিমাত্রায় সাঙ্কেতিক (conceptual) চিন্তা আমাদের যেন তেমন ভাবে সহজ, নিত্য অনুভূতিগুলির ক্রোড়ে অবাধ নিঃশঙ্ক ভাবে ঝাপাইয়া পড়িতে দেয় না। আমরা বিদ্যুৎ বা মেঘগর্জ্জনের ব্যাখ্যা দিতে শিখিয়াছি, কিন্তু সে ব্যাখ্যা নানা রকমের concepts and symbols (গণিতশাস্ত্র যাদের প্রতিমূর্ত্তি) এর সাহায্যে ও কল্যাণে; সে সব ব্যাখ্যার ফলে প্রচলিত ব্যবহার ক্ষেত্রে লাভ যতটাই হইয়া থাকুক্ না কেন, একথা ঠিক যে, বস্তুর বা প্রাকৃতিক ঘটনার জীবন্ত ও গোটা সত্তা হইতে সে সব ব্যাখ্যা আমাদের সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। এতে মোটের উপরে লাভ হইয়াছে, কি লোকসান হইয়াছে, তার বিচার করিতেছি না। এক দফা লোকসান মনে কিন্তু অনেকটা আপশোষের সৃষ্টি না করিয়া যায় না—বস্তুর জীবন্ত সত্তার রস-নির্ঝর হইতে সরাইয়া আনিয়া সাঙ্কেতিক লিপির ভাষা ও চিন্তা আমাদের জীবনের রসাস্বাদের ভাগটা সত্য সত্যই খানিকটা কমাইয়া দিয়াছে। নর্‌সমেন অথবা

শক্তির ঐক্যই দেখিতেন, এবং সে দর্শন খাঁটি দর্শনই ছিল)। কোনো কোনো ক্ষেত্রের বিশেষত্ব (সাত্ত্বিকতা) তাঁরা মানিয়া গিয়াছেন। আমাদের এই "ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে" তীর্থ এবং বাহিরে তীর্থ—এ দুইই তাঁরা দেখিয়াছেন। তীর্থের মাটি, জল, বাতাস—এ সকলের মধ্যে বিশিষ্ট একটা শক্তি বা "মধু" (ঋ· স· সেই প্রসিদ্ধ "মধুবাতা" মন্ত্র স্মরণীয়; অন্নের মধ্যে ওতপ্রোত শক্তিটিকে ঋষিরা—ঋ· স· ১ম। ২৪ অনুবাক। ৮ সূক্তে অগস্ত্য ঋষি—"পিতু" বলিয়াছিলেন।) তাঁরা দেখিতেন। প্রত্যেক ক্ষেত্র বা তীর্থের শক্তিরও এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে—যেমন সৃষ্টির নিখিল সামগ্রীর আপন আপন বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি-ধারা। এ ধারণা বেদের সংহিতায় নাই—এ একটা ভ্রান্ত ধারণা। প্রথমতঃ, খুব আদিম ও "অসভ্য"দের মধ্যেও দেখিতে পাই—সকল ভূতে ওতপ্রোত শক্তিতে যেমনধারা বিশ্বাস আছে, তেমনি আবার সে বিশ্বশক্তি ভূতে ভূতে বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তিতে বা রূপেও বিশ্বাস আছে। এথ্‌নোলজির সংগৃহীত প্রমাণের রাশি এর সাক্ষ্য দিবে। এ আদিম

বৈদিক ঋষিদের মতন বিদ্যুৎ, অশনি ইত্যাদি নৈসর্গিক ঘটনা দেখিয়া আমরা আর তেমন ধারা রসের নিবিড় স্পর্শোষ্মা প্রাণের স্নায়ুতন্তুগুলিতে অনুভব করিতেছি না। বিজ্ঞান ব্যাখ্যা দিয়া এবং বিদ্যুৎ কে নানাপ্রকারে ব্যবহারে লাগাইয়া আমাদিগকে যেটা দিয়াছে বা দিতেছে, তার যতই দাম থাকুক না কেন, সেটা, আমরা যেটা খোয়াইয়াছি, তার অভাব পূরণ করিয়া দিতে পারিতেছে না। বর্ত্তমান সভ্যতার যন্ত্র-বাহুল্যের ফলাফলের সঙ্গে ইহার তুলনা হইতে পারে। যন্ত্র জীবনকে জটিল করিয়া দিয়া "পোষাকী" আরাম (comfort) হয়ত কিছু দিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সে গিল্টিকরা আরামটুকু কিনিতে হইয়াছে স্বাভাবিক ভাব, সুখ ও শান্তির খাঁটি তহবিল ভাঙ্গিয়া।

"সজীব" ভাষা।

প্রাচীনদের ভাষার দিকে তাকাইয়া দেখিলে যেটা বিশেষভাবে নজরে পড়ে, সেটা হইতেছে এই তাঁরা তাঁদের ভাষার প্রতি শব্দটিকে সজীব ভাবে প্রয়োগ করিতেছেন; "সজীবভাবে" প্রয়োগের মানে—শব্দের বীজ বা ধাতুগত অর্থ ধ্যান করিয়া, তার ভাব বা বস্তুর স্মরণ করিয়া প্রয়োগ করা। বায়ু, প্রাণ, ব্রহ্ম, আদিত্য, অগ্নি—ইত্যাদি শব্দ ঋষিরাও ব্যবহার করিতেন, আমরাও করি; কিন্তু আমরা করি প্রায়ই এক একটা লেবেল বা মার্ক হিসাবে; শব্দের বীজগত অর্থের দিকে খেয়াল না রাখিয়াই, সুতরাং, শব্দের ভিতরেই বস্তুর বা ভাবের যে স্বরূপটি (connotation) প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তার চিন্তা না করিয়াই; অর্থাৎ, যে শব্দগুলি তাঁদের কাছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে connotative ছিল, এখন, আমাদের কাছে, তাদের অনেকগুলিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে connotative না থাকিয়া শুধু denotative হইয়া পড়িয়াছে। "বায়ু,"

ধারণা ও বিশ্বাস প্রাচীন কোনও সভ্যতাতেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে দেখা যায় নাই; বরং, এ বিশ্বাসটাকে মূল করিয়া অনেক প্রাচীন বিদ্যা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঋ· স এবং অন্যত্র যে ঋষিরা সরস্বতী, সিন্ধু, শতদ্রু, গঙ্গা প্রভৃতির এত প্রশস্তি করিতেছেন, সে সকলের উদক "পুণ্য" জ্ঞান করিতেছেন—এর হেতু মাত্র "কৃতজ্ঞতা" নয়—যে কৃতজ্ঞতা প্রত্নবিদেরা মিশরবাসীদের নীলনদের, ক্যাল্ডিয়ান্‌দের টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের প্রতি উথলিয়া উঠিতে দেখিতেছেন। কৃতজ্ঞতা ছাড়া, সত্য সত্যই ঐ সমস্ত নদ নদীর রহস্য শক্তিতে (esoteric influenceএ) প্রাচীনেরা আস্থাবান্ ছিলেন। ঋ· স' ৪ ম। ৩ অনুবাক। ২ সূক্তের কয়েকটি মন্ত্রের দেবতা হইতেছেন "ঋত"। ৮ম ও ১০ম মন্ত্রে ঋতের সঙ্গে অপের ("অপ্" শব্দটি নাই) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বলা হইয়াছে। ১০ম মন্ত্রটির উইলসনি অনুবাদ আমরা দিতেছি:—"The (worshipper) subjecting *Rita* (to his will) verily enjoys *Rita*: the strength of *Rita* is (developed) with speed, and is desirous of (posses-

"সমুদ্রোঽর্ণব," "সবিতা," "মরুৎ," "রুদ্র,"—প্রভৃতি বাক্ তাঁদের প্রয়োগে যেন অগ্নিগর্ভা শমী। যিনি প্রয়োগ করিতেছেন, তিনি প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কল্পনায় ও ধ্যানে এক একটা বস্তুকে তার প্রত্যক্ষস্বরূপে উপলব্ধি করিতেছেন—শব্দের ধাতু ও প্রত্যয়ের, এক কথায় শব্দের—উপাদানের, যাহা বলিবার যাহা শুনাইবার, তার সবটুকু শুনিয়া, খেয়াল করিয়া, তবে যেন তিনি শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন। আমাদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ-গুলি পড়িলে এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। সংহিতাভাগের শব্দরাশির মর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি ভাগ উদ্‌ঘাটন করিতেছেন; কিন্তু সে ব্যাখ্যা দেখিয়া মনে হয় না যে, সে চিন্তাটা সংহিতা ভাগে অব্যক্ত ভূমিতে (unconscious plane এ) ছিল, সে চিন্তাটা ব্রাহ্মণাদি ভাগে স্পষ্ট স্ফুটীকৃত হইয়াছে; বরং আদৌ সংহিতা-ভাগেই, তাদের প্রয়োগ, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে, "সজীব" ছিল বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের ভাষা ও চিন্তা দুইই এতটা "সাঙ্কেতিক" হইয়াছে যে, শব্দগুলি প্রায়ই লেবেল বা মার্কের মতন ব্যবহৃত হইয়া যাইতেছে; শব্দপ্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই "অর্থের" ধ্যান সব সময়ে থাকে না, অনেকস্থলে সম্ভবপরও হয় না; "অর্থ" প্রায়ই অব্যক্তভূমিতেই রহিয়া যায়—বিশেষতঃ শব্দেরই উপাদান (ধাতু, প্রত্যয় প্রভৃতিতে) অন্তর্নিহিত যে অর্থ সেটা।

এস্থলে এ কথা লইয়া বেশী বিস্তার করা অনাবশ্যক, তবে এটা ঠিক যে, ভাষার কোন এক রকমের পরিচ্ছদ দেখিয়াই সভ্যতার বা কল্‌চারের আভিজাত্যের বিচার করিতে যাওয়া হঠকারিতা হইলে হইতে পারে। কোন জাতি সাঙ্কেতিক ভাষা (symbolic language) ও সাঙ্কেতিক লিপি বেশী ব্যবহার করিতেছে, সুতরাং সে জাতির সভ্যতার বৈঠকে বেশী মর্য্যাদা অবশ্য প্রাপ্য—এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম করিয়া রাখা জুলুম হইবে। লিপি-ব্যবহার আদৌ করিতে শিখে নাই, অথচ

ভাষার পরিচ্ছদ ও সভ্যতার আভিজাত্য।

---

sings) water to *Rita* belong the wide and profound heaven and earth; supreme milch kine, they yield their milk to *Rita*." মন্ত্রটি গম্ভীরার্থদ্যোতক; কিন্তু এখানে ভিতরে ঢুকিতে আমরা চেষ্টা করিব না। আসল কথা, ঋত বিশ্বজনীন, বিশ্বব্যাপী।—"ঋতস্যে পৃথ্বী বহুলে গভীরে ঋতয়ে ধেনূ পরমে দুহাতে॥" এই "পরম ধেনু"গুলি কি? বাক্ (Logos) হইতে সুরু করিয়া ভারতী, ইলা, সরস্বতী (ঋ॰ স॰, ১ম।২৪

অনেক আসল বিষয়ে খাসা উন্নতি করিয়াছে – এমন দৃষ্টান্ত অতীত ও বর্ত্তমান দুই ইতিহাস হইতেই মিলিতে পারে। ওসেনিয়া দ্বীপপুঞ্জে এখনও এমন অনেক জাতি বাস করে, যারা নৌবিদ্যা ইত্যাদি কোন কোন শিল্পবিদ্যায় বেশ একটু কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে, অথচ তাদের মধ্যে লিখা পড়ার প্রচলন নাই। কোনো কোনো জাতির মধ্যে "লিখাপড়া" না থাকিলেও একটা বেশ পরিণত ও পরিপুষ্ট (rich and developed) ভাষা (vocabulary) রহিয়াছে; অনেকস্থলে ব্যাকরণের নিয়মগুলি খুব "সাদাসিদে" নয়। ওসেনিয়ায়, আমেরিকায় ইত্যাদি স্থানে এর উদাহরণ রহিয়াছে। সমাজ-বিশেষে লিখা পড়ার প্রচলন না দেখিতে পাইলেই, বাধ্যতামূলক লেখা পড়ায় বাতিকগ্রস্ত ইউরোপ বা আমেরিকা, সভ্যতার, কাল্‌চারের কোন চেহারাই দেখিতে পান না—স্ব-সংস্কার-তন্ত্রতা এমনই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। শরীরের সাজপোষাকের মতন মনের "সাজপাষাক" (যথা, mere literacy) সব সময়ে মনের বিকাশ ও উৎকর্ষের অনুমাপক কিন্তু নাও হইতে পারে।

ভাষার ন্যূনতা।

ভাষার সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক খুবই নিকট সন্দেহ নাই, কিন্তু তা হইলেও, একথা মনে রাখিতে হইবে যে, মানবাত্মার সর্ব্বোচ্চ চিন্তা এবং গম্ভীরতম ভাব ভাষার দৌড় ছাড়াইয়া গিয়া থাকে। যে ব্রহ্ম বা আত্মা মানুষের ধ্যানের চরম পদার্থ, তিনি অক্ষর এবং অস্বর—অর্থাৎ তিনি বাচ্য-বাচক ব্যবহারের অতীত; সুতরাং পাতঞ্জলাদি হিন্দুদর্শনের দৃষ্টিতে প্রণব, ঈশ্বরের বাচক হইলেও, ব্রহ্মের বা অক্ষরের বাচক নহে। ব্রহ্মচিন্তা ছাড়িয়া দিলেও, আমাদের আরও অনেক গভীর, উচ্চ, অথবা বড় চিন্তা, সজীব চিন্তা হিসাবে (as living thought) অনির্ব্বচনীয় ও অবর্ণনীয়। আমরা ভাষায় যে সব চিন্তাকে

অনু। ৯ সূ (৮ ঋ)—এ সকল তত্ত্বই পরম ধেনু বা গো; ঋতের দ্বারাই এ সকল তত্ত্ব হইতে ঋতরূপ দুগ্ধ বা সার বা মধু ঋতজ্ঞেরা দোহন করেন।—(ঋ· স· ১ম। ১৬৪ সূ। ৫০ ঋ; এবং ঐ প্রসিদ্ধ সূক্তের ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ঋক্‌গুলিও দ্রষ্টব্য)। পৃথু পৃথিবীকেই গোরূপে দোহন করিয়াছিলেন; পৃথ্বী পরমাধেনুগুলির অন্যতমা। পৃথ্বীর ভিতরে ক্ষেত্রবিশেষ, নদনদী বা পর্ব্বতবিশেষ সেই পরমা ধেনুর রূপ হইতে পারে, এবং ঋষিদের জ্ঞানে, বিশ্বাসে এবং অনুষ্ঠানে হইয়াছিল। এ সমস্ত "কবিকল্পনা" মাত্র নয়। এ সকল পদার্থের সূক্ষ্ম শক্তিতে (subtle vital and spiritual influenceএ) তাঁরা বিশ্বাস করিতেছেন, এবং ঋতের দ্বারা ঋতরূপ সার সে সকল হইতে তাঁরা দোহন করিতেছেন। ঋতের বপুঃ কত অপরূপ—তা,

সাজাইয়া "ব্যক্ত" করিতে যাই ; কিন্তু সাজ পরিয়া যিনি বাহিরে আসেন, তিনি আসল, জীবন্ত, পূরা ভাবটি নহেন। একটু খেয়াল করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমাদের ভাষা ব্যবহারের রঙ্গমঞ্চে যে সব ভাব সাজিয়া হাজির হন, তাঁরা কেহই খোদ "রাম'' বা "হরিশ্চন্দ্র" নন। আসল "আসরে" নামেনই না—অব্যক্তই থাকিয়া যান।

ভাষার কষ্টিপাথর এই সব কারণে, কল্‌চারের দাম কষিবার পক্ষে সর্ব্বথা নির্ভরযোগ্য নহে। কল্‌চার বিশেষের ভাষা-ভাণ্ডারে উচ্চ ভাবব্যঞ্জক শব্দ-সম্পৎ কি পরিমাণে আছে—এটা অবশ্য খুবই প্রয়োজনীয় প্রশ্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু নানা কারণে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নহে। মানবাত্মার বিকাশ এত বিচিত্র, এবং সে বিকাশের এত নানান্ দিক্ আছে বা সম্ভবপর হইতে পারে যে, ঠিক নির্দ্দিষ্ট একজাতীয় ভাব সমূহকেই "উচ্চ" বা "গভীর'' খেতাপ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা চলে না। ঋগ্‌বেদের ভাষার সঙ্গে বর্ত্তমান কোনো দার্শনিকের বা বৈজ্ঞানিকের বা কবির ভাষা মিলাইয়া প্রথমটাকেই ''শৈশবের ভাষা" মনে করার কারণ খুব সঙ্গত নয়। তখনকার চিন্তা এমন এক রাজ্যে বিস্তৃত ছিল, যে রাজ্যে এখন হয়ত আমাদের প্রবেশাধিকার নাই, অথবা যে রাজ্যকে আমরা, যে কারণেই হউক, মিথ্যার রাজ্য, কল্পনার রাজ্য মনে করিয়া অবজ্ঞার আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া রাখিয়াছি। তখনকার সেই ঋত, যজ্ঞ, দেবতা, মন্ত্র ইত্যাদি পরিভাষা তাই আমরা ঠিক বুঝি না ; যতটুকু বুঝি তাহাতে তাদের ব্যঞ্জনার উচ্চতা ও গভীরতার কোনই সুষ্ঠু ধারণা হয় না। অথচ সেই সব ভাবের চাইতে আমাদের এখনকার কাব্য-দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-চিন্তার পরিভাষাগুলিকে

সভ্যতা-সমস্যার জটিলতা।

ঋ' স' ৪।২৩।৯ মন্ত্র রহস্যময়ী ভাষায় আমাদের শুনাইতেছেন—"ঋতস্য দৃহলা ধারণানি সন্তি, পুরূণি চন্দ্রা বপুষে বপুংষি। ঋতেন দীর্ঘমিষণন্ত পৃক্ষ, ঋতেন গাবঋতমাবিবিশুঃ॥''—শেষের দুই চরণ বিশেষভাবে রহস্যপূর্ণ ঋতের দ্বারাই গো সকল ঋতে প্রবেশ করিয়াছেন—এর মানে কি শুধু এই যে ঋতের বিধির (বা ancient custom এর) ফলেই গো ঋতরূপ যজ্ঞের অঙ্গরূপে (আজ্যের প্রকৃতি, দেবতা, অথবা ''বলি'' রূপে) পরিগণিত হইয়াছেন? আরও গভীর তত্ত্ব কি ঐ সাঙ্কেতিক ভাষায় বিবৃত হয় নাই? গো মানে এখানে যাতে পয়ঃ, ক্ষীর বা সার (সবেতেই আছে) আছে, সেই সমস্ত সামগ্রী—ভূমি, অপ্ রাত্রি, দিবা, উষা, বাক্, ঋচঃ, গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ, ওষধি প্রভৃতি সবই নয় কি? এ সকলের ভিতর হইতে ''সার'' বা অন্ন দোহন করার ঋতটিই কি ঋষিরা ধ্যান করিতেছেন না? সভ্য, অসভ্য

ভাবগৌরবে অনেক বড় ভাবিতেছি! তাঁদের "সমুদ্র" জল-সমষ্টি বা আকাশ, "অগ্নি" আগুন, "বায়ু" বাতাস, "আদিত্য" সূর্য্য, "দ্যাবা পৃথিবী" এই পৃথিবী আর ঐ নক্ষত্র লোক—এই রকম কাটা ছাঁটা মানে করিয়া লইয়া আমরা বেদ-বিদ্যাকে, অথবা তাহারই অনুকল্প জেন্দ অবেস্তা প্রভৃতিকে, শিশুর পোষাকের ভিতরেই জোর করিয়া পূরিয়া রাখিতে চাহিয়াছি। একথা ভুলিয়া গিয়াছি যে, তাঁদের চিন্তা এমন এক লোকে প্রসারিত ছিল, যে লোকের আলোক আমাদের চোখে এখন পৌঁছিতেছে না বলিয়া, আমরা তাকে "সত্যলোক" ভাবিতে না পারিয়া মিথ্যা মায়ালোকই ভাবিতেছি। "দেবতা", "পরলোক", "মন্ত্রশক্তি" ইত্যাকার ভাব এখন আমাদের অনেকের কাছে অভাবেরই সামিল; কাজেই, ঋগ্‌বেদে অথবা জেন্দ অবেস্তা প্রভৃতিতে ঐ সব ভাববাচক শব্দ শুনিলে আমরা কতকটা কৌতুক-মিশ্রিত অবিশ্বাস এবং সহিষ্ণুতা-মিশ্রিত অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া থাকি। "আত্মা", "ব্রহ্ম", "ঋত-সত্য" ইত্যাদি বড় বড় ভাবগর্ভ শব্দও ঋগ্‌ বেদাদির "প্রথম স্তরে" ছোট ছোট ভাব বুঝাইবারই শব্দ; কেননা, তখন ছোট ভাব ছাড়া বড় ভাব মাথায় জাগে নাই, কেননা, তখন সভ্যতা ও কল্‌চারের খুব নিম্ন, অপরিণত দশা; অপরিণত দশা, কেননা, এখনকার ধরণের পরিণতি, এই ভাবের পরিণতি, তখন হয় নাই দেখিতেছি! বিচারের মূলে এই রকম তর্ক।

মানব ও মানবাত্মা।

ওয়ারামুঙ্গা প্রভৃতি "বুনো"দের সম্বন্ধেও প্রথম "বিচারকেরা" যে সব নথি তৈয়ারি করিয়াছিলেন ও রায় লিখিয়াছিলেন, এখন নূতন পরীক্ষকেরা সে সব নথি ও রায় অনেক বদ্‌লাইয়া ফেলিতেছেন; এখন আর "অসভ্যতম" জাতিদেরও ভাষায় "আত্মা," "অদৃষ্ট", "পরলোক", "অনির্দ্দেশ্য বিশ্বশক্তি"—এই রকমের বড় বড় ভাবের শব্দের অত্যন্তাভাব আছে, এমনটা সকল পরীক্ষকে মনে করিতেছেন না। আগেকার পর্য্যটকেরাও সে সব শব্দ না শুনিয়াছিলেন এমন নয়; কিন্তু শুনিয়া বুঝিতেন ছোট ছোট কোনো

সকল মানবের (এবং প্রাণীর) নিয়ত চেষ্টাই কি সেই "দোহনে" ব্যাপৃত নয়? ঋতজ্ঞের ঋতদ্বারা দোহন হইলেই ঋতরূপ অন্ন বা সোম পাওয়া যায়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানও একরূপ ঋতজ্ঞ; তিনি ঋতদ্বারাই নিখিল ভূত দোহন করিতেছেন। এই সার্ব্বজনীন তত্ত্বটাই কি সব মন্ত্রে লক্ষিত হয় নাই? ঋ' স' ৪।৩।১২—"ঋতস্য দেবীরমৃতা অমৃক্তা অর্ণোভিরাপো মধুমদ্ভিরগ্নে"—হে অগ্নি, ঋতের দ্বারাই অমৃত, অমৃক্ত ("unobstructed"—Wilson), দেবী

কিছু; এবং মনে করিতেন—এত অসভ্য যারা, তারা ছোট্ট, নিতান্ত প্রত্যক্ষ-গোচর পদার্থ ছাড়া, বড়গোছের অথবা আগোচর পদার্থের ধার ধরিতেই পারে না। এখন বুনোদের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছে; পরীক্ষকদের খাঁটি তথ্যের পুঁজি বেশী এবং তত্ত্বদৃষ্টিও প্রস্ফুটিত হইতেছে; তার ফলে, তাদের ভিতরটাকে চেনার সুযোগ ও সম্ভাবনা ঢের বেশী হইয়াছে; কাজেই দেখা যাইতেছে যে, আফ্রিকার জঙ্গলে এবং ওসেনিয়ার দ্বীপপুঞ্জেও মানবাত্মা মানবাত্মারূপেই ("Homo Sapiens"রূপে) ফুটিয়া উঠিয়াছে; সে সব দেশের বিকাশ আমাদের দৃষ্টিতে ও বিচারে বিচিত্র, এমন কি, "অদ্ভুত" হইলেও, সেটা যে একভাবে সত্যকার বিকাশই, এটা না মনে না করিয়া উপায় নাই। "ম্যাজিক" ইত্যাদি বুঝিবার অভিনব চেষ্টা তাই হালের এথ্‌নোলজির প্রাণে অনেকটা সমবেদনা ও সমপ্রাণতা আনিয়া দিয়াছে। বেদ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য বুঝিতে এই নব সমবেদনা ও সমপ্রাণতা অনেক কাজে লাগিবে মনে হয়। অবশ্য, ওরিয়েণ্টালিষ্টরা অনেকেই এখনও ম্যাজিকের নামে নাসিকাকুঞ্চিত করিতেছেন।

ভাষার নাড়ী নিগূঢ়।

সে যাহাই হউক, ভাষার নানান্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও সাজ পোষাকের মাঝখানে তার প্রাণ-দেবতা (তার spirit, তার elan vital) কোথায় বাস করিতেছেন, তা ধরিতে পারিলে, তাঁর মূর্ত্তি দেখিয়া সভ্যতার শ্রেণীবিভাগ করা চলিতে পারিত; কিন্তু সেই সত্য মূর্ত্তি আবিষ্কার করা সহজ নয়, বিশেষ একেবারে আলাদা রকমের সভ্যতা বা কল্‌চারের বেলায়, ইহা আমাদের মনে রাখা উচিত। এবং তা যদি মনে রাখি, তবে আর ভাষার বাহিরের পরিচয় একটু আধ্‌টু লইয়াই, কলচার বিশেষকে "শিশু-শিক্ষা" হাতে দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিব না। ভাষার সমৃদ্ধি বা অর্থ-গৌরব

("divine") আপঃ ("rivers") মধুমদ্ভিঃ অর্ণোভিঃ" ("sweet waters") ক্ষরিত হইতেছেন। আপঃ—এর যে বিশেষণগুলি শ্রুতি শুনাইলেন এবং যে মধুমৎ অর্ণের কথা বলিলেন,—সে সবই "কবিত্ব"? আপের ভিতরে সর্ব্বত্র, বিশেষভাবে কোনো কোনো নদীতে, যে 'মধুধারা' অন্তর্লীন হইয়া রহিয়াছে, ঋতের দ্বারাই মধুরসধারা "ক্ষরিত" হইয়া থাকে এবং "বাজী ন সর্গেষু প্রস্তভানঃ" ("like a horse that is being urged in his speed) ঋতজ্ঞ ও ঋত্বিকের পানে ধাবিত হইয়া থাকে (বৎসের মুখে গাভীর বাঁটের দুধ যেমন ধারা)—এই বিশ্বজনীন, রহস্য সত্যটি বলাই কি মন্ত্রের অভিপ্রায় নয়? যে "মধুমৎ অর্ণঃ" দেবী, অমৃত আপের মধ্যে রুদ্ধ (latent), তা' যেন ঋতের দ্বারা "urged and liberated" হইয়া ক্ষরিত হইয়া

দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলে, অথবা অন্য এক standpoint হইতে দেখিলে, ছোট হইয়া যায়—এ কথা ভুলিলে চলিবে না। অতীতের বা "অসভ্য"দের standpoint আর আমাদের ঠিক এক নহে।

এন্থ্রপোলজির সূত্র।

এন্থ্রপোলজির দেওয়া সূত্রের উপরেও একান্ত নির্ভর করা নিরাপদ্ নহে। মাথার গঠনের রকমারি অবশ্য মানুষের মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু সেই রকমারির উপরেই সেই মানুষের জাতি বিভাগ করা একান্ত ভাবে চলে না। Sir Arthur Keith এর নাম পূর্ব্বে দু একবার করিয়াছি; তাঁর এ সম্বন্ধে উক্তির অনেকটা সারবত্তা আছে মনে হয়। তিনি লিখিতেছেন—A difference in head from must not be given undue importance as a race mark. At best it serves in the sub-division of a human stock into races. Among Mongols we find peoples with long heads, although most divisions of this stock have round heads. Among Negroid and Australiod peoples most have long heads, only some have round. In the branches of the Proto-Semitic stock a round head is the prevailing form, but some branches are longheaded. We must not suppose that central Europeans of the round-headed or Alpine type are radically different from the other two European stocks because of their shape of head. Clearly all Europeans are evolved from a common ancestral or Caucasian stock. In Mediterranean and Nordic stocks, dolichocephaly is dominant; in the Alpine stock, brachy-cephaly is dominant." কিথ সাহেব

থাকে—এই তত্ত্বই ঋষি ঐ "বাজী ন" ইত্যাদির উপমায় আমাদের বলিলেন না? এখন, বেদাদিতে যে সমস্ত ক্ষেত্র, নদনদী পর্ব্বতাদির উল্লেখ আছে, স্তুতি বা প্রশস্তি আছে, সে সমস্ত এই জন্যই আছে যে, সে সমস্তকে "পরমা ধেনু," সকলের অন্যতম মনে করা হইত, এবং সে সকল হইতে মধু, সার, অন্ন দোহন করার যত্ন হইত। The interest is chiefly religio-mystical and practical, পঞ্জাপ অঞ্চলে লবণের (rock-saltএর) অভাব নাই—বরং বিদেশী পর্যাটকেরা সাক্ষ্য দিয়াছেন, প্রচুরই ছিল—অথচ, লবণের নাম ঋগ্‌বেদ করিতেছেন না। যে যে পদার্থের (ভূমি, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি নৈসর্গিক ও কৃত্রিম) যজ্ঞ প্রয়োজন ছিল, সুতরাং একটা রহস্যতত্ত্ব (mystical use and meaning) ছিল, সেই সেই পদার্থ, অথবা অর্থবাদ, উপমা ইত্যাদিতে কতকগুলি পদার্থেব নাম বেদ করিতেছেন। এতে এমন সপ্রমাণ হয় না যে, ঐ

মাথার গঠনের উপর ততটা জোর দিতেছেন না, কিন্তু নাকের গঠন তাঁর দৃষ্টিতে যেন বেশী দরকারী। "It is on the human nose that Nature has wrought her latest evolutionary designs." Anthropoid, Pithecanthropus, Neanderthal Man, Negro, Proto Semitic, Caucasian, Hamitic—এই কয়টা টাইপের ছবি পাশাপাশি রাখিয়া তিনি প্রকৃতির নাসা-নির্ম্মাণ-শিল্প-বৈচিত্র্য আমাদের দেখাইয়া দিতেছেন। এ সমস্ত লইয়া এক বিশাল শাস্ত্র সম্প্রতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

চেহারা ও কাল্চার।

এখন কথাটা হইতেছে এই যে, মানুষের ক্রমাভ্যুদয়ে আস্থাবান্ অনেকেই মাথার বা নাকের গঠনের ধরণটাকে মানুষের বিকাশের একটা পরিচয়-চিহ্ন মনে করিয়া থাকেন। Anthropoid এর সঙ্গে Pithecanthropus এর মাথার ও নাকের গঠনের যখন কাছাকাছি মিল দেখিতেছি, তখন এটা মনে ভাবা অন্যায় হইবে না যে, বিকাশের দিক্ দিয়া, শেষোক্ত টাইপ্ প্রথমোক্ত টাইপের (কিনা, "নর বানরের") কাছাকাছি ছিল। নর বানরের মতন চেহারা যাঁর, তার কল্চারও নর বানরেরই মতন—ইহাই হইল যুক্তি। আমাদের ভারতবর্ষকে "the racial watershed of the world"—বিভিন্ন টাইপের মিলনক্ষেত্র, বলা হইয়াছে। একজন ভেদ্দাকে দেখিলে Australiod টাইপ্, দক্ষিণের কাদের জঙ্গলীকে দেখিলে Negroid type, দার্জ্জিলিংএর ভূটিয়াকে দেখিলে Mongoloid, এবং রাজপুতনার একজন রাজন্যকে দেখিলে Caucasoid টাইপের কথা মনে হইতে পারে। আলাদা চেহারা দেখিয়া আলাদা বীজের কথা মনে হওয়াও স্বাভাবিক; যদিও, গঠনবৈচিত্র্য, এমন কি, খুব মৌলিক রকমেরও,—বীজ-বংশ-বৈচিত্র্যের অব্যভিচারী লিঙ্গ নহে। কিন্তু চেহারা দেখিয়া

সকল পদার্থ ছাড়া আর কিছু ঋষিরা ব্যবহার করিতেন না, অথবা জানিতেন না। বেদের Geography দেখিয়া তাঁদের বাসস্থান ও ভূপরিচয়ের সীমা নির্দ্ধারণ করা এই কারণে সর্ব্বথা সঙ্গত হয় না। শতপথ ব্রাহ্মণাদিতে পূর্ব্বে সদানীরা পর্য্যন্ত আসিবার উপাখ্যান আছে, কিন্তু সে উপাখ্যানে শব্দসমূহের গৌণীবৃত্তি। মুখ্যাবৃত্তি অন্য কোনও কোনও তত্ত্বের খ্যাপনে। বেদের বিভিন্ন সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে বিভিন্ন দেশ, নদ নদীর উল্লেখ দেখিলে এটা মনে করিতে হইবে না যে, আর্য্যেরা সেই সেই অংশ "রচনার" কালে সেই সেই দেশাদি নিজেদের বাসভূমি বা সভ্যতার কেন্দ্র করিয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ ঋতের জন্য

বিকাশ বা কল্‌চারের থাক্‌ সাজাইয়া ফেলা আদৌ সঙ্গত হইবে কি? ভেদ্দা, কাদের জঙ্গলী, এমন কি, ভুটিয়া চাইতে রাজপুতনাবাসী রাজপুত উৎকৃষ্টতর-বুদ্ধি-সম্পন্ন বলিয়া আমরা হয়ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু ফিজিকাল্‌ এন্‌থ্রপলোজিষ্টদের বর্ণিত চেহারাখানাই যে এই তারতম্যের মূলে, তাহা বলিতেছি কিসের জোরে?

প্রথমতঃ, মস্তিষ্কাদির গঠনের সঙ্গে বুদ্ধির বা অন্য অন্য আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের সম্পর্ক মোটামুটি স্বীকৃত হইলেও, বাহিরের চেহারা—অর্থাৎ, মাথার খুলির গঠন, নাকের গঠন, চুলের ও গায়ের রং ইত্যাদির সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিকাশকে, "এই হইলে এই হয়" এ ভাবে গাঁথিয়া ফেলা সহজ নয়; ঘটনাস্থলে যাহাই দেখিনা কেন, এটা ভাবিবার কোনই দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই যে, চেহারা ককেসিয়ান্‌ টাইপের হইলেই আধ্যাত্মিক বিকাশ একচেটিয়া হয়, আর মঙ্গোলয়েড বা নেগ্রয়েড্‌ টাইপের হইলে বিকাশ হয় না। সুতরাং, দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অভাবে আমরা কিসের উপরে এ পাকা সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিতেছি যে—যবদ্বীপে যে পিথেক্যান্‌থ্রোপস্‌, ইউরোপে যে নিয়ান্‌ডারথাল্‌, আফ্রিকাতে যে রোডেসিয়ান্‌ টাইপ্‌ মাটির নীচে পাইয়াছি, তাদের চেহারা "নর-বানরের" সঙ্গে মিলিতেছে বলিয়াই, তাদিগকে কল্‌চারের দিক্‌ হইতে, নর বানরের কাছাকাছিই ফেলিয়া রাখিব? চেহারা ছাড়া পাথরের হাতিয়ার, ম্যাজিক প্রভৃতির প্রমাণও যে নিঃসংশয়-সিদ্ধান্ত-নিগমক নয়, তা' আমরা আগে বলিয়াছি। এক ককেসিয়ান্‌ টাইপের জাতির ভিতরেও অনেক

চেহারা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র, নদ নদী পর্ব্বতাদিব "মাহাত্ম্য" আছে—অন্ততঃ পুরাবিদ্যা তা মানিয়া চলিয়াছেন। কোনো সূক্তে বা কণ্ডিকায় বা প্রপাঠকে বা ব্রাহ্মণে ক্ষেত্রবিশেষের উল্লেখ সাধারণতঃ তার বিশেষ "মাহাত্ম্য" টিকে ঋত দ্বারা দোহন করিবার নিমিত্তই—the interest is chiefly practical. Orientalist রা বেদাদিকে "কবিতা" ভাবে দেখিয়া গোল বাধাইয়া থাকেন—তাদের mystico-religious and practical character টা কার্য্যতঃ ভুলিয়া যান। ঋগ্‌বেদ সংহিতার মধ্যে একটা অস্থির, অশান্ত, অপরিণত সমাজের এবং জাতির ছড়াইয়া পড়ার (migrations and expansions) একটা স্পষ্ট চিত্র অনেকেই দেখিতে পান। কিন্তু সে চিত্রের সাহায্যে তাঁরা যেটি দেখাইতে চান, সেটি প্রমাণিত করিতে ঐ চিত্রখানা কি যথেষ্ট প্রমাণ? গ্রীসদেশে একটা "Heroic Age" ছিল—যে কালের অভিব্যক্তি হইল Homeric Poetry, আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারতে এই Age টা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। Mr. H. M. Chadwick ("Hreoic Age",

অন্য “নিম্নতর” টাইপের উদাহরণ পাই; এবং এই অন্য টাইপের লোকের মধ্যেও মনস্বী ও মনীষী কেহ কেহ হইয়াছেন বা হইতেছেন, দেখিতে পাই। নেগ্রয়েড্ বা মঙ্গোলিয়ান্ টাইপের জাতির ভিতরেও খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি স্ফুরণের কোনো বাধা আছে বা হইয়াছে, মনে হয় না।

“নির্ব্বাচিত জাতি”।

অবশ্য প্রত্যেক সভ্য জাতির নিজেকে “নির্ব্বাচিত জাতি” (“chosen people”) মনে করার মতন একটা অভিমান থাকা অস্বাভাবিক নয়। লড়াইএর আগে ইউরোপে জর্ম্মাণজাতি এই অভিমান যে বিশেষভাবে পোষণ করিয়া তাকে অনেক তরিবৎ করিয়া পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, তার প্রমাণাভাব নাই। এ অভিমান-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে ব্যস্ত থাকিতেন শুধু যে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকেরা অথবা ঐতিহাসিকেরা এমন নয়; “নিরপেক্ষ” শিল্প-কলা ও বিজ্ঞানও এ সর্ব্বগ্রাসী যজ্ঞের নিমন্ত্রণে বাদ পড়েন নাই। জর্ম্মাণ এন্থ্রপোলজি (পেন্কা প্রভৃতি) পর্য্যন্ত বাল্‌টিক সাগরের উপকূলবর্ত্তী স্থানে এক নরডিক্ (Nordic) জাতির পরিচয় পাইয়া সেই জাতিটাকেই মানবীয় অভ্যুদয়ের চরম বিকাশ (highest development) মনে করিতে স্থরু করিয়াছিলেন। এই নর্‌ডিক রেস্ শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বৈভবেই শ্রেষ্ঠ; এ শ্রেষ্ঠ বীর জাতিরই বসুন্ধরা ভোগ্যা হইবার যোগ্যা;—এ ধারণা জর্ম্মাণ চিন্তাকে অনেকটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। নিট্‌সে প্রভৃতির দর্শন এ ধারণাতে যেন সত্যের উন্মাদনা

1912) এবং Jane Harrison (“Ancient Art and Ritual”, pp. 158-164), এবং আরও অনেকে এটা দেখাইতে চাহিয়াছেন যে. মানুষের সমাজের কোনো এক-রকমের অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই Heroic Spirit এবং Peotry বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। আদিম মানুষ-সমাজ যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া এক জায়গায় বাস করিতেছে, তখন “ব্যক্তি’ যেন কেহই নয়—tribe বা গোষ্ঠীই সব। “Now in the heroic saga the individual is everything, the mass of the people, the tribe, or the group, are but a shadowing back-ground which throws up the brilliant, clear-cut personality into a more vivid light.—Ancient Art and Ritual.

“We know now that before the northern people whom we call Greeks, and who called themselves Hellenes, came down into Greece, there had grown up in the basin of the Aegean a civilization splendid, wealthy, rich in art and already ancient, the civilization that has come to light at Troy, Mycene, Tiryns, and most of all in Crete. The adventurers from North and South came upon a land rich in

আনিয়া দিয়াছিল। এখন বাল্টিক উপকূলবর্ত্তী নর্ডিক রেসের এই দাবী পৃথিবীর আর সকল জাতি মাথা পাতিয়া লইবেন কি? কেবল জর্ম্মাণ বলিয়া নয়, ফরাসী প্রভৃতি সকল জাতিই তাদের ইতিহাসের কোনো কোনো যুগে বা সময়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্যের ও অনন্যসাধারণত্বের ঐ রকম জাঁক করিয়াছে। এখনও, এক ককেসিয়ান্ গোষ্ঠীর ভিতরেই কেল্ট, স্লাভ, টিউটন ইহারা নিজেদের ছবিখানা আঁকিতে বসিয়া যে সব উজ্জ্বল ঘোরালো রঙ্ গুলিতে তুলি ডুবাইয়া লয়, পরের ছবি আঁকিতে গিয়া সে সব রঙের তেমন ব্যবহার করে না।

আত্মম্ভরিতার নেশা।

শুধু ইতিহাস বলিয়া নয়, এন্থ্রপোলজি "বিজ্ঞান"ও এখন পর্য্যন্ত এই ভাবে আত্মম্ভরিতার নেশায় বুঁদ হইয়া আছে। বলা বাহুল্য, এ অভিমান পশ্চিমেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নহে; আফ্রিকার শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যানীতে অথবা ওসেনিয়া দ্বীপপুঞ্জের তমাল-তালী-বন-রাজি-নীলা বেলাভূমি যে সব জাতি পালক পরিয়া, উল্কি কাটিয়া বাস করে, তাদেরও নিজেদের দেশটাকে ভূস্বর্গ, আর নিজেদের জাতিটাকে মানবীয় বিকাশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ মনে করার উপযুক্ত সংস্কারের অভাব নাই। শ্রেষ্ঠত্বের দাবী উপস্থিত করিতে বড় একটা কেহ পেছপাও হয় নাই। আর এ সকল দাবীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কোন্ আদালতে, কোন্ আইনের কোন্ ধারায় হইবে, তাহাও স্থির করিয়া ফেলা সহজ নয় দেখিতেছি। তবে এটা ঠিক যে, ফিজিকাল এন্থ্রপোলজি - এ সকল দাবীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনই করিতে পারিবেন না। এথ্নোলজি ও আর্কিওলজি কল্চারের যে সকল স্তর (চিলিয়ান প্রভৃতি) সাজাইয়াছেন, সে সকলের মানবীয় অবস্থা-বিশেষের বিবৃতি (description) হিসাবে যতটা দাম থাকুক্ না কেন, সত্যকার আধ্যাত্মিক বা সামাজিক বিকাশের তারা যে নিদর্শন বা লাঞ্ছন—

---

spoils……Such conditions, such a contract of new and old,...go to the making of a heroic age..." ভারতবর্ষেও আর্য্যেরা আসিয়া যে একেবরে "বুনো"-দের সঙ্গে লড়াই করেন নাই—একটা সভ্য জাতির সঙ্গেই লড়াই করিয়াছিলেন—তার প্রমাণ ঋগ্বেদের মধ্যেই পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করিয়াছেন ("দস্যু"দের—ঋ· স· ১ম।১৫ অনু।৭সূ।১৮ ঋক্ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য—পুরী, দুর্গ, অস্ত্রশস্ত্র, মায়া এ সকলেরই আমরা প্রমাণ পাই)। কাজেই গ্রীসে যেমন ঘটনা ঘটিয়াছিল, ভারতবর্ষেও কতকটা সেই রকমের ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে ভাবে বলেন, ঘটনা মোটামুটি সেই রকমই ঘটিয়াছিল, স্বীকার করিলেও—সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যকের "সাহিত্য"টাকে আমরা "Heroic Age" এর

এ কথা জোর করিয়া বলার কোনো প্রবল হেতু উপস্থিত নাই। ভাষাতত্ত্ব ও পুরাখ্যায়িকা-তত্ত্বের “প্রমাণ”ও এখন পর্য্যন্ত যথার্থ জ্ঞান বা প্রমার জনক মনে করিতে পারিতেছি না। বিশ পঞ্চাশ হাজার বা লাখ বছর আগে (আমাদের জানা) মানুষের চেহারা ওরাঙ্‌ ওটাঙ্‌ গরিল্লা বা শিম্পাঞ্জীর চেহারার সঙ্গে মিলিতেছে (সর্ব্বত্র, সর্ব্বপ্রকারেই যে মিলিতেছে তা’ কে বলিতে পারে?), স্থতরাং তখনকার মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ এই সব এন্‌থ্রপেয়েড্‌দেরই কাছাকাছি ছিল—এ অনুমান অবিতথ, বিচারসহ নহে। কোনো এক টাইপের চেহারার সঙ্গে কোনো এক থাকের (উচ্চ বা নীচ) মানসিক বিকাশের অবিনা-ভাব সম্বন্ধ এখনও প্রমাণিত হয় নাই।

“অচলায়তন”।

ফিজিকাল এন্‌থ্রপোলজির দেওয়া প্রমাণগুলি (মাথার খুলির গঠন ইত্যাদি) খুব টেকসই সন্দেহ নাই; মিশর প্রভৃতি দেশে হাজার হাজার বছরেও, নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়, নানা-রক্ত-মিশ্রণ ইত্যাদি প্রবল হেতুর বিদ্যমানতা সত্ত্বেও, প্রাচীন শারীর-গঠনাদি তেমন পরিবর্ত্তিত হয় নাই—এ সাক্ষ্য অনেক হালের ইজিপ্টোলজিষ্ট দিবেন; কিন্তু রুষিয়া প্রভৃতি অনেক স্থাকে অতর্কিত কারণে শারীর গঠনের আমূল পরিবর্ত্তনও যে হইয়াছে—এ কথারও সাক্ষ্য দিবার পণ্ডিতের অভাব নাই। অতএব “প্রমাণের” উপকরণগুলি মোটের উপর টেকসই হইলেও, একেবারে “অচলায়তন,” “ইস্পাতের কাঠামো” (“steel frame”) নয়।

আদিম মানব কেমন ছিল?

চেহারার নজির দেখিয়াই সরাসরি রায় লিখিয়া ফেলার পক্ষে এইটা হইল প্রথম দফা আপত্তি। চেহারার সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিকাশের সম্বন্ধ যে নাই এমন নয়; কিন্তু তা থাকিলেও, এ সিদ্ধান্তের অভ্যুপগম হইবে না যে—মানুষের আদিম অবস্থার ইতিহাস একেবারে আধ্যাত্মিক শৈশবেরই ইতিহাস। তখন মানব-সাকল্যে চেহারা যে এনথ্রপয়েড ধরণের ছিল,

---

সাহিত্য ঠিক মনে করিতে পারি না। সংহিতা Heroic Poem বা Epic নয়। অবশ্য দেবতা ও মানুষের বীরত্বের কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কথা, জয়পরাজয়ের কথা সংহিতায় খুবই আছে; কিন্তু মুখ্যভাবে নয়। একটা সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনের সর্ব্ব অবস্থার পূর্ণ চিত্রখানিই আমরা সেখানে পাই। ব্যক্তির “দাবী” উপেক্ষিত হয় নাই; পক্ষান্তরে, গোষ্ঠী, নমাজও “তুচ্ছ” হইয়া পড়ে নাই। দুয়ের একটা সামঞ্জস্যের চিত্রই—কেবল ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বলিয়া নয়, ঐহিক, পারত্রিক, অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স, কর্ম্মজ্ঞান – এ সকলেই সামঞ্জস্যের চিত্রই আমরা পাই। সাহেব পণ্ডিতেরা বলিবেন—এ সমন্বয়ের মূর্ত্তিটা হাজার বছর ধরিয়া

কোথাও কোনো বিশেষ ছিল না, "অসাধারণ" চেহারা ছিল না — ইহার প্রমাণাভাব। সকলেরই কোনো এক বা কতিপয় সুদূর অতীত যুগে এন্‌থ্রপয়েড চেহারা মানিয়া লইলেও, প্রথমতঃ একথা বলা চলিবে না যে, সেই সুদূর অতীত যুগটি বা যুগগুলিই (epochs) মানুষের একেবারে আদিম আবির্ভাবের যুগ; সুতরাং দ্বিতীয়তঃ, একথাও ভাবা উচিত হইবে না যে, আদিম মানব এন্‌থ্রপয়েড চেহারা লইয়াই, কাজে কাজে তদনুরূপ আধ্যাত্মিক সম্পদ্ লইয়াই, ধরাপৃষ্ঠে প্রথমে দেখা দিয়াছিল। ডারউইনের থিওরি, "মিসিংলিঙ্ক" প্রভৃতি মোটামুটি মানিয়া লইলেও, প্রথম মানুষের বানরানুরূপ আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া আসরে অবতীর্ণ হওয়াই সপ্রমাণ হয় না।

কল্পনায় নূতন সম্ভাবনা।

নূতন নূতন প্রাণিজাতির (Speciesদের) উৎপত্তি সম্বন্ধে সেই মামুলি ডারউইন-লামার্ক-স্পেনসার—ইত্যাদির শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্ত্তনবাদ চাইতে ডি-ভ্রাইজের (বা মর্‌গানের) বা (প্রকারান্তরে) দার্শনিক হেন্‌রি বার্গসোঁর আকস্মিক পরিবর্ত্তনবাদ ("Mutation Theory") বেশী পাকা বলিয়া অনেকেরই মনে হইতে পারে। বিশেষতঃ হালের শারীর-বিদ্যা (Anatomy and Physiology) আমাদের দেহমধ্যে কতকগুলি গ্লাণ্ডের আশ্চর্য্য সৃষ্টিসংহারশক্তির যে পরিচয় আমাদের দিতেছেন, সে পরিচয় পাইয়া, সেই যোগীদের ষট্‌চক্রের সাধন-স্ফুরণের অনেক রহস্যই আমাদের দৃষ্টিতে কেবল "সম্ভাবনার কোটি" স্পর্শ করিয়াছে এমন নয়; সে পরিচয়ের ফলে আমরা বুঝিতেছি যে, শারীর-গঠন-বিকাশ, এবং সঙ্গে সঙ্গে, মানসিক গঠন-বিকাশের অনেক কাণ্ড কারখানাই, এই সকল "রহস্য"-গ্ল্যাণ্ড-নিঃসৃত রস আমাদের অতর্কিত ভাবে, নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছে। ফলে, কোন এক রকমের শারীর ও মানসিক গঠনের দম্পতির দেহে গ্ল্যাণ্ড বিশেষের রস

গড়িয়া উঠিয়াছিল (Colebrooke, Asiatic Researches, vii, 283. and viii, 483. জ্যোতিষের প্রমাণে "সংহিতা" বা সূক্ত সংগ্রহটাকে ১৪০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত লইয়াছিলেন; সূক্তগুলি আরও প্রাচীন। Jacobi জ্যোতিষের প্রমাণে ৪,০০০ খৃঃ পূঃ লইয়াছেন: তিলক আরও দেড় হাজার দু'হাজার আগে। বলা বাহুল্য, এ সবই নিতান্ত "আনুমানিক" কথা। এ সব "dates" নির্ভরযোগ্য নয়। ম্যাক্‌ডোনেল প্রভৃতি অনেকে "সূত্র" (কল্প) গুলিকে আন্দাজি ৫০০-২০০ খৃঃ পূঃ তে ফেলিয়াছেন; যাস্কও আনুমানিক ৫০০ খৃঃ পূঃ। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ (পুরাতনগুলি) ৮০০-৫০০ খৃঃ পূঃ ফেলিয়াছেন। তিলক এবং আরও কেহ কেহ খৃঃ পূঃ ২,৫০০ (মোটামুটি) এর ব্রাহ্মণ গ্রন্থ

নিঃসরণের তারতম্যাদি হইতে তাহাদেরই দেহে ও মনে গুরুতর রকমের পরিবর্ত্তনের স্থচনা হইতে পারে; এবং সে পরিবর্ত্তন গভীর ও "জারম্ প্লাজম্" স্পর্শী হইলে, সেই দম্পতি হইতে এমন সন্তান জন্মিতে পারে, যে সন্তান, শারীর ও মানসিক গঠনে, পিতামাতার টাইপের অনুরূপ না হইয়া, একান্ত বিরূপ হইতে পারে। স্থতরাং এমন খুবই হইতে পারে যে, আমরা আজকাল অথবা স্থদূর অতীত স্তরে, এন্থ্রপয়েড গোছের যে সমস্ত মানবীয় চেহারার নিদর্শন পাইতেছি, তারা হয়ত অতর্কিত পরিবর্ত্তনে, এমন কোন কোন আদিম ষ্টক্ (stock) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যারা আকৃতি-প্রকৃতিতে আদৌ এন্থ্রপয়েড গোছের ছিল না।

মূল মানব-প্রকৃতি।

এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে, সেই সেই আদিম জাতি,এখন আমরা আর্য্যদের যে আকার প্রকার দেখিতে পাইতেছি, সেই আকার প্রকারের টাইপ্ বিশিষ্ট ছিলেন। হইতে পারে যে, তাঁদের সেই আদিম আকৃতি ও প্রকৃতি মানবীয়তার মূল প্রকৃতি বা মূল বস্তু ছিল। পরে যে সকল পিথেক্যান্ থ্রপস্ প্রভৃতি বানরসদৃশ চেহারা ও বুদ্ধি দেখা দিয়াছিল, সে সকল চেহারা ও বুদ্ধি আদিমও নহে, মানবীয়তার মূল. প্রকৃতিও নহে; তারা অর্ব্বাচীন ও বিকৃতি (degenerates)। প্রথমে হয়ত শুদ্ধ টাইপ্ (Pristine Typeই) আবির্ভূত হইয়াছিল। আমাদের, ও অন্য অন্য অনেক প্রাচীন ধর্ম্ম মতের, মনু হইতে মানুষের উৎপত্তি, খৃষ্টান প্রভৃতিদের মতে আদম ইভ হইতে মানুষের বংশ বস্তার—এ সকলই গোড়ায় শুদ্ধ টাইপটাকেই বসাইয়াছে; আদিতে যেটা, সেটা, শরীর ও মনের দিক্ দিয়া, একেবারে আদর্শ বলিলেই হয়। সেই আদিম পূর্ণ বা শুদ্ধ জাতি হয়ত সর্ব্বাংশে অথবা সর্ব্বতোভাবেই অবনত হইয়া গিয়াছিল, এমন মনে না করা যাইতে পারে।

যে ছিল, তা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফল কথা, বৌদ্ধ যুগের আগে ভারতীয় ইতিহাসের dates বেজায় অনিশ্চিত। হাজার বছরের "গড়াপেটা" একটা সামাজিক জীবনের চিত্র বেদ আমাদের আঁকিয়া দেখাইতেছেন। গোড়ায় বেদের যে "মৌলিক" রূপ (nucleus) টি ছিল, সে রূপটি নানান্ অবস্থায় বদলাইয়া গিয়াছিল। প্রথম, মধ্য এশিয়ায় এজমালিভাবে বাস করার সময়কার জীবনের নক্সা; দ্বিতীয়, ভারতবর্ষে সিন্ধু পঞ্জাপ দেশে আগমন ও আদিমদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহাদির নক্সা; তৃতীয়, ভারতবর্ষে ক্রমশঃ বিস্তৃত হবার এবং স্থির-সমাজবদ্ধভাবে থাকার নক্সা। এই তিন স্তরের জীবনের সাহিত্যই বেদে রহিয়াছে। এ স্তর সাজাইবার গোড়ায় একটী "থিওরি" রহিয়াছে, এবং সে থিওরি যে

সেই শুদ্ধ জাতির বিকৃতি যখন খুব ব্যাপক হইয়া বানরকল্প মানব জাতি সকল পায়দা করিতেছিল, তখনও স্থানে স্থানে সেই শুদ্ধ জাতির কোনো কোনো "শাখা" কতকটা শুদ্ধ ভাবেই হয়ত টিকিয়া যাইয়া থাকিতে পারে। নিয়ান্ডার্ থাল্ প্রভৃতি স্তরে সে রকম শাখার নিদর্শন এখনও আমরা খুঁজিয়া পাই নাই বলিয়া, এ সম্ভাবনা বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত হইবে না। সে স্তরের সঙ্গে পরিচয়ই বা আমাদের কতটুকু? আর, সে স্তরে রকমারি চেহারার মানুষ যদি বা "প্যালিও লিথিক" পোষাকই পরিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই, তবে সরাসরি সে মানুষকে অষ্ট্রেলিয়ার বুনো ওয়ারামুঙ্গা জাতির সামিল করিব কেন, নৈমিষারণ্যের ঋষিকুলের সামিল করিব না কেন, এর কোনো জোর কৈফিয়ৎ এথ্‌নোলজিষ্ট দিতে পারিবেন কি?

মানব প্রকৃতি ও বিকৃতি।

আদিম শুদ্ধ জাতির একটানা বিকৃতিই চলিয়া আসিতেছে, এমন মনে করারও কোনো হেতু নাই। বিকৃতির পাশাপাশি যেমন অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ ধারাটিও কথঞ্চিৎ ক্কচিৎ বিদ্যমান থাকিতে পারে, তেমনি আবার বিকৃতি হইতেও, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কারণের সমবায়ে আবার শুদ্ধির দিকে ফিরিয়া আসাও সম্ভবপর হইতে পারে। এই "ফিরিয়া আসা"কে এথ্‌নোলজিষ্টরা মানুষের "ইভোলিউশন্" ভাবিতেছেন। তাহা হয়ত হইয়াছে। শুদ্ধির দিকে আসিতে আসিতে আবার কোনো কারণে "পাতিত্য" ঘটিতে পারে। ফলকথা, মানুষের ইতিহাস, তরঙ্গায়িত ভাবে, এমন কি হয়ত, স্পাইরেলের ভঙ্গীতে চলিতেছে। বিশুদ্ধি হইতে পতন (হয়ত শাখাবিশেষেই), পাতিত্য হইতে প্রায়শ্চিত্তের ফলে আবার বিশুদ্ধি (সর্ব্বাবয়বে না হউক শাখাবিশেষে), আবার পাতিত্য (তাও হয়ত শাখা বিশেষে) - এইভাবে হয়ত "কার্ব্ব" ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। গোড়ায় শুধু এন্‌থ্‌পয়েড, এমনটা মনে করিতে কেহ ন্যায়তঃ বাধ্য আছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

কতটা ভারসহ, সে পক্ষে সংশয় করার কারণ আছে। আমরা থিওরির বিচার আপাততঃ করিব না। তবে এটা ঠিক যে, ঐ রকমের থিওরি করা ছাড়া যে "facts" সমূহের সঙ্গতি করা যায় না—সন্তোষজনকভাবে যায় না—এমন মনে করার বলবৎ কারণ নাই। Factsগুলি অন্যরকমের থিওরির সঙ্গেও "খাপ" খায়; পুরাণাদির যে ঐতিহ্য, সেটার সঙ্গে মিলিয়া, ভারতীয় কাল্‌চারের খাঁটি (essential) আকৃতি প্রকৃতিতে খেয়াল রাখিয়া যে থিওরি factsগুলিকে খাপ খাওয়াইতে পারে, সেই থিওরিই সত্য হবার সম্ভাবনা বেশী। আমরা এ রকমের থিওরির একটা চেহারা আভাষে কতকটা আগেই দেখাইতে চেষ্টা করি-

প্রশ্ন উঠিবে—জাতির পাতিত্য, সংস্কার– এ সব হইতেছে কেন ও কেমন করিয়া? কারণ বাহিরে যতই থাকুক না কেন, পাতিত্য ও সংস্কারের অব্যবহিত পশ্চাতে গ্লাণ্ড সমূহের সৃষ্টি-সংহার-শক্তি যে রহিয়াছে, সে পক্ষে সন্দেহ করা আর বোধ হয় চলিবে না। প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে একটুখানি উদ্ধার না করিলে ব্যাপার খানা বোধ হয় স্পষ্ট হইবে না। এ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত বিবরণ "Origin And Nature of Life" (Benjamin Moore) গ্রন্থে ২৩২-২৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। Brown-Seguard, Schafer, Bayliss, Starling, Addison, Oliver, Osler, Gley প্রমুখ শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে অনেক আবিষ্ক্রিয়া, পরীক্ষাদি করিয়াছেন। Bayliss এবং Starling "hormones" নাম দেন।

"In late years Nature has unlocked some of the secrets of her mechanism for the production of new forms of man and beast. It has been found that there exists in the human body just as in that of every vertebrate animal, a number of growth regulating glands, each exercising its own peculiar effect on the growth of the body and brain. Two are situated within the skull and attached to the brain—the pituitary gland and the pineal gland. Another is placed in the neck—the thyroid gland. A fourth is placed near the kidneys—the adrenel gland; while the fifth, or the interstitial gland forms an intrinsic constituent of the sex or seed glands.

"The fact that removal of the sex glands alters the bodily form and mental character of human beings is knowledge of olden times. But it is only in recent years

---

য়াছি। ১। আর্য্যেরা ভারতে "আগন্তুক" নয়; ভারতেও ছিলেন. ভারতের বাহিরেও (সুমেরু প্রভৃতি অঞ্চলেও)—উপনিবেশ করিয়াই হউক, আর স্থায়ী বাসিন্দাভাবেই হউক—ছিলেন। ২। ভারতবর্ষ এই বহুব্যাপক আর্য্যসত্তার কেন্দ্র বা nucelus ছিল। ৩। সেই কেন্দ্রের চারিধারে আর্য্যভূমির বা "আর্য্যাবর্ত্তের" পুনঃ পুনঃ সঙ্কোচ-প্রসার (expansion-contraction out of recial elasticity) হইয়াছে। ৪। যে যে দেশে তাঁরা ছড়াইয়া ছিলেন, সে সবটা "আর্য্যাবর্ত্তে", বা "আর্য্যভূমি" অবশ্য ছিল না—যে যে ভূভাগে আর্য্য কাল্‌চার (বিশেষতঃ বাহ্য ও আধ্যাত্মিক "যজ্ঞ") প্রতিষ্ঠিত হইাছিল, সেই সেঃ ভূভাগ আর্যাবর্ত্ত হইয়াছিল। অতএব "আর্যাবর্ত্ত" একটা পরিভাষা; তার দ্বারা যে কতখানি ভূভাগ বুঝাইবে, তার স্থিরতা ছিল না; ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থান ও সীমা

that we have learnt how the effect is produced. We know that the sex glands and each of the other glands just mentioned are small but complex chemical laboratories in which substances named hormones are produced. These hormones are passed in minute quantities into the circulating blood and are by this means carried to every member and part of the body, where they exercise a regulating or controlling influence on growth and form.

"Medical men are only too familiar with the disturbances of growth which follow disorderly action of one or more of these glands. For instance, the pituitary gland may assume an abnormal size, with the result that the growth of the whole body changes. A young man or woman so effected will shoot up into a giant or giantess. If on the other hand, the gland is reduced in size or action, dwarfism results. We know, too, that adult individuals who suffer from enlargement of the pituitary gland become transformed in appearance in the course of a few years. Their faces become rugged and long, their jaws big, and their noses prominent. Their feet, hands, skin, hair and mental nature change, so potent are the hormones emamating from the pituitary gland in the shaping of bodily characters.

Medical men are also familiar with the growth effects which follow disordered action of the thyroid gland. The effects are different from—almost the opposite of the effects which follow the disturbed action of the pituitary

---

আর্য্যাবর্ত্তের হইয়াছে। সম্পূর্ণ আর্য্যীকৃত ভূভাগ=আর্য্যাবর্ত্ত (receding or expanding in the ages); আর যে বিস্তৃত ভূভাগ পূর্ণভাবে আর্য্যীকৃত না হইলেও আর্য্যবিস্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং আর্য্যাধিকৃত হইয়াছিল, সেইটা="ভারতবর্ষ" (this also not fixed, but now receding and now expanding in the ages; একটা পরিভাষা যেমন, "ব্যাস")। অতএব দুইটাই এক একটা "Idea"—এক একটা fixed geographical area নয়। পুরাণাদিতে যে ঐতিহ্য প্রচলিত আছে, তাহাও ইহার সমর্থক। বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ ১ম, ২য়, ৩য় অধ্যায়ে মানব বংশ বিস্তার, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে উত্তানপাদ পুত্র প্রিয়ব্রতের সন্ততিদের শাসন; প্রিয়ব্রত পুত্র নাভি, নাভি পুত্র ঋষভ, ঋষভ পুত্র ভরত হইতে "ভারতবর্ষ" নাম; এবং শেষকালে (তৃতীয়াধ্যায়ে) ভারত-

gland. If the action of the thyroid is defective, the face becomes short and broad, the nose seems to sink in at the root and to become widened and flattened. The skin and hair change in texture, the brain becomes sluggish, growth in stature is diminished or even arrested, so that dwarfism results. Again, the adrenal glands, as well as the thyroid, may be defective or altered in action. The skin of a fair person then becomes darkened by the deposition within it of pigment. The colour of hair and skin can be changed.

"Thus we see that there exists in the human body an elaborate mechanism for regulating its devolopsment and growth. By the free play and interaction of hormones, stature and strength may be increased or diminished; the pigmentation of the skin may be altered, the texture and distribution of hair changed, the facial features transformed, mental nature and emotional reactions greatly modified. Further, it is highly probable that certain elements in food, known as vitanines, can act on, and alter, the hormone machanism which contrrols growth and determines racial characteristics.''

"আজব কারখানা"।

তাহা হইলে, মানুষের এই ''আজব কারখানাটায়'' মানুষের নতুন নতুন ছাঁচ—শরীরের ও মনের—তৈয়ারি হবার বন্দোবস্ত রহিয়াছে; এখন আমরা পৃথিবীতে যে চার পাঁচ রকমের মূল ছাঁচ দেখিতে পাইতেছি, সে সব কয় রকমের ছাঁচই মূলের মূল কোনো এক ছাঁচ হইতে ঐ ''অদৃশ্য'' হর্‌মোন্ রসের কল্যাণে ক্রমশঃ ঢালাই হইয়াছে.—এ সম্ভাবনা অনেক বৈজ্ঞানিকই আমোলে আনিয়াছেন।

বর্ষের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়াছেন: অন্য অন্য পুরাণেও প্রসঙ্গ আছে। মৎস্যপুরাণ (১২১ অধ্যায়) গঙ্গার স্রোতঃ নানাদিকে অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষের ও আশে পাশের অনেক দেশের উল্লেখ করিয়াছেন (মাগধ, ব্রহ্মোত্তর, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্তের নাম আছে; এবং এ গুলিকে—"এতান্ জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে শুভা" —আর্য্যজনপদের মধ্যে অন্তর্গত করা হইয়াছে); বঙ্গে আর্য্য প্রতিষ্ঠা খুব প্রাচীন কালে হইলেও, সেখানে সব সময় আর্য্যভাবটি স্বভাবে ছিল না বলিয়া, সেখানে বাস করিতে আর্য্যদের কুণ্ঠা সময়ে সময়ে যে হইত—তার প্রমাণ বঙ্গের প্রাচীনেতিহাস লেখকেরা কেহ কেহ দিয়াছেন। ফলকথা, অবস্থানুসারে, বঙ্গ প্রভৃতি দেশ কখনও ''আর্য্য

অষ্ট্রেলিয়ার ওয়ারামুঙ্গাদিগকে সেই আদিম ছাঁচের বর্ত্তমান মালিক—এ অনুমান কেহ কেহ করিয়াছেন। ইউরোপের নর্‌ডিক ছাঁচ মেডিটারেনিয়ান্ ছাঁচ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। মানুষের ছাঁচগুলির যে কোনো একটা সাধারণ মূল থাকা সম্ভব এবং ছাঁচ ("আকৃতি") গুলির সামান্য পরিণতি ও অন্যান্য পরিণতিও যে হওয়া সম্ভব এবং তা হওয়া প্রধানতঃ মানুষের আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তের ফলে সম্ভব এবং অন্ন প্রভৃতির প্রভাব সেই আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তের অন্দর পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ পৌছিয়া থাকে;—এই সকল সত্য অনুসন্ধান করিয়া বাহির করার ফলে, মানুষের আদি রহস্য অন্য রকমের চেহারা লইয়া আমাদের দ্বারে হয়ত উপস্থিত হইতেছে।

মূল ছাঁচ ও পরের ছাঁচ।

মানুষের মূল ছাঁচটাকে এন্‌থ্রপয়েড গোছের মনে করার বলবৎ হেতু নাই—প্রাণিজগতে ক্রমাভ্যুদয়-বাদ মানিয়া লইলেও নাই। সে মূল ছাঁচটা উৎকৃষ্ট হবার পক্ষে কোনই বাধা অবশ্যম্ভাবিনী নয়। পরবর্ত্তী অপকৃষ্ট ছাঁচগুলি হর্‌মোন্ চালোন রসের "ভিয়ানের" দোষে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকিতে পারে। পরবর্ত্তী সকল ছাঁচগুলিই যে অপকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হইয়াছিল, এমন মনে করার জরুরি কারণ নাই। উৎকৃষ্টের "ধারা"ও সম্ভবতঃ পাশাপাশি চলিয়া আসিয়াছে! বর্ত্তমানে যেমন পৃথিবীতে ভাল মন্দ মাঝারি সব রকমেরই ছাঁচ দেখিতেছি, সেই রকম অতীত যুগেও হওয়া সম্ভব। এখনও কারখানায় হয়ত নতুন নতুন ছাঁচ ঢালাই হইতেছে—সেই হর্‌মোন—চালোন রসের খোলা হইতে "ভিয়ান" হইয়াই। অতীতেও সেই রকম অবশ্যই হইয়াছে। উৎকৃষ্ট ছাঁচ নিকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট

জনপদ হইত, কখনও ব্যবহারে সেরূপ রহিত না। ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, মধ্য দেশটা যেন কেন্দ্রে ছিল বলিয়া মনে হয়। যাই হউক, আর্যাবর্ত্ত, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সংজ্ঞাগুলি আধুনিক কালে এক একটা নির্দ্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে ভূভাগ বুঝাইলেও আগে বরাবর এক একটা "সংজ্ঞা" ও "Idea" ভাবেই বলবৎ ছিল। আলেক্‌জেণ্ডারের পর হইতে "ইণ্ডিয়ার" কতক কতক অংশ বার বার কিছু কালের জন্য যবন ম্লেচ্ছাদির শাসনে আসিয়াছে। Geographically সেই সেই অংশ ভারতবর্ষের সামিল সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের লক্ষণমত, সেই সেই অংশ (যে পরিমাণে যবনভাবে অভিভূত হইয়াছিল, সে পরিমাণে; মনে রাখিতে হইবে কম বেশি দুই শতাব্দীর পশ্চিমাঞ্চলে যবনাধিকার বিশেষ কোনো স্থায়ী কীর্ত্তি—monuments—বা প্রভাব রাখিয়া যাইতে পারে নাই, মিলিন্দপ্রশ্ন ইত্যাদি সত্ত্বেও।) তৎ তৎ কালের জন্য "আর্য্যাবর্ত্ত" ও "ভারতবর্ষ" ছিল না। বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে ভারতবর্ষের যে স্তুতি দেখিতে পাই, সে স্তুতি মুখ্যতঃ ঐ "Idea"র— শাস্ত্রের

হইয়া উঠিয়াছে। অন্নের প্রভাব বৈজ্ঞানিকেরা এখনই স্বীকার করিতে বসিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ সকল ঢালাই গড়নে ধর্ম্মাধর্ম্ম (spiritual forces and actions) এর প্রভাবই সব চেয়ে বেশী মৌলিক। বাইরের অন্ন আমাদের দেহস্থ গ্ল্যাণ্ড গুলিতে কার্য্যকর হয় বটে, কিন্তু অদৃশ্য হর্‌মোন্ রসের পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্ভবতঃ আসলে নির্ভর করে আমাদের আধ্যাত্মিক ভাব ও কর্ম্মসমূহের উপর, এক কথায়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উপর। আমাদের মানবীয় ছাঁচটিকে বজায় রাখিয়া তাকে ক্রমে উৎকৃষ্টতর করিয়া তোলে যে ভাব ও কর্ম্ম-সমষ্টি, তাহাই রক্ষা ও অভ্যুদয়, ক্ষেম ও যোগ-হেতু ধর্ম্ম। মানবীয় ছাঁচটি আবার নানান্ রকমের হইতে পারে—যেমন "আর্য্য", "আর্য্যেতর" ইত্যাদি (অবশ্য, ভাষাবিদেরা যাই বলুন, নৃতত্ত্ববিশারদেরা "আর্য্য" জাতি বলিয়া একটা টাইপ ওভাবে মানিতে অনেকেই নারাজ)। এখন আর্য্য জাতির ধর্ম্ম হইতেছে তাহাই, যাহা সে জাতিকে সকল প্রকার সাঙ্কর্য্য ও বিকৃতি হইতে রক্ষা করিয়া ক্রমশঃ বিশুদ্ধি ও পূর্ণতার পানে লইয়া যাইবে। এই ধর্ম্ম ও তার বিপরীত অধর্ম্ম, হইতেছে আমাদের ছাঁচ ঢালাই কারখানার হেড মিস্ত্রী। এই হেড মিস্ত্রীরাই গড়িয়া পিটিয়া মানুষের নানান্ ছাঁচ তৈয়ারী করিয়াছে ও করিতেছে; এবং একে আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়া তার নূতন গড়ন দিতেছে, আগেও দিয়াছে। মনে রাখা উচিত যে, এ ছাঁচ শুধু দেহটার ছাঁচই নয়—"mental nature and emotional reactions"—মানসিক প্রকৃতি এবং ভাবের প্রতি-ক্রিয়াসমূহ—এক কথায়,

---

ভাষায় যেটাকে আমরা ভারতবর্ষের "প্রাণ", "প্রজ্ঞা" অথবা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিতে পারি। ভারতবর্ষের "প্রাণ"টি পুরাণকার (বিষ্ণুপুরাণ, ২।৩।১৯, ২০, ২১, ২২ শ্লোকে) দেখাইয়াছেন:—"চত্বারি ভারতবর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কস্মিংশ্চান্যত্র ন ক্বচিৎ॥ তপস্তপান্তি মুনয়ো জহ্বতে চাত্র যজিনঃ। দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ॥ পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে। যজ্ঞৈর্যজ্ঞময়ো বিষ্ণুরন্য দ্বীপেষু চান্যথা॥ অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে। যতো হি কর্ম্মভূ রেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥" ২৪ শ্লোকে "ভারতভূমিভাগ স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভুত" বলা হইয়াছে। এই ভূমিভাগের (বিশিষ্টভাগের বৈশিষ্ট্য) মাহাত্ম্য তাঁরা স্বীকার করিতেন, কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষ=India অথবা কোনও একটি fixed geographical area নয়; মোটামুটি, একটী ভূভাগের সঙ্গে, ঐ "প্রাণের" সম্বন্ধ বেশী হইয়া থাকিলেও, তার কায়া বা শরীর কিছু কিছু বদ্‌লাইয়াছে সঙ্কোচ বিকাশ প্রাপ্তও হইয়াছে। নৈমিষারণ্য ছিল সেই প্রাণ বা আত্মার একটা মর্ম্মস্থান—vital spot বা centre—কি ভাবে তা আমরা আগে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

৫। মোটের উপর, geographically ভারতবর্ষটাকে লইয়া আমরা মনে করিতে পারি

স্থূল শরীর ও লিঙ্গ শরীর, এ দুইই ছাঁচের সামিল। Mechanism ও Vitalismএর মামলা এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। রক্ত চলাচলের mechanism, খাদ্য পরিপাকের chemistryও পুরাণো কথা; প্রফেসার আড্রিয়ান্ স্নায়ুমণ্ডলীর mechanismও কতকটা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তা সত্ত্বে, J. S. Haldane প্রমুখ অনেকে সজ্ঘাত-শক্তি (o-ordination) না মানিয়া পারেন নাই।

এখন, এই কথাই যদি ঠিক হয়, তবে কেমন করিয়া বলিব যে, মানুষ গোড়াতে যেমন "বান্দুরে" চেহারা লইয়া আসিয়াছিল, তেমনি "বাঁদুরে" বুদ্ধি লইয়াও আসিয়াছিল; সুতরাং, গোড়াতে কেবলি শৈশবোচিত ও বর্ব্বরোচিত চিন্তা বা ব্যবহারই সম্ভবপর হইয়াছিল; উচ্চতর ভাব, চিন্তা ব্যবহার--এ সব ক্রমোন্নতির ফলে ধীরে ধীরে ফুটিয়াছে; কাজে কাজেই, বড় গোছের যা কিছু সম্পদ্, তা সবই এক রকম আধুনিক?—এ সিদ্ধান্তকে সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লই কি করিয়া?

আলোচনার ইঙ্গিত।

এ আলোচনার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত এতক্ষণে স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। আমরা মানবাত্মার প্রধান প্রধান ভাব ও বেদনা-সম্পদ্গুলির ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে চলিয়াছি। অনুসন্ধানে চলিয়া গোড়াতেই এ থিওরি গড়িয়া লইবার কোনো সঙ্গত কারণ নাই যে, আদিতে এন্থ্রপয়েড্ মানুষ, সুতরাং এন্থ্রপয়েড্ মাথা; সুতরাং ধীরে ধীরে সেই চেহারার উন্নতি হইয়া একদিকে যেমন নরডিক্ ষ্টকের মতন সুন্দর সুঠাম আকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে সেই এন্থ্রপয়েড্ মাথাই সুদীর্ঘ শৈশবের স্বপ্ন, কুহক ও "ছেলেমি"র ভিতর দিয়াই শেষকালে শঙ্কর হিগেল, নিউটন ডারউইনের মাথায় পরিপুষ্ট হইয়াছে। বিকাশের রেখাটিকে এই রকমের একটা ঊর্দ্ধগামী ঋজুরেখা মনে করার কোনই প্রবল যুক্তি নাই।

যে, আর্য্যেরা যে কালে এখানে বাস করিতেন (প্রচলিত "আমদানী" থিওরি আমরা সরাইয়া রাখিতেছি), সে কালে তাঁদের সঙ্গে দ্রাবিড়, কোলেরিয়ান প্রভৃতি জাতিও বাস করিত, এবং তারাও অল্পবিস্তর "সভ্য" ছিল। অবশ্য, এ সকলের একটা সাধারণ মূল ছিল কি না, সে বিচার আমরা আপাততঃ করিতেছি না—আমরা দেখিয়াছি যে' বিলাতী নৃতত্ত্ববিদেদেরও অনেকে ভারতবর্ষকে "watershed of all races of mankind" মনে করিয়াছেন। আমরা এই সকল টাইপ্‌কে একটা মূল উৎকৃষ্ট টাইপেরই অল্প-বিস্তর বিকৃত পরিণতি মনে করি।

ইংরাজি লজিকের ভাষায় বলিতে গেলে, "আর্য্যাবর্ত্ত", "ভারতবর্ষ", "সপ্তসিন্ধু"—

আর্য্যগণের এজমালি সম্পত্তি ।

গোড়াতেই থিওরি হইল যে, ভারতীয় আর্য্যেরা মধ্য এশিয়ার ইরাণীর ও অন্য-অন্য শাখার আর্য্যদের সঙ্গে এক সঙ্গে ঘরকন্না করিতেন ; সেই সময়ে অবশ্য তাঁদের কতকগুলি সাধারণ উপাস্য দেবতা, সাধারণ অনুষ্ঠান, এবং সে সকলের সাধারণ নাম প্রচলিত ছিল ; পরে সেই সব শাখা নানা দেশে ছড়াইয়া পড়েন ; প্রত্যেক শাখা তাঁদের সাধারণ দেবতা, অনুষ্ঠান ও ভাষার "সম্পত্তি" লইয়া প্রবাসী হইয়াছেন ; পরে, নূতন দেশে নূতন অবস্থায় মধ্যে পড়িয়া তাঁদের প্রত্যেকের এজমালি সম্পত্তির "ইতর বিশেষ" বা বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে ; এই জন্য, পঞ্জাবের আর্য্যদের সঙ্গে ইরাণীর আর্য্যদের গোড়ায় যতটা মিল থাকুক্ না কেন, পরে অবস্থার পার্থক্যের দরুণ, তাদের মধ্যে ধর্ম্ম-কর্ম্মের ও ভাষার একটা মস্ত বড় ব্যবধান স্থলেমান—হিন্দুকুশ পর্ব্বতের মতই খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। এখন, ভারতীয় আর্য্যদের প্রাচীন পরিচয় পাই তাঁদের ঋগ্‌বেদে ; ইরাণীর আর্য্যদের, জেন্দ-অবেস্তায় ; দুয়ের মধ্যে মিল, গরমিল যথেষ্ট দেখিতে পাই। এখন, যে যে অংশে ভাষায়, ভাবে, অনুষ্ঠানে) দুয়ের মিল দেখিব, সেই সেই অংশকে প্রাচীন বলিব ; কেননা, সে সব তাঁদের সেই মধ্য এশিয়ার এজ্‌মালি সংসারের পরিচয় বা নিদর্শন ; আর যে যে অংশে গরমিল দেখিতেছি, সে গুলিকে অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন মনে করিব ; কেন না, তখন দুই শাখা পৃথক্ হইয়া আলাদা আলাদা বাস্তুতে বসবাস করিয়া নিজের নিজের "স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির" দাবী উপস্থিত করিতেছে ; এমন কি, "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইয়া বিবাদ বিসম্বাদও স্থরু করিয়া দিয়াছে। এই সূত্র অনুসরণ করিয়া ঋগ্‌বেদের কোন্ কোন্ অংশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, কোন্ কোন্ অংশ বা অপেক্ষাকৃত নবীন, তাহা বিলাতী পণ্ডিতেরা এক রকম সাব্যস্ত করিরা রাখিয়াছেন। নবীন ভাগে যে সকল শব্দ যে যে অর্থে ব্যবহার হইতেছে, প্রাচীনভাগে তাদের সে সব অর্থ ছিল

এ সকল "connotative names", যাদের "denotation" অবস্থানুসারে বার বার বদ্‌লাইয়াছে। মধ্য এসিয়ার টার্কিস্থান অঞ্চলে (সম্ভবতঃ সেই সব স্থানে, যে গুলি পরবর্ত্তীকালে শুষ্ক হইয়া মরুভূমিতে, "arid land" এ, পরিণত হইয়াছিল, এবং যেখানকার বালিমাটির নীচে কয়েক শতাব্দীর আগে কার আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি পাওয়া যাইতেছে) সপ্তসিন্ধু কেহ কেহ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; সাধারণতঃ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সীমানা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত ভূভাগেই সপ্তসিন্ধু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বেদমন্ত্রগুলি প্রণিধান করিয়া মনে হইতে পারে, "সপ্তসিন্ধু"ও একটা "connotative term",

না ; পরে দেবতা, অনুষ্ঠান ইত্যাদির যে আকারে বিকাশ হইয়াছে, গোড়ায়, অর্থাৎ, এজমালি অবস্থায় সে আকারের বিকাশ হয় নাই। কেবল ইরাণী বলিয়া নহে, গ্রীক ইটালীয়, টিউটন্, কেল্ট, এরা সবাই একদিন একান্নবর্ত্তী পরিবারে ছিল ; কাজেই, ঋগ্ বেদের যে যে অংশে গ্রীক্ প্রভৃতিদের পূর্ব্ব সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় (ভাষায়, উপাখ্যানে, ব্যবহারে) সেই সেই অংশই আগেকার। তারপর মধ্য এসিয়ায় যখন মূল বাস্তু, তখন গোড়াকার সাহিত্যে সেইখানকারই ছাপ থাকিবে ; পঞ্চনদ-গঙ্গা-যমুনা-দৃষদ্বতী-সরস্বতী-বিধৌত ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি প্রদেশের ছাপ থাকিবে না। তারপর আবার, চ্যাল্‌ডীয় প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক সভ্যতার ইতিহাস হইতেও বেদের অংশ বিশেষের জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্বের প্রমাণ মিলিতে পারে।

বিলাতী পণ্ডিতেরা এ থিওরি সমর্থনের নজির রাশি রাশি সংগ্রহ করিয়াছেন। শুধু তথ্য হিসাবে অনেক নজির মূল্যবান্ সন্দেহ নাই।

এ থিওরির নজির ।

ঋগ্‌বেদে যিনি "অসুর", জেন্দ অবেস্তায় তিনি "অহুর" ; ঋগ্‌বেদে যিনি "বৃত্র", অবেস্তার তিনি "বেরেথ" ; বেদে যিনি "বৃত্রঘ্ন", অবেস্তায় তিনি "বেরেথঘ্ন" ; ইত্যাদি অসংখ্য মিল দেখিতে পাই। কেবল. ইরাণীদের ধর্ম্ম-সাহিত্যে কেন, প্রাচীন গ্রীক্ ও ইতালীদের ধর্ম্ম-সাহিত্যেও এবম্বিধ মিলের অসদ্ভাব নাই। ঋগ্‌বেদে ঊষার, দহনা, সরণ্যু, সরমা, উষস্ ইত্যাদি যে সকল আখ্যা প্রচলিত আছে, তাদের প্রায় সবগুলিই একটু আধ্‌টু রূপান্তরিত আকারে গ্রীক্ ও লাটিনদের দেবতা-পর্য্যায়ের মধ্যে দেখিতে পাই। প্রাচীন আখ্যায়িকা, অনুষ্ঠান প্রভৃতির মিলও পণ্ডিতেরা অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত দেখাইয়াছেন।

যার বাচ্য বা denotation অবস্থাবিশেষে বদ্‌লাইয়াছে। অবশ্য আধ্যাত্মিক রাজ্যের সপ্তসিন্ধুর কথা সম্প্রতি আমরা বলিতেছি না। যাই হউক, দ্রাবিড় কোলেরিয়ান এবং কিছু কিছু নিগ্রোয়েড্. মঙ্গোলয়েড্ জাতিদের লইয়া আর্য্যেরা স্মরণাতীত কাল হইতেই (যত দিনের খোঁজ আমরা পাইতেছি) ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের ভূস্তরে আদিম প্যালিওলিথিক, নিওলিথিক যুগের যে সমস্ত নিদর্শন মিলিয়াছে, সে গুলিকে আর্কিও-লজিষ্টেরা সাধারণতঃ যে ভাবে নিগমক (conclusive) মনে করেন, আমরা সে ভাবে করি না। প্রথম, প্যালিওলিথিক বা ইওলিথিক মানব যে বর্ব্বর হইবেই, এমন কোন কথা নাই। আমরা নৈমিষারণ্য, বানপ্রস্থ-যতি আশ্রমের এবং পুরাণাদি বর্ণিত সত্য যুগের ছবি (যখন মানুষ গৃহপুর ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত না, শস্য উৎপাদন করিত না, পাহাড়ে পর্ব্বত সমুদ্রকূলে বাস করিত, ইত্যাদি ইত্যাদি) আঁকিয়া দেখাইয়াছি

থিওরি সপ্রমাণ হয় কি?

কিন্তু এ সব মানিয়া লইলেও, "মিড্এশিয়াটিক্ থিওরি" এবং দলে দলে "দেশান্তরী" হবার থিওরি সপ্রমাণ হয় না। হালের অনেক বিপশ্চিৎ পরীক্ষক মিড্এসিয়াটিক থিওরি আর্য্য জাতি-সমূহের উৎপত্তিবাদ হিসাবে বর্জ্জন করিয়াছেন। "আর্য্য জাতি" বলিয়া একটা সাধারণ জাতি ভাষা ও কল্‌চারের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আছে বটে, কিন্তু প্রাণি-বিদ্যা ও কুল-বিদ্যার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে নাই। যাহাদিগকে আমরা আর্য্যজাতির নানা শাখা মনে করি, তাদের ভাষাগত ও আচার-অনুষ্ঠানগত মিল রহিয়াছে, এই হিসাবে তারা একজাতি বিবেচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু একই মধ্য এশিয়াবাসী বা অন্য কোনও দেশবাসী মূল আর্য্য জাতির রক্তের বিভিন্ন ধারা ইহারা, এরূপ মনে না করার দিকেই প্রমাণকূট আজকাল বেশী ঝুঁকিয়াছে। উদাহরণকল্পে অধ্যাপক সার্জির "মেডিটারেনিয়ান্ রেসেস" দের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গবেষণা-প্রবন্ধ এ প্রসঙ্গে স্মরণ-যোগ্য। "ক" ও 'খ" —এই দুই জাতির বীজ ও রক্তের মিল না থাকিতে পারে; অথচ, "খ" 'ক" এর ভাষা ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলবাসী দ্রাবিড় জাতি প্রধানতঃ "আর্য্য" নয়, কিন্তু ভাষায় কিছু কিছু, এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রায় পূরাপূরিভাবে আর্য্য সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের বাঙ্গালীদের ধমনীতে নাকি আর্য্য রক্তের ছিটা ফোঁটা আছে মাত্র; আসলে আমরা দ্রাবিড় মঙ্গলের খিঁচুড়ি। এই রকম সব টাট্‌কা টাট্‌কা থিওরি।

যে, সে অবস্থায় বাহ্যতঃ "সভ্যতা"র কোনো লক্ষণই নাই, অথচ মানুষ কত উন্নত! সমাজবদ্ধ, গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান ধরণের অনুরূপভাবে মানুষকে সাধারণতঃ বাস যে করিতেই হইবে এবং হইয়াছে, এমন কোনো কথা নাই। তারপর, দ্বিতীয়তঃ. ঐ সমস্ত ভূতত্ত্বের প্রমাণের মাত্রা এতই সামান্য যে, তার উপরে সুদূর অতীত সম্বন্ধে কোনো রকমের থিওরি খাড়া করা চলে না। এ সম্বন্ধে আলোচনা এখানে আমরা করিব না। এখন, ৬। ঐ মূল ভারতীয় আর্য্যজাতির "কেন্দ্র" ভারতে রহিলেও, সেই কেন্দ্রের চারিধারে সে জাতির কখনও বা বেশী বিস্তার, কখনও বা বেশী সঙ্কোচ হইয়াছে; একবার নয়, বার বার। ৭। সময়ে সময়ে কেন্দ্রে আর্য্যরক্ত, ভাব ও সংস্কারের অভাব হইয়াছে, তখন বাহিরের "অঙ্গ প্রত্যঙ্গ" হইতে কেন্দ্রে "রসরক্ত" ভাবসংস্কারেয় সরবরাহ হইয়াছে। ৮। অনেক সময়, স্রোতঃ বিপরীত ভাবেও কাজ করিয়াছে; অর্থাৎ, আমাদের দেহে হৃদ্‌পিণ্ড হইতে ধমনী তাজারক্ত বহিয়া অঙ্গে প্রত্যঙ্গে লইয়া যায়, আবার, শিরাগুলি ময়লা রক্ত হৃদয়ে বহিয়া লইয়া আছে, সে রকম সমাজদেহেও অবশ্য হয়; তা ছাড়া

মানব সংস্থানের জরিপ।

অনেক টাট্‌কা থিওরি আমাদের পাতে পরিবেশন করিলে আমরা সেগুলিকে তেমন উপাদেয় জ্ঞান করিব না। ব্লুমেন বাক্‌ "ককেসয়েড" নামটাকে চালাইয়া দিয়াছিলেন; এই ককেসয়েড জাতিদের স্ফুটতর বিকাশ পৃথিবীর ম্যাপে কোথায় কোথায় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, আলোচনা করিয়া বিলাতী পণ্ডিতেরা ধরাপৃষ্ঠে মানব সংস্থানের (distribution of man) নানান্‌ রকমের চিত্রিত ম্যাপ আঁকিয়াছেন; "সরকারি" জরিপি ম্যাপে দেখিতে পাই, সেই "ককেসয়েড' সূচক ঘোরালো রক্তিমা আমাদের ভারতবর্ষের কেবল পশ্চিমোত্তর প্রদেশ (পঞ্জাব ও রাজস্থান) স্পর্শ করিয়াই পশ্চিমে, ইউরোপের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বাঙ্গলামুলুকে সে লাল আভার ছায়াটুকুও পড়ে নাই।

সম্ভাবনার নানা দিক্‌।

নৃতত্ত্ববিশারদদিগের এই রকম যত টাট্‌কা থিওরি শুনিয়া আমরা আপ্যায়িত হইতেছি। সে যাই হউক, এই সব আলোচনার ফলে একটা কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, ভাষার মিল আছে, অথবা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মিল আছে বলিয়াই, "ক" "খ" "গ" ইত্যাদি বিবিধ মানব সঙ্ঘকে আদিতে একান্নবর্ত্তি-পরিবার-ভুক্ত, পরে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" মনে করিবার জরুরৎ নাই। এবং তা যদি না থাকে তবে, "ক" ও "খ" এর মধ্যে যে যে অংশে মিল আছে, সেই সেই অংশ পুরাতন, আর যেখানে সেখানে গরমিল, সেখানে নূতন,—এ অনুমান ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। বরং এখন কেহ মনে করিতে পারেন যে, "ক" ও "খ" গোড়াতে আলাদাই ছিল, সুতরাং তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যটাই পুরাতন; পরে তারা পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া আদান প্রদান ব্যবহার করিয়াছে, সুতরাং, তাদের মিলের দিক্‌টাই নূতন। গ্রীক্‌ ইরাণী ও ভারতীয়েরা হয়ত গোড়াতে আলাদাই ছিলেন; তখন অবশ্য প্রত্যেকের আলাদা কল্‌চারাদির সম্পত্তি ছিল; পরে

ধমনী ও শিরা সমূহও বহিঃস্রোতা এবং অন্তঃস্রোতা (efferent and afferent)—দুই রকমেরই হইতে পারে। ৯। কেন্দ্র হইতে বাহিরে যখন যখন স্রোতঃ বহিয়া গিয়াছে, তখন তখন ভারত হইতে এক একটা "emigration" হইয়াছে; পক্ষান্তরে, বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি হইতে যখন যখন কেন্দ্রের দিকে স্রোতঃ আসিয়াছে, তখন তখন ভারতে এক একটি "immigration" হইয়াছে। ১০। এই উভয়বিধ স্রোতঃ যে সমুচ্চয়ে (summation এ) কাজ করিয়াছে, তা আমরা মূল প্রস্তাবেই বলিয়াছি।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

কোনও স্মরণাতীত যুগে তারা পরস্পরের সঙ্গে আদান প্রদান করিয়াছিলেন ; অথবা তাঁদের মধ্যে অন্যতম অপর দুয়ের উপরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ; তার ফলে, ঋগ্‌বেদে যে ভাষা শুনিতে পাই, অথবা সে সকল ভাব অনুষ্ঠান দেখিতে পাই, সে ভাষার প্রতিধ্বনি এবং সে সকল ভাবানুষ্ঠানের প্রতিচ্ছায়া ইরাণ-গ্রীসাদিদেশেরও প্রাচীন সভ্যতার মাঝে স্পষ্টতঃ ধরিতে পাই।

ঋগ্‌বেদের দশমমণ্ডল, প্রথমমণ্ডলের শেষ দিক্‌টা—এসব অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন সাব্যস্ত করার কি অকাট্য যুক্তি বিদেশী পণ্ডিতেরা দিতে পারেন ?

স্তরবিচারে যুক্তি।

দশমমণ্ডলের প্রসিদ্ধ পুরুষ সূক্তের ভাষার সঙ্গে পরবর্ত্তী আরণ্যক উপনিষদাদির ভাষা মেলে ; বেদের “প্রাচীন” ভাগগুলির ভাষা ঠিক মেলে না ; পুরুষ সূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয়ও উচ্চ ও গুরুগম্ভীর ; “প্রাচীন”ভাগ গুলিতে অত উচ্চ ও গভীর চিন্তার কোনই পরিচয় মেলে না ; কাজেই পুরুষ সূক্তটি আধুনিক ;—এ জাতীয় যুক্তি-যষ্টি অনায়াসে অম্লান বদনে গলাধঃকরণ করিয়া যাইব আমরা কত দিন ? থিওরির জন্য তথ্য, না তথ্যের জন্য থিওরি ? বেদের অদিতি, বরুণ, সোম (লতা হিসাবে চন্দ্রাভিমানীদেবতা হিসাবে নয়) মিত্র অর্য্যমা ইত্যাদি কতিপয় দেবতা নাকি খুব “প্রাচীন”। কেন ?—ইরাণী প্রভৃতির মধ্যেও তাঁরা ছিলেন। তাতে কি হইল ?—যে স্মরণাতীত যুগে এক সঙ্গে ঘর কন্না করিতেন, সেই সময়েই এঁরা, এবং তার আগে হইতেই, এঁরা ছিলেন। বেশত, তাতে বুঝিব কি ?—অত পুরাকালে তাঁদের অর্থ “সাদাসিধা” রকমেরই থাকিতে পারে, এবং তাই ছিল।

এই সমগ্র জটিল ব্যাপারটা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছে, এবং “সাহিত্য” এই সমগ্র ব্যাপারের সর্ব্বাবস্থারই “ছাপ” রাখিয়া গিয়াছে। বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি সংহিতায় “নর” “নৃতম” কোনো কোনো স্থানে হইয়াছেন ; তার স্থূল মানে এ নয় যে, এঁরা ঐ সমস্ত streams of migration (in and out) এর নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত বহির্মুখ এবং অন্তর্মুখ স্রোতে আর্য্যবিদ্যা বা সভ্যতার “প্রাণ”টি যে যে নূতন রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই সেই রূপের বিকাশের শক্তিতত্ত্ব হইতেছেন এই নৃতমেরা, নরাংশসেরা। Each represents an Elan which was and still is, instrumental in evolving a perticular type of Aryan Idea or a particular phase of Aryan consciousness. সোম স্বর্গে ছিলেন, গায়ত্রী পক্ষিরূপ ধরিয়া তাঁকে আনয়ন করিয়াছিলেন ; অগ্নি জলে লুকাইয়াছিলেন, দেবতারা তাঁকে বাহির করিয়াছিলেন ; দেবতারা অগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছিলেন ; অঙ্গিরাঃ অথবা মনু অথবা ভৃগু অগ্নিকে লইয়া প্রথমে যজ্ঞ করিয়াছিলেন—ইত্যাকার সব বচনে আধ্যাত্মিকাদিস্তরের তত্ত্বত’

দৃষ্টান্ত, অদিতি।

অদিতি ও আদিত্যের মহিমায় ঋগ্‌বেদের মন্ত্রগুলি ভরিয়া রহিয়াছে। এখন, এই "অদিতি" যে অসীমত্বের প্রথম আর্য্যনাম, তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও মানিয়াছেন। কিন্তু গোড়াতে সে অসীমত্ব স্থূল রকমের, "দেখা শোনা যায়" এই রকমের অসীমত্ব বুঝাইত—ইহাই হইল, ম্যাক্স মূলার প্রভৃতির মত। ম্যাক্‌স মূলার লিখিতেছেন—"Aditi, an ancient god or goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning, but the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse, beyond the earth, beyond the clouds, beyond the sky" (Rig veda, Translation, vol. I. P. 230)। রোথ ("Sanskrit Texts" vol V. P. 37) অদিতিকে "celestial light" বলিয়াছেন। অদিতি যে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় তত্ত্বরূপে প্রথম আর্য্যদের মনে উদয় হইয়াছিল, এ কথা মানিতে পণ্ডিতেরা নারাজ; কেন না মানিলে, তাঁদের থিওরির ও সংস্কারের গোড়ায় টান পড়ে। অথচ, "অদিতির্দ্যাবাপৃথিবী ঋতং মহৎ" ইত্যাকার বহু মন্ত্র খোলসা মনে পর্য্যালোচনা করিলে, "অদিতি" যে উপনিষদের ব্রহ্মের মতন অর্থ-গৌরবে গরীয়ান্, এবং দৃশ্যমান আকাশ যে কেবল সেই বিভু পদার্থের প্রতীকমাত্র—এ পক্ষে সন্দেহ করার অবকাশ খুব কমই থাকে। অবশ্য, পণ্ডিতেরা ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলটাকেই অর্ব্বাচীন বলেন; কিন্তু, তা মানিয়া লইলেও, অন্য অন্য মণ্ডলে অদিতির যে চেহারা দেখিতে পাই, সে চেহারাও নিতান্ত স্থূল ও খাটো নয়। এখানে প্রমাণ প্রয়োগ করিব না। দশম মণ্ডলের শততম সূক্তের এগারটি ঋকেরই শেষকালে "সর্ব্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে"—এই বরণগীতি অদিতির পানে উত্থিত হইয়াছে। "সর্ব্বতাতিং" পদটি বিশেষণ।

আছেই; তা ছাড়া, ঐ রকমের অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ স্রোতের সঙ্কেতও ঐ সমস্তের মধ্যে সম্ভবতঃ রহিয়াছে। এই সমস্ত আলোচনার ফলে আমাদের মনে হয় nomadic, pastoral; agricultural, industrial; communistic, individualistic;—এই রকম ধারা "কাটা-ছাঁটা" পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া আর্য্যসভ্যতার, অথবা অন্য কোনো সভ্যতার, ইতিহাস লেখা চলিবে না। আসলে ব্যাপার খুবই জটিল। ঋগ্বেদসংহিতাতেই এমন একটা বিরাট বিচিত্র ঐতিহ্যের পরিচয় পদে পদে পাই—যেটার জন্য একটা জটিল পূর্ব্বেতিহাস আমাদের মানিতে হয়, এবং সে পূর্ব্বেতিহাসের একটা "আদি" আমরা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

সায়ণ ভাষ্য করিতেছেন—"কিঞ্চ সর্ব্বতাতিম্। সার্ব্বিক [illegible] সর্ব্বাং সর্ব্বাত্মকাম্। যদ্বা সর্ব্বে তায়ন্তে অস্যামিতি সর্ব্বতাতিস্তাম্। ছান্দসো দীর্ঘঃ। তাদৃশীমদিতি মখশুনীয়াং দেবমাতরং বৃণীমহে।" এ ভাষ্য মাক্‌সমূলারি টীপন্নীর সঙ্গে পটিবে কি?

বেদের তত্ত্বগুলির অর্থগৌরব।

প্রকৃত পক্ষে, ঋগ্‌বেদ সংহিতায় অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, আদিত্য প্রভৃতি দেবতাদের, এবং আনুষঙ্গিক তত্ত্ববর্গের যে সব বিশেষণ দেখিতে পাই, সেগুলির অর্থগৌরবে কোনোরূপে কুণ্ঠা বা কার্পণ্য আছে মনে হয় না। সায়ণাচার্য্য যজ্ঞ পক্ষে প্রধানতঃ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া, বড় বড় বিশেষণ গুলাকে কিছু কিছু কাটিয়া ছাঁটিয়া লইয়া "লাগসই" করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু "যদ্বা" বলিয়া ভনিতা করিয়া অন্য রকমের, ব্যাপক রকমের ব্যাখ্যাও তিনি স্থানে স্থানে দিতে কসুর করেন নাই। "কো অদ্ধা বেদ" (যে সূক্তের গোড়ায় ঋক হইতেছে - "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং" ইত্যাদি)—এই রকম ধরণের মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ত' তিনি রীতিমত বেদান্ত দর্শনের সম্প্রদায়-ক্রমে বিচারই করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সব "যদ্বা"-পূর্ব্বক উঁচু ধরণের ব্যাখ্যা পশ্চিমের পণ্ডিতেরা প্রায়ই "আরোপ" বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। উড়াইয়া না দিলে তাঁদের, বেদ যে মানুষের শৈশবের "বালভাষিতং," এ থিওরের গতি কি হইবে? অগ্নির একটা বিশেষণ দেখিলাম—"বিশ্বরূপ"; সরল অর্থ অবশ্য দাঁড়ায়—সর্ব্ব বা বিশ্ব আকারে বা বৈচিত্র্যে অগ্নি বর্ত্তমান; অর্থাৎ অগ্নির রূপের অন্ত নাই; এই বিচিত্র বিশ্বই অগ্নির রূপ। যজ্ঞপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে গেলে, অগ্নির এই সর্ব্বব্যাপী বিশ্বমূর্ত্তি গোপন করিয়া দ্যুলোকে আদিত্যরূপ, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপ, পৃথিবীতে সাধারণ

দেখিতে পাই না। একটা উদাহরণ—ঋ· স· দ্বিতীয় মণ্ডলটিকে "গৃৎসমদ" (অথবা "ঘৃৎসমদ") মণ্ডল বলে; কেননা, প্রায় সকল সূক্তগুলিরই ঋষি হইতেছেন গৃৎসমদ। এই ঋষি প্রথমে "আঙ্গিরস" ছিলেন (শুনহোত্রের পুত্র); পরে ঘটনাচক্রে "ভার্গব" বা ভৃগুবংশীয় হইয়াছিলেন। ভৃগুবংশীয় হইয়া তিনি হইলেন শৌনক (যাঁকে নৈমিষারণ্যের যজ্ঞে এবং পুরাণপ্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই; এবং যিনি অথর্ব্ববেদের শাখা বিশেষের আচার্য্য হইয়াছিলেন)। মহাভারত (অনুশাসন পর্ব্বে) এবং পুরাণে এই শৌনকের চরিত কিঞ্চিৎ অন্যভাবে কথিত হইয়াছে। এই অঙ্গিরাবংশ বা ভৃগুবংশ ধারায় গৃৎসমদ পড়িলেন বটে, কিন্তু সে ধারার আদি প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন—সমালোচকেরা বলিবেন—"lost in myth", মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদে "অথর্ব্বাঙ্গিরস"কে ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তকরূপে দেখিতে পাই; অগ্নির মন্থনও

অগ্নিরূপ; অথবা আরো খাটো করিয়া, গার্হপত্য দক্ষিণ আহবনীয় ইত্যাকার বিবিধ যজ্ঞীয়াগ্নিরূপ সাম্‌নে রাখিলেই কাজ চলে; এমন কি, যজ্ঞ অনুষ্ঠান যার প্রয়োজন, তাঁর ঐ "বিশ্বরূপ" বিশেষণটার মানে কতকটা খাটো অর্থাৎ প্রয়োজনানুরূপ, করিয়া দেখিলেই সুবিধা হয়। আমরাও প্রয়োজনানুরোধে বড় জিনিষকে হামেশা কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট যে না করিয়া লই এমন নয়।

"রচনা" বলিতে কি বুঝিব?

যাজ্ঞিকেরা কেবল যজ্ঞই করিয়া যাইতেন, অন্তনিহিত বা প্রসঙ্গাগত তত্ত্বের চিন্তা আদৌ করিতেন না, সুতরাং, তাঁদের দৃষ্টি ঐ সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া কখনই যায় নাই—এ অনুমান খুব অসার ও কাঁচা। সংহিতার সমকালে ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষৎ "রচিত" হইয়াছিল কিনা, তাহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলিতে থাকুক্, তাতে উপস্থিত আমাদের কিছু আসে যায় না। কথাটা এই যে, ব্রাহ্মণারণ্যকাদিতে মর্ম্মোদ্‌ঘাটনের ও রহস্যোপলব্ধির যে "চেষ্টা" দেখিতে পাই, সে চেষ্টা-আরম্ভক কালের একটা সীমা রেখা টানিয়া দিয়া বলা যায় না যে, এই দিন হইতে যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞশালা ছাড়িয়া, অথবা যজ্ঞের বেদিপাশে বসিয়াই, "দার্শনিক" হইবার সাধ করিলেন। যেখানেই মানবীয় আত্মা সজাগ রহিয়াছে, সেখানেই জিজ্ঞাসা (যার মূলে আলঙ্কারিকদের সেই সর্ব্ব-রসাশ্রয় অদ্ভুত রস) অল্প বিস্তর থাকিবে; ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা—দুই-ই। মনন ধর্ম্ম আছে বলিয়াই মানুষ, মানুষ। অতএব প্রচলিত ব্রাহ্মণাদি "রচিত" যবেই হইয়া থাকুক্ না কেন—সে সকলের বিষয়, সে সকলের প্রয়োজন, সে সকলের সংবন্ধ অনাদি-নিধন। অন্ততঃ এই হিসাবে, তত্ত্ব-চিন্তা ও কর্ম্ম-চিন্তাকে

তিনি বা তাঁর বংশ করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (ভৃগুবল্লী) ভৃগু বারুণি পিতা বরুণকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিতেছেন দেখি। এই অঙ্গিরাঃ ও ভৃগু নব-প্রজাপতিদের মধ্যে—অন্যতম হইয়া পুরাণাদিতে দেখা দিয়াছেন। পুরাণে এঁরা (নয়জন) "ব্রহ্মা" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (বিষ্ণু. পু. ১।৭।৬)। বিষ্ণুপুরাণ (১।১০।২-৫) ভার্গববংশের বিস্তার করিয়াছেন। ভৃগুর পত্নী খ্যাতি: খ্যাতির কন্যা লক্ষ্মী, ধাতা বিধাতা নামে দুই পুত্র; মেরুর আয়তি নিয়তি ধাতা ও বিধাতার ভার্য্যা; ইত্যাদি। এ সকল কি সোজাসুজি বংশ তালিকা? অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি—অনেকগুলি কন্যা—সিনীবালী, কুহূ, রাকা, অনুমতি। বিষ্ণুপুরাণ (২।৮।৭৫) শ্লোকে রাকা ও অনুমতি পৌর্ণমাসীয় দুই বিধা এবং সিনীবালী ও কুহূ অমাবস্যার দুই বিধারূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। কাজেই, অঙ্গিরাঃ, তাঁর পত্নী এবং চারিটি কন্যা কি সমস্তই জ্যোতিষের

ছুরি চালাইয়া "জরাসন্ধ বধ" করা উচিত হয় না। অন্ততঃ, স্বয়ং সংহিতাই অকপট, অকুতোভয় হইয়া কর্ম্ম-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব-চিন্তাও করিয়াছেন।

[Cox সাহেবের 'Mytholojy of the Aryan Nations "বইতে কয়েকটি খাঁটি কথা আছে। বইয়ের ১৫২ পৃঃতে বলিতেছেন :—But his mythological characters are in Rigveda perpetually suggesting the idea of an unseen and almighty Being who has made all things and upholds them by his will (অথর্ব্ববেদের স্কম্ভ প্রভৃতি সূক্তেত' তত্ত্ব খোলাখুলি দেখান হইয়াছে।) In many vedic hymns we are carried altogether out of the region of mythology and we see only the man communing with his Maker "পুনশ্চ—১৫৪পৃঃ বলিতেছেন—polytheism সেমেটিক আর্য্য উভয় জাতির মধ্যে পাই বটে, কিন্তু it was more ingrained in the former। ম্যাক্সমুলারের উক্তি (Lactures on Language, Second Series p. 412) উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে, বৈদিক দেবতারা প্রকৃত প্রস্তাবে বহু নহেন—তাঁদের ভূমিকাগুলি অদল বদল হইয়াছে, সুতরাং তাঁরা একেরই বহুধা অভিব্যক্তি। আর একজন লেখক paganism টীকে হিন্দু ধর্ম্মের "outskirts" এবং pantheism টীকে "citadel" বলিয়াছেন। এই ভাবে কেউ কেউ সত্যের কতটা আভাষ পাইয়াছেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ, ভারতীয় পুরা সভ্যতাটিকে "দাবাইয়া" রাখার প্রয়াসই বেশী দেখা গিয়াছে।]

তত্ত্ব? জ্যোতিষের নামে মিল দেখিলেই যদি জ্যোতিস্তত্ত্ব ভাবিতেই হয়, তবে "রোহিণী" নামটা আর ব্যক্তি (person) বুঝাইত না। কিন্তু, মূলটা (উর্ব্বশী পুরূরবাঃ বেলায় যেমন) যে রহস্যাবৃত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাভারত (আদিপর্ব্ব, ৫ম অধ্যায়ে, ভৃগুবংশ কথনে বলিতেছেন—"ভৃগুর্মহর্ষির্ভগবান্ ব্রহ্মণা বৈ স্বয়ম্ভুবা। বরুণস্য ক্রতৌ জাতঃ পাবকাদিতি নঃ শ্রুতম্॥" মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১ অধ্যায় গুলিতে আঙ্গিরস ও অগ্নির তত্ত্ব সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। তার মধ্যে ২১৬ অধ্যায়ে অগ্নি (শ্রুতি প্রসিদ্ধ) অঙ্গিরাঃ যে কেমন করিয়া হইলেন, তাহা মার্কণ্ডেয় এই ভাবে শুনাইতেছেন। নীলকণ্ঠের টীকা অগ্নির অঙ্গিরস্ত্ব লইয়া একটুখানি বিচার করিয়াছেন। যাই হউক, (রহস্যপূর্ণ) উপাখ্যানটি এই :—"মার্কণ্ডেয় উবাচ। অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। যথা ক্রুদ্ধো

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাখ্যার স্তর।

ব্যাখ্য বৈচিত্র্যের নমুনা।

ঋগ্‌বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের অন্তর্গত ষোড়শ হইতে আরম্ভ করিয়া একবিংশতিতম পর্য্যন্ত ঋক্‌গুলির "বিষ্ণুঃ প্রচক্রমে," 'ত্রেধা নিদধে পদম্‌", "সপ্তধামভিঃ", "ত্রীণি পদানি," 'ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা," "বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌"—ইত্যাকার বাক্যাবলীর অর্থ লইয়া দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতেরা নিজের নিজের থিওরি-সমর্থক কত যে "রহস্য" আবিষ্কার করিয়াছেন, তার আর অবধি নাই। বৈদিক সাহিত্যের ভাণ্ডারে "সোলার মিথ্‌" পক্ষের ব্যাখ্যা, "মিড্‌ এশিয়াটিক্‌" পক্ষের ব্যাখ্যা, আর্য্যগণের দলে দলে অভিযান পক্ষে ব্যাখ্যা (বিষ্ণু নামে "লোকটি" হয়ত একটা পার্টির নেতা ছিলেন), আসিতে আসিতে পথে কোথায় কোথায় আড্ডা গাড়িয়াছিলেন—এই রকম আরও কত কি মজুদ রহিয়াছে। যাঁর যেরূপ মালে রুচি, তিনি তাই ভাণ্ডারীদের কাছে সওদা করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, সকল মালের সমান কাটতি নাই। যাদের কাটতি খুব কম, সে সকল মাল কোণে "বস্তা চাপা" হইয়া পড়িয়া আছে। সায়ণাচার্য্য বিষ্ণুর বামনাবতার পক্ষে অর্থ করিয়াছেন। হালের পণ্ডিতদের মতে ও-সব বামনাবতার ইত্যাদি অনেক পরের "মিথ"; বেদের ঋষিরা ওসব জানিতেন না, সুতরাং তা মনে করিয়া "ত্রেধা নিদধে পদং" ইত্যাদি

হুতাবহস্তপস্তপ্তুং বনং গতঃ॥ যথা চ ভগবানগ্নিঃ স্বয়ংএবাঙ্গিরাভবৎ। সন্তাপয়ংশ্চ প্রভয়া নাশয়ংস্তিমিরাণি চ॥ পুরঙ্গিরা মহাবাহো চচার তপঃ উত্তমম্‌। আশ্রমস্থো মহাভাগো হব্যবাহং বিশেষয়ন্‌। তথা স ভূত্বা তু তদা জগৎ সর্ব্বংব্যকাশয়ৎ। তপশ্চরস্তু হুতভুক্‌ সন্তপ্তস্তস্য তেজসা। ভৃশং গ্লানশ্চ তেজস্বী ন চ কিঞ্চিৎ প্রজজ্ঞিবান্‌॥ অথ সঞ্চিন্তয়ামাস ভগবান্‌ হব্যবাহনঃ। অন্যোহগ্নিরিহ লোকানাং ব্রহ্মণা সংপ্রকল্পিতঃ। অগ্নিত্বংবিপ্র নষ্টং হি তপ্যমানস্য মে তপঃ। কথমগ্নিঃ পুনরহং ভবেয়মিতি চিন্ত্য সঃ॥ অপশ্যদাগ্নিবল্লোকাং স্তাপয়ন্তং মহামুনিম্‌। সোপাসর্পচ্ছনৈর্ভীতস্তমুবাচ তদাঙ্গিরাঃ॥ শীঘ্রমেব ভবস্বাগ্নি ত্বং পুনর্লোক ভাবনঃ। বিজ্ঞাতশ্চাসি লোকেষু ত্রিষু সংস্থানচারিষু॥ ত্বমগ্নিঃ প্রথমং সৃষ্টো ব্রহ্মণাতিমিরাপহঃ। স্বস্থানং প্রতিপদ্যস্ব শীঘ্রমেব তমোনুদ॥ অগ্নিরুবাচ। নষ্টকীর্ত্তিরহং লোকে ভবান্‌ জাতো হুতাশনঃ ভবন্তমেব জ্ঞাস্যন্তি পাবকং ন তু মাং জনাঃ। নিক্ষিপাম্যহমগ্নিত্বং ত্বমগ্নি প্রথমো ভব। ভবিষ্যামি

লেখেন নাই। সোজাসুজি সূর্য্যের প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালের গতির বিবরণ, এবং সম্ভবতঃ, আর্য্যদের আদিম বাসস্থান হইতে অভিযানের ইতিবৃত্তের ছায়া, ঐ ঋকৃগুলিতে আছে। "সপ্তধামভিঃ," "সমূঢ়মস্য পাংসুরে", "গোপা." "ধর্ম্মাণি ধারয়ন্", "অদাভ্যঃ" "কর্ম্মাণি পশ্যত," "ব্রতানি পস্পশে", "পরমং পদং", "সূরয়ঃ", "দিবীব চক্ষুরাততং", "জাগৃবাংসঃ"—এই সকল গুণ ও কর্ম্মবাচক শব্দগুলির সরল, উদার ও গম্ভীর অর্থ পরিহার করিয়া পণ্ডিতেরা নিজ নিজ সংস্কার ও থিওরির তাড়নায় ও গরজে কতনা "মারপ্যাঁচ" করিয়াছেন, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

বেদে অর্থগৌরব।

ঐ সকল বিশেষণগুলি সত্য সত্যই উদার-গম্ভীরার্থদ্যোতক বলিয়াই মনে হয়; অর্থাৎ, যে বিষ্ণুর মহিমা ঐ সব ঋকে কীর্ত্তন করা হইতেছে, দৃশ্যমান ভাস্কর সূর্য্য তাঁর মহিমার প্রত্যক্ষ প্রতীক হইলেও, সে মহিমা সূর্য্যের ভামতী সত্তাতেই পরিসমাপ্ত হয় নাই; সুতরাং সে মহিমা আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই দুই লোকে দুইবার পদক্ষেপ করিয়াই অস্তমিত হয় নাই; আধ্যাত্মিক রাজ্যের চরম অনুভূতিতে যে সর্ব্বব্যাপী স্বপ্রকাশ চৈতন্যসত্তার উপলব্ধি হয়, সেখানেও সে মহিমা আর এক তৃতীয় "পরম" পদ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। 'দিবীব চক্ষুরাততম্' ইত্যাদি বর্ণনার সঙ্গে কোনই সঙ্কীর্ণ-বিষয়াবচ্ছিন্ন ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য হয় না। কবিত্বের অতিরঞ্জন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া, প্রবল হেত্বন্তরের অভাবে, নেহাৎই জুলুম। এই প্রসিদ্ধ আচমন মন্ত্রাদির ন্যায় গায়ত্রী মন্ত্রের বড় ব্যাখ্যা দিয়াও সায়ণ প্রভৃতি আচার্য্যেরা অধুনাতন "সমালোচক" পণ্ডিতদের হাতে নিস্তার পান নাই। কিন্তু ধীরভাবে পরীক্ষা করিতে বসিয়া কোনো নিরপেক্ষ বিচারকই ঋগ্‌বেদের মন্ত্রগুলিকে কেবলমাত্র জড়ের

দ্বিতীয়োঽহং প্রাজাপত্যক এবচ॥ অঙ্গিরা উবাচ। কুরু পুণ্যং প্রজাস্বর্গ্যং ভবাগ্নিস্তিমিরাপহঃ। মাঞ্চ দেব কুরুষ্বাগ্নে প্রথমং পুত্রমঞ্জসা॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। তচ্ছ্রুত্বাঙ্গিরসো বাক্যং জাতবেদাস্তদাকরোৎ। রাজন্ বৃহস্পতির্নাম তস্যাপ্যঙ্গিরসঃ সুতঃ॥ জ্ঞাত্বা প্রথমজং তং তু বহ্নেরাঙ্গিরসং সুতম্। উপেত্য দেবাঃ পপ্রচ্ছুঃ কারণং তত্র ভারত॥ সতু পৃষ্টস্তদা দেবৈস্ততঃ কারণমব্রবীৎ। প্রত্যগৃহ্লংস্তু দেবাশ্চ তদ্বচোঽঙ্গিরসস্তদা॥" অগ্নির তপস্যা এবং অঙ্গিরার তপস্যা, অঙ্গিরার তপস্যায় অগ্নির নিস্তেজ হবার উপক্রম, পরে অঙ্গিরঃ কর্ত্তৃক অগ্নিকে আপন পুত্ররূপে অঙ্গীকার—এ আখ্যায়িকার ভিতরে যে রহস্য আছে, তা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। অন্যবিধ রহস্যও আছে, তবে একটা রহস্য যে "dynamic" (শক্তিপক্ষে), সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নাই। অঙ্গিরাঃ ("অঙ্গার", "অঙ্গানাং রসঃ" ইত্যাদি ব্যুৎপত্তি

বা ভূতের সেবাতেই বিনিয়োগ করিতে পারিবেন না। দশম মণ্ডলে বেশী স্পষ্টভাবে, অন্য মণ্ডলগুলিতে একটু একটু এবং কতক প্রচ্ছন্নভাবে, ঋষিদের সূক্ষ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসা ও গভীর-রহস্যানুভূতি ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে।

যজ্ঞাদি পক্ষে ব্যাখ্য কেন?

ব্রাহ্মণাদি ভাগের ঋষিগণ এবং আশ্বলায়ন আপস্তম্ব বৌধায়ন গোভিল প্রভৃতি কল্পসূত্রকারগণ, যাস্ক শাকপূণি ঔর্ণনাভ প্রভৃতি প্রাচীন বেদব্যাখ্যাতৃগণ, এবং সায়ণাচার্য্য-মহীধর প্রভৃতি নবীন ব্যাখ্যাতৃগণ মন্ত্রগুলির যজ্ঞসম্বন্ধিনী ব্যাখ্যা দিতেই প্রধানতঃ বেশী যত্ন করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, দার্শনিকভাবের ব্যাখ্যা তাঁদের যে অজ্ঞাত ছিল, অথবা সে ব্যাখ্যায় তাঁরা কুশলী ছিলেন না, এমন নয়। যে অসাধারণ মনীষা লইয়া তাঁরা ব্যাখ্যায় অধ্যবসায় করিয়াছেন, সে-মনীষার প্রতিভায়, এমন কোনো গভীর তত্ত্ব বা রহস্য সম্ভবতঃ নাই, যাহা লুকাইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে। সায়ণ প্রভৃতি স্থানে স্থানে তাঁদের সূক্ষ্মদর্শিতার ও তত্ত্বচিন্তার নমুনা দিয়াছেন, কিন্তু বেশী নয়। যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের সাধক বা উপকারক হিসাবেই মন্ত্রগুলিকে সাম্প্রদায়িকেরা প্রধানতঃ বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মন্ত্রগুলির ছন্দঃ ও উদাত্তাদি স্বর বিচারেই তাঁহাদিগকে খাটিতে হইয়াছে বেশী। কেননা, যজ্ঞে ছন্দঃ ও শিক্ষা নামক বেদাঙ্গের অনুগত ভাবেই মন্ত্র বিনিয়োগ করিতে হইবে; অন্যথা, অঙ্গবৈকল্য, সুতরাং বৈয়র্থ্যাপত্তি, অবশ্যম্ভাবী হইবে। তাঁদের পক্ষে এ যত্ন, এ পরিশ্রম করার যথেষ্ট হেতু ছিল। যজ্ঞাদিতে তাঁরা সম্পূর্ণ আস্থাবান্ এবং যজ্ঞাদি তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের পূর্ব্বগামীদের জীবনে সত্যকার স্থান অধিকার করিয়াছিল; ইংরাজীতে যাকে "living institution"

স্মরণ রাখিতে হইবে) = অব্যক্ত অগ্নি (potential latent Energy; অগ্নি মন্থন করেন
অঙ্গিরাঃ।); তাঁর তপঃ = সেই অব্যক্ত ব্যক্ত হওয়া (potential becoming kinetised)।
বিশ্বে অব্যক্তের পরিমাণই বেশি—এটি দেখাবার জন্য অঙ্গিরার তপস্যার কাছে অগ্নির (Actual
or Manifest Heat এর) লাঘব। অগ্নি = অঙ্গিরাঃ বা আঙ্গিরস, এবং অঙ্গিরাঃ = অগ্নি, এটা
আমরা বুঝি যদি মনে রাখি অব্যক্ত-ব্যক্তের "বীজাঙ্কুর" ন্যায়—Cycle of transformation
তারপর বৃহদারণ্যকাদি উপনিষৎ "আঙ্গিরস"কে "অঙ্গানাং রসঃ" রূপে বুঝাইয়াছেন। অতএব
আঙ্গিরস = প্রাণ বা মুখ্যপ্রাণ। এই প্রাণরূপী দেবতা অঙ্গসৃষ্টি ও নিয়মন করেন (is a
shaping and controlling principle)। "অগ্নি"ও "অন্‌জ্" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন
বটে, কিন্তু অগ্নি বলিতে, এক্ষেত্রে, আমরা বুঝিতে পারি = an unformed, undirected
Energy; এমন একটা তেজঃ পিণ্ড, যার এখনও কোনো দিকে বা লক্ষ্যে অভিমুখীনতা

বলে তাই ছিল; যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান (অঙ্গ-বৈকল্যাদি-দোষ-রহিত ভাবে) তাঁদের শুধু "গবেষণা" বিষয় ছিল না, ধর্ম্মের মুখ্য সাধন, মূর্ত্তি বা অবয়বই ছিল। আজকালকার দিনে বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা ও প্রয়োগ (application) গুলিও কতকটা সেই ধরণের; তবে সর্ব্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে হয়ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এদের তেমন ব্যাপ্তি নাই।

একটা দৃষ্টান্ত।

আজকাল বেতার খবরের খুবই চলন; কেবল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেই নয়, যাঁরা পরীক্ষক, তাঁদের মধ্যেই নয়, "লৌকিক"দের মধ্যেও। অবশ্য ঋত প্রয়োগের বা ঋতানুসরণের ফলেই বেতার লৌকিক ও পরীক্ষকদের মাঝে এমন ধারা চলিয়াছে। ঋতপ্রজ্ঞ পরীক্ষকেরাই, লৌকিকেরা নহেন। অথচ পরীক্ষকদের নির্দ্দিষ্ট ঋত বা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া লৌকিকেরাও বেতার ঘরে বসাইয়া ফলভাগী হইতেছেন। ভবিষ্যতে যদি এই বেতার বিদ্যা কোনো কারণে লোপ পায়, অথবা মানুষ অন্য সহজ উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিয়া (ধরা যাক্ thought-transference এবং thought-reading এর সমূহ উন্নতির ফলে) যদি বর্ত্তমান যন্ত্রসাধ্য বেতার কৌশলে অবজ্ঞা করিয়া শেষে ভুলিয়াই যায়, তবে তখন, বেতার ব্যবহার সম্বন্ধে বিধি-শাস্ত্রগুলি না দেখিয়া, আমাদের ভাবী পুরুষেরা যেমন ভাবিবেন ও বুঝিবেন, আমরাও আজকাল যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান একরকম ছাড়িয়া দিয়া (নিরর্থক মনে করিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক), তাদের সংহিতা-ব্রাহ্মণ-সূত্র-ভাষ্যাদি-নিবদ্ধ সুবিপুল বিবৃতিগুলিকে তেমনি ভাবিতেছি বা বুঝিতেছি (যথা, "theological twaddle" ইত্যাদি)। বরং, দার্ষ্টান্তিক ক্ষেত্রে, কেবল ব্যবহার লোপ পাইয়াছে এমন নয়, মূল তত্ত্বগুলি (Principles)

হয় নাই (পাশ্চাত্য জড়বিদ্যার Nebula যেমনধারা)। অঙ্গিরাঃ অগ্নিকে পুত্ররূপে অঙ্গীকার করিলেন, অথবা অগ্নিই অঙ্গিরা হইলেন—একই কথা—এর মানে, তেজঃ পিণ্ড, কেবল যে ব্যক্ত হইল এমন নয়, "আকারিত" এবং লক্ষ্যাভিমুখে বিনিযুক্ত হইল। লক্ষ্যার্থে বিনিয়োগই "যজ্ঞ"। যজ্ঞার্থ অঙ্গিরাঃ অগ্নিমন্থন করিয়াছিলেন, এর মানে ইহাই। অবশ্য শুধু শক্তির দিক্ দিয়া কথাগুলি আমরা বুঝিতে যত্ন করিলাম। আরও সূক্ষ্ম রহস্য এ সব আখ্যানের মধ্যে রহিয়াছে। অগ্নি বা হুতাশনেরই যে এই সব (ভৃগু, অঙ্গিরাঃ প্রভৃতি তত্ত্ব; কেবল তত্ত্ব নয়, ঋষিও ছিলেন—অর্থাৎ, এ সকল তত্ত্বনিরূপক —Principle-signifying—এক এক চিৎসত্তাও ছিলেন বা আছেন।) প্রকার-ভেদ তা শ্রুতিপুরাণাদি আমাদের বলিয়াছেন। অগ্নি = Fire নয়, dead, unconscious Radiant Powerও নয় ("বেদ ও বিজ্ঞান" এবং "ব্রহ্মতত্ত্বে" প্রমাণ দিয়াছি); সুতরাং, ভৃগু প্রভৃতি কেবল একটা জড়শক্তি

ও সেই বেদের ভাষায় "গুহাহিত" হইয়া গিয়াছে; সুতরাং, সে লুপ্তপ্রায় ব্যবহারের সত্যতাদির পরখ করিয়া তাদের প্রয়োজনের মাত্রা নির্দ্দেশ করার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত হারাইয়া গিয়াছে। বেতার বার্ত্তাবহ ভবিষ্যতে উঠিয়া গেলেও, আশা করি পণ্ডিতেরা তার Principles গুলি ভুলিবেন না; সুতরাং, তার লুপ্ত ব্যবহারের বিধিশাস্ত্র (Applied Science ও Art) চেষ্টা চরিত্র করিয়া বুঝিলেও কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

যজ্ঞের Science ও Art.

যজ্ঞাদির Scienceও ছিল, Artও ছিল; Artটি খুব ব্যাপকভাবে, সমাজের অন্ততঃ উচ্চ স্তরগুলিতে ওতপ্রোত হইয়াছিল। সায়ণাচার্য্যের প্রায় দুই হাজার বছর পূর্ব্বেকার লোক যাস্ক বলিয়া বিলাতী পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন; তারও কত কত শতাব্দী আগে হইতে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান মন্ত্রগুলির ঋষি, দেবতা ও ছন্দঃ সহকারে যজ্ঞাদিতে বিনিয়োগ চলিয়া আসিতেছিল, তার ঠিকানা নাই। সে সকলের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের এমন একটা ধারা ও "অনুক্রমণিকা" চলিয়া আসিতেছিল, যাকে এক রকম অনাদি বলিলেও চলে। বহুযুগ-প্রবাহিত এই ধারা ও অনুক্রমণিকায় অস্পষ্টতা, আবিলতা প্রভৃতি দোষ সঞ্চিত হইয়াছিল স্বভাবতঃই; পরবর্ত্তী ভাষ্যকারদের তাই অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তীদের কারো কারো মত সংশোধনাদি করিয়াও, সংস্কারে ও বেদার্থের প্রকাশে পরিশ্রমে করিতে হইয়াছে। কিন্তু, মোটের উপর, অনুক্রমণিকা লঙ্ঘন বা উপেক্ষা করিয়া ভাষ্য লিখিতে কেহ প্রবৃত্ত হন নাই। হইলে চলিবে কেন? কি ভাবে, কি কি মন্ত্রে, কোন্ কোন্ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত—এইটাই যখন প্রশ্ন, সেখানে প্রামাণিক ঐতিহ্য (authentic

---

বা অন্য রকম রূপক নয়। এঁরা প্রত্যেকে Creative Elan এবং মূলে প্রাণশক্তি ও চিৎশক্তির সার। অতএব পুরাণাদিতে এঁদের জায়গায় জায়গায় যে বিবরণ আছে, তাতে আমরা এ যেন না বুঝি যেন, এঁরা এক একজন Physical Principleএর রূপক। Personification of Solar, astral ইত্যাদি ধুয়া পশ্চিমা পণ্ডিতেরা (ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি) অনেকদিন ধরিয়া আছেন; পক্ষান্তরে, এঁদিকে এক একজন "আদিম মানুষ" (who probably hit upon a lucky discovery of the simple primitive art of making fire etc), যাঁরা পরবর্ত্তীকালে ঋভুদের মতন, "deified" হইয়াছিলেন—এরূপ মনে করারও ধুয়া অনেকে ধরিয়াছেন। প্রাচীনেরা এ দুই রকমের কোনো রকমেই দেখিতেন না। Animism, Pantheism ইত্যাদি যে নামই দেওয়া যাক্ না কেন, এটা ঠিক যে, তাঁরা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্যাপারের মূল কতকগুলি তত্ত্ব (Principles) মানিতেন, এবং দার্শনিকেরা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

tradition of practice) মুখ্য আশ্রয় হওয়া উচিত, এবং তাহাই হইত। ইংরাজিতে বলিতে গেলে it was a questson of fact and actual practice. সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোল-কল্পিত অথবা কেবল যুক্তি-মূলক (a priori) ব্যাখ্যা সে ক্ষেত্রে চলে না।

ঋগ্‌বেদের আর একটা দৃষ্টান্ত।

ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলে ২৪ এবং পরবর্ত্তী কয়েক সূক্তে যূপকাষ্ঠবদ্ধ শুনঃ শেপ প্রজাপতি অগ্নি, সবিতৃ-বরুণাদি দেবতার কাছে বন্ধন মোচম প্রার্থনা করিতেছেন। অনুক্রমণিকায় (context এ) দেখিতে পাই, এ মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিশেষে। মন্ত্রগুলির মধ্যে ৩ ঋকে "ঈশানং বার্য্যাণাং" এবং "ভাগমীমহে" এই কথা দুটি আছে। সায়ণ প্রথমটার মানে লিখিতেছেন "বরণীয়ানাং ধনানামীশানং স্বামিনং," আর পরেরটার মানে দিতেছেন "ভাগং ভজনীয়ং ধনং অভি সর্ব্বত ঈমহে যাচামহে।" এ সব ধনদৌলতের কথা সায়ণ মন্ত্রে পাইলেন কোথায়? ধাতু ও প্রত্যয়ের অর্থ লইয়া অন্য রকম অর্থও ত করা যাইত! কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, অনুক্রমণিকা হইতেছে এই "রাজসূয়েঽভিষেবনীয়েঽহনি মরুত্বতীয়ে পরিসমাপ্তে সত্যেতদাদিকং সূক্তসপ্তক মভিসিক্তস্য পুত্রাদিভিঃ পরিবৃতস্য রাজ্ঞঃ পুরস্তাদ্ হোত্রা খ্যাতব্যম্।" পুত্রাদি-পরিবৃত অভিষিক্ত রাজার সম্মুখে এই শুনঃশেপ ঋক্‌গুলি ও অন্যান্য ঋক্‌গুলি হোতার খ্যাপন করিতে হইবে। সায়ণ এই বলিয়া আশ্বলায়ন সূত্র এবং ব্রাহ্মণ হইতে নজির দেখাইতেছেন। তবেই আবহমান কাল হইতে রাজাদের রাজসূয় যাগানুষ্ঠানের স্থলবিশেষে এই সূক্তগুলির যথারীতি প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছিল; সায়ণ নিজে অনুক্রমণিকা উদ্‌ভাবন করেন নাই।

তাদের লইয়া "চিৎ জড়" ইত্যাকার যতই বিভাগ করিয়া থাকুন না কেন, ঋষিদের সত্য-দৃষ্টিতে সে সকল তত্ত্বই চিৎ বা প্রাণের এক একটা রূপ বা আকার; কাজেই, প্রত্যেকেই এক এক দেবতা, এবং অবস্থাবিশেষে, প্রজাপতি। একদিকে Metaphysical allegory, অন্যদিকে physical myth—এ দুই বাঁচাইয়া তত্ত্বগুলিকে বুঝিতে যত্ন করিতে হইবে। পক্ষান্তরে আবার, metaphysical, physical, microcosmic, cosmic—আরও কত "থাকের" তত্ত্বের ঐ সকল দেবতা বা প্রজাপতি প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। এই কথা কয়টা মনে রাখিয়া শাস্ত্রাখ্যায়িকাগুলিতে প্রবেশ করার চেষ্টা করিতে হইবে। মহাভারত, আদিপর্ব্ব যে অধ্যায় হইতে অগ্নি ও অঙ্গিরার ঐ তত্ত্ব আমরা শুনাইলাম, তার পরের অধ্যায়ে অগ্নির বিবিধ রূপের নাম ও গুণের কীর্ত্তন আছে। প্রত্যেক তত্ত্ব (Principle), প্রত্যেক সত্তাশক্তি (Being Power) একদিকে যেমনধারা তত্ত্ব ও শক্তি (সুতরাং, আমাদের ব্যব-

প্রয়োজনানুরূপ ববস্থা।

এখন, রাজা রাজসূয় যজ্ঞে অভিষেকের পর পুত্রাদি পরিবৃত হইয়া বসিয়া সাধারণতঃ ব্রহ্মজ্ঞান-জন্য মোক্ষ চাহিতেছেন না; ঐতিহাসিক বা জ্যোতিষিক বা বৈজ্ঞানিক গবেষণাও তৎকালে, তৎপ্রসঙ্গে, তাঁর প্রয়োজনের বহির্ভূত; ঠিক সেই অনুষ্ঠানে বসিবার প্রয়োজন, সুতরাং সে অনুষ্ঠানের ভিতরে তাঁর কাম্য হইতেছে, অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি, প্রভুত্ব; নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি নহে। যখন, যে অবস্থায় যেটি যার কাম্য, যাতে যার প্রয়োজন, তখন সে অবস্থায় তাকে সেইটি দিতে পারিলেই, তবে অনুষ্ঠান-বিশেষের সার্থকতা; যে চাহিতেছে জল, তাকে জল আনিয়া না দিয়া ভাত কাপড় আনিয়া দিলে কৃতিত্ব দেখান হয় না; ভাত কাপড় উপাদেয় জিনিষ সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎকালে, সেই অবস্থায় ও অধিকারে জলই কাম্য ও জলই উপাদেয়! রাজার মুমুক্ষু ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হবার, অথবা পুরাবিৎ বৈজ্ঞানিক হবার কোনই বাধা নাই; বরং হওয়াই প্রশস্ত; কিন্তু যখন রাজা যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন সেখানে যেমন বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যই মুখ্য কাম্য, তেমনি যখন তিনি রাজসূয় যজ্ঞে পুত্রাদি-পরিবৃত হইয়া বেদীর সম্মুখে বসিয়াছেন, সেখানে পার্থিব অভ্যুদয়সূচক "ধন"ই তাঁর কাম্য। এ কথা ভুলিলে অধিকার বিরোধ হইবে। মীমাংসকেরা এ সব লইয়া বিচার করিয়াছেন।

যজ্ঞাদি পুরুষার্থ-লাভের উপায়।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—মানুষের এই চারিটি পুরুষার্থ; এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ লাভের জন্যই কর্ম্মীর বা যজমানের যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে। ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থ ও কাম এবং মোক্ষের অবিরোধ অথবা উপকারক ভাবে অপর তিনটী পুরুষার্থ সেবনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু এ কথা কোনো মতে ভুলিলে চলিবে না যে, মানুষের প্রায় ষোল-আনা যত্ন ও অধ্যবসায়ই ঐহিক আমুষ্মিক

হারিক দৃষ্টিতে impersonal), অন্যদিকে তেমনি প্রত্যেকেই এক একজন চিদ্ব্যক্তি (Conscionsness manifested as person)। দেবতা বা প্রজাপতি মানে ইহাই। এই ভাবে দর্ভ বা কুশ দেবতা, বাক্‌দেবতা, প্রাণাদি বায়ু দেবতা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দেবতা, মন প্রভৃতি দেবতা, অপ্, তেজ প্রভৃতি দেবতা। ভবিষ্যতে "দেবতত্ত্ব" আলোচনার কথাগুলি আরও পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব। এখানে সংক্ষিপ্ত এই সূত্রটি মনে রাখিয়া বলিতে হইবে।—Each god cr Prajapati is an Idea, a form of Vital Elan, a Crearive or

অভ্যুদয় (“ধন,” “রয়ি,” “বাজ,” “ভাগ,” “অন্ন” ইত্যাদি বৈদিক পদার্থ বা concept গুলি যার সূচক, প্রতীক) লাভের দিকেই ধাবিত চিরদিনই হইয়াছে। কামদুঘা শ্রুতি এই অভ্যুদয় এবং পরম পুরুষার্থ নিঃশ্রেয়স—এই দুই-ই “যজমান”কে দান করিয়া থাকেন—ইহাই বেদপন্থীদের বিশ্বাস। তবে যজমানকে ঠিক পথ ধরিয়া চলিতে হয়—যেমন বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীকে নিজেদের ক্ষেত্রে চলিতে হয়। এই ঠিক পথটিকে “ঋতেন পথা” বা শুধুই “ঋত” বলা হইয়াছে। এই ঠিক পথ হইতে ভ্রংশ, বিচ্যুতি বা ব্যভিচার হইতেছে—নির্ঋতি। পূর্ব্বোক্ত শুনঃশেপ সূক্তের নবমী ঋকে “বাধস্ব দূরে নির্ঋতিং পরাচৈঃ” বলিয়া যে নির্ঋতির কথা আছে, সে নির্ঋতি মানে—যাহা আমাদিগকে সত্য পথ হইতে, বিধি হইতে, নিয়ম হইতে, ভ্রষ্ট করে। ম্যাক্সমুলার বলিতেছেন—“Nirriti was conceived, it would seem, as going away from the path of right……” এখন, বিজ্ঞানাগারে বা কারখানায় যেমন ঋতানুসরণ করিয়া অভীষ্ট ফল লাভ করিতে হয়, যজ্ঞাগারেও তেমনি ধারা ব্যবস্থা। বিধি নিষেধের “খুঁটীনাটী” এবং “চুলচেরা ব্যাপার” (hair splitting) উভয়ত্রই আছে। সে সবের মূলে priniples অবশ্যই রহিয়াছে; কারখানায় যেমন, যজ্ঞাগারেও তেমনি, সকলেই, সমান ভাবে, হয়ত সে সব principles বোঝে না। না বুঝিলেও মিস্ত্রি, কারিগর, ও যাজ্ঞিককে ঋত, অর্থাৎ নিয়ম, কর্ম্ম-পদ্ধতিটী মানিয়া চলিতে হয়। চলিতে পারিলেই সাফল্য, সিদ্ধি। যজ্ঞশালায় ছন্দ, স্বর, অঙ্গসমূহ, ঋষি, দেবতা, এবং অনুক্রমণিকোচিত অর্থ—এই সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তবে চলিতে হয়; বেদ-ব্যাখ্যাতে এইটী খেয়াল রাখিয়া চলিতে হয়; নহিলে, ব্যাখ্যাকার হয়ত যেখানে “ধানভানাই” চলিতেছে এবং ধানভানাই প্রয়োজন, সেখানে “মহীরাবণের গীত” জুড়িয়া

Sustaining Principle, as well as a real conscions Entity manifest as Person, এই বার মৎস্য পুরাণ হইতে কয়েকটি পরিচ্ছেদের মর্ম্ম আমরা দোহন করিতে যত্ন করিব। ৫১ অধ্যায়ে অগ্নির বংশকীর্ত্তন আছে:—“যোহসাবগ্নিরভিমানী স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে। ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রস্তস্মাৎ স্বাহা ব্যজীজনৎ ॥ পাবকং পবমানঞ্চ শুচিরগ্নিশ্চ যঃ স্মৃতঃ। নির্ম্মথ্যঃ পবমানোহগ্নির্বৈদ্যুতঃ পাবকাত্মজঃ ॥ শুচিরগ্নিঃ স্মৃতঃ সৌরঃ স্থাবরাশ্চৈব তে স্মৃতাঃ। পবমানাত্মজো হ্যগ্নির্হব্যবাহঃ স উচ্যতে ॥ ৪ * * * * পাবনো লৌকিকো হ্যগ্নিঃ প্রথমো ব্রহ্মণশ্চ যঃ ॥ ব্রহ্মৌদনাগ্নি স্তৎ পুত্রো ভরতো নাম বিশ্রুতঃ। বৈশ্বানরো হব্যবাহো বহন্ হব্যং মমার সঃ ॥ ৮ স মৃতোহথর্ব্বণঃ পুত্রো মথিতঃ পুষ্করোদধিঃ। যোহথর্ব্বা লৌকিকো হ্যগ্নির্দক্ষিণাগ্নিঃ সঃ উচ্যতে। ভৃগোঃ প্রজায়তাথর্ব্বা হ্যঙ্গিরাথর্ব্বণঃ স্মৃতঃ। তস্য হ্যলৌকিকো হ্যগ্নির্দক্ষিণাগ্নিঃ স বৈ স্মৃতঃ। অথ

দিয়া কাজ পণ্ড করিবেন। রাজসূয় যজ্ঞের অভিষেকে যজমানের কাম্য—"আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং।" সায়ণাচার্য্য ও পূর্ব্বগামীরা তাই "ভাগং", "রায়ে", "ভেষজং" ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত শব্দগুলি ঐশ্বর্য্যাদি পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া ঋতানুসরণই করিয়াছেন।

উদ্দেশ্য ও খ্যাতি।

প্রকৃত প্রস্তাবেও, শুনঃ শেপ সূক্তগুলি, সরলভাবে দেখিতে গেলে, আয়ুঃ, আরোগ্য, বধ বন্ধনাদি হইতে মুক্তি এবং ঐশ্বর্য্য—এই সকল দ্বারা অভিলক্ষিত অর্থ ও কামের কথাই বেশী করিয়া বলিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আছে "এনঃ" (কিনা, পাপ) এবং নির্ঋতি (unrightousness) হইতে দূরে থাকিবার কথা। রাজা যিনি, রাজচক্রবর্ত্তী যিনি, তাঁর, রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মূলে এর চাইতে স্বাভাবিক ও উত্তম উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে? এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকারক ভাবেই রাজসূয় অনুষ্ঠান; সেই অনুষ্ঠানের উপকারক ভাবেই কতকগুলি ক্রিয়া (শারীরিক, বাচিক ও মানসিক); এবং সেই ক্রিয়ার অঙ্গ ও উপকারক ভাবেই শুনঃশেপ সূক্তের ছন্দঃ ও স্বর অবিকল রাখিয়া "খ্যাতি"। সুতরাং, উদ্দেশ্যের সঙ্গে ঐরূপ খ্যাতির সর্ব্বতোভাবে এক অলঙ্ঘনীয়, অকাট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে—অর্থাৎ ছন্দঃ, স্বর, অর্থভাবনা এমন হওয়া দরকার, যাতে ঐ উদ্দেশ্যেরই উপকার হয়। পূর্ব্বাচার্য্যেরা এই নিয়মটি স্মরণ রাখিয়া চলিয়াছেন। জৈমিনীয় দর্শনে এবং তৎসম্পর্কিত গ্রন্থাদিতে আচার্য্যেরা এই সব নিয়মের চুলচেরা বিচার করিতে ছাড়েন নাই;—এখানে কেন এই মানেটাই হইল, ওটা হইল না; এখানে কেন উদাত্ত হইল, অনুদাত্ত হইল না; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখানে আমরা একটা মাত্র উদাহরণ

যঃ পবমানস্তু নির্ম্মথ্যোগ্নিঃ স উচ্যতে। ... ... ততঃ ষোড়শঃ নদ্যস্তু চকমে হব্যবাহনঃ। যঃ খল্বাহবনীয়োঽগ্নিরাভিমানী দ্বিজৈঃ স্মৃতঃ॥ কাবেরীং কৃষ্ণ বেণীঞ্চ নর্ম্মদাং যমুনাং তথা। গোদাবরীং বিতস্তাঞ্চ চন্দ্রভাগামিরাবতীম্॥ বিপাশাং কৌশিকীঞ্চৈব শতদ্রুং সরযুং তথা। সীতাং মনস্বিনীঞ্চৈব হ্লাদিনীং পাবনা তথা॥ তাসু ষোড়শধাত্মানং প্রবিভজ্য পৃথক্ পৃথক্। তদা ত বিহরংস্তাসু ধিষ্ণ্যেচ্ছুঃ স বভূব হ॥ স্বাভিধানস্থিতা ধিষ্ণ্যাস্তাসূৎপন্নাশ্চ ধিষ্ণবঃ। ধিষ্ণ্যেষু জজ্ঞিরে যস্মাৎ ততস্তে ধিষ্ণবঃ স্মৃতাঃ॥ এই যে অভিমানী নামে প্রথম অগ্নি; লৌকিক ও অলৌকিকভাবে অগ্নির দ্বৈবিধ্য; হব্যবাহন অগ্নির মৃত্যু এবং অথর্ব্বার সেই মৃত অগ্নি (বৈশ্বানর) কে পুষ্কর হইতে মন্থন; কাবেরী প্রভৃতি নদীতে হব্যবাহনের কাম এবং সে সকলে বিহার (আত্মাকে ষোড়শ বা বিভক্ত করিয়া)—এ সকল কথার মধ্যে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিকাদি রহস্য লুক্কায়িত যে আছে, তা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি (যদিও সে রহস্য যে কি, তা ধরিয়া ফেলা শক্ত)। অগ্নির অলৌকিক ও লৌকিক—এই দুইরূপে প্রতিষ্ঠা দেখিয়া আমাদের রহস্যের গম্ভীরতা বুঝিতে

লইলাম; ভবিষ্যতে "বেদ" সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে এ প্রসঙ্গের বিস্তারিত ভাবে অবতারণা হইবে।

অন্য উদ্দেশ্যে অন্যরূপ "খ্যাতি"।

একটা কথা। যিনি রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁরও জনকাদির মত ব্রহ্মবিৎ হওয়া বা হইতে চাওয়া অসঙ্গত ব্যাপার নহে। উপনিষদ্‌গুলিতে এরূপ অনেক ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও ব্রহ্মবিৎ রাজার কথা আমরা শুনিতে পাই। ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে যে পঞ্চাগ্নি বিদ্যার কথা এত সুন্দর করিয়া বলা হইয়াছে, সে বিদ্যা শুনাইতেছেন একজন ক্ষত্রিয় রাজা। রাজা তত্ত্বদর্শী সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁর নিত্য অগ্নিহোত্রাদি এবং নৈমিত্তিক রাজসূয়াদি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হবার পক্ষে কোনো নিষেধ নাই। ফলকথা, সেসব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ; এবং উদ্দেশ্য যদি ঐ ত্রিবর্গ ই হয়, তবে অনুষ্ঠানে বিনিযুক্ত মন্ত্রগুলির অর্থভাবনা নিবৃত্তি বা অপবর্গ পক্ষে না করিয়া, উক্ত ত্রিবর্গ, অথবা অভ্যুদয়, পক্ষেই করা যজমানের ও ঋত্বিগ্‌ বর্গের কর্ত্তব্য। আবার যখন—যে অবস্থায়, কালে বা অধিকারে—অপবর্গ তাঁর উদ্দেশ্য, সেখানে সাক্ষাৎ অপবর্গ-সম্বন্ধী মন্ত্রগুলি (সংহিতা-ভাগ হইতেই হউক আর উপনিষদ্-ভাগ হইতেই হউক) শ্রবণ-মননাদি করিতে হইবে; এবং সেইমৈত্র্যুপনিষৎকথিত "ব্রহ্মযজ্ঞে" যদিবা শুনঃ শেপ সূক্ত বা আপ্রী সূক্ত বা আগ্নেয় সূক্ত বা বায়বীয় সূক্ত প্রযুক্ত হবার বিধি দেখিতে পাই, তবে সেখানে, সে অধিকারে, অনুক্রমণিকাই অন্যরূপ বলিয়া, ঐ ঐ সূক্তগুলির ব্যাখ্যা আমরা আজকাল যাকে আধ্যাত্মিক বলি, সেইভাবে, দিতে হইবে।

বিবিধ ব্যাখ্যার স্তর।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বুঝিয়া বিধি ব্যবস্থা। আমরা যেমন পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, এক অগ্নিহোত্র যাগের, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ—এই দুই ভাবেই অনুষ্ঠান ও ভাবনা চলিতে পারে। পূর্ব্বে, অধিকারানুকূল্যে, সত্য সত্যই চলিত। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করার ভার শ্রুতি আমাদের উপর ফেলিয়া রাখেন নাই। সংহিতা ভাগেই এক

হইবে। ১৮শ্লোকে কতিপয় অগ্নির বিশেষণ রহিয়াছে "অনির্দ্দেশ্য অনির্বা চ্য"। অতএবphysical, metaphysical, exoteric esoteric, patent latent—এই সব কয় "থাকেই"অগ্নিকে দেখান পুরাণের উদ্দেশ্য। লৌকিক অগ্নিদের প্রথম পাবন—ব্রহ্মৌদন—ভরত—বৈশ্বানর। ইনিই হব্যবাহন এবং হব্যবাহনেই এর মৃত্যু হয়। এই পাবকাগ্নি প্রতীতাগ্নি বটে, কিন্তু ব্রহ্মৌদন (নিখিল হইয়াছে ওদন যার অথবা ব্রহ্মরূপ মন্ত্র হইয়াছে ওদন যার), ভরত (কিনা, নিখিলকে পোষণ ও ভরণ করেন, অথবা নিখিলের দ্বারা এর ভরণ হয়) এবং বৈশ্বানর (কিনা, বিশ্ব নরে অবস্থিত)

যায়গায় সে আকারের সোমযাগ, অন্য যায়গায় সে আকারের নয়—আগে যেটা "বহিরঙ্গ," পরে হয়ত সেটা "অন্তরঙ্গ"। পরেরটায় সোমাভিষেক প্রভৃতিকে বুঝিতেই হইবে অন্যভাবে—ভিতরের দিক্ দিয়া। কিন্তু আগের বেলায়, অর্থাৎ, যেখানে সত্য সত্যই বাহিরে সোমযাগ চলিতেছে, সেখানে ভিতরের দিক্ দিয়া বুঝিতে বুঝাইতে গেলে, অধিকার ও প্রয়োজন বিভ্রাট ঘটিয়া, সব তাল পাকাইয়া উঠিবে। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ কতক কতক, এবং উপনিষদ্ ভাগত পূরাপূরিই, বহির্মুখ ভাব ও অনুষ্ঠানকে অন্তর্মুখ করিয়া নেওয়া। তবে স্বয়ম্ভূ যখন "পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ", জীব যখন স্বভাবতঃ বহির্মুখ, প্রবৃত্তিপরায়ণ, তখন, জীবের চতুর্বর্গ-নিষ্পাদক বেদাম্নায়ে অপবর্গ-সাধক জ্ঞানকাণ্ড থাকাও যেমন স্বাভাবিক, ত্রিবর্গ-সাধক কর্ম্মকাণ্ড থাকাও তেমনি স্বাভাবিক। আলাদা আলাদা অধিকার, প্রয়োজন, অনুক্রমণিকা; সুতরাং স্থূল-সূক্ষ্ম, সঙ্কীর্ণ-উদার, সহজ-গম্ভীর, সকল রকমেই ব্যাখ্যা চলিবে।

ভূমিকা বা অনুক্রমণিকা।

যে কারণে সংহিতাভাগে বহির্মুখী ব্যাখ্যাটিই বেশী চলিয়াছিল, তা আমরা আগেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। সোমযাগ, অগ্নিষ্টোমাদি যাগ বহুযুগ ধরিয়া এদেশে (এবং, সম্ভবতঃ অন্য আকারে, অন্য দেশেও) খুব ব্যাপক, খুব দরকারী (অবশ্য, বিশ্বাসীর দৃষ্টিতে) living institution ভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল। কাজেই, সেই অনুষ্ঠানকে ভূমিকা বা অনুক্রমণিকা করিয়াই বেদ ও তন্ত্রের মন্ত্রাদির প্রয়োগ ও ব্যাখ্যান চলিয়া আসিতেছিল। এখনও ধারা খুব ক্ষীণ হইলেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তখন শুধু সেইটাই ছিল, আর কিছু ছিল না—এমন কেহ বলে না। বেদের সঙ্গে যে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তার তুলনা জগতে আজ পর্য্যন্তও আছে বলিয়া মনে হয় না।

একটা সার্ব্বভৌম তৈজস সত্তা (universal radiant "Matter") লক্ষিত বলিয়া মনে হয় (আধ্যাত্মিকভাবে কথা কহিতেছি না)। যা কিছু এই Universal Fireতে আহুত হয় (প্রাণীদের ভুক্তঅন্ন ও) তাই হব্য। হব্য অগ্নি বহন করিয়া থাকেন—মানে, সকল রকম মূর্ত্ত বস্তুকে তৈজস কণিকাতে পরিণত করিয়া থাকেন অগ্নি—everything is reduced to energy-elements. এই energy-elementsগুলিই দেবতাদের উপজীব্য (দেহে চক্ষু, কর্ণাদি "ইন্দ্রিয়ের", প্রাণের, মনের—ছা, উ, ৬ প্রপাঠকে ত্রিবৃৎকরণ প্রসঙ্গ আলোচ্য)। এই "হব্যবাহনের" ফলে বৈশ্বানরের (Universal 'Fire' এর) "মৃত্যু" হইতে থাকে। আধিভৌতিক ভাবে দেখিলে, দুই ভাবে—১। সকল বস্তুকে (অন্নকে) তৈজস মাত্রায় পরিণত করার ফলে, তেজের লুকাইবার গুহাগুলি ("বেদ ও বিজ্ঞান" দ্রষ্টব্য) ভাঙ্গিয়া যায়; ফলে অগ্নি সর্ব্বত্রই ব্যক্ত হইয়া পড়ে এবং তার ফলে সর্ব্বত্র একটা তাপের সমীকরণ (equilibrium)

ব্যাখ্যা ব্যবস্থিত এবং অব্যবস্থিত।

কর্ম্মকাণ্ড পক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়ার আর এক উদ্দেশ্য ছিল। কর্ম্ম, তার প্রক্রিয়া ও ফল—ব্যবস্থিত; যেমন, অরণি ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিতে একটা পদ্ধতি বা প্রণালীর অনুসরণ করা চাই-ই; এইজন্য একটু আধটু মতের অনৈক্য থাকিলেও, আচার্য্যেরা কর্ম্মকাণ্ড পক্ষে ব্যাখ্যা দিতে বসিয়া একটা সম্প্রদায়সিদ্ধ ব্যবস্থা (the tradition of a settled practice) মানিয়া চলিতে পারিয়াছেন। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে লক্ষ্য রাখিয়া এখন পর্য্যন্তও আমরা বেদমন্ত্রগুলির মোটামুটি একটা ব্যবস্থিত অর্থ পাইতেছি—অন্ততঃ পক্ষে দু'চার হাজার বছর ধরিয়া। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায়, বিশেষ আমরা আজকাল যেভাবে করিতেছি, কোনই ব্যবস্থা রাখা সম্ভবপর হইত না। ধাতু ও প্রত্যয়ের সংযোগে নানা অর্থ কল্পনা করিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীমদ্‌ভাগবতের "আত্মারাম" শ্লোকের আঠার রকমের ব্যাখ্যা দিলেন; মহাপ্রভু সে আঠার রকমের দিকে আদৌ না ঘেঁসিয়া চৌষট্টি রকমের ব্যাখ্যা করিলেন। তত্ত্বগুলি সনাতন সন্দেহ নাই; কিন্তু তত্ত্বগুলির অনুভূতি উপলব্ধি ঘটে ঘটে "আলগ"; তত্ত্বগুলি দেখার ভঙ্গীও আলাদা। জ্ঞানমার্গী এক দিক্ দিয়া দেখিবেন, ভক্তিমার্গী অন্য দিক্ দিয়া; সমন্বয়বাদী অন্য আর একদিক্ দিয়া। এই রকম ব্যাখ্যার অশেষ বৈচিত্র্য, সুতরাং অব্যবস্থা আসিয়া পড়ে। (সেই বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণচরিত্রে রহস্য করিয়া কোনো অকালপক্ক বালকের মুখ দিয়া যাহা বলাইয়াছিলেন, রূপক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বিভ্রাটে প্রায় তাহাই ঘটিয়া বসে—"ক্লাইব পলাশিতে সিরাজকে পরাস্ত করিয়াছিলেন," মানে ক্লাইব, কিনা ক্লীব, পলাশিতে, কিনা পলমাত্র বিকাশিত

হইতে চায়; তা হইলে (Clerk Maxwell's 'Heat' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) অগ্নির "কার্য্যকরী শক্তিই" অপগত হইয়া যায়। সেইটাই "মৃত্যু"। জড়বিদেরা জানেন যে, dissipation of energy and mobile equilibrium of temperature হইলে এ জগৎ অচল হইয়া যাইবে। তার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁকও রহিয়াছে। কেলভিন্, টেট্, ব্যালফুর ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি অনেকে পূর্ব্ব শতাব্দীতে এর আলোচনা করিয়াছেন। এখন রেডিয়াম ও আণবিক শক্তিও আসরে নামিয়াছেন। আর এক ভাবে অগ্নির মৃত্যু হয়—যদি হব্যবাহনের কলে প্রতীত (patent) অগ্নি অপ্রতীত ও অব্যক্ত হইয়া যায়। প্রাণশক্তি, মনঃশক্তি প্রভৃতি রূপে তৈজস মাত্রায় পরিণতির ফলে সাধারণ (লৌকিক) অগ্নি সূক্ষ্ম (অলৌকিক) অগ্নিতে অনেকাংশে পরিণত হইয়া থাকে। প্রতীতের বা ব্যক্তের অপ্রতীত বা অব্যক্ত হওয়াও মৃত্যু। অথর্ব্বার পুত্র অঙ্গিরাঃ, পুষ্কর মন্থন করিয়া আবার মৃত হব্যবাহনকে সঞ্জীবিত করেন। অঙ্গিরাঃ অঙ্গার (inert, latent অবস্থার সঙ্কেত), মনে রাখিতে হইবে। পুষ্কর মানে সমুদ্র, মেঘ, আকাশ। এ সকল একটী ব্যাপক সত্তার সঙ্কেত। বেদের মধ্যে বার বার আছে, অগ্নি অপের

অসিদ্বারা ("শকার ছান্দস!) সিরাজ, কিনা সুরাজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।") যজ্ঞ, হোম, সোমলতা, ইন্দ্র-বৃত্র—এ সবই আধ্যাত্মিক রূপক করিয়া অনায়াসে উড়াইয়া দেওয়া যায়। এক ব্যক্তি যে ভঙ্গীতে উড়াইবেন, অন্য ব্যক্তি হয়ত সে ভঙ্গীতে উড়াইবেন না। লোকের দৃষ্টি আলাদা, রুচি আলাদা, সংস্কার আলাদা। বেদমন্ত্রগুলিকে এ ভাবে রূপক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার হাতে ছাড়িয়া দিলে, তাঁহাদিগকেও সেই যুপবদ্ধ ("দ্রুপদেষু বদ্ধঃ") শুনঃ শেপের মতন, বরুণ রাজার কাছে আসন্ন মুণ্ডপাত হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিতে হইবে। কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলিয়া নয়, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ইত্যাকার সকল ব্যাখ্যাকে উশৃঙ্খল, নিরঙ্কুশ করিয়া ছাড়িয়া দিলে বেদবিদ্যা অব্যবস্থারূপিণী মত্ত মাতঙ্গীর পায়ের তলায় চাপা পড়িয়া মরিবেন। ভয় হয় আজকাল সে সম্ভাবনা সর্ব্বনাশিনী হইয়া দেখা দিয়াছে। মনে রাখা উচিত, ইহা নির্ঋতি।

আধ্যাত্মিক উন্মেষ এবং ব্যাখ্যার স্তর।

আমরা আগে বলিয়াছি, এখনও বলি, আধ্যাত্মিক অর্থ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক অর্থ, মন্ত্রদ্রষ্টাদের এবং প্রামাণিক নিরুক্ত ভাষ্যাদিকারদের বুদ্ধিতে একান্ত অপ্রতিভাত ছিল না। কিন্তু তাঁরা, অধিকার-সংবদ্ধ-প্রয়োজন-নির্ব্বিশেষে, যখন তখন, যেমন খুসি তেমনি ভাবে, ও সব মানে ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন না। ও দিক্‌টাকে তাঁরা বলিতেন—জ্ঞানকাণ্ড, অথবা "আরণ্যক উপনিষৎ" (যার মানে গুপ্ত বা রহস্য)। সাধককে নিজের ক্রমশঃ উন্মেষিত তত্ত্ব-দৃষ্টি দ্বারা ও দিক্‌টা দেখিবার ও উপলব্ধি করার পরামর্শ তাঁরা দিতেন। ইহাই হইল সাধকের অধিকার বিচার এবং অধিকারানুরূপ "তত্ত্বহোম"। এইরূপ সত্যকার সাধনোপলব্ধি দ্বারা (realization দ্বারা) বেদবিদ্যার অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে গেলে অব্যবস্থার তেমন ভয় থাকে না; অব্যবস্থা বা বিরোধের একটু আধটু কুয়াসা বা মেঘ কদাচিৎ দেখা যাইলেও, স্ফুটতর প্রজ্ঞালোক বা ব্রহ্মবর্চ্চের দ্বারা তার নিরসন

মধ্যে লুকাইয়াছিলেন, সে অপ্ (একদিক্ দিয়া) জলও হইতে পারে, আবার এই ব্যাপক নির্ব্বিশেষ সত্তা বুঝাইতে পারে। অঙ্গিরা সেই ব্যাপক (equilibrated) সত্তার ভিতর হইতে প্রচ্ছন্ন অগ্নিকে আবার "মন্থন" করিয়াছিলেন। অঙ্গিরাঃ—সেই সত্তাশক্তি যাহা দ্বারা এইভাবে latent তেজঃ patent হইতে পারে, diffused, dissipated energy condensed and concentrated হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেও বলিতে পারেন না, সে সত্তাশক্তি কি; তবে সে শক্তি জগতের রূপ এবং জগতের শক্তিপুঞ্জ এ দুয়ের বিকাশের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক।

ব্যাখ্যা ব্যবস্থিত এবং অব্যবস্থিত।

কর্ম্মকাণ্ড পক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়ার আর এক উদ্দেশ্য ছিল। কর্ম্ম, তার প্রক্রিয়া ও ফল—ব্যবস্থিত ; যেমন, অরণি ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিতে একটা পদ্ধতি বা প্রণালীর অনুসরণ করা চাই-ই ; এইজন্য একটু আধটু মতের অনৈক্য থাকিলেও, আচার্য্যেরা কর্ম্মকাণ্ড পক্ষে ব্যাখ্যা দিতে বসিয়া একটা সম্প্রদায়সিদ্ধ ব্যবস্থা (the tradition of a settled practice) মানিয়া চলিতে পারিয়াছেন। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে লক্ষ্য রাখিয়া এখন পর্য্যন্তও আমরা বেদমন্ত্রগুলির মোটামুটি একটা ব্যবস্থিত অর্থ পাইতেছি—অন্ততঃ পক্ষে দু'চার হাজার বছর ধরিয়া। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায়, বিশেষ আমরা আজকাল যেভাবে করিতেছি, কোনই ব্যবস্থা রাখা সম্ভবপর হইত না। ধাতু ও প্রত্যয়ের সংযোগে নানা অর্থ কল্পনা করিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীমদ্‌ভাগবতের "আত্মারাম" শ্লোকের আঠার রকমের ব্যাখ্যা দিলেন ; মহাপ্রভু সে আঠার রকমের দিকে আদৌ না ঘেঁসিয়া চৌষট্টি রকমের ব্যাখ্যা করিলেন। তত্ত্বগুলি সনাতন সন্দেহ নাই ; কিন্তু তত্ত্বগুলির অনুভূতি উপলব্ধি ঘটে ঘটে "আলগ" ; তত্ত্বগুলি দেখার ভঙ্গীও আলাদা। জ্ঞানমার্গী এক দিক্ দিয়া দেখিবেন, ভক্তিমার্গী অন্য দিক্ দিয়া ; সমন্বয়বাদী অন্য আর একদিক্ দিয়া। এই রকম ব্যাখ্যার অশেষ বৈচিত্র্য, সুতরাং অব্যবস্থা আসিয়া পড়ে। (সেই বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণচরিত্রে রহস্য করিয়া কোনো অকালপক্ক বালকের মুখ দিয়া যাহা বলাইয়াছিলেন, রূপক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বিভ্রাটে প্রায় তাহাই ঘটিয়া বসে—"ক্লাইব পলাশিতে সিরাজকে পরাস্ত করিয়া ছিলেন," মানে ক্লাইব, কিনা ক্লীব, পলাশিতে, কিনা পলমাত্র বিকাশিত

হইতে চায় ; তা হইলে (Clerk Maxwell's 'Heat' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) অগ্নির "কার্য্যকরী শক্তিই" অপগত হইয়া যায়। সেইটাই "মৃত্যু"। জড়বিদেরা জানেন যে, dissipation of energy and mobile equilibrium of temperature হইলে এ জগৎ অচল হইয়া যাইবে। তার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁকও রহিয়াছে। কেলভিন্, টেট্, ব্যালফুর ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি অনেকে পূর্ব্ব শতাব্দীতে এর আলোচনা করিয়াছেন। এখন রেডিয়াম ও আণবিক শক্তিও আসরে নামিয়াছেন। আর এক ভাবে অগ্নির মৃত্যু হয়—যদি হব্যবাহনের ফলে প্রতীত (patent) অগ্নি অপ্রতীত ও অব্যক্ত হইয়া যায়। প্রাণশক্তি, মনঃশক্তি প্রভৃতি রূপে তৈজস মাত্রায় পরিণতির ফলে সাধারণ (লৌকিক) অগ্নি সূক্ষ্ম (অলৌকিক) অগ্নিতে অনেকাংশে পরিণত হইয়া থাকে। প্রতীতের বা ব্যক্তের অপ্রতীত বা অব্যক্ত হওয়াও মৃত্যু। অথর্ব্বার পুত্র অঙ্গিরাঃ, পুষ্কর মন্থন করিয়া আবার মৃত হব্যবাহনকে সঞ্জীবিত করেন। অঙ্গিরাঃ অঙ্গার (inert, latent অবস্থার সঙ্কেত), মনে রাখিতে হইবে। পুষ্কর মানে সমুদ্র, মেঘ, আকাশ। এ সকল একটী ব্যাপক সত্তার সঙ্কেত। বেদের মধ্যে বার বার আছে, অগ্নি অপের

অসিদ্বারা (শকার ছান্দস !) সিরাজ, কিনা স্বরাজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।”) যজ্ঞ, হোম, সোমলতা, ইন্দ্র-বৃত্র—এ সবই আধ্যাত্মিক রূপক করিয়া অনায়াসে উড়াইয়া দেওয়া যায়। এক ব্যক্তি যে ভঙ্গীতে উড়াইবেন, অন্য ব্যক্তি হয়ত সে ভঙ্গীতে উড়াইবেন না। লোকের দৃষ্টি আলাদা, রুচি আলাদা, সংস্কার আলাদা। বেদমন্ত্রগুলিকে এ ভাবে রূপক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার হাতে ছাড়িয়া দিলে, তাঁহাদিগকেও সেই যুপবদ্ধ (“দ্রুপদেষু বদ্ধঃ”) শুনঃ শেপের মতন, বরুণ রাজার কাছে আসন্ন মুণ্ডপাত হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিতে হইবে। কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলিয়া নয়, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ইত্যাকার সকল ব্যাখ্যাকে উশৃঙ্খল, নিরঙ্কুশ করিয়া ছাড়িয়া দিলে বেদবিদ্যা অব্যবস্থারূপিণী মত্ত মাতঙ্গীর পায়ের তলায় চাপা পড়িয়া মরিবেন। ভয় হয় আজকাল সে সম্ভাবনা সর্ব্বনাশিনী হইয়া দেখা দিয়াছে। মনে রাখা উচিত, ইহা নির্ঋতি।

আধ্যাত্মিক উন্মেষ এবং ব্যাখ্যার স্তর।

আমরা আগে বলিয়াছি, এখনও বলি, আধ্যাত্মিক অর্থ, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক অর্থ, মন্ত্রদ্রষ্টাদের এবং প্রামাণিক নিরুক্ত ভাষ্যাদিকারদের বুদ্ধিতে একান্ত অপ্রতিভাত ছিল না। কিন্তু তাঁরা, অধিকার-সংবদ্ধ-প্রয়োজন-নির্ব্বিশেষে, যখন তখন, যেমন খুসি তেমনি ভাবে, ও সব মানে ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন না। ও দিকটাকে তাঁরা বলিতেন—জ্ঞান-কাণ্ড, অথবা “আরণ্যক উপনিষৎ” (যার মানে গুপ্ত বা রহস্য)। সাধককে নিজের ক্রমশঃ উন্মেষিত তত্ত্ব-দৃষ্টি দ্বারা ও দিকটা দেখিবার ও উপলব্ধি করার পরামর্শ তাঁরা দিতেন। ইহাই হইল সাধকের অধিকার বিচার এবং অধিকারানুরূপ “তত্ত্বহোম”। এইরূপ সত্যকার সাধনোপলব্ধি দ্বারা (realization দ্বারা) বেদবিদ্যার অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে গেলে অব্যবস্থার তেমন ভয় থাকে না; অব্যবস্থা বা বিরোধের একটু আধটু কুয়াসা বা মেঘ কদাচিৎ দেখা যাইলেও, স্ফুটতর প্রজ্ঞালোক বা ব্রহ্মবর্চ্চের দ্বারা তার নিরসন

মধ্যে লুকাইয়াছিলেন, সে অপ্ (একদিক্ দিয়া) জল ও হইতে পারে, আবার এই ব্যাপক নির্ব্বিশেষ সত্তা বুঝাইতে পারে। অঙ্গিরা সেই ব্যাপক (equilibrated) সত্তার ভিতর হইতে প্রচ্ছন্ন অগ্নিকে আবার “মন্থন” করিয়াছিলেন। অঙ্গিরাঃ—সেই সত্তাশক্তি যাহা দ্বারা এইভাবে latent তেজঃ patent হইতে পারে, diffused, dissipated energy condensed and concentrated হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেও বলিতে পারেন না, সে সত্তাশক্তি কি; তবে সে শক্তি জগতের রূপ এবং জগতের শক্তিপুঞ্জ এ দুয়ের বিকাশের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক।

হইয়া যাইত। অসাধকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পণ্ডিতি ব্যাখ্যা ; অভিমান তার মূলে ; সুতরাং, বিরোধে বা বিতণ্ডায় সে ব্যাখ্যা ভাঙ্গিবে তবু নুইয়া যাইবে না। প্রত্যেকেই পরবাদ-দূষণে উরুজিহ্ব ; প্রত্যেকেরই অভিমান—স্ব-সিদ্ধান্ত একেবারে অটল, অকাট্য সিদ্ধান্ত। প্রাচীন পূর্ব্বগামীরা জ্ঞান কাণ্ডেও একটা ব্যবস্থিত পন্থা বা ঋত অনুবর্ত্তন করিয়া চলিতেন ; তার সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থার তাল পাকাইয়া ফেলিতেন না ; কর্ম্মকাণ্ডে কর্ম্মকাণ্ডোপযোগী ব্যাখ্যানাদিই দিতেন ; কর্ম্মকাণ্ডের অধিকার ও প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া অনবকাশে, অনধিকারে, অনিয়মিত ভাবে রূপক ও "আধ্যাত্মিক" ব্যাখ্যা অবতারণা করিয়া, তাঁরা কর্ম্মকাণ্ডের মূল শিথিল করিয়া দিয়া, কর্ম্মসঙ্গীদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতেন না।

রূপকব্যাখ্যায় গোল।

সোমযাগে সোমকে প্রাণ চৈতন্য ইত্যাকার ভাবে ব্যাখ্যা করার মানে, সোমযাগের অনুষ্ঠানটিকে আমরা তেমন সার্থক ও সপ্রয়োজন মনে করিতেছি না ; অনুষ্ঠানটি যেন সত্য সত্যই হইত না, অথবা হইলেও যেন সেটিকে অনায়াসে বাদ দেওয়া চলিতে পারিত ;—রূপকাদি জুড়িয়া দিলে এই রকম একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া পড়ে। যিনি যজমান, যিনি কর্ম্মী, তাঁহাকে ধৃতব্রত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে ; নিষ্কাম ভাবে পারেন ভালই, অন্ততঃপক্ষে যথাবিধি সকাম ভাবে, সকলপ্রকার অনার্য্যজুষ্ট কামনা বর্জ্জন করিয়া ; তিনি যদি আচার্য্যের ইঙ্গিতে বুঝিয়া যান যে—এ সব অনুষ্ঠানে কিছু নাই, ও সকল রূপক বই কিছু নয়, তবে তাঁর পক্ষে আদৌ ধৃতব্রত হওয়া সম্ভবে না। কর্ম্মজন্য চিত্তশুদ্ধি হইলে, তাঁর পক্ষে ও সব অনুষ্ঠান ও মন্ত্রের ভিতরে যাহা আছে, তাহা ক্রমশঃ দেখিবার বাদ কেহ সাধিবে না ; আচার্য্য তখন নিজেই প্রসন্নগম্ভীর স্বরে শিষ্য যজমানকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন—

বলা বাহুল্য, অঙ্গিরাঃ-তত্ত্ব চিৎশক্তির একটা বিশিষ্ট অভিব্যক্তি (একজন "ব্রহ্মা")। এই পৃথিবীর ইতিহাসেও দেখি, ইহা এক সময়ে উত্তপ্ত, তেজঃপিণ্ড ছিল ; পরে তেজঃ কতক ছড়াইয়া পড়ে, কতক পার্থিব জল, মাটি, ধাতু জীব জন্তু প্রভৃতিতে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ; তার ফলে, জল, মাটি, কাঠ, পাথর প্রভৃতিতে মূল অগ্নি যেন "মরিয়া" গিয়াছে ; এখন সংঘর্ষণাদি উপায় দ্বারা অরণি প্রভৃতি হইকে অগ্নিকে চেতাইয়া লইতে হয়। যে তত্ত্ব দ্বারা এ কাজ হয়, সে তত্ত্ব—অঙ্গিরাঃ ছান্দোগ্য উপনিষদে (১ প্র।২ খণ্ডে—„দেবাসুরাহবৈ যত্র সংযেতির উভয়ে" ইত্যাদি বলিয়া যে খণ্ডের উপক্রম) দেখিতে পাই অঙ্গিরা প্রাণকে উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করেন। এবং অঙ্গিরাঃ—প্রাণ' (এবাঙ্গিরসং মন্যতেঽঙ্গানাং যদ্ রসঃ)। বৃহস্পতিও তাই—"এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যতে বাগ্ বি বৃহতী তস্যা এষ পতিঃ"। বৃহদারণ্যক (২য় অ।২য়।৩, ৪) "অর্ব্বাগ্-

"ব্রহ্মযজ্ঞো বা এষ যৎ পূর্ব্বেষাং চয়নং তস্মাদ্ যজমানশ্চিত্বৈতানগ্নীনাত্মানমভিধ্যায়েৎ।" ব্রহ্মযজ্ঞো বা—এই বিকল্প-বোধক পদটি থাকায় বুঝাইতেছে যে, ভূতযজ্ঞ বা দ্রব্যযজ্ঞাত্মক পূর্ব্বাম্নায়, একেবারে অপদেশ, "নস্যাৎ" করিয়া দিয়া, এই ব্রহ্মযজ্ঞাত্মক উত্তরাম্নায় উপদেশ করা হইতেছে না।

সেকাল আর
এ কালের
Standpoint.

যাগাত্মাত্মক কর্ম্ম যতক্ষণ রহিয়াছে, ততক্ষণ অধিকার অনুক্রমণিকা পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক মন্ত্রগুলির ছন্দঃ, স্বর এবং অর্থের ভাবনার প্রয়োজন অবশ্যই থাকিবে। অন্য অধিকার ও অনুক্রমণিকায় কোন একটি মন্ত্রকে আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক করিয়া বুঝিতে কোনই বাধা নাই। আমরা যজ্ঞাদির ধার ধারিতেছি না; সে প্রাচীন কর্ম্ম ও ভাব সন্তানের সঙ্গে নিজেদের পরিচয় সম্পর্ক একরূপ ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছি বলিলেই হয়। যজ্ঞাদির তত্ত্ব পড়িয়া মরুক, তথ্যেরও কোন প্রয়োজন যে থাকিতে পারে, তাহা ভুলিয়াছি; অথবা স্বীকার করিতেছি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দেওয়া "চাষার গানের" ব্যাখ্যাতে, সায়ণাদির দেওয়া মোটা ব্যাখ্যানে এবং লম্বা লম্বা উদাত্তাদি স্বর বিচারে আমরা কতকটা অসহিষ্ণু, কতকটা অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া আছি; সুতরাং আজকাল সায়ণাদিকেও উড়াইয়া দিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা আমাদিগকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিতেছে সন্দেহ নাই। আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না যে, শ্রুতি সকলের চাইতে মুক্তকণ্ঠে যে বাণী আমাদের শুনাইয়াছেন, তাহা হইতেছে—"ঋত;" শ্রুতির রসনা এই "ঋত" শব্দের উচ্চারণে যেন অক্লান্ত; আরও দেখিতেছি না যে মন্ত্রদ্রষ্টাদের দৃষ্টিতে ঋত = সত্য = যজ্ঞ; বেদের নরদেব ঋভুগণ ঋতের দ্বারা

বিলশ্চমসঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঋষিদিগকে আধ্যাত্মিক "তত্ত্ব" হিসাবে আমাদের দেখাইয়াছেন—"তস্যা সত ঋষয়ঃ সপ্ততীরে"; "ইমাবেব গোতমভরদ্বাজাবয়মেব গোতমোঽয়ং ভরদ্বাজ ইমাবেব বিশ্বামিত্র জমদগ্নী অয়মেব বিশ্বামিত্রোঽয়ং জমদগ্নি রিমাবেব বসিষ্ঠকশ্যপাবয়মেব বসিষ্ঠোঽয়ং কশ্যপো বাগেবাত্রির্ব্বাচা হ্যন্নমদ্যতেঽত্তির্হবৈ নামৈতদ্ যদত্রিরিতি"—এখানেও স্পষ্টতঃ গোতম ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্রাদি ঋষিবর্গকে আমরা আমাদের ভিতরেই পাইতেছি। প্রত্যেকে এক একটা "তত্ত্ব" বা Principle, তাই বলিয়া গোতম বিশ্বামিত্রাদি সকলেই "রূপক" ছিলেন, ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না—এমন ভাবা চলিবে কি? "তত্ত্ব" ও "ব্যক্তি" এই দুই জড়াইয়া ঋষ্যাদি বিবরণ পাই বলিয়া গোড়াটা "mythological" মনে করা যুক্তিযুক্ত হয় না। "ভারতবর্ষ", (মৎস্যপুরাণ, ১১৪ অধ্যায়ে, মনুকেই "ভরত" বলিয়াছেন—"ভরণাৎ প্রজনাচ্চৈব মনুর্ভরত উচ্যতে"। তারপর "ভারতবর্ষ" Ideaটিকে লক্ষণের দ্বারা নির্ব্বাচন করিতেছেন।)

"ভান্তি", কিনা, ভাসমান দীপ্তিমান্ বলিয়াই ঋভু; মিত্রাবরুণ প্রভৃতি দেবতারা ঋত (সত্য বা যজ্ঞ) দ্বারা বর্দ্ধিত হন অথবা ঋতকে বর্দ্ধিত করেন বলিয়া ঋতাবৃধা; যাজ্ঞিকেরা ঋত আচরণ করেন বলিয়া "ঋতাবা", ঋত্বিক্ ও "ঋতজ্ঞা।" এই সকল হইতে এইটা বুঝায় নাকি, যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টি (standpoint) আর আধুনিক আমাদের দৃষ্টি একেবারে সুমেরু কুমেরু ব্যবধান (poles asunder) ?

ঋষিকুলের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি।

তারপরে বেদাদি হইতে ঋষি-সমাজের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির যে পরিচয় পাওয়া যায়, সে দৃষ্টির এক কথায় বর্ণনা দিতে হইলে বলিতে হয়, সেই ছান্দোগ্য শ্রুতির ভাষায়—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিত্যুপাসীত।" "রোচনা দিবি"—আকাশের জ্যোতিষ্কপুঞ্জ, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীতে যে সকল ভূত রহিয়াছে, কাল, দিক্, মন, আত্মা—এ সবই দেবতা, সবই ব্রহ্ম। ইহাকে পাশ্চাত্য দর্শনের পরিভাষায় Pantheism অথবা Pan-entheism বলিতে হয় বল, কিন্তু ইহা "Semitic Monotheism"—যেটা এখন পশ্চিম দেশের গির্জ্জার ছাপ লইয়া এদেশে 'একেশ্বরবাদ' নামে কাট্‌তি হইতেছে, তা—নয়। সৃষ্টি হইতে সৃষ্টিকর্ত্তাকে, ভূত হইতে ভূতনাথকে, আলাদা করিয়া দেখার বাতিক রহিয়াছে ঐ একেশ্বরবাদের মূলে। আমরা আজকাল পাশ্চাত্য আলোকের সংস্পর্শে আসিয়া ঐ একেশ্বরবাদের প্রভাবে অল্পবিস্তর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। সোম, অগ্নি, অরণি, কুশ, অপ্, আকাশ, সূর্য্য, বনস্পতি, গো, রজঃ বা ধূলি—এ সকল আবার দেবতা! এই হইল আমাদের ভিতরকার ভাব (সুতরাং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আদি কীর্ত্তি বেদ কয়খানির মান রাখিবার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের তুচ্ছতাচ্ছীল্যের পাল্টা জবাব হিসাবে আমরা আজকাল বৈদিক "ইন্‌ডেক্স" এবং উইলসনি অথবা ম্যাকস্‌মূলারি তরজমার সাহায্যে কোমর বাঁধিয়া সোম, অগ্নি, ঋভু, অসুর,

---

"আর্য্যাবর্ত্ত", "ব্যাস" ইত্যাদি যেমন এক একটা "তত্ত্ব" (Idea or Principle) এর নাম, যে তত্ত্ব যুগে যুগে আলাদা আলাদা বস্তু বা ব্যক্তিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে (an undying Idea or Principle embodying itself in, and as, various Forms), বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদিকেও আমরা অনেকটা এইভাবেই মনে করার উপদেশ পাই; এঁরা প্রত্যেকে এক একটা নিত্যতত্ত্ব, চিৎসত্তাশক্তি (each represents and incarnates a particular Idea or Principle): কল্পে কল্পে, মন্বন্তরাদিতে, যুগে যুগে এঁরা "নির্ম্মোক" ত্যাগ করিয়া থাকেন। ঋষিদিগকে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি সকল যুগেই দেখিতেছি বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই।

বিষ্ণু, ইন্দ্র—এ সকলের আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় নামিয়া গিয়াছি। কত হাজার বছর ধরিয়া মন্ত্রসমূহের যে সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা (অধিকার ও অনুক্রমণিকার সঙ্গতি রাখিয়া; এবং একটু আধটু স্বাভাবিক মতানৈক্য সত্ত্বেও) চলিয়া আসিতেছিল এবং সায়ণাচার্য্য যেটিকে বেশ করিয়া গোছাইয়া লিখিয়াছেন, সেটাকে, সভ্য সমাজে অপদস্থ হবার ভয়ে, আমরাও আজকাল "ক্যান্‌সেল" করিয়া দিতেছি।

কাল্‌চারের আবহাওয়া।

আসল কথা, তখনকার দিনের ভাব বিশ্বাস ও সাধনার আব্‌হাওয়া আর আজকালকার সভ্যতা ও কাল্‌চারের আব্‌হাওয়া মেলে না। যুগ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমরা "ম্যাজিক" তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আগে বলিয়াছি যে, এখন বর্ব্বর সমাজে ম্যাজিকের অনুষ্ঠান যেভাবেই হউক না কেন (সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে; স্বভাবে অথবা বিকারে), ম্যাজিকের মূল কথাটায় কাহারও লজ্জিত হবার নাই; সে মূল কথা মোটেই পলিথিজম্ হেনোথিজম্ ইত্যাদি নহে; সাধারণ এনি-মিজম্ টটেমিজম্ প্রভৃতিত' নয়ই। একটা বিশ্বাত্মা বিশ্ববীজভূতা ও বিশ্বাত্মিকা মহাশক্তিতে যেখানে বিশ্বাস; বর্ত্তমানে আমাদের না বোঝা কোনো-কোনো ঋতের (মন্ত্র-তন্ত্রাদির) অনুসরণ করিয়া, নিজের আত্মীয় শক্তিকে সেই বিশ্বশক্তির মহা উৎসে সংযুক্ত করিয়া, তাহা হইতে শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ দোহন করার প্রয়াস যেখানে;—সেখানে, দর্শন বিজ্ঞানের তরফ হইতে আর যাই বলা হউক না কেন, একথা বলা চলিবে না যে, তুচ্ছ একটা, ছোট একটা, মিথ্যা একটা ব্যাপারে মানুষ নিজেকে অন্ধ করিয়া, শৃঙ্খলিত করিয়া ডুবাইয়া রাখিয়াছে। অনুষ্ঠান, তার লক্ষ্য, তার আদর্শ এত বড় যে, তার চাইতে বড় একটা কিছু কল্পনা করিতে মানুষ অক্ষম।

নিত্য "তত্ত্ব" মনে রাখিলে গোল নাই। এই তত্ত্বগুলির সাময়িক বিকাশ আলাদা আলাদা হইয়াছে; পুরাণাদিতেই নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিদেরই "অমুকের শাপে" অন্যভাবে জন্মগ্রহণ ও শাপমোচন প্রভৃতির কথা শুনিতে পাই। এক একটা নিত্য Idea বা Priciple এর কায় পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কি? এ সব আমরা "দেবতত্ত্ব" ও "বেদতত্ত্বে" আলোচনা করিব। এখানে খেয়াল রাখিতে হইবে, কেমন করিয়া অঙ্গিরাঃ প্রভৃতি "তত্ত্ব" হইয়াও বংশ বিস্তার করিয়াছেন—গোত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। "New Mysticism" "Christion Science Movement" এ সকলও Christ তত্ত্ব এবং Jesus of Nazareth ব্যক্তিকে আলাদা করেন (কেহ কেহ Christ as a historical person তে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন); গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য এবং অপরাপর

ম্যাজিকের নূতন পরিচয়।

একমাত্র প্রশ্ন এই হইতে পারে—ম্যাজিকপন্থীদের অনুসৃত ঋতটি, বর্ত্মটি (যজ্ঞ, মন্ত্র, তন্ত্র প্রভৃতি) সত্য সত্যই ঋত কিনা। বলা বাহুল্য, পরীক্ষক ছাড়া লৌকিকে (lay man) এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিবেন না। ইহা তত্ত্ব ও তথ্য এতদুভয়-ঘটিত প্রশ্ন (question of principle as well as of fact), সুতরাং, কেবল নিজের নিজের সংস্কারের পুঁটলি (যেটার গায়ে সচরাচর "যুক্তির", এমন কি "বিবেকের" লেবেল আঁটা থাকে) খুলিয়া (অর্থাৎ apriori), এ প্রশ্নের উচিত জবাব মিলিবে না। বেদাদিতে যে কাল্চারের চেহারা আমরা দেখিতে পাই, সে চেহারা এখনকার বর্ব্বর সমাজের অনুষ্ঠিত ম্যাজিকের চেহারার সঙ্গে অবশ্য তুলিত হইতে পারে না; শেষেরটি কুয়াসায় ঘেরা, নিজের ভিতরকার তত্ত্বসামগ্রীটি একেবারে লুকাইয়া ফেলিয়াছে বলিলেই হয়; অঙ্গে তার নানান্ ব্যাধি ও বিকারের চিহ্ন; আগে, পর্য্যটকেরা সে চেহারা দেখিয়া কেবল বীভৎস ও কুৎসিতই বলিতেন; এখনকার এথ্নোলজিষ্টেরা ভিতরের প্রচ্ছন্ন "তত্ত্ববর্চ্চসং" একটু আধটু দেখিতে পাইয়া, এবং সভ্য জগতেরই জড়বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যার একটা নূতন মোড় সেই "ম্যাজিক" অভিমুখে ফেরার লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া, সে চেহারা আঁকিতে গিয়া অনেকে, আজকাল, তাঁদের তুলি মিস্মিসে কালিতে না ডুবাইয়া, একটুখানি ফিকে রংঙে ডুবাইতেও সুরু করিয়াছেন।

সবে সূচনা।

সাধারণ্যে,—এমন কি দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক—এঁদের ভিতরেও—বিংশ শতাব্দীর ভাব-রাজ্যে যুগ পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়ার প্রেরণা, এখনও ভাল করিয়া অনুভূত হয় নাই; অনেকদিনকার জমাট সংস্কারের কুয়াসা এই নবোদিত যুগমিত্রের কিরণে গলিয়া যায় নাই; বরং ঘন-ধূসর হইয়া নূতন আলোক এবং নূতন প্রাণোষ্মার সঞ্চারের পথ সেই ঋগ্বেদের বৃত্র বা অহির মতনই ঢাকিয়া রাখিয়াছে। হিপনটিজম্ প্রভৃতি সম্বন্ধে সংশয়, অন্ততঃ তথ্য

অনেক সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যাদিকে নিত্যসত্তা, নিত্যবিগ্রহরূপে বিশ্বাস করেন; চারিশত বছর আগে তিনি লীলা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এমন ভাবেন না। এমন কি, নারদ-পঞ্চরাত্রাদিতে ব্রজ, গো-গোপ-গোপী—এ সবই নিত্য তত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরে ব্রজলীলা ব্যাপারটা কেবল (এবং

হিসাবে, ও দেশে প্রায় কাটিয়া গিয়াছে ; জড়ের শক্তিরূপত্ব, এবং জড়শক্তি, প্রাণশক্তি ও চিচ্ছক্তির একাত্মতা সম্বন্ধে ধারণাও সুধীসমাজে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। প্রেত্যভাব, প্রেততত্ত্ব (spiritualism) লইয়া জাঁদরেল বৈজ্ঞানিকেরাও খাটিতেছেন, বৈঠক (seance) ইত্যাদি করিতেছেন ; ফলাফল ছাপাইয়া প্রোসিডিঙ্গসের পাহাড় গড়িতেছেন ; কেহ কেহ প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসীও হইয়াছেন ; অনেকে এখন পর্য্যন্ত, প্রেতের অস্তিত্বে প্রমাণাভাব বলিয়া, রায় মুলতুবি রাখিয়াছেন। তথ্যগুলি (ছল-চাতুরি, আত্মবঞ্চনাদির ঝড়তি পড়তি বাদসাদ দিয়া) উড়াইয়া দিবার নয় ; এই জন্য, প্রেত না মানিয়াও (অর্থাৎ, "Spiritualist" না হইয়াও) ভাব সঞ্চার (thought transference), ভাবের অব্যক্ত-ভূমির প্রতিক্রিয়া (reactions of the sub-conscious self) ইত্যাদি দ্বারা "জোড়াতালি গোছের" ব্যাখ্যা দিয়া, নিজেদের বিবেক বিচারের শ্যাম এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বিশ্বাস অথবা মামুলি সংস্কারের কুল—এ দুই-ই কোনমতে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ মেটারলিঙ্ক তাঁর "The Unknown Guest", "Our Eternity" ইত্যাদি গ্রন্থে স্পিরিচুয়ালিষ্টিক্ থিওরির প্রসাদ গুণ, অর্থাৎ সরলতা, মানিয়াও, "অন্য থিওরিতে কিনারা হইলে প্রেতলোকের পথে হাঁটিতে নাই"—এই নীতির অনুসরণের ফলে, ঐ "অগতির গতি" subconscious self এর বিপুল রহস্য-কুক্ষিতেই গিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। আমাদের দেশে প্রেততত্ত্ব পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় দেবযান-পিতৃযান-মার্গ নির্দ্দেশে, যোগানুভূতিতে, দার্শনিক বিচারে, পুরাণেতিহাসের আখ্যায়িকামালায়, যজ্ঞাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান দশসংস্কারাদি অনুষ্ঠানে, পল্লবিত

মুখ্যতঃ) একটা "historical fact" নয়। যাই হ'ক—অঙ্গিরাঃ, অত্রি. ভৃগু—এঁরা সব "তত্ত্ব" হইয়াও বংশ গোত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা যেন বিস্মিত না হই। মৎস্যপুরাণ (১২৬ অধ্যায়ে) সূর্য্যরথে দুই দুই মাস করিয়া কতকগুলি "তত্ত্ব"কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন :—তার মধ্যে চৈত্র বৈশাখে পুলস্ত্য-পুলহ প্রজাপতিদ্বয়. জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে অত্রি-বশিষ্ঠ, শ্রাবণ ভাদ্রে অঙ্গিরাঃ ভৃগু, আশ্বিন কার্ত্তিকে ভরদ্বাজ গৌতম, হেমন্তে (অগ্রহায়ণ-পৌষে) কশ্যপ ক্রতু. শিশিরে জমদগ্নি-বিশ্বামিত্র। .(এই দ্বাদশ ঋষি ছাড়া, দ্বাদশ আদিত্যাদিও আছে)। বলা বাহুল্য, এসবই তত্ত্বের কথা, আজগবি গল্প নয়। তারপর, মৎস্যপুরাণে (১৯৫-২০৩ অধ্যায়ে) ভৃগু, অঙ্গিরাঃ, অত্রি, বিশ্বামিত্রাদির বংশকীর্ত্তন করা হইয়াছে। তাতে দেখিতে পাই অঙ্গিরাঃ প্রভৃতি গোত্রপ্রবরাদির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—সেই সমস্ত ভারদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্যাদি প্রবর এখনও চলিতেছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাত্যায়ন রচিত "পরিশিষ্ট" গুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে "প্রবরাধ্যায়"। এসবের মধ্য দিয়া রক্তের, ভাবের, অনুষ্ঠানের (এবং সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বের) একটা অতি পুরাতনী ধারা

হইয়া একটা অব্যয় অক্ষর মহা-অশ্বত্থ বৃক্ষের মতন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রেত্য ভাব বা জন্মান্তর বৌদ্ধ জৈনাদিরও সম্মত। প্রেত্যভাব বাদ দিলে হিন্দুদের ও উহাদের শুধু দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা নহে, সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মই ভিত্তিহীন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

প্রমাণ ও প্রমাতার বৈলক্ষণ্য।

ফলতঃ, সে যুগের প্রমাণ ও প্রমেয়ের সঙ্গে এ যুগের প্রমাণ ও প্রমেয়ের মিল নাই। প্রমাতাও একরূপ নহে। এখনকার শ্রেষ্ঠ প্রমাতা বৈজ্ঞানিক বা সাভাণ্ট (savant); তখনকার শ্রেষ্ঠ প্রমাতা ঋষি। ঋষি অতীন্দ্রিয়ার্থ-দ্রষ্টা; এইজন্য কর্ম্মজন্য "অপূর্ব্ব", স্বর্গ, পরলোক ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় বিষয়ে ঋষি-দৃষ্ট মন্ত্র (যার অপর নাম "প্রত্যক্ষ"; স্মৃতি = অনুমান) "রবেরিব রূপ-বিষয়ে" প্রমাণ। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিককে ঠিক অতীন্দ্রিয়ার্থ-দ্রষ্টা বলা যায় না; কেননা, সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর খোঁজ করিলেও, যতক্ষণ না তিনি অন্ততঃ যন্ত্রাদি সাহায্যে সে বস্তুকে ইন্দ্রিয়ের কাছারিতে দাখিল করিতে পারেন, ততক্ষণ তিনি সুস্থির নন, এবং ততক্ষণ সে বস্তুর "কিনারা" হইল, ইহা তিনি মনে করিতে পারেন না। ইন্দ্রিয়ের কাছারি হইতেছে তাঁর চরম আদালত। বৃক্ষের শিরামণ্ডলীতে রসসঞ্চারের পরিমাণ অথবা কোষাণুগুলির আকুঞ্চন প্রসারণই হউক; রেডিয়াম—থোরিয়াম প্রভৃতি পদার্থের তেজোবিকিরণ (radiaton) অথবা হার্জিয়ান্ ওয়েবের দৈর্ঘ্যই হউক; সুদূর নীহারিকা পুঞ্জের রাসায়নিক উপাদান অথবা জল প্রভৃতি পদার্থের আইওনাইজেসন্ই হউক; শব্দের সূক্ষ্ম ঝঙ্কার (resonance) অথবা থাইরয়েড্ প্রভৃতি গ্রন্থিসমূহের অদৃশ্য রসক্ষরণই হউক;—এ সকলেই বৈজ্ঞানিক শেষ পর্য্যন্ত কোনো কোনো ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য না লইয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন না; এজন্য তাঁকে কত না আশ্চর্য্য রকমের কল-কৌশল (mechanism) আশ্রয় করিতে হয়।

চলিয়া আসিয়াছে। মূলটা "lost in myth" বলিয়া আপশোষ করার কিছু নাই। ওখানে myth তত্ত্ব—কিভাবে, তা আমরা দু'চার কথায় বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। বেদবিদ্যাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখার সমূহচেষ্টা হইয়াছিল—"শিক্ষা" (স্বর ইত্যাদির) দিক্ হইতে ঋগ্‌বেদাদির "প্রতিশাখ্য" নিবন্ধগুলি (বৈদিক ছন্দঃ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণারণ্যকাদিতে বহু উল্লেখ ত' আছেই, তাছাড়া শাঙ্খ্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৭।২৭, ঋগ্‌বেদ প্রাতিশাখ্যের শেষ পটলত্রয়, সামবেদের "নিদানসূত্র" এবং পিঙ্গলের "ছন্দঃ সূত্র" সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন; ঋগ্‌বেদাদিতেই দেখি—ছন্দঃই গোড়ায় এবং ছন্দঃ হইতেই সব; এক মূলতত্ত্ব এবং "প্রাচীন্" তত্ত্ব); পদ পাঠাদি নিরন্ধ; প্রয়োগ এবং পদ্ধতি নিবন্ধগুলি;

সূক্ষ্মের পরীক্ষা।

আজকাল আবার বৈজ্ঞানিকেরা "occult phenomena" (মানসিক ও "আত্মিক" ঘটনাবলীর সূক্ষ্ম, অদ্ভূত, অব্যক্ত অবস্থাগুলি) লইয়াও পরীক্ষা স্থরু করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও, জড়বিজ্ঞানের (Physics এর) সেই মূল প্রামাণ্য-ব্যবস্থাপক ধারাটিই অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছেন। অর্থাৎ কেহ "ধ্যানে" বা স্বপ্নে (trance, dream) অলৌকিক কিছু দেখিলে, সেটাকে, মানস প্রত্যক্ষের প্রমাণিত বলিয়া ধরা যাইবে না। ধ্যান, ইন্‌টুইসন্, "divination" ইত্যাদি মানসিক ব্যাপার হিসাবে প্রমাণ নয়। যতক্ষণ না ধ্যান ইন্‌টুইসন্ প্রভৃতির "তথ্য" নিরপেক্ষ, সাধারণ পরীক্ষকের ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্যবস্থিত, সমর্থিত না হইতেছে, ততক্ষণ সে তথ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য নহে। রেডিয়েশন্ প্রত্যক্ষের জন্য ফটোগ্রাফিক বা অন্য উপযুক্ত "সজাগ পরদা" (sensitive screen), বৃক্ষ লতাদির প্রাণিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার জন্য ক্রেসকোগ্রাফ্ ইত্যাদি যন্ত্রের সহায়তা চাই; ডেথ্ রে, এনিম্যাল ম্যাগনেটিজম্, স্পিরিট ফেনোমেনা—এ সবের জন্যই না হয় উপযুক্ত অভিব্যঞ্জক যন্ত্র দরকার হউক, তাতে আপত্তি নাই; কিন্তু অভিব্যঞ্জনা (manifestation) শেষ পর্য্যন্ত হওয়া চাই চক্ষু, ত্বক্ প্রভৃতি সাধারণ ইন্দ্রিয়ের কাছে; অর্থাৎ, প্রেত যদি সত্যই আবির্ভূত হইয়া থাকে ত, বৈজ্ঞানিক সেটাকে তথ্য হিসাবে ততক্ষণ আমোল দিবেন না, যতক্ষণ না তাহাকে মিডিয়াম ছাড়া অন্য বাজে লোকও, সাদাসিধা ভাবে চোখে দেখিয়া বা হাতে স্পর্শ করিয়া না হউক, অন্ততঃ উপযুক্ত ভৌতিক যন্ত্র (physical apparatus) সাহায্যে, দেখিতে ও ছুঁইতে পারিতেছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে জড় এবং তার ঋত ব্যবস্থিত; এবং ইন্দ্রিয়গ্রামও ব্যবস্থিত; ইন্দ্রিয়ের দোষ যন্ত্র সারিয়া লইতে

সর্ব্বানুক্রমণী, আর্ষানুক্রমণী, ছন্দোনুক্রমণী, অনুবাকানুক্রমণী, সূক্তানুক্রমণী, পদানুক্রমণী দেবতানুক্রমণী ("বৃহদ্দেবতা") —এই সকল অনুক্রমণী (Index) গ্রন্থ সমূহ; নিঘণ্টু ও নিরুক্তগ্রন্থে (যাস্ক বহু পূর্ব্ববর্ত্তী নিরুক্ত কারের নাম নিজেই করিয়াছেন); বিবিধ কল্পসূত্রগুলি (শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম্ম, শুল্ব),—এ সমস্তই বেদ বিদ্যাকে একটী অবিচ্ছিন্ন ধারায় চালাইয়া লইতে চাহিয়াছে। যাস্ক খৃঃ পূঃ অন্ততঃ ৫০০ বছরের লোক বলিয়া সাহেবদের অনেকের অনুমান। কিন্তু তাঁর সময়েও ঋগ্ বেদ "পাঠাদিতে" একটা সুস্থির, নির্দ্দিষ্ট, ব্যবস্থিত আকারে আমরা দেখিতে পাই। আমরা দেখিয়াছি যে, মন্ত্র বা শব্দ প্রধান বিদ্যায় সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। নহিলে যে মন্ত্রের বৈয়র্থ্যাপত্তি হয়। এ বিদ্যার প্রাচীনতা (যার গোড়া খুঁজিয়া পাই না) অস্বীকার করার যো নাই! ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব (History of Sanskrit Literature, pp. 263—64) ঐতিহাসিকের তরফ হইতে প্রাচীনতা কতকটা না মানিয়া পারেন নাই:—Looking back

পারে; একের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অপরের ইন্দ্রিয়ের বিরোধ, ইন্দ্রিয়ের প্রমাদ ইত্যাদিও তুলনা দ্বারা, সম্ভাবনার (chances of error) হিসাব করিয়া এবং ''গড় কষিয়া'' নিরাকৃত হইতে পারে। জড় ছাড়িয়া মন বা আত্মায় প্রবেশ করিলে ঋত বা ব্যবস্থা পিছনে ফেলিয়া গেলাম, অর্থাৎ আত্মায় কোনরূপ ব্যবস্থা, শৃঙ্খলাদি নাই—একথা অবশ্য বৈজ্ঞানিক বলেন না। কিন্তু তিনি বলিতে চান ইহাই যে, জড়ে যেমন প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার বেশ ব্যবস্থিত হইয়া রহিয়াছে (কোন্ জাতীয় প্রমেয় স্থিরীকরণে কোন্ জাতীয় প্রমাণের উপযোগিতা; the whole science of evidence and proof), জড়াতীত রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত সেরূপ কিছু নাই, কখনও হইবে কিনাও, সন্দেহ। যাহা বাহ্য, কিনা objective, তাহা লইয়া পরীক্ষক বিশেষের সাক্ষ্যের যেমন ধারা একটা নিয়তত্ব আছে (যেমন, একটা ঘটকে যতবার দেখিতেছি একভাবেই দেখিতেছি), তেমনধারা বহু মাঝারি গোছের (normal average) পরীক্ষকেরও সাক্ষ্যের মিল রহিয়াছে। ভিতরে, আত্মার (subjective) রাজ্যে, একজনের অনুভূতি বিভিন্ন সময়ে এক রকম নয়; বহুজনের অনুভূতিরত' মিল নাই-ই। কোনো মিডিয়াম "ট্রান্সে" যা দেখিল বা শুনিল, অন্য আর একজন মিডিয়ামই হয়ত তা দেখিল না বা শুনিল না; "বাজে" লোকদের, সাধারণ জীবের ত' কথাই নাই।

অতীন্দ্রিয় প্রমেয়।

বেদাদিতে যে কাল্‌চার আমরা দেখিতে পাই, তাতে সত্য সত্যই অতীন্দ্রিয় পদার্থ প্রমেয় স্বরূপে স্বীকৃত হইয়াছে দেখিতে পাই; এবং সে সব প্রমেয় ইন্দ্রিয়গোচর কোনো রকমে না হইলেও, ধ্যান-ধারণা-সমাধি (পাতঞ্জলের ভাষায়, "সংযম") দ্বারা অবগত হইতে পারা যায়; সুতরাং তাদের প্রমাণও আলাদা, প্রমাতাও আলাদা; প্রমাণ যোগজ প্রত্যক্ষ, প্রমাতা ঋষি। যে

---

on the vast mass of ritual and usage regulated by the sutras, we are tempted to conclude that it was entirely the conscious work of an idle priesthood, invented to enslave and maintain in spiritual servitude the minds of the Hindu people. But the progress of research tends to show that the basis even of the sacerdotal ritual of the Brahmans was popular religious observances. Otherwise it would be hard to understand how Brahmanism acquired and retained such a hold on the population of India.

অব্যবস্থার আপত্তি বৈজ্ঞানিকদের তরফ হইতে উঠিয়াছে, সে আপত্তি আজ নূতন নয়। ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানে বেকন হইতে সুরু করিয়া অনেকেই মানস প্রমাণ (intuition) এ অনাস্থা দেখাইয়া ইন্দ্রিয় প্রমাণ এবং ভূয়োদর্শন মূলক "ইন্‌ডাক্‌সন"কেই প্রামাণ্যের সিংহাসনে বসাইয়া গিয়াছেন। এ একটা যুগপরিবর্ত্তন বলিতে হইবে। এ পরিবর্ত্তনের ফলে জড়বিদ্যার উন্নতির সীমা নাই বলিলেই হয়। জড়বিদ্যা যে প্রামাণ্যের ভূমির উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সে ভূমি যে বজ্রদৃঢ় নয়, এ সংশয় কিন্তু কিছুদিন হইতে বৈজ্ঞানিকেরাও নিজেদের চিন্তার আকাশ-সীমান্ত হইতে তাড়াইতে পারিতেছেন না। গত শতাব্দীতেই আর্‌নেষ্ট ম্যাক্‌, পোঁয়াকারে, কার্ল্‌-পিয়ার্সন এঁদের সব লেখা বৈজ্ঞানিক প্রামাণ্যের মূলদেশেই একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে।

তারপর হালের Relativity বাদের প্রভাবও বড় কম নয়। এ সকল চিন্তা ও মতবাদের প্রভাবে ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে এইরূপ—বৈজ্ঞানিক এতদিন
যে তাঁর জগৎটাকে ধ্রুব সত্য মনে করিতেছিলেন,
"মায়াপুরী"। সেটা তাঁর স্বপ্ন ; প্রকৃতপক্ষে, বৈজ্ঞানিকের এটম,
ফোর্স, টাইম, স্পেস ইত্যাদি মসলায় তৈয়ারী
জগৎ একটা "মায়াপুরী" (conceptual world) বই আর কিছুই নয় ; সেটাকে কিছুতেই অনুভবসিদ্ধ, সত্য জগৎ মনে করা যাইতে পারে না। স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর লেখাতে এই কথা খুব খোলসা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য বার্ট্রাণ্ড রাসেল, হোয়াইট হেড প্রভৃতি কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক জগতের সত্যতার কথাও বলিতেছেন। এ অপবাদ শুধু যে, বৈজ্ঞানিকের থিওরিকেই ঘেরিয়া ধরিতেছে, এমন নয় ; অথাৎ, কেবল বৈজ্ঞানিকের মননের বা ব্যাখ্যার জগৎ (ইলেকট্রণ, ঈথার, এটম; স্পেস

The originality of the Brahmans consisted in elaborating and systematising observances which they already found in existence. This thy certainly succeeded in doing to an extent unknown elsewhere."

"Comparative studies have shown that many ritual practices go back to the period when the Indians and Persians were still one people. Thus the srcrifice was even then the centre of a developed ceremonial, and was tended by a priestly class. Many terms of the Vedic ritual already existed then, especially soma, which was pressed, purified through

টাইম, ফোর্স ইত্যাদিতে তৈয়ারীই) মায়াময় হইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে এমন নয়, এ অপবাদ তাঁর পরীক্ষিত "তথ্য" গুলিকে স্পর্শ না করিয়া যাইতেছে না। ইলেকট্রণ খুব কাটিতেছে বটে, কিন্তু সেই সেদিন এডিংটন তাকে "dummy" মনে কয়ার হেতু দেখাইয়াছেন।

পরীক্ষা ও বাস্তব।

বৈজ্ঞানিকের কোনো পরীক্ষিত তথ্যই পূরাপূরি ভাবে বাস্তব (real) নহে, হইতে পারে না। কোনো ঘটনাকে বহু পরীক্ষকে যন্ত্র পাতিয়া পরীক্ষা করিলেন; সকল পরীক্ষকের যন্ত্রও অবশ্য অবিকল সমান নয়, সকল পরীক্ষকের "দর্শন"ও অবশ্য একান্তভাবে তুল্য নয়। এক যন্ত্রে অপর যন্ত্রে, পূর্ব্বাবস্থায় পরাবস্থায়, এক পরীক্ষকে অপর পরীক্ষকে—সর্ব্বতোভাবে মিল নাই। বৈজ্ঞানিক সেই জন্য আঁক কসিয়া যন্ত্রের ভুলটুক সারিয়া একটা আদর্শ যন্ত্র ও আদর্শ অবস্থা (are ideal assemblage of conditions) কল্পনা করেন; বিভিন্ন পরীক্ষকদেরও গড় কষিয়া একজন আদর্শ বা "মাঝারি" পরীক্ষক (ideal or "mean" observer) তাঁর "মানস পুত্র" রূপে লাভ করেথ। বলা বাহুল্য, আদর্শ যন্ত্র ও অবস্থা এবং আদর্শ পরিদর্শক এ বাস্তব "নর লোকে" বিদ্যমান নাই; প্লেটো বর্ণিত অচলায়তন ভাব রাজ্যে the world of Ideal Archetypes এই) বাস করে। কল্পনার বাহিরে, আঁকের খাতার বাহিরে, তাদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। সাদা চোখে অথবা যন্ত্র পাতিতে এখন আমি যা দেখিতেছি, তুমি যা দেখিতেছ, অথবা সে যা দেখিতেছে, তার কোনটাই "সত্য" বলিয়া বৈজ্ঞানিক মনে করিতেছেন না। যে সব দেখাশুনাকে সংস্কারের জন্য, বিশুদ্ধির জন্য, মনন ও নিদিধ্যাসনের "লোকে" পাঠাইয়া দিয়া, তবে "তথ্য" করিয়া লইতে হয়। তবেই ইন্দ্রিয়ের

---

a sieve, mixed with milk, and offered as the main libation. Investiture with a secred cord was. as we have seen, also known, and was in its turn based on the still older ceremony of the initiation of youths on entering manhood. The offering of gifts to the gods in fire is Indo European, as is shown by the agreement of the Greeks., Romans, and Indians. Indo-European also is that part of the marriage ritual in which the newly wedded couple walk round the nuptial fire, the bridegroom presenting a burnt offering and the bride an offering of grain; for among the Romans also the young pair walked round the altar from left to right before offering bread in the fine. Indo-

দোষ ও যন্ত্রপাতির এই দুইটা দোষই বৈজ্ঞানিককে মানিতে হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের দোষ যন্ত্র কতকটা সারিয়া লইতে পারে, যন্ত্রপাতির দোষ ও অবস্থার দোষ কতকটা হিসাব (calculation ; elimination of error) এবং কল্পনা সারিয়া লইতে পারে; কিন্তু কতকটা বই নয়। ঠিক real বা তথ্য যেটি, সেটি সমীক্ষা পরীক্ষাতে, এমন কি অন্বীক্ষাতেও, ধরা পড়িতেছে না। কতকটা ধরা পড়িতেছে, পূরাপূরি নয়; "কতকটা ধরা পড়িতেছে"—এতেই বাট্রাণ্ড রাসেলপন্থীরা আশ্বস্ত হবেন না কি?

প্রত্যক্ষের দোষ বিচার

বৈজ্ঞানিকের প্রামাণ্য লইয়া পূর্ব্ব এক প্রসঙ্গে আমরা আরও কিছু আলোচনা করিয়াছি। তবে, একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষবাদীরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের দোষ এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপরে নির্ভরশীল অন্বীক্ষার দোষ ভাল মতেই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এমন কি প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদী চার্ব্বাকাদিকেও "উপাধি" বিচার করিতে হইয়াছিল। বৈশেষিকাদি আচার্য্যেরা ত চুলচেরা বিচার করিয়া গিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনে শাব্দ প্রমাণের আলাদা স্বীকার নাই বটে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা আর্ষ প্রত্যক্ষ কণভক্ষ-পক্ষকগণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয় নাই; গৌতমদর্শনেও যোগজ সন্নিকর্ষ ও যোগজজ্ঞান আদৃত। সাংখ্যযোগাচার্য্যেরা ত', যোগজ জ্ঞানের লক্ষণ-বিভাগ-উপায় প্রভৃতি খুবই দেখাইয়াছেন। পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসায় অপৌরুষেয় বেদ বা শ্রুতি (অর্থাৎ, ঋষিদের "দর্শন") ত "প্রত্যক্ষ" নামেই চলিয়াছে। জৈমিনীয় দর্শনের গোড়াতে এবং বেদান্ত দর্শনের নানা যায়গায় এই প্রত্যক্ষের স্বতঃ প্রামাণ্য, এবং শুধু তাহাই নয়, "রবেরিব রূপবিষয়ে" অতীন্দ্রিয় বিষয়ে প্রামাণ্য, বিচারিত ও ব্যবস্থিত হইয়াছে। অথর্ব্ব বেদের

European, too must be the practice of scattering rice or grain (as a symbol of fertility) over the bride and bridegroom, as prescribed in the Sastras; for it is widely diffused among peoples who cannot have borrowed it. Still older is the Indian's ceremony of producing the sacrificial fire by the friction of two pieces of wood. Similarly the practice in the construction of the Indian fire-altar of walling up in the lowest layer of bricks the heads of five different victims including that of a man, goes back to an ancient belief that a building can only

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ভাষ্য অনুক্রমণিকায় স্বতঃ প্রামাণ্য ও পরতঃ প্রামাণ্য লইয়া বিচার রহিয়াছে। ফলকথা, যোগ নামে একটা অসাধারণ অন্তঃকরণ ব্যাপার, এবং তার সাহায্যে অতীন্দ্রিয় বস্তু সকলের প্রত্যক্ষ—ইহা দর্শন গুলির সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ, সকলের সম্মত সিদ্ধান্ত। চক্ষুরাদি যেমন ইন্দ্রিয় বা বাহ্যকরণ, মন তেমনি অন্তঃকরণ ("inner sense")। এই অন্তঃকরণের দ্বারা কেবল যে সুখ দুঃখ প্রভৃতির মানস প্রত্যক্ষ হয়, এমন নয়। অন্তঃকরণ এমন একটা করণ (কিনা, instrument of knowledge) যে, উপযুক্ত অবস্থায় এবং উপযুক্ত ভাবে, ইহার প্রয়োগ হইলে, ইহা এমন সকল বস্তু বা তত্ত্ব আমাদের সাক্ষাৎকার করিয়া দিতে পারে, সে সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ বাহ্য ইন্দ্রিয় কদাপি দিতে পারে না। (উপযুক্তযন্ত্রসহকৃত হইয়াও পারে কিনা, তার বিচার এখানে করিব না)। অন্তঃকরণের ঐ উপযুক্ত অবস্থা ও ভাবের নাম যোগ ; এবং তদ্দ্বারা সাক্ষাৎকারের নাম, অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। বেকনের পর হইতে ও দেশের পণ্ডিতেরা অন্তঃকরণের এই শক্তিতে আস্থাহীন হইয়াছিলেন ; এখনও অনেকে আছেন। অন্তঃকরণের সত্তা ও স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা (যাহা Cartesian dualism, "Occasional cause," "Pre-established harmony" "Pschyophysical parallelism" ইত্যাদিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল)ই অনেকটা তাঁদের এই আস্থাহীনতার মূলে।

অন্তঃকরণ সত্তা।

এদেশে গোল হয় নাই, কেন না, অন্তঃকরণকে প্রধানতঃ একটা তৈজস, লঘু, সত্ত্ববহুল পদার্থ (substance-energy) রূপে ধারণা করা হইয়াছিল। বৈশেষিক মনকে অণু বলেন। যাই হোক, তাড়িত প্রভৃতির চাইতেও তৈজস (radiant), সূক্ষ্মতর (subtler) দ্রব্য অন্তঃকরণ। জড়পদার্থ এবং ইন্দ্রিয় গ্রামের অন্য বস্তু প্রতিফলন করিয়া প্রকাশ করিবার শক্তি যতটা স্বীকার করা

---

be firmly erected when a man or an animal is buried with its foundation;" এই গেল এক দিকের কথা। অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলির মূল যে খুব প্রাচীন, তা সাহেবেরাও আজকা'ল না মানিয়া পারেন না ; কেননা, আর্য্যদের অন্য শাখায় ত' বটেই, তা'ছাড়া আর্য্যদের (সভ্য এবং অসভ্য) অনেক জাতিদের ভিতরেও বিবাহ, উপনয়ন, শবসংস্কারাদি অনুষ্ঠানের একটা মৌলিক ও আসলে অভিন্ন রূপ পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, সাহিত্যাদি সেই সমস্ত প্রাচীন যুগের নিদর্শনগুলিকে সাহেবেরা প্রায়ই "আধুনিকের" দিকেই টানিয়াছেন—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের। অথর্ব্ববেদের কতক কতক তত্ত্ব ও বিষয় খুব পুরাণো হইলেও, অথর্ব্ববেদসংহিতাখানি যে অপেক্ষাকৃত "অর্ব্বাচীন", তা সাহেবেরা এক রকম এক যোগেই মানিয়াছেন।

যাক্‌না কেন, অন্তঃকরণের প্রকাশিকা শক্তি তার চাইতে ঢের বেশী। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়প্রণালীদ্বারাই অন্তঃকরণ রূপ তৈজস-সামগ্রী বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু, বিষয়, এমন কি, সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম বিষয়, প্রকাশ করিতে অন্তঃকরণের ইন্দ্রিয়, অথবা ইন্দ্রিয়ের সহকারী যন্ত্রের (appratus এর) উপর নির্ভর যে করিতেই হইবে, এমন কোনো কথা নাই। সাধারণ প্রত্যক্ষে সেরূপ নির্ভর দেখা যায় বলিয়া, প্রত্যক্ষ বা বিষয়াবভাস অন্য প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে না, এমন মনে করা চলে না। তবে অন্য প্রকারে অবভাস বা প্রত্যক্ষ করিতে গেলে, অন্তঃকরণকে "উপযুক্ত" করিয়া লইতে হয়। এরূপ প্রত্যক্ষকে অধুনা ওদেশের Psychical Research "supernormal percepience" বলিতেছেন। এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা Barretএর Psychical Research নানক পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য। যাঁদের বিশেষ আগ্রহ, তাঁদিগকে মায়ার্স প্রভৃতির লেখা এবং সাইকিক রিসার্চ সোসাইটির প্রোসিডিংস গুলি পাঠ করিতে বলি।

অথর্ব্ববেদে যাতুবিদ্যাদিই যে আছে এমন নয়, ব্রহ্মবিদ্যা অথর্ব্ববেদেই বেশী করিয়া আছে। অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎগুলিও অনেক এবং প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যার এক একটী "রহস্যের" উদ্‌ঘাটন (যেমন, প্রণব, নাদবিন্দু ইত্যাদি), ব্রহ্মবিদ্যার অশেষ শাখার বিস্তার (Various lines of esoteric theosophic doctrine) অথর্ব্ববেদেই ভালমতে হইয়াছে দেখিতে পাই। অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎগুলির পূর্ব্বাপরত্ব সম্বন্ধে এবং শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের উক্তিগুলি আমরা এখানে শুনাইতেছি ঃ—

"A large and indefinite number of Upanishads is attributed to the Atharva-veda, but the most anthoritalive list recognises twenty seven altogether. They are for the most part of very late origin, being post Vedic, and all but three contemporaneous with the Puranas. One of them is actually a Muhammadan treatise entitled the Alla Upanishad! The older Upanishads which belong to the first three Vedas were, with

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাখ্যার অতীন্দ্রিয় স্তর।

অন্তঃকরণের মার্জ্জন।

উপযুক্ত করিতে হইলে অন্তঃকরণ সামগ্রীকে বিশুদ্ধ ও একাগ্র করিতে হয়। অন্তঃকরণ বা চিত্তে দোষ বা "মল" রহিয়াছে বলিয়া, এবং ইহা নিতান্ত চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত বলিয়া, ইহার স্বাভাবিক প্রকাশনসামর্থ্য ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। রাগ দ্বেষ সংস্কারাদির মল মার্জ্জনা এবং বিক্ষেপের নিরোধ করিতে পারিলে, ইহার সাক্ষ্য (testimony) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এবং যন্ত্রাদির সাক্ষ্যের চাইতেও বেশী সত্য ও মূল্যবান্। বৈজ্ঞানিক যে এতদিন মানস সাক্ষ্য (ইন্টুইসন্) ইত্যাদিকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, তার কৈফিয়ৎ এই ছিল বা থাকিতে পারে যে, সদোষ ও চঞ্চল অন্তঃকরণের সাক্ষ্যকেও অনেক সময়, তত্ত্বব্যবস্থায়, "বেদবাক্য" রূপে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। *a priori* যুক্তিমাত্রকেই প্রজ্ঞার আসনে বসান হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক, ইন্টুইসনের যে কোনই দাম নাই (value as evidence), প্রজ্ঞার আলোক যে আলেয়া বই আর কিছু নয়,—একথা জোর করিয়া বলিতে পারিবেন না ; কেন না, সত্য কথা বলিতে গেলে, তাঁকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অনেক গম্ভীর তত্ত্ব ও দুর্গম ঋতের সূত্র তিনি ঐ ভিতরের আলোকেই দেখিতে পাইয়াছেন। ভিতরের ইন্টুইসন্‌কে বাহিরের সমীক্ষা—পরীক্ষায় যাচাই করিয়া লওয়াই তাঁর উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান। যাচাই করিতে হয় এই জন্য যে, আলোক যার (অর্থাৎ, যে অন্তঃকরণের) মধ্য দিয়া আসিয়াছে, সেটা একান্তভাবে নির্ম্মল ও সুস্থির নয়। হইলে, তাঁর ভিতরের আলোকে পাওয়া সত্য, সম্পূর্ণ ও অটল

---

a few exceptions like the Cvetacvatara, the dogmatic text-books of actual Vedic schools, and received their names from those schools, being connected with and supplementary to the ritual Brahmans. The Upanishads of the Atharva-veda, on the other hand, are with few exceptions like the Mandukya and the Jabala, no longer connected with Vedic schools, but derive their names from their subject-matter or some other circumstance. They appear for the most part to represent the views of theosophic, mystic, ascetic, or sectarian associations, who wished to have

হইত, এবং তাকে সেরূপ বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারিতেন (conviction হইত); সে ক্ষেত্রে, বাহিরের পরীক্ষায় যাচাই করা লীলা মাত্র, বিলাস মাত্র হইত। যেমন, আমরা ভিতরে কোনো কোনো সত্য সুস্থির ভাবেই উপলব্ধি করি; বাহিরে সে সত্যের প্রয়োগ বা উদাহরণ ভূরিভূরি দেখিয়া তৃপ্তি পাই; কিন্তু এতক্ষণ যেটামাত্র মনের খেয়াল বা স্বপ্ন ছিল, তা এই সব ভূয়োদর্শনের প্রসাদাৎ, বাস্তব হইল, এমন মনে করি না। ক্বচিৎ কদাচিৎ কোনো পাত্রে ঐরূপ স্থির মানস অনুভব বা ইন্‌টুইসন্ হইয়া থাকে; মন যেরূপ সচরাচর ব্যস্ত ও মলিন, তাতে ঐ রকমের মানস অনুভব প্রায় না হওয়াই উচিত।

“Fact” কাকে বলে?

ইন্দ্রিয়ের ক্যামেরায় যার ছবি ধরিতে পারা যায়, সেইটাই “Phenomena” ঘটনা, “fact” বা তথ্য—বৈজ্ঞানিকেরা অনেকেই এইটাকে স্বতঃসিদ্ধের (axiom) মতন ভাবিয়া আসিতেছিলেন; বেকন *Novum Organum* এ পরীক্ষণীয় ঘটনাগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন—*instantiae* ostivæ. (ostensive facts) আর instantiæ clandestinæ et crepusculi (clandestine or dusky facts). বিজ্ঞানাচার্য্যেরা এই দুই রকমের “facts” ইকে যথাসম্ভব ইন্দ্রিয়গোচরতার গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন; ইন্দ্রিয় দ্বারা সমীক্ষা পরীক্ষার বিষয়ীভূত না হইলে যেন কিছু ঘটনা বা “তথ্য” পদ বাচ্য হইতে পারে না—এই রকমের অনেকটা মনোভাব ছিল। খোদ বেকন “clandestine facts” এর উদাহরণ দিতে গিয়া “cohesion of liquids” এর কথা বলিয়াছেন। হিপ্‌নোটিজম্, মেস্‌মারিজম্, এনিম্যাল ম্যাগনেটিজম্, টেলিপ্যাথি ইত্যাদি “ঘটনা” অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-কেশরীরা প্রায়ই ঘটনা বলিয়াই স্বীকার করেন নাই; উনবিংশ শতাব্দীতে এ সকলের কতক

---

an Upanishad of their own in imitation of the old Vedic schools. They became attached to the Atharva-veda not from any internal connection but partly because the followers of the Atharva-veda desired to become, possessed of dogmatic text-books of their own and partly because the fourth Veda was not protected from the intrusion of foreign elements by the watchfulness of religious guilds like the old Vedic Schools.”

The fundamental doctrine common to all the Upanishads of the Atharva-veda is developed by most of them in various special directions.

কতক যে পরীক্ষণীয় (তথ্য কিনা, এই হিসাবে), এ কথাটা অনেকেই স্বীকার করিতে স্থরু করিয়াছিলেন ; বিংশ শতাব্দীতে অন্ততঃ হিপ্‌নটিজম ও সজেস্‌চন্ সম্বন্ধে (থিওরি যাই হউক), তথ্য হিসাবে সংশয় আর বড় একটা কাহারও নাই। অন্য ঘটনাগুলিও পরীক্ষিতব্য—খুব সতর্কতার সহিত পরীক্ষিতব্য—এমন কি "Spiritoidal phenomena" (Spirit বা প্রেতাত্মার আবির্ভাব সংক্রান্ত ঘটনাগুলি) ও—একথা মানিতে কোনো শিষ্ট বৈজ্ঞানিক এখন গররাজি নহেন। এ ঘটনাগুলিকে Cryptoidal Phenomena, "রহস্য ঘটনা" বলিয়াছেন, ডাঃ এমিলি বোয়ারাক্ প্রমুখ ফরাসী পরীক্ষকেরা। রহস্য ঘটনা বলিয়া প্রকৃতির নিয়ম রাজ্যের বাহিরে নয় ; এ সকলের "ঋত" হয়ত আমরা জানি না ; অথবা, অথবা হয়ত, আমাদের পরিজ্ঞাত নিয়মেরই অতর্কিত প্রয়োগের ফলে এ সব ঘটনা ঘটিতেছে।

বৈজ্ঞানিকেরা এতদিন যে গুলিকে Natural facts and Natural laws মনে করিয়া আসিতেছিলেন, তাদের বাহিরে আর প্রকৃতি নাই, law নাই, fact নাই,—এরূপ মনে করার দিন চলিয়া যাইতেছে। আগেকার পরীক্ষকদের সেই সূত্র (*eadem est ratio non entis ac non apparentis*—অর্থাৎ, যাহা সত্য সত্যই নাই এবং যাহার গোচরতা—ইন্দ্রিয় গোচরতা হইতেছে না, এ দুয়ের মাঝখানে কোনো পার্থক্য নাই ; তার মানে, অপ্রত্যক্ষ ও অতথ্য, এ দুই-ই এক কথা)। ইন্দ্রিয়গোচরতৈকপ্রমাণবাদ, এখন বাতিল (obsolete) হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্তও অপরীক্ষক আমরা অনেকেই সেই বাতিলটাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি। ডাঃ এমিলি বোয়ারাক লিখিতেছেন—(La psycologic Inconnue, P. 22.)—"Phenomenon is for us synonymous with fact or natural event, as if nothing happened or were made

তথ্যের বিস্তার।

They may accordingly be divided into four categories which run chronologically parallel with one another each containing relatively old and late productions. The first group, as directly investigating the nature of the Atman, has a scope similar to that of the Upanishads of the other Vedas, and goes no further than the latter in developing its main thesis. The next group, taking the fundamental doctrine for granted, treats of absorption in the Atman through ascetic meditation (yoga) based on the component parts of the sacred syllable Om. The Upanishads are almost in nature which is not susceptible of appearing to us, of revealing itself to us. The truth is that, with other thinkers we hardly begin to realize that in the unfathomable regions of space, around ourselves, in our own selves, occur certain orders of Phenomena to which we possess no key, upon which we have no light, and the knowledge of which it is imparatively necessasary for mankind to obtain in order to understand the only just and true explanation of things."

প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত।

প্রাকৃতিক তথ্য ও ঋতের বাহিরে তথ্য ও ঋত নাই—এ প্রতিজ্ঞায় আপত্তি করার কিছু নাই। তবে "প্রকৃতি" কথাটার ব্যাপ্তি অযথা সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিলেই—একটা গণ্ডী টানিয়া "এই পর্য্যন্তই প্রকৃতির এলাকা, এর বাহিরে প্রকৃতি নাই" বলিতে গেলেই—গোল বাধিবে। আমাদের সাংখ্য প্রভৃতি আচার্য্যেরা প্রকৃতির লক্ষণ এত বড় করিয়াছিলেন যে, শুদ্ধ চিৎ (ইংরাজির "consciousness" নহে) ছাড়া, তার বাহিরে আর কিছুই নাই। কার্য্য-কারণ-ধারাক্রমে যেটি ক্রিয়মাণ (energising), সেইটি প্রকৃতি। এ লক্ষণ দিলে, বেকনের ostensible and clandestine (বা cryptoidal) facts—দুই-ই, অর্থাৎ, কি স্থূল, প্রতীয়মান, কি সূক্ষ্ম, অপ্রতীয়মান, সবই—প্রকৃতির এলাকার সামিল হয়। কাজে কাজেই, ঘটনা ও ঘটনার ঋত বা ধারা এই এলাকার বাহিরে কিছুতেই যাইতে পারে না। যেটি নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধ, যেটি কাহারও কার্য্যও নয়, কাহারও কারণও নয় ("ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ"—সাংখ্যকারিকা), তার অবশ্য কোনও ঘটনা হইতে পারে না। আসল কথা, প্রকৃতিলক্ষণে সূক্ষ্ম

---

without exception composed in verse and are quite short, consisting on the average of about twenty stanzas. In the third category the life of the religious mendicant (sannyasin), as a practical consequence of the Upanishad doctrine, is recommended and described, These Upanishads, too, are short, but are written in prose, though with an admixture of verse. The last group is sectarian in character, interpreting the popular gods Civa (under various names, such as Icana, Mahecvara, Mahadeva) and Vishnu (as Narayana and Nrisinha or "Man-lion) as personifications

বা রহস্য (cryptoidal) এর দিক্‌টা একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিয়া বৈজ্ঞানিক তাঁর প্রতিজ্ঞায় গোঁড়ামী ও জুলুম জবরদস্তি আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। সূক্ষ্ম বা রহস্য ঘটনা—miracle নহে, "অতিপ্রাকৃত" নহে; তাপ আলোক, চৌম্বক তাড়িত শক্তির মত তাহাও, আমাদের অধুনা অতর্কিত নিয়মের বলে, ঘটিতেছে—এইটি ভুলিয়াই অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা "miracle", "fourth dimension", "perpetual motion", "alchemy, "mesmerism", "clairvoyance" ইত্যাদি সব সূক্ষ্ম, "অসাধারণ" তথ্য বৈতথ্যগুলাকে নির্ব্বিচারে এক সম্মার্জ্জনীতে ঝাঁটাইয়া মধ্যযুগের আবর্জ্জনা স্তুপের একটা মৈনাক পর্ব্বত খাড়া করিয়া তুলিয়া ছিলেন।

বন্ধ দুয়ার।

এ সবের মধ্যে কোনো কোনোটা, যথা alchemy (transmutation of elements হিসাবে) ও hypnosis, এর মধ্যেই প্রমাণিত, নিঃসন্দিগ্ধ সত্যের কোঠায় ঠাঁই পাইয়াছে; বাকির মধ্যে কোনো কোনোটাকে আর বেশী দিন বোধ হয় দুয়ার বন্ধ করিয়া বাহিরে আটকাইয়া রাখা চলিবে না। "Think of the fact that general physics, as the base of all the sciences, is constantly changing, constantly being renewed. We cannot, we should not, look upon the theories of the dynamism of heat and electricity, of attraction, of the conservation of energy, as the last word in scientific discoveries. These are no doubt great and wonderful laws; but without being considered a dreamer, one may assert that these laws will yet be dethroned by others different and more general in character. Nothing au-

---

of the Atman. The different Avatars of Vishnu are here regarded as human manifestations of the Atman."

"The oldest and most important of these Atharvan Upanishads, as represeting the Vedanta doctrine most faithfully, are the Mundaka, the Pracna, and to a less degree the Mandukya. The first two come nearest to the Upanishads of the oldest Vedas, and are much quoted by Badarayana and Sankara, the great authorities of the later vedanta philosophy. They are the only original and legitimate Upanishads of the thorizes us to say that we know all of the laws of nature. Far from it; the probability is that a few of nature's forces are known to us while a great many are still hidden from our knowledge. What would we know of the force of electricity had Galvani and Volta not experimented as they did? What could we say about magnetism if the magnet were not in existence? Certainly, there are in nature all kinds of forces which we cannot see, do not know how to see, and that hazard only, or the genius of a man, will be able some day to discover.—(Chaies Richet in Revue scientifique, March 12. 1892; quoted by Emile Boirac).

বর্ত্তমান বিজ্ঞান বিদ্যার গণ্ডী।

জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিৎ (নিউটন লাইবনিজের সঙ্গে যিনি একাসনে বসিতে পারেন) লা-প্লাস রহস্য ঘটনা সমূহের কতক কতক খবর রাখিতেন, এবং আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার ও বিজ্ঞানবিদ্যার বৈঠকখানায় তাদের টানিয়া আনিতে পারা যায় নাই বলিয়া, সেগুলিকে পত্র পাঠ "আষাঢ়ে" বলিয়া উড়াইয়া দিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। "The singular phenomena which result from the extreme sensitiveness of the nerves, in certain individuals, has given birth to diverse opinions upon the existence of a new agent called animal magnetism, upon the action of the ordinary magnetism, the influence of the sun and moon during various nervous affections. Finally, upon

---

Atharva. The Munduka derives its name from being the Upanishad of the tonsured (munda) an association of ascetics who shaved sheir heads, as the Buddhist monks did later, It is one of the most popular of the Upanishads, not owing to the originality of its contents, which are for the most part derived from older texts, but owing to the purity with which it reproduces the old Vedanta doctrine, and the beauty of the stanzas in which it is composed. It presupposes, above all, the Chhandogya Upanishad, and in all probability the Brihadaranyaka, the Taittithe impressions which can be gathered when in the proximity of running water and subterranean masses of metal. It is natural to think that the action of such causes is quite feeble and may easily be disturbed by a great number of accidental causes. Therefore, if in some instances such action have not been manifested, their existence should not be rejected. স্থানান্তরে ("Calcul des Probabilites") তিনি আবার বলিতেছেন—"It is most unphilosophical to deny the existence of magnetic phenomena because they are, as yet, unexplainable, in the actual state of our scientific knowledge." ডাঃ এমিলি বোয়ারাক্—বেশ সাহসের সহিত আশা করিতেছেন যে—আজকাল যেমন "physical phenomena of heat, light and electricity" গুলিকে একসূত্রে গ্রথিত (unify) করা সম্ভবপর হইয়াছে, তেমনি একদিন "The three orders of psycho-physical phenomena—hypnotism, suggestion, magnetism"—এদেরও এক সূত্রে অন্বিত করিয়া নেওয়া সম্ভবপর হইবে।

বলা বাহুল্য কিছুদিন হইতে পশ্চিম দেশে প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের ভিতরে কেহ কেহ এই রহস্য গুহার দ্বার অনর্গল করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মধ্যযুগের সেই সব "কুসংস্কার"--"idola tribus"—এখন আর অস্পৃশ্য হইয়া পড়িয়া নাই। স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স, স্যর অলিভার লজ, স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, ডিরোচাস, ডাঃ রিচে (কতিপয় বড় স্পিরিচুয়ালিষ্টেরই নাম করিলাম)—এঁরা তাঁদের

পশ্চিমে নূতন পরীক্ষা ক্ষেত্র।

---

riya, and the Kathaka. Having several important passages in common with the Cvetacvatura and the Brihannaryana of the black Yajurveda, it probably belongs to the same epoch, coming between the two in order of time, It consists of three parts, which, speaking generally, deal respectively with the preparations for the knowledge of Brahma, the doctrine of Brahma, and the way to Brahma." "The Pracna Upanishad, written in prose and apparently belonging to the Pippalada recension of the Atharva-veda, is so called because it treats, in the form of ques-

বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাকে যতখানি আগাইয়া লইতে পারিয়াছেন, ততখানি আগাইয়া যাবার মতন "শক্তমাটি" এখন পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁদের পায়ের নীচে অনুভব করিতে পারেন নাই। কিন্তু থিওরি বা তত্ত্ব সম্বন্ধে যাই হউক না কেন, Psychical Research Societyর(এবং সঙ্গে সঙ্গেSpiritu listদের Societyর) রাশীকৃত proceedings সব "জাল" বা "ভূয়া" বলিয়া উড়াইয়া দিতে ভরসা করিবেন আজকাল খুব কম খবরদার ব্যক্তিই। পরীক্ষিতব্য—একথা প্রায় সকলেই বলিতেছেন; পরীক্ষা চলিতেছেও। কিন্তু বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে যে রীতিতে (methods) পরীক্ষা চলে, এ পরীক্ষাতেও সেই রীতির অনুসরণ করিতেই সকলে পরামর্শ দিতেছেন; এমন কি, অনেকে আবার রীতিমত সাধারণ ল্যাবরেটরিতেই পরীক্ষা চালাইবার পক্ষপাতী, ব্যক্তি বিশেষের বৈঠকখানা প্রভৃতিতে পরীক্ষা হইতে দিতে আপত্তি করেন।

"বৈজ্ঞানিক রীতি।"

"বৈজ্ঞানিক রীতি" মানে নিরপেক্ষ ভাবে সমীক্ষা পরীক্ষা করা যদি বুঝায়, তবে, বলা বাহুল্য, শুধু এ পরীক্ষা কেন, সকল পরীক্ষাতেই সেই রীতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। অনুসন্ধান ও বিচারের একটা সুষ্ঠু পদ্ধতি বিজ্ঞানে চলিতেছে; বৈজ্ঞানিকেরা সেই পদ্ধতির অনুশীলনে অভ্যস্ত। এই কারণে বৈজ্ঞানিকের দ্বারা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক্রমে, এ সব cryptoidal phenomenaর পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রমাণ-প্রমেয় পরীক্ষায় সুষ্ঠ হইলেও, তার ন্যূনতা (limitation) আছে; এবং বৈজ্ঞানিক নিজের নিজের এলেকায় (provinceএ) যতই উপযুক্ত পরীক্ষক হউন না কেন, তিনি যে সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পরীক্ষক হইবেনই, তাঁর পক্ষেও সংস্কারাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা যে আদপে নাই,—এমন জামিন সাহস করিয়া দিতে পারিবেন কয়জনে?

---

tions (pracna) addressed by six students of Brahma to the sage Pippalada, six main points of the Vedanta doctrine. These questions concern the origin of matter and life (prana) from Prajapati; the superiority of life (prana) above the other vital powers; the nature and divisions of the vital powers; dreaming and dreamless sleep; medituation on the syllable; and the sixteen parts of man."

"The Mandukya is a very short prose Upanishad, which would hardly fill two pages of the present book. Though having the name of a half-

বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার।

বৈজ্ঞানিকের সংস্কার বিশেষ "বদ্ধমূল" হইলে, তাও যে সাধারণের কুসংস্কারের চাইতে কম ভয়ঙ্কর সত্যমার্গের অন্তরায় হয় না, এর সাক্ষ্য বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়ানো রহিয়াছে। ডার্‌উইনের ইভোলিউশন্ থিওরিকে কেবল যে পাদ্রি সাহেবেরাই বাধা দিয়াছিলেন এমন নয়; বৈজ্ঞানিক ধুরন্ধরেরাও অনেকে; বিচারে টিকিতেছে না বলিয়া ততটা নহে, যতটা তাঁদের বদ্ধমূল সংস্কার ও ধারণায় বাধিতেছে বলিয়া। চিকিৎসা শাস্ত্রের ওলট পালটের কথা না বলিলেও চলে। Pasteurএর আবিষ্কারের কথা শুনিয়া সে যুগের ডাক্তারেরা অবিশ্বাস ও বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁর রোগোৎপাদক (pathgenic) সূক্ষ্ম জীবাণু (microbes) উপহাসের বিষয় হইয়াছিল; কিন্তু সেই সূক্ষ্ম জীবাণুগুলি অতি অল্প দিনের মধ্যেই চিকিৎসা জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। মাইক্রোব ইত্যাদি দেহে প্রবেশ করিলে রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। অনেক সময় করেও না। কেন করে না—এ প্রশ্নের উত্তরে মনে করা হইত যে, প্রত্যেক বিশিষ্ট রকমের মাইক্রোব দেহ আক্রমণ করিলে দেহের মধ্যে একপ্রকার "specific antibody" উৎপন্ন হইয়া তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করে এবং সময়ে সময়ে বাধা দিতে সমর্থও হয়; সমর্থ হইলে, সে রোগ সম্বন্ধে তৎকালে সেই দেহীর "immunity". এখন সমীক্ষা পরীক্ষা ফলে এটা ক্রমশঃ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ঐরূপ specific antibody ছাড়া শরীর পাহারা দেবার ও রক্ষার পক্ষে সাধারণ (general) "tissue resistance"কে মুখ্য ভাবে রোগ নিবারণের "ঘরওয়া ব্যবস্থা" রূপে স্বীকারের ফলেও বর্ত্তমান চিকিৎসা বিদ্যার মোড় ফিরিয়া যাইবে। এ "জারম্" ও "জারম্" সে "জারম্"—এই রকমের সব গুপ্ত শত্রুর পানে অনবরত "কামানদাগা" ছাড়িয়া দিয়া ভবিষ্যৎ

---

forgotten school of the Rigveda, it is reckoned among the Upanishads of the Atharva-Veda, It must date from a considerably later time than the prose Upanishads of the three older Vedas, with the unmethodical treatment and prolixity of which its precision and conciseness are in marked contrast. It has may points of contact with the Maitrayana Upanishad, to which it seems to be posterior. It appears, however, to be older than the rest of the treatises which form the fourth class of the Upanishads of the Atharva-Veda." এই জাতীয় কালনির্ণয়ের চেষ্টার মূলভিত্তিগুলি আমরা আগে পরখ

বৈদ্যেরা হয়ত কিসে—কি কি নিয়ম ও ব্যবস্থায়—দেহের স্বাভাবিক tissue resistance রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়, সেই দিকেই বেশী মনোযোগী হইবেন। হইলে, সেই প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের প্রচারিত সত্য (আয়ুর্ব্বেদেও "আগন্তুক" ব্যাধির স্বীকার না আছে এমন নয়)—দেহের ধাতু সাম্য বজায় রাখিতে পারিলেই স্বাস্থ্য—জগতের চিকিৎসকমণ্ডলী আদরপূর্ব্বক বরণ করিয়া লইবেন। হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির প্রচার করিতে গিয়া কম অবজ্ঞা ও নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন নাই। এখন গোঁড়া এলোপ্যাথ প্রভৃতি "faith-cure" ইত্যাদি যত রকমের ব্যাখ্যা কল্পনা করুন না কেন, আজকালকার দিনে এটা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-তত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রণালীর মূলে হাওয়ার চাইতে শক্ত ও নিরেট কোনও একটা ভিত্তি আছে।

বৈজ্ঞানিকের গোঁড়ামি।

এই রকমে বৈজ্ঞানিকের গোঁড়ামির দৃষ্টান্ত ইতিহাসের প্রত্যেক পাতা হইতেই দেওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানে অনেক বৈজ্ঞানিক cryptoidal phenomenaগুলির পরীক্ষায় নামিতেছেন না, অথবা নামিলেও, তাদের সত্যতার প্রসন্নোজ্জ্বল মূর্ত্তিটি সব সময়ে দেখিতে পাইতেছেন না,—এর হেতু এ নয় যে, উক্ত "ফেনোমেনা"গুলি বৈজ্ঞানিক রীতিতে পরীক্ষাযোগ্য এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বিচারসহ নয়। বৈজ্ঞানিক রীতিতে পরীক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বিচার কেহ কেহ করিতেছেন এবং এখন পর্য্যন্ত থিওরি সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে যতই মতানৈক্য থাকুক না কেন, ঐ ঘটনাগুলি তথ্য হিসাবে না মানিয়া অনেকে পারেন নাই। আমাদের সেই আগেকার আলোচিত বুদ্ধির "লঘুতা" (কিনা, সংস্কারস্বতন্ত্রতা) যাঁদের বেশী, তাঁরাই এক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন বেশী। বাকী যাঁরা, তাঁরাও যে আর বেশী দিন

করিয়া দেখিয়াছি—(১) ভাষার প্রাচীনতা বা নব্যতা; (২) ভাবের নির্দ্দিষ্টতা বা অনির্দ্দিষ্টতা; এবং (৩) ভাবের জমাট ও পরিণতি। ভাষা archaic, ভাব undeveloped and unsystematized—এ হইলেই পুরাণো স্তর। তা ছাড়া, (৪) আভ্যন্তরীণ প্রমাণ (বৌদ্ধমতাদির আভাষ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি পৌরাণিক দেবদেবীর তত্ত্বকথা; ইত্যাদি) ত আছেই। কিন্তু কোনো গ্রন্থবিশেষের একটা বিশিষ্ট আকারে সঙ্কলন সম্বন্ধে এ জাতীয় সব প্রমাণের যতই দাম থাকুক না কেন, গ্রন্থপ্রতিপাদিত তত্ত্ব বা বিষয়ের ভাবসম্প্রদায় (tradition of continued thought) সম্বন্ধে ঐ সমস্ত প্রমাণের প্রামাণ্য নাই। প্রত্যেক উপনিষদগুলিতেই ঐ রকমের একটা তত্ত্ববিদ্যানুশীলন-সম্প্রদায়ের উল্লেখ স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই; এ রকমের

তাদের উপেক্ষার ভাব লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন, তা বোধ হয় না। তাদের অন্তরেও একটা সন্দেহ, একটা প্রতীক্ষা, একটা আশা ধীরে ধীরে আলোড়িত, চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক।

“রহস্য” এবং জীবনে প্রয়োজনীয়তা।

অন্য দিকে, প্রয়োজনীয়তা হিসাবে, জীবনের সঙ্গে, মানুষের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সঙ্গে, সত্যকার নিবিড় সম্পর্কের মধ্য দিয়া ঐ রহস্য তথ্য ও তত্ত্বগুলি আমাদের যত “কাছে”, তত কাছে বৈজ্ঞানিকের আলোচিত কোনো তথ্য বা তত্ত্বই যে নয়! মানুষ মরণের পর কোথায় থাকে; থাকিলে তার সঙ্গে আমাদের “ব্যবহার” (communication) কোনো রকমে হইতে পারে কিনা; মানুষের অন্তরের বস্তুটি—ভাব, চিন্তা, আত্মা, যে নামেই ডাকা যাক্ না কেন, - কি; প্রাণের সঙ্গে ও জড়ের সঙ্গে সে বস্তুটির কি সত্য সম্পর্ক; সে অন্তরের বস্তুটি জড়ের উপর ও প্রাণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে কতটুকু সমর্থ;—ইত্যাদি প্রশ্ন ও সমস্যার চাইতে গুরুতর ও অধিক “মরমের” প্রশ্ন ও সমস্যা আর কি হইতে পারে? জার্ম্মাণীতে synthetic chemistryর কল্যাণে কেমন করিয়া কোন্ রঙ তৈয়ারি হইল, অথবা কেমন করিয়া কোন্ মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস তৈয়ারী হইল—এ সকল প্রশ্নের চাইতে ঢের বেশী দরকারী, জরুরি এবং মর্ম্মালোড়ক প্রশ্ন হইতেছে—আমার যে আপন জন আজ মরিয়া গেল, সে কি সত্য সত্যই কোথাও কোনো ভাবে “বাঁচিয়া” আছে; যদি বাঁচিয়া থাকে তবে, সে কি কোনো রকমেই আমার আহ্বানে “সাড়া” দিতে পারে না? অথবা, আমি এইখানে বসিয়া আমার সাগর পারে প্রবাসী প্রিয়জনের কল্যাণ চিন্তা করিতেছি, আমার হৃদয়ের আবেগ তার অভিমুখে ঢালিয়া দিতেছি; আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ, আমার প্রাণের স্নেহাবেগ সত্য সত্যই “বেতারের” মতন, সাগর পারে সেই আমার প্রিয়-

---

উল্লেখ অন্তর্গত প্রমাণ (internal evidence)এর সামিল; এবং এ প্রমাণটিকে সর্ব্বথা একটা fiction বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আমরা শ্রুতি বা Revelationকে বাতিল করিয়া দিতে অক্ষম (এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা “প্রমাণ তত্ত্বে” করিব)। এখন, Revelation একবার মাত্র একই ব্যক্তির মধ্য দিয়া হইয়াছে বা হইতে পারে, এমন মনে করা সঙ্গত নয়। পূর্ণবিদ্যা বা বেদ নিয়ত বিদ্যমান; যে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তির সাথে সেই বিদ্যাবারিধির একটা প্রণালী স্থাপিত হইলেই, সে বিদ্যা সেই ব্যক্তিতে আসিবে; অতীতযুগে আসিয়াছিল; বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ যুগেও আসিতে পারে। Living Truth এর যখনই যে ক্ষেত্রে একটা vital connection স্থাপিত হইবে, তখনই সেক্ষেত্রে inspiration, revelation হইবে। এ

জনের অন্তর ও জীবন স্পর্শ করিতেছে কি না? এ জাতীয় প্রশ্নের তুলনায় মানুষের আর সব "Enquiry" যে নিতান্তই বহিরঙ্গ, নিতান্তই হাল্কা! এ কথা বৈজ্ঞানিকও বোঝেন। সমীক্ষা-পরীক্ষার আমোলে আসে নাই বলিয়া তাঁদের অনেকে এতদিন হয় একটা না একটা ধর্ম্মবিশ্বাসে ঐ সকল সমস্যার জবাব স্থির করিয়া লইতেন, নয় সোজাসুজি সংশয়বাদ (skepticism) এর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেন; কিন্তু, সমস্যাগুলির গুরুত্ব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন এবং এখনও করিতেছেন, সকলেই। আজকাল এ সব বিষয়ে রীতিমত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি চলিবার অবসর দেখিয়া এবং তাঁদেরি কোনো কোনো "সিদ্ধহস্ত" সহযোগীকে পরীক্ষাদি করিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া, বৈজ্ঞানিক সমাজ, গোঁড়ামির গরজে যাহাই বলুন না কেন, ঐ সব seance ইত্যাদির বৈঠকের গবাক্ষের পানে সাগ্রহে তাঁদের গ্রীবা উত্তোলন না করিয়া পারেন নাই।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ন্যূনতা।

বৈজ্ঞানিকের যেখানে ন্যূনতার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে, বৈজ্ঞানিকের মতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির, (methods of scientific investigation) কুণ্ঠা ও কার্পণ্য দোষ আছে। প্রথমতঃ, যেটি "apparent", প্রতীয়মান, তার বাহিরে সত্তা মানিব না—বৈজ্ঞানিক রীতির এ মূল ধারাটি একেবারে বর্জ্জনীয় না হইলেও ইহাকে আমূল সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। প্রতীয়মান—কার কাছে,

---

একটা মূলতত্ত্ব। শ্রুতি সম্বন্ধে তাই পূর্ব্বাপর বিচার করায় লাভ নাই। ব্যবহারিকভাবে, শ্রুতি সমূহকে প্রাথমিক (Primary, Secondary, Tertiary) ইত্যাদি ভাবে আমরা সাজাইতে পারি বটে, কিন্তু সে সাজানতে তত্ত্বকে আসলে স্পর্শ করা হয় না। তত্ত্বকে "শ্রুতি" উপায়ে জানিতে গেলেই কালাতীত হইয়া (ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—এই ব্যবহারিক হিসাবের উপরে উঠিয়া) জানিতে হয়। একজন সাধারণ মিডিয়মকেও যে এইভাবে জানিতে হয়, তা আমরা আগে Maeterlink প্রভৃতির লেখা আলোচনা করিয়া আগে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পরে সেই কালাতীত অনুভূতিটাকে কালের ভাষায় (in temporal terms) অনুদিত করিয়া আমাদের বলিতে কহিতে লিখিতে হয়। এইভাবে প্রজাপতির ধ্যান Primary Revelation, অথর্ব্বাঃ প্রভৃতির শ্রুতি Secondary Revelation (যদি প্রজাপতি ধ্যানে অথর্ব্বাঃ প্রভৃতিকে উপদেশ করেন); আবার অথর্ব্বাঃ যদি ধ্যানে (in "trance," "meditation" or any form of super experience) অপর কাহারও কাছে সে বিদ্যা উপদেশ করেন, তা হইলে সে উপদেশ হইল Tertiary Revelation; ইত্যাদি। শ্রুতির বিশেষত্ব এই যে, (১) সেখানে কোনো ব্যক্তি অতীন্দ্রিয়ানুভবে (super-experienceএ) প্রজাপতি অথবা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

কতটুকু ? Senses বা ইন্দ্রিয়ের কাছে প্রতীয়মান বলিলে চলে না ; কেননা, বৈজ্ঞানিকের অনেক তথ্য ও তত্ত্ব (facts and principles) ইন্দ্রিয়ের কাছে প্রতীত নহে। উপযুক্ত যন্ত্র সাহায্যে (যেমন, গাল্‌ভ্যানোমিটার, ক্রেস্‌কোগ্রাফ ইত্যাদি) প্রতীত হওয়া চাই—এ কথা বলিলেও অব্যাপ্তি, অর্থাৎ, বিজ্ঞানের অনেকটা বাদ পড়িয়া যায়। ও ভাবে অব্যাপ্তির কথা বাদ দিলেও, জিজ্ঞাসা করিতে হয়, উপযুক্ত যন্ত্র কি ? আদর্শ পরীক্ষক যদি বা মেলে, উপযুক্ত যন্ত্র কোন্ বিশ্বকর্ম্মার কারখানায় তৈরি হইতেছে বা হইবে ? উদ্‌ভিদের অনেক অজানা রহস্য এখন ক্রেস্‌কোগ্রাফ ইত্যাদির প্রাসাদে "চাক্ষুষ" করিতে পারিতেছি ; আগে পারিতাম না বলিয়া, উদ্‌ভিদকে একেবারে আলাদা রকমের মনে করিতাম। কিন্তু ক্রেস্‌কোগ্রাফ প্রভৃতিও চরম নয় ; অনেক অতর্কিত নূতন রহস্য এখনও হয়ত উদ্ভিদ্ জীবনের "গুহায়" লুকানো রহিয়াছে।

Science ও Nature এর ব্যাপ্তি।

সকল রহস্যোদ্ভেদ করিতে হইলে যন্ত্রও একদিকে যেমন সম্পূর্ণ হওয়া চাই, পরীক্ষার অপরাপর "অবস্থা" বা সহকারি কারণগুলিও তেমনি বিশুদ্ধ হওয়া চাই। তার উপায় কবে হইবে ? যত দিন না হইবে. ততদিন যতখানি ইন্দ্রিয়ের কাছে (যন্ত্র দ্বারা) apparent হইতেছে, ততখানি তথ্য বলিয়া মানিব ; বাকীটায় আস্থা অনাস্থা কিছুই স্থাপন করিব না ;—ইহাই কি বৈজ্ঞানিকের প্রতিজ্ঞা ? ভাল কথা ; কিন্তু "বাকীটা" বলিলেই একটা অনির্দ্দিষ্টায়তন রহস্য লোকের (not yet known realms of reality)

অপর কোনো দেবতা বা উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কাছ হইতে বিদ্যার অথবা মন্ত্রের উপদেশ (inspiration) পাইলেন (there should be the experience of knowledge being communicated by the Highest Being or Higher Beings) ; এবং (২) সে ব্যক্তির (ক) আপন উক্ত অনুভূতি সম্বন্ধে (in respect of the said inspiration), এবং (খ) অনুভুতিটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপদিষ্ট (directly communicated) হইতেছে, সে সম্বন্ধে অপরোক্ষ এবং অসন্দিগ্ধ "প্রমা" হইতেছে। এ দুইটি থাকা চাই-ই ; এ ছাড়া অন্য লক্ষণও থাকা চাই। অনুভুতিটা কালাতীত তা আমরা দেখাইয়াছি ; তবে ব্যবহারে, ভূত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে সে অনুভুতির যে ভাবে অনুবাদ হউক না কেন, তাতে কিছু আসিয়া যায় না। যে লক্ষণ দুটি আমরা দিলাম, তাতে সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ উপদেশের অনুভূতি (direct intuition of knowledge being directly communicated by a Higher Source) টাই লক্ষ্য করিতে হইবে। ঐ সাক্ষাৎ অনুভূতিটা রহিলে শ্রুতি, অন্যথা স্মৃতি। কোনো ব্যক্তি ধ্যানে হয়ত সাক্ষাৎ কোনো দেবতাদির কাছ হইতে উপদেশ পাইতেছেন না ;

অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হইল ঐ কথাটা সোজা, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রায়ই ভুলিয়া যাই; কার্য্যতঃ, Science আর Nature এ দুয়ের ব্যাপ্তি আমরা সমান করিয়া লইয়া বসিয়া থাকি; অর্থাৎ. যেটা এখন পর্য্যন্ত সায়ান্সে নথিভুক্ত হয় নাই, সেটা আদপে নাই, এই রকম ভাবিয়া বসিয়া থাকি। তারপর, রহস্য লোকের ("miracle" বা "supernatural নয়) অস্তিত্বই শুধু যে মানা হইয়াছে ঐ প্রতিজ্ঞায় এমন নয়; বিজ্ঞানের পরিধি যখন ক্রমেই বাড়িতেছে, তখন ঐ রহস্য লোকে উত্তর কালে আমাদের প্রবেশ লাভ হইবে, একথাও ঐ প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িতেছে। প্রবেশ হইবে কখন? যখন যন্ত্রপাতি এবং scientific method of investigation এর উন্নতির ফলে উক্ত non-apparent (অগোচর) ভূমিকে apparent বা ইন্দ্রিয়গোচর করিয়া লইতে পারিব, তখন; তার পূর্ব্বে নয়। এইটাই কি বৈজ্ঞানিক কথা?

বিজ্ঞানে "সিদ্ধবিদ্যা"

আচ্ছা, ঐ রহস্য রাজ্যের সব খানা যদি কোনো উপায়েই সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-গোচরযোগ্য (perceptible) না হয়, তবে? তবে যেখানটা ইন্দ্রিয়গোচর-যোগ্য নয়, সেখানটা বাদ দিয়া, "সিদ্ধবিদ্যার" বাহিরে তফাৎ করিয়া রাখিতে হইবে—একথা বলিতে গেলে বৈজ্ঞানিকের এটম্ ইলেক্ট্রন্ রেডিও একটিভিটি রঞ্জনরে ইত্যাদিও বাদ দিতে হয় না কি? ইহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও, পরম্পরা সম্বন্ধে, বিশ্বস্ত-প্রতিনিধিসূত্রে, পারি-পার্শ্বিক অনুকূল প্রমাণ বলে (on circumstantial evidence), "পূর্ব্ব-বৎ ও শেষবৎ" অনুমান যোগে, প্রতিপাদিত—একথা বলিলে আরও অনেক রহস্য ঘটনার তথ্য হিসাবে দাবী ঐ রকমের পারিপার্শ্বিক প্রমাণের জোরে

কিন্তু তিনি ধ্যানে অথবা অন্য উপায়ে স্মরণ করিতেছেন যে, এই রকম "উপদেশ" কখনও হইয়াছিল, অথবা হইতেছে, বা হইবে। এক্ষণে "element of directness" এর অভাব। শ্রুতি is a more intense, vivid and realistic form of super-experience. শ্রুতির ন্যায় স্মৃতির প্রাথমিক (Primary Secondary ইত্যাদি) প্রভৃতি বিভাগ আছে। একই শ্রুতির মধ্যে যেমন—প্রাথমিকাদি অনুভূতি থাকিতে পারে, একই স্মৃতির মধ্যেই তেমনিধারা সে সবের প্রাথমিকাদি স্মরণ থাকিতে পারে। মুণ্ডকোনিরদে ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মা বিদ্যাটীকে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে উপদেশ করিলেন (Primary Revelation); অথর্ব্বা সেই বিদ্যা অঙ্গিরকে দিলেন; Secondary Revelation; তিনি. ভরদ্বাজ সত্যবহকে (Tertiary Revelation); তিনি অঙ্গিরাকে ("অঙ্গিরসে") —Quarternay Revelation; এই অঙ্গিরার কাছে মহাশাল শৌনক বিধিবৎ উপসন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি"।

সাব্যস্ত হইতে পারে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। Cryptoidal phenomena সম্বন্ধে বহু শিষ্ট বৈজ্ঞানিক সেই প্রকার অনুসন্ধান করিতেছেন।

উদাহরণ।

যেমন, একটা উদাহরণঃ—"ক" (operator) ও "খ" (subject) পরীক্ষাগারে দুই মুড়োয় দু'জনে দাঁড়াইয়াছেন; "খ" এর চোখ বেশ ভাল করিয়া বাঁধা। "ক" এক গ্লাস জল হাতে ধরিয়া সেটা টেবিলের এক মুড়োয় রাখিয়া দিয়াছেন; "খ" এর স্পৃষ্ট জল পাত্রটি "ক" এর নিকটে এবং "খ" এর জল পাত্রটি "ক" এর নিকট রহিয়াছে। ধরা যাক্, গোড়ায় জল পাত্রের মধ্যে কোন সংযোগ নাই। এখন, "ক" যদি নিজের নিকটবর্ত্তী ("খ" কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট) জল পাত্রটার ঠিক উপরে চিম্‌টি কাটেন. অথবা তাহার মধ্যে নিজের আঙ্গুল বা একটা পেন্সিল দিয়া খোঁচা দেন, তবে দেখা যায়. "খ" তাহা বুঝিতে পারেন না, সুতরাং. কোনো রকমের সাড়া দেন না। কিন্তু যদি এই দুইটা জল পাত্র একগাছা conducting wire দিয়া সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে যে, "ক" এর ঐ রকম জলপাত্রে খোঁচা দেওয়া "খ" যেন নিজের গায়ে অনুভব করিতেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতেছেন। এ ক্ষেত্রে পাইলাম কি? "খ" এর স্পৃষ্ট জলের গ্লাসে কোনো সূক্ষ্ম মাইক্রোব বা ঐ জাতীয় আর কিছু অবশ্য আমরা অনুবীক্ষণে দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু তবু পরীক্ষার ফলে জানিতেছি যে, "খ" এর স্পর্শ "ক"র কাছের গ্লাসে এবং "ক" এর স্পর্শ "খ"র কাছের গ্লাসে "একটা কিছু সূক্ষ্ম জিনিষ" সংক্রামিত করিয়া দিয়াছে; যেটা, ঐ গ্লাস ও তার অব্যবহিত

"বিধিবৎ উপসন্ন" হওয়া কেবলমাত্র একটা বাহ্য অনুষ্ঠান নয়—রীতিমত initiation। এই initiation এর প্রসাদে শিষ্য আচার্য্যের বিদ্যাটীকে যথাযথভাবে নিজের মধ্যে পাইতে পারে; অর্থাৎ শ্রুতির শ্রুতিত্ব বজায় রহিয়াছে ঐ "বিধিবৎ উপসন্ন" ("উপনিষৎ" কথাটাও ঐ উপসর্গ ও ধাতুতে নিষ্পন্ন) হওয়া ব্যাপারের মধ্য দিয়া। শৌনক বলিয়া কেন, তাঁরাও পূর্ব্বাচার্য্যেরাও ঠিক ঐ ভাবে "বিধিবৎ উপসন্ন" হইয়া বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। দেবতা ও অসুরদেরও তাই করিতে হয়—আমরা ছান্দোগ্যের অষ্টম প্রপাঠকে দেখিয়াছি। সেখানে আবার দীর্ঘব্রহ্মচর্য্য ব্রতের পালনে সেই "বিধিবৎ" এর "বিধি" প্রখ্যাত রহিয়াছে। স্বয়ং স্বয়ম্ভূকে পর্য্যন্তও তপ করিতে হয়—পূর্ণবিদ্যা বা বেদ লাভ করিবার নিমিত্ত। সে তপস্যার বিঘ্ন মধুকৈটভ। শ্রুতি সম্বন্ধে এই হইল একটা মূল কথা। অতএব আমরা দেখিতেছি যে আজ যদি কোনো ব্যক্তি "বিধিবৎ উপসন্ন" হইতে পারিয়া পূর্ব্বর্ষিদের (প্রবর্ত্তক ঋষিরা যে এক একটা নিত্য তত্ত্ব—তা আমরা দেখিয়াছি) "শ্রুত" বা "দৃষ্ট" বিদ্যা পুনশ্চ "শ্রবণ" বা "দর্শন" (মনে রাখিতে হইবে, মীমাংসকেরা শ্রুতিকে "প্রত্যক্ষই" বলিতেন) করিতে পারেন, তবে তাঁরও সে অনুভূতিও "শ্রুতি" হইতে পারে, এবং তিনিও "ঋষি" হইতে পারেন।

সন্নিকট দেশে নিজেকে বাহাল করিয়া রাখিয়াছে (conserves itself) এবং ঐ সূক্ষ্ম একটা কিছু এমন একটা কিছু, যেটা একটা সাধারণ conducting (copper) wire এর সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া (act and react) করিতে পারে। ডাঃ এমিলি বোয়ারা—যিনি এই পরীক্ষাটি করিয়াছিলেন—তিনি বলেন "The glass near the subject has reeieved the exteriorized sensitivenss of the operator; that near the operator has recieved the sensitivenss of the subject The two glasses are connected by a copper wire. Where the operator pinches the air zone above the glass nearest him, or plunges his finger or pencil into it, the subject immediately reacts. This reaction disappears if the connection between the glasses is removed."

মানস প্রত্যক্ষ।

ঐ "exteriorized sensitiveness" ("nerve force"?) পরীক্ষায় ধরা পড়িতেছে, কিন্তু সাক্ষাদ্‌ভাবে apparent হইতেছে না; যেমন ধারা একটা দূরবর্ত্তী নক্ষত্র দূরবীক্ষণে ধরা না পড়িয়াও ফটোগ্রাফিক্ প্লেটে ধরা পড়ে, ঠিক তেমন ভাবে নয়। ফটোগ্রাফিক্ প্লেটে কিন্তু প্রেতাবির্ভাব সময়ে সময়ে ধরা পড়িয়াছে, এমন রিপোর্ট পাওয়া যায়। আমাদের এই ভোগায়তন দেহটাকে "তিন পরদা" স্থির করিয়া গিয়াছেন, আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যেরা অনেকে। বাচস্পতি মিশ্রের মতে দেহ—স্থূল ও সূক্ষ্ম; বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে—স্থূল, অধিষ্ঠান (বা আতিবাহিক) ও সূক্ষ্ম। বেদান্তাচার্য্যেরা দেহকে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন রকমের মনে করেন। মনে করিবার

হইতে পারেন—হইবেনই, এমন নয়। কেননা শ্রুতি হইতে গেলে আরও কোনও কোনও লক্ষণের সম্ভব থাকা আবশ্যক। মিডিয়াম সাধক মাত্রেই "ঋষি" এবং তাঁদের অনুভূতিটাই "শ্রুতি", এমন আমরা বলিতেছি না। শ্রুতি অনুভূতির বা প্রত্যক্ষের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সচরাচর সাধক সিদ্ধাদিরও অনুভব "স্মৃতির" কোঠাতেই পড়িবে। ব্রহ্মসূত্রে, অনেকগুলি সূত্রে (২।৩।৪৭; ৩।২।২৪; ৪।১।১০; ৪ ২।১৪; ৩।১।১৯; ইত্যাদি ইত্যাদি) স্মৃতির কথা রহিয়াছে: তার মধ্যে ২।১।১ ('স্মৃত্যনবকাশদোষ) ইত্যাদি সূত্রের উপর শাঙ্করভাষ্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। ঐ সূত্রেই স্মৃত্যধিকরণ আরম্ভ হইল। ঐ সূত্রমধ্যে "যাতু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী" ইত্যাদি অংশ আলোচ্য। ব্র. সূ. (১।৩।২৮) "প্রত্যক্ষ" (শ্রুতি) এবং "অনুমান" (স্মৃতি) এর কথা বলিয়াছেন। শারীরক ভাষ্য দ্রষ্টব্য—প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। প্রত্যক্ষং শ্রুতিঃ, প্রামাণ্যং প্রত্যনপেক্ষত্বাৎ। অনুমানং স্মৃতিঃ, প্রামাণ্যং প্রতি সাপেক্ষত্বাৎ"

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ভিত্তি হইতেছে শ্রুতির প্রমাণ। সে প্রমাণ এখানে আলোচনা করা অনাবশ্যক। এই কথাটা হইতেছে এই—স্থূল শরীর ত' ইন্দ্রিয় গোচর বটেই; আতিবাহিক শরীরও (থিওসফিষ্টদের "astral body" প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য), ধরা যাক্, সময়ে সময়ে, অনুকূল অবস্থায়, ফটোগ্রাফে ধরা পড়িয়া পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গোচর হইল। কিন্তু সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর? মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় কোষ (কারণ শরীর)—এ সকলের কোনো বাহ্য যন্ত্র সাহায্যে ইন্দ্রিয় গোচর হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? যখন প্রেতের দেহ জড়ের পোষাকে নিজেকে জাহির (অর্থাৎ, materialize) করিতে পারিল. তখন না হয়, ফটোগ্রাফিক্ প্লেটেই হউক আর সাদা চোখে হউক, তার সত্তা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইল (তার মধ্যে অবশ্য সাদা চোখের সাক্ষ্য "hallucination", "unconscious mental suggestion and projection এই সকল সম্ভাবনার ফলে সন্দিগ্ধ বিবেচিত হইতে পারে); কিন্তু যতক্ষণ materialization (স্থূল দেহ পরিগ্রহ) না হইতেছে, ততক্ষণ, ধ্যানে বা মানস প্রত্যক্ষে (trance এ) তার সত্তা গৃহীত হইলেও, তাহাকে কি তথ্যের কোঠায় কিছুতেই ঢূকিতে দিব না?

বলা বাহুল্য, অনেক পরীক্ষকই ইন্দ্রিয়গোচরতাটাকে তথ্যব্যবস্থাপনের চরম আদালত মনে করেন। কিন্তু এটা স্বীকৃত বিষয়, কি স্বতঃসিদ্ধ?

পূর্ব্বাচার্য্যেরা শ্রুতি ও স্মৃতি এতদুভয়েরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, অথচ এতদুভয়ের পার্থক্যের কথাটা ভোলেন নাই। দুয়েতেই অতীন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান হইতে পায়ে। যাই হউক এ পার্থক্য ও মিলের কথা আমরা স্বতন্ত্র খণ্ডে আলোচনা করিব। এখানে এই মাত্র বলিতে চাহি যে, ভাষা. গঠনাদির নিদর্শন দেখিয়া উপনিষৎ গুলিকে প্রাচীন অর্ব্বাচীন ভাবে সাজানো একটা নিতান্তই মোটা হিসাব। উপনিষদ্ বিদ্যা নিত্য—যে কোনো সময় উপযুক্ত পাত্রে এবং দেশে সেই বিদ্যার প্রকটন হইতে পারে। যে পাত্রে বা ব্যক্তিতে প্রকটন হয়, সেই পাত্রের বা ব্যক্তির ভাষাদি সংস্কারের অনুরূপভাবে প্রকটন হইতে পারে, আবার সেরূপে প্রকটন নাও হইতে পারে; অথবা পাত্র ("মিডিয়াম") তাঁর ভিতরের রহস্যানুতিটাকে—যার ভাষাদিও হয়ত রহস্য—record এবং শিষ্যবর্গকে "communicate" ব্যপদেশে প্রচলিত ভাষায় "অনূদিত" করিতে পারেন: তাতে সে বিদ্যার শ্রৌতত্ব বাধিত হইয়া গেল না। রহস্য বিদ্যা যে কত আকারে চলিতেছে, তার ঠিকানা নাই। একই মূল সম্প্রদায়ের মধ্যে কত কত শাখা। সকল বিদ্যা যে গ্রন্থাদিতে নিবদ্ধ, এমন নয়। অনেকটা গুরুমুখাগত এবং গুরুমুখেই স্থিত। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের কোনও গুরু বিদ্যা রহসি শিষ্যকে শুনাইতেছেন, সে বিদ্যা সহস্র সহস্র বৎসর আগেও প্রচলিত ছিল, এবং বরাবরই হয়ত রহিয়াছে; অথচ বর্ত্তমান গুরু যে ভাষায় ও আকারে সে বিদ্যা শুনাইতেছেন, হাজার বছর আগে সেই ভাষাতেই গুরু শুনাইতেছেন, এমন নয়। বিদ্যার ভাষা অবশ্য উপযোগিনী হওয়া আবশ্যক, কিন্তু একই বিদ্যার ভাষা পরিচ্ছদ (উপযোগী হইয়াও) আলাদা আলাদা হইতে পারে। মূল

ইন্দ্রিয়গোচরতার প্রামাণ্য

ইন্দ্রিয়গোচরতাকে চরম প্রমাণ মনে করার কৈফিয়ৎ চারিদফা। ১ম—যেটি ইন্দ্রিয়গোচর তাহা ব্যবস্থিত এবং তাহাকে ব্যবস্থিত ধরিয়াই সাধারণ লোক ব্যবহার চলিতেছে। ২য়—পক্ষান্তরে, যেটি ইন্দ্রিয়গোচর নয়, শুধুই মানসিক (চিন্তিত বা কল্পিত বা অনুভূত), সেটি ব্যবস্থিত নহে, "ঘটে ঘটে আলগ্ ;" কোনো একটা চিন্তা বা কল্পনা বা প্রতীতিকে অবলম্বন করিয়া সাধারণ লোক ব্যবহার চলে না। ৩য়—ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষেরই বস্তু-প্রকাশন-সামর্থ্য আছে ; মন বাহ্য প্রত্যক্ষের "নকল নবিশি" করে মাত্র ; নিজে কোনো বস্তুর অনুভূতি বা জ্ঞান স্বাধীনভাবে জন্মাইতে পারে না ; তার নকলটাকেও আসলের সম্পূর্ণতা (completeness), সুস্পষ্টতা (vividness) ইত্যাদি সম্পদে বঞ্চিত হইতে দেখা যায়। ৪র্থ—ইন্দ্রিয়ের দোষ যন্ত্রে অনেকটা সারিয়া লওয়া যায়, কতকটা বা পরস্পরের সমীক্ষা-পরীক্ষার তুলনা দ্বারা ; মনের দোষ (অজ্ঞতা, কুসংস্কার, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি) সারিয়া লইবার এমন কোনো সুষ্ঠু ও সমীচীন উপায় জানা নাই, যাহাদ্বারা সে দোষ সারিয়া লইতে পারা যাইবে।

সে প্রামাণ্যের ন্যূনতা।

এ আপত্তি কয়টার বিচার এস্থলে করা চলিবে না। তবে মানস প্রত্যক্ষে (ধ্যান, ইন্‌টুইসন্, ক্লেয়ারভয়ান্স ইত্যাদিতে) আস্থাবান্ ব্যক্তি কয়েকটি পাল্টা কৈফিয়ৎ দিতে পারিবেন। ১ম—sense preception বা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের স্বরূপ ন্যূনতা (limitations) এবং গোটা অনুভূতি (Experience)র সঙ্গে তার সম্পর্ক আমরা ভালমতে খেয়াল করিয়া দেখিতেছি না বলিয়াই, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর অতি মাত্রায় নির্ভর করিতেছি। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য practical বা pragmatic—জীবনের কাজ চালানোই উদ্দেশ্য ; বস্তুর জ্ঞান (knowledge) তাদের অবান্তর বা গৌণ ফল ; অর্থাৎ, যেগুলিকে আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া থাকি, সেগুলি "আসলে" জ্ঞানেন্দ্রিয়

উপযোগী ভাষা স্বাভাবিক ভাষা, যার নাম "মন্ত্র"। কার মন্ত্র যে ঠিক্ কি, তার পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ যোগ্য। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা "স্বাভাবিকশব্দ বা মন্ত্র" প্রবন্ধে করিয়াছি। তবে পূর্ণ সমর্থ মন্ত্রেরও নানা অনুকল্প ও স্তর আছে (উক্ত প্রবন্ধ এবং Sir John Woodroffe এর "The Garland of Letters গ্রন্থের প্রথম কয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। যেমন পূর্ণ বেদ বা শ্রুতিরও প্রজাপতির নিম্ন স্তরে নানা অনুকল্প রহিয়াছে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

নয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলির ভৃত্যমাত্র ; জীবন যাত্রার যোগানের জন্য যেটি করিতে হয়, সেইটি করিবার জন্যই জানা ; এই কারণে, তাদের স্বাভাবিক গঠন ও ধরণ instruments of practice ভাবে যতটা, instruments of knowledge ভাবে ততটা নয়। "The senses have been organized progressively, not so as to serve in the acquisition of intellectual and speculative knowledge, as stated by Plato ; rather, to supply the practical need of appetite and the will to live The eyes are not formed expressly for the purpose of contemplation ; rather, are they there to ward off danger and facilitate the prehension of prey. It cannot even be said that the eyes formed themselves to see rather to transmit the impressions of pain, pleasure, and conduce to action. All organs of the senses are but means to accomplish motions of flight and of pursuit, which in themselves aim ultimately at evasion from pain and the pursuit of pleasure"—(M. Fonillee, Psychologie des idees forces).

এ উক্তিতে কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি থাকিলেও, মোটামুটি ইন্দ্রিয়গ্রাম যে ব্যবহার প্রয়োজনেই উৎপাদিত ও ব্যবস্থিত, একথা অস্বীকার করা চলে না ;

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়।

সুতরাং, ইন্দ্রিয়গোচরতাকে বস্তুজ্ঞানের চরম প্রমাণ মনে করিলে, ইন্দ্রিয়ের "কুলের খবর" না জানিয়াই সেরূপ মনে করা হয়। বস্তুকে "ধরিতে" (apprehend) না পারিলে, ব্যবহার চলে না ; এবং "ধরা" (apprehension) মোটামুটি যথার্থ না হইলেও ব্যবহার চলে না। এই জন্য চক্ষু, কর্ণ এরা জ্ঞানেন্দ্রিয় বটে। কিন্তু, ব্যবহারে যতটুকু যে ভাবে দরকার, ততটুকু সেভাবে দেখা শোনাতেই চক্ষু কর্ণের সার্থকতা. চক্ষু কর্ণ বাধ্য ও "হিসেবী" না হইয়া "ফাজিল" হইলে, কাজের লোকসান, সুতরাং, তারা "কেজো" অনুভূতিটুকুই আনিয়া দেয়। ব্যবহার বা কাজ আলাদা রকমের

প্রাজাপত্য—নিরতিশয়তা বা পরাকাষ্ঠার স্তর ; নিম্ন স্তর গুলি "planes of approximation। এখানে বিচার অনাবশ্যক। যাই হউক, সাহেবেরা "অল্লোপনিষৎ" প্রভৃতিকে উপনিষদাবলীর মধ্যে স্থান পাইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। অথচ, অল্লোপনিষৎ পূর্ণব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা

হইলে, তাদের দেওয়া অনুভূতিও আলাদা রকমের হইবে। মানুষের "ইন্দ্রিয় সংঘাত" (constitution of sensibility) এক রকমের ; এমিবা হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাপর প্রাণীর "সংঘাত" অন্য অন্য রকমের ; সুতরাং, এ সকল প্রাণীর ব্যবহারিক জগৎ (the world of pragmatic realities) আলাদা আলাদা, ঠিক একরূপ নয়। এখনকার পণ্ডিতেরাও আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচরীভূত জগতের সত্তার যাথার্থ্য লইয়া বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। ফল কথা, ইন্দ্রিয়ের ক্যামেরায় যে ছাপটা পড়িতেছে, সেই impression টাকে বাস্তব বলিতে, তথ্য বলিতে, অনেক অভিজ্ঞ পরীক্ষকই নারাজ হইতে পারেন। অবশ্য, বার্ট্রাণ্ডরাসেল, হোয়াইট হেড এবং নব রিয়ালিষ্টদের মত এ ক্ষেত্রেও চিন্তনীয়।

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ন্যূনতা (limits) এবং সমগ্র সাক্ষাজ্ জ্ঞানের (total intuition or immediate experience) এর সঙ্গে তার সম্পর্কও সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। ইন্দ্রিয়-বিশেষের কাজ বস্তুর পূরা চেহারাখানাকে প্রকাশ করা নয় ; পূরা চেহারা, এমন কি হয়ত আসল চেহারা খানাই, আমাদের কাছে আবরণ করিয়া, তার একটা দিক্, একটা আভাষ (aspect) এমন ভাবে আমাদের কাছে হাজির করা, যাতে আমাদের নির্দ্দিষ্ট কোনো এক উপস্থিত উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হাসিল হইয়া যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়গুলি তাই জ্ঞানের গণ্ডী বা প্রণালী তৈয়ারি করিয়া দিবার জন্য হাজির আছে। বড় একটা জলরাশিকে একরত্তি নালা কাটিয়া ক্ষেতে বহাইয়া আনিয়া চাষের সুবিধা করার মতন, আমাদের চোখ, কাণ বাস্তব জগতের সম্বন্ধে আমাদের গোটা অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানটিকে, ক্ষুদ্র প্রয়োজন সাধন ব্যপদেশে "ইন্দ্রিয়ের নালা" দিয়া ছোট করিয়া, সসীম ও নির্দ্দিষ্ট (definite and determined) করিয়া লইতেছে।

শ্রুতি। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ব্যাবহারিক ভেদ যতই থাকুক না কেন, মূল তত্ত্বাংশে (উভয় সম্প্রদায়ের তত্ত্বদর্শী রহস্যবিদ্ গণের দৃষ্টিতে) ভেদ যে নাই, এমন কি, মূল মন্ত্রের ভাষা (মুসলমানের কল্‌মা এবং হিন্দুর তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য) আলাদা হইলেও ভেদ যে নাই — সার্ব্বজনীন তত্ত্ব ঐ অল্লোপনিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন। যে কালে এই সমন্বয় রহস্য বিদ্যার প্রকাশ সবিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, সে কালে যদি এই উপনিষদের "আবির্ভাব" হইয়া থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। মুসলমান সুফি প্রভৃতি সম্প্রদায় ফকির প্রভৃতি রহস্য পন্থীরা যে হিন্দুর তত্ত্ব বিদ্যার বড় বেশী তফাতে ছিলেন না, বরং সে বিদ্যায় কেন্দ্রের সঙ্গে সজীব সংযোগ রাখিয়া ছিলেন, এবং এখনও রাখিয়াছেন, তার প্রমাণ আমরা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ইন্দ্রিয় দেবতা।

হিন্দু ঋষিদের দৃষ্টিতে একটা ইন্দ্রিয়শক্তি একটা দেবতা। কৌষীতক্যুপনিষদে এক ব্রহ্ম লোকের বর্ণনা আছে। সে ব্রহ্মলোক বা সংস্থান "অপরাজিত মায়তনম্"। ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ"—ইন্দ্র এবং প্রজাপতি সেই অপরাজিত আয়তনের দ্বার-রক্ষক। কেহ সে আয়তনে প্রবেশ করিতে গেলে, দারোয়ান যুগল তাড়াইয়া দিতে চাহেন। তবে যিনি নেহাৎ ছাড়িবেন না, অর্থাৎ যাঁর ভিতরে "ব্রহ্মগন্ধঃ" "ব্রহ্মরসঃ" এবং ব্রহ্মতেজঃ প্রবেশ করিয়াছে, তিনি ব্রহ্মপুরে প্রবেশ করিতে পান। স আগচ্ছতি ইন্দ্র-প্রজাপতী দ্বার গোপৌ, তাবস্মাদপদ্রবতঃ—তাঁকে সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়ান। এই যে ব্রহ্মলোক তাহা আমাদের নিত্য সিদ্ধ (সুতরাং অপরাজিত) পূর্ণ অনুভব (total universe of experience); ইন্দ্রিয়রূপী দেবতারা দ্বারগোপ হইয়া সেই পূরা তথ্যানুভবটি আমাদের অঙ্গীকার করিতে দিতেছেন না; আমাদের বহির্মুখ করিয়া এটা সেটা ওটা নানান্ ছোট ছোট প্রয়োজনে ভুলাইয়া রাখিতেছেন। বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি আমাদের সৃষ্টিকে তাই অর্ব্বাক্-স্রোতা জীবের সৃটি বলিয়াছেন।

"ব্রহ্মলোক"

ছান্দোগ্য শ্রুতি এবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এবং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ বলিয়া যে ব্রহ্মলোকের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, যে ব্রহ্মলোক সুষুপ্তিগম্য বলিয়াই ভাষ্যকারেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুষুপ্তিতে ব্রহ্মলোকে গতি হইয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু জাগরণেই কি আমরা ব্রহ্মলোক হইতে সত্য সত্যই দূরে? আত্মা যখন ব্রহ্ম, তখন আত্মার অনুভূতি সকল সময়ই ব্রহ্মলোক, বিশেষ এই যে, জাগরণ ও স্বপ্ন অবস্থায়, ব্যবহারের গরজে, সেই কায়েমি (অপরাজিত) ব্রহ্মলোকে, স্বীকারনামা খানা হারাইয়া ফেলিয়া, বেদখল হইয়া বসিয়া থাকি। সুষুপ্তিতে—অথ য এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি-

---

পাই। Mystic এবং Theosophic ভূমিতে মুসলমান ও হিন্দু এই দুই শ্রেণীরই "সাধক" ব্যবহারিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, মুসলমানের মূল মন্ত্র (কলমা) যদি হিন্দুর ব্রহ্ম মন্ত্র ("সচ্চিদেকং ব্রহ্ম") ই হয়, তাতে বরং, মূল রহস্য ক্ষেত্রে অভেদটাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ৺কৃষ্ণ নাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় কর্পূরাদি স্তবের টীকায় কালিকার বীজ "ক্রীং" টিকে মুসলমানের "করিম" এর সঙ্গে অভেদে

নিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি। সুষুপ্তিতেও একটুখানি পরদার আড়াল থাকে (আনন্দময় কোষ) বলিয়া আচার্য্যেরা বিবৃতি দিয়াছেন। তুরীয় বা সমাধি দশায়—পূর্ণ সাক্ষাৎকার। সে যাই হউক, সাধারণ জাগ্রদবস্থাতেও সে পূর্ণ অনুভূতি (কার্য্যপ্রপঞ্চরূপে, কারণরূপে এবং চিদাকাশরূপে) অবশ্যই রহিয়াছে। সেই পূর্ণ অনুভূতি আমাদের Universe of Fact। তৎ সত্যম্। তাহাই Reality। কিন্তু ব্যবহারের গরজে, "ইন্দ্রিয়ের নালা কাটিয়া" রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে; দ্বারগোপ বসিয়াছে—কাজ ছাড়া, on business ছাড়া, কাহারও প্রবেশ নাই। এই বন্দোবস্তের ফলে, Fact হইয়াছেন Fact-section. ফল কথা, Sense গুলার কাজ হইতেছে, ছোট করিয়া, কাজের মতন করিয়া (যাহা অদিতি তাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া) সত্যকে হাজির করা ও পরিবেশন করা। এইভাবে Experience হইয়াছে - sensum or sensa.

দার্শনিক হেন্‌রি বার্গসোঁ কথা কয়টি সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন—The question is not how perception takes birth; rather, how it is limited; for by right it is the image of all things, although reduced in fact to that which interests us * * that which is given is the totality of the material world with the totality of their internal elements. But if you suppose certain centres of real or spontaneous activity, the rays reaching them, instead of going through them will appear to come back and outline the borders of the object which sends them. If we consider any part of the universe we may say that the action of matter goes through it without resistance or loss and that part of the photography of the whole is translucid: behind the plate is then missing a bl ck screen upon which the image would be projected. Our zones of indetermination (the designation fo: living and conscions beings) would then play the part as it were of screens.

দেখিয়া গিয়াছেন। সত্য সত্যই তাই কিনা আমরা জানি না, তবে তা হইলে, যা ঠিক তাই হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (১।৭৭) দেবীকে "মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ বলা হইয়াছে। পুনশ্চ (৪।১০)—"শব্দাত্মিকা……দেবী ত্রয়ী" বলা হইয়াছে। পুনশ্চ (১।৫৭)

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের এই ব্যাবহারিক সফলতা (যার ফলে "Fact" "Fact section"এ পরিণত হইয়া আমাদের কাছে হাজির হয়) ভুলিয়া যাই বলিয়া ইন্দ্রিয় জ্ঞানকেই বস্তু জ্ঞানের যথার্থ ও একমাত্র অবলম্বন আমরা ভাবিয়া থাকি।

অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়

সাংখ্যাচার্য্যদের (এবং অনেক পুরাণেরই) মতে ইন্দ্রিয়গুলি অহঙ্কারের তৈজস বা রাজসিক সৃষ্টি এবং একাদশ ইন্দ্রিয় মন (অর্থাৎ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই চতুর্ধা বিভক্ত অন্তঃকরণ) এবং চতুর্ধা বিভক্ত অন্তঃকরণ অভিমানিনী চারি দেবতা (চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র, ক্ষেত্রজ্ঞ) বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অভিব্যক্তি। সত্ত্বগুণের বাহুল্য বলিতে প্রকাশ বাহুল্য বুঝায়, অর্থাৎ, যাতে যত সত্ত্ব, তাতে, ও তার দ্বারা, তত বেশী প্রকাশ। এই কারণে,, উপাদানের দিকে লক্ষ্য করিয়া, আমরা বলিতে পারি যে, অন্তঃকরণ এমন মসলায় তৈরী যাতে প্রকাশ, (revelation or manifestation) হইবে, আর, ইন্দ্রিয়গুলা এমন মসলায় তৈরি, যাতে প্রকাশ, তুলনায়, কম হইবে। *Ipso facto*, constitutionally, the "Inner organ" is a more suitable and powerful instrument of revelation than the sense organs. ঐ revelation বা প্রকাশ বাহিরের জিনিষ সম্পর্কে—এ জেরা তুলিবার হেতু নাই।

Mind and Matter

বস্তুর সঙ্গে অন্তঃকরণের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নাই ; মস্তিষ্ক, স্নায়ু যন্ত্র এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম—এদের মধ্যস্থতার সম্পর্ক ঘটিয়া থাকে, সেই সম্পর্কের ফলে বস্তুর জ্ঞান এবং বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়া সম্ভবপর হইয়া থাকে ;—একথা খুব মোটামুটি হিসাবেই ঠিক ; সূক্ষ্ম হিসাবে,, ঠিক নয়। যতদিন মন ও জড় (mind and matter)এর মাঝখানে একটা আত্যন্তিক ব্যবধান খাড়া

—"যা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী"। এখন এই সনাতনী বিদ্যার সত্যকার "আরম্ভ" বা "শেষ" নাই। ঋষি দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যা বলিয়াছেন, বিদ্যার "উৎপত্তি" সম্বন্ধে ও তাই আমরা বলিতে পারি—"নিত্যৈব সা জগমূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।' তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা সদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥ "অল্লোপনিষদের" হোতারমিন্দ্রো হোতার মিন্দ্র মহাসুরিন্দ্রাঃ ইত্যাদি "অল্লো যজ্ঞেন" "অল্লো ঋষিণাং...অল্লঃ পৃথিব্যা...ইত্যাদি মন্ত্র থকল রহস্যার্থে এবং পরমার্থের দ্যোতন করিতেছে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। যদি কোনো "সিদ্ধ ফকিরের" ভিতর

করিয়া রাখা হইয়াছিল, যতদিন মনে করা হইয়াছিল যে, মনের সত্তা (essence) মনন (thought), আর জড়ের সত্তা স্থানবরোধকতা (extension) বা কতকটা ঠাঁই জুড়িয়া থাকা, ততদিন দুয়ের মাঝখানে কোনো রকমের সোজাসুজি কারবার চলার উপায় আমরা দেখিতে পাই নাই। ততদিন ইন্দ্রিয়ের আনীত বস্তুর ছাপ অন্তঃকরণকে পাইতে হইলে, অথবা অন্তঃকরণের ইচ্ছাদিকে বা হুকুমকে হাত পায়ের নাড়া চাড়ায় তামিল করিতে হইলে, আমাদের খোদ ভগবানের কাছে আর্‌জি করিতে হইত (Theory of occasional cause)" অথবা ভগবন্নির্দ্দিষ্ট দূয়ের আদিম সামঞ্জস্য ব্যবস্থা ("Pre-established Harmony")র দোহাই দিতে হইত।

জড় ও অজড়।

কিন্তু অন্তঃকরণকে Matter এবং Senses গুলির সঙ্গে একেবারে বিজাতীয় মনে করার কোনোই সঙ্গত হেতু নাই। বরং বর্ত্তমানে প্রমাণ যেদিকে ঝুঁকিতেছে, তাতে, এ সকলকে সগোত্র এবং সামন্যতঃ সমানধর্ম্মা মনে করাই সঙ্গত হইতেছে। এখনই বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলিতেছেন (Analysis of Matter, 1927)—জড়কে যতটা জড়, এবং মনকে যতটা "অজড়" আমরা মনে করিতাম, তারা, প্রকৃত প্রস্তাবে, ততটা নয়। আমাদের প্রাচীন আচার্য্যেরা শ্রুতি ও যুক্তি ও অভিজ্ঞতা, এই তিনের উপর নির্ভর করিয়া উহাদিগকে সগোত্রই মনে করিতেন। এক অভিন্ন প্রকৃতি বা ব্রহ্মের মায়াশক্তি এ সকলেরই মূলে। সাংখ্য মতে সর্গ বা সৃষ্টির দুইটা ধাপ—প্রত্যয় সর্গ। বুদ্ধি সর্গের নাম প্রত্যয় সর্গ। ভূত ভৌতিক সর্গের নাম তন্মাত্র সর্গ। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব বা বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার—এই পর্য্যন্ত হইল এক প্রস্থ; অহঙ্কার হইতে একদিকে মন ও দশ ইন্দ্রিয়, অপরদিকে পাঁচটি তন্মাত্র—এই হইল আর এক প্রস্থ। কাজেই দেখা গেল, অন্তঃকরণ এবং বাহ্যকরণ (চক্ষুরাদি) এর সঙ্গে ভূত ভৌতিক পদার্থের গোত্রের মিল রহিয়াছে। বেদান্তে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম মহাভূতবর্গের সাত্ত্বিক

দিয়া এই ব্রহ্ম নিরূপক অল্লোপনিষদের "revelation" হইয়া থাকে, তাতে ইহার "mahammedan" হওয়া ঘটিল না—কেননা. সর্ব্ব-বিশিষ্টব্যবহারের উর্দ্ধে সার্ব্বজনীন পরমতত্ত্ব উপদেশের "জাতি", "বর্ণ" নাই। অধিকন্তু. তদ্দারা শ্রুতিত্বও বাধিত হইল না। ওখানে সেই "সিদ্ধ ফকির" ব্যাস, অঙ্গিয়াঃ প্রভৃতির মত একটা "তত্ত্ব" মাত্র, এবং তিনি যে তত্ত্ব "দর্শন" করিলেন, যে তত্ত্বের ঋষি হইলেন, সে তত্ত্ব নিত্য—আগেও ছিল এবং আগেও সেভাবে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

রাজসিক, তামসিক অংশ হইতে অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় এবং স্থূল ভূতবর্গের উৎপত্তি। কাজে কাজেই এখানেও সগোত্র হইতেছে। ন্যায় বৈশেষিক মতে স্থূল ভূতগুলি আর ইন্দ্রিয়গুলি একই উপাদানে তৈরি, এমন কি, শ্রোত্র আকাশের “বিকার” নয় (আকাশের দানা পরমাণু নাই, সুতরাং আকাশের বিকার হইতেও পারে না); শ্রোত্র হইতেছে কর্ণশঙ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশই।

মন ও আত্মা অন্য দ্রব্য বটে ; সাংখ্য বেদান্তের মতন ভূত ইন্দ্রিয়—এদের সঙ্গে ‘এক গোত্র” নয়। কিন্তু তা না হইলেও, দ্রব্যগুলির মধ্যে কয়েকটি সাধর্ম্ম্য (বা অবিশেষ) আছে ; তার মধ্যে “ক্রিয়াবত্ত্ব” বা ক্রিয়া থাকা হইতেছে প্রথম ; অর্থাৎ, সকল দ্রব্যেরই ক্রিয়া বা কর্ম্ম আছে।

মন ও “ক্রিয়া”।

এই ক্রিয়া বলে কাকে ? বৈশেশিক দর্শন লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে লক্ষণের মধ্যে “সংযোগ বিভাগেষনপেক্ষ কারণং” এই বিশেষটী দেখিতে পাই ! কর্ম্মের দ্বারা দ্রব্যের সংযোগ বিভাগ হইয়া থাকে (“অদৃষ্টকে’ বাদ দিবার জন্য “অনপেক্ষ” এই বিশেষণ লক্ষণে রহিয়াছে)। বৈ. দ. কর্ম্মের প্রকার দেখাইয়াছেন—“উৎক্ষেপণ মবক্ষেপণ মাঞ্চুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্ম্মাণি”, অর্থাৎ জড় বিজ্ঞানে যাহাকে “action” বা “motion” বলে তাহাই। এখন, এই কর্ম্ম সকল দ্রব্যেই আছে—সুতরাং, মনে (ইন্দ্রিয়) ও ভূতে আছে। বৈশেষিক দর্শনে মন “অণু পরিমাণ” হইলেও, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে পূর্ব্বাপরভাবে ইহার সন্নিকর্ষ হয়, যুগপৎ হয় না ; এইজন্য আমাদের অনুভবগুলি একসঙ্গে পাঁচটা না হইয়া, একটার পব আর একটা, এইভাবে হইয়া থাকে। অনেক সময়ে, মন খুব দ্রুত নানা ইন্দ্রিয়ে সঞ্চরণ করিতে পারে বলিয়া, পূর্ব্বাপর অনুভূতিগুলিকে যুগপৎ বা এককালে পাওয়া অনুভব বলিয়া “ভ্রম” হয়।

ও অন্যভাবে অন্য কোনো কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি হয়ত তার “দর্শন” করিয়া গিয়াছেন। বেদান্ত স্বরূপ উপনিষদের প্রতিষ্ঠা হিন্দুদের কাছে খুবই বেশী ; কাজেই সকল সম্প্রদায় (এমন কি মুসলমানেরাও) আপন আপন মতের সমর্থক উপনিষৎ “রচিয়া” অথর্ব্বাদি বেদে “প্রক্ষিপ্ত” করিয়াছেন—সাধারণ এই ধারণা অনেকাংশেই ঠিক নয়। উপনিষৎ বলিয়া “চালাইতে” গেলেই উপনিষৎ হয় না, “জাল” বা “মেকি” এক্ষেত্রে চলে না। শ্রুতির যেটি তত্ত্বদর্শীদের জ্ঞানে প্রতিভাত লক্ষণ, সেই লক্ষণ থাকিলে কোনো সিদ্ধ ফকিরের “ঋষিত্বের” ফলে দৃষ্ট “মন্ত্রও” শ্রুতির মধ্যে স্থান পাইবে, অন্যথা নয়। “শ্রুতি” একটী সংজ্ঞা, পরিভাষা ; তার রীতিমত লক্ষণ আছে। লক্ষণে পড়িল কিনা, তার বিচারের ভার সাধারণ পণ্ডিতদের

মনের স্বরূপ।

মনের এই বিবৃতি পাইয়া, ইহাকে জড় বা ম্যাটার হইতে একান্ত ভাবে তফাৎ করিয়া ফেলিতে পারি কি? মন সুসূক্ষ্ম বটে, কিন্তু তাতে তেমন আট্‌কায় না। সে যাই হউক, আমাদের শ্রুতি ও দর্শন গুলিতে অন্তঃকরণকে এমন একটা কিছু ভাবা হয় নাই, যাতে, ইহার পক্ষে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বস্তুর রূপাদি গ্রহণ এবং বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়া করা অসম্ভব বিবেচিত হইতে পারে। বৈশেষিক দর্শন "সন্নিকর্ষ" (contatact correspoundence with things) লৌকিক ও অলৌকিক, এই দুই রকমের বলিয়া, প্রথমটিকে ছয় প্রকার এবং দ্বিতীয়টিকে তিন প্রকারে দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয়টির ঐ ত্রৈবিধ্যের শেষবিধা হইতেছে—যোগজ সন্নিকর্ষ, যার ফলে যোগশক্তি-সম্পন্ন-ব্যক্তি অতীত অনাগত, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। স্বয়ং শ্রুতিও অন্তঃকরণকে একটা সূক্ষ্ম, তৈজস, প্রকাশানুকূল, লঘু বস্তুরূপে নানাস্থানে বলিয়া গিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির সেই "নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ;" ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ প্রপাঠকে ত্রিবৃৎকরণ প্রসঙ্গে সেই ভুক্ত অন্নের অণিষ্ঠ অংশ দ্বারা মনের উপাদান সৃষ্টি হওয়ার কথা—এ সকলই অন্তঃকরণকে একটা radiant, revealing, dynamic and plastic subtle "matter" রূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন মনে হয়। অন্তঃকরণের কথা হইতেছে, আত্মা বা ব্রহ্মের কথা হইতেছে না। আমরা প্রবন্ধান্তরে শ্রৌত প্রমাণগুলি সংগ্রহ করিয়া সবিস্তার আলোচনা করিব। বৌদ্ধশাস্ত্র সাধারণতঃ আত্মবাদের রাস্তা ছাড়িয়া অনাত্মবাদের রাস্তা ধরিয়ায়াছেন। রাস্তা আলাদা বলিয়া সকল সিদ্ধান্তই উল্টা নয়। মিলের দিক্‌টাই বেশী।

নূতন পরীক্ষা।

বর্ত্তমানে ওদেশে Cryptoidal Phenomena গুলির তথ্যতা নির্ণয়কল্পে যে সকল পরীক্ষা চলিতেছে, সে সকল পরীক্ষার ভিতর হইতেই বা অন্তঃকরণে (mindএর) কি চেহারা আস্তে আস্তে ফুটিয়া উঠিতেছে? আমাদের দেশের যোগের তত্ত্বাংশ (Theory বা Science) এবং সাধনাংশ (Practice or Art) এ দুই এরই সাক্ষ্য দলিল প্রমাণাদি আবার নূতন করিয়া পরীক্ষা-

---

"কমিটি" কখনও গ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই; যাঁরা নিজেরা "আপ্ত", তাঁরাই চিরদিন এদেশে বিচারের ভার লইয়া আসিতেছেন—it was never a question to be

কুশল জড়-বিজ্ঞান-বিদ্‌গণের হাতে যাচাই হইয়া শনৈঃ শনৈঃ পাকা হইতেছে না কি? সংক্ষেপের মধ্যে Sir M. E. Barrettএর Psychical Rescarch বইখানা প্রমাণগুলি গোছাইয়া বলিয়াছে।

আমাদের সাধারণ ব্যবহারে অন্তঃকরণ মস্তিষ্কের অনুভূতি কেন্দ্র ও ক্রিয়া কেন্দ্র (sensory and motor centres) দের উপরে প্রতিনিয়ত কাজ করিতেছে। থিওরি বাদ দিয়া, সোজাসুজি ভাবে দেখিলে, এ ঘটনা হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় না কি যে, অন্তঃকরণ বস্তুর ছাপ (impression) লইতে এবং বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়া করিতে সমর্থ? অন্তঃকরণের plasticity এবং অন্তঃকরণের dynamism এর পরিচয় আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যেই আমরা পাইতেছি না কি?

অন্তঃকরণের অধিকার।

তারপর, এ পরিচয় আজকালকার পরীক্ষিত হিপ্‌নোটিজম্ ও সজেস্‌চনের ভিতর দিয়া, এবং পরীক্ষীয়মাণ টেলিপ্যাথি, ক্লেয়ারভয়ান্স, ডিসোসিয়েসন্, মেটিরিয়ালিজেসন্, লেভিটেসন্, এ সকলের ভিতর দিয়া আরও দৃঢ় হইতেছে না কি? পরীক্ষিত ও পরীক্ষীয়মাণ তথ্যগুলির মূলে যদি কোনোও সত্যকার ভিত্তি থাকে, তবে তাহা ইহাই নহে কি যে, অন্তঃকরণও, তাড়িতের বা ঐ জাতীয় কোনো সূক্ষ্ম রেডিয়েসনের মতন, একটা সূক্ষ্ম, তৈজস, আকুঞ্চন-প্রসারণক্ষম, সঞ্চরণশীল, ক্রিয়াশীল (dynamic) বস্তু? ইন্দ্রিয়সহায়তানিরপেক্ষ হইয়া এবং ইন্দ্রিয়ের ন্যূনতা অতিক্রম করিয়া, অতীন্দ্রিয়ভাবে, বস্তুকে প্রকাশ করিতে সমর্থ বলিয়া, অন্তঃকরণকে আজকাল আমরা আবার চিনিতে পারিতেছি না কি? সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট বস্তু— যেটি ইন্দ্রিয় যন্ত্রপাতি লইয়াও ধরিতে পারে না তাকে স্বচ্ছ, বিশদ ভাবে

---

determined by the debates of scholars, but by the wisdom of the spiritual adepts (তত্ত্বদর্শি সম্প্রদায়)। সন্ন্যাসীরূপেই হউক, আর গৃহী রূপেই হউক, এই সম্প্রদায় চিরদিনই আছেন; সময়ে সময়ে (আস্তিক দিগের বিশ্বাসে) সূক্ষ্ম, অগোচর ভাবে আসিয়া এঁরা কাজ করেন। আগে এই 'ঋষিকুল" কেই "নৈমিষারণ্য" বলা হইত; আমরা দেখিয়াছি যে, নৈমিষারণ্যও একটা "তত্ত্ব" (ছা উ. ১।২ খণ্ডে ১৩—"স হ নৈমিষীয়ানামুদগাতা বভূব" —বলিয়া নৈমিষারণ্যের ঋষিকুলের কথা বলিয়াছেন।) এই সনাতন ঋষিকুল (congregation of seers") ঠিক করিয়া থাকেন, কোন্ বিদ্যা সত্য, কোন্ বিদ্যা শ্রুতি অথবা স্মৃতি; কোন্ বিদ্যা কখন কোথায় কিভাবে প্রচারিত হইবে, অথবা প্রত্যাহৃত হইবে। কেবল যে থিওসাফিষ্টেরা কথাকয়টায় জোর দিয়াছেন এমন না; প্রাচীনেরা সকল দেশেই এতে জোর

প্রকাশ (reveal) করিতে অন্তঃকরণ যদি সমর্থ হয়, তবে কি করিয়া আর মনে করিতে থাকিব যে,—মনের নিজস্ব কোনই কিছু নাই, senses যাহা আনিয়া মনের কাছে সঁপিয়া দিয়াছে, মন তাদের নিয়া শুধুই নকল নবিশী করিয়া যাইতেছে ("There is nothing in the intellect which was not previously in the senses"—Locke) ?

অন্তরের "চিন্তামনি।"

Leibnitz যে ঐ ফরমূলার সঙ্গে "except the intellect itself" যোগ করিয়া দিয়াছিলেন, সে "সংশোধনের" মানে ও দাম এতদিন আমরা ভাল করিয়া বুঝি নাই; এখন বুঝিতে সুরু করিয়াছি। সেই মামুলি Rationalist দের গোটা কয়েক মনের নিজস্ব পুঁজি মাল (a priori ideas) মানিলেই আজ আর অব্যাহতি পাইতেছি না। চিত্তের সাধারণ বৃত্তির মধ্যেই অন্যতম Intuition বা প্রজ্ঞান; এতদিন, ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয়ের হট্টগোলে এবং বুদ্ধি বিবেচনার (Intelligenceএর) বাক্ বিতণ্ডায়, প্রজ্ঞানের বাণী হারাইয়া গিয়াছিল; বড় একটা কেহ শুনিতে পায় নাই; এখন আবার বার্গসোঁ প্রভৃতি ওদেশের ভাবুকেরাই সে বাণী শুধু যে ধরিয়া ফেলিতেছেন, এমন নয়; তাঁরা এও মনে করিতেছেন যে, আমরা ইন্দ্রিয় জ্ঞানের (sense perceptions দের) "মেছোহাটায়" এবং বুদ্ধি বিবেচনার "ডিবেটিং ক্লাবে," তথ্য ও তত্ত্ব যতখানি যেভাবে পাইতেছি, তার চাইতে বেশী করিয়া ও খাঁটি করিয়া তাদের পাইতে পারি, আমরা প্রজ্ঞার স্থির, নিভৃত শুভ্র আলোকমণ্ডলে। Crystal gazer দের দাবী যেন আমাদের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা বস্তুটি নিজের করিয়া লইতেছেন। স্ফটিকে দৃষ্টি বিন্যাস করিয়া কেহ কেহ হয়ত ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট—বস্তু ও ঘটনা দেখিতে পান। প্রজ্ঞা আমাদের অন্তর্নিহিত "চিন্তামণি"। বর্ত্তমানে যে সকল অসাধারণ

দিয়াছিলেন। এই জন্য বিদ্যা বা শাস্ত্র যে কেহ চালাইব বলিলেই, অথবা কৌশলে চালাইতে গেলেই, চলে নাই। বিদ্যার এলেকাতেও "Survival of the Fittest" আছে বুঝিতে হইবে। একেবারে বাজে বা জাল জিনিষ বেশীদিন ধরিয়া চলে নাই। ব্যবহারিক বিধি (আইন কানুন) যেমন সকল দেশেই একটা চরম রাষ্ট্র শক্তির দ্বারা প্রচালিত (executed) হবার নিয়ম ছিল, বিদ্যা এবং তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্র সম্বন্ধেও সেইভাবে একটা চরম Spiritual Authority দ্বারা প্রচলনের ব্যবস্থা ছিল। এখনও বিদ্যার জগতে তাই হইতেছে। বিলাতি রয়েল সোসাইটি, অথবা ফ্রেন্স একাডমি রীতিমত পরীক্ষাদির পর সম্মতি না দিলে বিদ্যা "সত্য" বলিয়া এখনও ওদেশে চলিতেছে না। অনেক উপনিষদ্ই (সরস্বতীরহস্য, গণপতি, দক্ষিণামূর্ত্তি গোপালপূর্ব্ব এবং উত্তর তাপনীয়, নৃসিংহ পূর্ব্ব এবং উত্তর তাপনীয় ইত্যাদি ইত্যাদি)

para psychical (telepathy, clairvoyance, psycho-dynamism) phenomena লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে, সে সকলের প্রসাদে প্রজ্ঞার বেদীই কেবল যে আরও দৃঢ় হইতেছে এমন নয় ; আমাদের অন্তঃকরণ বস্তুটিরই একটা নূতন পরিচয়—স্বাধীন জ্ঞাতা ও কর্ত্তা হিসাবে—পাইয়া আমরা নূতন করিয়া হাল ফাশানে বিস্মিত হইতেছি।

শাস্ত্রের তত্ত্ব।

প্রকৃত প্রস্তাবে, যোগাদি শাস্ত্রের সেই তত্ত্ব—অন্তঃকরণ সত্ত্বের স্বভাবতঃ নিখিল প্রকাশন সামর্থ্য এবং রজোগুণ সাহায্যে নিখিল ক্রিয়া সামর্থ্য রহিয়াছে ; ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক-আশয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, মন (Intelligence, Reason) এ সকল অন্তঃকরণ সত্ত্বের সেই স্বাভাবিক শক্তিটিকে সঙ্কুচিত ও খর্ব্ব করিয়া আমাদের বর্ত্তমান ভোগ ব্যবহারএবং ভোগায়তনের উপযোগী করিয়া লইয়াছে; স্বভাবে, প্রকৃতিতে যেটি সর্ব্বাবভাসক (all revealing), সেই সত্ত্ববস্তু, জীব ব্যবহারের গরজে,নানা সংস্কার ও নানা ইন্দ্রিয়াদিকরণের ন্যূনতা ও গণ্ডী স্বীকার করিয়া. অল্পজ্ঞ ও কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ সাজিয়া বসিয়াছে ;—এই তত্ব (যেটি বেদান্তাদি দর্শনেরও সম্মত) পশ্চিম দেশের ঐ সকল পরীক্ষার ও চিন্তার ফলে ক্রমশঃ আদৃত হইয়া আসিতেছে, বোধ হয়। Sense গুলি এই দৃষ্টিতে একটা সর্ব্বাবভাসক বস্তুর checkers, inhibitors, directors. শুধু ইন্দ্রিয়গুলি বলিয়া নয় ; যেটাকে আমরা "Intelligence" বলি ; যেগুলিকে "সংস্কার" বলি, সে গুলিও ঐ সর্ব্বাবভাসক সত্তার অবচ্ছেদক। কোথায় এতদিন আমরা ভাবিতেছিলাম, অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়গুলির নকল নবিশী করে, তাদের দেওয়া মসলা (data) লইয়া চালাচালি করে (অনুমান, কল্পনা জল্পনা ইত্যাদি ! ব্যবহারিক জীবনে, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের মধ্যে এই রকম ধারা একটা "কাজের ভাগ বাটোয়ারা" (division of labour) হইয়াছে বটে, কিন্তু তাতে অন্তঃকরণ সত্তার স্বাভাবিক সত্ত্বটি (all অথবা greater

---

সাধকের জন্য রীতিমত মন্ত্র (দ্রষ্টব্য—সাংখ্যদর্শনের নানা "তন্ত্র" অবশ্য হইয়াছিল ; কিন্তু সাংখ্যকারিকা ৬৯. ৭০, ৭১ বাছিয়া "অগ্রমুনি" "পরমর্ষি (কপিল) আসুরি (শতপথ ব্রাহ্মণে ইমি খ্যাত) পঞ্চশিখ ইত্যাদি গুরুপরম্পরার মধ্য দিয়া কেমন করিয়া আসিয়াছে, তার উল্লেখ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য মতের নমুনা সংক্ষেপে A. B. Keith এর Samkhya System নামক গ্রন্থে (Chaps. I. Q1) দ্রষ্টব্য। জর্ম্মাণ পণ্ডিত গার্ব্বেও অনেক কিছু লিখিয়াছেন) তন্ত্রাদির নির্দ্দেশ আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি বহুদিন ধরিয়া সেই সব নির্দ্দেশের অনুবর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। ফলের কথা এখানে তুলিব না ; তবে এটা ঠিক যে, সাধক সম্প্রদায় কোনদেশেই "ভেটকের পাল" এবং গর্দ্দভের বাহিনী নয়।

revelation) একেবারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায় নাই। বাজেয়াপ্ত না হইলেও, ইন্দ্রিয় ও ভিতরকার বিচার বিবেচনা ও সংস্কার অন্তঃকরণের এমন ধারা একটা ন্যূনতা, খর্ব্বতা অনিয়া দিয়াছে যে, আমরা ভাবি ইন্দ্রিয়ের চশমা “চোখে” না দিলে অন্তঃকরণ কিছুই দেখিতে পান না; এবং হাত পায়ের বাহনে ভর না করিয়া তিনি “এক পাও চলিতে” বা কোনো কিছু করিতে অক্ষম। শাস্ত্রে ব্রহ্মের ‘‘ঈক্ষণ,” ‘‘সংকল্প”, প্রজাপতির “তপস্যা’’ (“জ্ঞানময়”) হইতেই জগতের সৃষ্টি দেখিতে পাই। সুতরাং, যেটি ঈক্ষণ, সংকল্প বা তপস্যা করিতেছে, সেই বস্তুটি আগে; এবং তাহা হইতেই সব হইয়াছে বলিয়া, সেটির ব্যাপ্তি সকলের চাইতে বেশী; ইন্দ্রিয়াদি তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এবং উৎপন্ন হইয়া যেটি ‘ভূমা,” সেটিকে অল্প করিয়া লইয়াছে। অবশ্য, স্বরূপে নয়, ব্যবহারে।

অতীন্দ্রিয় জ্ঞান।

এইজন্য বলিতেছিলাম যে, ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্তঃকরণের পক্ষে বস্তুজ্ঞানের ও বস্তুনিয়মনের (control of things) আর কোনই উপায় নাই; সুতরাং যেখানে উপযুক্ত বাহ্যকরণ রহিয়াছে, সেইখানে তথ্য জ্ঞান হইবে, অন্যথা হইবেনা;—এই প্রচলিত ধারণা জড়-বিজ্ঞানভিত্তিক কল্‌চারের হাওয়াতেই প্রচলিত থাকিতে পারে; প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধারণা, সাধারণ ব্যবহারে ও পরীক্ষা দিতে যতই কার্য্যকরী হউক না কেন, সত্যের পাকা খাতায়, স্থান পাইবার অযোগ্য। সত্য সত্যই অন্তঃকরণের অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানশক্তি আছে; সুতরাং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানও থাকিতে পারে, অতীন্দ্রিয়ার্থ-দ্রষ্টা ঋষিও থাকিতে পারেন।

“প্রতিভা”।

বলা বাহুল্য, অন্তঃকরণের ঐ শক্তির “বীজ” (possibility)ই সাধারণতঃ আমাদের ভিতরে রহিয়াছে; নানা ন্যূনতা ও খর্ব্বতার হেতু (ইন্দ্রিয়-বিক্ষেপ, রাগদ্বেষাদি সংস্কার; তর্ক সংশয় ইত্যাদি) সে বীজটাকে আচ্ছন্ন করিয়া, অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। শাস্ত্রের ভাষায়, এই আচ্ছাদক, আবরক, বিক্ষেপক হেতুগুলি

রীতিমত “authoritative,” “authentic” নির্দ্দেশ উপদেশ ছাড়া তাঁরা অজ্ঞাতকুলশীল, “ভিত্তিহীন” কোন কিছুকে তাঁদের “জীবনসর্ব্বস্ব” করিতে পারেন নাই। বিদ্যার মূল নজির গুলির “দৃঢ়ভিত্তি” থাকা সম্বন্ধে এও একটা “presumptive evidence” মনে করিতে হইবে। যাই হউক, এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা পাদটীকায় চলিতে পারে না। আমরা প্রমাণ তত্ত্বে সবিশেষ আলোচনা করিব। ১ পাতঞ্জল দর্শন, ২।২৮ “অশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞান দীপ্তিঃ”

তমঃ ও রজঃ (পুরাণের সেই মধু কৈটভ)। অন্তঃকরণ সত্ত্বের স্বাভাবিক সর্ব্বাবভাসক শক্তি বা প্রতিভা (পাতঞ্জল দর্শনের সেই “প্রাতিভং জ্ঞানং”) ফুটাইয়া লইতে হইলে, এই আবরক ও বিক্ষেপক হেতুগুলিকে দূর করিতে হয়। সেই চেষ্টা হইল যোগ। যোগের উদ্দেশ্য চিত্তকে স্থির করা ও নির্ম্মল করা, এবং নির্ব্বিকল্প সমাধিতে, একেবারে রোধ করা। অতীন্দ্রিয় বস্তুজ্ঞানের প্রতি ধ্যান ধারণা সবিকল্পক সমাধি (অর্থাৎ, “সংযম”) হইতেছে কারণ; নির্ব্বিকল্পক সমাধির উদ্দেশ্য “বিবেকখ্যাতি” বা মুক্তি। সুতরাং, চিত্ত কিসে নির্ম্মল ও স্থির হয়, তাই চিন্তা করিতে হইবে, অতীন্দ্রিয়-দর্শনাভিলাষী ব্যক্তিকে। স্থির করার উপায় ধারণা, ধ্যান, সমাধি; নির্ম্মল করার উপায় যম, নিয়ম (“চিত্তপরিকর্ম্ম” প্রভৃতি), প্রাণায়াম, প্রত্যাহার। পশ্চিম দেশের “trance,” “clairvoyance” প্রভৃতিতে, এবং আমাদের দেশের ধ্যান ধারণাদিতে এটা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইয়াছে যে, অন্তঃকরণ সত্ত্বকে ইন্দ্রিয়জন্য বিক্ষেপ এবং সংশয় বিতর্কাদি আভ্যন্তরীণ উদ্বেগ হইতে যতটা মুক্ত (dissociate, abstract) করিতে পারা যাইবে, ততই তার সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়াদি বিষয়ের প্রকাশ করার শক্তি বাড়িয়া যাইবে। এতে দেখা যায় যে, Sense and Intellect সাধারণ ব্যবহার চালাইবার পক্ষে যতই সাধক হউক না কেন, আমাদের অন্তরের প্রজ্ঞার প্রদীপের আভাটিকে তারা পর্‌দা দিয়া ঘিরিয়াই রাখিয়াছে; সুতরাং, যত সে পর্‌দা সরাইয়া ফেলিতে পারা যায়, ততই সেই “আপরন ঘরের আলো” স্বচ্ছ, অকুণ্ঠিত ও দূরবিতত হইয়া থাকে!

এই আপন ঘরের আলো যে আলেয়া নয়, ইহার যে প্রামাণ্য আছে, তাহা নানান্ লক্ষণ (tests) দিয়া বুঝিতে পারা যায়। বিভিন্ন “ঘটে” বা পাত্রে এ আলোর ছবি কিছু আলাদা আলাদা দেখিয়া বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইলে চলিবেনা।

দেখাইয়াছেন। ভাষ্যকার বলিতেছেন—অশুদ্ধি=পঞ্চপর্ব্ব বিপর্য্যয়=অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ। “যথা যথা সাধনান্যনুষ্ঠীয়ন্তে তথা তথা তনুত্বমশুদ্ধি রাপদ্যতে, যথা যথাচ ক্ষীয়তে তথা তথা ক্ষয়ক্রমানুরোধিনী জ্ঞানস্যাপি দীপ্তির্ব্বিবর্দ্ধতে, সা খল্বেষা বিবৃদ্ধিঃ প্রকর্ষমনুভবতি আ বিবেক খ্যাতেঃ আ গুণ পুরুষ স্বরূপ বিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। পুনশ্চ, ১।৪৭ সূত্র (“নির্ব্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্ম প্রসাদঃ”) আলোচ্য। ভাষ্য ‘অশুদ্ধ্যা-

অন্তঃকরণ সত্ত্ব বা প্রজ্ঞার আলোক যে পাত্র বা মিডিয়ামের মধ্য দিয়া বাহির হয়, সে মিডিয়ামের দোষগুণ ঐ আলোককে স্পর্শ না করিয়া যায় না।

পাত্রের দোষগুণ।

যদি কোনো মিডিয়াম বিশেষের "আবেশের" (tranceএর) ভিতর দিয়া কার্ডিনাল নিউমানের প্রেতাত্মা আসিয়া আমেরিকান্ ধাঁজে (accentএ) কথা কন, অথবা উক্ত মিডিয়ামের নিজস্ব কতকগুলি সংস্কারের রঙে রঞ্জিত হইয়া দেখা দেন, তবে মনে করিতে হইবে যে, যাহা হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইয়াছে। ঈথারের আলোক বায়ুস্তরগুলির মধ্য দিয়া বাঁকিয়া চুড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া, সমজদার বৈজ্ঞানিক আশ্বস্তই হইয়া থাকেন, বিস্মিত হন না। সত্য সত্যই অসাধারণ বা আগন্তুক কোনো কিছু ঐ মিডিয়ামের ভিতরে আসিয়াছেন কিনা, এবং তাহার ভিতর দিয়া নিজেকে "ভাষা" দিতে চাহিতেছেন কিনা, তার প্রমাণ পাওয়া যাইবে যদি (১) ঐ মিডিয়াম নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বাহিরে (অর্থাৎ, তার পক্ষে যেটি জানার কোনই সম্ভাবনা নাই) এমন কোনো কিছু আবেশের দশায় প্রকাশ করে, যেটি বাস্তব এবং (২) ঐ প্রকাশকে কার্ডিনাল নিউমানের সঙ্গে সংযুক্ত করা যাইবে যদি, অল্প বিস্তর আমেরিকান ধাঁজ ইত্যাদি সত্ত্বেও, উহা তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একান্ত অসঙ্গত না হয়। অবশ্য, unconscious বা subconscious suggestionএর থিওরি বাদ দিয়া আমরা এ অনুমান করিলাম।

অসাধারণ অনুভূতির সত্যতার নিদান।

আলাদা আলাদা বাহ্য প্রত্যক্ষের ভুল চুক্ যেমন ধারা তুলনা ইত্যাদি দ্বারা সারিয়া লওয়া যায়, তেমনি কোনো অসাধারণ অনুভূতি আলাদা আলাদা মিডিয়ামের ভিতর কতকটা আলাদা আলাদা রকমের হইলেও, তুলনায় তাদের মধ্যে সত্যের সারটি বাছিয়া বাহির করা যাইতে পারে। সত্য বা বাস্তব কিনা বুঝিতে হইবে এই লক্ষণে—(ক) মিডিয়ামের নিজের সে বিষয়ে কোনরূপ কল্পনা করার বা সাধারণ অভিজ্ঞতা হওয়ার সম্ভাবনা

বরণমলাপেতস্য প্রকাশাত্মনো বুদ্ধি সত্ত্বস্য রজস্তমোভ্যামনভিভূতঃ স্বচ্ছঃ স্থিতিপ্রবাহো বৈশারদ্যং। যদা নির্ব্বিচারস্য সমাধে বৈর্শারদ্যমিদং জায়তে, তদা যোগিনো ভবত্যধ্যাত্ম প্রসাদঃ ভূতার্থবিষয়ঃ ক্রমানুরোধী স্ফুট প্রজ্ঞালোকঃ। তথাচোক্তং "প্রজ্ঞা প্রসাদ মারুহ্য হ্যশোচ্য শোচতো জনান্। ভূমিষ্ঠা নিবশৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোহনু পশ্যতি॥" ১।৩৬ সূত্রের ভাষ্যে দেখি "বুদ্ধিসত্ত্বং হি

নাই; (খ) মিডিয়াম আবেশের ভিতরে এমন সব তথ্য প্রকাশ করিল, যে সকল তথ্য নিঃসংশয় প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে, অন্তঃকরণ সত্ত্ব, বাহ্যেন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হইয়াও বস্তু প্রকাশ করিতে সমর্থ কিনা এইটি হইল প্রশ্ন। যদি কোনো একটা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোনো মিডিয়াম নিজের কল্পনা, আন্দাজ (guess) এবং অভিজ্ঞতার বাহিরে এমন কিছু তথ্য প্রকাশ করিল, যাহা সত্যই আছে বা ঘটিয়াছে বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রমাণিত এবং যেটি unconscious suggestion দিয়াও ব্যাখ্যা করা যায় না,—তবে অন্তঃকরণ সত্তার ঐ দাবী সাব্যস্ত হইয়া গেল। যেমন, হস্তপদাদির সহায়তা ছাড়াও যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটা পেন্সিল বা অন্য কোন জড়দ্রব্য শুধু ইচ্ছা শক্তির দ্বারাই উত্থিত বা চালিত হইতেছে. তবে অন্তঃকরণ সত্ত্বের স্বাধীনকর্তৃকত্বরূপ দাবী (the claim of psychodynamism টাও, প্রমাণিত হইয়া গেল। অন্তঃকরণ সত্তার স্বাধীনকর্তৃত্বের দাবী নিঃসংশয়রূপে যদি একটা পরীক্ষাতে প্রমাণিত হয়, তবে অন্য সকল অপরীক্ষিত অথবা অপরীক্ষণীয় (not capable of being examined) ক্ষেত্রেও অন্তঃকরণের দাবী যথার্থ মনে করার একটা সহেতুক বিশ্বাস (reasonable presumption) স্বভাবতঃই হইতে পারে। যে অন্তঃকরণ আবেশ দশায় সাধারণ ইন্দ্রিয় জ্ঞান অথবা অনুমানাদি দ্বারা অজ্ঞাত কোনো একটা জিনিসের বা ঘটনার সত্য খবর দিতে পারে, সে অন্তঃকরণের পক্ষে দেবযোনি প্রভৃতি সত্য সত্যই অতীন্দ্রিয় বস্তু প্রকাশ করা অসম্ভব নয়।

ভাস্বর মাকাশ কল্পং"। ২।৫২— ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্" সূত্রটিও এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। ৩।৫—"তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ" ইত্যাদি সূত্রের কথা আমরা আগেই (পাদটীকায়) তুলিয়াছি। ৪।৩১—"তদা সর্ব্বাবরণ মলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পম্।"—"সর্ব্বৈঃ ক্লেশ কর্ম্মাবরণৈ র্বিমুক্তস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যং ভবতি। আবরকেণ তমসাঽভিভূতমাবৃত জ্ঞানসত্ত্বং ক্বচিদেব রজসা প্রবর্ত্তিত মুদ্‌ঘাটিতং গ্রহণ সমর্থং ভবতি। তত্র যদা সর্ব্বৈরাবরণ মলৈরপগত মলং ভবতি তদা ভবত্যস্যানন্ত্যং। জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পং সম্পদ্যতে, যথা আকাশে খদ্যোতঃ।" সাংখ্যকারিকা (২৩)—বুদ্ধি সত্ত্বের লক্ষণ দিয়া বলিতেছেন—"সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মা দ্বিপর্য্যস্তম্॥"—শুদ্ধসত্ত্ব বুদ্ধির ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিরাগ এবং ঐশ্বর্য্য. এবং মলিন বুদ্ধির এর বিপরীত লক্ষণ হইয়া থাকে। আমাদের বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণই জ্ঞানাদি বিষয়ে, "দ্বারী' ও প্রধান (Primary Instruments), চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যে কেবল মাত্র "দ্বার". সুতরাং অপ্রধান, তা কারিকা (৩৫) স্পষ্টই বলিতেছেন—"সান্তঃ করণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বংবিষয় মবগাহতে যস্মাৎ।

অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সংশোধন।

মিডিয়ামের নিজ সংস্কারাদি অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাটিকে বিকৃত ও রঞ্জিত করিয়া দেয়। কিন্তু এটা, আমরা দেখিয়াছি, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সত্যতার পক্ষে মারাত্মক আপত্তি নয়। পশ্চিম দেশে রেডিও একটিভিটির মতন, মিডিয়ামিষ্টীক্ ফেনোমেনা এখনও "spontaneous" বিবেচিত হইতেছে, অর্থাৎ, মিডিয়ামের শক্তি সহজ, অর্জ্জন করার নহে। এ শক্তির অপব্যবহারের অথবা ব্যবহারগত দোষের সংশোধন ভিতর হইতে, মিডিয়ামের নিজের মধ্যেই, হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। প্রাচীন বিদ্যায় কিন্তু যোগশক্তি সাধনসাপেক্ষ; ইহার নানান্ স্তর আছে; ইহার ক্রমশঃ উন্মেষ হইয়া থাকে; উত্তরোত্তর স্ফুরণ, সংশোধন ও মার্জ্জন হইয়া থাকে। অবিদ্যাসংস্কারাদি চিত্তের মল গুলিকে মার্জ্জনা করিয়া সত্ত্ব শুদ্ধি, সুতরাং চিত্তের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে অপ্রতিহত, করার উপায় ও প্রণালী সবিস্তর, গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় সংখ্যাতীত পরীক্ষার ভিতর দিয়া, ব্যবস্থিত হইয়া রহিয়াছে। যোগ ও তন্ত্রের নিবন্ধ গুলি, মহাজনজুষ্ট আচার, তার সাক্ষ্য দিতেছে। ভিতরেই মার্জ্জনার ব্যবস্থা থাকিলে, যোগী নিজেই বুঝিতে পারেন তাঁর উত্তর উত্তর অনুভূতি গুলি তাঁর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুভূতি গুলিকে কোথায় কেমন ধারা সংশোধন, পরিপূরণাদি করিয়া দিতেছে। দার্শনিকদের পরিভাষায়—ইহা অরুন্ধতী দর্শন ন্যায়। অরুন্ধতী ছোট তারা; সহসা নজর যায় না; দেখিতে হইলে আগে নিকটের বড় একটা তারায় মনোযোগ দিতে হয়; তারপর সাবধানে খুঁজিলেই খোদ অরুন্ধতীই ধরা পড়ে। প্রথমে স্থূল অনুভব, সেটা হয়ত ঠিক, পূরাপূরি যথার্থও নয়; তারপর সূক্ষ্ম অনুভূতি, সেটা আগেকার চাইতে বেশী গোটা ও খাঁটি। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। ধাপের পর ধাপে উঠিয়া, চরমে ব্রহ্মজ্ঞানে, চরম নিরতিশয় পূর্ণ সত্যটি সাক্ষাৎকার করিতে হয়; তখন—"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"।

তস্মা ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি॥" বুদ্ধির প্রাধান্য ৩৭ কারিকাও দেখাইয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদীকার (বাচস্পতিমিশ্র) বলিতেছেন—"তস্মাৎ সৈব প্রধানম্। যথা সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সাক্ষাদ্রাজার্থ সাধনতয়া প্রধানং, ইতরে (ইন্দ্রিয়াদয়ঃ) তু গ্রামাধ্যক্ষাদয়স্তং প্রতি গুণভূতাঃ।" বুদ্ধি যে Perfect Instrument হইতে পারে, সে সম্বন্ধে ৪৫ কারিকা বলিতেছেন—ঐশ্বর্য্যাদবি ঘাতো বিপর্য্যয়াত্তদ্বিপর্য্যাসঃ।" "তার পরের কয়েকটি কারিকায় গুণ বৈষম্য বিমর্দ্দাৎ" বুদ্ধির শক্ত্যাদির যে সব প্রকার ভেদ ও তারতম্য হইয়া থাকে, তা আমাদের ঈশ্বর কৃষ্ণ

Science এ যেমন ধারা সত্যতার একটা ক্রমোন্নত শ্রেণী series আছে, আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে নেই রকম।

পরীক্ষা ও ফলের বিচার।

অন্তঃকরণের যুক্তি বিশ্বাসগুলি আধ্যাত্মিক অনুভূতি সমূহকে রঞ্জিত ও আকারিত করে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাতে ঐ অনুভূতি সমূহের সত্যতার ভিত্তি একেবারে হাল্‌কা হইয়া পড়িল না। যতদূর পারা যায়, নিরপেক্ষ ও "খোলামন" লইয়াই সকল সমীক্ষা-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। তবে, যেখানে তাহা তেমন সম্ভবপর হইতেছে না, সেখানে দুইটি দিকে খেয়াল রাখিলে অনুভূতির সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সংশয় দূর হইতে পারে। ১ম—কোনো কোনো বিচক্ষণ পরীক্ষক বিরুদ্ধ ধারণা ও সংস্কার লইয়াও পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াও অনুভূতিটি পাইয়াছেন; তার ফলে, তাঁদের আজন্মপোষিত ধারণাদি হয়ত বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। পশ্চিমে cryptoidal তথ্যগুলি লইয়া যাঁরা পরীক্ষা করিতেছেন, তাঁদের ভিতরে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক অনেকে আছেন, "অবৈজ্ঞানিক" অনেক সুধীব্যক্তিও আছেন; এঁরা প্রায় সকলেই গোড়ায় হয় সংশয় (skepticism) নয় বিরুদ্ধ বিশ্বাস লইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; অথচ, "ফল" পাইয়া, পরে পূর্ব্ব সংস্কার বদ্‌লাইয়াছেন। ২য়–যেখানে ধরা যাক, একজন হিন্দু যোগী ও একজন খৃষ্টান মিডিয়াম দুইজন পরীক্ষক, প্রেতাভির্ভাব সম্বন্ধে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, দুই রকমের "message" (সন্দেশ) পাইলেন, সেখানে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে. সন্দেশ দুইটার "চেহারায়" তফাৎ, না "বস্তুতে" তফাৎ। বস্তুতে মিল যেখানটায়, সেখানটায় সত্য থাকা উচিত। একজন "জন্মান্তর" মানেন; অপরজন আত্মা অবিনশ্বর মানেন, কিন্তু জন্মান্তর মানেন না। এই দুই রকমের বিশ্বাসের ভিতর দিয়া সত্য ঠিক একভাবে ধরা পড়িবে না; কিন্তু তা না হইলেও, দুইটা অনুভবের শাঁসে মিল থাকা উচিত; এবং যোগে যদি

দেখাইয়াছেন। ৪৯ কারিকা "বুদ্ধিবধ" ও "ইন্দ্রিয়বধ" (অশক্তি) আমাদের বলিতেছেন। ৫১ কারিকার 'উহ" সিদ্ধি এবং ত্রিবিধ "অঙ্কুশের কথা আছে। বাচস্পতি মিশ্র টীকায় গৌড়-পাদের "উহ" লক্ষণ দিয়াছেন—"অন্বেত্বাচক্ষতে উপদেশাদ্বিনা প্রাগ্‌ভবীয়াভ্যাসবশাৎ তত্ত্বস্থ স্বয়মূহনং যৎসা সিদ্ধিরূহঃ।" এই আধ্যাত্মিক বিভূতিটি "spontaneons" "intuitive" বলিয়াই মনে হয়। নব্যনৈয়ায়িকেরা প্রমাণের (বিশেষতঃ "ব্যাবহারিক প্রামাণ্য" বলিয়া বেদান্ত পরিভাষা, সপ্তম পরিচ্ছেদের গোড়ায় যেটিকে পারমার্থিক প্রামাণ্য হইতে তফাৎ

আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অভ্যুদয় (progress) স্বীকার করা যায়, তবে এটাও ক্রমশঃ নিশ্চিত হওয়া উচিত যে,—শাঁস ছাড়া খোসাতেও, কোন্ অনুভূতিটায় সত্য খানিকটা বেশী লাগিয়া আছে; হিন্দুযোগীর ও ঋষির দেবযান-পিতৃযান-মার্গ কথাই বেশী সত্য, না আজ কালকার spiritualist রা প্রেতের গতির যা বর্ণনা দিতেছেন, সেইটা বেশী ঠিক। ফলকথা জড়বিজ্ঞানে নানান্‌জনের সমীক্ষা পরীক্ষার গোলযোগ ও গরমিল দেখিয়া বৈজ্ঞানিক যেমন ধারা ঘাব্‌ড়াইয়া যান নাই. এই সকল সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তথ্যের পরীক্ষকদেরও ফলের গোলযোগ দেখিয়া ভয় পাইলে তেমনি চলিবে না।

পূর্ব্ব আলোচনার উদ্দেশ্য।

এত খোলসা করিয়া অতীন্দ্রিয় সাক্ষ্যের প্রামাণ্য বিচার করিতে হইল এই জন্য যে, ভারতবর্ষ এবং অপরাপর অনেক প্রাচীন দেশের সভ্যতা ও কল্‌চার এই সাক্ষ্য যথার্থ (evidence) বলিয়া মানিয়া নিয়াছে, এবং মানিয়া তাহারই উপরে তাদের ভাব ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি খাড়া করিয়া নিয়াছে। ভারতবর্ষে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র, এমন কি দর্শন শাস্ত্রগুলিও, পড়িলে, এই অতীন্দ্রিয় সাক্ষ্য (আর্ষ বা আপ্ত) এর প্রমাণের গুরুত্ব ও জ্যেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এতটুকু সংশয়ও থাকে না। হিন্দুদের যজ্ঞাদি কর্ম্ম; চত্বারিংশৎ অথবা দশবিধ সংস্কার; ইত্যাদি সকল রকমের সাধারণ ও অসাধারণ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিরও মূল ঐ যায়গাটায়। এক কথায়, এদেশের (এবং অনেকটা অন্য অন্য প্রাচীন দেশেরও) প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমাতার সঙ্গে সঙ্গে বাহালি সভ্যতা ও কল্‌চারের প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমাতা ঠিক মেলে না। ঋষি, যোগজ প্রত্যক্ষ বা প্রাতিভ জ্ঞান এবং দেবতা, পরলোক প্রেতাদি অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব—এসকল বর্ত্তমানের কল্‌চারের evidenceএ হয় মিথ্যা (false), নয় সন্দিগ্ধ (doubtful) রূপে এতদিন বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। সবে দিন কতক হইল, ওদেশের হাওয়া ফিরিতে সুরু হইয়াছে। হাওয়া

করিয়াছেন) খুবই বিস্তারিত ও নিপুণ বিচার আলোচনাদি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁরা ও প্রত্যক্ষ প্রকরণে লৌকিকের মত অলৌকিক প্রত্যক্ষ (সন্নিকর্ষ বা প্রত্যাসত্তি) ও মুক্ত কণ্ঠে মানিয়া গিয়াছেন। তাঁরা অলৌকিক সন্নিকর্ষের তিনটি ভেদ (ভাষাপরিচ্ছেদ, ৬৩ শ্লোক) স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তন্মধ্যে "যোগজ সন্নিকর্ষ "ই মুখ্য; ন্যায় বৈশেষিকের প্রাচীন গ্রন্থ গুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, অপর দুই সন্নিকর্ষ (সামান্য লক্ষণা, জ্ঞান লক্ষণা) সেখানে আদর পায় নাই। উহ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিভূতি যে "spontaneous" হইতে

ফিরিতে স্বরু করিলেও, যাঁরা ব্রিটিশ মিউজিয়াম, বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীর কক্ষগুলিতে জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁরা সে নতুন হাওয়ার "পরশ" এখনও তেমনধারা অনুভব করিতে পারেন নাই। কাজেই প্রাচীন কালের মিথ্‌ ও ম্যাজিকের সাথে সাথে মধ্যযুগের "মিস্‌টিসিজস—" ইত্যাদি এখনও জড়-বিজ্ঞানাশ্রয় প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবস্থার ধারা অনুসারে সরাসরি "রদিমাল" ও আবর্জ্জনার স্তূপে প্রেরিত হইতেছে।

কি সংস্কৃতি লইয়া আলোচ্য।

এতদিন দেবতা, দেবযান পিতৃযান, প্রেতলোক, মন্ত্র, অতীন্দ্রিয় প্রতীতি —এ সকলের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় (with presumption as myth) করিয়া প্রাচীন কল্‌চার ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বুঝিতে চেষ্টা হইয়াছে; এখন সে সকলের, সত্যত্ব নিশ্চয় না হউক, সত্যতার সম্ভাবনা ধরিয়া লইয়া (with presumption as fact) আমাদের তাহাদিগকে আলোচনা ও পরীক্ষা করিতে হইবে। এতদিন আমরা বেদাদির আলোচনায় এটা ধরিয়াই লইতাম যে, সে সকল মানবাত্মার অনুন্নত বা শৈশব অবস্থায় খেয়াল ও খেলা; অধিকন্তু, সেই শৈশব হইতে স্বরু করিয়া নানা ভুল ভ্রান্তির ভিতর দিয়া এখন মানব সত্যকার বিজ্ঞানে কতকটা পৌছিয়াছে; এখন মনে করিতে হইবে যে, বৈদিক বা জেন্দ অবেস্তার সভ্যতা আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার "শৈশব" নহে; সেটা আর এক রকমের সভ্যতা, যার ভিত্তিটাই আলাদা; স্বতরাং, সেটার মাল মসলাগুলি আমাদের বর্ত্তমান কল্‌চারের টেষ্ট টিউবে আমরা পরীক্ষা করিতে ও বিশ্লেষণ করিতে অপারগ। সে অতীত সভ্যতার রহস্য-পেটিকার চাবিকাটি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি; এই সবে

পারে, তা পাতঞ্জল দর্শন (৪ পা। ১ সূত্র—"জন্মৌষধি) আমাদের বলিয়াছেন। জাতিস্মর, সহজযোগবিভূতিসম্পন্ন অনেক পুরুষের কথাই পুরাণাদি আমাদের শুনাইয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার গুলিও যে ধ্বংসহীন হইয়া বিদ্যমান থাকে, এবং জন্মবিশেষে "উপযুক্ত" সংস্কার কুটেরই ব্যঞ্জন হয়—এ বিষয়ে পাতঞ্জল দর্শনে (৪র্থ পাদে) সূত্র রহিয়াছে (৯)—"জাতি দেশ কাল ব্যবহিতানা মপ্যান স্তর্য্যং স্মৃতি সংস্কারয়োরেক রূপত্বাৎ।" "বৃষদংশ (মার্জ্জার) বিপাকাদয়ঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনাভিব্যক্তঃ, সযদি জাতিশতেন বা দূরদেশতয়া বা কল্পশতেন ব্যবহিতঃ পুনশ্চ স্বব্যঞ্জকাঞ্জন এবোদিয়াৎ........."ব্যাসভাষ্য। জাতিশত, দূরদেশতা, কল্পশতের ব্যবধান থাকিতে ও সংস্কারকূট by the Laws of Association (বিশেষতঃ, Law of Similarity) অনুসারে ক্রিয়া করিয়া থাকে। যোগজ সাক্ষাৎকারাদি যদি কোনো স্বদূরবর্ত্তী পূর্ব্বজন্মেও হইয়া থাকে তবে, তাদের সংস্কার এখনও রহিয়াছে; বর্ত্তমান জন্মের

বিংশ শতাব্দীর স্থচনা হইতে জড়বিজ্ঞানে, প্রাণিবিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে এক নব আলোক রেখা-সম্পাত হইয়া আমাদের বিগত দুই শতাব্দীর জমাট দৃষ্টির ঘোর অনেকটা দূর করিয়া দিতেছে; এখন যদি এই নূতন আলোকে, "নতুন চোখে," সেই হারাণো চাবিকাটি আমরা খুঁজিয়া পাই!

আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

এখনি যেটুকু আলো সেই সব পুরাণো রহস্য-গুহার ভিতরে গিয়া পড়িতেছে, তাতেই আমরা দেখিতেছি যে, আধিভৌতিক (physical) জ্ঞানে তাঁদের ও আমাদের তুলনায় ফল যেমনটাই দাঁড়াক্ না কেন, আধিদৈবিক (with regard to unseen powers and forces) ও আধ্যাত্মিক (higher spiritual; with regard to 'sub' and 'super' realms of consciousness) জ্ঞানে, তাঁদের তুলনায়, আমরা এখনও এক রকম বিশেষ কিছুই জানি না। আধিভৌতিক জ্ঞানেও এতদিন আমরা তাঁদিগকে যতটা শিশু বা আনাড়ী মনে করিতাম, ততটা (এমন কি, আদৌ) শিশু বা আনাড়ী তাঁদিগকে মনে করার কারণ নাই। আমাদের সেই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর জড় বিজ্ঞানই যেন কতকটা অচলায়তন (facts সম্বন্ধে না হউক, principles সম্বন্ধে) হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ম্যাটার ও এনার্জ্জি আলাদা; এল্‌কেমি একটা 'মিথ'; এলিমেণ্টস্ গুলা আলাদা আলাদা; অণুর বাহিরেই শক্তি খেলা করে; এই রকমের কতকগুলা ধারণা বিজ্ঞানে জমাট বাঁধিয়া আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এখন, এই ২৫।৩০ বছরের মধ্যে সব ওলট পালট হইয়া যাইতেছে ও গিয়াছে। এখন নূতন বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদের যে খুব বেশী বিরোধ নাই, তা আমরা একটু আধটু বুঝিতে পারিতেছি।

অবস্থাগুলি যদি কোনও রূপে সেই সংস্কার কূটের অভিব্যঞ্জক হয়, তবে সেই সংস্কার গুলির উদ্বোধন হইবে, এবং সহজ (spontaneous) ভাবেই হইবে। বিচিত্র; বিবিধ সংস্কার প্রবাহ অনাদি—"তাসামনাদিত্বঞ্চ আশিষো নিত্যত্ব ৎ" (৪।১০)—ব্যাসভাষ্য—তস্মাদনাদিবাসনাহনুবিদ্ধমিদং নিমিত্তবশাৎ কাশ্চিদেব বাসনাঃ প্রতিলভ্য পুরুষস্য ভোগায়োপাবর্ত্তত ইতি। ঘট প্রাসাদ প্রদীপকল্পং সঙ্কোচ বিকাশি চিত্তং শরীর পরিমাণাকার মাত্র মিত্যপরে প্রতিপন্নাঃ, তথা চান্তরর্ভাবঃ, সংসারশ্চ যুক্ত ইতি। বৃত্তিরেবাস্য বিভুনঃ, সঙ্কোচ বিকাশিনীত্যাচার্য্যঃ, তচ্চ ধর্ম্মাদি নিমিত্তাপেক্ষং নিমিত্তঞ্চ দ্বিবিধং বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ, শরীরাদি সাধনাপেক্ষং বাহ্যং স্তুতিদানাভিবাদনাদি, চিত্তমাত্রাধীনং শ্রাদ্ধাদ্যাধ্যাত্মিকং যে চৈতে মৈত্র্যাদয়োধ্যায়িনাং

Positive Knowldge এর গণ্ডী।

পুরাতনকে চিনিবার ও বুঝিবার এই মূল সূত্রটি হাতে ধরিতে পারিলে, আমরা আর বেদাদি শাস্ত্রের যজ্ঞ, মন্ত্র-তন্ত্রগুলিকে “ম্যাজিক” বলিয়া, এবং দেবতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব ইত্যাদিকে নিম্নস্তরের “এনিমিজাম” ইত্যাদি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইব না। মানুষের জ্ঞানের ও কর্ম্মের অপরিণত, সুতরাং, একরকম অযথার্থ ভাব ও মূর্ত্তিগুলিই সেই আদিম যুগে ছিল; উচ্চ গভীর ও মহান্ ভাবগুলি আধ্যাত্মিক বিকাশের ফলে পরে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার পাকা ভিত্তি দেখিতে পাইব না। কেবল যে ধর্ম্মতত্ত্ব (Theology) এবং দার্শনিক তত্ত্ব (Metaphysics)এর কতকটা পরিণতি সেই সব যুগে দেখিতে পাই; বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (positive science বা knowledge)এর তখন সবে শৈশব; সুতরাং, কোম্‌ৎ প্রভৃতি পণ্ডিতদের বিবেচনা মত, সে যুগের তুলনায় বর্ত্তমান যুগ সর্ব্বতোভাবে উন্নত; এ ধারণা এতদিন প্রায় স্বতঃসিদ্ধেরই মতন চলিয়া আসিলেও, এখন সম্ভবতঃ বর্জ্জন করিতে হইবে। অপরোক্ষ জ্ঞান বা positive knowledge এর গণ্ডী এখন আর বিজ্ঞানাগারগুলির চারিভিতেই টানিয়া দেওয়া চলিতেছে না; আমরা দেখিতেছি যে. positive knowledge সূক্ষ্ম. অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও ছড়াইয়া পড়িতেছে, সুতরাং, যে সব ধর্ম্মতত্ত্ব ও দার্শনিক তত্ত্বকে এতদিন কল্পনা-প্রসূত বা মনোমাত্র-বিজৃম্ভিত (a pariori) বলিয়া এতদিন আমরা উপেক্ষা করিতেছিলাম, সেগুলি উচ্চতর ও গভীরতর positive knowledge এরই বিষয় হইতে পারে; কাজে কাজেই, সেই উচ্চ থাকের positive knowledge, নীচু থাকের জড়তত্ত্ববিষয়ক p sitive knowledgeকে সম্প্রসারিত, সংশোধিত, এমন কি, স্থল বিশেষে, বাধিত করিতেও পারে।

বিহারান্তে বাহ্যসাধন-নিরনুগ্রহাত্মানঃ প্রকৃষ্টং ধর্ম্মমভিনির্ব্বিত্তয়ন্তি” তয়োর্ম্মানসং বলীয়ঃ, কথং জ্ঞান বৈরাগ্যে কেনাতিশযোতে দণ্ডকারণ্যং চিত্তবলব্যতিরেকেণ কঃ শারীবেণ কর্ম্মণা শূন্যং কর্ত্তুমুৎসহেত, সমুদ্রমগস্ত্য বদ্বা পিবেৎ॥”—“প্রসঙ্গক্রমে চিত্তের পরিমাণ বলা যাইতেছে, চিত্ত ঘট প্রসাদ প্রদীপের ন্যায় সঙ্কোচ বিকাশ শালী, অর্থাৎ প্রদীপ কলসের মধ্যে রাখিলে কেবল কলসের মধ্যবর্ত্তী স্থানকেই প্রকাশ করে, ঐ প্রদীপকে গৃহমধ্যে অনাবৃত ভাবে রাখিলে গৃহের সমস্ত ভাগই প্রকাশ করে. এস্থলে প্রদীপের আলোক যেমন কখনও কলসের মধ্যে থাকিতে সঙ্কুচিত হয়, কখনও বা অনাবৃতভাবে থাকিয়া প্রসারিত হয়, তদ্রূপ চিত্ত পিপীলিকার ক্ষুদ্র শরীর প্রবেশ করিলে পিপীলিকার শরীরের পরিমাণ লাভ করে, হস্তি প্রভৃতি বৃহৎ কায়ে প্রবেশ করিলে প্রসারিত হইয়া হস্তি প্রভৃতি শরীরের পরিমাণ পায়, সুতরাং শরীর পরিমাণের

মানুষের প্রাচীন সাহিত্যে, শিল্পকলায় তত্ত্বজ্ঞানতথ্যজ্ঞানের শুধু অপরিস্ফুট অঙ্কুরই দেখিতে পাইব; বড় বড় জ্ঞান ও চিন্তাগুলি যেখানে "আবিষ্কার" করিতে গেলে "আরোপ" করা হইবে মাত্র—এই রকমের "সূত্র"গুলি সেদিনকার "Higher Criticism" একরকম স্বতঃসিদ্ধের মতনই ব্যবহার করিতেছিলেন। মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পদের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তাই পণ্ডিতেরা মানুষের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়তা এই ভাবের কয়টা ছাঁচে তাঁদের চিন্তা ও সিদ্ধান্তগুলি ঢালাই করিবার জন্য গোড়া হইতেই প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকিতেন। ম্যাক্সমূলারের যেমন সংহিতা বা মন্ত্র "পিরিয়ড" (যুগ), ব্রাহ্মণ যুগ, সূত্র যুগ, ইত্যাদি। এখন, মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের ইতিহাসটিকে অন্য চক্ষে দেখিতে হইবে। ও সব "theological twaddle" ধরণের বুকুনি ছাড়িয়া দিতে হইবে। মনে কল্পনা করিতে হইবে যে, আর পঞ্চাশ বছর পরে যদি psychic powersএর বিকাশের ফলে, মানুষের সাধারণ, অসাধারণ সকল রকমের প্রয়োজন (Arts, Industries etc.) মানসিক শক্তিদ্বারা নির্ব্বাহ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে, সুতরাং, বর্ত্তমান জড় বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতির প্রয়োগাংশ (applied side) যদি অকেজো (obsolete) হইয়া যায়, তবে, তখনকার দিনের পণ্ডিতেরা, শিল্পশাস্ত্রের চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যবহার-বিষয়ক রাশি রাশি পুঁথির পাতা ওল্টাইয়া সেগুলিকে "physical or pathological twaddle" সহজেই মনে করিতে পারিবেন। আসল

নূতন "সূত্র"।

তার তম্য অনুসারে চিত্ত পরিমাণের তারতম্য হয় স্বীকার করিতে হইবে. অতএব অন্তরাভাব অর্থাৎ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ ও উত্তর দেহ পরিগ্রহ এবং স্বর্গনরকাদি স্থানে গমনরূপ সংসারেরও নির্ব্বাহ হয়, (চিত্ত বিভু অর্থাৎ সর্ব্বত্র স্থিত হইলে এরূপ ঘটিতে পারিত না. আকাশ প্রভৃতি বিভূপদার্থের গমনাগমন হয় না. ইহাই সাংখ্যের মত)। আচার্য্য স্বয়ম্ভু অথবা পতঞ্জলি বলেন চিত্ত বিভু অর্থাৎ পরম মহৎ পরিমাণ, উহার কেবল বৃত্তি (চেতনা) সঙ্কোচ বিকাশশালী হয়, অর্থাৎ ক্ষুদ্রদেহে সঙ্কুচিত হয় বৃহৎ দেহে বৃহৎ হয়। এই বৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপ নিমিত্ত (অদৃষ্ট) বশতঃই হইয়া থাকে। উক্ত নিমিত্ত দুই প্রকার, একটী বাহ্য অপরটী আধ্যাত্মিক, শরীর বাক্ প্রভৃতি দ্বারা যে স্তব, দান ও অভিবাদন (নমস্কার) প্রভৃতি হয় তাহাকে বাহ্য বলে, আদি-শব্দে অধর্ম্মের কারণ পরদ্রব্য অপহরণ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। কেবল. চিত্তদ্বারা যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি সম্পন্ন হয় তাহাকে আধ্যাত্মিক বলে, এখানে আদিশব্দে পাপের কারণ অশ্রদ্ধা প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে আচার্য্যগণ বলিয়াছেন. ধ্যানশালী যোগিগণের মৈত্রী করুণাদি বিহার (ব্যাপার) সকল বহিঃসাধনের অপেক্ষা না করিয়াই প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম (শুক্লধর্ম্ম) উৎপন্ন

কথা, মানুষের ভাগ্যের ন্যায়, তার অভ্যুদয়, উন্নতিও চক্রবৎ আবর্ত্তন করিতেছে। সোজা একটানা অভ্যুদয় হইতেছে, একথা বলিবার যো নাই। একযুগে মানুষের যে দিক্‌টার বিকাশ বেশী হইল, যুগান্তরে হয়ত সে দিক্‌টা সঙ্কুচিত হইয়া গেল, আর কোনো একটা দিক্ বেশী ফুটিয়া উঠিল। মোটের উপরে, পরবর্ত্তী যুগ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ চাইতে উন্নত—একথা জোর করিয়া বলা চলে না, আমরা আগে বিচার করিয়াছি। স্পাইরেলের নক্‌সাটি বেশ লাগসই বটে, কিন্তু, আমরা দেখাইয়াছি যে, সেটাও, সোজাসুজি বুঝিলে চলিবে না।

করে। বাহ্য ও অধ্যাত্মিক সাধনের মধ্যে আধ্যাত্মিক মানসই প্রধান, কেননা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যরূপ মানস ধর্ম্ম অপর কাহারও দ্বারা অভিভূত হয় না, বরং জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইতে উৎপন্ন ধর্ম্মই অপর ধর্ম্ম সকলকে অভিভব করে, (বুঝাইবার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ দুইটী উদাহরণ দেখান হইতেছে) চিত্তের বল ব্যতিরেকে শরীর ব্যাপার দ্বারা কোন ব্যক্তি দণ্ডকারণ্য শূন্য করিতে পারে? কেই বা অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্র পান করিতে সমর্থ হয়॥" ৺পূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চুঞ্চু মহাশয়ের অনুবাদ। প্রসঙ্গক্রমে চিত্তবস্তুর স্বরূপ, পরিমাণ ও বৃত্তি সম্বন্ধে যে কথা কয়টি বলা হইল, সেগুলি বিশেষভাবে আবশ্যকীয় কথা। The whole structure of Subconscious Philosophy and theory of Ocult Phenomena rests upon this basis. অনন্ত বিচিত্র সংস্কার রাশির আশ্রয় (৪।১১ সূত্র চিত্তকে—আশ্রয় বলিয়াছেন) চিত্তও মহাসাগরের মত অপরিমিত সত্তা, অতীত ও অনাগত সমস্তই "স্বরূপতঃ" চিত্তে রহিয়া থাকে, তবে অবশ্য সূক্ষ্ম ভাবে—"অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ ধর্ম্মাণাম্ (৪।১২)। ধর্ম্মসমূহের কতকগুলি ব্যক্ত, আর বাকি সবই অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম ভাবে থাকে—"তে "ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ (৪।১৩)। "তদুপরাগাপেক্ষিত্বাৎ চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতা জ্ঞাতম্ (৪।১৭)—চিত্ত যদি বিভু হইল, তবে তার কোনো কোনো বিষয় জ্ঞাত. কোনো কোনো বিষয় অজ্ঞাত হয় কেন?—এ প্রশ্নের জবাব ঐ সূত্র দিয়াছেন। "যদিচ চিত্ত বিভু, যদিচ চিত্তের স্বভাব বিষয় প্রকাশ করা, তথাপি সর্ব্বদা সকল বিষয়ের জ্ঞান হয় না; ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া চিত্ত যখন

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার।

এইবার এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবের উপসংহারে অনুসন্ধানের কয়েকটা মূল সূত্র (যে গুলি পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে) আমরা হাতে গোছাইয়া লইব।

১ম সূত্র—সৃষ্টিতত্ত্ব।

১ম—সৃষ্টিতত্ত্বের ভিতরেই মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের (যার আসল পরিচয় মানুষের তত্ত্বচিন্তায় ও ধর্ম্ম কর্ম্মে) মূল স্বরূপটি ও ধরণটি আমরা ধরিতে পারিব। পাশ্চাত্য দেশের জড়বাদে একটা Physical chaos হইতে (অথবা a condition of Physical indetermination হইতে) ক্রমে শৃঙ্খলা আসিয়াছে; তার মধ্যে আবার, জড়ের শৃঙ্খলা (সৌরজগদাদির সংগঠন) আগে; তারপর, নিম্নতম পর্য্যায়ের প্রাণীদের; তারপর, ক্রমশঃ উচ্চপর্য্যায়ের প্রাণীদের; সকলের শেষে, মানুষের। মানুষ আবার গোড়োতে নরবানর হইয়া দেখা দিয়াছে; পরে ক্রমশঃ, নানান্ রকমের বর্ব্বরতা ও আধা সভ্যতার ভিতর দিয়া, সে সভ্যতায় উপনীত হইয়াছে। মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বা কাল্চারের বিকাশও এই ইভোলিউশনের সাথে সাথে হইয়াছে। মানুষের কাল্চারের বিকাশের পূর্ণতা এখনই হইয়াছে, এমন নয়; তারপরে কি হইবে, তা ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন। বলা বহুল্য, ইভোলিউশনের এ নক্সাটি সর্ব্বাংশে, সর্ব্বতোভাবে মানিয়া লইতে আমরা অক্ষম। প্রাচীনদের সৃষ্টিক্রম আলাদা রকমের: যে সৃষ্টিক্রমের প্রমাণ প্রমাতা যে আলাদা (অর্থাৎ ঠিক আজকালকার Physicist বা Biologist নয়,) তা আমরা বলিয়াছি। প্রবন্ধান্তরে, সে প্রমাণের আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে। সে সৃষ্টিক্রমে পূর্ণজ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াশক্তি সৃষ্টির মূলে। যে শক্তির মূল উৎস হইতে প্রথম যে সকল

যে বিষয়াকারে পরিণত হয়, তখনই সে বিষয়ের জ্ঞান হয়, নতুবা অজ্ঞাত থাকে।” উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের অনুবাদ। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টৃ দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্ (৪।২৩) প্রভৃতি সূত্রও আলোচ্য। বৌদ্ধ জৈনাদি শাস্ত্রে ও ঐ সকল লইয়া বিস্তারিত বিচার আছে; অনেক বিষয় ভেদ থাকিলেও, অনেক মুখ্য বিষয়ে ঐকমত্য আছে। আমরা প্রবন্ধান্তরে

"জীব" উৎপন্ন হন, তাঁরা কারণের তুলনায় খর্ব্ব হইলেও, সমধিক-শক্তিসম্পন্ন। ইহারা নানা রকমের জীবসৃষ্টির ধারায় অধ্যক্ষতা করেন। এঁরা যেন জীবব্যক্তি সমূহের "টাইপ" বা "আকৃতি।" যেমন, মনু; যেমন, সপ্তর্ষি। সুতরাং গোড়াকার মানুষ যে বনমানুষ, এমন নয়। সুতরাং, মানুষের "আদিম" অবস্থায় আধ্যাত্মিক সম্পদ্ একরকম কিছু ছিলই না, এ কল্পনা অসার। বরং যাঁরা টাইপরূপে নানা মনুষ্য-ব্যক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন, তাঁরা আধ্যাত্মিক বিভূতিতে খুবই সমৃদ্ধ।

২। অভিবক্তি ও কর্ম্ম।

২য়—নানাযুগে ও নানাদেশে সেই "টাইপ" গুলির অভিব্যক্তি আলাদা আলাদাভাবে হইয়াছে। "কর্ম্মের" ফলে একটা যুগ বা দেশের "পতন" হইয়াছে; আবার "কর্ম্মের" ফলেই একটা যুগ বা দেশের "উত্থান" হইয়াছে। এই রকম হইয়াছে বার বার। সুতরাং, কোনো একটা জাতির ইতিহাস রেখাটিকে সরলভাবে না আঁকিয়া তরঙ্গায়িত ("curve") ভাবে আঁকিতে হইবে। খুব উন্নত একটা জাতির কালে বর্ব্বরতা-প্রাপ্তি সম্ভবপর হইয়াছে; বর্ব্বর জাতিও কালে উন্নত হইয়াছে। বর্ব্বর সমাজের অনেক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে পূর্ব্ববর্ত্তী উন্নত অবস্থার ছাপ থাকিতে পারে; যেমন বা, উন্নত সমাজের অনেক আচার আচরণে, চিন্তায় ও বিশ্বাসে, অনুন্নত অবস্থার ছাপ রহিয়া গিয়াছে। সত্য-ত্রেতাদি যুগের আবর্ত্তন, মানব সমাজে, অংশ বিশেষে বা সাকল্যে, রথনেমির মতন কতবার যে চলিয়ায়ছ, তার ঠিকানা নাই। টাইপের কাছাকাছি অবস্থা সত্যযুগ; কেননা, টাইপই সত্য; ব্যক্তিগুলির পরিবর্ত্তন ও ধ্বংস আছে, টাইপ বা প্রকৃতি অবিনশ্বর রহিয়া যায়—কখনও ব্যক্ত, কখনও অব্যক্ত, কখনও বা ব্যক্তাব্যক্ত বা আংশিকভাবে ব্যক্ত। ত্রেতাদি যুগ ইতিহাসের এমন একটা অবস্থা যাতে

আলোচনা করিব। বৌদ্ধদর্শনে অনাত্মবাদ প্রধানতঃ স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা যেন মনে না ভাবি যে তত্ত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধ চিন্তা সর্ব্বাংশে অথবা মুখ্যাংশে বিপরীত। তলাইয়া দেখিলে বৌদ্ধচিন্তা এবং জৈনচিন্তা হিন্দু চিন্তারই একটা প্রস্থানভেদ মাত্র। উভয় পক্ষের দার্শনিক ও গোঁড়াদের কলহে এটা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। ফলকথা, চিত্ত বা বুদ্ধিকে প্রাচীনেরা যে ভাবে দেখিয়াছেন, তাতে তার সর্ব্বাবভাসক হওয়াটাই স্বাভাবিক, অল্পজ্ঞ ও কিঞ্চিজ্জ্ঞ হওয়াটা স্বাভাবিক নয়। যে সমস্ত প্রতিবন্ধক থাকা নিবন্ধন চিত্তসত্তা ব্যবহারে সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, সেগুলির সাধারণ নাম "মল" অথবা "উপাধি (অবশ্য সাংখ্যমতে পুরুষের সম্বন্ধে চিত্ত বা বুদ্ধি ও একটা উপাধি, শারীরক বেদান্তমতে আত্মার সম্বন্ধে উপাধি। ঐ মল মার্জ্জনের নিমিত্ত

টাইপে পূর্ণ বা বিশুদ্ধ অভিব্যক্তির "কলা" ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিই বিশুদ্ধ অভিব্যক্তির চিহ্ন; পার্থিব উন্নতি (material progress) সেভাবে নয়।

৩। অভিব্যক্তিতে উন্মেষ ও সঙ্কোচ।

৩য়—অভিব্যক্তির কোনো যুগে মানবীয় সত্তার যে দিক্‌টা (যে ধর্ম্ম ও শক্তিগুলি) ফুটিয়া উঠিল, যুগান্তরে যে দিক্‌টা হয়ত নিমীলিত হইয়া গিয়া, অপর একটা দিক্ উন্মেষিত হইল। এইরূপে, কোনো যুগে সাক্ষাদ্‌ভাবে আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি বেশী, কোনো যুগে বা জড়সম্বন্ধিনী আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি বেশী বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে। এ যুগের মধ্যে কোন্‌টা অধিক উন্নত যুগ—তার বিচার মানুষের সত্যকার পুরুষার্থে লক্ষ্য রাখিয়াই করা উচিত, কোনো অবান্তর লক্ষণ দ্বারা করা উচিত নয়।

৪। প্রামাণ্যের পার্থক্য।

৪র্থ—দুইটা বিভিন্ন প্রকৃতির যুগের প্রমাণ প্রমেয় প্রমাতা (The Science of Evidence) একরূপ হওয়ার কথা নয়। এই জন্য এক যুগের প্রামাণ্যের দ্বারা অন্যযুগের প্রামাণ্যের পরখ করিতে যাইয়া, আমাদের এই পার্থক্যের কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে; এবং প্রামাণ্যের সত্যতা ও সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত হওয়ার আগে, বর্ত্তমান যুগের প্রামাণ্যের বিরোধী বলিয়াই, যুগান্তরের প্রামাণ্যকে হেয় মনে করিলে চলিবে না। আমরা এই ভূমিকায় আর্ষ বা অতীন্দ্রিয় প্রামাণ্যের দাবী পরীক্ষা

অষ্টাঙ্গ যোগের মার্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই মার্গের অনুসরণে একদিকে যেমন—"তদা সর্ব্বাবরণ মলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পম্" (৪।৩১) হইতে থাকে (Knowable is progressively reduced to the vanishing point) তেমনি অন্যদিকে "বিশেষ দর্শিন আত্মভাব ভাবনা (কোঽহমাসং ইত্যাদিরূপায়াশ্চিন্তায়াঃ) বিনিবৃত্তিঃ" (৪।২৫), এবং "তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তম্" হইয়া বিবেক এবং কৈবল্যের সম্ভাবনা হইতে থাকে। সাংখ্য প্রবচন সূত্র (৫ম অধ্যায়ে) ১১১ সূত্রে যে ছয় প্রকার শরীরের কথা বলিয়াছে, তার মধ্যে শেষের দুইটি হইতেছে সাঙ্কল্পিক ও সাংসিদ্ধিক। "সঙ্কল্পজাঃ সনকাদয়ঃ। সাংসিদ্ধিকা মন্ত্রতপ আদিসিদ্ধিজাঃ। যথা রক্তবীজ শরীরোৎপন্ন শরীরাদয়ঃ"—বিজ্ঞানভিক্ষু। অতএব উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভূমির উপযোগী উচ্চতর শরীর বা কায়াও শাস্ত্র মানিয়াছেন। ১১৬ সূত্রটি দরকারী—"সমাধি সুষুপ্তি মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা"—বিজ্ঞানভিক্ষু টীকায় সাংখ্য পুরুষের ব্রহ্মত্ব এইভাবে করিতেছেন—"অস্মচ্ছাস্ত্রে চ ব্রহ্মশব্দ ঔপাধিকপরিচ্ছেদমালিন্যাদিরহিতপরিপূর্ণচেতনসামান্যবাচী, নতু ব্রহ্মমীমাংসায়ামিবৈশ্বর্য্যো-

করিয়াছি। সে পরীক্ষার ফলে, বেদাদির প্রামাণ্যে অশ্রদ্ধা না হইবারই কথা। ভারতবর্ষেও যে অলৌকিক প্রমাণ ছাড়া লোকে লৌকিক প্রমাণে মোটে নির্ভর করিত না—এমন হাঁসির কল্পনা করা অনাবশ্যক। শ্রুতির প্রামাণ্য সাধারণতঃ অতীন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে। শ্রুতিস্মৃতির সঙ্গে লৌকিক প্রমাণেব বিরোধ স্থলে, কি কর্ত্তব্য—এ সকল তর্কের বিচারের "অন্ত" মীমাংসাদি দর্শনে নাই। আর্ষ প্রমাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদি-সম্মত।

৫। সারস্বতধারায় বৈচিত্র্য।

৫ম—"যস্য নিঃশ্বসিতা বেদা বেদেভ্যো নিঃশ্বসিতং জগৎ"। "বেদ" মানে পরমেশ্বরের নিরতিশয় পূর্ণজ্ঞান। সেই পূর্ণজ্ঞান হইতে এই জগৎ নিঃশ্বসিত হইয়াছে। এর মানে শুধু এই নয় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা অনন্ত জ্ঞানময়। যেটি কারণ, সেটি কার্য্য প্রসব করিয়া সরিয়া দাঁড়ায় না; কার্য্যের মধ্যে অনুগত, অনুপ্রবিষ্ট তা হইয়া থাকে। শ্রুতি বহুস্থানে এ কথা বলিয়াছেন। "বেদ" জগতের কারণ; সুতরাং, বেদ ও জগতের ধারায় বা প্রবাহে অনুপ্রবিষ্ট। এ কথার মানে এই যে, সেই আদি উৎস প্রজাপতি বা বিশ্বকর্ম্মা হইতে এই জাগতিক কার্য্য কারণ ধারা যেমন চলিয়াছে (যেটাকে অর্থ বা বিষয়প্রপঞ্চ বলা যায়,) তেমনি তাহা হইতে একটা অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান-ধারা জাহ্নবী-প্রবাহের ন্যায় এই জগতের মাঝখানে বহিয়া চলিয়াছে। সনক-সনন্দন-সনৎকুমার-সপ্তর্ষি-মন্বাদি-সম্প্রদায় ক্রমে সেই বিদ্যা জাহ্নবীধারা ধরাধামে (এবং সম্ভবতঃ অপরাপর লোকেও) নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া নামিয়া আসিয়াছেন। নানা দেশে, নানা যুগে, নানা সম্প্রদায়ে নানা ব্যক্তিতে

পলক্ষিত পুরুষবিশেষমাত্রবাচিতি বিবেক্তব্যম্।" ৬।৪৫ সূত্রে "পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থতঃ" বলিয়া পুরুষের নানাত্ব সাংখ্যদর্শন স্বীকার করিলেন, নতুবা বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্রহ্ম আর গৌড়পাদ শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈত ব্রহ্ম একই জিনিষ। অবশ্য, এঁদের "মায়া" এবং সাংখ্যের প্রকৃতিতে বিশেষ আছে। শ্বেতাশ্বতর উপ "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" ইত্যাদি বলিয়া উভয়কে মিলাইয়া দিয়াছেন। (Of the eclectic movement combining Sankhya Yoga and Vedanta doctrines the oldest literatures is the শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ। More famous is ভগবদ্গীতা (Macdonell, His. Lit, p. 405), (eclectic) সে যাই হউক, আমরা সাংখ্য প্রবচন সূত্রে দেখিতেছি যে, সমাধি, সুষুপ্তি এবং মোক্ষ—এই তিন অবস্থাতেই ব্রহ্মরূপতা হইয়া থাকে; তার মধ্যে প্রথম দুইটি 'সবীজ", মোক্ষে নির্বীজ। ("ননু পাতঞ্জলে তদ্ভাষ্যে চাসম্প্রজ্ঞাতযোগো নির্বীজ উক্তঃ...ইত্যাদি বলিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু আপত্তি তুলিয়া খণ্ডন করিতেছেন)। আমাদের Experienceএর একটা উচ্চতর, উচ্চতম অবস্থার কথা এ সবের ভিতরে আমরা পাইতেছি। ৫।১১৮ সূত্রটী মজার—"দ্বয়োরিব ত্রয়স্যাপি দৃষ্টত্বান্নতু দ্বৌ"।

এই সারস্বত ধারার প্রকাশ-বৈচিত্র্য হইয়াছে। এক যুগে এক দেশে, এক সম্প্রদায়ে ইহার যে শাখাটি যে ভাবে রহিয়াছে, অন্যযুগে, অন্যদেশে, অন্য সম্প্রদায়ে সেটি সম্ভবতঃ সে ভাবে বহে নাই। বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য জড়বিদ্যা মধ্যযুগে প্রবাহিত ছিল না; হইতে পারে, খুব প্রাচীন যুগেও ঠিক এ ভাবে প্রবাহিত ছিল না। পক্ষান্তরে, প্রাচীন যুগের অনেক বিদ্যা এ যুগে সর্ব্বত্র প্রবাহিত নাই। তবে, নিখিল ঈশ্বরজ্ঞান বা ‘বেদ”ই যখন এই বিচিত্র কার্য্যপ্রপঞ্চের মূলে ও মধ্যে রহিয়াছে, তখন, কোনো যুগে বা দেশে বা সম্প্রদায়ে ইহার শাখা বিশেষের “লোপ” দেখিলেই, সেটা অব্যক্ত ভাবে, অথবা কোথাও কোথাও কথঞ্চিৎ ব্যক্তভাবেও, যে নাই, এরূপ ভাবা অন্যায় হইবে। বর্ব্বর সমাজে যে বিদ্যা নাই, সভ্য সমাজে তা রহিয়াছে; পক্ষান্তরে, সভ্য সমাজে যাহা নাই, এমন কিছু কিছু বিদ্যা অবিদ্যার ছদ্মবেশে হয়ত বর্ব্বর সমাজে রহিয়াছে।

শাশ্বতী সারস্বতী তনু।

বিদ্যার সারস্বতী তনু সর্ব্বদাই পরিপূর্ণভাবে রহিয়াছে; সে তনু শাশ্বতী। তবে, সে তনুর কোনো কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ত যুগ বিশেষে, দেশ বিশেষে, ও সম্প্রদয়ে বিশেষে ব্যক্ত, স্পষ্ট না হইয়া অব্যক্ত, অস্পষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। তন্ত্রাম্নায় কলিতে বিশেষ ভাবে উপযোগী বলিয়া “প্রকট” হইয়াছে; অন্যযুগে গুপ্তভাবে, ফল্গু প্রবাহের মতন ছিল। যে যুগের যেদিকে পক্ষপাত, অধিকার, সাধনা ও অভিনিবেশ, সে যুগের সাম্‌নে ঠিক সেই দিক্‌টাই ভাল করিয়া ফুটিবে। অন্য দিক্‌টা অস্ফুট, অস্পষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। বেদে আধুনিক জড়বিদ্যার দিক্‌টা আপাত দৃষ্টিতে অস্পষ্ট বলিয়াই ঠেকে। আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দিক্ দুইটি খুবই উজ্জ্বল, খুবই বিস্পষ্ট।

‘নন্তু সমাধিসুষুপ্তী দৃষ্টে স্তো মোক্ষেতু কিং প্রমাণমিতি নাস্তিকাক্ষেপং পরিহরতি”— সমাধি ও সুষুপ্তি, এ দুটিই দেখা যায়, অতএব প্রমাণ—এই বলিয়া নাস্তিকেরাও মানেন, কিন্তু দেখা যায় না যে মোক্ষ তার প্রমাণ কি? এইরূপ আপত্তি তুলিয়া সমাধান করিতেছেন। অতএব “সমাধি” fact বলিয়া evidence বলিয়া নাস্তিকমহলেও অনেকের কাছে স্বীকৃত হইত। সত্য সত্যই হইতে দেখা যাইত বলিয়াই স্বীকৃত হইত। বুদ্ধি অব্যক্তভাবে সত্তাতেও যে ভোক্তা ও ভোগায়তন সম্পর্ক হইতে পারে, তা ৫।১২১ সূত্র (অথবা দুইটি সূত্র ভাষ্যকার কর্ত্তৃক একসঙ্গে গ্রথিত) আমাদের স্পষ্টই বলিতেছেন—“না বাহ্যবুদ্ধিনিয়মো বৃক্ষগুল্মলতৌষধি

"বেদ বীজ"

এইরূপ আলোচনার ফলে একটা সূত্র আমরা হাতে পাইতেছি :—সকল রকম জ্ঞান, বিদ্যার বীজ (অর্থাৎ, "বেদবীজ") সর্ব্বদা, সকল যুগেই রহিয়াছে; কোন বিশিষ্ট যুগের অধিকার ও পক্ষপাত (interest) হয়ত তার মধ্যে কতকগুলি বীজকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত করিয়া তুলিয়াছে। অপর বীজ গুলি সে যুগে (অন্ততঃ সাধারণ্যে) বীজ ভাবেই রহিয়া গিয়াছে। সে যুগের অভিজ্ঞতার মধ্যেও সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তি সেই প্রচ্ছন্ন "বেদবীজ" আবিষ্কার করিতে পারিবেন। কতকগুলি বীজের সঙ্কোচ-বিকাশ একদেশেই হয়ত পুনঃপুনঃ হইয়াছে; এখন যে গুলি "বীজ" মাত্র, একদিন হয়ত সে সকল "গাছই" ছিল।

অনাদি সম্প্রদায় প্রবাহ।

এইজন্য, আধ্যাত্মিক ভাব-চিন্তার ইতিহাস লিখিতে বসিয়া, এই ব্যক্তি এই সময়ে, এইদেশে প্রথম এইভাবটি চালাইলেন, এরূপ বিবৃতি দেওয়া সমীচীন নহে। ও সকল মোটা হিসাব। আমাদের শ্রুতি স্মৃতির পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখি—কেহই বলিতেছেন না যে, তিনি প্রথমে এই বিদ্যা "আবিষ্কার" করিলেন, তিনি পূর্ব্বগামী কাহারও কাছ হইতে সেটি পান নাই। সবই সম্প্রদায়ক্রমে চলিয়া আসিতেছে—কখনও গুপ্ত, কখনও বা ব্যক্ত ভাবে। ধারার আদিতে পরমেশ্বর। বিদ্যার প্রবাহটি অক্ষুণ্ণ, অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য, যে যুগে বা দেশে বিদ্যা বিশেষ "লোপ" পাইয়াছে বলিয়া আমরা দেখিতে পাই, সে যুগে, সে দেশে না হউক অন্য কোথাও, ব্যক্তি বিশেষ বা সঙ্ঘবিশেষে, গুপ্তভাবে, সাধারণের অজানা ভাবে, সেবিদ্যাটি সাগ্নিকের অগ্নির মতন রক্ষিত থাকিতে পারে। শ্রুতির পঞ্চাগ্নি বিদ্যা, তন্ত্রাম্নায় প্রভৃতি সময়ে সময়ে এইভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

তৃণবীরুধা দীনামপি ভোর্ক্তৃভোগায়তনত্বং পূর্ব্ববৎ॥"—বৃক্ষগুল্মাদিতে বাহ্যবুদ্ধি বিকাশ দৃষ্ট না হইলেও, জীবত্ব ("অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ বিজ্ঞান ভিক্ষু তুলিয়াছেন) এবং অন্তসংজ্ঞত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং তাদেরও সম্পর্কে ভোক্তা ও ভোগায়তন অবশ্যই আছে। মনুসংহিতা (১।৪৯—"তমসা বহুরূপেণ..."; এবং ১২।৯—"শরীরজৈঃ কর্ম্ম দোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্") স্পষ্টই বলিয়াছেন যে শুভাশুভ কর্ম্ম বিপাকেই তৃণ প্রস্তরাদি হইতে মনুষ্যগন্ধর্ব্বদেবতাদি ভোগায়তন নির্ম্মিত হইয়া থাকে; বুদ্ধি এবং তদ্ধর্ম্ম সমূহ সকল যায়গায় সমভাবে ফুটিয়া উঠে না।

৬। চিন্তা অপরিণত ও পরিণত কি ভাবে?

৬ষ্ঠ—ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, স্মৃতি পুরাণাদিতে বেদের তত্ত্বগুলির যেরূপ উদ্‌ঘাটন দেখিতে পাই, সেগুলি অধিকাংশ পরবর্ত্তী কালের অপেক্ষাকৃত পরিণত চিন্তা, সংহিতা গুলির প্রাচীন স্তরে চিন্তা ততখানি পরিপুষ্ট ও ব্যবহৃত হয় নাই; এ সূত্র নির্ভরযোগ্য নহে। ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ প্রভৃতির "ব্যাস", সঙ্কলন, সংহিতা ভাগগুলির সমকালে হইয়াছিল, কি পরে হইয়াছিল—তার বিচার এখানে অনাবশ্যক। ব্রাহ্মণ, উপনিষদাদিতে ভাবনা চিন্তার যে "আকৃতিটি" আমরা দেখিতে পাই, সে মূর্ত্তি সংহিতা-মন্ত্র-দ্রষ্টাদের দৃষ্টির সামনে অপ্রতিভাত ছিল না; অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, অনুষ্ঠান ও মনন, বরাবর পাশাপাশিই চলিয়া আসিয়াছে; যাঁরা মন্ত্র, হবিঃ, অভিযুত সোমাদির দ্বারা যজ্ঞ করিতেন, তাঁরা তত্ত্বচিন্তা একেবারে না করিতেন, এমন নয়; তবে কাহারাও বা তত্ত্বচিন্তার দিকেই বেশী ঝুঁকিতেন; অথবা এক জীবনেরি আশ্রম বিশেষে অনুষ্ঠানের দিকে বেশী ঝোঁক ছিল; আবার অন্য আশ্রমে তত্ত্ব চিন্তার দিকেই বেশী জোর পড়িত। সুতরাং, এ কথা ঠিক নয় যে, সংহিতা ভাগের "প্রাচীন" মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য কতকগুলি ম্যাজিকের অনুষ্ঠানে, কতকগুলি প্রাকৃতিক ঘটনার রূপকে কতকগুলি বস্তুহীন কল্পনাতেই পর্য্যবসিত। তাদের শব্দ সম্পদ্ যে অপূর্ব্ব, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু সে সকল শব্দের বাণীর উচ্চ ও গভীর ঝঙ্কারগুলি আমরা উপেক্ষা করিব, সরল, সাদাসিধা, ছোট সুর গুলিই শুধু ধরিব—এমন কোনো ন্যায়ের গরজ আছে কি?

সুতরাং, মুঞ্জাভ্যন্তরস্থিত ঈষীকার মত, বেদাদির স্থূল, সাধারণ অর্থের ভিতরে বা অন্তরালে গভীর অর্থ বা রহস্য অন্বেষণের চেষ্টা করিলে, আমরা সত্যের চক্ষে অপরাধী হইব না।

বটে, কিন্তু কোথাও "অন্তঃসংজ্ঞ" ভাবে (subconsciously) কোথায় বা মূঢ়ভাবে (unconsciously) অবশ্যই থাকে। আমাদের "normal conciousness" টাই চেতনার একমাত্র ভূমি মনে করার কারণ নাই; একটি "subnormal", অন্যদিকে "supranormal" চেতনা Spectrumএর Ultra-violet এবং Ultra-red or Infra-red রশ্মিগুলির মত দুইদিকে কতদূর ছড়াইয়া রহিয়াছে তা কে বলিতে পারে? এই সমস্তটা লইয়া চেতনা। উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া এই সমগ্র চেতনাটিই অথবা ইহার যে কোনো অংশ, অভিব্যক্ত করা

৭। অনুষ্ঠান অবুদ্ধিপূর্ব্বক ও বুদ্ধিপূর্ব্বক।

৭ম—কোনো একটা অনুষ্ঠান বা উপাখ্যান এদেশের যেমন ছিল, কতকটা তেমনি হয়ত ইরাণে, গ্রীসে বা ব্যাবিলনে ছিল ; গ্রীসাদি দেশে হয়ত সে সব অনুষ্ঠানাদির তত্ত্বকথা প্রকাশ নাই ; অথবা থাকিলেও, নিতান্ত উপরকার পরদার ;—এতে এটা সপ্রমাণ হয় না যে, এদেশের ও সব তত্ত্বকথার "মনন ও অনুশীলন" এদেশে বা অপর কোথাও হয় নাই। একই সময়ে একই দেশে দেখা যায় যে, সম্প্রদায় বিশেষ কোনো কোনো অনুষ্ঠান তত্ত্বচিন্তার সহিত করিতেছেন, অধিকাংশ লোকে "অবুদ্ধিপূর্ব্বক," অথবা, নানারূপ রূপক, গল্প, কল্পনায় সে অনুষ্ঠানগুলিকে জড়াইয়া আচরণ করিতেছে। এই রকম, ব্রহ্মাবর্ত্তে যেটা "সজ্ঞানে" হইত, ইরাণে সেটার কিছুটা "অজ্ঞানে" হইয়াছে,—একই সময়ে—এমন মনে করার পক্ষে কোনো প্রবল বাধা নাই।

৮। মন্ত্রাদির গৌণ-বৃত্তি ও মুখ্যাবৃত্তি

৮ম—বৃত্র, অহি, পণি প্রভৃতিকে ইতিহাসের সত্য ঘটনার মধ্যে ফেল সম্ভবপর হইলেও এটা মনে করা অন্যায় যে, সংহিতায় ঐ প্রসঙ্গে য কি আছে, তাদের তাৎপর্য্য হইতেছে ঐ ঐ সি ঘটনাগুলির "সঙ্কেত" করা, আর কিছু নয়। কর্ম্ম-প্রধান কল্‌চারের ধর্ম্মসাহিত্যে ইতি কথা, প্রাকৃতিক কথা—এ সব থাকিলেও, তাদের মুখ্য তাৎপর্য্য ই বহিঃপ্রকৃতির ঘটনা বিবৃত করায় নয়। জ্যোতিষ, প্রত্নতত্ত্ব, সকল আধিভৌতিক তত্ত্বের সঙ্গে ধর্ম্মকর্ম্মের (যজ্ঞাদির) সম্ তখন সে সকলও অবশ্য থাকিবে ; তবে সে সকলে মন্ত্রা "মুখ্যাবৃত্তি"—অতীন্দ্রিয়ার্থ সমূহে (আধিদৈবিক ও আ আধিভৌতিক)।

যাইতে পারে। সেই উপায়ই "যোগ"—সহজ অথবা সাধ্য। যে, হইতে পারে, অথবা যোগসিদ্ধিতে যে কায়যন্ত্র নির্ম্মিত হইতে সাংসিদ্ধিকরূপে বিভাগ আগেই দেখান হইয়াছে। সা কর্ম্মদেহ (পরমর্ষিদের), ভোগদেহ (ইন্দ্রাদি দেবতাদের), উভয় দেহ (দত্তাত্রেয় জড়ভরতাদির) দেখাইয়াছে। এ চারি রকমের দেহ দ্বা (অলৌকিক জ্ঞান) লাভ হইতে পারে। মিডিয়ামদের কথা হইতেছে না), উভয়দেহের কোঠায় পড়িবে

এইজন্য আধ্যাত্মিক ভাব ও চিন্তাসমূহের অভিব্যক্তির (development-এর) বিবরণ লিখিতে গিয়া, আমরা, বেদ প্রভৃতি মানুষের সবচেয়ে পুরাতন ভাণ্ডারে কেবল যে শিশুর খেলনা ও পোষাকই বাহির করিতে পারিব; সত্য সুন্দর যা কিছু, দামীও টেকসই যা কিছু, বড় ও সভ্যভব্য যা কিছু, তার জন্যে বর্ত্তমান যুগের সারস্বত প্রদর্শনীগুলি আমাদের খুঁজিতে হইবে,—এ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিব না। আদিম ও প্রাচীনকেও তার প্রাপ্য শ্রদ্ধা ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িবে বই কমিবে না। সবই সে নর-নারায়ণের ভাগবতী তনু! কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামিনী। অথচ শাশ্বতী, সনাতনী। ইহাই পুরাণী দৃষ্টি। এ দৃষ্টি মহা-মানবের শৈশবের মধ্যে বিরাটকে এবং পূর্ণকে, আর তার প্রৌঢ়তার মধ্যে "বালগোপাল"কে এবং চিরকিশোরকে চিনিয়া নিজেকে বিভ্রান্ত হইতে য় না।

পুরাণী দৃষ্টি ॥

বলা বাহুল্য, এই ভিতরকার ভাব ও বেদনাগুলির অভিব্যক্তিই প্রস্তাবে ইতিহাসের অভিব্যক্তি।

ও দিকাশ বুঝিতে হইবে—যে কর্ম্ম দ্বারা অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স লাভ হয়,
" প্র সূ. ৩।৪৮, ৪৯, ৫০ তিনটি ভূমি ("Planes") নির্দ্দেশ করিয়া
শালা তমোবিশালা মূলতঃ মধ্যে রজোবিশালা"। মধ্যের ভূমিটা একটা
ঐ দর্শনের তন্ত্রাধ্যায়ে এবং অন্যত্র সমগ্রভূমি জয় করার উপায়াদি
ভূমি সমগ্রচেতনা।

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

	Rs.	A
The Approaches to Truth	5	0
The Patent Wonder	2	8
India : Her Cult and Education (Introductory)	0	8
Some Thoughts on Education (with an Introduction by Sir Johon Woodroffe)	0	8
National Education in India	0	
An Essay on Radio-Activity	0	
Introduction to Vedanta Philosophy (Sreegopal Basu Mallik Lectures, Calcutta University, 1927)	7	8
(With SIR JOHN WOODROFFE)		
The World as Power : Power as Matter	2	8
„ : Power as Causality and Continuity	2	
„ : Power as Consciousness (Mahamaya)	5	0
শিক্ষার একটা কথা		॥০
স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র		॥০
ইতিহাস ও অভিব্যক্তি	৩৲	
হিন্দু ষড়্ দর্শন (প্রস্তুত হইতেছে)		
বেদ ও বিজ্ঞান („)		
মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র („)		

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh